শ্রীশ্রীমন্মহর্ষি-

ভগবৎ-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিরচিত-

ব্রহ্মসূত্রম্

বা

বেদান্তদর্শনম্

---০:*:০---

শাঙ্করভাষ্য-ভামতী-কল্পতরু-ভামতীপ্রভা-সমেতম্।

---:০:---

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদ

---:*:---

বেদান্ততর্কস্মৃতিতীর্থোপাধিক

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরচিত ভামতীপ্রভাখ্য টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত।

আচার্য্যশঙ্কর-ও-রামানুজ ও ন্যায়সাহস্রী প্রণেতা, ব্যাপ্তিপঞ্চক-তর্কসংগ্রহ-তর্কামৃত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদক এবং অদ্বৈতসিদ্ধি ও বেদান্তদর্শনপ্রভৃতি বিবিধগ্রন্থের সম্পাদক বেদান্তভূষণোপাধিক

পণ্ডিত শ্রীযুক্তরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত

ন্যায়বেদান্তাদিবিবিধগ্রন্থের প্রকাশক

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ প্রকাশিত

৬নং পাশিবাগান লেন, কলিকাতা।

কলিকাতা

সন ১৩৪১, শকাব্দ ১৮৫৬, খৃষ্টাব্দ ১৯৩৪।

নিবেদন।

শাঙ্করভাষ্য ও ভামতী টীকার বঙ্গানুবাদসহ বেদান্তদর্শন গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার ইচ্ছায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে অনুবাদকরূপে এবং আমাকে সম্পাদকরূপে ১৭ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় বরণ করেন। তাহার ফলে আজ হইতে ১৪ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থের চতুঃসূত্রীমাত্র প্রকাশিত হয়। মহাযুদ্ধের আরম্ভে এবং পূজনীয় তর্কভূষণমহাশয়ের কাশীবাসে উক্ত প্রযত্ন অগত্যা পরিত্যক্ত হয়। ভগবদিচ্ছায় আজ আবার ১৪ বৎসর পরে মদীয় মধ্যমভ্রাতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষের অনুরোধে তাহারই সম্পাদনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এবার পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ বেদান্ততর্কস্মৃতিতীর্থ মহাশয় ভামতীর উপর "ভামতীপ্রভা" নামক একটী সংস্কৃতটীকাসহকারে উহার অনুবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

পূর্ব্বে ভাষ্য ও ভামতীর যেরূপ বিস্তৃত অনুবাদ করা হইয়াছিল, এ গ্রন্থে তাহা করা হয় নাই। ইহাতে কেবলমাত্র ভাষ্য ও ভামতীর সরল অক্ষরার্থই প্রদত্ত হইয়াছে, এবং কল্পতরুকারকৃত শাস্ত্রদর্পণের তাৎপর্য্যসহ ভারতীতীর্থের অধিকরণমালা ও তাহার অনুবাদও সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। কল্পতরু-টীকার মূলমাত্র প্রদত্ত হইল, তাহার অনুবাদ আর প্রদত্ত হইল না। তাহার পর এবার পূর্ব্বে প্রকাশিত চতুঃসূত্রীর পর হইতে আরম্ভ না করিয়া বেদান্তের দার্শনিক বিচারাংশ অগ্রেই অবগত হইবার জন্য এবং পরীক্ষার্থীদিগের সুবিধার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ করা হইল। এই খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদ মাত্র প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয়পাদ যন্ত্রস্থ।

ভামতীগ্রন্থের টীকা এ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় কোন পণ্ডিত করিয়াছেন কিনা জানা যায় নাই। এই গ্রন্থের অনুবাদক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ বেদান্ততর্কস্মৃতিতীর্থ মহাশয় সেই কার্য্যে ব্রতী হইয়া বঙ্গবাসী পণ্ডিতবর্গের মুখ উজ্জ্বল করিলেন—সন্দেহ নাই। ভামতীর বহু টীকাদি থাকিলেও বালবোধোপযোগী এত বিস্তৃত টীকা বোধ হয়, হয় নাই।

এ গ্রন্থে আর একটী নূতন বিষয়ের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণশাস্ত্রী দ্রবিড় মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে প্রতিসূত্রের পাদটীকায়, সূত্রের আকারমাত্রের সাহায্যে সূত্রার্থ নির্ণয় করিয়া ব্যাসদেবাভিপ্রেত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ যে শাঙ্করভাষ্যেই প্রকটিত, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সূত্রার্থ-নির্ণয়ের এই পথটী অতি সমীচীন পথ; কারণ, অর্থ লইয়াই মতভেদ। সূত্রাক্ষরমাত্র দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্তপক্ষ এবং অধিকরণের আরম্ভ ও শেষ জানিতে পারিলে, ইচ্ছামত সূত্রার্থ করিতে প্রায়ই পারা যায় না। বস্তুতঃ শঙ্কর, ভাস্কর, রামানুজ, নিম্বার্ক, শ্রীকণ্ঠ ও মধ্ব প্রভৃতি ভাষ্যে পূর্ব্বপক্ষ প্রভৃতির অন্যথা করিয়াই অনেকস্থলে আচার্য্যগণ ভিন্নমতাবলম্বী হইয়াছেন। এই তিনটী বিষয় নির্দ্দিষ্ট থাকিলে প্রধান প্রধান বিষয়ে মতভেদ অনেকটাই নিবারিত হয়। এজন্য সূত্রাক্ষরদ্বারাই এই বিষয় তিনটী নির্ণয় করা অতি প্রয়োজনীয় উপায়। যাহা হউক, এ বিষয়ে অন্যসম্প্রদায়ের অনেক কথাই বলিবার আছে। সে সব কথার আলোচনা এস্থলে সম্ভবপর নহে। তবে আমাদের এই চেষ্টা দেখিয়া যদি সুধীবর্গ এই পথে চিন্তায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে নিঃসন্দিগ্ধ কোন একটী অর্থে উপনীত হইবার সম্ভাবনা হইতে পারিবে; যেহেতু ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রদ্বারা কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সত্যই প্রচার করিয়া গিয়াছেন—সন্দেহ নাই। তাঁহার গ্রন্থদ্বারা বিভিন্নসম্প্রদায় ভবিষ্যতে পরস্পরবিরুদ্ধ বিভিন্নমতের প্রচার করিবেন, ইহা তাঁহার ইচ্ছা কখনই ছিল না—এইরূপই বোধ হয়।

এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন—ব্যাসদেব যেমন পুরাণমধ্যে সকল সম্প্রদায়েরই শ্রেষ্ঠত্ব এবং নিঃশ্রেয়সোপযোগিত্ব প্রচার করিয়া তত্তৎ সম্প্রদায়ের স্বস্বমতে নিষ্ঠাবৃদ্ধির উপায় করিয়াছেন, এই ব্রহ্মসূত্রেও তাহাই করিয়াছেন, আর এই জন্যই সকল সম্প্রদায় স্বস্বমতে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সকলেই নিজ নিজ মতের ঋষিমূলকত্ব ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কথাটী শুনিবামাত্র সঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু একটু চিন্তা করিলে অন্যথা প্রতীতও হইতে পারে। কারণ, যদি সকল মতেই সমান ফললাভ হইবার সম্ভাবনা থাকে—ইহাই ব্যাসদেবের মত হয়, তাহা হইলে, সেরূপ কথা স্পষ্টভাবে ব্যাসদেব কোথাও বলেন নাই কেন? তাহা বলিলে পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের মধ্যে আর বিরোধ হইত না। দ্বিতীয় কথা—তাহা হইলে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মতকে ভ্রান্ত বলেন কেন? তৃতীয় কথা—ব্যাসদেবই ব্রহ্মসূত্রমধ্যে সাংখ্যাদির মত খণ্ডন করেন কেন? আর এই মতখণ্ডনে পরস্পরবিরোধী আচার্য্যগণ প্রায় একমতই বা হন কেন? চতুর্থ কথা—ব্রহ্মসূত্র বেদান্তের একবাক্যতা প্রদর্শন করে। এখন ওরূপ কথা বলিলে বেদান্তেও নানা মতের সত্যতা জ্ঞাপন করা হইয়াছে বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে, বেদান্তেও একই সত্য প্রচারিত—এই কথাই বা আচার্য্যগণ

বলেন কেন? বেদের তাৎপর্য্য একটী—ইহা ত ব্যাসজৈমিনিরও মত? পঞ্চম কথা—তাহা হইলে কোন আচার্য্য 'সকল সম্প্রদায় সত্য'—এই মতে কোন ভাষ্যরচনাই বা করেন নাই কেন?—এইরূপ নানা কারণে মনে হয়, ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে কোন একটী বিশেষ অর্থই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সকল মতেই তাঁহার সূত্রগ্রন্থ ব্যাখ্যাত হইতে পারিবে—এরূপ অভিপ্রায়ে তিনি ব্রহ্মসূত্র রচনা করেন নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত পথে সুধীগণ চিন্তা করিলে অনেকটা সুফললাভের সম্ভাবনা।

তাহার পর ব্রহ্মসূত্রের ব্যাসাভিপ্রেত অর্থ নির্ণয় করিবার আরও দুইটি পথ আছে, সে বিষয় দুইটী আর আমরা গ্রন্থমধ্যে প্রদর্শন করিতে পারি নাই। তথাপি চিন্তাশীল পাঠকবর্গের জন্য এই প্রসঙ্গে তাহা বলিয়া দিলে তাঁহাদের চিন্তার কিঞ্চিৎ সহায়তা হইতে পারিবে। সে বিষয় দুইটীর মধ্যে প্রথমটী ব্যাস-সম্প্রদায়ের অভিমত অর্থের জ্ঞানলাভ এবং দ্বিতীয়টী শ্রুতির দ্বারা অর্থ করিবার সুবিধা থাকিলে পুরাণাদির আশ্রয় গ্রহণ না করা।

প্রথম—ব্যাসসম্প্রদায়ের সম্মত অর্থের জ্ঞানলাভের প্রয়োজনীয়তা এই যে, পৌরুষেয়গ্রন্থে বক্তার অভিপ্রায় তাৎপর্য্যনির্ণয়ের একটী হেতু হয়। কারণ, কোন বক্তাই তাঁহার মনের সকল কথা প্রকাশ করিয়া কিছু বলিতে পারেন না। কিছু ভাব তাঁহার অপ্রকাশিতই থাকে। বিশেষতঃ, সংক্ষিপ্ত ভাষার গ্রন্থে বা সূত্রগ্রন্থে ইহা নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে। ইহা সকলেই অনুভব করিয়াও থাকেন। অতএব এই বিষয়টী মান্য করিলে ব্যাসাভিপ্রেত অর্থের জন্য ব্যাসসম্প্রদায়ের মতের অবগতি প্রয়োজন। বস্তুতঃ, শঙ্করসম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যাসসম্প্রদায়ের যেরূপ ঘনিষ্ট গুরুশিষ্যসম্বন্ধ, এরূপ অপর কোন সম্প্রদায়েরই নাই—ইহা প্রসিদ্ধ কথা। আমরা এইজন্যও এই গ্রন্থে সূত্রার্থনির্ণয়কালে পাদটীকায় শঙ্করব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছি। আজকাল সাম্প্রদায়িকতার উপর বিশেষ বিদ্বেষ দেখা যায়, কিন্তু ইহার মন্দদিক্‌টা দূষণীয় হইলেও ইহার ভাল দিক্‌টার কথা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

দ্বিতীয়—সূত্রার্থনির্ণয়ে শ্রুতিবাক্যের উপর পুরাণাদির প্রাধান্য বা প্রত্যক্ষ অনুমানাদি অন্য প্রমাণের প্রাধান্য না দেওয়াই আবশ্যক। পুরাণ ও যুক্তি, শ্রুতির আনুকূল্য করিবে, কিন্তু শ্রুতির অর্থের অন্যথা করিবে না। সূত্রার্থনির্ণয়ের পথ—এইরূপই হওয়া উচিত। কারণ, বেদব্যাস শ্রুতিরই মীমাংসার জন্য ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন, পুরাণমীমাংসার জন্য করেন নাই, অথবা প্রত্যক্ষাদি শ্রুতিভিন্ন প্রমাণসাহায্যে কোন তত্ত্বনির্ণয়ের জন্যও করেন নাই। ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করব্যাখ্যায় শ্রুতিসাহায্য যেরূপ গৃহীত হইয়াছে, পুরাণাদির সাহায্য সে ভাবে গৃহীত হয় নাই। আর পুরাণবচনসাহায্যে পুরাণাদিই সূত্রার্থনির্ণয়ে সম্যক্ উপায়—ইহাও জ্ঞান করা, বোধ হয়, উচিত নহে। কারণ, পুরাণাদিতে সর্ব্বসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও নিঃশ্রেয়সোপযোগিত্ব ঘোষণা করা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্র যে তাহা নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পুরাণাদি শ্রুত্যর্থের অনুবাদ হইলেও তাহাতে ব্যাসকর্ত্তৃত্ব যতটা আছে, ব্রহ্মসূত্রে তদপেক্ষা অধিকই আছে। তাহার পর পুরাণাদির অধিকারী সমগ্র মানবসমাজ, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের অধিকারী বিশেষসাধনসম্পন্ন বেদজ্ঞব্যক্তি। অতএব পুরাণসাহায্য ব্রহ্মসূত্রব্যাখ্যায় শ্রুতির অনুকূলরূপেই গ্রাহ্য, শ্রুত্যর্থের অন্যথা সম্পাদন করিয়া গ্রাহ্য নহে। এই নিয়মটীর উপর লক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থের প্রথম সূত্রে (২।১।১) কপিলমতে শ্রুতিব্যাখ্যা করিবার প্রস্তাব বেদব্যাসই অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আর এইজন্য পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে শবরভাষ্যে শবরস্বামী জৈমিনি ঋষির সূত্রেরও অন্যথাসাধন (শ্লোক বার্ত্তিক ১৮ পৃঃ) করিয়াছেন এবং এই ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এবং আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রই দুই একস্থলে (১।১।১২ সূঃ ও ২।১।৩৩ সূঃ) কতকটা অনুরূপ কার্য্য করিয়াছেন। পুরাণ ও ঋষিবাক্য হইতে শ্রুতির মর্য্যাদা এতই অধিক। বস্তুতঃ, শ্রুতির মীমাংসা যেমন ব্রহ্মসূত্র, সমগ্রপুরাণের মীমাংসাও তদ্রূপ মহাভারত। উভয়ই ব্যাসের কীর্ত্তি। আর এইজন্য শাঙ্করভাষ্যে শ্রুতিভিন্ন প্রমাণের মধ্যে পুরাণবচন অপেক্ষা মহাভারতের বচন অধিক অবলম্বিত হইয়াছে। আর তাহার মধ্যে গীতাই আবার অধিক সম্মানিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এইজন্যও আমরা শঙ্করমতের অনুসরণ করিয়াছি।

অতএব ব্রহ্মসূত্রার্থনির্ণয়ের জন্য সূত্রাক্ষরদ্বারা তাহা করিবার চেষ্টা যেমন হওয়া উচিত, এ দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখাও তেমনই কর্ত্তব্য। আজকাল স্বাধীনভাবে সূত্রার্থনির্ণয়ের যখন একটা প্রবৃত্তি আসিয়াছে, তখন সুধীবর্গের নিকট এই কথাগুলি কিঞ্চিৎ সহায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, এইজন্য এস্থলে ইহার উল্লেখ করিলাম।

সূত্রানুসারে বিষয়সূচীর মধ্যে ভাষ্য ও ভামতীর প্রায় সমুদায় সার সিদ্ধান্তগুলি প্রদত্ত হইয়াছে। ভূমিকায় অনেক কথা বলিবার আছে বলিয়া এসঙ্গে তাহার প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইল না।

সম্পাদক—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সূচীপত্র

সামান্যসূচী

বিশেষ সূচী

সূত্রানুসারে বিষয়সূচী

ভ্রমসংশোধন

৩৫ পৃষ্ঠা ১১ পঙ্ক্তি

"বিজ্ঞানং চ" এই বেদবাক্যরূপ = প্রত্যক্ষরূপ

হইয়াছে এজন্য = হইলে

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীতম্

ব্রহ্মসূত্রং নাম বেদান্তদর্শনম্

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

অথ মঙ্গলপাঠঃ।

ওঁ নমো ব্রহ্মাদিভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্ত্তৃভ্যো বংশঋষিভ্যো মহদ্ভ্যো নমো গুরুভ্যঃ।

সর্ব্বোপপ্লবরহিতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ প্রত্যগর্থো ব্রহ্মৈবাহমস্মি।

নারায়ণং পদ্মভবং বসিষ্ঠং শক্তিং চ তৎপুত্রপরাশরং চ।
ব্যাসং শুকং গৌড়পদং মহান্তং গোবিন্দযোগীন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্ ॥১
শ্রীশঙ্করাচার্য্যমথাস্য পদ্মপাদং চ হস্তামলকং চ শিষ্যম্।
তং ত্রোটকং বার্ত্তিককারমন্যানস্মদ্গুরূন্ সন্ততমানতোঽস্মি ॥২

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানামালয়ং করুণালয়ম্।
নমামি ভগবৎপাদং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥৩
শঙ্করং শঙ্করাচার্য্যং কেশবং বাদরায়ণম্।
সূত্রভাষ্যকৃতৌ বন্দে ভগবন্তৌ পুনঃ পুনঃ ॥৪
ঈশ্বরো গুরুরাত্মেতি মূর্ত্তিভেদবিভাগিনে।
ব্যোমবদ্ব্যাপ্তদেহায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥৫
অশুভানি নিরাচষ্টে তনোতি শুভসন্ততিম্।
স্মৃতিমাত্রেণ যৎ পুংসাং ব্রহ্ম তন্মঙ্গলং পরম্ ॥৬
অতিকল্যাণরূপত্বান্নিত্যকল্যাণসংশ্রয়াৎ।
স্মর্ত্তৄণাং বরদত্বাচ্চ ব্রহ্ম তন্মঙ্গলং বিদুঃ ॥৭
ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্য্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ ॥৮

হরিঃ ওঁ তৎ সৎ পরব্রহ্মণে নমঃ ॥

ওঁ তৎসদ্ ব্রহ্মণে নমঃ।

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীতম্

ব্রহ্মসূত্রং নাম

বেদান্তদর্শনম্।

—০:*:০—

অথ অবিরোধো নাম

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সাংখ্যযোগকাণাদাদিভিঃ স্মৃতিভিঃ সাংখ্যাদিপ্রযুক্তৈকৈশ্চ
বেদান্তসমন্বয়বিরোধপরিহারো নাম

প্রথমঃ পাদঃ।

—:*:—

স্মৃত্যধিকরণং নাম

প্রথমম্ অধিকরণম্।

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।১

শাঙ্করভাষ্যম্।

'প্রথমেঽধ্যায়ে' সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরো জগত উৎপত্তিকারণং, মৃৎসুবর্ণাদয় ইব ঘটরুচকাদীনাম্; উৎপন্নস্য জগতো নিয়ন্তৃত্বেন স্থিতিকারণং, মায়াবী ইব মায়ায়াঃ; প্রসারিতস্য চ জগতঃ পুনঃ স্বাত্মন্যেব উপসংহারকারণম্, অবনিরিব চতুর্ব্বিধস্য ভূতগ্রামস্য; স এব চ সর্ব্বেষাং নঃ আত্মা—ইতি এতদ্ বেদান্তবাক্যসমন্বয়প্রতিপাদনেন প্রতিপাদিতম্, প্রধানাদিকারণবাদাশ্চ অশব্দত্বেন নিরাকৃতাঃ। ইদানীং স্বপক্ষে স্মৃতিন্যায়বিরোধপরিহারঃ, প্রধানাদিবাদানাং চ ন্যায়াভাসোপবৃংহিতত্বম্, প্রতিবেদান্তং চ সৃষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়ায়া অবিগীতত্বম্—ইত্যস্য অর্থজাতস্য প্রতিপাদনায় দ্বিতীয়োঽধ্যায় আরভ্যতে।১

ভাষ্যানুবাদ সঙ্গতিপ্রদর্শনার্থ পূর্ব্বাপর অধ্যায়ার্থসংক্ষেপ।

১। প্রথম অধ্যায়ে—সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বরই, মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি যেমন ঘট ও রুচক নামক স্বর্ণময় কণ্ঠভূষণের উৎপত্তির কারণ হয়, তদ্রূপ জগতের উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকেন; মায়াবী যেমন মায়ার নিয়ন্তৃরূপে স্থিতি-কারণ হয়, তদ্রূপ উৎপন্ন জগতের নিয়ন্তৃরূপে স্থিতির কারণ হইয়া থাকেন, পৃথিবী যেমন জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ নামক চতুর্ব্বিধ ভূতসমূহের নিজ স্বরূপেই উপসংহার অর্থাৎ লয়ের কারণ হয়, তদ্রূপ এই প্রসারিত জগতের নিজ স্বরূপেই উপসংহারের কারণ হইয়া থাকেন, এবং তিনিই আমাদের সকলের আত্মা—ইত্যাদি বিষয়সমূহ, বেদান্তবাক্যের সমন্বয়প্রতিপাদনদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, এবং তৎপরে প্রধানাদি কারণবাদ সকল অর্থাৎ যে সকল মতে প্রকৃতি ও পরমাণু প্রভৃতিই জগতের কারণ বলা হয়, সেই সকল মতবাদ অশব্দ অর্থাৎ অবৈদিক বলিয়া নিরাকরণ অর্থাৎ খণ্ডন করা হইয়াছে। এক্ষণে স্বপক্ষে অর্থাৎ নিজ অভীষ্ট ব্রহ্মকারণবাদে স্মৃতি ও ন্যায়ের সহিত তাহার বিরোধপরিহার, প্রধানাদি বাদসমূহ যে ন্যায়াভাসদ্বারা উপবৃংহিত অর্থাৎ যুক্ত্যাভাসদ্বারা পরিপুষ্ট এবং প্রত্যেক বেদান্তোক্ত সৃষ্ট্যাদিপ্রক্রিয়া যে অবিগীত অর্থাৎ নির্দ্দোষ—এই সকল বিষয় প্রতিপাদনের জন্য এই দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করা যাইতেছে।১

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যের নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ।১]

ভামতী।

বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণয়োঃ সমন্বয়বিরোধপরিহারলক্ষণয়োঃ সঙ্গতিপ্রদর্শনায় সুখগ্রহণায় চ এতয়োঃ সংক্ষেপতঃ তাৎপর্য্যার্থম্ আহ—"প্রথমে হধ্যায়ে" ইতি। অনপেক্ষবেদান্তবাক্যস্বরসসিদ্ধ-সমন্বয়লক্ষণস্য বিরোধতৎপরিহারাভ্যাম্ আক্ষেপসমাধানকরণাৎ অনেন লক্ষণেন অস্তি বিষয়-বিষয়িভাবঃ সম্বন্ধঃ। পূর্ব্বলক্ষণার্থো হি বিষয়ঃ, তদ্‌গোচরত্বাৎ আক্ষেপসমাধানয়োঃ এষ চ বিষয়ী ইতি ।১

ভামতীর অনুবাদ। পূর্ব্বাধ্যায়ের সহিত ইহার বিষয়বিষয়িভাবরূপ সম্বন্ধ।

১। ব্রহ্মকে বুঝাইতেছে কি, জীব পরমাণু ও প্রকৃতি প্রভৃতিকে বুঝাইতেছে বলিয়া যে সকল শ্রুতির তাৎপর্য্যে সন্দেহ হয়, সে সকল শ্রুতির যে ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য এতাদৃশ সমন্বয়লক্ষণ যে বৃত্ত অর্থাৎ যাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে এবং বিরুদ্ধবাদিগণ তদ্বিষয়ে যে সকল বিরোধ উত্থাপন করিয়াছেন, যাহাদের পরিহার এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে করা হইবে, এতাদৃশ পরিহারলক্ষণ যে বর্ত্তিষ্যমাণ বিষয়সমূহ, তাহাদের সঙ্গতি, অর্থাৎ প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের যে সম্বন্ধ তাহার প্রদর্শনমানসে এবং অনায়াসে যাহাতে বক্তব্যবিষয়সমূহ বুঝিতে পারা যায়, সেই উদ্দেশ্যে, ভগবান্ ভাষ্যকার "প্রথমে অধ্যায়ে" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা এই দুই অধ্যায়ের অভিপ্রেত অর্থ সংক্ষেপে বলিতেছেন। বিরোধ এবং তাহার পরিহারদ্বারা আক্ষেপের সমাধান করায় অনপেক্ষ বেদান্তবাক্য-সমূহের যে স্বরসসিদ্ধ সমন্বয়, তাদৃশ সমন্বয়লক্ষণ প্রথম অধ্যায়ের সহিত সেই সমন্বয়বিষয়ক বিরোধ এবং তাহার পরিহারাত্মক দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বিষয়িভাবরূপ সম্বন্ধ থাকে; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সমন্বয় অধ্যায়টি নিরপেক্ষ বেদান্তবাক্যের অভিপ্রেত অর্থ লইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া সে বিষয়ে বিরুদ্ধবাদিগণ বিরোধ দেখাইয়া যে যে দোষ উদ্ভাবন করিয়াছেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই সকল বিরোধ পরিহার করিয়া তৎকল্পিতদোষের নিরাস করা হইয়াছে, অতএব এই অধ্যায়ের সহিত পূর্ব্বাধ্যায়ের বিষয়বিষয়িভাবরূপ সম্বন্ধ আছে, যেহেতু পূর্ব্বলক্ষণের অর্থাৎ সমন্বয়লক্ষণের যাহা অর্থ তাহাই বিষয়, আর আক্ষেপ ও সমাধান সেই সমন্বয়বিষয়ক হইতেছে বলিয়া অর্থাৎ তাহাকে অবলম্বন করিয়া দোষের কল্পনা ও তাহার নিরাস করা হইয়াছে বলিয়া এই দ্বিতীয় অধ্যায়টি বিষয়ী।১

শাঙ্করভাষ্যম্।

'তত্র প্রথমং তাবৎ' স্মৃতিবিরোধম্ উপন্যস্য পরিহরতি—

"স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।১"

যদুক্তং ব্রহ্মৈব সর্ব্বজ্ঞং জগতঃ কারণম্ ইতি তৎ অযুক্তম্; কুতঃ—"স্মৃত্যনবকাশদোষ-প্রসঙ্গাৎ"। স্মৃতিশ্চ 'তন্ত্রাখ্যা পরমর্ষিপ্রণীতা' শিষ্টপরিগৃহীতা. 'অন্যাশ্চ তদনুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ,' এবং সতি 'অনবকাশাঃ প্রসজ্যেরন্'। তাসু হি অচেতনং প্রধানং স্বতন্ত্রং জগতঃ কারণম্ উপনিবধ্যতে। মন্বাদিস্মৃতয়ঃ তাবৎ চোদনালক্ষণেন অগ্নিহোত্রাদিনা ধর্ম্মজাতেন অপেক্ষিতম্ অর্থং সমর্পয়ন্ত্যঃ সাবকাশাঃ ভবন্তি। অস্য বর্ণস্য অস্মিন্ কালে অনেন বিধানেন উপনয়নম্, ঈদৃশশ্চ আচারঃ, ইত্থং বেদাধ্যয়নম্, ইত্থং সমাবর্ত্তনম্, ইত্থং সহধর্ম্ম-চারিণীসংযোগ ইতি। তথা পুরুষার্থাংশ্চ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ নানাবিধান্ বিদধতি। ন এবং কপিলাদিস্মৃতীনাম্ অনুষ্ঠেয়ে বিষয়ে অবকাশঃ অস্তি। মোক্ষসাধনমেব হি সম্যগ্‌দর্শনম্ অধিকৃত্য তাঃ প্রণীতাঃ। যদি তত্রাপি অনবকাশাঃ স্যুঃ আনর্থক্যমেব আসাং প্রসজ্যেত। 'তস্মাৎ তদবিরোধেন বেদান্তাঃ ব্যাখ্যাতব্যাঃ' ।২

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষে সাংখ্যস্মৃতির সহিত অবিরোধে বেদান্তব্যাখ্যা উচিত।

২। তন্মধ্যে "স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ন অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ" অর্থাৎ "স্মৃতির অনবকাশ দোষ হয়, যদি বল, তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হয় না, যেহেতু অন্য স্মৃতির অনবকাশ দোষ হয়" এই সূত্রদ্বারা প্রথমে স্মৃতিশাস্ত্রের সহিত বিরোধ উল্লেখ করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন। যথা—তুমি যে বলিয়াছ—সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, তাহা হইলে স্মৃত্যনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ সাংখ্যাদিস্মৃতির অপ্রামাণ্যরূপ দোষ হইয়া পড়ে। স্মৃতি অর্থ তন্ত্রনামক শাস্ত্র, ইহা পরমর্ষি

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ।১]

অর্থাৎ মহর্ষি কপিলের প্রণীত, এবং শিষ্টপরিগৃহীত অর্থাৎ আচার্য্যগণ ইহাকে সাদরে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এইরূপ কপিলের মত লইয়া আসুরি ও পঞ্চশিখ প্রভৃতি ঋষিগণ যে সকল শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, সে গুলিও স্মৃতি, তাহারাও শিষ্টপরিগৃহীত। 'এরূপ হইলে' অর্থাৎ ব্রহ্ম জগৎকারণ হইলে এই সকল স্মৃতি অনর্থক হইয়া পড়ে। কারণ, সেই সকল শাস্ত্রে অচেতন প্রধানকে জগতের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু মনুপ্রভৃতি ঋষিপ্রণীত স্মৃতি সকল অনর্থক হয় না, কারণ, চোদনালক্ষণ অর্থাৎ বিধিবোধিত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহের উপদেশ দিয়া অপেক্ষিত অর্থ অর্থাৎ তাহাদের বক্তব্যবিষয় প্রকাশ করায় তাহারা সাবকাশ অর্থাৎ সার্থক হইয়া থাকে। যেহেতু তাহা—এই বর্ণের এই সময়ে এই বিধি অনুসারে উপনয়ন দিতে হয়, এই প্রকার সদাচার, এই প্রকারে বেদ অধ্যয়ন করিতে হয়, এই প্রকারে সমাবর্ত্তন করিতে হয়, এই প্রকারে বিবাহ করিতে হয়—ইত্যাদি উপদেশ এবং নানাবিধ বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ পুরুষার্থসমূহের বিধান দিয়াছে। কপিলাদি প্রণীত স্মৃতিগুলির উক্তরূপ অনুষ্ঠেয় বিষয়ে অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ত্তব্যকর্ম্মে এই প্রকার সার্থকতা নাই। কারণ, তাহারা অগ্নিহোত্রাদি কোনকর্ম্ম করিতে আদেশ দেয় নাই, প্রত্যুত, একমাত্র মোক্ষের সাধন সম্যগ্দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানকেই লক্ষ্য করিয়া সেই সকল শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। যদি তাহাতেও তাহাদের কোন সার্থকতা না থাকে, তাহা হইলে সেই কপিলাদিস্মৃতি একবারে নিরর্থক হইয়া পড়ে। অতএব যাহাতে সংখ্যাদিশাস্ত্রের সহিত বিরোধ না হয়, সেই প্রকারে বেদান্ত সকল ব্যাখ্যা করা উচিত।২

ভামতী।

২। তৎ এবম্ অধ্যায়ম্ অবতার্য্য তদবয়বম্ অধিকরণম্ অবতারয়তি—"তত্র প্রথমং তাবৎ" ইতি। তন্ত্র্যতে ব্যুৎপাদ্যতে মোক্ষসাধনম্ অনেন ইতি তন্ত্রম্. তদেব আখ্যা যস্যাঃ সা স্মৃতিঃ "তন্ত্রাখ্যা", "পরমর্ষিণা" কপিলেন আদিবিদুষা "প্রণীতা"। "অন্যাশ্চ" আসুরিপঞ্চশিখাদিপ্রণীতাঃ "স্মৃতয়ঃ" "তদনুসারিণ্যঃ"। ন খলু অমূষাং স্মৃতীনাং মন্বাদিস্মৃতিবৎ অন্যঃ অবকাশঃ শক্যো বদিতুম্, ঋতে মোক্ষসাধনপ্রকাশনাৎ। তদপি চেৎ ন অভিদধ্যুঃ "অনবকাশাঃ" সত্যঃ অপ্রমাণং "প্রসজ্যেরন্"। "তস্মাৎ" "তদবিরোধেন" কথঞ্চিৎ "বেদান্তাঃ ব্যাখ্যাতব্যাঃ"।২

বেদান্তকল্পতরুঃ।

চেতনজগদুপাদানসমন্বয়ঃ সাংখ্যস্মৃত্যা সঙ্কোচ্যতাং ন বা ইতি সর্ব্বজ্ঞভাষিতত্বসাম্যেন বলাবলাবিনিগমাৎ সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষম্ আহ—"ন খলু" ইতি।১-২

ভামতীর অনুবাদ। তন্ত্রপ্রভৃতি শব্দের অর্থ।

২। এই প্রকারে অধ্যায়ের অবতারণা করিয়া "তত্র প্রথমং তাবৎ" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা অধ্যায়ের অংশ এই প্রথম অধিকরণের অবতারণা করিতেছেন। মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন অর্থাৎ উপায় যাহার দ্বারা বুঝান হইয়াছে, তাহার নাম তন্ত্র, সেই তন্ত্রই হইয়াছে আখ্যা অর্থাৎ নাম যাহার তাহাই তন্ত্রাখ্য অর্থাৎ তন্ত্রনামক শাস্ত্র। পরমর্ষিপ্রণীত শব্দের অর্থ—আদিবিদ্বান মহর্ষি কপিলের প্রণীত স্মৃতি, অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের মধ্যে যিনি প্রথম-বিদ্বান্ সেই মহর্ষি কপিল যেই শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তাহা, এবং অন্য অর্থাৎ তদনুসারি স্মৃতিসকল, অর্থাৎ আসুরি পঞ্চশিখপ্রভৃতি ঋষিপ্রণীত কপিলস্মৃতি অনুসারেই রচিত যে অন্য স্মৃতিসকল তাহারা, এই সকল স্মৃতি মোক্ষের সাধন প্রকাশ করা ভিন্ন, মনু প্রভৃতি স্মৃতির ন্যায় অন্য অর্থ প্রকাশ করিয়া সাবকাশ অর্থাৎ সার্থক হয়—ইহা বলিতে পারা যায় না। যদি এই সকল সাংখ্যস্মৃতি মোক্ষসাধনকেও প্রকাশ না করে, তাহা হইলে অনবকাশ অর্থাৎ বিষয়শূন্য হইয়া অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। অতএব যাহাতে সাংখ্যস্মৃতির সহিত বিরোধ না হয়, এইরূপে কোন প্রকারে বেদান্তসকল ব্যাখ্যা করা উচিত।২

শাঙ্করভাষ্যম্।

(কথং পুনঃ ঈক্ষত্যাদিভ্যঃ হেতুভ্যঃ ব্রহ্মৈব সর্ব্বজ্ঞং জগতঃ কারণম্ ইতি অবধারিতঃ শ্রুত্যর্থঃ স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গেন পুনঃ আক্ষিপ্যতে?) ভবেৎ অয়ম্ অনাক্ষেপঃ স্বতন্ত্র-প্রজ্ঞানাম্; পরতন্ত্রপ্রজ্ঞাস্তু প্রায়েণ জনাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ শ্রুত্যর্থম্ অবধারয়িতুম্ অশক্নুবন্তঃ প্রখ্যাতপ্রণেতৃকাসু স্মৃতিষু অবলম্বেরন্। তদ্বলেন চ শ্রুত্যর্থং প্রতিপিৎসেরন্। অস্মৎ-কৃতে চ ব্যাখ্যানে ন বিশ্বস্যুঃ, বহুমানাৎ স্মৃতীনাং প্রণেতৃষু। কপিলপ্রভৃতীনাং চ আর্ষং জ্ঞানম্ অপ্রতিহতং স্মর্য্যতে। শ্রুতিশ্চ ভবতি—

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ।১]

"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ" (শ্বেঃ উঃ ৫।২) ইতি। তস্মাৎ ন এষাং মতম্ অযথার্থং শক্যং সম্ভাবয়িতুম্। তর্কাবষ্টম্ভেন চ এতে অর্থং প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি। তস্মাদপি স্মৃতিবলেন বেদান্তা ব্যাখ্যেয়া ইতি পুনঃ আক্ষেপঃ।৩

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষীর পুনরায় আক্ষেপ।

৩। যদি বল "স ঐক্ষত" অর্থাৎ তিনি ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিয়াছিলেন—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যরূপ হেতুবলে, (ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এই ১।১।৫ সূত্রে) স্থির করা হইয়াছে যে, একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ; এক্ষণে স্মৃতির অনবকাশরূপ দোষ হইয়া যায় বলিয়া অর্থাৎ সাংখ্যস্মৃতি ব্যর্থ হইয়া যায় বলিয়া ঐরূপে নিশ্চিত বেদার্থবিষয়ে আবার কেন শঙ্কা করা হইতেছে? তাহা হইলে বলিব—স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞব্যক্তিগণের অর্থাৎ যাহাদের বুদ্ধি স্বাধীন (অর্থাৎ যাঁহারা শাস্ত্রার্থ বুঝিতে অপরের অপেক্ষা করেন না) তাঁহাদের এইরূপ শঙ্কা না হইতে পারে বটে, কিন্তু পরতন্ত্রপ্রজ্ঞগণের অর্থাৎ যাহাদের বুদ্ধি পরাধীন, তাহারা প্রায়ই স্বাধীনভাবে বেদার্থ বুঝিতে না পারিয়া, বিখ্যাত ঋষিগণের রচিত শাস্ত্রসকলের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন এবং সেই সকল শাস্ত্রসাহায্যে বেদার্থ বুঝিতে ইচ্ছা করিবেন। ঐ স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা থাকায়, আমরা সিদ্ধান্তী যে প্রকার বেদার্থ ব্যাখ্যা করিলাম, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগৎকারণ, প্রকৃতি কারণ নহে—ইত্যাদি বলিলাম, তাহাতে বিশ্বাস করিবে না। আরও কপিলপ্রভৃতি স্মৃতিকারগণের যে আর্ষজ্ঞান, তাহা অপ্রতিহত, অর্থাৎ কখনও বাধাপ্রাপ্ত হয় না, এইরূপই স্মরণ করা হয়। বস্তুতঃ এ বিষয়ে শ্রুতিও আছে "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে" (শ্বেঃ উঃ ৫।২) ইত্যাদি। ইহার অর্থ—যিনি অর্থাৎ পরমেশ্বর, অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে জায়মান, এবং স্থিতিকালে প্রসূত কপিল ঋষিকে জ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ ভূতভবিষ্যদ্ বর্ত্তমান বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা পূর্ণ করিয়াছিলেন তাঁহাকে দেখিবে, ইত্যাদি। অতএব এই কপিলাদিমহর্ষিগণের সিদ্ধান্ত সত্য নহে, ইহা মনে করিতে পারা যায় না; আরও তাঁহারা তর্ক আশ্রয় করিয়াও বেদার্থ স্থির করিয়া থাকেন। সেজন্যেও সাংখ্যস্মৃতির সাহায্যে বেদান্তবাক্যসকল ব্যাখ্যা করা উচিত। এইজন্য এই ১।১।৫ সূত্রে ব্রহ্মই জগৎকারণ স্থির হইলেও এই সূত্রে পুনর্ব্বার শঙ্কা করা হইতেছে।৩

ভামতী।

৩। পূর্ব্বপক্ষম্ আক্ষিপতি—'কথং পুনঃ ঈক্ষত্যাদিভ্যঃ" ইতি। প্রসাধিতং খলু ধর্ম্মমীমাংসায়াং "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদ্ অসতি হ্যনুমানম্" ইত্যত্র, যথা শ্রুতিবিরুদ্ধানাং স্মৃতীনাং দুর্ব্বলতয়া অনপেক্ষণীয়ত্বং তস্মাৎ ন দুর্ব্বলানুরোধেন বলীয়সীনাং শ্রুতীনাং যুক্তম্ উপবর্ণনম্, অপি তু স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবাঃ শ্রুতয়ঃ দুর্ব্বলাঃ স্মৃতীঃ বাধন্তে এব—ইতি যুক্তম্। পূর্ব্বপক্ষী সমাধত্তে—"ভবেদ্ অয়ম্" ইতি। প্রসাধিতোঽপি অর্থঃ শ্রদ্ধাজড়ান্ প্রতি পুনঃ প্রসাধ্যতে ইত্যর্থঃ। আপাততঃ সমাধানম্ উক্ত্বা পরমসমাধানম্ আহ পূর্ব্বপক্ষী "কপিলপ্রভৃতীনাং চ আর্ষম্" ইতি। অয়ম্ অস্য অভিসন্ধিঃ—ব্রহ্ম হি শাস্ত্রস্য কারণম্ উক্তম্, "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ইতি, তেন এব বেদরাশিঃ ব্রহ্মপ্রভবঃ সন্ 'আজানসিদ্ধানাবরণভূতার্থমাত্রগোচরতদ্‌বুদ্ধিপূর্ব্বকো' যথা, তথা কপিলাদীনামপি শ্রুতিস্মৃতিপ্রথিতাজানসিদ্ধভাবানাং স্মৃতয়ঃ অনাবরণসর্ব্ববিষয়তদ্‌বুদ্ধিপ্রভবা ইতি ন শ্রুতিভ্যঃ অমূষাম্ অস্তি কশ্চিদ্ বিশেষঃ। ন চ এতাঃ স্ফুটতরং প্রধানাদিপ্রতিপাদনপরাঃ শক্যন্তে অন্যথয়িতুম্। তস্মাৎ তদনুরোধেন কথঞ্চিৎ শ্রুতয়ঃ এব নেতব্যাঃ; অপি চ তর্কোঽপি কপিলাদিস্মৃতীঃ অনুমন্যতে, তস্মাদপি এতদেব প্রাপ্তম্।৩

বেদান্তকল্পতরুঃ।

৩। "বিরোধে তু" ইতি। "ঔদুম্বরীং স্পৃষ্ট্বা উদ্গায়েৎ" ইতি প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরুদ্ধা "সর্ব্বাম্ আবেষ্টয়েত" ইতি স্মৃতিঃ মানং বা ইতি সন্দেহে বেদার্থানুষ্ঠাতৄণাং স্মৃতিভিঃ মূলশ্রুত্যনুমানাৎ প্রত্যক্ষানুমিতশ্রুত্যোশ্চ স্বপরাধীতশ্রুতিবৎ সমবলত্বাৎ উদিতানুদিতাদিবৎ বিকল্পাদিসম্ভবাৎ মানম্ ইতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ। শ্রুতিবিরুদ্ধস্মৃতীনাং প্রামাণ্যম্ অনপেক্ষম্ অপেক্ষাবর্জ্জিতং হেয়ম্ ইতি যাবৎ। যতঃ অসতি বিরোধে মূলশ্রুত্যনুমানং স্বপরাধীতশ্রুত্যোঃ তুল্যবৎ প্রমিতত্বাৎ সমবলতা। প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরুদ্ধে অর্থে তু ন শ্রুত্যনুমানম্; অর্থাপহারেণ মানস্যাপি অপহারাৎ। অতঃ মূলাভাবাৎ অপ্রমাণম্ ইতি। "পূর্ব্বপক্ষী" পূর্ব্বপক্ষোপপাদকঃ, অধিকরণারম্ভবাদী ইত্যর্থঃ। আর্ষপ্রত্যক্ষমূলাপি স্মৃতিঃ সাপেক্ষা, বেদস্য অপৌরুষেয়ত্বাৎ অনপেক্ষঃ ইতি আশঙ্ক্য আহ—"অয়ম্ অভিসন্ধিঃ" ইতি। "আজানসিদ্ধা স্বভাবসিদ্ধা চ সা অনাবরণভূতার্থমাত্রগোচরা চ। ভ্রমবৎ সত্যানৃতগোচরত্বং বারয়তি—"মাত্র" ইতি। এবং ভূতা তস্য ব্রহ্মণঃ যা বুদ্ধিঃ তৎপূর্ব্বকঃ বেদরাশিঃ ইত্যর্থঃ। পৌরুষেয়ত্বেন তুল্যত্বম্ উক্তা। স্মৃতেঃ নিরবকাশত্বং প্রাবল্যহেতুম্ আহ—"ন চ এতাঃ" ইতি। অনন্যপরত্বং স্ফুটতরত্বম্। শ্রুতিঃ অনুষ্ঠানপরা।৩

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ।১]

ভামতীর অনুবাদ। পূর্ব্বপক্ষীর পুনর্ব্বার আক্ষেপভাষ্যের ব্যাখ্যা।

৩। **"কথং পুনঃ ঈক্ষত্যাদিভ্যঃ"** ইত্যাদিগ্রন্থদ্বারা পূর্ব্বপক্ষী পূর্ব্বোক্তপূর্ব্বপক্ষের দৃঢ়তাসাধনমানসে তাহার উপর আক্ষেপ করিতেছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বে ১।১।৫ সূত্রে যখন শ্রুতিবলে সাংখ্যসম্মত জগতের প্রধানকারণতা-বাদ খণ্ডন করিয়া বেদান্তসম্মত ব্রহ্মকারণতাবাদ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তখন 'সাংখ্যমতে বেদান্তের ব্যাখ্যা না করিলে সাংখ্যস্মৃতি অনবকাশ হইয়া অপ্রমাণ হয়', এই কথা বলিয়া আবার সেই ব্রহ্মকারণতাবাদের উপর পূর্ব্বপক্ষ করা কেন? কারণ, **"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ অসতি হ্যনুমানম্"** ধর্ম্মমীমাংসার এই (১।৩।৩) সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতিসকল শ্রুতি অপেক্ষা দুর্ব্বল বলিয়া শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ হইলে স্মৃতিকে অপেক্ষা করিতে হইবে না, অতএব দুর্ব্বল স্মৃতি অনুসারে অতিপ্রবল শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা করা উচিত নহে। কিন্তু যাহাদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ সেই শ্রুতিসকল দুর্ব্বল স্মৃতিকে বাধাপ্রদান করেই। ইহাই ঠিক্। অতএব শ্রুতিবলে সিদ্ধ জগতের ব্রহ্মকারণতাবাদের উপর পূর্ব্বপক্ষ নিষ্ফল, যদি বল? **"ভবেৎ অয়ম্"** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদী (অর্থাৎ যিনি অধিকরণ আরম্ভ করিয়াছেন,) ইহার উত্তর দিতেছেন, অর্থাৎ এভাবে পূর্ব্বপক্ষ করা এখনও আবশ্যক—ইহাই ভাষ্যকার বলিতেছেন। কারণ, যাঁহারা স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞ তাঁহাদের আবশ্যকতা না থাকিলেও অস্বতন্ত্রপ্রজ্ঞের জন্য, অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ বুঝাইয়া দিলেও যাহারা শ্রদ্ধাজড় অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসহীন, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার বুঝাইবার জন্য এইরূপ পূর্ব্বপক্ষদ্বারা বুঝান আবশ্যক—ইহাই বলিতেছেন। ইহাই এস্থলে অর্থ। এইরূপে পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আশঙ্কার আপাততঃ সমাধান করিয়া অর্থাৎ স্থূলভাবে উত্তর দিয়া **"কপিলপ্রভৃতীনাং চ আর্ষম্"** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা উক্ত আশঙ্কার পরমসমাধান করিতেছেন, অর্থাৎ প্রকৃত উত্তর দিতেছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, **"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"** এই (১।১।৩) সূত্রে ব্রহ্মই ঋগ্বেদাদি শাস্ত্রের কারণ বলা হইয়াছে; অতএব এই বেদরাশি ব্রহ্মপ্রভব হওয়ায় যেমন ব্রহ্মের স্বভাবসিদ্ধ এবং আবরণশূন্য সিদ্ধবস্তুমাত্রবিষয়ক যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিপূর্ব্বকই হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ স্বভাবসিদ্ধভাবসম্পন্ন কপিলাদিরও স্মৃতি সকল প্রকার আবরণশূন্য সর্ব্ববস্তুবিষয়কবুদ্ধিপ্রভব হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মের জ্ঞান যেমন অবাধে কেবলমাত্র সিদ্ধবস্তুপ্রকাশক ও স্বভাবসিদ্ধ, আর সেই জ্ঞানপূর্ব্বক যেমন নিখিল বেদ ব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ শ্রুতিস্মৃতিতে প্রসিদ্ধ কপিলাদি মহর্ষিগণও স্বভাবতঃই সিদ্ধপুরুষ, তাঁহাদের রচিত শাস্ত্রসকলও অবাধে সর্ব্ববস্তুপ্রকাশক জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব বেদ হইতে এইসকল স্মৃতিশাস্ত্রের কোন প্রভেদ নাই। আর এই সকল স্মৃতিশাস্ত্র স্পষ্টভাবে যে প্রধানাদি পদার্থকে প্রতিপাদন করে, তাহার অন্যথা করিতে কেহই পারে না, অর্থাৎ তাহার অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করা যায় না। অতএব তাদৃশ সাংখ্যাদি শাস্ত্রের অনুরোধে শ্রুতিগুলিকেই কোন রকমে ব্যাখ্যা করা উচিত। আরও এক কথা—তর্কও কপিলাদিপ্রণীত স্মৃতিকে অনুমোদন করে, আর সেই তর্ক হইতেও ইহাই পাওয়া যাইতেছে, অতএব সাংখ্যস্মৃতি অনুসারেই বেদান্ত ব্যাখ্যা করা উচিত। সুতরাং ঈক্ষতি শ্রুতির অর্থও চেতন ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে, কিন্তু অচেতন প্রধানই জগৎকারণ।৩

শাঙ্করভাষ্যম্।

৪। তস্য সমাধিঃ—"ন অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ" ইতি। যদি স্মৃত্যনবকাশদোষ-প্রসঙ্গেন ঈশ্বরকারণবাদ আক্ষিপ্যেত, এবমপি অন্যা ঈশ্বরকারণবাদিন্যঃ স্মৃতয়ঃ অনবকাশাঃ প্রসজ্যেরন্। তা উদাহরিষ্যামঃ—

"যত্তৎ সূক্ষ্মমবিজ্ঞেয়ং" [মহাঃ শান্তিঃ মোক্ষঃ নারায়ণীয়ে ৩৩৫অঃ ২৯শ্লোঃ]

ইতি পরং ব্রহ্ম প্রকৃত্য—

"স হ্যন্তরাত্মা ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি কথ্যতে।" [ঐ ৩০]

ইতি চ উক্ত্বা—

"তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম॥" [ঐ ৩০]

ইত্যাহ। তথা অন্যত্রাপি—

"অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নির্গুণে সম্প্রলীয়তে।" [ঐ ৩৩৯।৩১]

ইত্যাহ।

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ।১]

শাঙ্করভাষ্যম্।

"অতশ্চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণঃ।
স সর্গকালে চ করোতি সর্ব্বং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ" ॥*

ইতি পুরাণে। ভগবদ্গীতাসু চ—

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা"। [৭।৩]

ইতি পরমাত্মানমেব চ প্রকৃত্য আপস্তম্বঃ পঠতি—

"তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে স মূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্যঃ।" (ধর্ম্ম সূং ১।৮।২৩।২।) ইতি।

এবম্ অনেকশঃ স্মৃতিষ্বপি ঈশ্বরঃ কারণত্বেন উপাদানত্বেন চ প্রকাশ্যতে। স্মৃতিবলেন প্রত্যবতিষ্ঠমানস্য স্মৃতিবলেনৈব উত্তরং বক্ষ্যামি, ইত্যতঃ অয়ম্ অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষোপন্যাসঃ। দর্শিতং তু শ্রুতীনাম্ [অপি] ঈশ্বরকারণবাদং প্রতি তাৎপর্য্যম্। বিপ্রতিপত্তৌ চ স্মৃতীনাম্ অবশ্যকর্ত্তব্যে অন্যতরপরিগ্রহে অনতরপরিত্যাগে চ শ্রুত্যনুসারিণ্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণম্, অনপেক্ষ্যা ইতরাঃ। তদুক্তং প্রমাণলক্ষণে—

"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ অসতি হ্যনুমানম্" (জৈঃ সূঃ ১।৩।৩) ইতি ।৪

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব্বপক্ষীর দ্বিতীয়বার আক্ষেপের সমাধান।

৪। এক্ষণে "নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ" এই সূত্রাংশদ্বারা ভগবান্ সূত্রকার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দিতেছেন। যদি সাংখ্যস্মৃতির অপ্রমাণ্যরূপ দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া ঈশ্বরকারণবাদ (অর্থাৎ ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ) এই কথায় শঙ্কা কর, তাহা হইলে যে সকল স্মৃতি ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়াছেন, তাহারাও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। সেই সকল স্মৃতি দেখাইতেছি—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে নারায়ণীয়ে—

"যৎ তৎ সূক্ষ্মম্ অবিজ্ঞেয়ম্……।" [৩৩৫ অঃ ২৯শ্লোঃ]

অর্থাৎ সেই যে সূক্ষ্ম (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর) অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ প্রমাণান্তরের অগ্রাহ্য বস্তু এই প্রকারে পরব্রহ্মের কথা আরম্ভ করিয়া—

"স হ্যন্তরাত্মা ভূতানাং ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি কথ্যতে।" [৩৩৫অঃ ৩০শ্লোঃ]

অর্থাৎ তিনিই প্রাণিগণের অন্তরাত্মা এবং ক্ষেত্রজ্ঞ (অর্থাৎ জীব) বলিয়া কথিত হন, এই কথা বলিয়া ঐ শ্লোকের শেষার্দ্ধে বলিতেছেন—

"তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম ॥" [৩৩৫অঃ ৩০শ্লোঃ]

অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম হইতে সত্ব, রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়যুক্ত অব্যক্ত (অর্থাৎ সূক্ষ্ম জগৎ) উৎপন্ন হইয়াছে। অন্যত্র অর্থাৎ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে—

"অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নির্গুণে সম্প্রলীয়তে।" [৩৩৯অঃ ৩১শ্লোঃ]

অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্! গুণাতীত ব্রহ্মে অব্যক্ত (প্রধান) লয় হয়—এই কথা বলিতেছেন। পুরাণে আছে,—

"অতশ্চ সংক্ষেপমিমং শৃণুধ্বং নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণঃ।
স সর্গকালে চ করোতি সর্ব্বং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ" ॥

[মহাঃ শাঃ মোঃ সাংখ্যযোগকথনে ৩০১ অঃ ১১৫ শ্লোক ?]

অর্থাৎ অতএব সংক্ষেপে তোমরা এই কথা শ্রবণ কর যে, পুরাণ পুরুষ নারায়ণই এই সব, অর্থাৎ তিনি এই সমস্ত জগৎ হইয়াছেন, সৃষ্টিকালে তিনিই এই সব সৃষ্টি করেন এবং প্রলয়কালে আবার তিনিই এই সব সংহার করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও আছে,—

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" [৭।৩]

---

* এইরূপ একটী শ্লোক মহাভারত শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায় সাংখ্যযোগকথনে ৩০১ অধ্যায়ে ১১৫ সংখ্যকে দেখা যায়—
"এতস্ময়োক্তং নরদেবঃ তত্ত্বং নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণম্। স সর্গকালে চ করোতি সর্ব্বং সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ ॥"
কোন পুরাণে ইহা পাওয়া গেল না। তবে এই সাংখ্যযোগটী বৈদিক অদ্বৈতবাদী সাংখ্যযোগ, নিরীশ্বর দ্বৈতবাদী সাংখ্যযোগ নহে। এই শ্লোকটী দেখিলে ইহাই বোধ হয়। এতদ্দ্বারা ভাষ্যকার একপ্রকার সাংখ্যস্মৃতি অন্যপ্রকার সাংখ্যস্মৃতিরও বিরোধী—ইহাও দেখাইলেন।

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।১]

ভাষ্যানুবাদ।

অর্থাৎ আমি সকল জগতের উৎপত্তিস্থান ও লয়স্থান। অর্থাৎ আমা হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমি সমস্ত সংহার করি। আর পরমাত্মার প্রস্তাবে আপস্তম্ব বলিতেছেন—

"তস্মাৎ কায়াঃ প্রভবন্তি সর্ব্বে সমূলং শাশ্বতিকঃ স নিত্যঃ" [ধর্ম্ম সূঃ ১।৮।২৩।২]

অর্থাৎ তাহা হইতে কায়সকল অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত দেহসকল উৎপন্ন হয়, তিনি জগতের কারণ, শাশ্বতিক অর্থাৎ তিনি অনাদি অতএব নিত্য (অর্থাৎ তাঁহার উৎপত্তি বিনাশ নাই)। এইরূপে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিয়া স্মৃতিসকলমধ্যেও বহুবার প্রকাশ করা হইয়াছে। স্মৃতির সাহায্যে যিনি বিরোধিতা করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মকারণতাবাদ অস্বীকার করেন, তাঁহাকে স্মৃতির সাহায্যেই উত্তর দিব, এই উদ্দেশ্যে ভগবান্ সূত্রকার কর্তৃক অন্যস্মৃত্যনবকাশরূপ দোষের উল্লেখ করা হইল। ঈশ্বরকারণবাদই যে শ্রুতির অভিপ্রায়, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে পরস্পরের বিরোধ উপস্থিত হইলে কোন একটিকে অবশ্যই স্বীকার করিতেই হইবে, এবং একটিকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতেই হইবে। তন্মধ্যে যে স্মৃতি শ্রুতি অনুসারে লিখিত হইয়াছে, তাহাই প্রমাণ হইবে, তদ্ভিন্ন স্মৃতি অপ্রমাণ অর্থাৎ অগ্রাহ্য হইবে। মীমাংসাদর্শনে ১।৩।৩ সূত্রে প্রমাণবিচারস্থলে মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন যে,—

"বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ অসতি হ্যনুমানম্" [১।৩।৩]

অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতির পরস্পরবিরোধ হইলে অনুমান (অর্থাৎ স্মৃতি) অনপেক্ষ (অর্থাৎ অগ্রাহ্য) হইবে, এবং উভয়ের বিরোধ না হইলে অনুমান (স্মৃতি) প্রমাণ হইবে।৪

ভামতী।

৪। এবং প্রাপ্তে আহ—"তস্য সমাধিঃ" ইতি। 'যথাহি' শ্রুতীনাম্ অবিগানং ব্রহ্মণি গতি-সামান্যাৎ, নৈবং স্মৃতীনাম্ অবিগানম্ অস্তি প্রধানে, তাসাং ভূয়সীনাং ব্রহ্মোপাদানত্বপ্রতিপাদন-পরাণাং তত্র তত্র দর্শনাৎ। তস্মাদ্ অবিগানাৎ শ্রৌত এব অর্থ আস্থেয়ঃ, ন তু স্মার্ত্তঃ, বিগানাদ্ ইতি। তৎ কিম্ ইদানীং পরস্পরবিগানাৎ সর্ব্বা এব স্মৃতয়ঃ অবহেয়া? ইত্যত আহ—"বিপ্রতিপত্তৌ চ স্মৃতীনাম্" ইতি।৪

বেদান্তকল্পতরুঃ।

৪। অন্যস্মৃত্যনবকাশমাত্রাৎ ন সিদ্ধান্তসিদ্ধিঃ, সন্দেহাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য আহ "যথাহি" ইত্যাদিনা।৪

ভামতীর অনুবাদ—শ্রুতিমূলক স্মৃতির প্রাবল্য।

৪। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে সূত্রকার তাহার সমাধান বলিতেছেন—"**তস্য সমাধিঃ**" ইত্যাদি। যথা—**গতিসামান্যাৎ** (১।১।১০ সূ) অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের কারণ—ইহা সকল শ্রুতিই সমানভাবে বুঝাইয়া দিতেছে বলিয়া ব্রহ্মকারণতাবাদে যেমন শ্রুতি সকলের অবিগান অর্থাৎ অনিন্দা আছে, প্রধানকারণতাবাদে স্মৃতিগুলির তেমন অবিগান অর্থাৎ অনিন্দা নাই। কারণ, ব্রহ্মোপাদানত্বপ্রতিপাদনপর অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ বলিয়া বুঝাইয়া দিতেছে এইরূপ বহু স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কোন দোষ না থাকায় শ্রুতিপ্রতিপাদিত অর্থই আদর করা উচিত, কিন্তু স্মৃতিপ্রতিপাদিত অর্থ আদর করা উচিত নহে। কারণ, তাহাতে দোষ আছে। আচ্ছা তাহা হইলে কি, পরস্পর বিগানবশতঃ অর্থাৎ নিন্দা বা বিরুদ্ধ কথনপ্রযুক্ত সকল স্মৃতিই অগ্রাহ্য হইবে? এইজন্য ভাষ্যকার এক্ষণে "**বিপ্রতিপত্তৌ চ স্মৃতীনাং**" এই গ্রন্থ বলিতেছেন।৪

শাঙ্করভাষ্যম্।

৫। **'ন চ অতীন্দ্রিয়ার্থান্' শ্রুতিম্ অন্তরেণ কশ্চিৎ উপলভতে, ইতি শক্যং সম্ভাবয়িতুং, নিমিত্তাভাবাৎ। শক্যং, কপিলাদীনাং সিদ্ধানাম্, অপ্রতিহতজ্ঞানত্বাৎ ইতি চেৎ? 'ন, সিদ্ধেরপি' সাপেক্ষত্বাৎ। ধর্ম্মানুষ্ঠানাপেক্ষা হি সিদ্ধিঃ, স চ ধর্ম্মঃ চোদনালক্ষণঃ। ততশ্চ পূর্ব্বসিদ্ধায়াঃ চোদনায়া অর্থো ন পশ্চিমসিদ্ধপুরুষবচনবশেন অতিশঙ্কিতুং শক্যতে। 'সিদ্ধব্যপাশ্রয়কল্পনায়ামপি' বহুত্বাৎ সিদ্ধানাং প্রদর্শিতেন প্রকারেণ স্মৃতিবিপ্রতিপত্তৌ সত্যাং ন শ্রুতিব্যপাশ্রয়াৎ অন্যৎ নির্ণয়কারণম্ অস্তি। পরতন্ত্রপ্রজ্ঞস্যাপি ন অকস্মাৎ স্মৃতিবিশেষবিষয়ঃ পক্ষপাতো যুক্তঃ; কস্যচিৎ ক্বচিৎ পক্ষপাতে সতি পুরুষমতিবৈশ্বরূপ্যেণ**

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।১]

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্ত্বাব্যবস্থানপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ তস্যাপি স্মৃতিবিপ্রতিপত্ত্যুপন্যাসেন শ্রুত্যনুসারানমুসার-বিষয়বিবেচনেন চ সন্মার্গে প্রজ্ঞা সংগ্রহণীয়া।৫

৬। যা তু শ্রুতিঃ কপিলস্য জ্ঞানাতিশয়ং প্রদর্শয়ন্তী প্রদর্শিতা, ন তয়া শ্রুতিবিরুদ্ধমপি কাপিলং মতং শ্রদ্ধাতুং শক্যং; কপিলম্ ইতি, শ্রুতিসামান্যমাত্রত্বাৎ; অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তুঃ বাসুদেব[-াপর-]-নাম্নঃ স্মরণাৎ; অন্যার্থদর্শনস্য চ প্রাপ্তিরহিতস্য অসাধকত্বাৎ।৬

৭। ভবতি চ অন্যা মনোঃ মাহাত্ম্যং প্রখ্যাপয়ন্তী শ্রুতিঃ—

"যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ ভেষজম্" (তৈঃ সং ২।২।১০।২) ইতি।

মনুনা চ—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সংপশ্যন্নাত্মযাজী বৈ স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥" (মনু সং ১২।৯১)

ইতি সর্ব্বাত্মত্বদর্শনং প্রশংসতা কাপিলং মতং নিন্দ্যতে ইতি গম্যতে। কপিলো হি ন সর্ব্বাত্মত্বদর্শনম্ অনুমন্যতে; আত্মভেদাভ্যুপগমাৎ।৭

৮। মহাভারতেঽপি চ—

"বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মন্ উতাহো এক এব তু। [মহাঃ শাঃ মোঃ নারায়ণীয়ে ৩৫০।১]

ইতি বিচার্য্য—

বহবঃ পুরুষা রাজন্ সাংখ্যযোগবিচারিণাম্॥" [ঐ ৩৫০।২]

ইতি পরপক্ষম্ উপন্যস্য তদ্ব্যুদাসেন—

"বহূনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যাস্যামি গুণাধিকম্॥" [ঐ ৩৫০।৩]

ইতি উপক্রম্য—

"মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহসংস্থিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ॥ [ঐ ৩৫১।৪]
বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্॥ [ঐ ৩৫১।৫]

ইতি সর্ব্বাত্মতৈব নির্দ্ধারিতা। শ্রুতিশ্চ সর্ব্বাত্মতায়াং ভবতি—

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ॥" [ঈশঃ উঃ ৭]

ইতি এবংবিধা। ।৮

৯। অতশ্চ সিদ্ধম্ আত্মভেদকল্পনয়াপি কপিলস্য তন্ত্রং বেদবিরুদ্ধং, বেদানুসারিমনুবচন-বিরুদ্ধং চ, ন কেবলং স্বতন্ত্রপ্রকৃতিকল্পনয়ৈব ইতি। বেদস্য হি নিরপেক্ষং স্বার্থে প্রামাণ্যং রবেরিব রূপবিষয়ে; পুরুষবচসাং তু মূলান্তরাপেক্ষং বক্তৃস্মৃতিব্যবহিতং চ ইতি বিপ্রকর্ষঃ, তস্মাৎ বেদবিরুদ্ধে বিষয়ে স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ॥৯—১ সূত্র।

ভাষ্যানুবাদ—কপিলের সর্ব্বজ্ঞত্ব শ্রুত্যুক্ত সাধনসাপেক্ষ বলিয়া শ্রুতি অপেক্ষা দুর্ব্বল।

৫। আর কোন ব্যক্তি শ্রুতির সাহায্য ব্যতীত ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সকল জানিতে পারে, ইহা কল্পনা করিতে পার না; কারণ, তাহার কোন হেতু নাই। যদি বল, কপিলাদি সিদ্ধপুরুষগণের তাহা হইতে পারে—

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।১]

ভাষ্যানুবাদ।

ইহা ত কল্পনা করিতে পারা যায়, যেহেতু তাঁহাদের জ্ঞান অপ্রতিহত, (অর্থাৎ কোথাও বাধা পায় না)? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পার না। **কারণ, তাঁহাদের সিদ্ধিও সাপেক্ষ** (অর্থাৎ অপরকে অপেক্ষা করে); যেহেতু সিদ্ধি, ধর্ম্মাচরণকে অপেক্ষা করে। সেই ধর্ম্ম আবার বেদবিধিবোধিত। অতএব পূর্ব্ব হইতে প্রসিদ্ধ বেদবাক্যের অর্থকে পশ্চিমসিদ্ধ পুরুষের অর্থাৎ যিনি বেদবাক্যানুসারে সাধনা করিয়া পরে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সেই পুরুষের বাক্যানুসারে আশঙ্কা করিতে পার না। সিদ্ধপুরুষের বাক্য অবলম্বন করিয়া বেদার্থ কল্পনা করিলেও, সিদ্ধপুরুষ বহু বলিয়া পূর্ব্বপ্রদর্শিত রীতি অনুসারে স্মৃতিশাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ হইবে, আর তাহা হইলে শ্রুতির সাহায্যব্যতীত তাহাদের অর্থনিশ্চয় করিবার অন্য কোন কারণ বা উপায় থাকে না। যিনি পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ (অর্থাৎ অন্যের বা শাস্ত্রাদির সাহায্যে যাঁহার জ্ঞান হয়) তাঁহারও বিনা কারণে কোন একটি স্মৃতির প্রতি পক্ষপাতী হওয়া উচিত নহে। কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে পক্ষপাতী হইলে পুরুষ-বুদ্ধির বৈচিত্র্যনিবন্ধন তত্ত্বনিশ্চয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব স্মৃতিশাস্ত্রের পরস্পরবিরোধ উপন্যাস করিয়া এবং কোন্ স্মৃতি, শ্রুতি অনুসারে রচিত হইয়াছে এবং কোন্ স্মৃতি, শ্রুতি অনুসারে রচিত হয় নাই—ইহা বিবেচনা করিয়া সেই পরতন্ত্রপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকর্ত্তৃকও নিজ বুদ্ধিকে সৎপথে লইয়া যাওয়া উচিত।৫

শ্রুত্যুক্ত কপিল অদ্বৈতবাদী।

৬। যে শ্রুতি কপিলের জ্ঞানের উৎকর্ষ দেখাইতেছেন বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা, কপিলের মত শ্রুতিবিরুদ্ধ হইলেও সেই কপিলমতের উপর শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারা যায় না; কেন না, কেবল "কপিল" এই শব্দটি শ্রুতিসামান্যমাত্র, অর্থাৎ একটী সাধারণ নাম। এতদ্দ্বারা সাংখ্যকার কপিল কে, এবং শ্রুতিপ্রশংসিত কপিল কে—তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। কারণ, **বাসুদেব নামে অন্য এক কপিলের** কথা স্মৃতিতে শুনিতে পাওয়া যায়, যিনি সগরপুত্রগণকে ভস্ম করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রমাণান্তরদ্বারা অপ্রাপ্ত যে অন্যার্থদর্শন, অর্থাৎ "**ঋষিং কপিলম্**" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে "পশ্যেৎ" পদদ্বারা ঈশ্বরোপাসনার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে, সেই ঈশ্বরোপাসনার অঙ্গরূপে উক্ত যে কপিলের সর্ব্বজ্ঞত্বকথন, তাহার যে দর্শন, তাহা সুতরাং অনুবাদমাত্রই হয়, তাহা প্রাপ্তিরহিত হওয়ায় অর্থাৎ অন্য শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সমর্থিত না হওয়ায়, তাহা কপিলের সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধি করিতে পারে না। "**ঋষিং কপিলম্**" শ্রুতির তাৎপর্য্য কপিলপ্রসবকারী পরমাত্মার উপাসনার বিধান করা, কপিলের সর্ব্বজ্ঞত্ব বর্ণন করা তাহার তাৎপর্য্য নহে, এজন্য তদ্দ্বারা কপিলের সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধ করিতে পারা যায় না।৬

৭। পক্ষান্তরে **মনুর** মহিমা প্রকাশ করিতেছে, এরূপ শ্রুতিও আছে, যথা—

যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ ভেষজম্ (তৈঃ সং ২।২।১০।২)

অর্থাৎ "মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা সংসাররূপ রোগের পরম ঔষধ"। তাহার পর—মনুসংহিতা ১২।৯১ শ্লোকে দেখা যায়—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সংপশ্যন্নাত্মযাজী বৈ স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥" (মনু সং ১২।৯১)

অর্থাৎ "যিনি সকল জীবে অভিন্নরূপ নিজেকে দেখেন এবং সকল জীবকে অভিন্নরূপ নিজেতে দেখেন, তিনি আত্মযাজী অর্থাৎ এক আত্মদর্শনরূপ যজ্ঞ করেন এবং তাহা দ্বারা তিনি স্বরাজ্য অর্থাৎ আত্মস্বরূপতারূপ মোক্ষলাভ করেন" ইত্যাদি। মনু মহাশয় এই প্রকারে সর্ব্বত্র একাত্মজ্ঞানকে প্রশংসা করিয়া কপিলের মতকে নিন্দা করিতেছেন—ইহাই বুঝা যাইতেছে। বস্তুতঃ কপিল 'সর্ব্বত্র একাত্মজ্ঞান' অনুমোদন করেন না। কারণ, তিনি প্রত্যেক জীবাত্মাকে পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করেন।৭

৮। তাহার পর মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে নারায়ণীয় পরিচ্ছেদে ৩৫০ ও ৩৫১ অধ্যায়েও

"বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মন্ উতাহো এক এব তু।" (৩৫০।১)

অর্থাৎ "হে ব্রহ্মন্! পুরুষ অর্থাৎ জীব কি অনেক অথবা কেবলই এক? (৩৫০।১) এই প্রকার বিচার উত্থাপন করিয়া—

"বহবঃ পুরুষা রাজন্ সাংখ্যযোগবিচারিণাম্ ॥" (৩৫০।২)

অর্থাৎ "যাঁহারা সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের মত অনুসরণ করেন, তাঁহাদের মতে পুরুষ বহু," (৩৫০।২) এই প্রকার পরপক্ষ উল্লেখ করিয়া তাহা নিরাসপূর্ব্বক—

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ। ১]

ভাষ্যানুবাদ।

"বহূনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যাস্যামি গুণাধিম্॥" (৩৫০।৩)

অর্থাৎ "বহু পুরুষের অর্থাৎ বহুদেহের যোনি অর্থাৎ উপাদান পৃথ্বী যেমন এক, তেমনই সেই গুণাধিক বিশ্বপুরুষের কথা বলিব, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণসম্পন্ন সর্ব্বাত্মক আত্মার কথা বলিব," (৩৫০।৩) এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া—

"মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহসংস্থিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ॥ (৩৫১।৪)
বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্॥" (৩৫১।৫)

অর্থাৎ "আর আমার অন্তরাত্মা, তোমার অন্তরাত্মা এবং প্রত্যেক দেহে অবস্থিত অন্য যে সকল আত্মা, তিনি সেই সকলের সাক্ষিস্বরূপ এবং কেহ কখনও তাঁহাকে (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা) জানিতে পারে না ; (৩৫১।৪) সকলের মস্তক যাঁহার মস্তক, সকলের বাহু যাঁহার বাহু, সকলের চরণ, চক্ষুঃ ও নাসিকা যাঁহার চরণ, চক্ষুঃ ও নাসিকাস্বরূপ, এইরূপ একজন সকল প্রাণীতে স্বাধীনভাবে সুখে বিচরণ করিতেছেন" (৩৫১।৫)—এই প্রকারে সর্ব্বাত্মতা অর্থাৎ সকল আত্মাই যে অভিন্ন, ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। একাত্মবাদবিষয়ে শ্রুতিও আছে, যথা—

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ॥" (ঈশঃ ৭)

অর্থাৎ "জ্ঞানী ব্যক্তির যে সময়ে সকল ভূত আত্মস্বরূপই হয়, সে সময় তাঁহার শোকই বা কি ? মোহই বা কি ? যেহেতু তিনি সর্ব্বত্র একত্বের দর্শন করিতেছেন। [ঈশঃ উঃ ৭]

দ্বৈতবাদী সাংখ্যকার কপিলের মত অগ্রাহ্য।

২। অতএব ইহা সিদ্ধ হইল যে, **কেবল স্বতন্ত্র প্রকৃতি কল্পনা করিয়াছেন বলিয়াই যে কপিল স্মৃতি বেদবিরুদ্ধ এবং বেদানুসারী মনুবচনের বিরুদ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু বিভিন্ন আত্মা কল্পনা করাতেও কপিলতন্ত্র বেদবিরুদ্ধ এবং মনুবচনবিরুদ্ধ হইয়াছে।** সাংখ্যশাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ এবং বেদানুসারে লিখিত মনুবচনের বিরুদ্ধও বটে। রূপকে প্রকাশ করিতে রবির প্রামাণ্য যেমন অন্য ইন্দ্রিয়কে অপেক্ষা করে না, তেমনই বেদার্থ প্রতিপাদন করিতে বেদের যে প্রামাণ্য তাহা প্রামাণান্তরকে অপেক্ষা করে না। কিন্তু পুরুষবাক্যের যে প্রামাণ্য তাহা অন্য মূলপ্রমাণকে অর্থাৎ শ্রুতি বা অনুভবকে অপেক্ষা করে এবং বক্তার স্মৃতির দ্বারা ব্যবহিত হয়, অর্থাৎ বক্তা বেদার্থ স্মরণ করিয়া বাক্যপ্রয়োগ করেন বলিয়া বক্তার স্মরণদ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত হয়, ইহাই হইল উভয়ের মধ্যে বিপ্রকর্ষ অর্থাৎ বিশেষ বা পার্থক্য। অতএব বেদবিরুদ্ধ বিষয়ে যে স্মৃতির অনবকাশদোষপ্রসঙ্গ অর্থাৎ স্মৃতির যে অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে, তাহাতে দোষ হয় না। ইহাই হইল এই দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদের ত্রয়োদশটী অধিকরণের অন্তর্গত প্রথম অধিকরণের দুইটী সূত্রের মধ্যে প্রথম সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের অর্থ।২—১ সূ। *

ভামতী।

১। "ন চ অতীন্দ্রিয়ার্থান্" ইতি, অর্ব্বাগ্‌দৃগভিপ্রায়ম্। শঙ্কতে "শক্যং কপিলাদীনাম্" ইতি। নিরাকরোতি—"ন ; সিদ্ধেরপি" ইতি। ন তাবৎ কপিলাদয়ঃ ঈশ্বরবৎ আজানসিদ্ধাঃ, কিন্তু বিনিশ্চিতবেদপ্রামাণ্যানাং তেষাং তদনুষ্ঠানবতাং প্রাচি ভবে অস্মিন্ জন্মনি সিদ্ধিঃ ; অতএব

* সূত্রের শেষ পদের পুনরাবৃত্তি থাকিলে অধ্যায়সমাপ্তি বুঝায়, যেমন—"এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ" এস্থলে শেষপদ "ব্যাখ্যাতাঃ", ইহার দ্বিরুক্তিবশতঃ এই সূত্রের দ্বারা প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে, আর তজ্জন্য ইহার পরবর্ত্তী সূত্রদ্বারা অধ্যায়ারম্ভ, পাদারম্ভ এবং অধিকরণারম্ভ—সকলই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কোথায় অধিকরণ আরম্ভ এবং কোথায় শেষ, ইহাতে ভ্রম হইলে সূত্রার্থেও ভ্রম হয়, এজন্য এ বিষয়টী লক্ষ্য করা আবশ্যক। অপর মতের ভাষ্যের মধ্যে যে ব্যাখ্যান্তর দেখা যায়, তাহার অনেকটা কারণ, এই অধিকরণনির্ণয়, তাহার অঙ্গীভূত সূত্রনির্ণয় এবং তৎপরে তাহার মধ্যে পক্ষাপক্ষনির্ণয়েই আবদ্ধ। অধিকরণনির্ণয় এবং পক্ষাপক্ষনির্ণয় প্রভৃতির নিয়ম জানিতে পারিলে ব্রহ্মসূত্রের নানাপ্রকার অর্থকল্পনা সম্ভব হয় না। এস্থলে এই অধিকরণ আরম্ভের লক্ষণ এই যে, ইহা অধ্যায়শেষের পরবর্ত্তী সূত্র।

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।১]

ভামতী।

আজ্ঞানসিদ্ধা উচ্যন্তে। যদ্ অস্মিন্ জন্মনি ন তৈঃ সিদ্ধ্যুপায়ঃ অনুষ্ঠিতঃ প্রাগ্‌ভবীয়বেদার্থানুষ্ঠান-লব্ধজন্মত্বাৎ তৎসিদ্ধীনাম্, তথাচ অবধৃতবেদপ্রামাণ্যানাং তদ্‌বিরুদ্ধার্থাভিধানং তদপবাধিতম্ অপ্রমাণমেব। অপ্রমাণেন চ ন বেদার্থঃ অতিশঙ্কিতুং যুক্তঃ, প্রমাণসিদ্ধত্বাৎ তস্য। তদেবং বেদবিরোধে সিদ্ধবচনম্ অপ্রমাণম্ উক্ত্বা সিদ্ধানামপি পরস্পরবিরোধে তদ্‌বচনাদ্ অনাশ্বাসঃ, ইতি পূর্ব্বোক্তং স্মারয়তি—"সিদ্ধব্যপাশ্রয়কল্পনায়ামপি" ইতি। শ্রদ্ধাজড়ান্ বোধয়তি—"পরতন্ত্রপ্রজ্ঞস্যাপি" ইতি। ননু শ্রুতিশ্চেৎ কপিলাদীনাম্ অনাবরণভূতার্থগোচরজ্ঞানাতিশয়ং বোধয়তি, কথং তেষাং বচনম্ অপ্রমাণম্? তদপ্রামাণ্যে শ্রুতেরপি অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ, ইত্যত আহ—"যা তু শ্রুতিরি"তি। ন তাবৎ সিদ্ধানাং পরস্পরবিরুদ্ধানি বচাংসি প্রমাণং ভবিতুম্ অর্হন্তি। ন চ বিকল্পো বস্তুনি, সিদ্ধে তদনুপপত্তেঃ। অনুষ্ঠানম্ অনাগতোৎপাদ্যং বিকল্প্যতে, ন সিদ্ধং, তস্য ব্যবস্থানাৎ। তস্মাৎ শ্রুতিসামান্যমাত্রেণ ভ্রমঃ সাংখ্যপ্রণেতা কপিলঃ শ্রৌতঃ ইতি।১

২। স্যাদেতৎ, কপিল এব শ্রৌতঃ, ন অন্যে মন্বাদয়ঃ। ততশ্চ তেষাং স্মৃতিঃ কপিলস্মৃতি-বিরুদ্ধা অবহেয়া, ইত্যত আহ—"ভবতি চ অন্যা মনোঃ" ইতি। তস্যাশ্চ আগমান্তরসম্বাদম্ আহ—"মহাভারতেঽপি চ" ইতি। ন কেবলং মনোঃ স্মৃতিঃ স্মৃত্যন্তরসম্বাদিনী, শ্রুতিসম্বাদিনী অপি ইত্যাহ "শ্রুতিশ্চ" ইতি। উপসংহরতি "অতঃ" ইতি।২

৩। স্যাদেতৎ, ভবতু বেদবিরুদ্ধং কাপিলং বচঃ তথাপি দ্বয়োরপি পুরুষবুদ্ধিপ্রভবতয়া কো বিনিগমনায়াং হেতুঃ যতো বেদবিরোধি কাপিলং বচো ন আদরণীয়ম্, ইত্যত আহ—"বেদস্য হি নিরপেক্ষম্" ইতি।৩

৪। অয়ম্ অভিসন্ধিঃ—সত্যং, শাস্ত্রযোনিঃ ঈশ্বরঃ, তথাপি অস্য ন শাস্ত্রক্রিয়ায়াম্ অস্তি স্বাতন্ত্র্যং কপিলাদীনামিব। স হি ভগবান্ যাদৃশং পূর্ব্বস্মিন্ সর্গে চকার শাস্ত্রং, তদনুসারেণ অস্মিন্ অপি সর্গে প্রণীতবান্। এবং পূর্ব্বতরানুসারেণ পূর্ব্বস্মিন্ পূর্ব্বতমানুসারেণ চ পূর্ব্বতর ইতি অনাদিঃ অয়ং শাস্ত্রেশ্বরয়োঃ কার্য্যকারণভাবঃ। তত্র ঈশ্বরস্য ন শাস্ত্রার্থজ্ঞানপূর্ব্বা শাস্ত্রক্রিয়া যেন অস্য কপিলাদিবৎ স্বাতন্ত্র্যং ভবেৎ। শাস্ত্রার্থজ্ঞানং চ অস্য স্বয়ম্ আবির্ভবদপি ন শাস্ত্রকারণতাম্ উপৈতি। দ্বয়োরপি অপর্য্যায়েণ আবির্ভাবাৎ। শাস্ত্রং চ স্বতো বোধকতয়া পুরুষস্বাতন্ত্র্যাভাবেন নিরস্তসমস্ত-দোষাশঙ্কং সৎ অনপেক্ষং সাক্ষাদেব স্বার্থে প্রমাণম্। কপিলাদিবচাংসি তু স্বতন্ত্র-কপিলাদিপ্রণেতৃকাণি তদর্থস্মৃতিপূর্ব্বকাণি, তদর্থস্মৃতয়শ্চ তদর্থানুভবপূর্ব্বাঃ। তস্মাৎ তাসাম্ অর্থ-প্রত্যয়াঙ্গপ্রামাণ্যবিনিশ্চয়ায় যাবৎস্মৃত্যনুভবৌ কল্প্যেতে, তাবৎ স্বতঃসিদ্ধপ্রমাণভাবয়া অনপেক্ষয়া এব শ্রুত্যা স্বার্থো বিনিশ্চায়িতঃ ইতি শীঘ্রতরপ্রবৃত্তয়া শ্রুত্যা স্মৃত্যর্থো বাধ্যতে ইতি যুক্তম্।৪

বেদান্তকল্পতরুঃ।

১-৪। দেবতাধিকরণে (ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৪-৩৩ সূ) যোগিপ্রত্যক্ষস্য সমর্থিতত্বাৎ ভাষ্যম্ অস্মদাদ্যুক্তিপ্রায়ম্ ইত্যাহ—"অর্বাগি"তি। কপিলাদয়ঃ অর্বাচীনপুরুষবিলক্ষণা ইতি আশঙ্ক্য আহ "ন তাবৎ কপিলাদয়" ইতি। প্রাচি ভবে তদনুষ্ঠানবতাম্ ইতি সম্বন্ধঃ। তচ্ছব্দেন বেদার্থো বিবক্ষিতঃ। "পূর্ব্বোক্ত"মিতি। "বিপ্রতিপত্তৌ চ" ইত্যাদিভাষ্যেণ পূর্ব্বোক্তং স্মারয়তি ইত্যর্থঃ। "শ্রুতিসামান্যমাত্রেণ" ইতি। সগরপুত্রপ্রতপ্তুঃ সাংখ্যপ্রণেতুশ্চ কপিল ইতি শব্দসাম্যমাত্রেণ ইত্যর্থঃ। যথা নৃত্যং কুর্ব্বত্যপি নর্ত্তকী নর্ত্তকদর্শিতক্রমেণৈব নৃত্যন্তী ন স্বতন্ত্রা, এবম্ ঈশ্বরঃ প্রাচীনক্রমম্ অনুরুধ্য বিরচয়ন্ বেদং ন স্বতন্ত্রঃ, ক্রমোপগৃহীতবর্ণাত্মা চ বেদঃ অর্থপ্রমিতিকরঃ ইতি ন বক্ত্রপেক্ষম্ অস্য প্রামাণ্যম্ ইত্যাহ "সত্যম্" ইতি। ফলিতমাহ "তেন" ইতি। যেন অনাদিঃ কার্য্যকারণভাবঃ তেন ন প্রাগভূতস্য শাস্ত্রস্য তদর্থভানপূর্ব্বিকা অভিনবা ক্রিয়া, কিন্তু নিয়তক্রমস্য তস্য সংস্কাররূপেণ অনুবর্ত্তমানস্য স্মারণেন ব্যক্তীকার ইত্যর্থঃ। ননু ন নর্ত্তক্যাদিবৎ অজ্ঞ ঈশ্বরঃ ততঃ শাস্ত্রক্রিয়াতঃ প্রাগেব তদর্থজ্ঞানবত্ত্বাৎ কপিলতুল্যঃ কিং ন স্যাৎ, অত আহ—"শাস্ত্রার্থজ্ঞানং চ" ইতি। পূর্ব্ববর্ণানুপূর্ব্বী হি শাস্ত্রম্। তথা চ যদা তদর্থঃ স্ফুরতি, তদৈব আনুপূর্ব্বী অপি সংস্কারারূঢ়া স্ফুরতি ইতি আদর্শাত্মকশাস্ত্রস্বরূপমাত্রজ্ঞানাৎ তৎকরণোপপত্তৌ ন শাস্ত্রার্থজ্ঞানস্য হেতুতা ইত্যর্থঃ। স্বকৃতপ্রাচীনাদর্শাপেক্ষত্বাচ্চ মাণবকবৈলক্ষণ্যম্ ঈশ্বরস্য। শাস্ত্রস্য বক্তৃজ্ঞানাঽজন্যত্বেঽপি নান্তরীয়কত্বেন শাস্ত্রস্ফুরণে তদর্থ-স্ফুরণাৎ সর্ব্বজ্ঞেশ্বরসিদ্ধিঃ। তদর্থজ্ঞানবত্ত্বা চ প্রলয়ান্তরিতশ্রুতেঃ জ্ঞাতৃত্বাৎ সিদ্ধ্যতি ঈশস্য। ন হি মাণবকে অস্তি তৎ। সতি চৈবং শাস্ত্রযোনিত্বশাস্ত্রবিষয়াধিকবিজ্ঞানবত্ত্বয়োঃ ব্যাপ্তিঃ। কৃত্তিকোদয়রোহিণ্যাসত্তিবৎ তদভাবনিয়তভাবত্বরূপা, ন তু শাস্ত্রার্থজ্ঞানশাস্ত্রকরণয়োঃ হেতুহেতুমত্ত্বকৃতা। ননু গুণবদ্‌বক্তৃজ্ঞানজন্যত্বাভাবে কথং শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যম্ ইতি চেৎ? স্বতঃ ইত্যাহ—"শাস্ত্রং চ" ইতি। প্রমাণানাং

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যের নহে।)

[স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।১]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

প্রামাণ্যস্য স্বতস্ত্বাৎ কপিলাদিবচঃ তথা কিং ন স্যাৎ ? অত আহ—"কপিলাদিবচাংসি তু" ইতি। তেষাং কপিলাদিবচসাম্ অর্থা এব অর্থা যাসাং তাঃ তথোক্তাঃ। তাসাং স্মৃতীনাম্ অর্থা এব অর্থা যেষাম্ অনুভবাদীনাং তে তদর্থানুভবাঃ তে পূর্ব্বা যাসাং তাঃ স্মৃতয়ঃ তথা। যথা অনপেক্ষত্বেন শীঘ্রতরপ্রবৃত্তশ্রুত্যা তদ্বিরুদ্ধলিঙ্গস্য শ্রুতিকল্পনাপেক্ষত্বেন বিলম্বিতপ্রবৃত্তেঃ পরিচ্ছেদকত্বম অপহ্রিয়তে, এবম্ অনপেক্ষশ্রুত্যা তদ্বিরুদ্ধকাপিলবচসঃ সাপেক্ষত্বেন বিলম্বিনঃ প্রামাণ্যম্ অপহ্রিয়তে ইত্যর্থঃ। "যাবদি"তি কথঞ্চিৎ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ · বেদ অনাদি ও অপৌরুষেয়। সাংখ্যের সহিত তাহাব ভেদ।

১। অর্ব্বাগদৃক্ অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টিসম্পন্নব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়া **"ন চ অতীন্দ্রিয়ার্থান্"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। **"শক্যং কপিলাদীনাম্"** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। **"ন"** এই পদের দ্বারা শঙ্কা নিরাস করিতেছেন। **"সিদ্ধেরপি"** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, কপিলাদি ঋষিগণ ঈশ্বরের মত স্বভাবসিদ্ধ নহেন, কিন্তু পূর্ব্বজন্মে বেদের প্রামাণ্যনিশ্চয় করিয়া বেদপ্রতিপাদ্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন বলিয়া এই জন্মে তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, এইজন্য তাঁহাদিগকে আজানসিদ্ধি অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ বলে। এজন্মে যে তাঁহারা সিদ্ধিলাভের কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই, তাহার কারণ, পূর্ব্বজন্মে বেদোক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করাতে তাঁহাদের সিদ্ধি জন্মিয়াছে। অতএব যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা বেদবিরুদ্ধ কথা বলিলে তাহা বেদবাক্যদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অপ্রমাণ হইবেই। এজন্য অপ্রমাণ বাক্যদ্বারা বেদার্থ বিষয়ে শঙ্কা করা উচিত নহে ; তাহার কারণ, বেদবাক্যরূপপ্রমাণদ্বারা বেদার্থ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব বেদবাক্যের সহিত বিরোধ হইলে সিদ্ধপুরুষের বাক্য প্রমাণ হয় না—এই কথা বলিয়া সিদ্ধপুরুষগণেরও পরস্পর বিরোধ হইলে তাঁহাদের বাক্য হইতে অর্থনিশ্চয় হয় না—এই পূর্ব্বোক্ত কথা **"সিদ্ধব্যপাশ্রয়কল্পনায়ামপি"** এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার স্মরণ করাইতেছেন। **"পরতন্ত্রপ্রজ্ঞস্যাপি"** এই গ্রন্থদ্বারা শ্রদ্ধাজড় (বিশ্বাসহীন) ব্যক্তিগণকে বুঝাইতেছেন। আচ্ছা, শ্রুতি যদি কপিলাদি ঋষিগণের আবরণশূন্য সিদ্ধবস্তুবিষয়ক জ্ঞানের প্রাচুর্য্য বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে কেন তাঁহাদের বাক্য অপ্রমাণ হইবে ? তাঁহাদের বাক্য যদি অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে শ্রুতিও অপ্রমাণ হইয়া পড়ে, এইজন্য **"যা তু শ্রুতি"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন, অর্থাৎ সিদ্ধপুরুষগণের পরস্পর বিরুদ্ধবাক্য প্রমাণ হইতে পারে না। সিদ্ধবস্তুতে বিকল্প হইতে পারে না ; কারণ, সিদ্ধবস্তুতে তাহা সম্ভব নহে। যাহা অনাগত এবং উৎপাদ্য, এতাদৃশ অনুষ্ঠানে বিকল্প হয় ; সিদ্ধবস্তুতে বিকল্প হয় না। কারণ, তাহা ব্যবস্থিত বস্তু। অতএব "কপিল" এই শব্দটী শুনিতে সমান হইয়াছে বলিয়া সাংখ্যরচনাকারী কপিলকে শ্রুত্যুক্ত কপিল বলা ভ্রম। সুতরাং তাঁহার বাক্যকে প্রমাণ বলা সঙ্গত নহে।১

২। আচ্ছা, তাহাই হউক, অর্থাৎ যদি এমনই হয় যে, কপিল অনেক নহেন, কপিল একজনমাত্র, আর সেই কপিলই শ্রুতিতে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, কিন্তু মনুপ্রভৃতি অন্য ঋষিগণ ত শ্রুতিতে সেভাবে উল্লিখিত হন নাই, অতএব সেই মনুপ্রভৃতির স্মৃতি কপিলস্মৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া মনুস্মৃতি অগ্রাহ্যই হইবে ; এইজন্য **"ভবতি চ অন্যা মনোঃ"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন, অর্থাৎ মনুর মাহাত্ম্যখ্যাপনকারিণী অন্য শ্রুতিই আছে। **"মহাভারতেঽপি চ"** এই গ্রন্থদ্বারা আগমান্তরেও অর্থাৎ ইতিহাসেও দ্বৈতবাদী কপিলস্মৃতির নিন্দাপূর্ব্বক অদ্বৈতমতপ্রদর্শনরূপ সংবাদ আছে—ইহাই বলা হইতেছে। অর্থাৎ মনুস্মৃতি যে কেবল স্মৃত্যন্তরের সহিত একমত, তাহা নহে, কিন্তু শ্রুতির সহিতও একমত। **"শ্রুতিশ্চ"** এই গ্রন্থদ্বারা ইহাই বলিতেছেন। **"অতঃ"** এই গ্রন্থদ্বারা উপসংহার করিতেছেন।২

৩। আচ্ছা, তাহাই হউক, কপিলের বাক্য বেদবিরুদ্ধ হয় হউক, তাহা হইলেও দুইটিই অর্থাৎ বেদ ও সাংখ্যস্মৃতি, পুরুষের বুদ্ধি হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া বেদই প্রমাণ, সাংখ্যস্মৃতি প্রমাণ নহে—এরূপ বিনিগমনাতে (অর্থাৎ বেদপক্ষপাতে) হেতু কি ? আর সে জন্য কপিলের বাক্য বেদবিরোধী হইয়াছে বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে ? এইজন্য **"বেদস্য হি নিরপেক্ষম্"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন।৩

৪। অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বর হইতে শাস্ত্র হইয়াছে—ইহা সত্য, তথাপি শাস্ত্ররচনাকার্য্যে কপিলাদি ঋষির যেমন স্বাধীনতা আছে, বেদরচনাকার্য্যে ঈশ্বরের তেমন স্বাধীনতা নাই ; কারণ, সর্ব্বশক্তিমান্ সেই পরমেশ্বর পূর্ব্বকল্পে যে প্রকার বেদ শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই অনুসারেই বর্ত্তমান কল্পেও বেদ রচনা অর্থাৎ প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ পূর্ব্বতর কল্পানুসারে পূর্ব্ব কল্পে এবং পূর্ব্বতম কল্পানুসারে পূর্ব্বতর কল্পে বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকারে শাস্ত্র ও ঈশ্বরের এই কার্য্যকারণভাব অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে ঈশ্বরের শাস্ত্রপ্রকাশ শাস্ত্রার্থজ্ঞানপূর্ব্বক নহে, যাহার ফলে কপিলাদি ঋষির ন্যায় শাস্ত্রপ্রকাশকার্য্যে ঈশ্বরের স্বাধীনতা থাকিবে। ঈশ্বরের শাস্ত্রার্থজ্ঞান স্বয়ং প্রকাশিত হইলেও শাস্ত্র তাহার হেতু নহে ; কারণ,

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসরে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ।২

ভামতীর অনুবাদ।

শাস্ত্র ও তাহার অর্থ—এই উভয়ের একসঙ্গে প্রকাশ হয়। আর শাস্ত্ররূপ বেদ স্বয়ং নিজ অর্থবোধ করিয়া দেয় বলিয়া তাহাতে পুরুষের কোন স্বাধীনতা নাই। অতএব ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব—এই চারি প্রকার দোষের সম্ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়া এবং গুণাদির অপেক্ষা না করিয়া বেদ সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বার্থে প্রমাণ হয়, অর্থাৎ বেদার্থবোধের প্রতি বেদই প্রমাণ হয়। কিন্তু কপিলাদি ঋষির বাক্যগুলি, স্বতন্ত্র কপিলাদি ঋষিকর্ত্তৃক রচিত এবং তদর্থের স্মৃতিপূর্ব্বকই রচিত, অর্থাৎ কপিলাদিবাক্যের যে অর্থ, তাহার স্মরণপূর্ব্বকই হইয়াছে, আর তাঁহাদের সেই অর্থস্মরণও অর্থের অনুভবপূর্ব্বকই হইয়া থাকে। অতএব সেই কপিলবাক্যের অর্থবোধ † করিবার অঙ্গ অর্থাৎ হেতু যে প্রামাণ্যনিশ্চয়, তাহার জন্য যতক্ষণে সেই স্মরণ ও অনুভবের কল্পনা করিবে, ততক্ষণে বেদই বেদবাক্যের অর্থ নিশ্চয় করিয়া দিবে; কারণ, বেদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ এবং বেদ অপরের কোন অপেক্ষা করে না। এই হেতু অতিশীঘ্র অর্থবোধ করিয়া দিতে প্রবৃত্ত যে শ্রুতি, তৎকর্ত্তৃক স্মৃতির অর্থ বাধিত হয়—ইহাই যুক্তিসঙ্গত। অর্থাৎ উক্ত প্রামাণ্যনিশ্চয়ের জন্য ঐ স্মৃতি ও অনুভব কল্পনা করিতে বিলম্ব হওয়ায় স্বতঃপ্রমাণ বেদ শীঘ্র নিজবাক্যের অর্থবোধ করিয়া দেয়, আর তজ্জন্য বেদবাক্য বেদবিরুদ্ধ স্মৃত্যর্থকে বাধ করে, অর্থাৎ তাহার প্রামাণ্য অপহরণ করে। অতএব বেদবিরুদ্ধবিষয়ে স্মৃতির যে অনবকাশ তাহা দোষ হয় না। ইহাই হইল এই দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদের ত্রয়োদশটী অধিকরণের অন্তর্গত প্রথম অধিকরণের দুইটী সূত্রের মধ্যে প্রথম সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যের ভামতীর অর্থ।৪

শাঙ্করভাষ্যম্।

কুতশ্চ স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো ন দোষঃ?—

"ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ"।২ *

প্রধানাৎ ইতরাণি যানি প্রধানপরিণামত্বেন স্মৃতৌ কল্পিতানি মহদাদীনি, ন তানি বেদে লোকে বা উপলভ্যন্তে। ভূতেন্দ্রিয়াণি তাবৎ লোকবেদপ্রসিদ্ধত্বাৎ শক্যন্তে স্মর্ত্তুম্। অলোকবেদপ্রসিদ্ধত্বাৎ তু মহদাদীনাং ষষ্ঠস্যেব ইন্দ্রিয়ার্থস্য ন স্মৃতিঃ অবকল্পতে। যদপি কচিৎ তৎপরমিব শ্রবণম্ অবভাসতে, তদপি অতৎপরং ব্যাখ্যাতম্ "আনুমানিকমপ্যেকেষাম্" (ব্র সূ ১।৪।১) ইত্যত্র। কার্য্যস্মৃতেঃ অপ্রামাণ্যাৎ কারণস্মৃতেরপি অপ্রামাণ্যং যুক্তম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ। তস্মাদপি ন স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গো দোষঃ। তর্কাবষ্টম্ভং তু "ন বিলক্ষণত্বাৎ" (ব্র সূ ২।১।৪) ইত্যারভ্য উন্মথিষ্যতি। [ইতি প্রথমং স্মৃত্যধিকরণম্।]

ভাষ্যানুবাদ—সাংখ্যের মহদাদি অপ্রসিদ্ধ।

স্মৃতির অপ্রামাণ্য হইলে তাহা দোষাবহ নহে কেন, সূত্রকার তাহার আরও কারণ দেখাইতেছেন—**"ইতরেষাং চ অনুপলব্ধেঃ"** অর্থাৎ আর অপরগুলির উপলব্ধি হয় না বলিয়া। এখানে "**ইতরেষাং**" পদের অর্থ—সাংখ্যস্মৃতিপ্রসিদ্ধ মহদাদি তত্ত্বসমূহের, "**চ**" পদের অর্থ—লোকমধ্যে ও বেদমধ্যে, "**অনুপলব্ধেঃ**" পদের অর্থ—উপলব্ধি হয় না বলিয়া।

প্রকৃতি বা প্রধানভিন্ন মহৎপ্রভৃতি যে সকল পদার্থ, প্রকৃতি বা প্রধানের বিকার বলিয়া সাংখ্যস্মৃতিতে কল্পিত হইয়াছে, সে সকল পদার্থ বেদে অথবা লোকে উপলব্ধ হয় না। ভূতসকল ও ইন্দ্রিয়সকল লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারা যায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয় ষষ্ঠপদার্থ যেমন কল্পনা করিতে পারা যায় না, তেমনই মহদাদি পদার্থ লোকে ও বেদে প্রসিদ্ধ না থাকায় তাহাদের স্মৃতি কল্পনা করা যায় না। আরও **"মহতঃ পরমব্যক্তম্"** ইত্যাদি শ্রুতির ন্যায় যে, কোন কোন স্থলে যেন মহদাদিপ্রতিপাদন করিতেছেন বলিয়া শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও মহদাদিপ্রতিপাদক নহে বলিয়া **"আনুমানিকমপ্যেকেষাম্"** এই (১।৪।১) সূত্রে ব্যাখ্যা করিয়াছি। এই সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, কার্য্যস্মৃতি অর্থাৎ কার্য্য যে মহৎ, তদ্বিষয়ক

---

* এস্থলে "চ" পদের দ্বারা এই সূত্রটী যে প্রথম অধিকরণের অঙ্গীভূত সূত্র তাহাই বলা হইল। সূত্রে প্রথমমাত্র পদ থাকিলেই বা উহ্য থাকিলেই অধিকরণ আরম্ভ হইল বুঝিতে হয়। এখানে তাহা নাই; এজন্যও এই সূত্রটী প্রথম অধিকরণের অঙ্গীভূত সূত্র। "এতেন যোগঃপ্রত্যুক্তঃ" এই তৃতীয় সূত্রে "যোগঃ" এই প্রথমমাত্র পদ থাকায় তদ্দ্বারা অন্য অধিকরণ আরব্ধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব এই দ্বিতীয় সূত্রেই প্রথম অধিকরণটী সমাপ্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। † ভামতীর মূলে "তস্মাৎ তাসাং" স্থলে "তস্মাৎ তেষাং" পাঠই সমীচীন।

(সাংখ্যস্মৃতির অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[**ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ** ।২]

ভাষ্যানুবাদ।

স্মৃতি অপ্রমাণ হওয়ায় কারণস্মৃতিও অর্থাৎ মহতের কারণ যে প্রধান তদ্বিষয়ক স্মৃতিও অপ্রমাণ হওয়া উচিত। সে কারণেও স্মৃত্যনবকাশপ্রসঙ্গ দোষাবহ নহে। আর সাংখ্যস্মৃতি যে তর্কাবষ্টম্ভ অর্থাৎ তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহা "**ন বিলক্ষণত্বাৎ**···" (২।১।৪) এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সূত্রকার উন্মথিত করিবেন। ইহাই হইল এই অধ্যায়ের প্রথমপাদের ত্রয়োদশটী অধিকরণের মধ্যে স্মৃত্যধিকরণ নামক প্রথম অধিকরণের অন্তর্গত দ্বিতীয় বা শেষ সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যানুবাদ।

ভামতী।

প্রধানস্য তাবৎ ক্বচিৎ বেদপ্রদেশে বাক্যাভাসানি দৃশ্যন্তে, তদ্‌বিকারাণাং তু মহদাদীনাং তান্যপি ন সন্তি, ন চ ভূতেন্দ্রিয়াদিবৎ মহদাদয়ো লোকসিদ্ধাঃ। তস্মাৎ আত্যন্তিকাৎ প্রমাণান্তরাসম্বাদাৎ প্রমাণমূলত্বাচ্চ স্মৃতেঃ, মূলাভাবাৎ অভাবো বন্ধ্যায়া ইব দৌহিত্র্যস্মৃতেঃ। ন চ আর্ষজ্ঞানম্ অত্র মূলম্ উপপদ্যতে ইতি যুক্তম্। তস্মাৎ ন কাপিলস্মৃতেঃ প্রধানোপাদানত্বং জগত ইতি সিদ্ধম্। ইতি প্রথমং স্মৃত্যধিকরণম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

দৌহিত্রস্য কর্ম্ম দৌহিত্র্যম্। বন্ধ্যা চেৎ স্মরেৎ ইদং মে দৌহিত্রেণ কৃতমিতি সা স্মৃতিঃ অপ্রমাণং, মূলস্য দুহিতুঃ অভাবাৎ। এবম্ অত্রাপি মূলভূতানুভবাভাবাৎ স্মরণাভাবঃ ইত্যাহ—"বন্ধ্যায়া ইব" ইতি। "ন চ আর্ষম্" ইতি—উপজীব্যবেদবিরোধস্য উক্তত্বাৎ ইত্যর্থঃ। অব্যক্তং জ্ঞানাৎ লীয়তে। "অহং সর্ব্বস্য" ইতি। প্রভবতি অস্মাৎ ইতি, প্রলীয়তে অস্মিন্ ইতি চ প্রভবপ্রলয়ৌ। তস্মাৎ আত্মনঃ অধিষ্ঠাতুঃ প্রভবস্তি স মূলম্ উপাদানম্। শাশ্বতিকঃ অনাদিঃ। নিত্যঃ ধ্বংসবর্জিতঃ। জ্ঞানৈঃ পূরয়তি যঃ স সর্ব্বেষাম্ আত্মা। পুরুষাঃ জীবাঃ। বহূনাং দেহিনাং যোনিঃ পৃথিবী। বিশ্বং পূর্ণম্। গুণৈঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিভিঃ অধিকম্। সর্ব্বাত্মকত্বাৎ বিশ্বমূর্দ্ধাদিত্বম্॥ ইতি প্রথমং স্মৃত্যধিকরণম্।

ভামতীর অনুবাদ · সাংখ্যমত নিতান্ত অপ্রমাণ।

বেদের কোন কোন স্থানে প্রধানের সম্বন্ধে বাক্যাভাস অর্থাৎ যে বাক্য আপাততঃ প্রমাণ বলিয়া মনে হয় তাহা, দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রধানের বিকার মহদাদিপদার্থের বাক্যাভাসও নাই এবং ভূত ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের মত মহদাদিপদার্থ লোকপ্রসিদ্ধও নহে। অতএব একেবারেই অন্যপ্রমাণের সাহায্য পাওয়া যায় না বলিয়া এবং অনুভব হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয় বলিয়া বন্ধ্যার পক্ষে দৌহিত্রকৃত কর্ম্ম স্মরণ করা যেমন সম্ভব নহে, তেমনই প্রকৃতস্থলে অনুভব না থাকায় ঐ স্মৃতি হইতে পারে না। এস্থলে আর্যজ্ঞানকে অর্থাৎ প্রকৃতস্থলে কপিল ঋষির অনুভব, সেই মূলস্বরূপ হইবে, ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, সেই আর্যজ্ঞান মূলস্বরূপ কল্পনা করিলে উপজীব্য বেদবিরুদ্ধ হয়; অতএব কপিলস্মৃতি যে প্রধানকে জগতের উপাদানকারণ বলিয়াছেন, তাহা ঠিক্ নহে, ইহা স্থির হইল। ইহাই এই অধ্যায়ের প্রথমপাদের ত্রয়োদশটী অধিকরণের মধ্যে স্মৃত্যধিকরণ নামক প্রথম অধিকরণের অন্তর্গত শেষ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যের ভামতীর অর্থ।

স্মৃত্যধিকরণ তাৎপর্য্য।

এই স্মৃত্যধিকরণের তাৎপর্য্যটী বুঝিতে হইলে প্রথমে অধিকরণ কি, তাহা জানা আবশ্যক। অধিকরণ অর্থ—বিচার বা ন্যায়। শ্রুতির একবাক্যতাপ্রদর্শনার্থ, আপাততঃসন্দিগ্ধ শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যনির্ণয়চ্ছলে অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদস্থাপনার্থ রচিত এই বেদান্তদর্শনে ৫৫৫টী সূত্র আছে। আর এই ৫৫৫টী সূত্রদ্বারা ১৯১টী অধিকরণ বা বিচার, এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এই স্মৃত্যধিকরণটী তাহার মধ্যে অন্যতম। এই অধ্যায়ের প্রথম সূত্রে প্রথমে "স্মৃতি" পদটী থাকায় ইহার নাম **স্মৃত্যধিকরণ** হইয়াছে। অধিকরণের নামকরণে এই রীতিই প্রায় সর্ব্বত্র অবলম্বিত হইয়া থাকে। কদাচিৎ সূত্রমধ্যস্থ প্রধানপদদ্বারা এবং কখন কখন অধিকরণের বিচার্য্য বিষয়ের নামদ্বারা অধিকরণের নাম করা হইয়া থাকে।

প্রত্যেক অধিকরণের ছয়টী অঙ্গ থাকে, যথা—(১) সঙ্গতি, (২) বিষয়, (৩) সংশয়, (৪) ফলভেদ, (৫) পূর্ব্বপক্ষ ও (৬) সিদ্ধান্ত।

তন্মধ্যে সঙ্গতি আবার পাঁচ প্রকার, যথা—(ক) শ্রুতিসঙ্গতি, (খ) শাস্ত্রসঙ্গতি, (গ) অধ্যায়সঙ্গতি, (ঘ) পাদ-সঙ্গতি এবং (ঙ) অধিকরণসঙ্গতি।

ইহাদের মধ্যে (ঙ) অধিকরণসঙ্গতি আবার চারি প্রকার, যথা—১। আক্ষেপসঙ্গতি, ২। উদাহরণসঙ্গতি, ৩। প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি এবং ৪। প্রসঙ্গসঙ্গতি।

অতএব প্রত্যেক অধিকরণে (ক) শ্রুতিসঙ্গতি, (খ) শাস্ত্রসঙ্গতি, (গ) অধ্যায়সঙ্গতি ও (ঘ) পাদসঙ্গতি থাকে, এবং পরিশেষে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত আক্ষেপাদি চারি প্রকার সঙ্গতির মধ্যে একটী সঙ্গতি থাকে। যথা—

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[**ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ।২**]

স্মৃত্যধিকরণ তাৎপর্য্য।

(১) **সঙ্গতি**—তন্মধ্যে প্রথম শ্রুতিসঙ্গতি, যথা—এই গ্রন্থ শ্রুতির তাৎপর্য্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত বলিয়া শ্রুতি (বেদান্ত) সাংখ্যমতে ব্যাখ্যা করা হইবে না, কিন্তু শ্রুতিতাৎপর্য্যনির্ণয়দ্বারাই ব্যাখ্যা করা হইবে—ইহা বলায় এই অধিকরণে শ্রুতিসঙ্গতি থাকিল।

দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি, যথা—জগতের উপাদানকারণ প্রধান নহে, কিন্তু ব্রহ্ম, এই কথা বলায় ব্রহ্মবিচারাখ্য এই শাস্ত্রের সহিত এই অধিকরণের শাস্ত্রসঙ্গতি থাকিল।

তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি, যথা—প্রথম অধ্যায়ে বেদান্তবাক্যসকল ব্রহ্মেই সমন্বিত বলায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই সমন্বয়ে যে সকল বিরোধ হয়, তাহার মীমাংসা করায় আর এই অধিকরণে সাংখ্যের সহিত সেই বিরোধের পরিহার থাকায়, ইহাতে অধ্যায়সঙ্গতিও থাকিল।

চতুর্থ পাদসঙ্গতি, যথা—এই দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদে সাংখ্য, যোগ ও কণাদমতের সহিত বিরোধ-পরিহার থাকায় আর এই অধিকরণে সাংখ্যের সহিত সেই বিরোধপরিহার করায় ইহাতে পাদসঙ্গতি থাকিল।

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি, যথা—পূর্ব্বাধিকরণে অবৈদিক প্রধানকারণতাবাদের ন্যায় পরমাণুকারণতাবাদ অবৈদিক বলায়, এই অধিকরণে পূর্ব্বপক্ষে আক্ষেপ করিয়া প্রধানকারণতাবাদ স্মৃতিসম্মত হইবে না কেন, এইরূপ বলায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ইহার আক্ষেপসঙ্গতি থাকিল। ইহাই হইল এই অধিকরণের প্রথম অবয়ব সঙ্গতির পরিচয়। এই গ্রন্থ এই সঙ্গতির জন্য নানারূপ অর্থ করা যায় না।

(২) **বিষয়**—ব্রহ্মে প্রথমাধ্যায়োক্ত বেদান্তসমন্বয়টী বিষয়। ইহাই এই অধিকরণের দ্বিতীয় অবয়ব।

(৩) **সংশয়**—এইরূপ সমন্বয়টী সাংখ্যস্মৃতির সহিত বিরুদ্ধ হয় কি, হয় না—ইহাই সংশয়। ইহাই এই অধিকরণের তৃতীয় অবয়ব।

(৪) **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে স্মৃতির সহিত বিরোধ হওয়ায় সমন্বয় অসিদ্ধ, এবং সিদ্ধান্তপক্ষে স্মৃতির সহিত বিরোধ হয় না বলিয়া সমন্বয় সিদ্ধ হয়। ইহাই এই অধিকরণের চতুর্থ অবয়ব।

(৫) **পূর্ব্বপক্ষ**—পূর্ব্বে সমন্বয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে—চেতন ব্রহ্মই জগতের উপাদানকারণ, কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ত্রিগুণ প্রধানই জগতের উপাদানকারণ, ইহা তাঁহারা যুক্তি ও শাস্ত্রদ্বারা সুদৃঢ় করিয়াছেন। সেই সাংখ্যমত যদি অগ্রাহ্য করা হয়, তাহা হইলে সাংখ্যস্মৃতি নিরবকাশ হইয়া ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব এই সাংখ্যসিদ্ধান্তানুসারেই বেদান্তবাক্যসকল ব্যাখ্যা করা উচিত।

যদি বল—মনুপ্রভৃতি অপর স্মৃতিশাস্ত্রে যুক্তি ও শাস্ত্র অনুসারেই জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্মই বলা হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের সহিত সাংখ্যশাস্ত্রের বিরোধ হয়, এজন্য সাংখ্যমতে বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যা করা উচিত বলিলে মন্বাদি অপর স্মৃতিগুলি নিরবকাশ হইয়া ব্যর্থ হইয়া যায়,—অতএব সাংখ্যমতে বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যা করা উচিত নহে; তাহা হইলে বলিব—মন্বাদিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র বর্ণাশ্রমাচার সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ায় সে অংশে তাহার সার্থকতা আছে, কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রে একমাত্র মোক্ষলাভের উপায় বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে যদি তাহার প্রামাণ্য না থাকে, তাহা হইলে সাংখ্যশাস্ত্র একবারেই নিরবকাশ অর্থাৎ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা ত উচিত নহে। কারণ, শ্রুতিতে মহর্ষি কপিলের মহত্বের প্রশংসা করা হইয়াছে। তাহার পর সাংখ্যচার্য্যগণ সুদৃঢ় তর্কের সাহায্যেও নিজমতকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অতএব বেদান্তবাক্যসকল সাংখ্যমতেই ব্যাখ্যা করা উচিত, আর তজ্জন্য জগতের উপাদানকারণ প্রধানই, ব্রহ্ম নহে—এইরূপ বলাই উচিত।

যদি বল—ব্রহ্মকারণতাবাদ শ্রুতি অনুসারে ব্যবস্থিত হইয়াছে, আর মনু প্রভৃতিকেও শ্রুতিতে কপিলের মতই প্রশংসা করা হইয়াছে। অতএব তাহার প্রামাণ্য অধিক, তাহা হইলে আমরা বলিব—শ্রুতি যেমন সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্য, সাংখ্যস্মৃতিও তেমনই সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি কপিলের বাক্য, অতএব উভয়ের প্রামাণ্যই সমান হইবে না কেন? পরন্তু সাংখ্যশাস্ত্র নিরবকাশ হয় এবং মন্বাদিস্মৃতি সাবকাশ হয়, নিরবকাশ হয় না, অতএব নিরবকাশ শাস্ত্র প্রবল বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রের অনুরোধে বেদান্তবাক্যসকল কোন রকমে সঙ্কোচ করিয়া ব্যাখ্যা করা উচিত, শ্রুতিতে যে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলা হইয়াছে, তাহা জগতের উপাদানকারণ প্রধানের অধ্যক্ষ, ব্রহ্ম বলিয়া উপচারমাত্র। এই জন্যই ভগবান্ গীতামধ্যে বলিয়াছেন—"**ময়াধ্যক্ষেণ** প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্"। অতএব বেদান্তবাক্যসকল সাংখ্যমতেই ব্যাখ্যা করা উচিত, আর তজ্জন্য জগতের উপাদানকারণ প্রধানই, ব্রহ্ম নহে—ইহাই বলা উচিত। ইহাই পূর্ব্বপক্ষের রূপ, আর ইহাই এই অধিকরণের পঞ্চম অবয়ব।

(সাংখ্যস্মৃতি অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যের নহে।)

[ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ ।২]

স্মৃত্যধিকরণ তাৎপর্য্য।

(৬) **সিদ্ধান্ত**—ইহার সমাধান এই যে, সাংখ্যস্মৃতির অপ্রামাণ্য হয় বলিয়া বেদান্তের ব্রহ্মকারণতাবাদ যদি অস্বীকার কর, তাহা হইলে যে সকল স্মৃতিতে শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলা হইয়াছে, সে সকল স্মৃতির অপ্রামাণ্য হইয়া পড়ে। যথা—মহাভারতে ব্রহ্মপ্রকরণে আছে **"তস্মাদব্যক্তমুৎপন্নং** ত্রিগুণং দ্বিজসত্তম", ভগবদ্গীতায় আছে **"অহং** কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা"। এইরূপ বহু স্মৃতিতে বহুস্থানে ঈশ্বরকে জগতের উপাদানকারণ বলা হইয়াছে। সাংখ্যস্মৃতির অনবকাশপ্রসঙ্গভয়ে প্রধানকারণতাবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মকারণতাবাদী নিরবকাশস্মৃতিসমূহের অনবকাশ দোষ উপস্থিত হয়। অতএব সাংখ্যানুরোধে শ্রুতির সংকোচ হইতে পারে না। পরন্তু শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ হইলে স্মৃতিবাক্য অগ্রাহ্য এবং শ্রুতিবাক্যই গ্রাহ্য হইবে। পূর্ব্বমীমাংসায় এই কথাই বলা হইয়াছে; যথা—**"বিরোধে** ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্" ইতি। স্মৃতিতেও আছে—**"শ্রুতিস্মৃতি** বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী। অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সতা॥"

তাহার পর ঈশ্বর স্বাধীনভাবে বেদার্থ চিন্তা করিয়া বেদ রচনা করেন নাই—কিন্তু পূর্ব্বকল্পে যেরূপ ক্রমানুসারে বেদবাক্য প্রকাশিত ছিল, ভগবান্ নিজ সংস্কারবলে ঠিক্ সেইরূপ ক্রমানুসারে বেদবাক্য প্রকাশ করিয়াছেন। বেদবাক্য ও বেদার্থজ্ঞান একসঙ্গেই ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত হয় বলিয়া বেদরচনাকার্য্যে ঈশ্বরের কোন কর্তৃত্ব নাই। এইজন্য বেদকে ঈশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ বলিয়া শ্রুতিতে উল্লিখিত করা হইয়াছে; যথা—**"অস্য মহতো** ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস" ইতি। নর্ত্তকী যেমন নর্ত্তকের প্রদর্শিত রীতি অনুসারে নৃত্য করে, ঈশ্বরও সেইরূপ প্রাচীন রীতি অনুসারে বেদ রচনা করেন বলিয়া তাহাতে তাঁহার কোন স্বাধীনতা নাই। বেদ অপৌরুষেয় বলিয়া তাহাতে—ভ্রমপ্রমাদাদি কোন দোষ নাই। এজন্য বেদ স্বতঃপ্রমাণ। কিন্তু স্মৃতিবাক্য কল্পিতশ্রুতিসাহায্যে প্রমাণ হয়। অতএব অতিশীঘ্র প্রবৃত্ত শ্রুতিবাক্য বিলম্বে প্রবৃত্ত স্মৃতির অর্থকে বাধাদান করে। বস্তুতঃ সাংখ্যকে স্মৃতি বলিয়া তাহার মূল শ্রুতি কল্পনা করিলে, সেই শ্রুতি কখন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ শ্রুতিকে বাধা দিতে পারে না। অতএব সাংখ্যস্মৃতি অনবকাশ হয় বলিয়া তন্মতে কোনরূপে বেদান্তবাক্য সকলের ব্যাখ্যা করা উচিত নহে। বস্তুতঃ সাংখ্যস্মৃতির সহিত যে বিরোধ তাহা বিরোধই নহে, যেহেতু তাহা অবৈদিক স্মৃতি; তাহা অগ্রাহ্য—ইহা প্রতিপাদিত করাই এস্থলে অবিরোধপ্রদর্শন। পক্ষান্তরে মন্বাদি শ্রুতিমূলক স্মৃতির সহিত বিরোধ না থাকায় সমন্বয়বিষয়ক অবিরোধই সিদ্ধ হইল।

আর কপিলাদি ঋষিগণ পূর্ব্বজন্মে বেদার্থ অনুভব করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া এজন্মে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহাদিগকে অনাদিসিদ্ধ বলা হয়। তাঁহারা যদি বেদবিরুদ্ধ কোন কথা বলেন, তাহা হইলে তাহা উপজীব্যবিরোধ হয় বলিয়া অগ্রাহ্যই হইয়া যাইবে।

আর শ্রুতিতে যে কপিলের কথা আছে, তিনি এই দ্বৈতবাদী সাংখ্যকার কপিল নহেন। কেবল 'কপিল' এই নামের সাম্যবশতঃ শ্রুতিপ্রশংসিত কপিল ও দ্বৈতবাদী সাংখ্যকার কপিল এক বলিয়া ভ্রম হয়। কারণ, স্মৃতি হইতে জানা যায়—দ্বৈতবাদী সাংখ্যকার কপিল ভিন্ন ব্যক্তি। নারায়ণের অংশ অদ্বৈতবাদী এক কপিল ছিলেন, যিনি সগরপুত্রগণকে ভস্ম করিয়াছিলেন। হিরণ্যগর্ভকেও কপিল বলা হইয়াছে। অদ্বৈতবাদী সাংখ্যকার কপিলের কথা মহাভারতেও আছে। অতএব দ্বৈতবাদী সাংখ্যকার কপিলের মতে বেদান্তবাক্য ব্যাখ্যা করা উচিত নহে।

আরও এক কথা—সাংখ্যকার কপিল মহদাদি কতকগুলি পদার্থ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না, লোকেও প্রসিদ্ধ নহে, অতএব সেগুলি অলীকমাত্র, বৈদিক স্মৃতিতে তাহার উল্লেখ নাই। আর তাঁহারা যে তর্কের আশ্রয় করিয়াছন তাহা **"ন বিলক্ষণত্বাৎ"** এই ৪র্থ সূত্র হইতে খণ্ডন করা হইবে। ইহাই সিদ্ধান্তপক্ষ, সুতরাং এই অধিকরণের ইহাই ষষ্ঠ অবয়ব। ইহাই হইল এই স্মৃত্যধিকরণের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য।

পূজ্যপাদ ভারতীতীর্থকৃত অধিকরণমালাগ্রন্থে এই বিষয় দুইটী শ্লোকে অতিসংক্ষেপে কথিত হইয়াছে, যথা—

সাংখ্যস্মৃত্যাস্তি সংকোচো ন বা বেদসমন্বয়ে।
ধর্ম্মে বেদঃ সাবকাশঃ সংকোচোঽনবকাশয়া॥
প্রত্যক্ষশ্রুতিমূলাভির্ম্মন্বাদিস্মৃতিভিঃ স্মৃতিঃ।
অমূলা কাপিলী বাধ্যা ন সংকোচোঽনয়া ততঃ॥*

*অন্বয়—বেদসমন্বয়ে সাংখ্যস্মৃত্যা সংকোচঃ অস্তি ন বা ? ধর্ম্মে বেদঃ সাবকাশঃ, অনবকাশয়া সংকোচঃ, প্রত্যক্ষশ্রুতিমূলাভিঃ মন্বাদিস্মৃতিভিঃ অমূলা কাপিলী স্মৃতিঃ বাধ্যা ততঃ অনয়া ন সংকোচঃ।

যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণং নাম

দ্বিতীয়ম্ অধিকরণম্।

(যোগস্মৃতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ।৩

শাঙ্করভাষ্যম্।

'এতেন' সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্টব্যা—ইতি অতিদিশতি। তত্রাপি শ্রুতিবিরোধেন প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং, মহদাদীনি চ কার্য্যাণি অলোকবেদপ্রসিদ্ধানি কল্প্যন্তে।

ভাষ্যানুবাদ—সাংখ্যের ন্যায় যোগসিদ্ধান্তও অগ্রাহ্য।

সূত্রের অক্ষরার্থ—এতদ্দ্বারা যোগস্মৃতি খণ্ডিত হইল। *

এতেন পদের অর্থ—সাংখ্যস্মৃতি খণ্ডন করাতে, **"যোগঃ"** পদের অর্থ—যোগস্মৃতিও, **প্রত্যুক্তঃ** পদের অর্থ—প্রত্যাখ্যাত হইল অর্থাৎ খণ্ডন করা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। ইহা সূত্রকার অতিদেশ করিতেছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বাধিকরণের যুক্তি এই যোগস্মৃতি সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতেছেন। (একের ধর্ম্ম অপরে আরোপ করার নাম অতিদেশ); যেহেতু এই যোগশাস্ত্রেও শ্রুতির সহিত বিরোধ করিয়া প্রধানকে স্বতন্ত্রভাবেই জগতের উপাদান-কারণ বলা হয় এবং লোক ও বেদমধ্যে অপ্রসিদ্ধ প্রধানকার্য্য মহদাদিপদার্থসকল কল্পনা করা হইয়া থাকে।

ভামতী।

ন অনেন যোগশাস্ত্রস্য হৈরণ্যগর্ভপাতঞ্জলাদেঃ সর্ব্বথা প্রামাণ্যং নিরাক্রিয়তে, কিন্তু জগদুপাদান-স্বতন্ত্রপ্রধানতদ্‌বিকারমহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রগোচরং প্রামাণ্যং নাস্তি ইত্যুচ্যতে। ন চ এতাবতা 'এষাম্' অপ্রামাণ্যং ভবিতুম্ অর্হতি। যৎপরাণি হি তানি তত্র অপ্রামাণ্যে অপ্রামাণ্যম্ অশ্নুবীরন্। ন চ এতানি প্রধানাদিসদ্‌ভাবপরাণি, কিন্তু যোগস্বরূপতৎসাধনতদবান্তরফলবিভূতিতৎপরমফল-কৈবল্যব্যুৎপাদনপরাণি। 'তচ্চ কিঞ্চিৎ' নিমিত্তীকৃত্য ব্যুৎপাদ্যম্ ইতি প্রধানং সবিকারং নিমিত্তীকৃতম্, পুরাণেষ্বিব সর্গ'প্রতিসর্গ'বংশমন্বন্তর'বংশানুচরিতং,' 'তৎপ্রতিপাদন'পরেষু, ন তু 'তৎ' বিবক্ষিতম্। 'অন্যপরাৎ অপি' চ অন্যনিমিত্তং তৎ প্রতীয়মানম্ অভ্যুপেয়েত, যদি ন মানান্তরেণ বিরুধ্যেত। অস্তি তু বেদান্তশ্রুতিভিঃ অস্য বিরোধ ইত্যুক্তম্। তস্মাৎ প্রমাণভূতাদপি যোগশাস্ত্রাৎ ন প্রধানাদিসিদ্ধিঃ। অতএব যোগশাস্ত্রং ব্যুৎপাদয়িতা আহ স্ম ভগবান্ বার্ষগণ্যঃ—

'গুণানাং পরমং রূপং' ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি।
যৎ তু 'দৃষ্টিপথপ্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্'॥ ইতি॥

যোগং ব্যুৎপিপাদয়িষতা নিমিত্তমাত্রেণ ইহ গুণা উক্তাঃ, ন তু ভাবতঃ, তেষাম্ অতাত্ত্বিকত্বাৎ ইত্যর্থঃ। 'অলোকসিদ্ধানাম'পি প্রধানাদীনাম্ অনাদিপূর্ব্বপক্ষন্যায়াভাসোৎপ্রেক্ষিতানাম্ 'অনুবাদ্যত্বম্' উপপন্নম্। তৎ অনেন অভিসন্ধিনা আহ—"এতেন সাংখ্যস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রধানাদিবিষয়তয়া প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্টব্যা" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"এষাং" হিরণ্যগর্ভাদিশাস্ত্রাণাম্। যোগস্বরূপং চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ তৎসাধনং যমাদি তদবান্তরফলং বিভূতিঃ অণিমাদিঃ। "কিঞ্চিৎ নিমিত্তীকৃত্য" ইতি। চিত্তনিরোধো হি ক্বচিৎ আলম্বনে নিবেশাৎ ভবতি। পুরুষে চ সূক্ষ্মে প্রাক্ নিবেশাসম্ভবাৎ প্রধানাদিচিন্তালম্বনত্বেন ব্যুৎপাদ্যতে ইত্যর্থঃ। "প্রতিসর্গঃ" প্রলয়ঃ। "বংশানুচরিতং" তৎকর্ম্ম। "তৎপ্রতিপাদনে"তি। "তৎ" শব্দেন কৈবল্যাদিপরামর্শঃ। দেবতাধিকরণন্যায়েন (ব্র সূ ১।২।২৪-৩৩ সূ) প্রধানাদৌ প্রামাণ্যম্ আশঙ্ক্য আহ "অন্যপরাদপি" ইতি। যত এব প্রধানাদেঃ অবিবক্ষা অতএব "গুণানাং" সত্ত্বাদীনাং "পরমং রূপম্" অধিষ্ঠানম্ আত্মা। "দৃষ্টিপথ"প্রাপ্তং দৃশ্যং প্রধানাদি "মায়েব" মিথ্যা। "তৎ সুতুচ্ছকং" সুষ্ঠু তুচ্ছকমিতি। প্রধানাদৌ অতাৎপর্য্যে যোগশাস্ত্রস্য অনুবাদকত্বং বক্তব্যং, তৎ কথং? প্রাপ্ত্যভাবাৎ, ইত্যত আহ "অলোকসিদ্ধানাম্" ইতি। বৈদিকলিঙ্গানাং ন্যায়াভাসসিদ্ধানাম্ "অনুবাদ্যত্বম্" ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ—যোগশাস্ত্র সর্ব্বাংশে অপ্রমাণ নহে।

এই সূত্রদ্বারা হিরণ্যগর্ভ ও পতঞ্জলিপ্রভৃতি ঋষিপ্রণীত যোগশাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিতেছেন না, কিন্তু জগতের উপাদান স্বতন্ত্র প্রধান অর্থাৎ 'প্রকৃতি' এবং তাহার বিকার 'মহৎ অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র'-বিষয়ে উক্ত শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই—ইহাই বলা হইতেছে। আর ইহার দ্বারা এই সকল শাস্ত্রেরও অপ্রামাণ্য

* এই সূত্রে "যোগঃ" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় ইহার দ্বারা অধিকরণ আরম্ভ করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

(যোগস্মৃতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ।৩]

ভামতীর অনুবাদ।

হইতে পারে না; কারণ, যে সকল বস্তুপ্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে সেই সকল শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাতে অপ্রামাণ্য হইলে সেই সকল শাস্ত্র অপ্রমাণ হইতে পারিত। এই সকল শাস্ত্র ত প্রধানাদিপদার্থপ্রতিপাদনোদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই, কিন্তু চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগের স্বরূপ, যমনিয়মাদি তাহার সাধন, অণিমাদিবিভূতিরূপ যোগের অবান্তর ফল এবং কৈবল্যরূপ তাহার পরমফল—এই সকল প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে। আর কোন একটিপদার্থকে উপলক্ষ্য করিয়া ঐ সকল বস্তুর প্রতিপাদন করিতে হইবে, এই জন্য মহদাদি বিকারের সহিত প্রকৃতিকে নিমিত্তমাত্র করা হইয়াছে। যেমন কৈবল্যাদিপ্রতিপাদনের জন্য রচিত পুরাণশাস্ত্রে সৃষ্টি, প্রলয়, মন্বন্তর ও দেবতা মুনি ঋষিপ্রভৃতিগণের বংশানুচরিতকে নিমিত্ত করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ গুলি প্রতিপাদন করাই উদ্দেশ্যে নহে। এক উদ্দেশ্যে রচিত শাস্ত্র হইতে যদি অন্য কোন 'নিমিত্ত' প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে তাহাও স্বীকার করিতে পারি, যদি শাস্ত্রান্তরের সহিত বিরোধ না হয়। কিন্তু বেদান্তশ্রুতির সহিত ইহার বিরোধ আছে—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব যোগশাস্ত্র প্রমাণ হইলেও তাহা হইতে প্রধানাদিপদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। অতএব যিনি যোগশাস্ত্রকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন সেই ভগবান্ বার্ষগণ্য বলিয়াছেন—

"গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি। যৎ তু দৃষ্টিপথপ্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্" ॥

অর্থাৎ "গুণের যাহা যথার্থরূপ, অর্থাৎ অধিষ্ঠান যে আত্মা, তাহা ত দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু প্রধানাদি যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা অতি তুচ্ছ মায়ামাত্র, অর্থাৎ কিছুই নহে", ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যোগের স্বরূপ বুঝাইতে ইচ্ছা করিয়া কোন বস্তুকে উপলক্ষ্যমাত্র করিবার জন্য এখানে গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু গুণের স্বরূপ বলিবার জন্য নহে; কারণ, গুণগুলি সত্য বস্তু নহে। প্রধানাদিপদার্থগুলি লোকপ্রসিদ্ধ বস্তু না হইলেও, তাহারা অনাদিকাল হইতে পূর্ব্বপক্ষের ন্যায়াভাসদ্বারা অর্থাৎ দুষ্টযুক্তিদ্বারা উৎপ্রেক্ষিত অর্থাৎ কল্পিত, অতএব তাহাদের অনুবাদ্যত্ব অর্থাৎ সেগুলি যে অবিবক্ষিত, তাহাই যুক্তিসঙ্গত। সেই হেতু এই অভিসন্ধিতে ভাষ্যকার **"এতেন"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। অর্থাৎ সাংখ্যস্মৃতি খণ্ডন করাতে যোগস্মৃতিও যে প্রধানাদি-প্রতিপাদনপররূপে খণ্ডিত হইল—ইহাই বুঝিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

'নম্বু এবং সতি সমানন্যায়ত্বাৎ' পূর্ব্বেণৈব এতৎ গতং, কিমর্থং পুনঃ অতিদিশ্যতে? 'অস্তি হি অত্র অভ্যধিকা শঙ্কা'। সম্যগ্দর্শনাভ্যুপায়ো হি যোগো বেদে বিহিতঃ—

"শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫। **ইতি।**

"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্" ॥ (শ্বেঃ ২।৮)—

ইত্যাদিনা চ আসনাদিকল্পনাপুরঃসরং বহুপ্রপঞ্চং যোগবিধানং শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি দৃশ্যতে; লিঙ্গানি চ বৈদিকানি যোগবিষয়াণি সহস্রশঃ উপলভ্যন্তে—

"তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্"। (কঠঃ ২।৬।১১) **ইতি।**

"বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্। (কঠঃ ২।৬।১৮) **ইতি চ এবমাদীনি।**

যোগশাস্ত্রেঽপি—

"অথ তত্ত্বদর্শনোপায়ো যোগঃ"। (?) **ইতি।**

সম্যগ্দর্শনাভ্যুপায়ত্বেনৈব যোগঃ অঙ্গীক্রিয়তে। অতঃ সম্প্রতিপন্নার্থৈকদেশত্বাৎ অষ্টকাদি-স্মৃতিবৎ যোগস্মৃতিরপি অনপবদনীয়া ভবিষ্যতি ইতি। 'ইয়ম্ অভ্যধিকা শঙ্কা অতি-দেশেন নিবর্ত্ত্যতে,' 'অর্থৈকদেশসম্প্রতিপত্তৌ অপি' অর্থৈকদেশবিপ্রতিপত্তেঃ পূর্ব্বোক্তায়াঃ দর্শনাৎ। 'সতীষু অপি' অধ্যাত্মবিষয়াসু বহ্বীষু স্মৃতিষু সাংখ্যযোগস্মৃত্যোরেব নিরাকরণে যত্নঃ কৃতঃ। সাংখ্যযোগৌ হি পরমপুরুষার্থসাধনত্বেন লোকে প্রখ্যাতৌ, শিষ্টৈশ্চ পরিগৃহীতৌ, লিঙ্গেন চ শ্রৌতেন উপবৃংহিতৌ—

"তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ"। (শ্ব ৬।১৩) **ইতি।**

নিরাকরণং তু—'ন সাংখ্যজ্ঞানেন বেদনিরপেক্ষেণ' যোগমার্গেণ বা নিঃশ্রেয়সম্ অধি-

(যোগস্মৃতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ।৩]

শাঙ্করভাষ্যম্।

গম্যতে ইতি। শ্রুতি র্হি বৈদিকাৎ আত্মৈকত্ববিজ্ঞানাৎ অন্যৎ নিঃশ্রেয়সসাধনং বারয়তি—

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়"। (শ্বেঃ ৩।৮) ইতি।

'দ্বৈতিনো হি তে সাংখ্যা যোগাশ্চ' ন আত্মৈকত্বদর্শিনঃ। যৎ তু দর্শনম্ উক্তম্—

"তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নম্"। ( ) + ইতি

বৈদিকমেব তত্র জ্ঞানং ধ্যানং চ সাংখ্যযোগশব্দাভ্যাম্ অভিলপ্যতে, প্রত্যাসত্তেঃ, ইতি অবগন্তব্যম্। যেন তু অংশেন ন বিরুধ্যেতে, তেন ইষ্টমেব সাংখ্যযোগস্মৃত্যোঃ সাবকাশত্বম্। তদ্ যথা—

"অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ"। (বৃঃ ৪।৩।১৬) ইতি

এবমাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব পুরুষস্য বিশুদ্ধত্বং নির্গুণপুরুষনিরূপণেন সাংখ্যৈঃ অভ্যুপগম্যতে। তথাচ যোগৈরপি—

"অথ পরিব্রাড়্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ। (জাঃ উঃ ৫) ইতি

এবমাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধমেব নিবৃত্তিনিষ্ঠত্বং প্রব্রজ্যাদ্যুপদেশেন অনুগম্যতে। এতেন সর্ব্বাণি তর্কস্মরণানি প্রতিবক্তব্যানি। তানি অপি তর্কোপপত্তিভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানায় উপকুর্ব্বন্তি ইতি চেৎ? উপকুর্ব্বন্তু নাম; তত্ত্বজ্ঞানং তু বেদান্তবাক্যেভ্য এব ভবতি—

"নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তম্"। (তৈঃ ব্রাঃ ৩।১২।৯।৭)

"তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"। (বৃঃ ৩।৯।২৬) ইতি

এবমাদিশ্রুতিভ্যঃ॥ ৩॥ [ইতি দ্বিতীয়ং যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণম্॥]

ভাষ্যানুবাদ যোগস্মৃতিপ্রত্যাখ্যানের জন্য পৃথক্ অধিকরণারম্ভে শঙ্কা ও সমাধান।

আচ্ছা, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যমত খণ্ডন করাতেই ত যোগশাস্ত্রের মতও খণ্ডিত হইয়াছে; কারণ, যুক্তি উভয়েরই সমান, তবে আবার কি জন্য এই অতিদেশ করা হইতেছে? অর্থাৎ যোগমতের বিশেষভাবে খণ্ডনকরা হইতেছে? তাহা হইলে বলিব—যোগশাস্ত্রবিষয়ে সাংখ্যশাস্ত্র অপেক্ষা কিছু অধিক আশঙ্কা আছে কারণ, বেদমধ্যে যোগশাস্ত্রকে সম্যগ্দর্শনের অর্থাৎ (ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের) উৎকৃষ্ট উপায় বলা হইয়াছে। যথা—

"শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"। (বৃঃ ২।৪।৫)

অর্থাৎ "শ্রবণ করিবে, মনন করিবে ও নিদিধ্যাসন করিবে," ইত্যাদি, এবং—

"ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্"। (শ্বেঃ ২।৮)

অর্থাৎ শরীর, গ্রীবা ও মস্তক এই তিনটী যাহাতে উচ্চ হয়, এইরূপে শরীরকে সমানভাবে রাখিয়া, ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা আসন, প্রাণায়াম, ধারণা ও ধ্যানাদির ব্যবস্থাপূর্ব্বক বহু বিস্তৃত যোগানুষ্ঠানের বিধান শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং যোগবিষয়ক বৈদিক লিঙ্গ সকল অর্থাৎ যোগজ্ঞাপক অর্থবাদাদি বাক্য সকল সহস্র সহস্র দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্" (কঠঃ ২।৬।১১)

অর্থাৎ স্থিরভাবে ইন্দ্রিয়সমূহের ধারণাকে যোগিপুরুষগণ যোগ বলেন—

"বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্" (কঠঃ ২।৬।১৮)

অর্থাৎ নচিকেতা মৃত্যুর নিকট হইতে এই ব্রহ্মবিদ্যা এবং সমুদয় যোগানুষ্ঠানবিধি লাভ করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইত্যাদি। যোগশাস্ত্রেও আছে—

"অথ তত্ত্বদর্শনোপায়ঃ যোগঃ"।*

---

* এই যোগসূত্রটী বর্ত্তমান কোন যোগশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ইহা মাহেশ্বরযোগসূত্র হইবে। এই যোগসূত্রের নাম শঙ্করের অর্থশাস্ত্রমধ্যে আছে। সেখানে পাতঞ্জল যোগসূত্রের কোন উল্লেখ নাই। + "যোগাধিগম্যম্" উপনিষদের পাঠ।

(যোগস্মৃতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ।৩]

ভাষ্যানুবাদ।

অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপায়কে যোগ বলে—এই লক্ষণদ্বারা যোগকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপায় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অতএব যোগশাস্ত্রের একদেশ অর্থাৎ যমনিয়মাদি অংশ, সম্প্রতিপন্ন অর্থাৎ সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে প্রামাণিক বলিয়া **"অষ্টকাঃ কর্ত্তব্যাঃ"** অর্থাৎ অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিবে * — এইরূপ অষ্টকাদিস্মৃতি যেমন প্রামাণিক স্মৃতিশাস্ত্রের একাংশে আছে বলিয়া প্রামাণিক হইয়াছে—অর্থাৎ বেদের অবিরুদ্ধার্থক বলিয়া তাহার মূল শ্রুতি অনুমান করিয়া তাহাকে প্রামাণিক বলা হয়—সেইরূপ সম্পূর্ণ যোগস্মৃতিও অগ্রাহ্য হইবে না, অর্থাৎ যোগস্মৃতির যোগাংশে প্রামাণ্যবশতঃ প্রধানাদি তত্ত্বাংশেও তাহা প্রমাণ হইবে। সাংখ্যশাস্ত্র অপেক্ষা যোগশাস্ত্রে এই বিশেষ থাকায় ইহাতে যে অধিক আশঙ্কা হয়, তাহাই অতিদেশদ্বারা নিরাস করা হইতেছে। যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থের একদেশ সম্প্রতিপন্ন হইলেও অর্থের একদেশে পূর্ব্বোক্তরূপ বিপ্রতিপত্তি থাকে, অর্থাৎ অর্থবাদের বিধিশেষরূপে প্রামাণ্য থাকিলেও বেদবিরুদ্ধ নিজ অর্থে অর্থবাদের সেই প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় না। অতএব যোগশাস্ত্রের অনুষ্ঠেয়রূপ একাংশ সর্ব্বসম্মত হইলেও অপর অংশ যে প্রধানাদি তত্ত্ব, তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ হওয়ায় সেই অংশই অপ্রমাণ হইবার কথা। আত্মতত্ত্ববিষয়ে অনেক স্মৃতি থাকিলেও কেবল সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রকে নিরাকরণ করিবার জন্য ভগবান্ সূত্রকার যে যত্ন করিয়াছেন, তাহার কারণ, সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র মোক্ষসাধন বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছে এবং শিষ্টগণকর্ত্তৃক আদৃতও হইয়াছে এবং উভয়ই বৈদিক প্রমাণ-দ্বারাও পরিপুষ্ট; যেহেতু শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্, একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥" (শ্বেঃ ৬।১৩)

অর্থাৎ যিনি নিত্যগণের মধ্যে নিত্য, চেতনগণের মধ্যে চেতন এবং যিনি এক হইয়া বহু ব্যক্তির কাম্যসমূহ বিধান করেন, সাংখ্য ও যোগের অধিগম্য সেই কারণরূপী দেবকে জানিয়া সাধক সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

এখন ইহাদের যে নিরাকরণ করা হইল, তাহার কারণ— বেদনিরপেক্ষ, অর্থাৎ বেদে যে সকল পদার্থের উল্লেখ করা হয় নাই, সেই প্রধানাদিপদার্থবিষয়ক সাংখ্যজ্ঞানদ্বারা অথবা ঐ প্রকার যোগশাস্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে মোক্ষলাভ হয় না। যেহেতু বেদোক্ত জীবব্রহ্মের অভেদজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভের অন্য কোন উপায়কে বেদ বারণ করিতেছেন, অর্থাৎ অন্য কোন উপায় নাই—ইহাই বলিতেছেন। যথা---

"তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (শ্বেঃ ৩।৮)

অর্থাৎ একমাত্র তাঁহাকেই সাক্ষাৎ করিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তদ্ভিন্ন মোক্ষলাভের অন্য কোন পথ নাই, ইত্যাদি। অথচ সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রবাদিগণ জীবব্রহ্মের ভেদদর্শনই করেন, অভেদদর্শন করেন না। আর—

"তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নম্" (শ্বেঃ ৬।১৩) [অধিগম্যম্ উপনিষদের পাঠ।]

অর্থাৎ সাংখ্য ও যোগদ্বারা সেই কারণরূপ দেবকে জানিয়া ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যে দর্শনের কথা বলা হইয়াছে, অর্থাৎ সাংখ্য ও যোগের কথা বেদেও উক্ত হইয়াছে—এরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহাতে সাংখ্য ও যোগশব্দের দ্বারা বেদোক্ত জ্ঞান ও ধ্যানকে লক্ষ্য করা হইতেছে। কারণ, শ্রুত্যুক্ত সাংখ্য ও যোগ এই দুইটি শব্দের মধ্যে প্রত্যাসত্তি আছে, অর্থাৎ উপেয় ও উপায়ভাবে তাহারা সন্নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের যে অংশ বেদবিরুদ্ধ নহে, সে অংশে উভয় শাস্ত্রের সাবকাশত্ব অর্থাৎ প্রামাণ্য আমাদেরও ইষ্ট; যেমন—

"অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ" (বৃঃ ৪।৩।১৬)

অর্থাৎ এই জীবাত্মা অসঙ্গ অর্থাৎ নির্লিপ্ত অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধশূন্য ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ পুরুষের বিশুদ্ধত্ব সাংখ্যাচার্য্যগণ নিগুর্ণ পুরুষ প্রতিপাদনদ্বারা স্বীকার করিয়াছেন। আর যোগাচার্য্যগণও—

"অথ পরিব্রাট্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ।" (জাঃ উঃ ৫)

অর্থাৎ তাহার পর পরিব্রাট্ (সন্ন্যাসী হইয়া) বিবর্ণবাসা অর্থাৎ গৈরিকবস্ত্র পরিধান করিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া প্রতিগ্রহ ত্যাগ করিয়া ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ নিবৃত্তিনিষ্ঠত্ব অর্থাৎ বৈরাগ্যেরই অনুসরণ, প্রব্রজ্যা উপদেশ-দ্বারা করিয়াছেন, ইত্যাদি আমাদেরও স্বীকার্য্য। এই প্রকারে স্মৃতিরূপ তর্কশাস্ত্রসকলও খণ্ডন করিবে।

যদি বল—তর্ক অর্থাৎ অনুমান ও উপপত্তি অর্থাৎ তদনুকূল যুক্তি এতদ্দ্বারা তর্ক শাস্ত্রসকল তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে

---

* যথা গোভিলঃ— অষ্টকায়োর্দ্ধম্ আগ্রহায়ণ্যা স্তমিস্রাষ্টমী ইতি। ব্রহ্মপুরাণং - পিত্র্যদানায় মূলে স্যাঃ অষ্টকাস্তিস্র এবচ। শাতাতপঃ - পিতরঃ স্পৃহয়ন্ত্যন্নমষ্টকাসু মঘাসু চ॥ ইতি।

(যোগস্মৃতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ।৩] [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

সাহায্য করে, তাহা হইলে আমরা বলিব—তর্ক ও যুক্তি তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্য করে করুক, কিন্তু একমাত্র বেদবাক্য হইতেই তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহার কারণ শ্রুতিতেই আছে—

"ন অবেদবিদ্ মনুতে তং বৃহন্তম্"। (তৈঃ ব্রাঃ ৩।১২।৯।৭)

অর্থাৎ যিনি বেদ জানেন না তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন না, এবং—

"তং তু ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"। (বৃঃ উঃ ৩।৯।২৬)

অর্থাৎ বেদান্তপ্রতিপাদ্য সেই পুরুষবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইত্যাদি। অতএব বেদবিরুদ্ধ যোগস্মৃতিদ্বারাও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে। অর্থাৎ যোগশাস্ত্রোক্ত প্রধানাদি-তত্ত্বাংশ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া যোগশাস্ত্র তদংশে সাংখ্যেরই ন্যায় অগ্রাহ্য। **সাংখ্যও প্রধানাদিবিষয়েই অগ্রাহ্য।** ইহাই হইল এই অধ্যায় এই পাদের ত্রয়োদশটী অধিকরণের মধ্যে যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণ নামক একটী মাত্র সূত্রাত্মক দ্বিতীয় অধিকরণের শাঙ্কর ভাষ্যের অর্থ।৩

ভামতী।

১। **অধিকরণান্তরারম্ভম্** আক্ষিপতি—"নন্বেবং সতি সমানন্যায়ত্বাৎ" ইতি। সমাধত্তে—"অস্তি হি অত্র অভ্যধিকা শঙ্কা"। মা নাম সাংখ্যশাস্ত্রাৎ প্রধানসত্তা বিজ্ঞায়ি, যোগশাস্ত্রাৎ তু প্রধানাদিসত্তা বিজ্ঞাপয়িষ্যতে। বহুলং হি যোগশাস্ত্রাণাং বেদেন সহ সংবাদো দৃশ্যতে। উপনিষদুপায়স্য চ তত্ত্বজ্ঞানস্য যোগাপেক্ষা অস্তি। ন জাতু যোগশাস্ত্রবিহিতং যমনিয়মাদিবহিরঙ্গম্ উপায়ম্ অপহায় অন্তরঙ্গং চ ধারণাদিকম্ অন্তরেণ ঔপনিষদাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার উদেতুম্ অর্হতি। তস্মাৎ ঔপনিষদেন তত্ত্বজ্ঞানেন অপেক্ষণাৎ সম্বাদবাহুল্যাচ্চ বেদেন "অষ্টকাদিস্মৃতিবৎ" যোগস্মৃতিঃ প্রমাণম্। ততশ্চ প্রমাণাৎ প্রধানাদিপ্রতীতেঃ ন অশব্দত্বম্। ন চ তৎ অপ্রমাণং প্রধানাদৌ, প্রমাণং চ যমাদৌ ইতি যুক্তম্, তত্র অপ্রামাণ্যে অন্যত্রাপি অনাশ্বাসাৎ। যথাহুঃ—

প্রসরং ন লভন্তে হি, যাবৎ ক্বচন মর্কটাঃ।
নাভিদ্রবন্তি তে তাবৎ পিশাচা বা স্বগোচরে॥" (তন্ত্রবার্ত্তিকম্ ১।৩।৩) ইতি।

সা ইয়ং লব্ধপ্রসরা প্রধানাদৌ যোগাপ্রমাণতাপিশাচী সর্ব্বত্রৈব দুর্ব্বারা ভবেৎ ইতি অস্যাঃ প্রসরং নিষেধতা প্রধানাদ্যভ্যুপেয়ম্ ইতি ন অশব্দং প্রধানম্ ইতি শঙ্কার্থঃ। 'সা ইয়মপি অধিকা শঙ্কা অতিদেশেন নিবর্ত্ত্যতে'।১

২। নিবৃত্তিহেতুম্ আহ—"অর্থৈকদেশসম্প্রতিপত্তাবপি" ইতি। যদি প্রধানাদিসত্তাপরং যোগশাস্ত্রং ভবেৎ, ভবেৎ প্রত্যক্ষবেদান্তশ্রুতিবিরোধেন অপ্রমাণম্। তথাচ তদ্‌বিহিতেষু যমাদিষু অপি অনাশ্বাসঃ স্যাৎ। তস্মাৎ ন প্রধানাদিপরং তৎ, কিন্তু তৎ নিমিত্তীকৃত্য যোগব্যুৎপাদনপরম্ ইতি উক্তম্। ন চ অবিষয়ে অপ্রামাণ্যং বিষয়েঽপি প্রামাণ্যম্ উপহন্তি, ন হি চক্ষুঃ রসাদৌ অপ্রমাণং রূপেঽপি অপ্রমাণং ভবিতুম্ অর্হতি। তস্মাৎ বেদান্তশ্রুতিবিরোধাৎ প্রধানাদিঃ অস্য অবিষয়ঃ, ন তু অপ্রামাণ্যম্ ইতি পরমার্থঃ।২

৩। স্যাদেতৎ—অধ্যাত্মবিষয়াঃ সন্তি সহস্রং স্মৃতয়ঃ বৌদ্ধার্হতকাপালিকাদীনাং, তা অপি কস্মাৎ ন নিরাক্রিয়ন্তে, ইত্যত আহ—"সতীষু অপি" ইতি। তাসু খলু বহুলং বেদার্থবিসম্বাদিনীষু শিষ্টানাদৃতাসু কৈশ্চিদেব তু পুরুষাপসদৈঃ পশুপ্রায়ৈঃ ম্লেচ্ছাদিভিঃ পরিগৃহীতাসু বেদমূলত্বাশঙ্কৈব নাস্তি ইতি ন নিরাকৃতাঃ, তদ্বিপরীতাস্তু সাংখ্যযোগস্মৃতয়ঃ, ইতি তাঃ প্রধানাদিপরতয়া ব্যুদস্যন্তে ইত্যর্থঃ।৩

৪। "ন সাংখ্যজ্ঞানেন বেদনিরপেক্ষেণ" ইতি। প্রধানাদিবিষয়েণ ইত্যর্থঃ। "দ্বৈতিনো হি তে সাংখ্যাঃ যোগাশ্চ" যে প্রধানাদিপরতয়া তৎ শাস্ত্রং ব্যাচক্ষতে ইত্যর্থঃ। 'সংখ্যা' সম্যক্ বুদ্ধিঃ বৈদিকী, তয়া বর্ত্তন্তে ইতি সাংখ্যাঃ। এবং যোগো ধ্যানম্। উপায়োপেয়য়োঃ অভেদবিবক্ষয়া। চিত্তবৃত্তিনিরোধো হি যোগঃ তস্য 'উপায়ঃ' ধ্যানং প্রত্যয়ৈকতানতা। এতচ্চ উপলক্ষণম্।

(যোগস্মৃতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ।৩] [সিঃ সূঃ]

ভামতী।

অন্যেঽপি যমনিয়মাদয়ো বাহ্যা আন্তরাশ্চ ধারণাদয়ো যোগোপায়া দ্রষ্টব্যাঃ। এতেন অভ্যুপগতবেদপ্রামাণ্যানাং কণভক্ষাক্ষচরণাদীনাং সর্ব্বাণি তর্কস্মরণানি" ইতি যোজনা। সুগমম্ অন্যৎ। ইতি দ্বিতীয়ং যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণম্।৪

বেদান্তকল্পতরু।

১-৪। "অষ্টকাদিস্মৃতিবদ্" ইতি। 'অষ্টকাঃ কর্ত্তব্যাঃ তটাকং খনিতব্যম্, ইত্যাদি স্মৃতয়ো ন প্রমাণং; ধর্ম্মস্য বৈদৈকপ্রমাণত্বাৎ অষ্টকাদেঃ শ্রেয়ঃসাধনত্বে বেদানুপলম্ভাৎ স্মৃতেশ্চ ভ্রান্ত্যাপি সম্ভবাৎ ইতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তিতম্। বেদার্থানুষ্ঠাতৃণামেব স্মৃতিষু সনিবন্ধনাসু কর্ত্তৃত্বাৎ মূলভূতবেদম্ অনুমাপয়ন্ত্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণমিতি। "তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্নম্" ইতি শ্রুতৌ সাংখ্যযোগশব্দাভ্যাং জ্ঞানধ্যানে নির্দ্দিষ্টে ইতি উক্তং ভাষ্যে; তৎ উপপাদয়তি—"সংখ্যা" ইতি। কথং চিত্তবৃত্তিনিরোধবাচিযোগশব্দেন চিন্তারূপং ধ্যানম্ উচ্যতে? তত্রাহ—"উপায়" ইতি। শরীরগ্রীবাশিরাংসি ত্রীণি উন্নতানি যস্মিন্ তৎ তথা, এতাং ব্রহ্মবিষয়াং বিদ্যাং যোগপ্রকারং চ মৃত্যোঃ লব্ধ্বা নচিকেতা ব্রহ্মপ্রাপ্তঃ অভূৎ। "একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইতি উপক্রম্য শ্রুতং তৎ কারণম্ ইতি তেষাং কামানাং কারণং জ্ঞানিভিঃ ধ্যানিভিশ্চ প্রাপ্যং দেবং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে। ইতি দ্বিতীয়ং যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণম্।১-৪

ভামতীর অনুবাদ। যোগশাস্ত্র যোগবিষয়ে প্রমাণ, প্রধানাদিবিষয়ে অপ্রমাণ।

১। এক্ষণে সূত্রকার যে অন্য অধিকরণ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বপক্ষী **"নমু এবং সতি"** গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। **"অস্তি হি অত্র অভ্যধিকা শঙ্কা"** এই গ্রন্থদ্বারা তাহার সমাধান করিতেছেন। বেদবিরোধী বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্র হইতে প্রধানাদিপদার্থের সত্তা জানা যায় না বটে, কিন্তু যোগশাস্ত্র হইতে ত প্রধানাদিপদার্থের সত্তা বিজ্ঞাপিত হইতে পারে; কারণ, বেদের সহিত যোগশাস্ত্রের অনেক ঐকামত দেখিতে পাওয়া যায়। যে তত্ত্বজ্ঞানের উপায় উপনিষদ অর্থাৎ বেদান্ত, সেই তত্ত্বজ্ঞানে যোগানুষ্ঠানের অপেক্ষা আছে। যোগশাস্ত্রে বিহিত যে, যমনিয়মাদি বহিরঙ্গ উপায়, তাহা ত্যাগ করিয়া এবং ধ্যানধারণাদি যে অন্তরঙ্গ উপায়, তাহার অনুষ্ঠান না করিয়া বেদান্তপ্রতিপাদিত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার কখনই উদিত হইতে পারে না। অতএব বেদান্তপ্রতিপাদিত তত্ত্বজ্ঞান, যোগশাস্ত্রকে অপেক্ষা করে বলিয়া এবং বেদের সহিত যোগশাস্ত্রের বহু বিষয়ে ঐক্য আছে বলিয়া "অষ্টকাদি" স্মৃতির ন্যায় যোগস্মৃতিও প্রমাণ হইবে। অর্থাৎ অষ্টকাশ্রাদ্ধ বেদে না থাকিলেও বেদার্থসংগ্রহকারী প্রামাণিক স্মৃতিকার ঋষিগণ অষ্টকাশ্রাদ্ধ করিতে উপদেশ দেওয়ায় তাহার মূল যে শ্রুতি কল্পনা করা হয়, তাহা প্রত্যক্ষশ্রুতির অবিরুদ্ধ হওয়ায় তাহা যেমন প্রমাণ হইয়াছে—তেমনই যোগস্মৃতিও প্রমাণ হইবে। সেই হেতু প্রমাণভূত যোগশাস্ত্রে যে প্রধানাদিপদার্থ জানা যাইতেছে, তাহার প্রমাণ থাকায়, সেই প্রধানাদিপদার্থ অবৈদিক নহে। আর যোগশাস্ত্র প্রধানাদিপদার্থবিষয়ে অপ্রমাণ এবং যমনিয়মাদিবিষয়ে প্রমাণ—ইহাও বলা উচিত নহে। কারণ, যোগশাস্ত্র প্রধানাদিপদার্থবিষয়ে যদি অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে তদুক্ত যমনিয়মাদি অন্য বিষয়েও তাহারা অনাশ্বাস হইবে, অর্থাৎ তাহা অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে! যেমন প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—

"প্রসরং ন লভন্তে হি যাবৎ ক্বচন মর্কটাঃ। নাভিদ্রবন্তি তে তাবৎ পিশাচা বা স্বগোচরে॥"

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত বানর বা পিশাচাদি অনিষ্টকারী জীব কোথাও প্রসর না পায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা স্ববিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, ইত্যাদি।

যোগশাস্ত্রের অপ্রামাণ্যরূপ সেই এই পিশাচী প্রধানাদিপদার্থে প্রবেশ লাভ করিলে সকল স্থানেই অর্থাৎ যমনিয়মাদিতেও উহার গতি দুর্ব্বার হইয়া উঠিবে; অতএব যিনি সেই অপ্রামাণ্যপিশাচীর প্রবেশ নিষেধ করিবেন, তিনি প্রধানাদিতেও যোগশাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া লইবেন। এই জন্য প্রধানাদিপদার্থ অবৈদিক নহে। ইহাই আশঙ্কার তাৎপর্য্য। সেই এই অতিরিক্ত আশঙ্কা অতিদেশের দ্বারা নিবারণ করিতেছেন।১

২। নিবারণের হেতু **"অর্থৈকদেশসম্প্রতিপত্তাবপি"** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। যদি যোগশাস্ত্রের (কেবলমাত্র) প্রধানাদিপদার্থ প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য হইত, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ বেদান্তশ্রুতির সহিত বিরোধ হয় বলিয়া যোগশাস্ত্র অপ্রমাণ হইত। আর তাহা হইলে যোগশাস্ত্রে বিহিত যমনিয়মাদিতেও অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হইত। কিন্তু যোগশাস্ত্রের প্রধানাদিপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্য নহে, পরন্তু প্রধানাদিপদার্থকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া যোগ প্রতিপাদনকরাই তাহার উদ্দেশ্য। ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। আর যাহা যে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে, তাহাতে অপ্রামাণ্য থাকিলেও তাহা তাহার প্রতিপাদ্যবিষয়েও প্রামাণ্য নষ্ট করে না। কারণ, রস ও গন্ধপ্রভৃতি পদার্থে চক্ষু অপ্রমাণ বলিয়া রূপেও চক্ষু অপ্রমাণ হইতে পারে না। অতএব বেদান্তশ্রুতির সহিত বিরোধবশতঃ প্রধানাদিপদার্থ যোগশাস্ত্রের অবিষয় বটে, কিন্তু যোগশাস্ত্রের যে প্রামাণ্য নাই, তাহা নহে—ইহাই প্রকৃত অর্থ।২

৩। আচ্ছা তাহাই হউক, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বৌদ্ধ জৈন কাপালিক প্রভৃতিগণের বহু শাস্ত্র রহিয়াছে, সে

(যোগস্মৃতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ।৩] [সিঃ সূঃ]

ভামতীর অনুবাদ।

গুলিরও নিরাস করা হইতেছে না কেন? এই জন্য **"সতীষু অপি"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। সেই স্মৃতিসমূহ বহু অংশে বেদার্থবিরোধী ও শিষ্টগণকর্তৃক অনাদৃত ও কতিপয় পশুর মত নরাধম ম্লেচ্ছাদিকর্তৃক আদৃত হয়, এজন্য তাহা বেদমূলক বলিয়া সন্দেহই হয় না; এজন্য সে গুলির নিরাস করা হয় নাই। কিন্তু সাংখ্য ও যোগস্মৃতিগুলি তাহার বিপরীত, অর্থাৎ তাহাতে বেদমূলকত্বের শঙ্কা হয়, সুতরাং সেগুলি প্রধানাদিপ্রতিপাদনোদ্দেশ্যে রচিত বলিয়া কেহ যদি মনে করেন, সেইজন্য সেগুলি নিরাস করা হইয়াছে— ইহাই তাৎপর্য্য*।৩

সাংখ্যশব্দের অর্থ; তত্ত্বজ্ঞানসাধনবিষয়ে যোগশাস্ত্র প্রমাণ।

৪। **"ন সাংখ্যজ্ঞানেন বেদনিরপেক্ষেণ"** ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ এই—যে প্রধানাদিপদার্থের বেদে উল্লেখ নাই, সেই প্রধানাদিপদার্থ যে সাংখ্যজ্ঞানের বিষয়, তাহার দ্বারা ইত্যাদি। **"দ্বৈতিনো হি তে সাংখ্যা যোগাশ্চ"** এই গ্রন্থের অর্থ—প্রধানাদিপদার্থপ্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে সাংখ্যশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্র রচিত, এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা দ্বৈতবাদী—ইত্যাদি। বেদবোধিত সম্যক্‌বুদ্ধিকে সংখ্যা বলে, যাঁহারা সেই সংখ্যাযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সাংখ্য। তদ্রূপ যোগশব্দের অর্থ—ধ্যান। উপায় ও উপেয়ের অভেদ বলিবার ইচ্ছা করিয়া যোগশব্দের অর্থ—ধ্যান বলা হইয়াছে। কারণ, অন্তঃকরণের যে বৃত্তি, অর্থাৎ বিষয়াকার পরিণাম, তাহার নিরোধের নাম যোগ। আর তাহার উপায় ধ্যান। সেই ধ্যান অর্থ—প্রত্যয়ের একতানতা অর্থাৎ এক প্রকার জ্ঞানের প্রবাহ। ইহা উপলক্ষণ; অর্থাৎ ইহার দ্বারা আরও কতকগুলি পদার্থকে উপায় বলিয়া বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যমনিয়মপ্রভৃতি যোগের বাহ্যিক উপায় সকল এবং ধারণা প্রভৃতি আভ্যন্তরিক উপায় সকলও যোগোপায়রূপ যোগ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহার দ্বারা অর্থাৎ যোগস্মৃতির প্রত্যাখ্যানদ্বারা, **"তর্কস্মরণসমূহ"** অর্থাৎ যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, সেই কণাদ ও গৌতমাদির সমুদায় তর্কশাস্ত্র সকল প্রত্যাখ্যাত হইল—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে; অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য স্বীকারকারী কণাদ ও গৌতমের তর্কশাস্ত্র সকল এই প্রকারে খণ্ডন করিবে, অর্থাৎ বেদার্থের অনুকূল হইলে গ্রাহ্য হইবে এবং প্রতিকূল হইলে অগ্রাহ্য হইবে। এতদ্ভিন্ন ভাষ্যের অর্থ সুগম।৪

যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণ নামক দ্বিতীয় অধিকরণের অবয়বগুলির পরিচয় এইরূপ—

(১) **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—শ্রুতিসমন্বয়ে প্রবৃত্ত হইয়া যোগস্মৃতির সহিত অবিরোধ প্রদর্শিত হওয়ায় এ অধিকরণে শ্রুতিসঙ্গতি থাকিল।

শাস্ত্রসঙ্গতি — এই গ্রন্থ ব্রহ্মবিচারাত্মক শাস্ত্র; এই অধিকরণে ব্রহ্মকারণতাবাদরূপ স্বপক্ষ স্থাপন করায় ইহাতে শাস্ত্রসঙ্গতি থাকিল।

অধ্যায়সঙ্গতি — দ্বিতীয় অধ্যায়টী অবিরোধ নামক অধ্যায় হওয়ায় এবং এই অধিকরণে যোগস্মৃতির সহিত অবিরোধ প্রদর্শিত হওয়ায় ইহাতে অধ্যায়সঙ্গতিও থাকিল।

পাদসঙ্গতি — ইহা স্বপক্ষ স্থাপনাত্মক পাদ এবং এই অধিকরণে যোগমতবিচারদ্বারা স্বপক্ষ স্থাপন করায় ইহাতে পাদসঙ্গতিও থাকিল।

অধিকরণসঙ্গতি—আক্ষেপসঙ্গতি; অর্থাৎ সাংখ্যের ন্যায় যোগশাস্ত্রের দ্বারা বেদান্ত ব্যাখ্যাত হইবে না কেন? এই ভাবে অধিকরণ আরম্ভ হওয়ায় ইহাতে আক্ষেপসঙ্গতি থাকিল।

(২) **বিষয়**—ব্রহ্মে উক্ত বেদান্তের সমন্বয়।

(৩) **সন্দেহ**—ব্রহ্মে উক্ত সমন্বয়টী প্রধানবাদী যোগস্মৃতির সহিত বিরুদ্ধ হয় কি না?

(৪) **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে স্মৃতিবিরোধবশতঃ উক্ত সমন্বয় অসিদ্ধ, এবং সিদ্ধান্তপক্ষে তাহা সিদ্ধ।

(৫) **পূর্ব্বপক্ষ**—শ্রুতিসিদ্ধ যোগের প্রতিপাদন করে বলিয়া যোগস্মৃতি প্রামাণিক হওয়ায় প্রধানবাদী যোগস্মৃতির দ্বারা উক্ত সমন্বয় বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ, ইহা স্থির হইয়াছে, কিন্তু যোগশাস্ত্রকার বলেন, ঈশ্বরাশ্রিত প্রধান জগতের কারণ। এক্ষণে যোগশাস্ত্রের অনুরোধে বেদান্তশাস্ত্রের সঙ্কোচ করা উচিত কি না? এইরূপ সন্দেহে হইলে নিরবকাশ যোগশাস্ত্রের অনুরোধে

* বৌদ্ধ জৈনাদি মত এস্থলে খণ্ডিত না হইলেও এই অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে খণ্ডিত হইয়াছে। এখানে খণ্ডন না করিবার কারণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে খণ্ডনের কারণ, তাহারা সাংখ্যাদির ন্যায় বেদনিরপেক্ষ তর্ক করিয়া জগতের ব্রহ্মকারণতা খণ্ডন করে। সাংখ্যমতটী প্রথম অধ্যায়ে শ্রৌত বলিয়া ভ্রম হয় বলিয়া খণ্ডিত হইয়াছে, এস্থলে বেদমূলক স্মৃতি বলিয়া ভ্রম হয় বলিয়া তাহার বেদমূলকত্ব খণ্ডিত হইল, এবং পুনরায় দ্বিতীয়পাদে তাহার বেদনিরপেক্ষ তর্ক যুক্তিগুলি খণ্ডিত হইবে। বলা বাহুল্য সাংখ্যও সর্ব্বাংশে অপ্রমাণ নহে। বৌদ্ধ জৈনাদিমতের বীজ বেদমধ্যে পূর্ব্বপক্ষরূপে আছে, এজন্য তাহাদের খণ্ডন আবশ্যক হইয়াছে। অন্যমত খণ্ডন অনাবশ্যক।

(যোগস্মৃতি অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ।৩] [সিঃ সূঃ]

যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণের তাৎপর্য্য।

সাবকাশ বেদান্তশাস্ত্রের সঙ্কোচ করা উচিত। অতএব বেদান্তে ব্রহ্মকে যে জগতের উপাদানকারণ বলা হইয়াছে, তাহা, ব্রহ্ম জগৎকারণ প্রধানের পরিচালক বলিয়া উপচারক্রমে বলা হইয়াছে, জানিতে হইবে—ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

(৬) **সিদ্ধান্তপক্ষ**—এতদুত্তরে ভগবান্ সূত্রকার পূর্ব্ববিচারের অতিদেশ করিয়া বলিতেছেন যে, শ্রুতির অবিরুদ্ধ অষ্টাঙ্গযোগে বেদান্তেরও তাৎপর্য্য থাকায় যোগশাস্ত্র তদংশে প্রমাণ, কিন্তু প্রধানের জগৎকারণতাবাদে শ্রুতিবিরোধ থাকায় তাহা অপ্রমাণ। যোগশাস্ত্রেও প্রধানকে জগতের উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, এবং মহদাদি এমন কতিপয় পদার্থ কল্পনা করা হইয়াছে—যাহা বেদে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং লোকেও প্রসিদ্ধ নহে। ইহার দ্বারা কিন্তু যোগশাস্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয় নাই; কারণ, প্রধানাদিপদার্থপ্রতিপাদনোদ্দেশ্যে ইহা রচিত হয় নাই। কিন্তু যোগের স্বরূপ, তাহার উপায় ও ক্ষুদ্রফল বিভূতি ও পরমফল কৈবল্য—এই সকল প্রতিপাদনের জন্য ইহা রচিত হইয়াছে। এই গুলির যদি অপ্রামাণ্য হইত, তাহা হইলে যোগশাস্ত্রের সর্ব্বথা অপ্রামাণ্য হইত। এই পদার্থগুলি বেদান্তেরও অভিপ্রেত বলিয়া ইহাদের অপ্রামাণ্য নাই। যদি প্রধানাদিপদার্থ বেদান্তবিরুদ্ধ না হইত, তাহা হইলে তাহা স্বীকার করিতে পারিতাম; এই জন্যই যোগাচার্য্যগণ বলিয়াছেন—"সত্ত্বাদিগুণের যাহা অধিষ্ঠান অর্থাৎ আত্মা, তাহা ত দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা ত অতি তুচ্ছ মায়া মাত্র"।

যদি বল—আচ্ছা, তাহা হইলে পূর্ব্ব সূত্রদ্বারাই ত প্রধানাদিপদার্থের খণ্ডন করা হইয়াছে, আবার এ সূত্র রচনা করিবার কি প্রয়োজন? তাহা হইলে বলিব—ইহার বিশেষ কারণ এই যে, বেদান্তে বলা হইয়াছে, মোক্ষের একমাত্র উপায় ব্রহ্মজ্ঞান, সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যমনিয়মাদি বহিরঙ্গ উপায় ও ধ্যানধারণাদি অন্তরঙ্গ উপায়ের অপেক্ষা থাকে, সে উপায়গুলি যোগশাস্ত্রে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে, অতএব বেদান্তীকে এই অংশে যোগশাস্ত্রের প্রামাণ্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এখন যদি এই অংশের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে যে অংশে প্রধানাদিপদার্থ উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারও প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা অপ্রামাণ্যরূপ পিশাচ একস্থানে প্রবেশ করিতে পারিলে সম্পূর্ণ স্থানকেই অধিকার করিয়া ফেলিবে, অর্থাৎ সমগ্র যোগশাস্ত্রই অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে। অতএব যোগশাস্ত্রের অনুরোধে প্রধানাদিপদার্থ অবৈদিক হয় না—ইহাই বলিতে হইবে। এই শঙ্কা নিবারণের জন্য এই পৃথক্ সূত্র রচনা করিতে হইয়াছে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রধানাদিপদার্থ প্রতিপাদন করা যোগশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু অতিসূক্ষ্ম ব্রহ্মতত্ত্বে চিত্তনিবেশ প্রথমতঃ অসম্ভব বলিয়া প্রধানাদি কতকগুলি পদার্থকে তাহার ভূমিরূপে নিমিত্তমাত্র করা হইয়াছে। অতএব প্রধানাদি-পদার্থে যোগশাস্ত্রের তাৎপর্য্য নাই এবং বেদবিরুদ্ধ হওয়ায় তাহাতে প্রামাণ্যও নাই। আর প্রধানাদিপদার্থে যোগশাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই বলিয়া যোগেও প্রামাণ্য নাই—ইহা হইতে পারে না; কারণ, যেমন বেদের অন্তর্গত অর্থবাদগুলির বক্তব্য বিষয়ে প্রামাণ্য না থাকিলেও বিধিবাক্যগুলির প্রামাণ্য থাকে, এস্থলেও তদ্রূপ।

যদি বল - দেববিগ্রহাদির কথা স্মৃতিতে উল্লেখ থাকায় সে গুলির যেমন প্রামাণ্য আছে, তেমনই যোগশাস্ত্রে প্রধানাদির উল্লেখ থাকায় তাহারও প্রামাণ্য থাকিবে? তাহা হইলে বলিব—না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলা হইয়াছে। তাহার সহিত বিরোধ হয় বলিয়া প্রধানাদিপদার্থের প্রামাণ্য স্বীকার করা হইবে না; কারণ, পূর্ব্বমীমাংসায় বলা হইয়াছে, শ্রুতি এবং স্মৃতির বিরোধ হইলে স্মৃতির অর্থ অগ্রাহ্য হইলে। যদি শ্রুতিবিরোধ না থাকে, তাহা হইলেই স্মৃতির অর্থ গ্রাহ্য হইবে। দেববিগ্রহাদির পক্ষে শ্রুতিবিরোধ না থাকায় তাহার প্রামাণ্য আছে—বুঝিতে হইবে। অতএব যোগস্মৃতির প্রধানাদিপদার্থে প্রামাণ্য নাই, কিন্তু যোগে প্রামাণ্য আছে, ইহাই হইল সিদ্ধান্তপক্ষ।

মহামতি ভারতীতীর্থের ন্যায়মালায় এই বিষয়টী এই ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, যথা—

> "যোগস্মৃত্যাস্তি সংকোচো ন বা যোগো হি বৈদিকঃ।
> তত্ত্বজ্ঞানোপযুক্তশ্চ ততঃ সংকুচ্যতে তয়া॥
> প্রমাপি যোগে তাৎপর্য্যাদতাৎপর্য্যান্ন সা প্রমা।
> অবৈদিকে প্রধানাদাবসংকোচস্তয়াপ্যতঃ॥" *

* অন্বয় যোগস্মৃত্যা সংকোচঃ অস্তি ন বা? যোগো হি বৈদিকঃ, তত্ত্বজ্ঞানোপযুক্তঃ চ, ততঃ তয়া সংকুচ্যতে। যোগে তাৎপর্য্যাৎ প্রমা অপি, অবৈদিকে প্রধানাদৌ অতাৎপর্য্যাৎ সা ন প্রমা, অতঃ তয়া অপি অসংকোচঃ।

বিলক্ষণত্বাধিকরণং নাম।

তৃতীয়ম্ অধিকরণম্।

(তর্কশাস্ত্রানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ ।৪ * [পূর্ব্বপক্ষ সূত্র]

শাঙ্করভাষ্যম্।

'ব্রহ্ম অস্য জগতঃ নিমিত্তকারণং প্রকৃতিশ্চ ইতি অস্য পক্ষস্য' আক্ষেপঃ স্মৃতিনিমিত্তঃ পরিহৃতঃ, তর্কনিমিত্ত ইদানীম্ আক্ষেপঃ পরিহ্রিয়তে। 'কুতঃ পুনঃ' অস্মিন্ অবধারিতে আগমার্থে তর্কনিমিত্তস্য আক্ষেপস্য অবকাশঃ? ননু ধর্ম্মে ইব ব্রহ্মণি অপি অনপেক্ষঃ আগমো ভবিতুম্ অর্হতি। 'ভবেৎ অয়ম্' অবষ্টম্ভো যদি প্রমাণান্তরানবগাহ্য আগমমাত্র-প্রমেয়ঃ অয়ম্ অর্থঃ স্যাৎ অনুষ্ঠেয়রূপ ইব ধর্ম্মঃ। পরিনিষ্পন্নরূপং তু ব্রহ্ম অবগম্যতে। পরিনিষ্পন্নে চ বস্তুনি প্রমাণান্তরাণাম্ অস্তি অবকাশো যথা পৃথিব্যাদিষু। 'যথা চ শ্রুতীনাং' পরস্পরবিরোধে সতি একবশেন ইতরা নীয়ন্তে, এবং প্রমাণান্তরবিরোধেঽপি তদ্বশেনৈব শ্রুতিঃ নীয়েত। 'দৃষ্টসাম্যেন' চ † অদৃষ্টম্ অর্থং সমর্থয়ন্তী যুক্তিঃ অনুভবস্য সন্নিকৃষ্যতে, বিপ্রকৃষ্যতে তু শ্রুতিঃ ঐতিহ্যমাত্রেণ স্বার্থাভিধানাৎ। অনুভবাবসানং চ ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ অবিদ্যায়া নিবর্ত্তকং মোক্ষসাধনং চ দৃষ্টফলতয়া ইষ্যতে। শ্রুতিরপি—"শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" (বৃঃ ২।৪।৫) ইতি শ্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধতী তর্কমপি অত্র আদর্ত্তব্যং দর্শয়তি। অতঃ তর্কনিমিত্তঃ পুনঃ আক্ষেপঃ ক্রিয়তে "ন বিলক্ষণত্বাৎ অস্য" ইতি।

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বপক্ষ জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিক হইতে পারে না।

সূত্রার্থ—**"ন"** অর্থ—না, অর্থাৎ জগৎ চেতনপ্রকৃতিক নহে, **"অস্য"** অর্থ—ইহার অর্থাৎ জগতের **"বিলক্ষণত্বাৎ"** অর্থ—যেহেতু বিলক্ষণত্ব রহিয়াছে; **"চ"** অর্থ—আর, **"তথাত্বম্"** অর্থ—সেই বৈলক্ষণ্য, **"শব্দাৎ"** অর্থ—শব্দপ্রযুক্ত, অর্থাৎ শ্রুতি হইতে জানা যায় বলিয়া। সমগ্রের অর্থ—পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—জগৎ চেতনপ্রকৃতিক নহে, যেহেতু ইহার বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে, আর সেই বৈলক্ষণ্য, শব্দ অর্থাৎ বেদ হইতে জানা যায়।*

ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্তকারণ ও প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ—এই সিদ্ধান্তপক্ষের বিরুদ্ধে স্মৃতি-নিমিত্ত যে আপত্তি হইয়াছিল, তাহা পরিহার করা হইয়াছে, সম্প্রতি তর্কনিমিত্ত যে আপত্তি হয় তাহার পরিহার করা যাইতেছে। অর্থাৎ সাংখ্যস্মৃতি বৈদিকস্মৃতি, সুতরাং তাহা প্রমাণ—এইরূপ আশঙ্কা দূর করা হইয়াছে, এক্ষণে সাংখ্যস্মৃতি বেদানুকূল তর্কদ্বারা সমর্থিত—এইরূপ আশঙ্কা বিদূরিত করা হইয়াছে। যদি বল—ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ, এইরূপ যখন বেদার্থ স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন আবার তাহাতে তর্কনিমিত্ত আপত্তির অবসর কোথায়? যেহেতু, ধর্ম্মবিষয়ে অনপেক্ষ অর্থাৎ প্রমাণান্তরনিরপেক্ষ বেদ যেমন প্রমাণ হয়, তেমনই ব্রহ্মবিষয়েও সেই বেদই প্রমাণ হওয়া উচিত, সুতরাং তর্কের অবসর নাই, তাহা হইলে বলিব যে, ইহা অবষ্টম্ভ (অর্থাৎ দৃষ্টান্ত) হইতে পারিত, যদি অনুষ্ঠানসাধ্য ধর্ম্ম যেমন অন্য প্রমাণের বিষয় না হইয়া কেবলমাত্র বেদরূপ প্রমাণের বিষয় হয়, তদ্রূপ এই ব্রহ্মবস্তু অন্য প্রমাণের বিষয় না হইয়া যদি কেবলমাত্র বেদরূপ প্রমাণের বিষয় হইত। কিন্তু ব্রহ্ম সেরূপ বস্তু নহে, যেহেতু ব্রহ্মবস্তু পরিনিষ্পন্ন অর্থাৎ সিদ্ধ পদার্থ বলিয়া জানা যায়। আর সিদ্ধবস্তুতে অন্যপ্রমাণের অবসর থাকেই, যেমন—পৃথিবী প্রভৃতিতে তাহা দেখা যায়। আরও যেমন শ্রুতিসকলের পরস্পর বিরোধ হইলে নিরবকাশ একটীমাত্র শ্রুতি অনুসারে অন্য সাবকাশ শ্রুতিসকলকে ব্যাখ্যা করা হয়, তদ্রূপই নিরবকাশ প্রমাণান্তরের সহিত শ্রুতির বিরোধ হইলে সেই প্রমাণান্তর অনুসারেই শ্রুতিকে ব্যাখ্যা করা উচিত, অর্থাৎ শ্রুতিকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানেরই অনুগামী করা উচিত। আর দৃষ্টবিষয়ের সহিত সাম্যবশতঃ অদৃষ্টবিষয়সমর্থনকারিণী যুক্তিকে অনুভবের সন্নিকটবর্ত্তিনী করা হয়, কিন্তু শ্রুতি

* এই সূত্র হইতে পৃথক্ অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে, কারণ, ইহাতে "তথাত্বম্" এই প্রথমান্ত পদ রহিয়াছে। তাহার পর অধিকরণের আরম্ভেই "ন"-কার অর্থাৎ নিষেধ থাকায় ইহা পূর্ব্বপক্ষ সূত্র হইয়াছে। অধিকরণের মধ্যবর্ত্তী কোথাও নিষেধার্থক ন-কার দিয়া সূত্রারম্ভ থাকিলে তাহা পূর্ব্বপক্ষ সূত্র হয় না। যেমন—"নেতরোঽনুপপত্তেঃ" এই ১।১।১৬ সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষ সূত্র নহে, কিন্তু সিদ্ধান্ত সূত্র। এই ৪র্থ সূত্র হইতে ১১শ সূত্র পর্য্যন্ত এই বিলক্ষণত্বাধিকরণ। কোন কোন গ্রন্থে ইহাকে "ন বিলক্ষণত্বাধিকরণ" বলা হইয়াছে।

† ভামতীমতে দৃষ্টসাম্যেন=দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণ—পাঠান্তর।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ।] [পূঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

ঐতিহ্যমাত্ররূপে অর্থাৎ প্রবাদরূপ পরম্পরায় পরোক্ষরূপে স্বার্থাভিধান করে বলিয়া অর্থাৎ তাহার নিজ অর্থ বুঝায় বলিয়া তাহাকে সেই অনুভবের দূরবর্ত্তিনী করা হয়। বস্তুতঃ ব্রহ্মজ্ঞান সাক্ষাৎকারে পরিণত হইয়া অবিদ্যাকে বিনাশ করে ও মোক্ষসাধন হয়, অতএব তাহা দৃষ্টফল, অর্থাৎ * তাহার ফল প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া স্বীকার করা হয়। আর শ্রুতিও **"শ্রবণ করিবে মনন করিবে"** এই প্রকারে শ্রবণ ব্যতীত মননের বিধান করিয়া তর্কও আদরণীয়—ইহা দেখাইতেছেন। অতএব প্রত্যক্ষের অন্তরঙ্গ যে তর্ক, তদনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যা করা উচিত। এইজন্য **"ন বিলক্ষণত্বাদস্য"** এই সূত্রদ্বারা তর্কবশতঃ পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করা হইতেছে, অর্থাৎ তর্ক অনুসারে বেদান্ত ব্যাখ্যেয় হইবে না কেন ?—এইরূপ শঙ্কা করা হইতেছে।

ভামতী।

১। অবান্তরসঙ্গতিম্ আহ—"ব্রহ্ম অস্য জগতো নিমিত্তকারণং প্রকৃতিশ্চ ইত্যস্য পক্ষস্য" ইতি। চোদয়তি—"কুতঃ পুনঃ" ইতি সমানবিষয়ত্বে হি বিরোধো ভবেৎ। ন চ ইহ অস্তি সমানবিষয়তা। ধর্ম্মবৎ ব্রহ্মণোঽপি মানান্তরাবিষয়তয়া অতর্ক্যত্বেন অনপেক্ষাম্নায়ৈকগোচরত্বাৎ ইত্যর্থঃ। সমাধত্তে—"ভবেৎ অয়ম্" ইতি।

"মানান্তরস্যাবিষয়ঃ সিদ্ধবস্তুবগাহিনঃ। ধর্ম্মোঽস্য কার্য্যরূপত্বাদ্ ব্রহ্ম সিদ্ধং তু গোচরঃ"॥ তস্মাৎ সমানবিষয়ত্বাৎ অস্তি অত্র তর্কস্য অবকাশঃ।১

২। ননু অস্তু বিরোধঃ, তথাপি তর্কাদরে কো হেতুঃ ? ইত্যত আহ—"যথা চ শ্রুতীনাম্" ইতি। সাবকাশাঃ বহ্ব্যোঽপি শ্রুতয়ঃ অনবকাশৈকশ্রুতিবিরোধে তদনুগুণতয়া যথা নীয়ন্তে, এবম্ অনবকাশৈকতর্কবিরোধে তদনুগুণতয়া বহ্ব্যোঽপি শ্রুতয়ঃ গুণকল্পনাদিভিঃ ব্যাখ্যানম্ অর্হন্তি ইত্যর্থঃ।২

৩। অপি চ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো বিরোধিতয়া অনাদিম্ অবিদ্যাং নিবর্ত্তয়ন্ দৃষ্টেনৈব রূপেণ মোক্ষসাধনম্ ইষ্যতে। তত্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য মোক্ষসাধনতয়া প্রধানস্য অনুমানং দৃষ্টসাধর্ম্মোণ দৃষ্টবিষয়ং † বিষয়তঃ অন্তরঙ্গং, বহিরঙ্গং তু অত্যন্তপরোক্ষগোচরং শাব্দং জ্ঞানম্, তেন প্রধানপ্রত্যাসত্ত্যাপি অনুমানমেব বলীয় ইত্যত আহ—"দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণ চ" ইতি। অপি চ শ্রুত্যাপি ব্রহ্মণি তর্ক আদৃত ইত্যাহ—'শ্রুতিরপি" ইতি।৩

বেদান্তকল্পতরুঃ।

চেতনোপাদানকজগদ্বাদিসমন্বয়স্য গগনাদি অচেতনপ্রকৃতিকং, দ্রব্যত্বাৎ ঘটবৎ ইতি অনুমানেন সংকোচসন্দেহে বেদবিরুদ্ধস্মৃতেঃ মূলাভাবাদ্ অমানত্বম্ উক্তম্। অনুমানমূলং তু ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মতে লোকসিদ্ধে ইতি উত্তরাধিকরণস্যোমস্য স্মৃত্যধিকরণেন সঙ্গতিম্ আহ—"অবান্তরসঙ্গতিম্" ইতি। বেদবিরুদ্ধার্থত্বেন স্মৃতেঃ তদ্বৈলক্ষণ্যাৎ অপমূলত্ববৎ ব্রহ্মবৈলক্ষণ্যাৎ জগদপি অতন্মূলম্ ইতি নিরন্তরসঙ্গতিঃ। একশ্রুত্যনুসারেণ ইতরশ্রুতিনয়নদৃষ্টান্তমাত্রাৎ তর্কবশেন শ্রুতিসংকোচো ন যুক্তঃ বৈপরীত্যস্যাপি সম্ভবাৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ "সাবকাশা" ইতি। শ্রুতীনাং নিমিত্তকারণে সাবকাশত্বং তর্কস্য অনৌপাধিকত্বেন অনবকাশত্বম্। "দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণ" ইতি। প্রত্যক্ষদৃষ্টান্ততুল্যত্বেন অনুমানাৎ পক্ষে সাধ্যে গমিতে তস্যাপি প্রত্যক্ষতা সম্ভাব্যতে ইত্যর্থঃ।

* সকল কার্য্যের ফল দুইরূপ হয়, যথা—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। যেমন গঙ্গাস্নানকার্য্যের দৃষ্টফল শরীরে স্নিগ্ধতাবোধ এবং অদৃষ্টফল পুণ্য। এস্থলে যে ফলটী দেখা যায় তাহাকেই দৃষ্টফল বলে। আর যাহা দেখা যায় না তাহা অদৃষ্টফল। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফল অবিদ্যার বিনাশ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া তাহা দৃষ্টফল বলা হয়। এইরূপ প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দপ্রমাণের যে ফল, তাহাদেরও মধ্যে কেহ দৃষ্ট ও কেহ অদৃষ্টফল হয়। প্রত্যক্ষপ্রমাণের ফল অনুভবরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়া প্রত্যক্ষের ফল দৃষ্টফল। অনুমান ও শব্দপ্রমাণের যে ফল, তাহা প্রত্যক্ষজ্ঞানরূপ নহে বলিয়া তাহা অদৃষ্টফল। তবে বিশেষ এই যে, অনুমান বা যুক্তির ফল প্রায় প্রত্যক্ষের তুল্য হয়, কিন্তু শব্দের ফল অপ্রত্যক্ষই হয়। কারণ, অনুমান বা যুক্তি কোন দৃষ্টান্ত অর্থাৎ দৃষ্টবস্তু অবলম্বনে সিদ্ধ হয়, এজন্য যাহা অনুমানবলে সিদ্ধ হয়, তাহা দৃষ্ট না হইলেও দৃষ্টতুল্য হয়। যেমন দৃষ্ট মহানসকে দেখিয়া পর্ব্বতে অদৃষ্টবহ্নির সিদ্ধি করিলে সেই বহ্নির জ্ঞান প্রায় প্রত্যক্ষের মতই হয়। এজন্য অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ দৃষ্টফলের জনক ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ শ্রুতিবাক্যরূপ শব্দপ্রমাণ এবং যুক্তিরূপ অনুমানপ্রমাণের মধ্যে অর্থাৎ শ্রবণ ও মননের মধ্যে যুক্তিরূপ প্রমাণটী ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পক্ষে শ্রুতি অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী বা অন্তরঙ্গ কারণ এবং শ্রুতি বহিরঙ্গ কারণ হয়। যেহেতু যুক্তি বা অনুমানের ফল দৃষ্টতুল্য হয়, শব্দের ফল দৃষ্টতুল্য হয় না এবং শ্রবণের পর মনন তাহার পর নিদিধ্যাসন এবং তাহার পর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় ইহা শ্রুতিই বলিয়াছেন, আর এই শ্রবণই শব্দপ্রমাণ আর এই মননই অনুমান বা যুক্তি। অতএব শ্রুতি অপেক্ষা তর্ক অর্থাৎ যুক্তিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অন্তরঙ্গ সাধন। বস্তুতঃ এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া, পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—যুক্তি অনুসারেই শ্রুতির ব্যাখ্যা করা উচিত। বলা বাহুল্য সিদ্ধান্তী ইহা স্বীকার করিবেন না, কারণ, শব্দ হইতেও সাক্ষাৎকার হয়—ইহা তন্মতে স্বীকার্য্য।

† দৃষ্টবিষয়ম্=অদৃষ্টবিষয়ম্—ইতি পাঠান্তরম্।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ ।৪] [পূঃ সূঃ]

ভামতীর অনুবাদ। ব্রহ্ম তর্কগম্য হইবে না কেন—পূর্ব্বপক্ষ।

১। **"ব্রহ্ম অস্য জগতঃ নিমিত্তকারণং প্রকৃতিশ্চ ইত্যস্য পক্ষস্য"** অর্থাৎ "ব্রহ্ম এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার অবান্তর সঙ্গতি বলিতেছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন। **"কুতঃ পুন"** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য -যেহেতু সমানবিষয় হইলে, অর্থাৎ এক বস্তুতে ভাব ও অভাব উভয় পদার্থের সম্ভাবনা হইলে বিরোধ হয়, এখানে কিন্তু সেই সমানবিষয়তা নাই। কারণ, ধর্ম্ম যেমন বেদভিন্ন অন্য প্রমাণের বিষয় হয় না, ব্রহ্মও তেমনই প্রমাণান্তরের বিষয় হন না বলিয়া তর্কের বিষয় হন না, অতএব একমাত্র স্বতঃপ্রমাণ বেদেরই বিষয় হন। **"ভবেৎ অয়ম্"** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা পূর্ব্বপক্ষী ইহার সমাধান করিতেছেন, অর্থাৎ স্বপক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

"মানান্তরস্যাবিষয়ঃ সিদ্ধবস্ত্ববগাহিনঃ।
ধর্ম্মোঽস্তু কার্য্যরূপত্বাৎ ব্রহ্ম সিদ্ধং তু গোচরঃ"॥

অর্থাৎ ধর্ম্ম, কার্য্যরূপ বলিয়া, সিদ্ধবস্তুকে বিষয় করে এতাদৃশ প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণের অবিষয় হয় হউক, ব্রহ্ম কিন্তু সিদ্ধবস্তু, অতএব অন্য প্রমাণের বিষয় হইতে পারে। অতএব অন্য সিদ্ধবস্তুর সমান বিষয় বলিয়া ব্রহ্মে তর্কের অবকাশ আছে।

২। আচ্ছা, সমন্বয়ে বিরোধ হয় হউক, তথাপি তর্কের আদর করিতে হইবে কেন? এইজন্য—**"যথা চ শ্রুতীনাম্"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য—যদি নিরবকাশ একটী মাত্র শ্রুতির সহিত সাবকাশ বহু শ্রুতির বিরোধ হয়, তাহা হইলে সাবকাশ বহু শ্রুতিকেও যেমন নিরবকাশ একটি শ্রুতির অনুসারে লইয়া যাওয়া হয়, অর্থাৎ ব্যাখ্যা করা হয়—তেমনই নিরবকাশ একটিমাত্র তর্কের সহিত বিরোধ হইলে তদনুসারে বহু শ্রুতিকেও গৌণী ও লক্ষণা প্রভৃতি বৃত্তিদ্বারা ব্যাখ্যা করা উচিত।২

৩। আরও এক কথা—ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অবিদ্যার বিরোধী বলিয়া অনাদি অবিদ্যাকে বিনাশ করিয়া দৃষ্টরূপেই মোক্ষসাধন হয় বলিয়া স্বীকার করা হয়। মোক্ষের প্রধান সাধন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পক্ষে অনুমানটী দৃষ্টসাধর্ম্ম্য-দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্ত সাহায্যে দৃষ্টবিষয় হয়, অর্থাৎ এই অনুমানের বিষয় প্রায় প্রত্যক্ষের মত হয়, অতএব বিষয়-সম্বন্ধে অনুমান অনুভবের অন্তরঙ্গ, কিন্তু শাব্দজ্ঞান অত্যন্ত পরোক্ষ বস্তুকে বিষয় করে, সেইজন্য মোক্ষের প্রধান সাধন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সহিত অনুমানের প্রত্যাসত্তিবশতঃ অর্থাৎ নিকট সম্বন্ধপ্রযুক্ত শব্দ অপেক্ষা অনুমান প্রমাণই বলবান্ হয়। **"দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণ চ"** এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার এই কথাই বলিতেছেন। তাহার পর **"শ্রুতিরপি"** এই গ্রন্থদ্বারা শ্রুতিও ব্রহ্মবিষয়ে তর্কের আদর করিয়াছেন—এই কথা বলিতেছেন।৩

শাঙ্করভাষ্যম্।

'যদুক্তং চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃরি'তি। তৎ ন উপপদ্যতে, কস্মাৎ? বিলক্ষণ-ত্বাৎ অস্য বিকারস্য প্রকৃত্যাঃ। ইদং হি ব্রহ্মকার্য্যত্বেন অভিপ্রেয়মাণং জগৎ ব্রহ্মবিলক্ষণম্ অচেতনম্ অশুদ্ধং চ দৃশ্যতে। ব্রহ্ম চ জগদ্‌বিলক্ষণং চেতনং শুদ্ধং চ শ্রূয়তে। ন চ বিলক্ষণত্বে প্রকৃতিবিকারভাবো দৃষ্টঃ। ন হি রুচকাদয়ো বিকারাঃ মৃৎপ্রকৃতিকা ভবন্তি, শরাবাদয়ো বা সুবর্ণপ্রকৃতিকাঃ। মৃদা এব তু মৃদন্বিতা বিকারাঃ প্রক্রিয়ন্তে, সুবর্ণেন চ সুবর্ণান্বিতাঃ। তথা ইদমপি জগৎ অচেতনং সুখদুঃখমোহান্বিতং সৎ অচেতনস্যৈব সুখদুঃখমোহাত্মকস্য কারণস্য কার্য্যং ভবিতুম্ অর্হতি, ইতি ন বিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ। ব্রহ্মবিলক্ষণত্বং চ অস্য জগতঃ অশুদ্ধ্যচেতনত্বদর্শনাৎ অবগন্তব্যম্। অশুদ্ধং হি জগৎ সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া প্রীতিপরিতাপ-বিষাদাদিহেতুত্বাৎ স্বর্গনরকাদ্যুচ্চাবচপ্রপঞ্চত্বাচ্চ। 'অচেতনং চ ইদং জগৎ' চেতনং প্রতি কার্য্যকারণভাবেন উপকরণভাবোপগমাৎ। ন হি সাম্যে সতি উপকার্য্যোপকারকভাবো ভবতি। ন হি প্রদীপৌ পরস্পরস্য উপকুরুতঃ। 'ননু চেতনমপি' কার্য্যকরণং স্বামিভৃত্যন্যায়েন ভোক্তুঃ উপকরিষ্যতি? ন; 'স্বামিভৃত্যয়োরপি' অচেতনাংশস্যৈব চেতনং প্রতি উপকারকত্বাৎ। যো হি একস্য চেতনস্য পরিগ্রহঃ বুদ্ধ্যাদিঃ অচেতনভাগঃ স এব অন্যস্য চেতনস্য উপকরোতি, ন তু স্বয়মেব চেতনঃ চেতনান্তরস্য উপকরোতি, অপকরোতি বা। 'নিরতিশয়া হি অকর্ত্তারঃ

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ ॥৪] [পূঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

চৈতনা' ইতি সাংখ্যা মন্যন্তে। তস্মাৎ অচেতনং কার্য্যকারণম্। ন চ কাষ্ঠলোষ্টাদীনাং চেতনত্বে কিঞ্চিৎ প্রমাণম্ অস্তি। প্রসিদ্ধশ্চ অয়ং চেতনাচেতনপ্রবিভাগো লোকে। তস্মাৎ ব্রহ্মবিলক্ষণত্বাৎ ন ইদং জগৎ তৎপ্রকৃতিকম্।

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বপক্ষকর্তৃক কার্য্যকারণের নিয়ম নির্দ্দেশ।

এক্ষণে পূর্ব্বপক্ষী বেদান্তীকে বলিতেছেন—"তুমি যে বলিয়াছ, চেতন ব্রহ্ম জগতের প্রকৃতিরূপ কারণ অর্থাৎ উপাদানকারণ; তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, এই যে বিকারাত্মক জগৎ, ইহা ইহার ব্রহ্মরূপ প্রকৃতি হইতে বিলক্ষণ, অর্থাৎ ভিন্নাকার। যেহেতু যে জগৎকে ব্রহ্মের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা ব্রহ্মবিলক্ষণ, অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় নহে; কারণ, জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ, অর্থাৎ সুখদুঃখমোহাত্মকরূপে দেখা যাইতেছে। আর ব্রহ্ম জগদ্‌বিলক্ষণ, অর্থাৎ চেতন ও শুদ্ধ এইরূপই শ্রুতিতে আছে। আর যেখানে বৈলক্ষণ্য, অর্থাৎ বিভিন্নস্বভাব দৃষ্ট হয়, সেইখানে প্রকৃতিবিকৃতিভাব অর্থাৎ কারণকার্য্যভাব দেখা যায় না, যেহেতু হারপ্রভৃতি অলঙ্কাররূপ বিকারগুলি মৃৎপ্রকৃতিক অর্থাৎ মৃত্তিকারূপ উপাদানকারণ হইতে উৎপন্ন হয় না, এবং শরা প্রভৃতি কার্য্যপদার্থগুলিও সুবর্ণরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ—হইতে উৎপন্ন হয় না। মৃত্তিকাকে দ্বার করিয়াই মৃত্তিকার বিকার সকল উৎপন্ন হয়, এবং সুবর্ণের বিকার সকল সুবর্ণকে দ্বার করিয়াই উৎপন্ন হয়। সেইরূপ এই অচেতন জগৎও সুখদুঃখমোহান্বিত হওয়ায় সুখ দুঃখ ও মোহাত্মক কোন অচেতন কারণের কার্য্য হওয়াই উচিত, কিন্তু জগদ্‌বিলক্ষণ ব্রহ্মের কার্য্য হওয়া উচিত নহে। জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ, তাহা জগতের অশুদ্ধি ও অচেতনত্ব দেখিয়া বুঝিতে হইবে। এই জগৎ অশুদ্ধই; কারণ, এই জগৎ সুখ দুঃখ ও মোহময় বলিয়া প্রীতি পরিতাপ ও বিষাদাদির হেতু হয়, অর্থাৎ সুখ শোক ও ভ্রম ও রাগাদির হেতু হয়, এবং স্বর্গ ও নরক প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট প্রপঞ্চময় হয়। আর এই জগৎ অচেতন, যেহেতু ইহা কার্য্য ও কারণভাবদ্বারা চেতনের প্রতি উপকরণভাব প্রাপ্ত হয়। যেহেতু উভয় ব্যক্তি সমান হইলে তাহাদের মধ্যে উপকার্য্য-উপকারকভাব হয় না। অর্থাৎ এক ব্যক্তি অপরের দ্বারা উপকৃত হয় না, এবং অপরের উপকারও করে না। যেমন দুইটি প্রদীপ পরস্পরের উপকার করে না। যদি বল, ভৃত্য যেমন প্রভুর উপকার করে, তদ্রূপ চেতনই কার্য্য ও কারণ হইয়া ভোক্তার উপকার করিবে? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে; কারণ, প্রভু ও ভৃত্যেরও অচেতন অংশই চেতনের উপকারক; যেহেতু, একটি চেতনের পরিগ্রহ অর্থাৎ শরীরাবয়বরূপ যে অন্তঃকরণাদি অচেতন অংশ, তাহাই অন্য চেতনপদার্থের উপকার করে, কিন্তু চেতন নিজেই অন্য চেতনের উপকার বা অপকার করে না। সাংখ্যগণ মনে করেন—চেতন নিরতিশয় অর্থাৎ বৃদ্ধি ও ক্ষয়শূন্য অতএব অকর্ত্তা। সেই হেতু অচেতনই কার্য্য ও কারণরূপ হয়। **আর কাষ্ঠলোষ্টাদির চেতনত্বে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই।** আর লোকমধ্যেও এই চেতন ও অচেতনের বিভাগ প্রসিদ্ধই আছে। সেই হেতু ব্রহ্মবিলক্ষণ বলিয়া এই জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিক নহে, অর্থাৎ এই জগতের উপাদানকারণ ব্রহ্ম নহেন।

ভামতী।

সোঽয়ং ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বাক্ষেপঃ পুনঃ তর্কেণ প্রস্তূয়তে—

"'প্রকৃত্যা' সহ সারূপ্যং বিকারাণামবস্থিতম্।
জগদ্‌ব্রহ্মস্বরূপং চ নেতি নো তস্য বিক্রিয়া ॥
'বিশুদ্ধং' চেতনং ব্রহ্ম জগজ্জড়মশুদ্ধিভাক্।
তেন প্রধানসারূপ্যাৎ প্রধানস্যৈব বিক্রিয়া ॥"

তথা হি—'এক' এব স্ত্রীকায়ঃ সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া পত্যুশ্চ সপত্নীনাং চ চৈত্রস্য চ স্ত্রৈণস্য তাম্ অবিন্দতঃ অপর্য্যায়ং সুখদুঃখবিষাদীন্ আধত্তে। স্ত্রিয়া চ সর্ব্বে ভাবা ব্যাখ্যাতাঃ। তস্মাৎ সুখদুঃখমোহাত্মতয়া চ 'স্বর্গ'নরকাদ্যুচ্চাবচপ্রপঞ্চতয়া চ জগৎ অশুদ্ধম্ অচেতনং চ, ব্রহ্ম তু চেতনং বিশুদ্ধং চ, 'নিরতিশয়ত্বাৎ'। তস্মাৎ প্রধানস্য অশুদ্ধস্য অচেতনস্য বিকারঃ জগৎ ন তু ব্রহ্মণঃ, ইতি যুক্তম্। যে তু চেতনব্রহ্মবিকারতয়া জগৎ চৈতন্যম্ আহুঃ তান্ প্রতি আহ—"অচেতনং চ ইদং জগৎ" ইতি। ব্যভিচারং চোদয়তি—"ননু চেতনমপি" ইতি। পরিহরতি—"ন স্বামিভৃত্যয়োরপি" ইতি। ননু মা নাম সাক্ষাৎ চেতনঃ চেতনান্তরস্য উপকার্ষীৎ, তৎকার্য্যকরণ-

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ ।৪] [পূঃ সূঃ]

ভামতী।

বুদ্ধ্যাদিনিয়োগদ্বারেণ তু উপকরিষ্যতি ইতি অত আহ—"নিরতিশয়া হি অকর্ত্তারঃ চেতনা" ইতি। উপজনাপায়বদ্ধর্ম্মযোগঃ অতিশয়ঃ, তদভাবো নিরতিশয়ত্বম্। অতএব নির্ব্যাপারত্বাৎ অকর্ত্তারঃ। তস্মাৎ তেষাং বুদ্ধ্যাদিপ্রযোক্তৃত্বমপি নাস্তি ইত্যর্থঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

তর্কম্ আহ- "প্রকৃত্যা" ইতি। ব্রহ্মাসারূপ্যং জগতঃ দর্শয়তি—"বিশুদ্ধম্" ইতি। প্রধানসারূপ্যম্ উপপাদয়তি "এক" ইতি। আনুশ্রবিকেঽপি সুখাত্মাত্বম্ আহ—"স্বর্গ" ইতি। "নিরতিশয়ত্বাৎ" আগমাপায়িধর্ম্মরহিতত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ। জগতের উপাদান ব্রহ্ম নহেন—পূর্ব্বপক্ষ।

ব্রহ্মের জগৎকারণত্ব বিষয়ে যে আপত্তি করা হইয়াছে, তাহাই পুনর্ব্বার তর্কের দ্বারা উত্থাপিত করা হইতেছে, যথা—উপাদানকারণের সহিত কার্য্যের সাদৃশ্য থাকে,—ইহাই নিয়ম; জগৎ ব্রহ্মের সদৃশ নহে, অতএব ব্রহ্মের কার্য্য নহে। কারণ, ব্রহ্ম বিশুদ্ধ ও চেতন এবং জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ। সেই হেতু প্রধানের সহিত সাদৃশ্য থাকাতে, জগৎ প্রধানেরই কার্য্য হওয়া উচিত। যেমন এক স্ত্রীলোকের শরীর, সুখ, দুঃখ এবং মোহাত্মক বলিয়া অপর্য্যায়ক্রমে অর্থাৎ একই সময়ে পতির সুখসাধন করে, সপত্নীগণের দুঃখদান করে এবং তাহাকে না পাইয়া কামুক চৈত্রের পক্ষে তাহা বিষাদের হেতু হয়। এস্থলে স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্তদ্বারা সমুদায় ভাবপদার্থই ত্রিগুণাত্মক, ইহা বুঝান হইল। অতএব সুখ, দুঃখ ও মোহস্বরূপ বলিয়া এবং স্বর্গ ও নরকাদিরূপ উত্তম ও অধমের প্রপঞ্চরূপ বলিয়া, জগৎ অশুদ্ধ এবং অচেতন, কিন্তু ব্রহ্ম চেতন ও বিশুদ্ধ; তাহার কারণ, ব্রহ্ম নিরতিশয় অর্থাৎ আগমাপায় ধর্ম্মরহিত, সেই হেতু জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ প্রধানেরই কার্য্য, ব্রহ্মের কার্য্য নহে—ইহাই যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু যাঁহারা বলেন চেতন ব্রহ্মের বিকাররূপ বলিয়া জগৎও চেতন, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া **"অচেতনং চ ইদং জগৎ"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। **"ননু চেতনমপি"** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা ব্যভিচার শঙ্কা করিতেছেন। **"স্বামিভৃত্যয়োরপি"** এই গ্রন্থদ্বারা তাহার নিরাস করিতেছেন। যদি বল—চেতন সাক্ষাৎসম্বন্ধে অন্য কোন চেতনের উপকার না করুক, কিন্তু চেতনের কার্য্যের করণ যে অন্তঃকরণাদি তাহাকে প্রেরণ করিয়া তাহার দ্বারা ত উপকার করিতে পারিবে? এইজন্য **"নিরতিশয়া হি অকর্ত্তারঃ চেতনাঃ"** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। যাহার বৃদ্ধি ও হ্রাস আছে এমন কোন ধর্ম্মের যে সম্বন্ধ, তাহাকে অতিশয় বলে, তাহা না থাকার নাম নিরতিশয়ত্ব। এইজন্য ব্যাপার না থাকাতে জীবাত্মাগুলি অকর্ত্তা হয়। আর তজ্জন্য জীবাত্মাগুলির বুদ্ধ্যাদিপ্রযোক্তৃত্ব অর্থাৎ অন্তঃকরণাদিকে নিয়োগ করিবার শক্তিও নাই—ইহাই অর্থ। [অতএব চেতন চেতনের কোনরূপেই উপকার বা অপকার করিতে পারে না। অচেতনই কার্য্য ও কারণরূপ হয়।]

শাঙ্করভাষ্যম্।

যোঽপি কশ্চিৎ আচক্ষীত শ্রুত্বা জগতঃ চেতনপ্রকৃতিকতাং তদ্বলেনৈব সমস্তং জগৎ চেতনম্ অবগমিষ্যামি; প্রকৃতিরূপস্য বিকারে অন্বয়দর্শনাৎ। অবিভাবনং তু চৈতন্যস্য পরিণামবিশেষাদ্ ভবিষ্যতি। যথা স্পষ্টচৈতন্যানামপি আত্মনাং স্বাপমূর্চ্ছাদ্যবস্থাসু চৈতন্যং ন বিভাব্যতে, এবং কাষ্ঠলোষ্টাদীনামপি চৈতন্যং ন বিভাবয়িষ্যতে। এতস্মাদেব চ বিভাবিতাবিভাবিতত্বকৃতাদ্ বিশেষাদ্ রূপাদিভাবাভাবাভ্যাং চ কার্য্যকারণানাম্ আত্মনাং চ চেতনত্বাবিশেষেঽপি গুণপ্রধানভাবো ন বিরোৎস্যতে। যথা চ পার্থিবত্বাঽবিশেষেঽপি মাংসসূপৌদনাদীনাং প্রত্যাত্মবর্ত্তিনো বিশেষাৎ পরস্পরোপকারিত্বং ভবতি, এবম্ ইহাপি ভবিষ্যতি। প্রবিভাগপ্রসিদ্ধিরপি অত এব ন বিরোৎস্যতে ইতি। তেনাপি কথঞ্চিৎ চেতনাচেতনত্বলক্ষণং বিলক্ষণত্বং পরিহ্রিয়েত, শুদ্ধ্যশুদ্ধিত্বলক্ষণং তু বিলক্ষণত্বং নৈব পরিহ্রিয়তে। ন চ ইতরদপি বিলক্ষণত্বং পরিহর্ত্তুং শক্যতে ইতি আহ—"তথাত্বং চ শব্দাৎ" ইতি। অনবগম্যমানমেব হি ইদং লোকে সমস্তস্য বস্তুনঃ চেতনত্বং চেতনপ্রকৃতিকত্বশ্রবণাৎ শব্দশরণতয়া কেবলয়া উৎপ্রেক্ষেত, তৎ চ শব্দেনৈব বিরুধ্যতে। যতঃ শব্দাদপি তথাত্বম্ অবগম্যতে। "তথাত্বম্" ইতি প্রকৃতিবিলক্ষণত্বং কথয়তি। শব্দ এব—

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ ॥৪] [পূঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

"বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ" (তৈঃ উঃ ২।৬)

ইতি কস্যচিৎ বিভাগস্য অচেতনতাং শ্রাবয়ন্ চেতনাদ্ ব্রহ্মণঃ বিলক্ষণম্ অচেতনং জগৎ শ্রাবয়তি॥ ৪ সূত্র।

ভাষ্যানুবাদ। প্রকারান্তরেও জগতের উপাদান ব্রহ্ম বলা যায় না।

আর যে একদেশী কেহ বলেন—জগৎ চেতনরূপ উপাদানকারণ হইতে উৎপন্ন—ইহা শ্রুতি হইতে অবগত হইয়া সেই শ্রুতিবলেই সমস্ত জগৎকে চেতন বলিয়া বুঝিব; যেহেতু বিকারে প্রকৃতিরূপের অন্বয় দর্শন হয়, অর্থাৎ দেখা যায় যে, উপাদানকারণ কার্য্যে অনুগত হয়। কিন্তু (ঘটাদি বস্তুতে) চৈতন্যের যে অবিভাবন, অর্থাৎ অনুপলব্ধি, তাহা চৈতন্যের পরিণামবিশেষবশতঃ হয়, (অর্থাৎ চৈতন্যের পরিণাম যে ঘট, সেই ঘটে, চৈতন্যের অন্তঃকরণরূপ পরিণাম না থাকায় ঘটাদিতে চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না। অন্তঃকরণ বিষয়াকারে পরিণত হইয়া তাহাকে উপরঞ্জিত করিলেই চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়, অন্য সময় হয় না।) যেমন জীবাত্মাসকল স্পষ্টচৈতন্যযুক্ত হইলেও নিদ্রা ও মূর্চ্ছাপ্রভৃতি অবস্থাতে তাহাদের চৈতন্য অভিব্যক্ত হয় না, তেমনই চৈতন্যের পরিণাম কাষ্ঠ ও লোষ্ট্রপ্রভৃতির চৈতন্য অভিব্যক্ত হইবে না, অর্থাৎ জানা যাইবে না। জড়পদার্থরূপ কার্য্যকারণের ও আত্মার চৈতন্যাংশে কোন পার্থক্য না থাকিলেও বিভাবিত এবং অবিভাবিতকৃত বিশেষবশতঃ অর্থাৎ এই অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিকৃত পার্থক্যবশতঃ এবং রূপাদির ভাবাভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ কাহারও রূপাদি আছে এবং কাহারও রূপাদি নাই—এইজন্যও গুণপ্রধানভাব অর্থাৎ আত্মা প্রধান, আর জড়পদার্থ অপ্রধান; সুতরাং স্বস্বামিভাবরূপ যে ব্যবহার হয়, তাহা বিরুদ্ধ হইবে না। যেমন—মাংস, সূপ (ঝোল) ও অন্নাদি পদার্থ সকল পৃথিবী হইতে উৎপন্ন বলিয়া সে বিষয়ে তাহাদের কোন বিশেষ না থাকিলেও প্রত্যাত্মবর্ত্তি বিশেষবশতঃ অর্থাৎ প্রত্যেকের স্বরূপগত পার্থক্য থাকায় পরস্পর পরস্পরের উপকারী হয়, অর্থাৎ একের দ্বারা অপরটী প্রস্তুত হয়, এখানেও সেইরূপ হইবে। এইজন্যই প্রবিভাগপ্রসিদ্ধি অর্থাৎ জড় ও আত্মা ভিন্নপদার্থ বলিয়া যে ব্যবহার আছে, তাহাও বিরুদ্ধ হইবে না—এইরূপে উক্ত ব্রহ্মপরিণামবাদী একদেশী কোনও রকমে ব্রহ্ম ও জগতের চেতনত্ব ও অচেতনত্বরূপ বৈলক্ষণ্য পরিহার করিলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্ম সুখদুঃখবিষাদাদিশূন্য বলিয়া শুদ্ধ এবং জগৎ সুখদুঃখবিষাদাদিযুক্ত বলিয়া অশুদ্ধ, উভয়ের এই যে বিলক্ষণত্ব আছে, তাহা পরিহার করিতে পারিলেন না। আর অন্য বিলক্ষণত্বও অর্থাৎ চেতনাচেতনরূপ পার্থক্যও পরিহার করিতে পারা যায় না—ইহাই সূত্রকার **"তথাত্বং চ শব্দাৎ"** এই সূত্রাংশদ্বারা বলিলেন। যেহেতু লোকমধ্যে সকল বস্তুরই এই যে চেতনত্ব, তাহা বুঝিতে পারা যায় না, শ্রুতিতে জগতের চেতনপ্রকৃতিকত্ব অর্থাৎ জগৎ চেতনরূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা শুনা যায় বলিয়া কেবল শ্রুতির আশ্রয় লইয়া ইহা উৎপ্রেক্ষা করা হয়, অর্থাৎ কল্পনা করা হয়, কিন্তু তাহাও বেদের সহিত বিরুদ্ধ হইয়া যায়। কারণ, বেদ হইতেও **তথাত্বই** অর্থাৎ সেইরূপই জানা যাইতেছে। এই **"তথাত্বং"** শব্দটী উপাদানকারণ ব্রহ্ম অপেক্ষা জগতের পার্থক্য বলিতেছে। বেদই—

"বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ" (তৈঃ উঃ ২।৬)

অর্থাৎ "চেতন এবং অচেতন" এই বলিয়া জগতের কোন অংশের অচেতনত্ব শ্রবণ করাইয়া চেতন ব্রহ্ম অপেক্ষা অচেতন জগৎ যে পৃথক্, তাহা শুনাইয়া দিতেছেন।৪

ভামতী।

চোদকঃ অনুশয়বীজম্ উদ্ঘাটয়তি—"যোঽপি" ইতি। অভ্যুপেত্য আপাততঃ সমাধানম্ আহ—"তেনাপি কথঞ্চিৎ" ইতি। পরমসমাধানং তু সূত্রাবয়বেন বক্তুং তমেব অবতারয়তি—"ন চ ইতরদপি বিলক্ষণত্বম্" ইতি। সূত্রাবয়বাভিসন্ধিম্ আহ—"অনবগম্যমানমেব হি ইদম্" ইতি। শব্দার্থাৎ খলু চেতনপ্রকৃতিত্বাৎ চৈতন্যং পৃথিব্যাদীনাম্ অবগম্যমানম্ উপোদ্বলিতং মানান্তরেণ সাক্ষাৎ শ্রূয়মাণমপি অচৈতন্যম্ অন্যথয়েৎ। মানান্তরাভাবে তু আর্থঃ অর্থঃ শ্রুত্যর্থেন অপবাধনীয়ঃ, ন তু তদ্বলেন শ্রুত্যর্থঃ অন্যথয়িতব্যঃ ইত্যর্থঃ ॥৪

বেদান্তকল্পতরুঃ।

জগতঃ অচেতনত্বশ্রবণমপি চৈতন্যানভিব্যক্তিপরম্ ইতি শঙ্কাপাকরণার্থং ভাষ্যে অনবগম্যমানগ্রহণম্। তদ্ ব্যাচষ্টে—"শব্দার্থাৎ" ইতি। আর্থস্য জগচ্চেতনত্বস্য শ্রুতাচেতনত্ববাধকত্বায় উপবৃংহক-লোকানুভবাভাবঃ অনবগম্যমানপদদ্যোতিতঃ ইত্যর্থঃ ॥৪

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যের নহে।)

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥৫ [পূর্ব্বপক্ষ সূত্র]

ভামতীর অনুবাদ। জগতের উপাদান ব্রহ্ম নহে—ইহা শ্রুতিসিদ্ধ।

চোদক অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষী "**যোঽপি**" এই গ্রন্থদ্বারা অনুশয়বীজ উদ্ঘাটন করিতেছেন, অর্থাৎ জগতের ব্রহ্মকারণতাবাদে তাঁহার অশ্রদ্ধার মূলকারণ প্রকাশ করিতেছেন। "**তেনাপি কথঞ্চিৎ**" এই গ্রন্থদ্বারা ব্রহ্ম-পরিণামবাদীর মত স্বীকার করিয়া লইয়া আপাততঃ অর্থাৎ স্থূলভাবে সমাধান বলিতেছেন। পরমসমাধান অর্থাৎ যথার্থ নিষ্পত্তি, কিন্তু সূত্রাংশদ্বারা বলিবার জন্য—"**ন চ ইতরদপি**" ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিতেছেন। সূত্রাংশের অভিসন্ধি—"**অনবগম্যমানমেব হি ইদম্**" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। সেই অভিসন্ধি এই যে, চেতন ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ বলিয়া পৃথিব্যাদি জগৎ চৈতন্যযুক্ত—ইহা বেদের শব্দার্থ হইতে বুঝা গিয়াছে এবং তাহা "**বিজ্ঞানং চ**" এই বেদবাক্যরূপ মানান্তরের সাহায্য পাইয়া বিশেষ বলবান্ হইয়াছে এজন্য তাহা "**অবিজ্ঞানং চ**" এই শ্রুতির দ্বারা সাক্ষাৎ শ্রূয়মাণ জগতের অচেতনত্ব অন্যথা করিয়া দিবে। অবশ্য প্রমাণান্তর না থাকিলে অর্থাপত্তিলব্ধ অর্থ শ্রুত্যর্থদ্বারা বাধিত হইবে, কিন্তু মানান্তরের অভাবে অর্থাপত্তিলব্ধ অর্থের বলে শ্রুত্যর্থের অন্যথা করা উচিত নহে।৪

শাঙ্করভাষ্যম্।

ননু চেতনত্বমপি কচিৎ অচেতনত্বাভিমতানাং ভূতেন্দ্রিয়াণাং শ্রূয়তে। যথা—

"মৃদব্রবীৎ" "আপোঽব্রুবন্" (শঃ পঃ ব্রাঃ ৬।১।৩।২।৪) **ইতি**

"তৎ তেজ ঐক্ষত" "তা আপ ঐক্ষন্ত" (ছাঃ উঃ ৬।২।৩,৪) **ইতি চ—**

এবমাদ্যা ভূতবিষয়া চেতনত্বশ্রুতিঃ। ইন্দ্রিয়বিষয়াপি—

"তে হ ইমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মুঃ" (বৃঃ উঃ ৬।১।৭) **ইতি**

"তে হ বাচম্ উচু স্ত্বং ন উদগায়েতি" (বৃঃ উঃ ১।৩।২) **ইতি—**

এবমাদ্যা ইন্দ্রিয়বিষয়া ইতি। 'অত উত্তরং পঠতি'—

"অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্"।৫

"তু" শব্দঃ আশঙ্কাম্ অপনুদতি। ন খলু "মৃদ্ অব্রবীৎ" (শঃ পঃ ব্রাঃ ৬।১।৩।২।৪) **ইতি—এবং জাতীয়কয়া শ্রুত্যা ভূতেন্দ্রিয়াণাং চেতনত্বম্ আশঙ্কনীয়ম্। যতঃ "অভিমানিব্যপদেশঃ" এষঃ। মৃদাদ্যভিমানিন্যঃ বাগাদ্যভিমানিন্যশ্চ চেতনা দেবতা বদনসম্বদনাদিষু চেতনোচিতেষু ব্যবহারেষু ব্যপদিশ্যন্তে ন ভূতেন্দ্রিয়মাত্রম্। কস্মাৎ? "বিশেষানুগতিভ্যাম্"। 'বিশেষো হি' ভোক্তৄণাং ভূতেন্দ্রিয়াণাং চ চেতনাচেতনপ্রবিভাগলক্ষণঃ প্রাক্ অভিহিতঃ। সর্ব্বচেতনতায়াং চ অসৌ ন উপপদ্যেত। 'অপি চ কৌষীতকিনঃ প্রাণসংবাদে' করণমাত্রাশঙ্কাবিনিবৃত্তয়ে অধিষ্ঠাতৃচেতনপরিগ্রহায় দেবতাশব্দেন বিশিংষন্তি—**

"এতা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ" (কৌঃ উঃ ২।৮) **ইতি,**

"তা বা এতাঃ সর্ব্বা দেবতাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা" (কৌঃ উঃ ২।১৪) **ইতি চ।†**

'অনুগতাশ্চ' সর্ব্বত্র অভিমানিন্যঃ চেতনা দেবতা মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণাদিভ্যঃ অবগম্যন্তে।

"অগ্নি র্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" (ঐঃ অঃ ২।৪।২।৪) **ইতি— এবমাদিকা চ শ্রুতিঃ করণেষু অনুগ্রাহিকাং দেবতাম্ অনুগতাং দর্শয়তি। 'প্রাণসংবাদবাক্যশেষে' চ—**

---

* এটীও পূর্ব্বপক্ষ সূত্র, কারণ, ইহার পরের সূত্র যে "দৃশ্যতে তু", তাহাতে "তু" শব্দ রহিয়াছে। তু শব্দের অর্থ "না"। ইহা পূর্ব্বপক্ষ নিরাসার্থ ব্যবহৃত হয়। সুতরাং পরসূত্রের তু শব্দদ্বারা ইহা পূর্ব্বপক্ষের সূত্র বুঝা গেল। আর এই সূত্রে প্রথমান্ত পদ থাকাতেও অধিকরণ আরম্ভ হইল না। কারণ, ইহার পূর্ব্বে পূর্ব্বপক্ষের সূত্রদ্বারা অধিকরণের আরম্ভ হইয়াছে, তাহার চরম সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত নূতন অধিকরণ আরম্ভ সঙ্গত নহে। এজন্য এ সূত্রটীও এই অধিকরণের দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ সূত্র।

† কৌষীতকি উপনিষদে ২ অ ৯ পরিচ্ছেদ এই শ্রুতি হয় অন্যরূপ দেখা যায়, যথা "সর্ব্বা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানাঃ আর ২টী বাক্যের পর "তে দেবাঃ প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা"—ইত্যাদি। সম্ভবতঃ উহা শাখান্তরে পাঠ হইবে।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ।৫] [পূঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

"তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরমেত্যোচুঃ" (ছাঃ উঃ ৫।১।৭) **ইতি—**

শ্রেষ্ঠত্বনির্দ্ধারণায় প্রজাপতিগমনং, তদ্বচনাৎ চ একৈকোৎক্রমণেন অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যপ্রতিপত্তিঃ।

"তস্মৈ বলিহরণম্" (বৃঃ উঃ ৬।১।৩) **ইতি চ—**

এবং জাতীয়কঃ অস্মদাদিষু ইব ব্যবহারঃ অনুগম্যমানঃ অভিমানিব্যপদেশং দ্রঢ়য়তি।

'তৎ তেজ ঐক্ষত" (ছাঃ উঃ ৬।২।৩) **ইত্যপি—**

পরস্যা এব দেবতায়া অধিষ্ঠাত্র্যাঃ স্ববিকারেষু অনুগতায়াঃ ইয়ম্ ঈক্ষা ব্যপদিশ্যতে ইতি— দ্রষ্টব্যম্। 'তস্মাদ্' বিলক্ষণমেব ইদং ব্রহ্মণঃ জগৎ।৫

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতিদ্বারাও জগতের ব্রহ্মোপাদানত্ব অসিদ্ধ।

যদি বল—অচেতন বলিয়া অভিমত পৃথিবী আদি ভূতগণের এবং ইন্দ্রিয়গণের চেতনত্ব বেদে কোন কোন-স্থলে ত শুনিতে পাওয়া যায়। যথা—

"মৃদব্রবীৎ আপোঽব্রুবন্" (শঃ পঃ ব্রাঃ ৬।১।৩।২।৪)

অর্থাৎ "মৃত্তিকা বলিয়াছিল" "জল বলিয়াছিল"; তাহার পর—

"তৎ তেজ ঐক্ষত, তা আপ ঐক্ষন্ত" (ছাঃ উঃ ৬।২।৩।৪)।

অর্থাৎ "সেই তেজ দেখিয়াছিল" "সেই জল দেখিয়াছিল" ইত্যাদি শ্রুতির ভূতগণকে চেতন বলিয়াছেন। আর ইন্দ্রিয়গণকেও শ্রুতি চেতন বলিয়াছেন, যথা—

"তে হেমে প্রাণা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা ব্রহ্ম জগ্মু" (বৃঃ উঃ ৬।১।৭)

অর্থাৎ সেই প্রাণসকল নিজের শ্রেষ্ঠত্বসম্পাদনের জন্য বিবাদ করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিল।

"তে হ বাচম্ উচুস্ত্বং ন উদ্গায়েতি" (বৃঃ ১।৩।২)।

অর্থাৎ তাহারা বাক্যকে বলিয়াছিল—তুমি আমাদের জন্য গান কর, ইত্যাদি। অতএব ভূত ও ইন্দ্রিয়গণ চেতন বস্তু, ইহা শ্রুতি হইতেও জানা যায়? ইহার উত্তরে পূর্ব্বপক্ষীর পক্ষ দৃঢ় করিবার জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—

"অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্" (৫ম সূত্র)।

[অর্থাৎ—"**তু**" অর্থ না, অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিদ্বারা জগতের চেতনত্ব বলা হয় নাই। কারণ, উক্ত শ্রুতিসমূহে **বিশেষ**-দ্বারা অর্থাৎ চেতনাচেতনবিভাগরূপ বিশেষণদ্বারা এবং **অনুগতিদ্বারা অভিমানিব্যপদেশ** করা হইয়াছে, অর্থাৎ অভিমানি দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে।] সূত্রস্থিত "তু" শব্দ পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা নিরাস করিতেছে—

"মৃদব্রবীৎ" (শঃ পঃ ব্রাঃ ৬।১।৩।২।৪)

অর্থাৎ "মৃত্তিকা বলিয়াছিল" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা পৃথিবী আদি ভূতগণকে এবং ইন্দ্রিয়গণকে চেতন বলিয়া শঙ্কা করা উচিত নহে। কারণ, অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইয়াছে। মৃত্তিকাধিষ্ঠাত্রী চৈতন্যযুক্তদেবতা এবং বাক্যাধিষ্ঠাত্রী চৈতন্যযুক্তদেবতাকে চেতনযোগ্য বাদবিবাদাদি ব্যবহারে বলা হইয়াছে, কেবল পৃথিবী আদি ভূতগণ ও ইন্দ্রিয়গণকে নহে, তাহার কারণ কি? বিশেষ এবং অনুগতিই তাহার কারণ। ভোক্তা জীবগণ চেতন এবং ভূত ও ইন্দ্রিয়গণ অচেতন—এই প্রকার পূর্ব্বোক্তবিভাগ—বিশেষশব্দের অর্থ। সকল বস্তু চেতন হইলে চেতন ও অচেতন বিভাগরূপ বিশেষ হইতে পারে না। আরও এক কথা—কৌষীতকীব্রাহ্মণগণ প্রাণগণের বিবাদ স্থলে প্রাণশব্দের দ্বারা যদি কেহ ইন্দ্রিয়গণকে মনে করেন, তাহা নিবারণ করিবার জন্য প্রাণের অধিষ্ঠাতা চেতন বস্তুকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দেবতাশব্দদ্বারা বিশেষ করিতেছেন, যথা—

"এতা হ বৈ দেবতা অহংশ্রেয়সে বিবদমানা" ইতি (কৌঃ উঃ ২।১৪)

"তা বা এতা সর্ব্বা দেবতা প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা" (কৌঃ উঃ ২।১৪)

অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল নিজের শ্রেষ্ঠত্বসম্পাদনের জন্য বিবাদ করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিল, ইত্যাদি। তাহার পর সেই এই দেবতা সকল প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়া প্রাণের অধীন হইয়াছিল। মন্ত্র, অর্থবাদ, ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে, অধিষ্ঠাত্রী চেতন দেবতা ভূত ও ইন্দ্রিয়াদি সকল বস্তুতে অনুগত অছে।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যের নহে।)

[অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ।৫] [পূঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

"অগ্নিঃ বাক্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" (ঐঃ আঃ ২।৪।২৪)

অর্থাৎ অগ্নি বাগিন্দ্রিয় হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন ইত্যাদি শ্রুতি দেখাইতেছেন যে, অনুগ্রাহক (পরিচালক) দেবতাগণ ইন্দ্রিয়সকলে অনুগত রহিয়াছেন। প্রাণসংবাদবাক্যের শেষে দেখা যায়—

"তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরম্ এত্য উচুঃ" (ছাঃ ৫।১।৭)

অর্থাৎ সেই প্রাণসকল পিতা প্রজাপতির নিকট গিয়া বলিয়াছিল ; নিজের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারণের জন্য তাহাদের প্রজাপতির নিকট গমন এবং তাঁহার কথা অনুসারে এক এক জন শরীর হইতে বহির্গত হইয়া অন্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ এবং—

"তস্মৈ বলিহরণম্" (বৃঃ উঃ ৬।১।১৩)

অর্থাৎ মুখ্যপ্রাণকে বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের স্বাধীনতারূপ পূজাপ্রদান ইত্যাদি আমাদের মত প্রাণগণের অনুগত ব্যবহার, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উল্লেখকে দৃঢ় করিতেছে।

"তৎ তেজ ঐক্ষত" (ছাঃ উঃ ৬।২।৩।৪)

অর্থাৎ সেই তেজ আলোচনা করিয়াছিলেন, ইহার দ্বারা নিজের কার্য্যে অনুগত পরমদেবতা পরমাত্মরূপ অধিষ্ঠাতারই আলোচনা বলা হইতেছে—জানিতে ইহবে। অতএব এই জগৎ ব্রহ্ম অপেক্ষা বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্নপ্রকার। আর বিলক্ষণ বলিয়া ইহা ব্রহ্মরূপ উপাদানকারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে ভগবান্ সূত্রকার পরবর্ত্তী সূত্রে তাহার সমাধান করিতেছেন।৫

ভামতী।

সূত্রান্তরম্ অবতারয়িতুং চোদয়তি—"ননু চেতনত্বমপি ক্বচিৎ" ইতি। 'ন পৃথিব্যাদীনাং' চৈতন্যম্ আর্থমেব, কিন্তু ভূয়সীনাং শ্রুতীনাং সাক্ষাদেব অর্থঃ ইত্যর্থঃ। সূত্রম্ অবতারয়তি—"অত উত্তরং পঠতি"—"অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্"।

বিভজতে—'তু শব্দঃ' ইতি। ন এতাঃ শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ মৃদাদীনাং বাগাদীনাং চ চৈতন্যম্ আহুঃ, অপি তু তদধিষ্ঠাত্রীণাং দেবতানাং চিদাত্মনাং, তেন এতচ্ছ্রুতিবলেন ন মৃদাদীনাং বাগাদীনাং চ চৈতন্যম্ আশঙ্কনীয়ম্ ইতি। কস্মাৎ পুনঃ এতদেবম্, ইত্যত আহ—"বিশেষানুগতিভ্যাম্"। তত্র বিশেষং ব্যাচষ্টে—"বিশেষো হি" ইতি। ভোক্তৄণাম্ উপকার্য্যত্বাদ্ ভূতেন্দ্রিয়াণাং চ উপকারকত্বাৎ সাম্যে চ তদনুপপত্তেঃ, সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধেশ্চ, "বিজ্ঞানং চাভবৎ" (তৈঃ উঃ ২।৬) ইতি শ্রুতেশ্চ বিশেষঃ চেতনাচেতনলক্ষণঃ প্রাক্ উক্তঃ স ন উপপদ্যেত। দেবতাশব্দকৃতঃ বা অত্র বিশেষঃ বিশেষশব্দেন উচ্যতে, ইত্যাহ—"অপি চ কৌষীতকিনঃ প্রাণসংবাদে" ইতি। অনুগতিং ব্যাচষ্টে—"অনুগতাশ্চ" ইতি। সর্ব্বত্র ভূতেন্দ্রিয়াদিষু অনুগতা দেবতা অভিমানিনীঃ উপদিশন্তি মন্ত্রাদয়ঃ। অপি চ ভূয়স্যঃ শ্রুতয়ঃ—

"অগ্নির্ব্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশৎ,
আদিত্যঃ চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ" (ঐঃ আঃ ২।৪।২।৪)—

ইত্যাদয়ঃ ইন্দ্রিয়বিশেষগতা দেবতা দর্শয়ন্তি। দেবতাশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞভেদাঃ চেতনাঃ। তস্মাৎ ন ইন্দ্রিয়াদীনাং চৈতন্যং রূপত ইতি। অপি চ প্রাণসংবাদবাক্যশেষে প্রাণানাম্ অস্মদাদি-শরীরাণামিব ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতানাং ব্যবহারং দর্শয়ন্ প্রাণানাং ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠানেন চৈতন্যং দ্রঢয়তি ইত্যাহ—"প্রাণসংবাদবাক্যশেষে চ" ইতি। "তৎ তেজ ঐক্ষত ইত্যপি" ইতি। যদ্যপি প্রথমাধ্যায়ে ভাক্তত্বেন বর্ণিতম্, তথাপি "মুখ্যতয়াপি" কথঞ্চিৎ নেতুং শক্যম্ ইতি দ্রষ্টব্যম্। পূর্ব্বপক্ষম্ উপসংহরতি—"তস্মাৎ" ইতি ॥৫

বেদান্তকল্পতরুঃ।

আর্থত্বে উপোদ্বলকাপেক্ষা তদেব ন, ইত্যাহ—"ন পৃথিব্যাদীনাম্" ইতি। শ্রুতার্থাপত্ত্যনুগৃহীতশ্রুতিভিঃ জগদচেতনত্বশ্রুতয়ঃ চৈতন্যানভিব্যক্তিপরত্বেন ব্যাখ্যেয়া ইত্যর্থঃ। "প্রথমে অধ্যায়ে" ঈক্ষত্যধিকরণে ইতি। "মুখ্যতয়া" ইতি। ঐক্ষত ইত্যস্য মুখ্যত্বং তেজআদিশব্দা লাক্ষণিকা এব, তৎ ইদম্ উক্তম্ "কথঞ্চিৎ" ইতি ॥৫

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

দৃশ্যতে তু ।৬

[সিদ্ধান্ত সূত্র]

ভামতীর অনুবাদ। শ্রুতিদ্বারাও জগতের ব্রহ্মোপাদানত্ব অসিদ্ধ।

"নমু চেতনত্বমপি ক্বচিৎ" এই গ্রন্থদ্বারা অন্য সূত্রের আরম্ভ করিবার জন্য আশঙ্কা করিতেছেন। ইহার অর্থ—পৃথিবী আদির চৈতন্য কেবল অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারাই যে বুঝা যাইতেছে তাহা নহে; কিন্তু বহু শ্রুতিরই ইহা স্পষ্ট অর্থই।

"অত উত্তরং পঠতি এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার **"অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্"** এই সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। **"তু শব্দ"** এই পদের দ্বারা সূত্রাংশ বিভাগ করিতেছেন। এই মৃত্তিকাদি পদার্থের ও বাক্যপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের যে সাক্ষাৎ চৈতন্য আছে, ইহা এই শ্রুতিগণ বলিতেছেন না, কিন্তু মৃত্তিকাদি পদার্থের ও বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের যে চৈতন্যযুক্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে, আর তাহাদিগেরই চৈতন্য আছে--ইহাই বলিতেছেন। অতএব এই শ্রুতিবলে মৃত্তিকাদির বা বাগাদির চৈতন্য আছে—ইহা আশঙ্কা করা উচিত নহে। কেন আশঙ্কা করা উচিত নহে? এইজন্য **"বিশেষানুগতিভ্যাম্"** এই কথা বলিতেছেন। তন্মধ্যে **"বিশেষো হি"** এই গ্রন্থদ্বারা বিশেষপদকে ব্যাখ্যা করিতেছেন। যেহেতু জীবগণ উপকৃত হয় এবং পৃথিবীপ্রভৃতি ভূতগণ ও বাক্প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের উপকার করে। উভয়ই যদি সমান হয়, তাহা হইলে ঐ উপকার্য্য-উপকারকভাব সঙ্গত হয় না। আর ইহা সকল লোকেই জানে এবং শ্রুতিও বলিয়াছেন **"বিজ্ঞানম্ চাভবৎ"** "চেতনও হইয়াছিল" এইজন্যও চেতন ও অচেতনরূপ যে পার্থক্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় না। **"অপি চ কৌষীতকিনঃ প্রাণসম্বাদে"** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন যে, আরও শ্রুতি দেবতাশব্দের দ্বারা যে বিশেষ করিয়াছেন, এখানে সূত্রে বিশেষ শব্দের দ্বারা তাহাই বলিতেছেন। **"অনুগতাশ্চ"** এই গ্রন্থদ্বারা অনুগতি শব্দকে ব্যাখ্যা করিতেছেন। মন্ত্র অর্থবাদ প্রভৃতি শাস্ত্রসকল ভূত ও ইন্দ্রিয়প্রভৃতি সকল স্থানে অবস্থিত অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে অনুগত বলিতেছেন। আরও এক কথা—

"অগ্নির্ব্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ, বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা
নাসিকে প্রাবিশৎ, আদিত্যঃ চক্ষুর্ভূত্বা অক্ষিণী প্রাবিশৎ" (ঐঃ আঃ ২।৪।২।৪)

অর্থাৎ "অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছিল, বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকাতে প্রবেশ করিয়াছিল, সূর্য্য চক্ষু হইয়া চক্ষুদ্বয়ে প্রবেশ করিয়াছিল", ইত্যাদি বহু শ্রুতি ইন্দ্রিয়বিশেষে অবস্থিত দেবতাকে বুঝাইয়া দিতেছে। চৈতন্যযুক্ত ক্ষেত্রজ্ঞকে দেবতা বলে। অতএব ইন্দ্রিয়গণের যে চৈতন্য আছে, ইহা বুঝা যাইতেছে না। আরও **"প্রাণসংবাদবাক্যশেষে চ"** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়গণের বিবাদবাক্যের শেষে জীবকর্ত্তৃক আশ্রিত আমাদের শরীরের মত জীবাশ্রিত ইন্দ্রিয়গণের ব্যবহার দেখাইয়া জীবের আশ্রয়বশতঃ যে ইন্দ্রিয়গণের চৈতন্য হইয়াছে, তাহা দৃঢ় করিতেছেন। **"ত তেজ ঐক্ষত** এই গ্রন্থকে যদিও প্রথম অধ্যায়ে গৌণবৃত্তিদ্বারাব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তথাপি মুখ্যবৃত্তিদ্বারাও কোন রকমে লইয়া যাইতে পারা যায়, ইহা বুঝিতে হইবে। **"তস্মাৎ"** এই গ্রন্থদ্বারা পূর্ব্বপক্ষের উপসংহার করিতেছেন।৫

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিলক্ষণত্বাৎ চ ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকম্ ইতি আক্ষিপ্তে প্রতিবিধত্তে—

দৃশ্যতে তু।৬ *

"তু" শব্দঃ [পূর্ব্ব]পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। যদুক্তং বিলক্ষণত্বাৎ নেদং জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিকমিতি, নায়ম্ একান্তঃ। দৃশ্যতে হি লোকে চেতনত্বেন প্রসিদ্ধেভ্যঃ পুরুষাদিভ্যো বিলক্ষণানাং কেশ-নখাদীনাম্ উৎপত্তিঃ, অচেতনত্বেন চ প্রসিদ্ধেভ্যো গোময়াদিভ্যো বৃশ্চিকাদীনাম্।

নমু অচেতনান্যেব পুরুষাদিশরীরাণি অচেতনানাং কেশনখাদীনাং কারণানি, অচেতনান্যেব চ বৃশ্চিকাদিশরীরাণি অচেতনানাং গোময়াদীনাং কার্য্যাণি ইতি, উচ্যতে—এবমপি কিঞ্চিৎ অচেতনং চেতনস্য আয়তনভাবম্ উপগচ্ছতি, কিঞ্চিৎ ন—ইতি অস্ত্যেব বৈলক্ষণ্যম্।

* এই সূত্র হইতে সিদ্ধান্ত আরম্ভ। কারণ এস্থলে "তু" শব্দটী পূর্ব্বপক্ষের নিষেধসূচক। অবশ্য ইহার পূর্ব্বসূত্রেও "তু" শব্দ আছে, কিন্তু তজ্জন্য তাহা সিদ্ধান্ত সূত্র হয় নাই। কারণ, তাহার পরও এই সূত্রে "তু" শব্দ রহিয়াছে। এজন্য ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ব্বপক্ষীর উদ্ভাবিত শঙ্কার নিষেধসূচক। আর এই সূত্রের "তু" শব্দটী সমগ্র পূর্ব্বপক্ষের নিষেধসূচক।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[দৃশ্যতে তু ।৬] [সিঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

মহাংস্ত অয়ং পারিণামিকঃ স্বভাববিপ্রকর্ষঃ, পুরুষাদীনাং কেশনখাদীনাং চ স্বরূপাদিভেদাৎ, তথা গোময়াদীনাং বৃশ্চিকাদীনাং চ। অত্যন্তসারূপ্যে চ প্রকৃতিবিকারভাব এব প্রলীয়েত। অথ উচ্যেত—অস্তি কশ্চিৎ পার্থিবত্বাদিস্বভাবঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদিষু অনুবর্ত্তমানঃ গোময়াদীনাং [চ] বৃশ্চিকাদিষু ইতি। ব্রহ্মণোঽপি তর্হি সত্তালক্ষণঃ স্বভাব আকাশাদিষু অনুবর্ত্তমানো দৃশ্যতে। বিলক্ষণত্বেন চ কারণেন ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বং জগতো দূষয়তা কিম্ অশেষস্য ব্রহ্মস্বভাবস্য অননুবর্ত্তনং বিলক্ষণত্বম্ অভিপ্রেয়তে, উত যস্য কস্যচিৎ অথ চৈতন্যস্য ইতি বক্তব্যম্। প্রথমে বিকল্পে সমস্তপ্রকৃতিবিকারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। ন হি অসতি অতিশয়ে প্রকৃতিবিকার[ভাব] ইতি ভবতি। দ্বিতীয়ে চ অপ্রসিদ্ধত্বম্। দৃশ্যতে হি সত্তালক্ষণো ব্রহ্মস্বভাব আকাশাদিষু অনুবর্ত্তমান ইতি উক্তম্। তৃতীয়ে তু দৃষ্টান্তাভাবঃ। কিং হি যৎ চৈতন্যেন অনন্বিতং তৎ অব্রহ্মপ্রকৃতিকং দৃষ্টমিতি ব্রহ্ম[কারণ]বাদিনং প্রতি উদাহ্রিয়েত। সমস্তস্য [অস্য] বস্তুজাতস্য ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভ্যুপগমাৎ।

ভাষ্যানুবাদ। জগতের উপাদান ব্রহ্ম—সিদ্ধান্তপক্ষ।

আর জগৎ বিলক্ষণ বলিয়া ব্রহ্মপ্রকৃতিক নহে, এইরূপ আক্ষেপের সমাধান করিতেছেন—"**দৃশ্যতে তু**।" ইহার শব্দার্থ অর্থ—না, দেখা যায়।

সূত্রার্থ—"তু" অর্থ কিন্তু, অর্থাৎ জগৎ অচেতনপ্রকৃতিক নহে, কারণ, "দৃশ্যতে" অর্থাৎ দেখা যায়। সূত্রস্থিত "তু" শব্দ পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষকে নিবারণ করিতেছে। প্রধানবাদী যে, বলিয়াছিলেন যে, ব্রহ্ম অপেক্ষা বিলক্ষণ বলিয়া এই জগৎ ব্রহ্মরূপ উপাদানকারণের কার্য্য নহে, ইহা একান্ত অর্থাৎ অব্যভিচারী নিয়ম নহে। কারণ, জগতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ পুরুষপ্রভৃতি হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক্ (অচেতন) কেশনখপ্রভৃতির উৎপত্তি হয়। অচেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ গোময়প্রভৃতি হইতে (চেতন) বৃশ্চিকপ্রভৃতির উৎপত্তি হয়।

যদি বল—অচেতন পুরুষের যে শরীর, তাহারাই অচেতন কেশনখাদির কারণ এবং অচেতন যে বৃশ্চিকাদির শরীর, তাহারাই অচেতন গোময়াদির কার্য্য; তাহা হইলে ইহার উত্তর বলিতেছি। অর্থাৎ তাহা হইলেও কোন অচেতন চেতনের আশ্রয় হয়—এবং কোন অচেতন চেতনের আশ্রয় হয় না—এইরূপ বৈলক্ষণ্য ত আছেই। এবং পুরুষপ্রভৃতি প্রকৃতির এবং কেশনখপ্রভৃতি বিকারের আকার ও পরিণামাদির ভেদ থাকায় এবং গোময়াদি উপাদানের ও বৃশ্চিকাদি কার্য্যের ঐরূপ ভেদ থাকায় এই পারিণামিক অর্থাৎ কেশনখাদিগত পরিণামরূপ স্বভাবের অত্যন্ত পার্থক্য দেখা যায়। প্রকৃতি ও বিকৃতি সম্পূর্ণ একরূপ হইলে প্রকৃতিবিকৃতিভাবই অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব নষ্ট হইয়া যায়।

যদি বল—পুরুষাদির পার্থিবত্বাদি অর্থাৎ পৃথিবীপরিণামপ্রভৃতি কোন একটি ধর্ম্ম, কেশনখাদিকার্য্যে অনুগত হয় এবং গোময়াদির কোন একটি ধর্ম্ম বৃশ্চিকাদিতে অনুগত হয়। তাহা হইলে ইহার উত্তরে বলিব যে, তাহা হইলে ব্রহ্মেরও সত্তারূপ ধর্ম্ম আকাশাদিতে অনুগত হইতে দেখা যায়। কার্য্যকারণের বৈলক্ষণ্যবশতঃ জগতের ব্রহ্মকারণবাদকে দোষ দিতে যাইয়া আপনি কি মনে করিতেছেন যে, (ক) ব্রহ্মের সমস্ত ধর্ম্মের জগতে অনুবৃত্তি না হওয়াই বৈলক্ষণ্য? অথবা (খ) যে কোন একটি ধর্ম্মের অনুবৃত্তি না হওয়াই বৈলক্ষণ্য? কিংবা চৈতন্যের অনুবৃত্তি না হওয়াই বৈলক্ষণ্য—ইহা (আপনাকে) বলিতে হইবে। যদি বলেন—প্রথম পক্ষই আপনার অভিপ্রেত, তাহা হইলে সমস্ত প্রকৃতিবিকৃতিভাব অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব জগৎ হইতে লোপ পাইয়া যায়; কারণ, কিছুমাত্র পার্থক্য না থাকিলে কার্য্যকারণভাব হয় না। আর যদি বলেন—দ্বিতীয় পক্ষই আপনার অভিপ্রেত; তাহা হইলে বলিব—সেই হেতুটী অসিদ্ধ; কারণ, সত্তারূপ ব্রহ্মধর্ম্ম আকাশাদিতে অনুগত হইতে দেখা যায়—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অর্থাৎ আকাশাদি কার্য্যে ব্রহ্মের সত্তারূপ ধর্ম্ম অনুগত হওয়ায় উক্তবিধ বৈলক্ষণ্যরূপ হেতু অসিদ্ধ, যথা—"পর্ব্বতো বহ্নিমান্, কাঞ্চনময়ধূমাৎ" এস্থলে কাঞ্চনময় ধূমহেতুটী অসিদ্ধ, অতএব উক্ত অনুমানে হেত্বসিদ্ধ দোষ হইল। আর যদি বলেন—তৃতীয় পক্ষই আপনার অভিপ্রেত, তাহা হইলে বলিব যে, তাহাতে দৃষ্টান্তাভাবরূপ দোষ হয়। কারণ, দেখা গিয়াছে, যাহা চৈতন্যযুক্ত নহে, তাহা ব্রহ্মরূপ উপাদানের কার্য্য নহে—ইহাই কি আপনি ব্রহ্মবাদীকে (বেদান্তীকে) বলিবেন? কিন্তু তাহা বলিতে পারেন না; কারণ,

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[দৃশ্যতে তু।৬] [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্মকারণবাদী সমস্ত আকাশাদি পদার্থকেই ব্রহ্মরূপ উপাদানের কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন। অর্থাৎ এই তৃতীয় পক্ষে দৃষ্টান্তাভাবরূপ অসাধারণ নামক দোষ হইল, কারণ যে হেতু সপক্ষেও থাকে না, বিপক্ষেও থাকে না, কিন্তু কেবল পক্ষে যদি থাকে, তাহাকে অসাধারণ বলে; যথা—"শব্দঃ অনিত্যঃ, শব্দত্বাৎ" এখানে শব্দত্ব হেতু কেবল শব্দরূপ পক্ষে আছে, এইজন্য উহা অসাধারণ হয়। প্রকৃতস্থলে উক্ত হেতু পক্ষমাত্রবৃত্তি হওয়ায় অর্থাৎ দৃষ্টান্তে না থাকায় অসাধারণ নামক দোষ হইল।

ভামতী।

সিদ্ধান্তসূত্রং "দৃশ্যতে তু"। প্রকৃতিবিকারভাবে হেতুং সারূপ্যং বিকল্প্য দূষয়তি—"অত্যন্তসারূপ্যে চ" ইতি। প্রকৃতিবিকারভাবাভাবহেতুং বৈলক্ষণ্যং বিকল্প্য দূষয়তি—"বিলক্ষণত্বেন চ কারণেন" ইতি। সর্ব্বস্বভাবানমুবর্ত্তনং প্রকৃতিবিকারভাবাবিরোধি। তদনুবর্ত্তনে তাদাত্ম্যেন প্রকৃতিবিকারভাবাভাবাৎ। মধ্যমস্তু অসিদ্ধঃ; তৃতীয়স্তু নিদর্শনাভাবাৎ অসাধারণ ইত্যর্থঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

সাধ্যাসাধকঃ পক্ষে এব বর্ত্তমানঃ "অসাধারণঃ"। যথা - সর্ব্বং ক্ষণিকং, সত্ত্বাৎ, ইতি। এবং চৈতন্যানন্বিতত্বমপি ইত্যাহ—"তৃতীয়স্তু" ইতি।

ভামতীর অনুবাদ। জগতের ব্রহ্মকারণতার বিরুদ্ধে পূর্ব্বপক্ষীর যুক্তি খণ্ডন।

পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরাকরণের জন্য ভগবান্ সূত্রকার "দৃশ্যতে তু" এই সিদ্ধান্তসূত্র বলিতেছেন। প্রকৃতিবিকৃতিভাবের প্রতি পূর্ব্বপক্ষবাদী যে সারূপ্যকে হেতু কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই হেতুকে দুই প্রকারে কল্পনা করিয়া ভাষ্যকার "অত্যন্তসারূপ্যে চ" এই গ্রন্থদ্বারা দোষ দিতেছেন। প্রকৃতিবিকৃতিভাব না হওয়ার প্রতি পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বৈলক্ষণ্যকে হেতু কল্পনা করিয়াছিলেন, সেই হেতুকে তিন প্রকারে কল্পনা করিয়া ভাষ্যকার "বিলক্ষণত্বেন চ কারণেন" এই গ্রন্থদ্বারা দোষ দিতেছেন। বিকৃতিতে প্রকৃতির সকল ধর্ম্মের অনুবৃত্তি না হওয়া প্রকৃতিবিকৃতিভাবের অবিরোধী, অর্থাৎ বিকৃতিতে প্রকৃতির সকল ধর্ম্মের অনুবৃত্তি না হইলে প্রকৃতিবিকৃতিভাব হইয়া থাকে। কারণ, বিকৃতিতে প্রকৃতির সকল ধর্ম্মের অনুবৃত্তি হইলে তাহা প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হইয়া যায় বলিয়া প্রকৃতিবিকৃতিভাব হয় না। মধ্যমটী অর্থাৎ দ্বিতীয় হেতুটী অসিদ্ধ, (ভাষ্যানুবাদ দেখুন)। তৃতীয় হেতুটী দৃষ্টান্ত না থাকায় অসাধারণ, (ভাষ্যানুবাদ দেখুন) ইহাই তাৎপর্য্য।

শাঙ্করভাষ্যম্।

আগমবিরোধস্তু প্রসিদ্ধ এব। চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চ ইতি আগমতাৎপর্য্যস্য প্রসাধিতত্বাৎ। যৎ [তু] উক্তং—পরিনিষ্পন্নত্বাদ্ ব্রহ্মণি প্রমাণান্তরাণি সম্ভবেয়ুরিতি, তদপি মনোরথমাত্রম্। রূপাদ্যভাবাদ্ হি ন অয়মর্থঃ প্রত্যক্ষস্য গোচরঃ। লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চ ন অনুমানাদীনাম্। আগমমাত্রসমধিগম্য এব তু অয়ম্ অর্থো ধর্ম্মবৎ। তথা চ শ্রুতিঃ—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ"। (কঠঃ উঃ ১।২।৯) ইতি

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ। ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব" (ঋঃ সং ১০।১৩০।৬) ইতি চ—

এতে ঋচৌ সিদ্ধানামপি ঈশ্বরাণাং দুর্ব্বোধতাং জগৎকারণস্য দর্শয়তঃ। স্মৃতিরপি ভবতি—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" [মহাভাঃ শান্তিপর্ব্ব] ইতি

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে, (গীঃ ২।২৫) ইতি চ।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।

অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ। (গীঃ ১০।২) ইতি চ এবং জাতীয়কা।

যদপি শ্রবণব্যতিরেকেণ মননং বিদধৎ শব্দ এব তর্কমপি আদর্ত্তব্যং দর্শয়তি ইত্যুক্তম্। অনেন মিষেণ শুষ্কতর্কস্য আত্মলাভঃ সম্ভবতি। শ্রুত্যনুগৃহীত এব হি অত্র তর্কঃ অনুভবাঙ্গত্বেন আশ্রীয়তে। স্বপ্নান্তবুদ্ধান্তয়োঃ উভয়োঃ ইতরেতরব্যভিচারাৎ আত্মনঃ অনন্বাগতত্বং, সম্প্রসাদে চ প্রপঞ্চপরিত্যাগেন সদাত্মনা সম্পত্তেঃ নিষ্প্রপঞ্চসদাত্মত্বং প্রপঞ্চস্য

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[দৃশ্যতে তু ।৬] [সিঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ব্রহ্মপ্রভবত্বাৎ কার্য্যকারণানন্যত্বন্যায়েন ব্রহ্মাব্যতিরেক ইতি এবংজাতীয়কঃ।

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ……" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১১) ইতি চ—

কেবলস্য তর্কস্য বিপ্রলম্ভকত্বং দর্শয়িষ্যতি। যোঽপি চেতনকারণশ্রবণবলেনৈব সমস্তস্য জগতঃ চেতনতাম্ উৎপ্রেক্ষেত তস্যাপি—

"বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ" (তৈঃ উঃ ২।৬) ইতি—

চেতনাচেতনবিভাগশ্রবণং বিভাবনাবিভাবনাভ্যাং চৈতন্যস্য শক্যতে এব যোজয়িতুম্। পরস্যৈব তু ইদমপি বিভাগশ্রবণং ন যুজ্যতে। কথম্? পরমকারণস্য হি অত্র সমস্তজগদাত্মনা সমবস্থানং শ্রাব্যতে—

"বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ অভবৎ" (তৈঃ উঃ ২।৬) ইতি।

তত্র যথা চেতনস্য অচেতনভাবো ন উপপদ্যতে বিলক্ষণত্বাৎ, এবম্ অচেতনস্যাপি চেতনভাবো ন উপপদ্যতে। প্রত্যুক্তত্বাৎ তু বিলক্ষণত্বস্য যথাশ্রুত্যৈব চেতনং কারণং গ্রহীতব্যং ভবতি।৬ (সূত্র)

ভাষ্যানুবাদ। সিদ্ধবস্তু হইলেই যে অন্য প্রমাণগম্য হয়, তাহা নহে।

পূর্ব্বপক্ষীর মত যে বেদবিরুদ্ধ, তাহা ত প্রসিদ্ধই আছে; কারণ, চেতন ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ, ইহাই যে বেদের অভিপ্রায়, তাহা প্রসাধিত হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। আর যে বলা হইয়াছিল যে, ব্রহ্ম পরিনিষ্পন্ন বস্তু বলিয়া অর্থাৎ সিদ্ধবস্তু বলিয়া তাহাতে প্রত্যক্ষাদি অন্যপ্রমাণসকল সম্ভব হইতে পারে, তাহাও কল্পনামাত্র; কারণ, রূপাদি না থাকায় এই ব্রহ্মবস্তু প্রত্যক্ষের বিষয় নহে; আর হেতুপ্রভৃতি না থাকায় অনুমানাদিরও বিষয় নহে। কিন্তু ধর্ম্ম যেমন কেবল শাস্ত্ররূপ প্রমাণের বিষয় হয়, তেমনই এই ব্রহ্মবস্তুও একমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণেরই বিষয় হয়। শ্রুতি ইহাই বলিতেছেন, যথা—

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ" (কঠঃ উঃ ১।২।৯)

অর্থাৎ "হে প্রিয়তম নচিকেতা? এই ব্রহ্মবিষয়ণী বুদ্ধি শুষ্কতর্কদ্বারা পাওয়া যায় না, অথবা কুতর্কদ্বারা বাধিত করা উচিত নহে, কিন্তু বেদজ্ঞ আচার্য্যকর্ত্তৃক প্রোক্ত হইলে ইহা হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া যায়।

"কো অদ্ধা বেদ, ক ইহ প্রবোচৎ, ইয়ং বিসৃষ্টি র্যত আবভূব" (ঋঃ সং ১।৩০।৬)

অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই নানাবিধ সৃষ্টি সম্যক্‌রূপে হইয়াছে, তাঁহাকে কোন্ ব্যক্তি সাক্ষাৎ জানিতে পারে? (জানা দূরে থাকুক্) এ জগতে কে তাঁহাকে বলিয়া দিতে পারে? অর্থাৎ কেহই তাঁহার বিষয় পূর্ণরূপে বলিয়া দিতে পারে না। এই দুইটি ঋক্‌মন্ত্র দেখাইতেছে যে, যাঁহারা ঈশ্বরপদবাচ্য সিদ্ধপুরুষ, সেই সিদ্ধপুরুষগণের পক্ষেও জগৎকারণ ব্রহ্মকে জানিতে পারা অতি কষ্টকর। স্মৃতিও আছে, যথা—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" (মহাভাঃ ?)

অর্থাৎ যে সকল বিষয় চিন্তার অতীত তাহাদিগকে তর্কের সহিত যোগ করিতে নাই। অর্থাৎ সে বিষয়ে কোন তর্ক করিতে নাই।

"অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" (গীতা ২।২৫)

অর্থাৎ এই আত্মাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য এবং অবিকার্য্য বলা হয়। অব্যক্ত, অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়েরই বিষয় হয় না, এবং অচিন্ত্য অর্থাৎ চিন্তারও বিষয় নহে এবং অবিকার্য্য, অর্থাৎ দুগ্ধ যেমন দধিসংযোগে বিকৃতি হয়, আত্মা সেরূপ বিকৃত হন না; কারণ, তিনি নিরবয়ব। নিরবয়ব কোন বস্তু বিকৃত হইতে দেখা যায় না।

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদি র্হি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ॥ (গীতা ১০।২)

অর্থাৎ দেবগণ এবং মহর্ষিগণও আমার প্রভাব অর্থাৎ প্রভুতাশক্তি কত তাহা, অথবা আমার উৎপত্তি জানেন না। যেহেতু আমি সকল প্রকারেই দেবগণ ও মহর্ষিগণের আদি। এই জাতীয় বহু প্রমাণ আছে, যাহাদ্বারা জানা যায় যে, ব্রহ্ম ধর্ম্মের ন্যায় আগমপ্রমাণমাত্রগম্য।

ভাষ্যানুবাদ। মনন বিধান করায়ও ব্রহ্ম অনুমানাদিগম্য নহে।

আরও যে পূর্ব্বপক্ষী বলিয়াছেন যে, শব্দ অর্থাৎ শ্রুতিই শ্রবণব্যতীত অর্থাৎ শ্রবণের পর মনন বিধান করায়, তর্কেরও আদর করা উচিত—ইহা দেখাইতেছেন, ইত্যাদি; কিন্তু ইহা দ্বারা মননবিধিচ্ছলেও শুষ্কতর্কের অর্থাৎ শ্রুত্যনপেক্ষ তর্কের আত্মলাভ সম্ভব হয় না, অর্থাৎ এই ব্রহ্মজ্ঞানরূপ বিষয়ে শুষ্কতর্কের উপযোগিতা নাই; কারণ, শ্রুত্যনুগৃহীত অর্থাৎ শ্রুতিদ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় হইলে পর অসম্ভাবনাদি পুরুষদোষনিবারণের জন্য গৃহীত তর্ককে অনুভবের অঙ্গরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সাধনরূপে আশ্রয় করা হয়। সেই শ্রুত্যনুগৃহীত তর্ক এই প্রকার যথা—স্বপ্নান্তের ও বুদ্ধান্তের অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থা ও জাগরিতাবস্থার পরস্পর ব্যভিচার থাকায়, অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থায় জাগরিতাবস্থা এবং জাগরিতাবস্থায় স্বপ্নাবস্থা থাকে না বলিয়া আত্মা অনন্বাগত হয়, অর্থৎ এই অবস্থাদ্বয়ের সহিত অবস্থারহিত আত্মার সম্পর্ক হয় না; এবং সম্প্রসাদে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে প্রপঞ্চ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মা সৎস্বরূপে সম্পন্ন হন বলিয়া, অর্থাৎ নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মস্বরূপ হন বলিয়া, আত্মা প্রপঞ্চাতীত সৎস্বরূপ হন; আর কার্য্যকারণের অনন্যত্বন্যায়ে, অর্থাৎ কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে—এই যুক্তি অনুসারে প্রপঞ্চ অর্থাৎ জগৎ, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে—ইত্যাদি; অর্থাৎ এই জাতীয় শ্রুত্যনুগৃহীত তর্ক অনুভবের অঙ্গরূপে আশ্রয় করা হয়। আর কেবল তর্কের বিপ্রলম্ভকত্ব অর্থাৎ অপ্রমাপকত্ব অর্থাৎ শুষ্কতর্ক হইতে যে যথার্থজ্ঞান জন্মে না, ইহা —

"তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ" (২।১।১১)

এই সূত্রে ভগবান্ সূত্রকারই দেখাইবেন। আর যে ব্যক্তি, চেতনব্রহ্ম জগতের কারণ, এই শ্রুতিবলেই সমগ্র-জগৎকে চেতন বলিয়া উৎপ্রেক্ষা করেন, অর্থাৎ জগৎকেও চেতন বলেন, তিনিও—

"বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ অভবৎ" (তৈঃ উঃ ২।৬)

অর্থাৎ ব্রহ্মই বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান হইয়াছেন, এই শ্রুতি হইতে অবগত জগতের যে চেতন ও অচেতনরূপ বিভাগ, তাহা চৈতন্যের বিভাবন ও অবিভাবনদ্বারা অর্থাৎ অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিদ্বারা যোজনা করিতে পারেন অর্থাৎ জগতের চেতনত্বসিদ্ধি করিতে পারেন; কিন্তু জগতের প্রধানকারণতাবাদী পূর্ব্বপক্ষী সাংখ্যের মতে জগৎ, চেতন ও অচেতন ভেদে দুই প্রকার—এই বিভাগবোধক শ্রুতিবাক্যকে যোজনা করিতে পারা যায় না। কারণ, **বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ অভবৎ**" এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, যিনি পরম কারণ, তিনি জগৎরূপে সমবস্থিত হইয়াছেন। এস্থলে বিলক্ষণত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ চেতন ও অচেতন ভিন্নপ্রকার বলিয়া চেতনপদার্থের অচেতন হওয়া যেমন সম্ভব নহে, তদ্রূপ অচেতন প্রধানেরও চেতন হওয়া উপপন্ন হয় না। কিন্তু বিলক্ষণত্বরূপ হেতুকে অপ্রয়োজকত্ব এবং ব্যভিচার প্রদর্শনদ্বারা পূর্ব্বে নিরাস করা হইয়াছে বলিয়া, যে ভাবে শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তদনুসারেই চেতনব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। ইতি ৬ষ্ঠ সূত্র ভাষ্যব্যাখ্যা।

ভামতী।

অথ জগদ্‌যোনিতয়া আগমাৎ ব্রহ্মণঃ অবগমাৎ আগমবাধিতবিষয়ত্বম্ অনুমানস্য কস্মাৎ ন উদ্ভাব্যতে? ইত্যত আহ—"আগমবিরোধস্তু" ইতি। ন চ অস্মিন্ আগমৈকসমধিগমনীয়ে ব্রহ্মণি প্রমাণান্তরস্য অবকাশঃ অস্তি—যেন তদুপাদায় আগম আক্ষিপ্যেত, ইত্যাশয়বান্ আহ—"যত্তু উক্তং পরিনিষ্পন্নত্বাৎ ব্রহ্মণি" ইতি। যথা হি কার্য্যত্বাবিশেষেঽপি—

"আরোগ্যকামঃ পথ্যম্ অশ্নীয়াৎ" "স্বরকামঃ সিকতাং ভক্ষয়েৎ"

ইত্যাদীনাং মানান্তরাপেক্ষতা, ন তু—

"দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদীনাম্।

তৎ কস্য হেতোঃ? অস্য কার্য্যভেদস্য প্রমাণান্তরাগোচরত্বাৎ। এবং ভূতত্বাবিশেষেঽপি পৃথিব্যাদীনাং মানান্তরগোচরত্বং ন তু ভূতস্যাপি ব্রহ্মণঃ, তস্য আম্নায়ৈকগোচরস্য অতিপতিতসমস্তমানান্তরসীমতয়া স্মৃত্যাগমসিদ্ধত্বাৎ ইত্যর্থঃ। যদি স্মৃত্যাগমসিদ্ধং ব্রহ্মণঃ তর্কাবিষয়ত্বং, কথং তর্হি শ্রবণাতিরিক্তমননবিধানম্ ইত্যত আহ—"যদপি শ্রবণব্যতিরেকেণ" ইতি। তর্কো হি প্রমাণবিষয়বিবেচকতয়া তদিতিকর্ত্তব্যতাভূতঃ তদাশ্রয়ঃ অসতি প্রমাণে অনুগ্রাহ্যস্য আশ্রয়স্য অভাবাৎ শুষ্কতয়া ন আদ্রিয়তে। যস্তু আগমপ্রমাণাশ্রয়ঃ তদ্‌বিষয়বিবেচকঃ তদবিরোধী স "মন্তব্য" ইতি বিধীয়তে। "শ্রুত্যনুগৃহীতে"তি। শ্রুত্যাঃ শ্রবণস্য পশ্চাৎ ইতিকর্ত্তব্যতাত্বেন গৃহীতঃ। "অনু-

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[দৃশ্যতে তু ।৬] [সিঃ সূঃ]

ভামতী।

ভবাঙ্গত্বেন” ইতি। মতো হি ভাব্যমানো ভাবনায়া বিষয়তয়া অনুভূতো ভবতি—ইতি মননম্ অনুভবাঙ্গম্। “আত্মনঃ অনন্বাগতত্বম্” ইতি। স্বপ্নাদ্যবস্থাভিঃ অসংপৃক্তত্বম্, উদাসীনত্বম্ ইত্যর্থঃ। অপি চ চেতনকারণবাদিভিঃ কারণসালক্ষণ্যেঽপি কার্য্যস্য কথঞ্চিৎ চৈতন্যাবির্ভাবানাবির্ভাবাভ্যাম্—

“বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চাভবৎ” (তৈঃ উঃ ২।৬), ইতি—

জগৎকারণে যোজয়িতুং শক্যম্। অচেতনপ্রধানকারণবাদিনাং তু দুর্যোজম্ এতৎ। ন হি অচেতনস্য জগৎকারণস্য বিজ্ঞানরূপতা সম্ভবিনী। চেতনস্য জগৎকারণস্য সুষুপ্ত্যাদ্যবস্থাসু ইব সতোঽপি চৈতন্যস্য অনাবির্ভাবতয়া শক্যমেব কথঞ্চিদ্ অবিজ্ঞানাত্মত্বং যোজয়িতুম্ ইত্যাহ—“যোঽপি চেতনকারণশ্রবণবলেন” ইতি। পরস্যৈব তু অচেতনপ্রধানকারণবাদিনঃ সাংখ্যস্য ন যুজ্যেত। “প্রত্যুক্তত্বাৎ তু বৈলক্ষণ্যস্য” ইতি। বৈলক্ষণ্যে কার্য্যকারণভাবো নাস্তি ইতি অভ্যুপেত্য ইদম্ উক্তম্। পরমার্থতস্তু ন অস্মাভিঃ এতৎ অভ্যুপেয়তে ইত্যর্থঃ ।৬

বেদান্তকল্পতরুঃ।

“প্রমাণ” ইতি। প্রমাণবিষয়স্য বচনযুক্ত্যাভাসনিরাসেন বিবেচকতয়া ইত্যর্থঃ। শ্রবণপাশ্চাত্ত্যাসম্ভাবনানিরাসকবাচারম্ভণত্বাদি তর্কাভিপ্রায়ম্। মননস্য সাক্ষাৎকারাঙ্গত্বং ধ্যানব্যবধানেন ইত্যাহ—“মতো হি” ইতি। অচেতনস্য জগৎকারণস্য সর্গোত্তরকালং বিজ্ঞানাত্মকজীবরূপতা ন সম্ভবতি ইত্যর্থঃ ।৬

ভামতীর অনুবাদ। ব্রহ্ম ধর্ম্মের ন্যায় শ্রুতিমাত্রগম্য।

এখন ব্রহ্ম জগদ্‌যোনি অর্থাৎ জগতের উপাদান কারণ—ইহা বেদ হইতে অবগত হওয়া যায় বলিয়া অনুমানের বিষয় বেদকর্তৃক বাধিত—এই দোষ দেওয়া হইতেছে না কেন? এইজন্য বলিতেছেন—“**আগমবিরোধস্তু ইতি**”। আর বেদৈকগম্য ব্রহ্মেও প্রত্যক্ষাদি অন্য কোন প্রমাণের অবসরই নাই, যাহাতে সেই প্রমাণ অবলম্বনে বেদের উপর আশঙ্কা করিতে পার, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“**যৎ তু উক্তং পরিনিষ্পন্নত্বাৎ ব্রহ্মণি**” ইতি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্যগত কোন তারতম্য না থাকিলেও, অর্থাৎ উভয়েই পুরুষের কৃতিসাধ্য হইলেও “**আরোগ্যকামঃ পথ্যম্ অশ্নীয়াৎ**” অর্থাৎ যিনি আরোগ্য কামনা করেন তিনি হিতকর দ্রব্য আহার করিবেন; “**স্বরকামঃ সিকতাং ভক্ষয়েৎ**” অর্থাৎ যিনি কণ্ঠস্বর কামনা করেন তিনি সিকতা অর্থাৎ চিনি ভক্ষণ করিবেন, ইত্যাদি বিধি যেমন অন্য প্রমাণকে অপেক্ষা করে, তদ্রূপ কিন্তু “**দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত**” অর্থাৎ “যিনি স্বর্গকামনা করেন তিনি দর্শপৌর্ণমাস যাগ করিবেন” ইত্যাদি বিধি অন্য প্রমাণকে অপেক্ষা করে না, তাহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, এই প্রকার কার্য্যভেদ অর্থাৎ দর্শপূর্ণমাসের ফল যে স্বর্গ, তাহা প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণের বিষয় হয় না; এইরূপ ভূতত্বের অবিশেষ হইলেও অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ও ব্রহ্ম ভূতবস্তু অর্থাৎ সিদ্ধ বস্তু হইলেও পৃথিব্যাদি বস্তু অন্য প্রমাণের বিষয় হয়, কিন্তু ব্রহ্ম বস্তু ভূতবস্তু হইলেও অন্য প্রমাণের বিষয় হয় না। কারণ, একমাত্র বেদগম্য সেই ব্রহ্মবস্তু অন্য সকলপ্রমাণের সীমাকে অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া স্মৃতি ও আগমসিদ্ধ হয়। যদি ব্রহ্মের তর্কাবিষয়ত্ব স্মৃতি ও আগমসিদ্ধ হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম তর্কের বিষয় নহে—ইহা যদি স্মৃতি ও বেদ হইতে স্থিরভাবে জানা গিয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রবণ ব্যতীত মননের বিধান করা হইল কেন? এইজন্য বলিতেছেন—“**যদপি শ্রবণব্যতিরেকেণ**” ইত্যাদি। যেহেতু তর্ক কুতর্কাদির নিরাস করিয়া প্রমাণের প্রতিপাদ্যবিষয়কে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেয় বলিয়া প্রমাণের ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ অঙ্গস্বরূপ হয় এবং প্রমাণকে আশ্রয় করিয়া থাকে, প্রমাণ না থাকিলে অনুগ্রাহ্য আশ্রয়ের অভাববশতঃ অর্থাৎ যাহার উপকার করিবে, সেই আশ্রয় না থাকায় শুষ্ক অর্থাৎ নিরর্থক হইয়া যায়, আর তজ্জন্য তাহা আদরণীয় হয় না। কিন্তু যে তর্ক আগমরূপ প্রমাণকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, ও আগমপ্রমাণের প্রতিপাদ্যবিষয়কে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেয় এবং আগমপ্রমাণের বিরোধী হয় না, সেই তর্কই “**মন্তব্য**” এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা বিহিত হইয়াছে। “**শ্রুত্যনুগৃহীত**” এই বাক্যের অর্থ—শ্রবণের পর ইতিকর্ত্তব্যতারূপে গৃহীত। “**অনুভবাঙ্গত্বেন**” অর্থ—যেহেতু “মত” অর্থাৎ যে বিষয়টী মনন করা হইয়াছে, তাহা ভাব্যমান হইলে অর্থাৎ ভাবিতে থাকিলে তাহা অনুভূত হয়, অর্থাৎ প্রকৃতস্থলে সাক্ষাৎকারের বিষয় হয়, এইজন্য মনন অনুভবের অঙ্গ। “**আত্মনোঽনন্বাগতত্বম্**” এই গ্রন্থের অর্থ—স্বপ্নাদি অবস্থার সহিত সম্পর্ক না থাকা, অর্থাৎ উদাসীন বা নির্লিপ্ত থাকা। আরও—যাঁহারা চেতন ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলেন, তাঁহারা কার্য্যপদার্থ

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যের নহে।)

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥৭ [সিদ্ধান্ত সূত্র]

ভামতীর অনুবাদ। জগতের অচেতনকারণতাবাদ শ্রুত্যনুকূল নহে।

কারণের সদৃশ হইলেও চৈতন্যের অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তিদ্বারা "**বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ**" এই শ্রুতিকে কোনরূপে জগৎকারণ ব্রহ্মে সঙ্গত করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা অচেতন প্রধানকে জগতের কারণ বলেন, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ যোজনা করা অতি দুষ্কর। কারণ, অচেতন জগৎকারণের পক্ষে বিজ্ঞানরূপতা অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ হওয়া সম্ভব নহে। জীবের সুষুপ্তিকালে যেমন চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয় না, তেমনই চৈতন্য থাকিলেও অভিব্যক্তি হয় না বলিয়া জগৎকারণ চেতনের অবিজ্ঞানাত্মকত্ব অর্থাৎ চেতনস্বরূপ না হওয়া কোন রকমে সঙ্গত করিতে পারা যায়—ইহাই "**যোঽপি চেতনকারণশ্রবণবলেন**" এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। কিন্তু অপরের পক্ষে অর্থাৎ যিনি অচেতন প্রধানকে জগতের কারণ বলেন, সেই সাংখ্যশাস্ত্রকারের পক্ষে, তাহা সঙ্গত হয় না। বৈলক্ষণ্য থাকিলে কার্য্যকারণভাব থাকে না, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া ইহা বলা হইল। পরমার্থতঃ অর্থাৎ বাস্তবিক কিন্তু আমরা ইহা স্বীকার করি না, "**প্রত্যুক্তত্বাৎ তু বৈলক্ষণ্যস্য**" ইত্যাদি গ্রন্থের ইহাই তাৎপর্য্য।৬

শাঙ্করভাষ্যম্।

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥৭ *

যদি চেতনং শুদ্ধং শব্দাদিহীনং চ ব্রহ্ম তদ্বিপরীতস্য অচেতনস্য অশুদ্ধস্য শব্দাদিমতশ্চ কার্য্যস্য কারণম্ ইষ্যেত, "অসৎ" তর্হি কার্য্যং প্রাক্ উৎপত্তেঃ ইতি প্রসজ্যেত। অনিষ্টং চ এতৎ সৎকার্য্যবাদিনঃ তব "ইতি চেৎ"? "ন" এষ দোষঃ। "প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ"। প্রতিষেধমাত্রং হি ইদং ন অস্য প্রতিষেধস্য প্রতিষেধ্যম্ অস্তি। ন হি অয়ং প্রতিষেধঃ, প্রাক্ উৎপত্তেঃ সত্ত্বং কার্য্যস্য প্রতিষেদ্ধুং শক্নোতি। কথম্? যথৈব হি ইদানীমপি ইদং কার্য্যং কারণাত্মনা সৎ এবং প্রাক্ উৎপত্তেরপি ইতি গম্যতে। ন হি ইদানীমপি ইদং কার্য্যং কারণাত্মানম্ অন্তরেণ স্বতন্ত্রমেব অস্তি।

"সর্ব্বং তং পরাদাদ্ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ ॥ (বৃঃ উঃ ২।৪।৬)

ইত্যাদিশ্রবণাৎ। কারণাত্মনা তু সত্ত্বং কার্য্যস্য প্রাক্ উৎপত্তেঃ অবিশিষ্টম্।

ননু শব্দাদিহীনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণম্। বাঢ়ম্। ন তু শব্দাদিমৎকার্য্যং কারণাত্মনা হীনং প্রাক্ উৎপত্তেঃ ইদানীং বা অস্তি। তেন ন শক্যতে বক্তুং প্রাক্ উৎপত্তেঃ অসৎকার্য্যমিতি। বিস্তরেণ চ এতৎ কার্য্যকারণানন্যত্ববাদে বক্ষ্যামঃ ॥৭

ভাষ্যানুবাদ। চেতনকারণতাবাদে অসৎকারণতাবাদ শঙ্কা সঙ্গত নহে।

[সূত্রার্থ—**অসৎ** অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য কারণরূপে থাকে না **ইতি চেৎ** অর্থাৎ এই কথা যদি বল, তাহা হইলে বলিব **ন** অর্থাৎ না, তাহা নহে, **প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ** অর্থাৎ যেহেতু ইহা প্রতিষেধমাত্র]।

পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন—যদি চেতন শুদ্ধ অর্থাৎ সুখদুঃখাদিরহিত এবং শব্দস্পর্শাদিবিহীন ব্রহ্মকে, ঠিক্ তাহার বিপরীত অচেতন অশুদ্ধ অর্থাৎ সুখদুঃখরাগদ্বেষাদিযুক্ত এবং শব্দস্পর্শাদিযুক্ত এই জগৎরূপ কার্য্যের কারণ বলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য **অসৎ** অর্থাৎ ছিল না—বলিতে হয়। কিন্তু কার্য্যাসত্ত্ব তোমার অনিষ্ট অর্থাৎ অভিপ্রেত নহে; কারণ, তুমি সৎকার্য্যবাদী, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য থাকে—ইহাই স্বীকার কর। এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—না, ইহা দোষ নহে; কারণ, ইহা প্রতিষেধমাত্র অর্থাৎ নিষেধমাত্র, যেহেতু ইহা কেবল প্রতিষেধমাত্র, সেই হেতু এই প্রতিষেধের কোন প্রতিষেধ্য নাই অর্থাৎ কার্য্যের ত্রৈকালিক পারমার্থিক সত্ত্ব না থাকায় প্রতিষেধ্য সম্ভব না হওয়ায় উহা ব্যর্থশব্দমাত্র। কারণ, **এই নিষেধ উৎপত্তির**

* এই সূত্রের "অসৎ ইতি চেৎ" এই অংশটি পূর্ব্বপক্ষ এবং "ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ" এই অংশটী সিদ্ধান্তপক্ষ। "স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ" এই অধ্যায়ের এই প্রথম সূত্রটীর ন্যায় ইহা পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ মিশ্রিত সূত্র। ইহাতে "অসৎ" এই প্রথমান্ত পদ থাকা সত্ত্বেও এতদ্দ্বারা পৃথক্ অধিকরণ আরম্ভ হয় নাই। কারণ, ইহাতে পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ মিশ্রিত। "স্মৃত্যনবকাশ" ইত্যাদি প্রথম সূত্র এইরূপ মিশ্রিত সূত্র হইলেও অধিকরণ আরম্ভক হইয়াছে, তাহার কারণ, উহার পূর্ব্বে প্রথমাধ্যায় শেষ হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের শেষ "ব্যাখ্যাতাঃ" পদের দ্বিরুক্তিদ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ।৭] [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্বকে নিবারণ করিতে পারে না। কেন? তাহা বলিতেছি, কারণ, যেমন এখনও এই কার্য্য অর্থাৎ জগৎ কারণরূপে সত্য, এইরূপ উৎপত্তির পূর্ব্বেও ইহা কারণরূপে সত্য ছিল, ইহা বুঝা যাইতেছে। যেহেতু বর্ত্তমানেও এই জগৎ কারণরূপ নিজ স্বরূপ ব্যতীত যে স্বতন্ত্র আছে, তাহা নহে। কারণ, শ্রুতি হইতে জানা যায় যে—

"সর্ব্বং তং পরাদাৎ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ" (বৃঃ উঃ ২।৪।৬)

যিনি সকল বস্তুকে আত্মা ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাকে ঐ সকল বস্তু পরিত্যাগ করে। কারণস্বরূপে জগতের অস্তিত্ব উৎপত্তির পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে. ইহাতে কোন পার্থক্য নাই। যদি বল—তাহা হইলে শব্দাদিরহিত ব্রহ্ম জগতের কারণ হইল? বাঢ়ম্ অর্থাৎ হাঁ, তাহাই ঠিক্। শব্দাদিযুক্ত এই জগৎকার্য্য কারণস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না, কিংবা এখন আছে—এরূপ নহে। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য ছিল না—ইহা বলিতে পার না। এই কথা, কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব অর্থাৎ কার্য্যের কারণাতিরিক্ত সত্তারাহিত্যের বিচারপ্রসঙ্গে বিস্তার করিয়া বলিব। ৬ষ্ঠ আরম্ভণত্বাধিকরণ ১৪ সূত্র দ্রষ্টব্য।

ভামতী।

["অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ"—] 'ন কারণাৎ' কার্য্যম্ অভিন্নম্, অভেদে কার্য্যত্বানুপপত্তেঃ, কারণবৎ স্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাৎ, শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যাদিবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গাচ্চ। অথ চিদাত্মনঃ কারণস্য জগতঃ কার্য্যাদ্ ভেদঃ। তথাচ ইদং জগৎকার্য্যং সত্ত্বেঽপি চিদাত্মনঃ কারণস্য প্রাক্ উৎপত্তেঃ নাস্তি, নাস্তি চেৎ অসৎ উৎপদ্যতে ইতি সৎকার্য্যবাদব্যাকোপঃ ইত্যাহ—"যদি চেতনং শুদ্ধমিতি"। পরিহরতি—"নৈষ দোষঃ" ইতি। কুতঃ? "প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ"। বিভজতে "প্রতিষেধমাত্রং হি ইদমি"তি। 'প্রতিপাদয়িষ্যতি' হি—"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" ইত্যত্র। যথা কার্য্যং স্বরূপেণ সদসত্ত্বাভ্যাং ন নির্বচনীয়ম্, অপিতু কারণরূপেণ শক্যং সত্ত্বেন নির্বক্তুম্ ইতি। 'এবং চ' কারণসত্তা এব কার্য্যস্য সত্তা, ন ততোঽন্যা ইতি কথং তদুৎপত্তেঃ প্রাক্ সতি কারণে ভবতি অসৎ? 'স্বরূপেণ তু' উৎপত্তেঃ প্রাক্ উৎপন্নস্য ধ্বস্তস্য বা সদসত্ত্বাভ্যাম্ অনির্ব্বাচ্যস্য ন সতঃ অসতো বা উৎপত্তিঃ—ইতি নির্বিষয়ঃ সৎকার্য্যবাদপ্রতিষেধঃ ইত্যর্থঃ ॥৭

বেদান্তকল্পতরুঃ।

প্রাক্ উৎপত্তেঃ কারণস্য সত্ত্বাৎ তদভিন্নং কার্য্যং কথম্ অসৎ? অতঃ আহ "ন কারণাদি"তি। যদুক্তং ন কারণাৎ কার্য্যম্ অভিন্নম্ ইতি, তত্রাহ—"প্রতিপাদয়িষ্যতি হি" ইতি। পৃথুবুধ্নোদরাকারাদিস্বরূপেণ কার্য্যং কারণাৎ ন ভিন্নং নাপি অভিন্নং, ন সৎ ন চ অসৎ, অতঃ তদ্রূপেণ সত্তা দুঃসাধ্যা ইত্যর্থঃ। ফলিতম্ আহ—"এবং চেতি"। ন কেবলম্ উৎপত্তেঃ প্রাগেব স্বরূপেণ কার্য্যস্য অসত্ত্বম্, অপিতু সর্ব্বদা ইত্যাহ - "স্বরূপেণ তু" ইতি।৭

ভামতীর অনুবাদ।

"অসৎ ইতি চেৎ ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ" ইহার অর্থ—কারণ হইতে কার্য্য অত্যন্ত অভিন্ন নহে; কারণ, যদি অত্যন্ত অভিন্ন হইত, তাহা হইলে কার্য্যের কার্য্যত্ব থাকে না, এবং কারণের ন্যায় কার্য্যেও কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের সমাবেশ হয়, অর্থাৎ কারণ নিজেই নিজের জনক হয় না বলিয়া তাহাতে যেমন কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্বরূপ বিরুদ্ধ বৃত্তিদ্বয়ের সমাবেশ হয় না, কিন্তু যদি কারণ নিজেই নিজের জনক হইত, তবে কারণেও যেমন কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মত্বরূপ বিরুদ্ধবৃত্তি উপস্থিত হইত, সেইরূপ কার্য্য কারণ হইতে অত্যন্ত অভিন্ন হইলে কারণের ন্যায় কার্য্যেও কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্বরূপ বিরুদ্ধ বৃত্তিদ্বয়ের সমাবেশ হইত; এবং কারণ শুদ্ধ ও কার্য্য অশুদ্ধ বলিয়া কার্য্যে শুদ্ধি ও অশুদ্ধিরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সংসর্গাপত্তি হয়। আর যদি বল—কার্য্যরূপ জগৎ হইতে চৈতন্যস্বরূপ কারণের ভেদ আছে; তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে চিৎস্বরূপ কারণ থাকিলেও কার্য্য এই জগৎ থাকে না। যদি না থাকে, তাহা হইলে কার্য্য ছিল না, উৎপন্ন হইল—ইহাতে সৎকার্য্যবাদ ভঙ্গ হয়—ইহাই **"যদি চেতনং শুদ্ধম্"** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। **"নৈষ দোষ"**—এই গ্রন্থদ্বারা ইহার পরিহার করিতেছেন। কেন? যেহেতু ইহা নিষেধমাত্র। **"প্রতিষেধমাত্রং হি ইদম্"** এই গ্রন্থদ্বারা বিবরণ করিতেছেন। ইহার অর্থ এই যে, **"তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"** এই সূত্রে প্রতিপাদন করা হইবে যে, কার্য্য স্বরূপতঃ সৎ, কি অসৎ, তাহা স্থির করিয়া বলিবার যোগ্য নহে, কিন্তু কারণের ধর্ম্ম যে সত্ত্ব, তাহা দ্বারা স্থির করিয়া বলিতে পারা যায়। তাহা হইলে ইহাই হইল যে, কারণের সত্তাই কার্য্যের সত্তা, তাহা হইতে ভিন্ন নহে, অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥৮ * [পূর্ব্বপক্ষ সূত্র]

ভামতীর অনুবাদ।

কারণ থাকিতে কার্য্য কি করিয়া অসৎ হয়? কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে, কিংবা উৎপন্ন অবস্থায় অথবা নাশের পর ঘটাদি কার্য্যবস্তু স্বরূপতঃ সৎ ও অসৎরূপে অনির্ব্বাচ্য বলিয়া অর্থাৎ স্থির করিত পারা যায় না বলিয়া সৎ বা অসৎ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। অতএব সৎকার্য্যবাদের প্রতিষেধ নির্ব্বিষয় হয়।৭

শাঙ্করভাষ্যম্।

অত্রাহ—যদি স্থৌল্যসাবয়বত্বাচেতনত্বপরিচ্ছিন্নত্বাশুদ্ধ্যাদিধর্ম্মকং কার্য্যং ব্রহ্মকারণম্ অভ্যুপগম্যেত, "তৎ অপীতৌ" প্রলয়ে প্রতিসংসৃজ্যমানং কার্য্যং কারণাবিভাগম্ আপদ্যমানং কারণম্ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ দূষয়েৎ ইতি অপীতৌ কারণস্যাপি ব্রহ্মণঃ কার্য্যস্য ইব অশুদ্ধ্যাদি-রূপপ্রসঙ্গাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগৎকারণম্ ইতি অসমঞ্জসম্ ইদম্ ঔপনিষদং দর্শনম্। অপি চ সমস্তস্য বিভাগস্য অবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনরুৎপত্তৌ নিয়মকারণাভাবাৎ ভোক্তৃভোগ্যাদি-বিভাগেন উৎপত্তিঃ ন প্রাপ্নোতি, ইতি "অসমঞ্জসম্"। অপি চ ভোক্তৃণাং পরেণ ব্রহ্মণা অবিভাগং গতানাং কর্ম্মাদিনিমিত্তপ্রলয়েঽপি পুনরুৎপত্তৌ অভ্যুপগম্যমানায়াং মুক্তানামপি পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম্। অথ ইদং জগদ্ অপীতাবপি বিভক্তমেব পরেণ ব্রহ্মণা অবতিষ্ঠেত, এবমপি অপীতিশ্চ ন সম্ভবতি, কারণাব্যতিরিক্তং চ কার্য্যং ন সম্ভবতি ইতি অসমঞ্জসমেব ইতি ॥৮

ভাষ্যানুবাদ।

[সূত্রার্থ **অপীতৌ**—অপীতিতে অর্থাৎ প্রলয়সময়ে, **তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ** কার্য্যবৎ প্রসঙ্গ হয় বলিয়া **অসমঞ্জসম্** অসামঞ্জস্য হয়। অর্থাৎ শুদ্ধত্বাদি গুণযুক্ত ব্রহ্ম জগতের উপাদান—ইহা অসঙ্গত; কারণ, প্রলয়সময়ে কার্য্যের ন্যায় কারণ ব্রহ্মেরও অশুদ্ধত্বাদির সম্ভাবনা হয়।]

এই বিষয়ে বলিতেছেন অর্থাৎ জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এই সিদ্ধান্তের উপর পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতেছেন যে, যদি স্থূলত্ব, সাবয়বত্ব, অচেতনত্ব, পরিচ্ছিন্নত্ব (অর্থাৎ দেশ কাল ও বস্তুরদ্বারা খণ্ডিতভাব) এবং অশুদ্ধত্ব (অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিভাব) ইত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট কার্য্যকে ব্রহ্মকারণ বলিয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া—স্বীকার কর, তাহা হইলে 'অপীতি'তে অর্থাৎ প্রলয়কালে সেই কার্য্য প্রতিসংসৃজ্যমান হইয়া অর্থাৎ যে ভাবে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার বিপরীতভাবে সংসৃষ্ট হইয়া কারণের সহিত অভিন্ন হইয়া গিয়া কারণকে আত্মীয় ধর্ম্মদ্বারা অর্থাৎ স্বগত দোষদ্বারা দূষিত করিবে, এই হেতু প্রলয়কালে উৎপন্ন জগৎরূপ কার্য্যের মত, জগৎকারণ ব্রহ্মও অশুদ্ধ ও অচেতন ইত্যাদি হইয়া পড়েন, এই হেতু এই ঔপনিষদ্দর্শন অসমঞ্জস হয়, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জগতের কারণ, বেদান্তদর্শনের এই মত, অসঙ্গত হয়। **আরও এক কথা** এই যে, এই সমস্ত বিভাগের অবিভাগপ্রাপ্তিতে অর্থাৎ এই বিচিত্র জগৎ প্রলয়কালে এক হইয়া যায় বলিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে নিয়মরূপ কারণের অভাববশতঃ, অর্থাৎ নিয়মিতভাবে সৃষ্টি হইবার জন্য অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র—অথবা আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি ইত্যাদি, রূপ এবং ইহা ভোক্তা, ইহা ভোগ্য—এইরূপ নিয়মেরও কোন কারণ না থাকায়, ইহা ভোক্তা ইহা ভোগ্য—এইরূপ বিভাগ-সহকারে উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব ইহা অসমঞ্জস অর্থাৎ অসঙ্গত। **আরও এক কথা**—সুখদুঃখাদি-ভোক্তা জীবগণ প্রলয়কালে পরব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, তাহাদের সুখদুঃখাদির নিমিত্ত পুণ্য ও পাপ নষ্ট যদি তাহাদের পুনর্জন্ম স্বীকার কর, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষগণেরও পুনর্জন্ম হইয়া পড়ে, অতএব তাহাও অসঙ্গত। **যদি বল**—প্রলয়কালেও এই জগৎ পরব্রহ্ম হইতে বিভক্ত অর্থাৎ পৃথক্ হইয়াই থাকে, তাহা হইলেও

* এটী আবার পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। কারণ, "ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ" এইটী ইহার পর সূত্র। এই পর সূত্রে পূর্ব্বপক্ষ নিরাসসূচক "ন" পদ এবং "তু" পদ রহিয়াছে। আর প্রথমান্তপদ থাকিলেই অধিকরণ আরম্ভ হয়, এতদনুসারে "অসমঞ্জসম্" এই প্রথমান্ত পদ থাকিতেও ইহা অধিকরণ আরম্ভক সূত্র হইল না। কারণ, ইহা বিষয়ান্তরের অবতারণা না করিয়া কেবল অসামঞ্জস্য প্রদর্শন করিতেছে। অতএব পূর্ব্বপ্রস্তাবিত বিষয়েই সেই অসামঞ্জস্য হওয়ায় ইহা আরব্ধ অধিকরণেই অন্তর্ভূত হইতেছে। সুতরাং দেখা গেল "সূত্রে প্রথমান্ত পদ থাকিলেই অধিকরণ আরম্ভ হয়" ইহার ব্যতিক্রম পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ মিশ্রিতসূত্রে হয় এবং অধিকরণের বিচার্য্যবিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া পৃথক্ সূত্র আবশ্যক হইলে হয়।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ।৯

[সিদ্ধান্ত সূত্র]

ভাষ্যানুবাদ।

প্রলয় হওয়া সম্ভব হয় না। আর কারণ ব্যতিরিক্ত কার্য্যও সম্ভব হয় না, সুতরাং বেদান্তের এই সিদ্ধান্তও সম্ভব হয় না। অতএব ইহাও অসমঞ্জস অর্থাৎ অসঙ্গত ।৮

ভামতী।

অসামঞ্জস্যং বিভজতে—"অত্রাহ" চোদকঃ। "যদি স্থৌল্যে"তি। যথা হি যূষাদিষু হিঙ্গুসৈন্ধবাদীনাম্ অবিভাগলক্ষণো লয়ঃ স্বগতরসাদিভিঃ যূষং রূষয়তি এবং ব্রহ্মণি বিশুদ্ধ্যাদিধর্ম্মিণি জগৎ লীয়মানম্ অবিভাগং গচ্ছদ্ ব্রহ্ম স্বধর্ম্মেণ রূষয়েৎ। ন চ অন্যথা লয়ো লোকসিদ্ধঃ ইতি ভাবঃ। কল্পান্তরেণ অসামঞ্জস্যম্ আহ—"অপি চ সমস্তস্য" ইতি। ন হি সমুদ্রস্য ফেণোর্ম্মিবুদ্বুদাদিপরিণামে বা রজ্জ্বাং সর্পধারাদিবিভ্রমে বা নিয়মো দৃষ্টঃ। সমুদ্রো হি কদাচিৎ ফেনোর্ম্মিরূপেণ পরিণমতে, কদাচিৎ বুদ্বুদাদিনা, রজ্জ্বাং হি কশ্চিৎ সর্প ইতি বিপর্য্যস্যতি, কশ্চিৎ ধারেতি। ন চ ক্রমনিয়মঃ। সোঽয়ম্ অত্র ভোগ্যাদিবিভাগনিয়মঃ ক্রমনিয়মশ্চ অসমঞ্জস ইতি। কল্পান্তরেণ অসামঞ্জস্যম্ আহ—"অপি চ ভোক্তৄণামি"তি। কল্পান্তরং শঙ্কাপূর্ব্বম্ আহ—"অথ ইদমি"তি ।৮

বেদান্তকল্পতরু।

যূষঃ শাকরসঃ। রূষয়তি মিশ্রয়তি। ননু ঘটাদিলয়ে যথা মৃদো ন তদ্ধর্মরূষণম্ এবমিহ ইত্যত আহ—"ন চান্যথে"তি। নিরন্বয়নাশানভ্যুপগমাদ্ ঈষদনুবর্ত্তমানস্য অন্যথা লয়ো ন লোকসিদ্ধ ইত্যর্থঃ ।৮

ভামতীর অনুবাদ।

কতপ্রকার অসামঞ্জস্য অর্থাৎ অসঙ্গতি হয়, তাহাই পূর্ব্বপক্ষী—"**অত্র আহ**" গ্রন্থদ্বারা বিভাগ করিতেছেন। "**যদি স্থৌল্য**" ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ—যেমন যূষ (ঝোল) প্রভৃতিতে হিং ও লবণ প্রভৃতির অবিভাগলক্ষণ লয় অর্থাৎ সংমিশ্রণরূপ বিনাশ স্বগত রসাদির অর্থাৎ নিজের রসাদির সহিত ঝোলকে রূষিত অর্থাৎ মিশ্রিত করে, সেইরূপ বিশুদ্ধি চৈতন্যাদিগুণযুক্ত ব্রহ্মে জগৎ লয় হইয়া অবিভাগ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মকে নিজগুণের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবে। অন্যপ্রকার লয় অর্থাৎ (নিরন্বয় বিনাশ) অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বিনাশ, জগতে হয় না—ইহাই অভিপ্রায়। "**অপি চ সমস্তস্য**" এই গ্রন্থদ্বারা অন্যপ্রকার অসঙ্গতি বলিতেছেন। যেহেতু, সমুদ্রে ফেনা তরঙ্গ ও বুদ্বুদাদিরূপে পরিণামে এবং রজ্জুতে সর্প বা জলধারাদির ভ্রমে কোন নিয়ম দেখা যায় না। কারণ, সমুদ্র কোন সময়ে ফেন ও তরঙ্গরূপে পরিণত হয়, কোন সময়ে বুদ্বুদাদিরূপে পরিণত হয়। রজ্জুতে কেহ সর্প বলিয়া কেহ বা জলধারা বলিয়া বিপর্য্যাস করে, অর্থাৎ ভ্রম করে। আর ক্রমের কোন নিয়ম নাই। এখানে সেই ভোক্তৃভোগ্যপ্রভৃতির নিয়ম এবং সৃষ্টিক্রমের নিয়মও অসঙ্গত হয়। "**অপি চ ভোক্তৄণাং**" এই গ্রন্থদ্বারা অন্য একপ্রকার অসঙ্গতি বলিতেছেন—"**অথেদম্**" এই গ্রন্থদ্বারা আশঙ্কাপূর্ব্বক অন্য একপ্রকার অসঙ্গতি বলিতেছেন ।৮

শাঙ্করভাষ্যম্।

অত্রোচ্যতে—

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ।৯ *

'নৈব' অস্মদীয়ে দর্শনে কিঞ্চিদ্ অসামঞ্জস্যম্ অস্তি। যৎ তাবদ্ অভিহিতং কারণম্ অপিগচ্ছৎ কার্য্যং কারণম্ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ দূষয়েৎ ইতি, তদ্ অদূষণম্। কস্মাৎ? "দৃষ্টান্তভাবাৎ"। সন্তি হি দৃষ্টান্তাঃ, যথা কারণম্ অপিগচ্ছৎ কার্য্যং কারণম্ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ ন দূষয়তি। তদ্ যথা শরাবাদয়ো মৃৎপ্রকৃতিকা বিকারা বিভাগাবস্থায়াম্ উচ্চাবচমধ্যমপ্রভেদাঃ সন্তঃ পুনঃ প্রকৃতিম্ অপিগচ্ছন্তো ন তাম্ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি। রুচকাদয়শ্চ সুবর্ণবিকারা অপীতৌ ন সুবর্ণম্ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজন্তি। পৃথিবীবিকারঃ চতুর্ব্বিধো

* এই সূত্রটী সিদ্ধান্তসূত্র। "অপীতৌ" ইত্যাদি সূত্রে যে পূর্ব্বপক্ষ করা হইয়াছে, ইহা তাহারই খণ্ডন। নকার দিয়া আরম্ভ করায় ইহা সিদ্ধান্ত সূত্র। পূর্ব্বসূত্রে প্রথমান্ত পদ থাকাতেও যে তাহা অধিকরণ আরম্ভক সূত্র হয় নাই, তাহার কারণ ইহাতে নকার দিয়া আরম্ভ করিয়া তাহার নিষেধ করিতেছে।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যের নহে।)

[ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ।৯] [সিঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভূতগ্রামঃ ন পৃথিবীম্ অপীতৌ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ সংসৃজতি। ত্বৎপক্ষস্য তু ন কশ্চিৎ দৃষ্টান্তঃ অস্তি, (অপীতিরেব হি ন সম্ভবেৎ যদি কারণে কার্য্যং স্বধর্ম্মেণ অবতিষ্ঠেত। অনন্যত্বেঽপি কার্য্যকারণয়োঃ কার্য্যস্য কারণাত্মত্বং, ন তু কারণস্য কার্য্যাত্মত্বম্—)

"……আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪) **ইতি—**

বক্ষ্যামঃ, অত্যল্পং চ ইদম্ উচ্যতে—কার্য্যম্ অপীতৌ আত্মীয়েন ধর্ম্মেণ কারণং সংসৃজেদিতি। স্থিতাবপি সমানোঽয়ং প্রসঙ্গঃ, কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বাভ্যুপগমাৎ।

"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" (বৃঃ ২।৪।৬) **আত্মৈবেদং সর্ব্বং** (ছাঃ ৭।২৫।২)

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাৎ (মুঃ ২।২।১১) **সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম** (ছাঃ ৩।১৪।১) **ইতি—**

এবমাদিভিঃ হি শ্রুতিভিঃ অবিশেষেণ ত্রিষ্বপি কালেষু কার্য্যস্য কারণানন্যত্বং শ্রাব্যতে। তত্র যঃ পরিহারঃ কার্য্যস্য তদ্ধর্ম্মাণাং চ অবিদ্যাধ্যারোপিতত্বাৎ ন তৈঃ কারণং সংসৃজ্যতে ইতি অপীতাবপি সঃ সমানঃ।৯

ভাষ্যানুবাদ।

এ বিষয়ে অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষী যাহা বলিলেন, সে বিষয়ে, উত্তর দেওয়া হইতেছে—**"ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ"**। **"ন"** অর্থ—না **"তু"** অর্থ এব, অর্থাৎ **"ই"** অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অসামঞ্জস্য নাইই, কারণ—**"দৃষ্টান্তভাবাৎ"** অর্থাৎ দৃষ্টান্ত থাকায়।

আমাদের দর্শনে অর্থাৎ উপনিষদ্ দর্শনে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য নাই। তুমি যে বলিয়াছিলে যে, "কার্য্য অর্থাৎ জগৎ কারণে অর্থাৎ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া কারণকে নিজের ধর্ম্মদ্বারা দূষিত করিবে", তাহা দোষ নহে। কেননা **"দৃষ্টান্তভাব"** আছে, অর্থাৎ তাহার দৃষ্টান্ত আছে—অর্থাৎ কার্য্য কারণে লয় হইয়া কারণকে নিজ ধর্ম্মদ্বারা দূষিত করে না, ইহাতে বহু দৃষ্টান্ত আছে, যথা—মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন শরাবাদি বিকার অর্থাৎ কার্য্য সকল বিভাগাবস্থায় অর্থাৎ স্থিতিকালে উচ্চাবচমধ্যমপ্রভেদরূপ হইয়া অর্থাৎ উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট ও মাঝামাঝিভাবে নানারূপ হইয়া পুনর্ব্বার প্রকৃতিতে অর্থাৎ কারণে লয় হইয়া সেই প্রকৃতিকে অর্থাৎ কারণকে নিজধর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট করে না, এবং যেমন রুচক অর্থাৎ কণ্ঠহার প্রভৃতি সুবর্ণবিকার অর্থাৎ সুবর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কার সকল অপীতি-কালে অর্থাৎ বিনাশকালে সুবর্ণকে নিজ ধর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট করে না, এবং পৃথিবীর বিকার যে চারিপ্রকার ভূতগ্রাম অর্থাৎ দেহসমূহ অর্থাৎ (জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি) বিনাশকালে পৃথিবীকে নিজ ধর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট করে না, ইত্যাদি। কিন্তু তোমার পক্ষে কোন দৃষ্টান্ত নাই, কারণ, যদি কার্য্য নিজ ধর্ম্মের সহিত কারণে থাকিত, তাহা হইলে প্রলয়ই সম্ভব হইত না। **"তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"** এই সূত্রে বলিব যে, কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব হইলেও অর্থাৎ অভেদ হইলেও কার্য্য কারণস্বরূপ হয়, কিন্তু কারণ কার্য্যস্বরূপ নহে। বস্তুতঃ প্রলয়কালে কার্য্য কারণকে নিজ ধর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট করিয়া দেয়, ইহা অতি অল্প অর্থাৎ সামান্য কথা। কারণ, কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব অর্থাৎ অভেদ স্বীকার করা হয় বলিয়া স্থিতিকালেও এই প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তি সমান হয়, অর্থাৎ কার্য্য কারণকে সংসৃষ্ট করিয়া দেয়।

"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা (বৃঃ ২।৪।৬) এই সকল বস্তুই এই আত্মা"

"আত্মৈবেদং সর্ব্বং" (ছাঃ ৭।২৫।২) আত্মাই এই সকল বস্তু।

"ব্রহ্মৈবেদম্ অমৃতং পুরস্তাৎ"(মুঃ ২।২।১১) পূর্ব্বদিকে ইহা ব্রহ্ম নহে বলিয়া অজ্ঞজনের যাহা মনে হয় সেই সবই এই অমৃত অর্থাৎ মৃত্যুরহিত ব্রহ্মই জানিবে।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছাঃ ৭।১৪।১) এই সবই ব্রহ্ম—

এই শ্রুতিগণ কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব অর্থাৎ অভেদ নির্ব্বিশেষভাবে তিন কালেই অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কালেই শুনাইয়া দিতেছে। সেখানে এই দোষের যে পরিহার, অর্থাৎ কার্য্যের দ্বারা বা কার্য্যের ধর্ম্মের দ্বারা কারণ যে সংসৃষ্ট হয় না—এইরূপ যে প্রতিপাদন, তাহা কার্য্য ও তাহার ধর্ম্মসকল অবিদ্যাবশতঃ কল্পিত হয় বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব প্রলয়কালেও তাহা সমান জানিবে। [অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া যখন স্থিতি-কালেও কার্য্যদোষ কারণে সংক্রামিত হয় না, তখন প্রলয়কালেও যে তাহা হয় না, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?]

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ।৯] [সিঃ সূঃ]

ভামতী।

সিদ্ধান্তসূত্রং—"ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ"। ন অবিভাগমাত্রং লয়ঃ, অপি তু কারণে কার্য্যস্য অবিভাগঃ। তত্র চ তদ্ধর্ম্মারূষণে সন্তি সহস্রং দৃষ্টান্তাঃ। তব তু কারণে কার্য্যস্য লয়ে কার্য্য-ধর্ম্মরূষণে ন দৃষ্টান্তলবোঽপি অস্তি, ইত্যর্থঃ। স্যাদেতৎ। যদি কার্য্যস্য অবিভাগঃ কারণে, কথং কার্য্যধর্ম্মারূষণং কারণস্য ? ইত্যত আহ—"অনন্যত্বেঽপি" ইতি। যথা রজতস্য আরোপিতস্য পারমার্থিকং রূপং শুক্তিঃ, ন চ শুক্তিঃ রজতম্, এবম্ ইদমপি ইত্যর্থঃ। অপি চ স্থিত্যুৎপত্তি-প্রলয়কালেষু ত্রিষু অপি কার্য্যস্য কারণাৎ অভেদম্ অভিদধতী শ্রুতিঃ অনতিশঙ্কনীয়া সর্ব্বৈরেব বেদবাদিভিঃ, তত্র স্থিত্যুৎপত্ত্যোঃ যঃ পরিহারঃ, স প্রলয়েঽপি সমানঃ, কার্য্যস্য অবিদ্যা-সমারোপিতত্বং নাম। তস্মাৎ ন অপীতিমাত্রম্ অনুযোজ্যম্ ইত্যাহ—"অত্যল্পং চ ইদম্ উচ্যতে" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

৯। নিরন্বয়নাশবাদিনঃ কার্য্যধর্ম্মারূষণং কারণে স্যাৎ ন তব ইতি শঙ্কতে "স্যাদেতদি"তি। কার্য্যস্য কারণতাবন্মাত্রত্বাৎ কারণানুবৃত্ত্যা সান্বয়নাশোক্তিঃ আকস্মিকী ইত্যাহ—"যথা রজতস্যে"তি ॥

ভামতীর অনুবাদ। কার্য্যধর্ম্মদ্বারা কারণ দুষ্ট হয় না।

"ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ" এটি সিদ্ধান্তসূত্র। অবিভাগ মাত্রই লয় নহে, কিন্তু কারণে কার্য্যের অবিভাগই "লয়"। আর তাহাতে অর্থাৎ কারণে কার্য্যগত ধর্ম্মের রূষণ অর্থাৎ মিশ্রণ না হওয়ার পক্ষে হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু তোমার মতে কারণে কার্য্যের লয়ে কারণে কার্য্যগত ধর্ম্মের মিশ্রণ হয়, ইহাতে একটীও দৃষ্টান্ত নাই, ইহাই অর্থ। আচ্ছা, যদি কারণে কার্য্যের অবিভাগ হয়, তাহা হইলে কার্য্যগত ধর্ম্মের সহিত কারণের অমিশ্রণ হইবে কেন ? এইজন্য **অনন্যত্বেঽপি** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। ইহার অর্থ এই যে, যথা শুক্তি-রজতস্থলে আরোপিত অর্থাৎ কল্পিত রজতের যথার্থস্বরূপ শুক্তি, অথচ শুক্তি রজত নহে ; ইহাও সেইরূপ।

আরও এককথা—বেদ বলিতেছেন যে, উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিন কালেই কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন, এই শ্রুতি সকলবেদবাদীর পক্ষেই, অর্থাৎ যাঁহারা বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের পক্ষেই, অতিশঙ্কা করা অর্থাৎ অধিক শঙ্কা করা উচিত নহে। তাহার মধ্যে স্থিতি ও উৎপত্তিকালে কার্য্যধর্ম্ম কারণকে দূষিত করে, এই দোষনিবারণের যাহা উপায়, তাহা প্রলয়েও সমান ; যেহেতু কার্য্যপদার্থ অবিদ্যাবশতঃ কল্পিত। অতএব কেবল প্রলয়কালই আপত্তির বিষয় নহে, এই কথা **"অত্যল্পং চেদমুচ্যতে"** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অস্তি চ অয়ম্ অপরো দৃষ্টান্তঃ, যথা স্বয়ং প্রসারিতয়া মায়য়া মায়াবী ত্রিষ্বপি কালেষু ন সংস্পৃশ্যতে, অবস্তুত্বাৎ, এবং পরমাত্মাপি সংসারমায়য়া ন সংস্পৃশ্যতে ইতি। যথা চ স্বপ্নদৃক্ একঃ স্বপ্নদর্শনমায়য়া ন সংস্পৃশ্যতে ইতি, প্রবোধসংপ্রসাদয়োঃ অনন্বাগতত্বাৎ। এবম্ অবস্থাত্রয়সাক্ষী একঃ অব্যভিচারী অবস্থাত্রয়েণ ব্যভিচারিণা ন সংস্পৃশ্যতে। মায়ামাত্রং হি এতৎ যৎ পরমাত্মনঃ অবস্থাত্রয়াত্মনা অবভাসনং রজ্জ্বা ইব সর্পাদিভাবেন ইতি। অত্রোক্তং বেদান্তার্থসম্প্রদায়বিদ্ভিঃ আচার্য্যৈঃ—

"অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।

অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা (গৌড়পাঃ কারিঃ ১।১৬) **ইতি।**

তত্র যদুক্তং অপীতৌ কারণস্যাপি কার্য্যস্যেব স্থৌল্যাদিদোষপ্রসঙ্গঃ ইতি এতদ্ অযুক্তম্। যৎ পুনঃ এতদুক্তং সমস্তস্য বিভাগস্য অবিভাগপ্রাপ্তেঃ পুনর্বিভাগেন উৎপত্তৌ নিয়ম-কারণং ন উপপদ্যতে ইতি। অয়মপি অদোষঃ ; দৃষ্টান্তভাবাদেব। যথা হি সুষুপ্তি-সমাধ্যাদাবপি সত্যাং স্বাভাবিক্যাম্ অবিভাগপ্রাপ্তৌ মিথ্যাজ্ঞানস্য অনপোদিতত্বাৎ পূর্ব্ববৎ পুনঃ প্রবোধে বিভাগো ভবতি, এবম্ ইহাপি ভবিষ্যতি। শ্রুতিশ্চ অত্র ভবতি—

"ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহ ইতি", (ছাঃ উঃ ৬।৯।২)

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ।৯] [সিঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

"ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা
দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তদা ভবন্তি" (ছাঃ উঃ ৬।৯।৩) ইতি।

যথা হি অবিভাগেঽপি পরমাত্মনি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবদ্ধো বিভাগব্যবহারঃ স্বপ্নবৎ অব্যাহতঃ স্থিতো দৃশ্যতে, এবম্ অপীতাবপি মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবদ্ধৈব বিভাগশক্তিঃ অনুমাস্যতে। এতেন মুক্তানাং পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ প্রত্যুক্তঃ, সম্যগ্‌জ্ঞানেন মিথ্যাজ্ঞানস্য অপোদিতত্বাৎ। যঃ পুনঃ অয়ম্ অন্তে অপরো বিকল্প উৎপ্রেক্ষিতঃ অথ ইদং জগদ্ অপীতাবপি বিভক্তমেব পরেণ ব্রহ্মণা অবতিষ্ঠেত ইতি, সোঽপি অনভ্যুপগমাদেব প্রতিষিদ্ধঃ। তস্মাৎ সমঞ্জসম্ ইদম্ ঔপনিষদং দর্শনম্ ।৯

ভাষ্যানুবাদ। কার্য্যধর্ম্মদ্বারা কারণ দুষ্ট না হইবার অপর দৃষ্টান্ত।

কার্য্য কারণে লয় হইলেও যে কারণকে দূষিত করে না,—ইহার আরও একটী দৃষ্টান্ত আছে; যথা,—যেমন মায়াবী নিজের প্রসারিত মায়ার দ্বারা কোন কালেই লিপ্ত হয় না; কারণ, তাহা অবস্তু, অর্থাৎ কিছুই নহে। এইরূপ পরমাত্মাও সংসারমায়াদ্বারা অর্থাৎ যে মায়ার দ্বারা সংসার হইয়াছে, সেই মায়ায় লিপ্ত হন না। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা কোনও একব্যক্তি, স্বপ্নদর্শনমায়ার দ্বারা অর্থাৎ স্বপ্নকালের দৃষ্ট মায়াদ্বারা লিপ্ত হন না; কারণ, প্রবোধ ও সম্প্রসাদে অর্থাৎ জাগরণ ও সুষুপ্তি—এই উভয়কালে মায়া অনন্বাগত হয়, অর্থাৎ আত্মা উভয়কালে থাকিলেও মায়া ঐ উভয়কালে বর্ত্তমান থাকে না, এইরূপ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী ও অব্যভিচারী, অর্থাৎ যাঁহার কোন কালেই অভাব হয় না, এমন একজন, অর্থাৎ সেই পরমাত্মা, ব্যভিচারী অর্থাৎ যাহা চিরস্থায়ী নহে—এইরূপ অবস্থাত্রয়দ্বারা অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়দ্বারা লিপ্ত হন না। রজ্জুর সর্পাদিভাবে প্রতীতি যেমন মায়ামাত্র, সেইরূপ পরমাত্মার সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিন অবস্থারূপে যে অবভাস অর্থাৎ প্রতীতি তাহাও মায়ামাত্র, অর্থাৎ কল্পনামাত্র ভিন্ন কিছুই নহে। এবিষয়ে বেদান্তার্থের সম্প্রদায়বিৎ আচার্য্য ভগবান্ গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

"অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥" (গৌড়পাঃ কারিঃ ১।১৬)

অর্থাৎ অনাদি মায়াকর্ত্তৃক নিদ্রিত জীব যখন প্রবুদ্ধ হয়, অর্থাৎ গুরুদত্ত উপদেশ পাইয়া, পূর্ণজ্ঞান লাভ করে, তখন অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, অনিদ্র অর্থাৎ প্রলয়রহিত ও অস্বপ্ন অর্থাৎ স্থিতিরহিত অদ্বয় আত্মাকে জানিতে পারে। এবিষয়ে **পূর্ব্বপক্ষবাদী যে বলিয়াছিলেন**—কার্য্যের অর্থাৎ জগতের যেমন স্থূলত্ব অচেতনত্ব প্রভৃতি দোষ আছে, প্রলয়কালে কারণের অর্থাৎ ব্রহ্মের ঐ সকল দোষ হইয়া পড়ে ইত্যাদি, তাহা ঠিক্ নহে। **আরও যে বলিয়াছেন**—সমস্ত বিভাগের অবিভাগপ্রাপ্তি হওয়ায় অর্থাৎ সমস্ত বিভিন্ন পদার্থ এক হইয়া যায় বলিয়া, পুনর্ব্বার পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উৎপন্ন হওয়ার পক্ষে নিয়মের কোন কারণ থাকা উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ সঙ্গত হয় না, ইত্যাদি—তাহাও দোষ নহে। কারণ, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। যেমন নিদ্রা ও সমাধি প্রভৃতি অবস্থাতেও স্বাভাবিক অবিভাগ প্রাপ্তি হইলে, অর্থাৎ সে সময় স্বভাবতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ মিথ্যাভূত অজ্ঞান অনপোদিত হয় বলিয়া অর্থাৎ বাধিত হয় না বলিয়া পূর্ব্বের মত পুনর্ব্বার জাগরণ হইলে বিভাগ হইয়াই থাকে, অর্থাৎ ভেদবুদ্ধি জন্মে। এইরূপ এখানেও হইবে। এই বিষয়ে শ্রুতিও আছে, যথা—

"ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে ইতি" (ছাঃ উঃ ৬।৯।২)

"ত ইহ ব্যাঘ্রো বা সিংহো বা বৃকো বা বরাহো বা কীটো বা পতঙ্গো বা
দংশো বা মশকো বা যদ্ যদ্ ভবন্তি তদা ভবন্তি।" (ছাঃ উঃ ৬।৯।২,৩)

অর্থাৎ এই জীব সকল (সুষুপ্তিকালে) সংস্বরূপ ব্রহ্মে এক হইয়া গিয়া জানিতে পারে না যে, আমরা সংস্বরূপব্রহ্মে এক হইয়া গিয়াছি, অতএব সেই নিদ্রিত ব্যক্তিগণ নিদ্রার পূর্ব্বে জাগরণকালে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক, (নেকড়েবাগ) শূকর, পোকা, পতঙ্গ, ডাঁশ, মশক, ইত্যাদি যাহা যাহা থাকে, পুনর্জ্জাগরণ কালে তাহা তাহাই হয়। যেমন সুষুপ্তি অবস্থাতে যাবতীয় কার্য্যপদার্থ পরমাত্মাতে অবিভাগ প্রাপ্ত হইলেও মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবদ্ধ

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যের নহে।)

স্বপক্ষদোষাচ্চ ।১০

[সিদ্ধান্ত সূত্র]

ভাষ্যানুবাদ। মুক্ত পুরুষের পুনরুৎপত্তি শঙ্কা বারণ।

বিভাগব্যবহার অর্থাৎ পুনর্জাগরণকালে মিথ্যাজ্ঞান নিমিত্ত বিভাগের ব্যবহার স্বপ্নের ন্যায় অব্যাহত থাকে,—দেখা যায়, তদ্রূপ অপীতিকালে অর্থাৎ প্রলয়সময়েও মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবদ্ধা বিভাগশক্তি অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানজন্যা বিভাগশক্তি অনুমান করা হইবে। এতদ্দ্বারা মুক্তগণের পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গও প্রত্যুক্ত হইল, অর্থাৎ খণ্ডিত হইল। যেহেতু সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞান অপোদিত অর্থাৎ বিনষ্ট হয়। আর যে শেষকালে আর একটী বিকল্প উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছিল, অর্থাৎ আর একটী আপত্তি করা হইয়াছিল, যথা—এই জগৎ অপীতিকালে অর্থাৎ প্রলয়-কালে বিভক্তরূপেই পরব্রহ্মের সহিত অবস্থান করে—ইত্যাদি, তাহাও অনভ্যুপগমবশতঃই—প্রতিষিদ্ধ হইল। অর্থাৎ বিভাগ সত্য বলিয়া স্বীকার করা হয় না বলিয়াই তাহাও নিরস্ত হইল। অতএব এই ঔপনিষদ্ দর্শন অর্থাৎ জগতের ব্রহ্মকারণতাবাদটী—সমঞ্জসই হইতেছে। অর্থাৎ ইহাতে কোন অসঙ্গতি নাই। (৯ম সূত্র)

ভামতী।

"অস্তি চ অয়ম্ অপরো দৃষ্টান্তঃ"। "যথা চ স্বপ্নদৃগ্ এক" ইতি। 'লৌকিকঃ পুরুষঃ'। "এবম্ অবস্থাত্রয়সাক্ষী এক" ইতি। অবস্থাত্রয়ম্—উৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়াঃ। কল্পান্তরেণ অসামঞ্জস্যে কল্পান্তরেণ দৃষ্টান্তভাবং পরিহারম্ আহ—"যৎ পুনঃ এতৎ উক্তম্" ইতি। অবিদ্যাশক্তেঃ নিয়তত্বাৎ উৎপত্তিনিয়ম ইত্যর্থঃ। "এতেন" ইতি। মিথ্যাজ্ঞানবিভাগশক্তিপ্রতিনিয়মেন "মুক্তানাং পুনরুৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ প্রত্যুক্তঃ", কারণাভাবে কার্য্যাভাবস্য প্রতিনিয়মাৎ। তত্ত্বজ্ঞানেন চ সশক্তিক-মিথ্যাজ্ঞানস্য সমূলঘাতং নিহতত্বাৎ ইতি।৯

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"লৌকিকঃ পুরুষো" জীবঃ। অতশ্চ ন সাধ্যসমত্বম্ ইত্যর্থঃ। জগৎকারণস্য জাগ্রদাদ্যভাবাৎ ব্যাচষ্টে—"উৎপত্তি" ইতি।৯

ভামতীর অনুবাদ। ভাষ্যব্যাখ্যা।

"অস্তি চ অয়ম্ অপরো দৃষ্টান্তঃ" এইবার এই ভাষ্যাংশের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। এই দৃষ্টান্তমধ্যে "যথা চ স্বপ্নদৃক্ এক"—অর্থ "স্বপ্নদর্শী কোন ব্যক্তি" এই বলিয়া কোন লৌকিক পুরুষ অর্থাৎ কোন জীবকে লক্ষ্য করিতেছেন। "অবস্থাত্রয়সাক্ষী একঃ" এই ভাষ্যবাক্যের অবস্থাত্রয়শব্দের অর্থ—উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়। পূর্ব্বপক্ষবাদী কল্পান্তরদ্বারা অর্থাৎ অন্যপ্রকারে যে অসামঞ্জস্য দেখাইয়াছিলেন, তাহার পরিহার "যৎ পুনঃ এতদ্ উক্তম্" এই গ্রন্থে কল্পান্তরদ্বারা অর্থাৎ অন্যপ্রকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পরিহার করিতেছেন। ইহার অর্থ—অবিদ্যাশক্তি নিয়ত হওয়ায় উৎপত্তির নিয়ম হয়, অর্থাৎ নিয়মিতভাবে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হইল। "এতেন" পদের অর্থ—মিথ্যাজ্ঞান ও বিভাগশক্তির প্রতিনিয়মবশতঃ, অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান থাকিলে বিভাগশক্তি থাকে, আর মিথ্যাজ্ঞানের নাশে বিভাগশক্তির নাশ হয়, এজন্য মুক্তপুরুষগণের পুনরুৎপত্তির আপত্তি নিরস্ত হইল। তাহার হেতু, কারণ না থাকিলে কার্য্য থাকে না, এই একটী প্রতিনিয়ম আছে এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা শক্তির সহিত মিথ্যাজ্ঞান সমূলে বিনষ্ট হয়।৯

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্বপক্ষদোষাচ্চ ।১০ *

স্বপক্ষে চ এতে প্রতিবাদিনঃ সাধারণা দোষাঃ প্রাদুঃষ্যুঃ। কথমিতি ? উচ্যতে। যৎ তাবৎ অভিহিতং বিলক্ষণত্বাৎ নেদং জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিকম্ ইতি, প্রধানপ্রকৃতিকতায়াম্ অপি সমানম্ এতৎ। শব্দাদিহীনাৎ প্রধানাৎ শব্দাদিমতো জগত উৎপত্ত্যভ্যুপগমাৎ। অতএব চ বিলক্ষণকার্য্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমাৎ সমানঃ প্রাগুৎপত্তেঃ অসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ। তথা অপীতৌ কার্য্যস্য কারণাবিভাগাভ্যুপগমাৎ তদ্বৎপ্রসঙ্গোঽপি সমানঃ। তথা মৃদিতসর্ব্ববিশেষেষু বিকারেষু অপীতৌ অবিভাগাত্মতাং গতেষু ইদম্ অস্য পুরুষস্য উপাদানম্ ইদম্ অস্য ইতি প্রাক্ প্রলয়াৎ প্রতিপুরুষং যে নিয়তা ভেদা ন তে তথৈব পুনরুৎপত্তৌ নিয়ন্তুং শক্যন্তে। কারণাভাবাৎ। বিনৈব কারণেন নিয়মে অভ্যুপগম্যমানে কারণাভাবসাম্যাৎ মুক্তানামপি

* এটীও সিদ্ধান্তসূত্র। যেহেতু চকার দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্তসূত্রের অর্থের জন্য যুক্তিদ্বারা পুষ্টিসাধন করিতেছে। প্রথমান্ত পদ না থাকায় অধিকরণের আরম্ভকও হইল না।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[স্বপক্ষদোষাচ্চ ।১০] [সিঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্‌।

পুনর্ব্বন্ধপ্রসঙ্গঃ। অথ কেচিৎ ভেদা অপীতৌ অবিভাগম্‌ আপদ্যন্তে, কেচিৎ ন, ইতি চেৎ? যে ন আপদ্যন্তে তেষাং প্রধানকার্য্যত্বং ন প্রাপ্নোতি। ইত্যেবম্‌ এতে দোষাঃ সাধারণত্বাৎ ন অন্যতরস্মিন্‌ পক্ষে চোদয়িতব্যা ভবন্তি—ইতি অদোষতামেব এষাং দ্রঢ়য়তি, অবশ্যাশ্রয়িতব্যত্বাৎ ।১০

ভাষ্যানুবাদ। সাংখ্যমতেও কার্য্যদোষ কারণে হয়।

[সূত্রার্থ—"**চ**" অর্থ—আরও; "**স্বপক্ষদোষাৎ**" অর্থ—স্বপক্ষের দোষপ্রযুক্ত, অর্থাৎ বেদান্তপক্ষে উদ্ভাবিত দোষগুলি সাংখ্যপক্ষে প্রযুক্ত হয় বলিয়া প্রকৃতিবিকৃতিভাবের অনুপপত্তিরূপ যে দোষ, এবং উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের অসত্ত্বপ্রসঙ্গরূপ যে দোষ এবং প্রলয়কালেও কার্য্যগতধর্ম্মের কারণে সংক্রমণরূপ যে দোষ, সাংখ্যকর্ত্তৃক ব্রহ্মকারণতাবাদী বেদান্তীর উপর উদ্ভাবিত হইয়াছে, সেই সকল দোষ সাংখ্যপক্ষেও সমান। যেহেতু শব্দাদিহীন যে প্রধান, সেই প্রধান হইতে শব্দাদিযুক্ত এই বিলক্ষণ জগতের উৎপত্তি সাংখ্যমতেও স্বীকার করা হয়, ইত্যাদি।]

আর প্রতিবাদীর স্বপক্ষে এই দোষগুলি সাধারণরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে সকল দোষ উদ্‌ভাবন করা হইয়াছে, তাহা উভয়পক্ষেই সমান, অতএব সাংখ্যের পক্ষেও এই সকল দোষ হইতে পারে। যদি বল—কেন? তবে বলিতেছি—বিলক্ষণত্বপ্রযুক্ত এই জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিক নহে—এই যে বলা হইয়াছিল, অর্থাৎ সাংখ্য যে বলিয়াছিলেন যে, এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বলিয়া ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন নহে, তাহা প্রধানপ্রকৃতিকতাতেও সমান, অর্থাৎ প্রধানকে জগৎকারণ বলিলেও এই দোষ সমান হয়; কারণ, শব্দাদিবিহীন প্রধান হইতে জগতের উৎপত্তি অভ্যুপগম করা হয়, অর্থাৎ সাংখ্য ইহা স্বীকার করেন। আর এই জন্যই, অর্থাৎ বিলক্ষণ কার্য্যোৎপত্তির অভ্যুপগম করায়—স্বীকার করায় উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎকার্য্যবাদের আপত্তি সাংখ্যপক্ষেও সমান। সেইরূপ অপীতিতে অর্থাৎ প্রলয়ে কার্য্যের সহিত কারণের অবিভাগ অভ্যুপগম করায়—স্বীকার করায়, তদ্বৎপ্রসঙ্গও সমানই হয়, অর্থাৎ কার্য্যগত দোষে কারণের দূষিত হওয়া রূপ আপত্তি সাংখ্যপক্ষেও সমানই হয়। সেইরূপ যে বিকারসমূহের সর্ব্বপ্রকার বিশেষ মৃদিত হইয়াছে, অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা প্রলয়কালে অবিভাগাত্মতা প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ অবিভক্তস্বরূপ হইলে, 'ইহা এই ব্যক্তির উপাদান' অর্থাৎ সুখদুঃখাদির কারণ পুণ্যপাপাদি, এবং 'ইহা এই ব্যক্তির' এইরূপ প্রলয়ের পূর্ব্বে প্রতিপুরুষের যে সকল নিয়ত ভেদ ছিল, তাহারা পুনর্ব্বার উৎপত্তিকালে সেই পুরুষদিগকে সেই প্রকারেই নিয়মিত করিতে পারে না; যেহেতু কারণের অভাব ঘটে। অর্থাৎ প্রলয়কালে জাগতিক সকল পদার্থ লয় হইয়া যায় বলিয়া পাপপুণ্য প্রভৃতি কোন জন্যপদার্থ না থাকায় পুনঃসৃষ্টিকালে কোন জীবেরই নিজ নিজ পাপপুণ্যভোগের সম্ভাবনা হয় না। আর কারণ অর্থাৎ পাপপুণ্য ব্যতীতও যদি নিয়ম স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কারণাভাবের সাম্যবশতঃ মুক্তপুরুষগণেরও পুনর্ব্বার সংসারবন্ধনের আপত্তি হইয়া পড়ে।

আর যদি এরূপ বল—প্রলয়কালে কতিপয় বিভিন্ন পদার্থ অবিভাগ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ একীভূত হইয়া যায়, এবং কতিপয় পদার্থ একীভূত হয় না; তাহা হইলে, যাহারা অবিভাগ প্রাপ্ত হয় না, তাহারা আর প্রধানকার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ তাহারা আর প্রকৃতির কার্য্য হইতে পারে না। এই প্রকারে এই সকল দোষ উভয়পক্ষে সাধারণ বলিয়া কোন এক পক্ষে আশঙ্কা করা উচিত নহে। আর এই প্রকারে এ গুলি যে দোষ নহে, ইহাই দৃঢ় করিয়া বলিতেছেন। যেহেতু, ইহারা অবশ্যই আশ্রয়ণীয়।১০ম সূত্র।

ভামতী।

[স্বপক্ষদোষাচ্চ।] কার্য্যকারণয়োঃ বৈলক্ষণ্যং তাবৎ সমানমেব উভয়োঃ পক্ষয়োঃ। প্রাগুৎপত্তেঃ অসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গশ্চ প্রধানোপাদানপক্ষে এব, ন অস্মৎপক্ষে ইতি, যদ্যপি উপরিষ্টাৎ প্রতিপাদয়িষ্যামঃ তথাপি গুড়জিহ্বিকয়া সমানত্বাপাদনম্‌ ইদানীম্‌ ইতি মন্তব্যম্‌। ইদম্‌ অস্য পুরুষস্য সুখদুঃখোপাদানং ক্লেশকর্ম্মাশয়াদি। "ইদম্‌ অস্য" ইতি। সুগমম্‌ অন্যৎ ।১০

বেদান্তকল্পতরুঃ।

১০। "উপরিষ্টাদি"তি। অনন্তর এব শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণপূর্ব্বপক্ষে ।১০

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেব-মপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ।১১

[সিদ্ধান্ত সূত্র]

ভামতীর অনুবাদ। ভাষ্যব্যাখ্যা।

কার্য্য ও কারণের বৈলক্ষণ্য—প্রধানকারণতাবাদ এবং ব্রহ্মকারণতাবাদ—এই উভয় পক্ষেরই সমান। উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গ অর্থাৎ কার্য্য না থাকার আপত্তি এবং প্রলয়ে তদ্বৎপ্রসঙ্গ অর্থাৎ কার্য্যধর্ম্মের কারণে সংমিশ্রণের আপত্তি, বস্তুতঃ প্রধানকারণবাদের পক্ষেই হয়, আমাদের পক্ষে হয় না। ইহা যদিও উপরিষ্টাৎ অর্থাৎ পরে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে, তাহা হইলেও "গুড়জিহ্বিকা" ন্যায়ে অর্থাৎ বালকের জিহ্বায় গুড়সংযোগে রুচি উৎপাদন করিয়া পশ্চাৎ তিক্ত ঔষধ প্রয়োগের ন্যায় এক্ষণে উভয়কে সমান বলিয়া স্বীকার করিলেন—বুঝিতে হইবে। **ইদম্ অস্য পুরুষস্য উপাদানম্** ইহার অর্থ—এই ব্যক্তির ইহা উপাদান, অর্থাৎ এই ব্যক্তির সুখ-দুঃখাদির উপাদান। আর এই উপাদান শব্দের অর্থ—ক্লেশ, কর্ম্ম ও আশয় + প্রভৃতি কারণ এবং **ইদম্ অস্য** অর্থাৎ ইহা এই ব্যক্তির উপাদান, ইহার অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যেক সৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তির সুখদুঃখাদির কারণ যে ক্লেশ, কর্ম্ম ও আশয়প্রভৃতি, তাহা পৃথক্ পৃথক্ই থাকে। এতদ্‌ভিন্ন ভাষ্য অনায়াসে বুঝা যাইবে।১০

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ।১১ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইতশ্চ ন আগমগম্যে অর্থে কেবলেন তর্কেণ প্রত্যবস্থাতব্যম্, যস্মাৎ নিরাগমাঃ পুরুষোৎপ্রেক্ষামাত্রনিবন্ধনাঃ তর্কা অপ্রতিষ্ঠিতা ভবন্তি উৎপ্রেক্ষায়া নিরঙ্কুশত্বাৎ। তথাহি কৈশ্চিৎ অভিযুক্তৈঃ যত্নেন উৎপ্রেক্ষিতাঃ তর্কা, অভিযুক্ততরৈঃ অন্যৈঃ আভাস্যমানা দৃশ্যন্তে। তৈরপি উৎপ্রেক্ষিতাঃ সন্তঃ ততঃ অন্যৈঃ আভাস্যন্তে ইতি ন প্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কাণাং শক্যম্ আশ্রয়িতুম্, পুরুষমতিবৈরূপ্যাৎ। অথ কস্যচিৎ প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যস্য কপিলস্য চ অন্যস্য বা সম্মতঃ তর্কঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি আশ্রীয়েত। এবমপি অপ্রতিষ্ঠিতত্বমেব; প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যানুমতানামপি তীর্থকরাণাং কপিলকণভুক্‌প্রভৃতীনাং পরস্পরবিপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ।

ভাষ্যানুবাদ। স্বাধীনতর্কের প্রতিষ্ঠা নাই।

[সূত্রার্থ—"**তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ অপি**" অর্থাৎ তর্কের অপ্রতিষ্ঠানপ্রযুক্তও সমন্বয়বিরোধের শঙ্কা করা উচিত নহে। "**অন্যথানুমেয়ম্ ইতি চেৎ**" অন্য প্রকারে অনুমেয় হয় বলিলে, অর্থাৎ যাহাতে তর্কের অপ্রতিষ্ঠা-দোষ না হয়, সে প্রকারে সমন্বয়বিরোধ অনুমান করিব। যদি বল **এবমপি** অর্থাৎ এরূপ হইলেও "**অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ**" অর্থাৎ তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ মুক্ত হয় না, অথবা অন্য স্মৃতির সহিত বিরোধপ্রযুক্ত তত্ত্বনির্ণয়ের অভাবে মোক্ষ হয় না।]

এই কারণেও অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ কারণেও বেদপ্রতিপাদ্যবিষয়ে কেবল তর্কদ্বারা প্রত্যবস্থান করা অর্থাৎ বিরোধ করা উচিত নহে। কারণ, নিরাগম অর্থাৎ যে তর্কের মূলে বেদপ্রমাণ নাই, সে তর্ক কেবল পুরুষের উৎপ্রেক্ষা অর্থাৎ কল্পনাবশতঃই হইয়া থাকে, অতএব তাহা অপ্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ, উৎপ্রেক্ষার অঙ্কুশ নাই অর্থাৎ কল্পনার নিয়ামক নাই। যেহেতু কোনও অভিযুক্ত অর্থাৎ বিখ্যাত পণ্ডিতকর্ত্তৃক বিশেষ যত্নপূর্ব্বক উৎপ্রেক্ষিত অর্থাৎ উদ্ভাবিত তর্ক, তদপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক তর্কাভাস বলিয়া প্রতিপাদিত হয়—দেখা যায়। আবার তাঁহাদের দ্বারাও যে তর্ক উৎপ্রেক্ষিত হয়, তাহা অন্য পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক দুষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অতএব তর্কের প্রতিষ্ঠাকে আশ্রয় করিতে পারা যায় না। ইহার কারণ, পুরুষের মতিবৈরূপ্য, অর্থাৎ

+ ক্লেশকর্ম্ম প্রভৃতির পরিচয় পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য।

* এটীও সিদ্ধান্ত সূত্র। ইহার "ইতি চেৎ" পর্য্যন্ত অংশ পূর্ব্বপক্ষ, অবশিষ্ট অংশ সিদ্ধান্তপক্ষ। ইহার মধ্যে প্রথমান্ত পদ থাকিলেও ইহা অধিকরণারম্ভক হইল না। কারণ, অধিকরণশেষের পর অথবা পাদ বা অধ্যায়শেষের পর এরূপ "ইতি চেৎ" ঘটিত সূত্রে প্রথমান্ত পদ থাকিলেই অধিকরণ আরম্ভক হয়, নচেৎ নহে; যেমন এই অধ্যায়ের প্রথম সূত্রটী, অথবা ১ম অধ্যায় ৪র্থ পাদ প্রথম সূত্রটী। রামানুজভাষ্যে "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি" একটী সূত্র এবং অবশিষ্ট অংশটী অপর সূত্র। কিন্তু "অন্যথানুমেয়ম্" ইত্যাদি অংশ ভিন্নবিষয়ক বা ভিন্নহেতুবোধক নহে বলিয়া একসূত্র হওয়াই সঙ্গত। ভাস্কর, মধ্ব ও বল্লভপ্রভৃতি অপরভাষ্যে ইহা একটী সূত্রই। এই সূত্রেই এই তৃতীয় অধিকরণ সমাপ্ত। মাধ্বমতে ইহার পরসূত্রে ৪র্থ অধিকরণ সমাপ্ত। শাঙ্করমতের কোন কোন গ্রন্থে "অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ" স্থলে "অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ" পাঠ আছে।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।১১] [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

পুরুষের প্রতিভা একরকম নহে। আর যদি বল—প্রসিদ্ধমাহাত্ম্যগণের অর্থাৎ যাঁহাদের মহিমা জগতে বিখ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ কপিলাদি কোন মহর্ষির, অথবা অন্য কোন মহাত্মার সম্মত তর্ক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আশ্রয় করিব? তাহা হইলেও সে তর্কও অপ্রতিষ্ঠিতই হইবে। কারণ, যাঁহাদের মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ বলিয়া লোকে জানে, সেই কপিল ও কণাদপ্রভৃতি তীর্থকরগণের অর্থাৎ শাস্ত্রকার ঋষিগণেরও পরস্পর বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভামতী।

কেবলাগমগম্যে অর্থে স্বতন্ত্রতর্কাবিষয়ে ন সাংখ্যাদিবৎ স্বাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যমাত্রেণ তর্কঃ প্রবর্ত্তনীয়ঃ, যেন প্রধানাদিসিদ্ধিঃ ভবেৎ। শুষ্কতর্কো হি স ভবতি "অপ্রতিষ্ঠানাৎ"। তদুক্তম্—

"যত্নেনানুমিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে॥" ইতি।

ন চ মহাপুরুষপরিগৃহীতত্বেন কস্যচিৎ তর্কস্য প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষাণামেব তার্কিকাণাং মিথো বিপ্রতিপত্তেরিতি॥

ভামতীর অনুবাদ। ভাষ্যব্যাখ্যা।

কেবল **আগমগম্যে অর্থে** অর্থাৎ কেবলমাত্র বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়ে অর্থাৎ স্বতন্ত্র তর্কের অবিষয়ে সাংখ্য-শাস্ত্রকার পণ্ডিতগণের ন্যায় কেবলমাত্র সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যরূপ হেতুদ্বারা তর্ক প্রবর্ত্তিত করা উচিত নহে; যাহার বলে প্রধানাদিপদার্থের সিদ্ধি হইবে। যেমন জগৎ অচেতন এবং প্রধানও অচেতন, সুতরাং অচেতনত্ব উভয়ের সাধর্ম্ম্য। এই সাধর্ম্ম্যরূপ হেতুদ্বারা জগৎকারণ অচেতন প্রধানই হইবে এবং জগৎ অচেতন, ব্রহ্ম চেতন সুতরাং অচেতনত্ব ব্রহ্মের বৈধর্ম্ম্য, অতএব এই অচেতনত্বরূপ বৈধর্ম্ম্যদ্বারা জগৎকারণ ব্রহ্ম নহেন—এইরূপ যুক্তির দ্বারা জগৎকারণ প্রধান সিদ্ধি করা উচিত নহে। যেহেতু, তাহা শুষ্কতর্ক হয়; কারণ, তাহার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিরত্ব নাই। তাহাই প্রাচীন আচার্য্যগণও বলিয়াছেন—

**"যত্নেনানুমিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে॥"**

অর্থাৎ শাস্ত্রকুশল অনুমাতা অর্থাৎ তার্কিকগণ অতি যত্নসহকারে যে পদার্থের আপাদন অর্থাৎ স্থাপনা করিয়াছেন, অন্য অভিযুক্ততর অর্থাৎ তদপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান পণ্ডিতগণ তাহাকে অন্য প্রকারেই প্রতিপাদন করেন। আর ইহাও বলিতে পার না যে, মহাত্মগণ কোন তর্ককে অবলম্বন করিতেছেন বলিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিরত্ব আছে। কারণ, তর্কবিদ্যায় সুপণ্ডিত মহাপুরুষগণের মধ্যেই পরস্পর বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরোধ আছে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথ উচ্যেত অন্যথা বয়ম্ অনুমাস্যামহে, যথা ন অপ্রতিষ্ঠাদোষো ভবিষ্যতি। ন হি প্রতিষ্ঠিতঃ তর্ক এব নাস্তি, ইতি শক্যতে বক্তুম্। এতদপি হি তর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বং তর্কেণৈব প্রতিষ্ঠাপ্যতে। কেষাঞ্চিৎ তর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বদর্শনেন অন্যেষামপি তজ্জাতীয়কানাং তর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বকল্পনাৎ। সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং চ লোকব্যবহারোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। অতীতবর্ত্তমানাধ্বসাম্যেন হি অনাগতেঽপি অধ্বনি সুখদুঃখপ্রাপ্তি-পরিহারায় প্রবর্ত্তমানো লোকো দৃশ্যতে। শ্রুত্যর্থবিপ্রতিপত্তৌ চ অর্থাভাসনিরাকরণেন সম্যগ্ অর্থনির্দ্ধারণং তর্কেণৈব বাক্যবৃত্তিনিরূপণরূপেণ ক্রিয়তে, মনুরপি চ এবং মন্যতে—

**"প্রত্যক্ষমনুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥** (মনু ১২।১০৫) **ইতি,
আর্ষং ধর্ম্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥"** (মনু ১২।১০৬) **ইতি চ ব্রুবন্।**

অয়মেব তর্কস্য অলঙ্কারো যদ্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বং নাম। এবং হি সাবদ্যতর্কপরিত্যাগেন নিরবদ্যঃ

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ।১১] [সিঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

তর্কঃ প্রতিপত্তব্যো ভবতি। ন হি পূর্ব্বজো মূঢ় আসীৎ ইতি আত্মনাপি মূঢ়েন ভবিতব্যম্ ইতি কিঞ্চিদ্ অস্তি প্রমাণম্। তস্মাৎ ন তর্কাপ্রতিষ্ঠানং দোষঃ, ইতি চেৎ? "এবমপি অবিমোক্ষ-প্রসঙ্গঃ"।

ভাষ্যানুবাদ। প্রতিষ্ঠিত তর্কের দ্বারাও প্রধান জগৎকারণ সিদ্ধ হয় না।

আর যদি পূর্ব্বপক্ষী বলেন—আমরা অন্যপ্রকারে অনুমান করিব, যাহাতে অপ্রতিষ্ঠা দোষ হইবে না। (অর্থাৎ সে তর্কের আর কেহ খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবে না, প্রত্যুত সকলেই স্বীকার করিয়া লইবে)। আর প্রতিষ্ঠিত তর্কই নাই—ইহা বলিতে পারা যায় না; কেন না তর্কের এই অপ্রতিষ্ঠাদোষ তর্কের দ্বারাই ত প্রতিষ্ঠিত করা হইতেছে, তর্কদ্বারাই যখন তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব সিদ্ধ করা হইতেছে, তখন তর্কমাত্রই অপ্রতিষ্ঠিত হয় কি করিয়া? তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই—ইহা এবং কোন কোন তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব-দর্শনদ্বারা অর্থাৎ অস্থিরত্ব দেখিয়া অন্য তজ্জাতীয় তর্কেরও অপ্রতিষ্ঠিতত্ব কল্পনা করা হইয়া থাকে মাত্র। আর সকল তর্কেরই অপ্রতিষ্ঠা হইলে লোকব্যবহারের উচ্ছেদপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ লোকব্যবহার লোপ পাইয়া যায়। অতীত ও বর্ত্তমান পথের সাম্যের দ্বারাই ত ভবিষ্যৎ পথেও সুখ পাইবার জন্য ও দুঃখনিবারণ করিবার জন্য লোকে প্রবৃত্ত হয়—দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রুত্যর্থের বিপ্রতিপত্তিতে অর্থাৎ বেদার্থের বিরোধ হইলে অর্থাভাস নিরাকারণদ্বারা অর্থাৎ দুষ্টার্থ পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্ অর্থের নির্দ্ধারণ অর্থাৎ যথার্থ অর্থ নিশ্চয় করা তর্কের দ্বারাই বাক্যের বৃত্তি নিরূপণ করিয়া অর্থাৎ বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয়দ্বারা করা হয়। মহর্ষি মনুও এইরূপ মনে করেন। যথা—

প্রত্যক্ষমনুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা। (মনু ১২।১০৫)
আর্ষং ধর্ম্মোপদেশং চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ। (মনু ১২।১০৬)

অর্থাৎ যিনি ধর্ম্মের শুদ্ধি ইচ্ছা করেন, অর্থাৎ অধর্ম্ম হইতে ধর্ম্মকে পৃথক্ করিয়া বিশেষভাবে বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বিবিধ আগমশাস্ত্র অর্থাৎ বহু আচার্য্যের নিকট হইতে প্রাপ্ত সম্প্রদায়সাহিত্য এই তিনটি ভালরূপে জানিবেন। যিনি বেদ এবং শাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা মনু অত্রি প্রভৃতি ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশ অনুসন্ধান করেন, তিনিই ধর্ম্মকে জানেন, অপরে নহে। তর্কের যে অপ্রতিষ্ঠা ইহাই ত তর্কের অলঙ্কার অর্থাৎ শোভা। মনুবাক্যানুসারে এইপ্রকারে সাবদ্য অর্থাৎ নিন্দিত তর্ক পরিত্যাগ করিয়া নিরবদ্য অর্থাৎ অনিন্দিত (অর্থাৎ নির্দ্দোষ) তর্ক প্রতিপত্তব্য, অর্থাৎ অবগত হওয়া উচিত। কারণ, অগ্রজ মূর্খ ছিলেন বলিয়া নিজেকেও মূর্খ হইতে হইবে, ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। অতএব তর্কের অপ্রতিষ্ঠা, দোষ নহে, ইত্যাদি। **এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে,** পূর্ব্বপক্ষ যদি এরূপ বলেন তাহা হইলেও **অবিমোক্ষপ্রসঙ্গ হয়** অর্থাৎ তর্ক অপ্রতিষ্ঠা দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। [কারণ, লৌকিক বিষয়ে পরীক্ষিত তর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় বটে, কিন্তু অলৌকিক বিষয়ে কোন্ তর্ক ঠিক্ আর কোন্ তর্ক ঠিক নহে, তাহা নির্ণয় হয় না। অতএব লৌকিক বিষয়ে যেমন পরীক্ষিত তর্ক ঠিক্ হয়, তদ্রূপ অলৌকিক বিষয়ে বেদানুকূল তর্কই ঠিক্ হয়।]

ভামতী।

সূত্রে শঙ্কতে—"অন্যথাঽনুমেয়মিতি চেৎ"। তদ্ বিভজতে—"অন্যথা বয়ম্ অনুমাস্যামহে" ইতি। 'ন অনুমানাভাসব্যভিচারেণ' অনুমানব্যভিচারঃ শঙ্কনীয়ঃ। প্রত্যক্ষাদিষু অপি তদাভাস-ব্যভিচারেণ তৎপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধবল্লিঙ্গানুসরণে নিপুণেন অনুমাত্রা ভবিতব্যম্; ততশ্চ অপ্রত্যূহং প্রধানং সেৎস্যতি ইতি ভাবঃ। 'অপি চ' যেন তর্কেণ তর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠাম্ আহ স এব তর্কঃ প্রতিষ্ঠিতঃ অভ্যুপেয়ঃ, তদপ্রতিষ্ঠায়াম্ ইতরাপ্রতিষ্ঠানাভাবাৎ ইত্যাহ—"ন হি প্রতিষ্ঠিতঃ তর্ক এব" ইতি। অপি চ তর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং সকললোকযাত্রোচ্ছেদ-প্রসঙ্গঃ। ন চ শ্রুত্যর্থাভাসনিরাকরণেন তদর্থতত্ত্ববিনিশ্চয় ইত্যাহ—"সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং চ" ইতি। 'অপি চ বিচারাত্মকঃ' তর্কঃ তর্কিতপূর্ব্বপক্ষপরিত্যাগেন তর্কিতং রাদ্ধান্তম্ অনুজানাতি।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।১১] [সিঃ সূঃ]

ভামতী।

সতি চ এষ পূর্ব্বপক্ষবিষয়ে তর্কে প্রতিষ্ঠারহিতে প্রবর্ত্ততে, তদভাবে বিচারাপ্রবৃত্তেঃ। তদিদম্ আহ—"অয়মেব চ তর্কস্য অলঙ্কারঃ ইতি।

তাম্ ইমাম্ আশঙ্কাং সূত্রেণ পরিহরতি—"এবমপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ"। ন বয়ম্ অন্যত্র তর্কম্ অপ্রমাণয়ামঃ, কিন্তু জগৎকারণসম্বন্ধে স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধবৎ ন লিঙ্গম্ অস্তি, যৎ তু সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যমাত্রং তৎ অপ্রতিষ্ঠাদোষাৎ ন মুচ্যতে ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

১১। সর্ব্বঃ তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠিতঃ, উত কশ্চিৎ, ন চরমঃ, ইত্যাহ -"ন অনুমানাভাস" ইতি। স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধঃ ব্যাপ্তিঃ। ন আদ্যঃ ইত্যাহ— "অপি চ" ইতি। চরমঃ ন কেবলম্ অবিরুদ্ধঃ প্রত্যুত অনুগুণঃ, ইত্যাহ—"অপি চ বিচার" ইতি।১১ "নৈষা ইতি। এষা ব্রহ্মবিষয়া মতিঃ তর্কেণ ন আপনেয়া—প্রাপণীয়া ইত্যর্থঃ। অথবা কুতঃ তর্কেণ অপনেয়া নিরস্তা ন ভবতি, কিং তর্হি অন্যেন এব আচার্য্যেণ প্রোক্তা সতী সুজ্ঞানায় ফলপর্য্যন্তসাক্ষাৎকারায় ভবতি। "হে প্রেষ্ঠ!" প্রিয়তম! ইতি নচিকেতসং প্রতি মৃত্যোঃ বচনম্। কঃ অদ্ধা সাক্ষাৎ বেদ ব্রহ্ম কঃ বা প্রাবোচৎ, ছন্দসি কালানিয়মাৎ প্রক্রয়াৎ ইত্যর্থঃ। ইয়ং বিসৃষ্টিঃ যতঃ আবভূব স এব স্বরূপং বেদ, ন অন্যঃ ইতি—মন্ত্রপ্রতীকয়োঃ অর্থঃ। তৎ সর্ব্বং পরাদাৎ নিরাকুর্য্যাৎ, যঃ অন্যত্র আত্মনঃ আত্মব্যতিরেকেণ সর্ব্বং বেদ ইত্যর্থঃ। "অজম্" জন্মরহিতম্। "অনিদ্রম্" অজ্ঞানরহিতম্। "অস্বপ্নম্" ভ্রমরহিতম্। অতএব অদ্বৈতং তদা বুধ্যতে ইতি সম্প্রদায়বিদ্‌বচনার্থঃ। ইতি—তৃতীয়ং ন বিলক্ষণত্বাধিকরণম্।

ভামতীর অনুবাদ। ভাষ্যব্যাখ্যা।

"অন্যথাঽনুমেয়ম্" এই সূত্রাংশদ্বারা সূত্রকার সূত্রে শঙ্কা করিতেছেন। **"অন্যথা বয়ম্ অনুমাস্যামহে"** এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার সেই সূত্রাংশ বিভাগ করিতেছেন। অনুমানাভাস অর্থাৎ দুষ্ট অনুমানের ব্যভিচারদ্বারা অনুমানের ব্যভিচার আশঙ্কা করা উচিত নহে। কারণ তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি স্থলেও প্রত্যক্ষাভাসের ব্যভিচারদ্বারা প্রত্যক্ষের ব্যভিচার হইয়া পড়ে। অতএব স্বাভাবিক প্রতিবন্ধ বিশিষ্টলিঙ্গ অনুসরণে অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু অনুসন্ধানে অনুমানকর্ত্তার যত্নবান্ হওয়া উচিত। তাহা হইলে নির্বিঘ্নে প্রধান সিদ্ধ হইবে—ইহাই অভিপ্রায়। আরও যে তর্কের দ্বারা তর্কসকলের অপ্রতিষ্ঠা বলিতেছ, সেই তর্ককেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, তাহার অপ্রতিষ্ঠা হইলে, অপর তর্কের অপ্রতিষ্ঠাসিদ্ধি হইবে না, অর্থাৎ যে তর্কের দ্বারা তর্কের অপ্রতিষ্ঠাসাধন করিবে, সেই সাধক তর্কই যদি অপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তর্কের অপ্রতিষ্ঠাসিদ্ধি কিরূপে হইবে? **"ন হি প্রতিষ্ঠিতঃ তর্ক এব নাস্তি"** এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন। আরও তর্কের অপ্রতিষ্ঠা হইলে লৌকিক সমস্ত ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে এবং শ্রুত্যর্থের আভাস অর্থাৎ দোষনিবারণের দ্বারা শ্রুত্যর্থের তত্ত্বনিশ্চয়ও হয় না, অর্থাৎ এই শ্রুতির এই অর্থ হওয়া স্থির হয় না। **সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং চ**" এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন। আরও বিচারাত্মক তর্ক, তর্কিত পূর্ব্বপক্ষ পরিত্যাগদ্বারা, অর্থাৎ সযুক্তিক পূর্ব্বপক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া, তর্কিত রাদ্ধান্তকে অর্থাৎ সিদ্ধান্তকে জানাইয়া দেয়, অর্থাৎ সযুক্তিক সিদ্ধান্তপক্ষকে স্থাপন করে।* পূর্ব্বপক্ষবিষয়ক তর্ক প্রতিষ্ঠারহিত হইলে এই

* এস্থলে তর্ক সম্বন্ধে একটু বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। তর্ক শব্দের সাধারণ অর্থ —যুক্তি। ন্যায়শাস্ত্রে ইহার লক্ষণ —"ব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকারোপঃ" অর্থাৎ ব্যাপ্যের আরোপদ্বারা ব্যাপকের যে আরোপ, তাহাই তর্ক। যেমন যেখানে ধূম রহিয়াছে, সেখানে যদি কেহ বলে যে, বহ্নি নাই, অর্থাৎ বহ্ন্যভাব রহিয়াছে বলে, তাহা হইলে তদুত্তরে অপরে যদি বলে—যদি এখানে বহ্নি নাই বল, অর্থাৎ বহ্ন্যভাব রহিয়াছে বল, তাহা হইলে এখানে ধূমও নাই বল? অর্থাৎ ধূমাভাব আছে বল, এরূপ স্থলে এই উত্তরটী তর্ক নামে অভিহিত হয়। কারণ, এস্থলে বহ্ন্যভাবটী ব্যাপ্য এবং ধূমাভাবটী ব্যাপক। ব্যাপ্য বহ্ন্যভাবদ্বারা ব্যাপক ধূমাভাবের এই আরোপ হওয়ায় ইহা তর্ক হইল। এই তর্ক, কোনমতে পাঁচ প্রকার, কোনমতে ছয় প্রকার এবং কোনমতে একাদশ প্রকার। ইহাদের পরিচয় অদ্বৈতসিদ্ধি প্রথমভাগের ভূমিকার অন্তর্গত ন্যায়পরিচয়মধ্যে ২৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এই তর্কের ফল ব্যাপ্তিনির্ণয়, অথবা ব্যাপ্তির মধ্যে ব্যভিচারশঙ্কার নিবারণ। বেদান্তমতে এই তর্কে একেবারে শঙ্কা দূর হয় না—বলা হয়। যেহেতু অলৌকিক বিষয়ে পরীক্ষা সম্ভব হয় না। কিন্তু এস্থলে যে বিচারাত্মক তর্কের কথা বলা হইল, তাহা অন্যপ্রকার। এই বিচারাত্মক তর্কের ছয়টী অবয়ব থাকে। যথা—বিষয়, সন্দেহ, ফল, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্তপক্ষ এবং সঙ্গতি। ইহাদের বিবরণ ভারতীতীর্থ কৃত ব্যাসাধিকরণমালামধ্যে দ্রষ্টব্য। ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এস্থলে এই তর্ককে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বপক্ষী বলিলেন যে, "বিচারাত্মক তর্ক, তর্কিত পূর্ব্বপক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া তর্কিত সিদ্ধান্তকে জানাইয়া দেয়।" এস্থলে "তর্কিত পূর্ব্বপক্ষ" বলিয়া যে তর্ককে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাতে উপরি উক্ত ন্যায়শাস্ত্রোক্ত তর্ককে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সুতরাং তর্কিত পূর্ব্বপক্ষ বলিতে সযুক্তিক পূর্ব্বপক্ষ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ এই পূর্ব্বপক্ষমধ্যে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমনরূপ ন্যায়াবয়ব পাঁচটী থাকে, আর তজ্জন্য হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তিও থাকে; আর সেই ব্যাপ্তির জন্য বা সেই ব্যাপ্তিতে ব্যভিচারশঙ্কাবারণের জন্য উক্ত "ব্যাপ্যারোপদ্বারা ব্যাপকারোপরূপ" তর্কও থাকে—বুঝিতে হইবে। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন যে, এই বিচারাত্মক তর্কদ্বারা বস্তুসিদ্ধি না হইলে লোকের বিচারেই প্রবৃত্তি হইবে না। বলা বাহুল্য; বেদান্তমতে শ্রুতির অনুকূল তর্ক না হইলে তদ্দ্বারা অলৌকিক বস্তু সিদ্ধ হয় না—বলা হয়।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ।১১] [সিঃ সূঃ]

ভামতীর অনুবাদ।

বিচারাত্মক তর্ক প্রবৃত্ত হয়; বিচারাত্মক তর্ক না থাকিলে বিচারের প্রবৃত্তিই হয় না। সেইজন্য **"অয়মেব চ তর্কস্য অলঙ্কারঃ"** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। (এই পর্য্যন্ত "ইতি চেৎ" এই সূত্রাংশের অর্থ।) **"এবমপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ"** এই সূত্রাংশদ্বারা সেই এই পূর্ব্বপক্ষের আশঙ্কা পরিহার করিতেছেন। যথা—আমরা অন্যত্র তর্ককে অপ্রমাণ বলিতেছি না—কিন্তু জগৎকারণের সত্তায় স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু নাই ইহাই বলিতেছি, অর্থাৎ এস্থলে তর্ক অপ্রতিষ্ঠই হয় বলিতেছি। আর যে সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যমাত্রকে লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু বলিয়া স্বীকার করিলে, অর্থাৎ জগৎ ও প্রধান অচেতন, অর্থাৎ জড় বলিয়া অচেতনত্বরূপ সাধর্ম্যকে হেতু করিয়া প্রধানকে জগৎকারণ বলিয়া অনুমান করিলে এবং জগৎ অচেতন এবং ব্রহ্ম চেতন বলিয়া অচেতনত্ব ব্রহ্মের বৈধর্ম্য হয়, এই বৈধর্ম্যকে হেতু করিয়া ব্রহ্ম জগৎকারণ নহে বলিলেও, তাহা অপ্রতিষ্ঠা দোষ হইতে মুক্ত হয় না। [কারণ, লৌকিক বিষয়ে পরীক্ষিত তর্কের প্রতিষ্ঠিতত্ব সম্ভব হইলেও অলৌকিক বিষয়ে তাহা সম্ভব হয় না।]

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদ্যপি কচিৎ বিষয়ে তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বম্ উপলক্ষ্যতে, তথাপি প্রকৃতে তাবৎ বিষয়ে প্রসজ্যতে এব অপ্রতিষ্ঠিতত্বদোষাৎ অনির্মোক্ষঃ তর্কস্য। ন হি ইদম্ অতিগম্ভীরং ভাবযাথাত্ম্যং মুক্তিনিবন্ধনম্ আগমম্ অন্তরেণ উৎপ্রেক্ষিতুমপি শক্যম্। রূপাদ্যভাবাৎ হি ন অয়ম্ অর্থঃ প্রত্যক্ষগোচরঃ, লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চ ন অনুমানাদীনাম্—ইতি চ অবোচাম।

অপি চ সম্যক্‌জ্ঞানাৎ মোক্ষ ইতি সর্ব্বেষাং মোক্ষবাদিনাম্ অভ্যুপগমঃ। তচ্চ সম্যক্‌-জ্ঞানম্ একরূপং, বস্তুতন্ত্রত্বাৎ। একরূপেণ হি অবস্থিতো যঃ অর্থঃ স পরমার্থঃ। লোকে তদ্বিষয়ং জ্ঞানং সম্যক্ জ্ঞানম্ ইতি উচ্যতে, যথা অগ্নিঃ উষ্ণঃ ইতি। তত্র এবং সতি সম্যক্ জ্ঞানে পুরুষাণাং বিপ্রতিপত্তিঃ অনুপপন্না। তর্কজ্ঞানানাং তু অন্যোন্যবিরোধাৎ প্রসিদ্ধা বিপ্রতিপত্তিঃ। যৎ হি কেনচিৎ তার্কিকেণ 'ইদমেব সম্যক্ জ্ঞানম্' ইতি প্রতিপাদিতং তৎ অপরেণ ব্যুত্থাপ্যতে, তেনাপি প্রতিষ্ঠাপিতং, ততঃ অপরেণ ব্যুত্থাপ্যতে, ইতি প্রসিদ্ধং লোকে। কথম্ একরূপানবস্থিতবিষয়ং তর্কপ্রভবং সম্যক্ জ্ঞানং ভবেৎ। ন চ প্রধানবাদী তর্কবিদাম্ উত্তমঃ—ইতি সর্ব্বৈঃ তার্কিকৈঃ পরিগৃহীতঃ, যেন তদীয়ং মতং সম্যক্ জ্ঞানম্ ইতি প্রতিপদ্যেমহি। ন চ শক্যন্তে অতীতানাগতবর্ত্তমানাঃ তার্কিকা একস্মিন্ দেশে কালে চ সমাহর্ত্তুং, যেন তন্মতিঃ একরূপা একার্থবিষয়া সম্যক্‌মতিরিতি স্যাৎ। বেদস্য তু নিত্যত্বে বিজ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বে চ সতি ব্যবস্থিতার্থবিষয়ত্বোপপত্তেঃ। তজ্জনিতস্য জ্ঞানস্য সম্যক্‌ত্বম্ অতীতানাগতবর্ত্তমানৈঃ সর্ব্বৈরপি তার্কিকৈঃ অপহ্নোতুম্ অশক্যম্। অতঃ সিদ্ধম্ অস্যৈব ঔপনিষদস্য জ্ঞানস্য সম্যক্‌জ্ঞানত্বম্। অতোঽন্যত্র সম্যক্‌জ্ঞানত্বানুপপত্তেঃ, সংসারা-বিমোক্ষ এব প্রসজ্যেত। অত আগমবশেন আগমানুসারিতর্কবশেন চ চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চ ইতি—স্থিতম্।১১। ইতি তৃতীয়ং [ন] বিলক্ষণত্বাধিকরণম্। (৩)

ভাষ্যানুবাদ। স্বাধীন তর্ক মোক্ষের সহায় হয় না।

যদিও কোন কোন বিষয়ে তর্কের প্রতিষ্ঠিতত্ব উপলক্ষিত হয়, তথাপি ত প্রকৃতস্থলে অপ্রতিষ্ঠিতত্ব দোষ হইতে তর্কের অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ হয়ই, অর্থাৎ তর্ক অপ্রতিষ্ঠা দোষ হইতে মুক্ত হয় না। যেহেতু অতিগম্ভীর অর্থাৎ শ্রুতিভিন্ন প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের অগম্য, মুক্তিনিবন্ধন অর্থাৎ মোক্ষের অবলম্বন এই ভাবযাথাত্ম্য অর্থাৎ জগৎকারণ ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব, আগম ব্যতীত উৎপ্রেক্ষা করিতে অর্থাৎ কল্পনা করিতেও পারা যায় না। কারণ, রূপাদি না থাকাতে এই বিষয়টী অর্থাৎ এই ব্রহ্মবস্তু, প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, আর লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু প্রভৃতি না থাকাতে অনুমানাদির বিষয়ও নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

আরও সম্যক্‌জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয় ইহা সকল মোক্ষবাদীরই অভ্যুপগম অর্থাৎ স্বীকার্য্য বিষয়। আর সেই

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।১১] [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

সম্যক্‌জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান একই প্রকার, কারণ, তাহা বস্তুতন্ত্র অর্থাৎ বস্তুর অধীন, (তাহা মানুষের ইচ্ছার অধীন নহে)। একরূপে অবস্থিত যে অর্থ অর্থাৎ যে বস্তু চিরকাল একরূপে থাকে, তাহাই পরমার্থ অর্থাৎ যথার্থ বস্তু। লোকে তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে সম্যক্‌জ্ঞান বলে। যেমন অগ্নি উষ্ণ, এই জ্ঞানকে লোকে সম্যক্‌জ্ঞান বলে। তাহা হইলে সম্যক্‌জ্ঞানে পুরুষের বিপ্রতিপত্তি অনুপপন্ন হয়—অর্থাৎ বিবাদ থাকা উচিত নহে। তর্কজনিত জ্ঞানসমূহের কিন্তু পরস্পর বিরোধপ্রযুক্ত বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিবাদ প্রসিদ্ধ। কারণ, কোন এক তার্কিক যে জ্ঞানকে সম্যক্‌জ্ঞান বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা অপর তার্কিককর্ত্তৃক ব্যুত্থাপিত হয়, অর্থাৎ বাধাপ্রাপ্ত হয়। আর তৎকর্ত্তৃক যাহা প্রতিষ্ঠাপিত অর্থাৎ স্থিরীকৃত হয়, তাহাও অপর তার্কিককর্ত্তৃক ব্যুত্থাপিত হয়—ইহা লোকে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব কিরূপে একরূপানবস্থিতবিষয় অর্থাৎ যে জ্ঞানের বিষয় একরূপে থাকে না, সেই তর্কপ্রভব জ্ঞান সম্যক্‌জ্ঞান হইবে? আর প্রধানবাদী অর্থাৎ সাংখ্যাচার্য্য তার্কিকগণের মধ্যে উত্তম—ইহাও ত সকল তার্কিক স্বীকার করেন না, যাহাতে তদীয় মতই সম্যক্‌জ্ঞান বলিয়া আমরা বুঝিতে পারিব। আর, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তার্কিকগণকে এক স্থানে এবং এক সময়ে মিলিত করিতে পারা যায় না, যাহার দ্বারা তাঁহাদের বুদ্ধি একরূপ ও একপদার্থবিষয়ক সম্যক্ বুদ্ধি হইবে। কিন্তু বেদ নিত্য হইলে এবং বিজ্ঞানোৎপত্তির হেতু হইলে, অর্থাৎ সম্যগ্ জ্ঞানের কারণ হইলে, ব্যবস্থিত অর্থবিষয়ত্বের উপপত্তি হয়—অর্থাৎ তাহা হইতে যে জ্ঞান হইবে, তাহার বিষয় সত্য হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয়। অতএব তাহা হইতে উৎপন্ন জ্ঞানের সম্যক্ত্ব অর্থাৎ যথার্থতা, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কালের সমস্ত তার্কিকগণও অপহ্নব অর্থাৎ অন্যথা করিতে পারিবেন না।

অতএব সিদ্ধ হইল যে, এই ঔপনিষদ জ্ঞানই অর্থাৎ বেদান্তপ্রতিপাদ্য জ্ঞানই সম্যক্‌জ্ঞান। অতএব এতদ্ভিন্ন স্থলে সম্যক্‌জ্ঞানত্বের অনুপপত্তি হয়; অর্থাৎ এতদ্‌ভিন্ন জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না; এজন্য তাহা হইতে সংসারাবিমোক্ষ হয়, অর্থাৎ মোক্ষাভাব হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সে জ্ঞান হইতে মোক্ষ হইবে না। অতএব আগমের বশে এবং আগমানুসারী তর্কের বশে চেতন ব্রহ্মই জগতের কারণ ও প্রকৃতি অর্থাৎ চেতন ব্রহ্মই নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ—ইহাই স্থির হইল। (১১ সূত্র)। ইহাই হইল [ন] বিলক্ষণত্ব নামক তৃতীয় অধিকরণ।

ভামতী।

কল্পান্তরেণ অনির্মোক্ষপদার্থম্ আহ—"অপি চ সম্যক্‌জ্ঞানাৎ মোক্ষঃ" ইতি। ভূতার্থ-গোচরস্য হি সম্যক্‌জ্ঞানস্য ব্যবস্থিতবস্তুগোচরতয়া ব্যবস্থানং লোকে দৃষ্টং, যথা প্রত্যক্ষস্য। বৈদিকং চ ইদং চেতনজগদুপাদানবিষয়ং বিজ্ঞানং বেদোত্থতর্কেতিকর্ত্তব্যতাকং বেদজনিতং ব্যবস্থিতম্। বেদানপেক্ষেণ তু তর্কেণ জগৎকারণভেদম্ অবস্থাপয়তাং তার্কিকাণাম্ অন্যোন্যং বিপ্রতিপত্তেঃ তত্ত্বনির্দ্ধারণকারণাভাবাচ্চ ন ততঃ তত্ত্বব্যবস্থা, ইতি ন ততঃ সম্যক্‌জ্ঞানম্। অসম্যগ্‌জ্ঞানাচ্চ ন সংসারাৎ বিমোক্ষঃ ইত্যর্থঃ॥১১ [ইতি তৃতীয়ং (ন) বিলক্ষণত্বাধিকরণম্। (৩)

ভামতীর অনুবাদ। ভাষ্যব্যাখ্যা।

"অপি চ সম্যক্‌জ্ঞানাৎ মোক্ষঃ" এই গ্রন্থদ্বারা অন্যপ্রকারে অনির্মোক্ষ পদার্থ বলিতেছেন। ইহার অর্থ এই—ভূতার্থগোচর অর্থাৎ প্রসিদ্ধবস্তুবিষয়ক যে সম্যক্‌জ্ঞান অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান, তাহার ব্যবস্থান প্রত্যক্ষের মত ব্যবস্থিতবস্তুগোচর বলিয়া লোকে দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞান যেমন যে বস্তু যেরূপ তদ্রূপ হয়, সেইরূপ ভূতার্থবিষয়ক সম্যক্‌জ্ঞান তাহার বিষয়ানুরূপ হয়—ইহা লোকে দেখিতে পাওয়া যায়; আর চেতন ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ—এই যে বৈদিক বিজ্ঞান, বেদ হইতে উৎপন্ন তর্ক তাহার ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ অঙ্গ এবং ইহা বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ব্যবস্থিত অর্থাৎ ইহার অন্যথা হয় না, ইহা স্থায়িভাবে থাকে। কিন্তু বেদনিরপেক্ষ তর্কদ্বারা অর্থাৎ বেদকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল তর্কদ্বারা কোন বস্তুবিশেষকে, অর্থাৎ প্রকৃতস্থলে প্রধানকে, জগতের কারণ বলিয়া যাহারা অবস্থাপিত করিয়াছেন, অর্থাৎ নির্দ্দেশ করিতেছেন, সেই তার্কিকগণের অন্যোন্যবিপ্রতিপত্তিবশতঃ অর্থাৎ পরস্পরেরবিরোধ থাকায় এবং তত্ত্বনির্দ্ধারণ করিবার কোন কারণ না থাকায়, তাহা হইতে তত্ত্বব্যবস্থা হয় না, অর্থাৎ তত্ত্ববস্তু স্থির হয় না। এইজন্য তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না এবং যাহা অসম্যক্‌জ্ঞান অর্থাৎ যাহা তত্ত্বজ্ঞান নহে, তাহা হইতে সংসারবিমোক্ষ হইতে পারে না।১৫

[ইহাই হইল তৃতীয়—(ন) বিলক্ষণত্বাধিকরণ।]।

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।১১] [সিঃ সূঃ]

বিলক্ষণত্বাধিকরণ নামক তৃতীয় অধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই পাদের এই অধিকরণটী তৃতীয় অধিকরণ। কোন কোন গ্রন্থে ইহাকে "ন বিলক্ষণত্বাধিকরণ" বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৮টী সূত্র আছে এবং তন্মধ্যে কতকগুলি পূর্ব্বপক্ষসূত্র এবং কতকগুলি সিদ্ধান্তসূত্র, যথা—

পূর্ব্বপক্ষসূত্র।	সিদ্ধান্তসূত্র।
১। ন বিলক্ষণত্বাৎ অস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ।৪	
২। অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্।৫	
	৩। দৃশ্যতে তু।৬
	৪। অসৎ ইতি চেৎ, ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ।৭
৫। অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম্।৮	
	৬। ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ।৯
	৭। স্বপক্ষদোষাৎ চ।১০
	৮। তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ অপি, অন্যথানুমেয়মিতি চেৎ এবমপি অবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।১১

অর্থাৎ প্রথম দুইটী পূর্ব্বপক্ষসূত্র, তৃতীয় ও চতুর্থ—সিদ্ধান্তসূত্র, পঞ্চমটী পূর্ব্বপক্ষসূত্র এবং ষষ্ঠ সপ্তম ও অষ্টম সিদ্ধান্তসূত্র। ইহার তাৎপর্য্য ও অবয়বপ্রভৃতি এইরূপ—

বেদবিরুদ্ধ স্মৃতির মূলাভাবপ্রযুক্ত অপ্রমাণ্য হয়—ইহা পূর্ব্বাধিকরণে উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ স্মৃতিবিরোধের পরিহার করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে তর্ক ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতার মূল বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে, এজন্য তাহার সহিত আবার বিরোধ উৎপন্ন হইবে। এইভাবে ন্যায়বিরোধ পরিহার করিবার জন্য প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতির দ্বারা এই অধিকরণের অবতারণা করা হইতেছে—

(১) **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ
শাস্ত্রসঙ্গতি— "
অধ্যায় সঙ্গতি—"
পাদ সঙ্গতি— "
অধিকরণসঙ্গতি—প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি।

(২) **বিষয়**—চেতনব্রহ্ম জগতের কারণ, প্রধান নহে—এইভাবে ব্রহ্মে উক্ত বেদান্তের সমন্বয়টী বিষয়।

(৩) **সন্দেহ**—আকাশাদি চেতনপ্রকৃতিক নহে, যেহেতু তাহা দ্রব্য, যেমন ঘট—এই তর্কের দ্বারা ব্রহ্মে বেদান্তের সমন্বয় বিরুদ্ধ হয় কি না? ইহাই সন্দেহ।

(৪) **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তপক্ষে সমন্বয় সিদ্ধ—ইহাই ফলভেদ।

(৫) **পূর্ব্বপক্ষ**—জগৎ চেতনপ্রকৃতিক নহে। ইহার কারণ ৪র্থ ও ৫ম সূত্রে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই ৪র্থ সূত্রে বলা হইতেছে—অচেতনজগৎ চেতনব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ। যাহা যাহা হইতে বিলক্ষণ, তাহা তৎপ্রকৃতিক নহে, যেমন তন্তুবিলক্ষণ ঘট তন্তুপ্রকৃতিক নহে।

যদি বল, ব্রহ্ম ও জগতের বৈলক্ষণ্য কেন? তাহা হইলে বলিব, 'তথাত্ব' অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য বেদ হইতে জানা যায়। যেহেতু, বেদে আছে—"বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ" অর্থাৎ জগৎ চেতন এবং অচেতন।

যদি সিদ্ধান্তী বলেন—বেদেও আছে:"প্রাণ বলিল", "তেজ দেখিল" ইত্যাদি, অতএব বেদে জগৎকে চেতনই বলা হইয়াছে, এতদুত্তরে পূর্ব্বপক্ষী ৫ম সূত্র বলিতেছেন—না, জগৎ অচেতন, কারণ, উক্ত শ্রুতিবাক্যদ্বারা তেজপ্রভৃতির অভিমানিনী দেবতার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বপক্ষী পুনর্ব্বার শঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—যদি বল, ইহা কোথা হইতে জানিলে? তাহা হইলে বলিব যে, বিশেষ ও অনুগতির দ্বারা জানিলাম। অতএব অচেতনজগৎ চেতন-ব্রহ্ম বিলক্ষণ বলিয়া জগৎ চেতনব্রহ্মপ্রকৃতিক নহে। বিস্তৃত ব্যাখ্যা সূত্রব্যাখ্যামধ্যে দ্রষ্টব্য।

(৬) **সিদ্ধান্তপক্ষ—জগৎ, চেতনব্রহ্মপ্রতিকই** বটে। এজন্য প্রথমে ৬ষ্ঠ ও ৭ম সূত্রে যেরূপ সিদ্ধান্তকরা **হইয়াছে, ৮ম সূত্রে তাহার উপর শঙ্কা** উত্থাপন করিয়া ৯ম, ১০ম ও ১১শ সূত্রদ্বারা তাহার **সমাধান করা হইয়াছে।** যথা—

(তর্কশাস্ত্র অনুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যের নহে।)

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ।১১ [সিঃ সূঃ]

বিলক্ষণত্বাধিকরণ নামক তৃতীয় অধিকরণের তাৎপর্য্য।

৬ষ্ঠ সূত্রে বলা হইল যে, চেতন পুরুষ হইতে অচেতন নখলোমাদির উৎপত্তি হয় এবং অচেতন গোময়াদি হইতে চেতন বৃশ্চিকাদির উৎপত্তি হয়—ইহা দেখা যায় বলিয়া প্রকৃতি ও বিকৃতির অত্যন্ত সাদৃশ্য থাকিলে প্রকৃতিবিকৃতিভাব সম্ভব হয় না, পরন্তু যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্যই স্বীকার্য্য।

৭ম সূত্রে বলা হইল—চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি বলিলে উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল বলিতে হয়—এরূপ শঙ্কাও অসঙ্গত। কারণ, উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ এই নিষেধ ব্যর্থ।

৮ম সূত্রে শঙ্কা করা হইল যে, জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মে প্রলয় প্রাপ্ত হইলে জগৎরূপ কার্য্যের দোষ কারণ ব্রহ্মে সংক্রামিত হইতে পারে।

৯ম সূত্রে বলা হইল—এ দোষ হয় না; কারণ এরূপ দৃষ্টান্ত আছে। যেমন ঘটরূপ কার্য্য মৃত্তিকাতে লীন হইয়া মৃত্তিকাকে দূষিত করে না।

১০ম সূত্রে বলা হইল—কার্য্যদোষ কারণেও সংক্রামিত হয় বলিলে সাংখ্যমতেও সেই দোষ হয়।

১১শ সূত্রে বলা হইল—বেদানুকূল তর্ক না হইলে তাহার দ্বারা অলৌকিক কোন বস্তুরই নির্ণয় হয় না। বিস্তৃত বিবরণ সূত্রব্যাখ্যামধ্যে দ্রষ্টব্য।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষী যে অনুমানগুলি করেন, তাহা এইরূপ—

ব্রহ্ম আকাশোপাদানক নহে	(প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তাহাতে চেতনত্ব রহিয়াছে	(হেতু)
যেমন জীব	(উদাহরণ)

এস্থলে ঔপাধিক জীবের যে আকাশোপাদানত্ব, তাহা সিদ্ধান্তেও অনভিপ্রেত বলিয়া সপক্ষ সাধ্যবিশিষ্ট হইল। অথবা এইরূপও অনুমান হইতে পারে, যথা—

আকাশ চেতনপ্রকৃতিক নহে	(প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তাহাতে দ্রব্যত্ব রহিয়াছে	(হেতু)
যেমন পট	(উদাহরণ)

অথবা—

সুখদুঃখমোহ জগদুপাদানবর্ত্তী	(প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তাহা সকল জগতে অনুগত	(হেতু)
যেমন সত্তা	(উদাহরণ)

এস্থলে "সকল" পদ গ্রহণ, ঘটত্বাদিতে ব্যভিচার বারণ করিবার জন্য। এক্ষণে এতদুত্তরে সিদ্ধান্তী যাহা বলেন তাহা এই—

জগৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিক নহে, যেহেতু অচেতন—এই কথা বলিলে সকল কার্য্যেরই ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব স্বীকার করায় তন্মধ্যে দৃষ্টান্ত থাকে না। আর ব্রহ্মের ব্রহ্মাপ্রকৃতিকত্বপ্রযুক্ত সপক্ষত্ব হয় বলিয়া আর সে স্থলে হেতুর প্রবেশ হয় না, এজন্য এই হেতুতে অসাধারণ নামক হেত্বাভাস হইল। আর প্রথম অনুমানে সৎস্বরূপ চেতন যদি আকাশের উপাদান না হয়, তাহা হইলে সংসারিত্ব উপাধি হয়। আর দ্বিতীয় অনুমানে সপক্ষটী সাধ্যবিকল হইল। যেহেতু পটেরও তত্ত্বাপন্ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্ব আমাদের ইষ্ট। আর তৃতীয় অনুমানে কার্যত্বাদিদ্বারা অনেকান্ত হেত্বাভাস হয়, যেহেতু তাহারা সকল জগদ্বর্ত্তী এবং প্রকৃতিতে অবৃত্তি হয়।

এই অধিকরণটী ভারতীতীর্থ মুনি তাঁহার অধিকরণ মালা গ্রন্থে—যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা এই—

> বৈলক্ষণ্যাখ্যতর্কেণ বাধ্যতেঽথ ন বাধ্যতে।
> বাধ্যতে সাম্যনিয়মাৎ কার্য্যকারণবস্তুনোঃ॥
> মৃদ্ঘটাদৌ সমত্বেঽপি দৃষ্টং বৃশ্চিককেশয়োঃ।
> স্বকারণেন বৈষম্যং তর্কাভাসো ন বাধকঃ॥

অন্বয় বৈলক্ষণ্যাখ্যতর্কেণ সমন্বয়ো বাধ্যতে অথ ন বাধ্যতে, কার্য্যকারণবস্তুনোঃ সাম্যনিয়মাৎ বাধ্যতে, মৃদ্ঘটাদৌ সমত্বে অপি বৃশ্চিক-কেশয়োঃ স্বকারণেন বৈষম্যং দৃষ্টম্, (অতঃ) তর্কাভাসঃ ন বাধকঃ।

ইতি বিলক্ষণত্বাধিকরণ নামক তৃতীয় অধিকরণ।

শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণং নাম

চতুর্থম্ অধিকরণম্।

(বৈশেষিকের তর্কানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ।১২ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

বৈদিকস্য দর্শনস্য প্রত্যাসন্নত্বাৎ গুরুতরতর্কবলোপেতত্বাৎ বেদানুসারিভিশ্চ কৈশ্চিৎ শিষ্টৈঃ কেনচিৎ অংশেন পরিগৃহীতত্বাৎ প্রধানকারণবাদং তাবৎ ব্যপাশ্রিত্য যঃ তর্কনিমিত্তঃ আক্ষেপো বেদান্তবাক্যেষু উদ্ভাবিতঃ স পরিহৃতঃ। ইদানীম্ অণ্বাদিবাদব্যপাশ্রয়েণাপি কৈশ্চিৎ মন্দমতিভিঃ বেদান্তবাক্যেষু পুনঃ তর্কনিমিত্ত আক্ষেপঃ আশঙ্ক্যতে ইত্যতঃ প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়েন অতিদিশতি। পরিগৃহ্যন্তে ইতি পরিগ্রহা, ন পরিগ্রহাঃ "অপরিগ্রহাঃ" শিষ্টানাম্ অপরিগ্রহাঃ "শিষ্টাপরিগ্রহাঃ"। "এতেন" প্রকৃতেন প্রধানকারণবাদনিরাকরণকারণেন শিষ্টৈঃ মনুব্যাসপ্রভৃতিভিঃ কেনচিৎ অংশেন অপরিগৃহীতা যে অণ্বাদিকারণবাদাঃ তে অপি প্রতিষিদ্ধতয়া "ব্যাখ্যাতা" নিরাকৃতা দ্রষ্টব্যাঃ। তুল্যত্বাৎ নিরাকরণকারণস্য ন অত্র পুনঃ আশঙ্কিতব্যং কিঞ্চিৎ অস্তি। তুল্যম্ অত্রাপি পরমগম্ভীরস্য জগৎকারণস্য তর্কানবগাহ্যত্বং, তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বম্, অন্যথাঽনুমানেঽপি অবিমোক্ষঃ আগমবিরোধশ্চ ইত্যেবংজাতীয়কং নিরাকরণকারণম্ ॥১২ [ইতি চতুর্থং শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্। (৪)]

ভাষ্যানুবাদ। পরমাণুকারণতাবাদ খণ্ডন।

বৈদিকদর্শনের অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রের প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ অতিশয় নিকটবর্ত্তী বলিয়া এবং গুরুতর তর্কবলে উপেত অর্থাৎ যুক্ত বলিয়া বেদানুসারী কোন কোন শিষ্টগণকর্ত্তৃক কোন কোন অংশে পরিগৃহীত হওয়ায় কপিলোক্ত প্রধানকারণবাদকে অবলম্বন করিয়া বেদান্তবাক্যে যে তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ অর্থাৎ আপত্তি উদ্ভাবন করা হইয়াছিল, তাহা পরিহার করা হইয়াছে। এক্ষণে পরমাণুকারণবাদপ্রভৃতি ব্যপাশ্রয় অর্থাৎ অবলম্বন করিয়াও কোন কোন অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি বেদান্তবাক্যে পুনর্ব্বার তর্কনিমিত্ত আক্ষেপের আশঙ্কা করেন, **এইজন্য** সূত্রকার প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়ে অর্থাৎ যোদ্ধৃগণের মধ্যে প্রধান যোদ্ধাকে পরাজয় করিলে অন্য যোদ্ধৃগণও পরাজিত হয়— এই ন্যায়ে অতিদেশ করিতেছেন, অর্থাৎ তাহার খণ্ডন করিতেছেন। যাহা পরিগৃহীত অর্থাৎ স্বীকৃত হয়, তাহাকে পরিগ্রহ বলে, যাহা পরিগৃহীত হয় না, তাহার নাম **অপরিগ্রহ**, শিষ্ট অর্থাৎ আচার্য্যগণ যাহা গ্রহণ করেন নাই, তাহাকে **শিষ্টাপরিগ্রহ** বলে। "**এতেন**" পদের অর্থ— প্রকৃতকারণে অর্থাৎ প্রস্তাবিত কারণে, অর্থাৎ প্রধানকারণবাদ নিরাকরণ করিবার জন্য যে সকল যুক্তিতর্ক উদ্ভাবন করা হইল তাহা দ্বারা, শিষ্টগণকর্ত্তৃক অর্থাৎ মনুব্যাসপ্রভৃতি আচার্য্যগণকর্ত্তৃক কোন অংশে অপরিগৃহীত যে পরমাণুকারণবাদপ্রভৃতি, সেগুলিও প্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ নিষিদ্ধ বলিয়া **ব্যাখ্যাত** অর্থাৎ নিরাকৃত হইল- জানিতে হইবে। নিরাকরণ করিবার কারণ তুল্য বলিয়া এখানে পুনর্ব্বার আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। অর্থাৎ পরম গম্ভীর অর্থাৎ অতিশয় দুর্ব্বোধ, জগৎকারণের তর্কানবগাহত্ব অর্থাৎ জগৎকারণের তর্কের অবিষয়ত্ব, আর অন্যপ্রকারে অনুমান করিলেও তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব, সংসার হইতে অবিমোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি না হওয়া, এবং আগমবিরোধ— এই জাতীয় সেই নিরাকরণকারণগুলি এখানেও তুল্যই হয়।১২শ সূত্র। ইতি শিষ্টাপরিগ্রহনামক চতুর্থ অধিকরণ।

ভামতী।

ন কার্য্যং কারণাদ্ অভিন্নম্, অভেদে কারণরূপবৎ কার্য্যত্বানুপপত্তেঃ, করোত্যর্থানুপপত্তেশ্চ। অভূতপ্রাদুর্ভাবনং হি তদর্থঃ। ন চ অস্য কারণাত্মত্বে কিঞ্চিদ্ অভূতম্ অস্তি, যদর্থম্ অয়ং পুরুষো যতেত। অভিব্যক্ত্যর্থমিতি চেৎ ? ন, তস্যা অপি কারণাত্মত্বেন সত্ত্বাৎ, অসত্ত্বে বা অভিব্যঙ্গ্যস্যাপি তদ্বৎপ্রসঙ্গেন কারণাত্মত্বব্যাঘাতাৎ। ন হি তদেব তদানীমেব অস্তি নাস্তি চ—ইতি যুজ্যতে।

কিঞ্চ ইদং মণিমন্ত্রৌষধম্ ইন্দ্রজালং কার্য্যেণ শিক্ষিতং যৎ ইদম্ অজাতানিরুদ্ধাতিশয়ম্ অব্য-

* "এই সূত্রে "শিষ্টাপরিগ্রহা" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় এবং শব্দের স্পষ্ট অর্থদ্বারা পৃথক্ অর্থের সূচনা থাকায় ইহা একটী পৃথক্ অধিকরণের আরম্ভক হইয়াছে। ইহাও সিদ্ধান্ত সূত্র।

(বৈশেষিকের তর্কানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ।১২]

বধানম্ অতিদূরস্থানং চ তস্যৈব তদবস্থেন্দ্রিয়স্য পুংসঃ কদাচিৎ প্রত্যক্ষং পরোক্ষং চ, যেন অস্য কদাচিৎ প্রত্যক্ষম্ উপলম্ভনং, কদাচিৎ অনুমানং, কদাচিৎ আগমঃ। কার্য্যান্তরব্যবধিঃ অস্য পারোক্ষ্যহেতুঃ ইতি চেৎ ? ন, কার্য্যজাতস্য সদাতনত্বাৎ।

অথাপি স্যাৎ কার্য্যান্তরাণি পিণ্ডকপালশর্করাচূর্ণকণপ্রভৃতীনি কুম্ভং ব্যবদধতে, ততঃ কুম্ভস্য পারোক্ষ্যং কদাচিৎ ইতি। তন্ন, তস্য কার্য্যজাতস্য কারণাত্মনঃ সদাতনত্বেন সর্ব্বদা ব্যবধানেন কুম্ভস্য অত্যন্তানুপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ। কাদাচিৎকত্বে বা কার্য্যজাতস্য ন কারণাত্মত্বম্, নিত্যত্বানিত্যত্ব-লক্ষণবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গস্য ভেদকত্বাৎ। ভেদাভেদয়োশ্চ পরস্পরবিরোধেন একত্র সহাসম্ভবঃ ইতি উক্তম্। তস্মাৎ কারণাৎ কার্য্যম্ একান্তত এব ভিন্নম্।

ন চ ভেদে গবাশ্ববৎ কার্য্যকারণভাবানুপপত্তিঃ ইতি সাম্প্রতম্। অভেদেঽপি কারণরূপবৎ তদনুপপত্তেঃ উক্তত্বাৎ, অত্যন্তভেদে চ কুম্ভকুম্ভকারয়োঃ নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবস্য দর্শনাৎ। তস্মাৎ অন্যত্বাবিশেষেঽপি সমবায়ভেদ এব উপাদানোপাদেয়ভাবনিয়মহেতুঃ। যস্য অভূত্বা ভবতঃ সমবায়ঃ তদুপাদেয়ম্, যত্র চ সমবায়ঃ তদুপাদানম্। উপাদানত্বং চ কারণস্য কার্য্যাৎ অল্পপরিমাণস্য দৃষ্টম্, যথা—তন্ত্বাদীনাং পটাদ্যুপাদানানাং পটাদিভ্যো ন্যূনপরিমাণত্বম্। চিদাত্মনস্তু পরমমহত উপাদানাৎ ন অত্যন্তাল্পপরিমাণম্ উপাদেয়ং ভবিতুম্ অর্হতি। তস্মাৎ যত্র ইদম্ অল্পতারতম্যং বিশ্রাম্যতি, যতো ন ক্ষোদীয়ঃ সম্ভবতি, তৎ জগতো মূলকারণং পরমাণুঃ। ক্ষোদীয়োঽন্তরানন্ত্যে তু মেরুরাজসর্ষপয়োঃ তুল্যপরিমাণত্বপ্রসঙ্গঃ, অনন্তাবয়বত্বাৎ উভয়োঃ। তস্মাৎ পরমমহতো ব্রহ্মণ উপাদানাৎ অভিন্নম্ উপাদেয়ং জগৎকার্য্যম্ অভিদধতী শ্রুতিঃ প্রতিষ্ঠিতপ্রামাণ্যতর্কবিরোধাৎ সহস্রসম্বৎসরসত্রগতসম্বৎসরশ্রুতিবৎ কথঞ্চিজ্জঘন্যত্ববৃত্ত্যা ব্যাখ্যেয়া ইত্যধিকং শঙ্কমানং প্রতি সাংখ্যদূষণম্ অতিদিশতি—"এতেন" ইতি সূত্রেণ।

অস্যার্থঃ—কারণাৎ কার্য্যস্য ভেদং—

"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"। (২।১।১৪)

ইত্যত্র নিষেৎস্যামঃ। অবিদ্যাসমারোপণেন চ কার্য্যস্য ন্যূনাধিকভাবম্, অন্যপ্রয়োজকত্বাৎ উপেক্ষিষ্যামহে। তেন বৈশেষিকাদ্যভিমতস্য তর্কস্য শুষ্কত্বেন অব্যবস্থিতেঃ সূত্রমিদং সাংখ্য-দূষণম্ অতিদিশতি। যত্র কথঞ্চিৎ বেদানুসারিণঃ মন্বাদিভিঃ শিষ্টৈঃ পরিগৃহীতস্য সাংখ্যতর্কস্য এষা গতিঃ, তত্র পরমাণ্বাদিবাদস্য অত্যন্তবেদবাহ্যস্য মন্বাদ্যুপেক্ষিতস্য চ কা এব কথা ইতি।

"কেনচিদ্ অংশেন" ইতি। সৃষ্ট্যাদয়ো হি ব্যুৎপাদ্যাঃ, তে চ কিঞ্চিৎ সৎ অসদ্ বা পূর্ব্বপক্ষ-ন্যায়োৎপ্রেক্ষিতমপি উদাহৃত্য ব্যুৎপাদ্যন্তে ইতি কেনচিদ্ অংশেন ইত্যুক্তম্। সুগমম্ অন্যৎ ।১২।

ইতি চতুর্থং শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্। (৪)

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অতিদেশস্য উপদেশবৎ সঙ্গতিঃ। যথাহি বেদবিপরীতত্বাৎ সাংখ্যাদিস্মৃতিঃ অতন্মূলা, এবং ব্রহ্মকারণবৈপরীত্যাৎ জগৎ ন তন্মূলম্। তন্মূলত্বে হি ততো মহৎ স্যাৎ, ন অল্পম্ ইতি, অতুল্যত্বাশঙ্কায়াম্ অতিদেশঃ স্যাৎ ইতি, তাম্ আহ "ন কার্য্যমি"তি। ইয়ম্ "আরম্ভণাধি-করণে" নিরসিষ্যমাণাপি অভ্যুচ্চয়ত্বেন ইহ নির্দিশ্যতে। যত্তু বক্ষ্যতে উপাদানত্বং চ কারণস্য কার্য্যাৎ অল্পপরিমাণস্যৈব দৃষ্টমিতি, সা এব এতদধিকরণে নিরস্যা ইতি। "অস্য" কার্য্যস্য ইত্যর্থঃ। কুলালাদিব্যাপারাৎ প্রাক্ মৃদ্ ঘটরহিতা, তদানীং যোগ্যত্বে সতি অনুপলভ্যমান-ঘটত্বাৎ, গগনবৎ ; ততশ্চ সত্ত্ববিরোধাৎ ন কার্য্যকারণয়োঃ ঐক্যম্ ইত্যাহ—"কিঞ্চে"তি। "যেনে"তি অর্থগতপ্রত্যক্ষপরোক্ষত্বেন ইত্যর্থঃ। ঘটাদিকার্য্যস্য প্রাক্ উৎপত্তেঃ সত্ত্বে মানম্ "অসদকরণাৎ" ইত্যাদ্যনুমানজঃ উপলম্ভঃ অনুমিতিঃ ইতি অনুমানম্। জগতস্তু প্রাগবস্থায়াম্ আগমজ উপলম্ভ আগমঃ। ঘটো যদি ভিন্নো মৃদঃ, তর্হি তৎকার্য্যং ন স্যাৎ, অশ্ববৎ ইতি তর্কস্য, স ততো যদি অভিন্নঃ, তর্হি তৎকার্য্যং ন স্যাৎ, মৃদ্বৎ ইতি প্রতিরোধম্ উক্ত্বা মূলশৈথিল্যম্ আহ—"অত্যন্তে"তি। ননু যদি কুম্ভাৎ কুম্ভকারমৃদোঃ অত্যন্তভেদঃ, তর্হি কথম্ উপাদান-নিমিত্তব্যবস্থা অত আহ—"তস্মাদি"তি। পরমাণোরপি মূর্ত্তত্বাৎ ক্ষুদ্রতরান্তরারম্ভ্যত্বম্ অতো ন ক্ষুদ্রত্ববিশ্রান্তিঃ, অত আহ—"ক্ষোদীয়োঽন্তরে"তি। "সহস্রসম্বৎসরে"তি। "পঞ্চপঞ্চাশতস্ত্রিবৃতঃ সম্বৎসরাঃ পঞ্চপঞ্চাশতঃ পঞ্চদশাঃ পঞ্চপঞ্চাশতঃ সপ্তদশাঃ পঞ্চপঞ্চাশত একবিংশা, বিশ্বসৃজাম্ অয়নে সহস্রসম্বৎসরম্ উপযন্তি" ইত্যত্র, সম্বৎসরশব্দস্য হি উৎপত্তিবাক্যে মুখ্যার্থলাভাৎ তাবদায়ুষ্করসাদিসিদ্ধমনুষ্যাণ্যধিকারতাম্

(বৈশেষিকের তর্কানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয়:নহে।)

[এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ।১২]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

আশঙ্কা যষ্ঠে সিদ্ধান্তিতম্। প্রকৃতৌ হি "দ্বাদশাহে ত্রয়স্ত্রিবৃতো ভবন্তি ত্রয়ঃ পঞ্চদশাস্ত্রয়ঃ সপ্তদশাস্ত্রয় একবিংশা" ইতি ত্রিবৃদাদিশব্দাঃ ত্রিবৃদাদিস্তোত্রবিশিষ্টাহঃপরাঃ সমধিগতাঃ। এবং চ অত্রাপি পঞ্চপঞ্চাশতঃ ত্রিবৃতঃ সম্বৎসরা ইত্যাদ্যুৎপত্তিবাক্যেষু অহঃপরত্রিবৃদাদিশব্দৈঃ নিশ্চিতার্থৈঃ সামানাধিকরণ্যাৎ সম্বৎসরশব্দস্য স্বয়ং সৌরচান্দ্রাদিনানোপাধিত্বেন অনির্দ্ধারিতার্থস্য অহঃপরত্বৈব। এবং চ উৎপত্তিম্ আলোচ্য সহস্রসম্বৎসরশব্দোঽপি সহস্রদিবসসাধ্যকর্ম্মপরঃ। ঔষধাদিসিদ্ধিকল্পনাপি এবং ন ভবতি। তস্মাৎ মনুষ্যঃ অধিকারীতি। আরম্ভে হি ন্যূনপরিমাণাৎ মহদুদয়নিয়মো ন নিবর্ত্ততে। উন্নততরগিরিশিখরবর্ত্তিমহাতরুষু ভূমিষ্ঠস্য দূর্ব্বাকারনির্ভাসপ্রতিভাসোপলম্ভাৎ ইত্যাহ —"অবিষ্ঠাসমারোপেণ" ইতি॥১২। ইতি চতুর্থং শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণম্। (৪)

ভামতীর অনুবাদ। ভেদবাদদ্বারা সাংখ্যের ভেদাভেদবাদ খণ্ডন।

কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন নহে, উভয়ের অভেদ হইলে কারণস্বরূপের মত তাহা কার্য্য হইতে পারিত না, অর্থাৎ কারণ যেমন কারণ হইতে অভিন্ন বলিয়া নিজেই নিজের কার্য্য নহে, তদ্রূপ কার্য্য কারণ হইতে অভিন্ন হইলে তাহা আর কার্য্য হইতে পারে না, এবং কৃধাতুর অর্থও অনুপপন্ন হইত, অর্থাৎ পুরুষপ্রযত্নও সঙ্গত হইতে পারিত না; কারণ, অভূতপ্রাদুর্ভাবনরূপ প্রযত্নই কৃধাতুর অর্থ, অর্থাৎ যাহা ছিল না, তাহাকে আবির্ভূত করাই হইল কৃধাতুর অর্থ। আর কার্য্য যদি কারণস্বরূপ হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অভূত অর্থাৎ কোন কিছু ছিল না, এমন হয় না—যে জন্য এই ব্যক্তি যত্ন করিবে?

যদি বল, কার্য্যের অভিব্যক্তির জন্য পুরুষ যত্ন করিবে? না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তাহাও কারণাত্মক বলিয়া বর্ত্তমান থাকে। যদি না থাকিত, তাহা হইলে, অভিব্যঙ্গ্য অর্থাৎ যাহাকে ব্যক্ত করা হয়, তাহারও তদ্বৎপ্রসঙ্গ হইত, অর্থাৎ তাহাও অসৎ হইয়া পড়িত, এজন্য কারণস্বরূপত্বের ব্যাঘাত ঘটিত। কারণ, সেই বস্তুই সেই সময়েই আছে ও নাই—ইহা হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে, এই কার্য্য কি মণি মন্ত্র ঔষধ ও ইন্দ্রজাল, অর্থাৎ যাহার দ্বারা লোককে মুগ্ধ করা যায়—এইরূপ কোন বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে যে, সে অজাতানিরুদ্ধাতিশয় হইল, অর্থাৎ ইহাতে অতিশয় অর্থাৎ নূতন কিছু জন্মিল না, নূতন কিছু নিরুদ্ধ অর্থাৎ নষ্টও হইল না, অব্যবধান রহিল, অর্থাৎ কিছু দ্বারা ব্যবহিত হইল না, এবং অবিদূরস্থান হইল, অর্থাৎ ইহা দূরবর্ত্তীও নহে, অথচ সেই তদবস্থেন্দ্রিয় পুরুষের অর্থাৎ যে ব্যক্তি কারণ ও কার্য্যবস্তুকে দেখিতেছেন এবং পূর্ব্বের মত যাঁহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও ঠিক্ আছে, সেই পুরুষেরই কখনও প্রত্যক্ষ হইতেছে, আবার কখনও পরোক্ষ হইতেছে, যাহার জন্য ইহার কখন প্রত্যক্ষ উপলম্ভন হইতেছে অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞান হইতেছে, কখনও অনুমান অর্থাৎ অনুমিতি হইতেছে, কখনও বা আগম অর্থাৎ শাব্দবোধ হইতেছে?

যদি বল—কার্য্যান্তরব্যবধি অর্থাৎ অন্য কোন একটী কার্য্যদ্বারা ব্যবধান ইহার পারোক্ষ্যের হেতু, অর্থাৎ কার্য্যটীকে দেখিতে না পাইবার কারণ? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, কার্য্যসমূহ ত সদাতন অর্থাৎ সর্ব্বদাই কারণে থাকে, অর্থাৎ কার্য্যসমূহ সর্ব্বদাই কারণে থাকে বলিয়া সর্ব্বদাই তাহার দ্বারা ব্যবধান হইয়া যাইলে কোন সময়েই আর কার্য্যবিশেষ দৃষ্টিগোচর হইতে পারিত না।

আর যদি এরূপ হয় যে,—কার্য্যান্তরগুলি অর্থাৎ পিণ্ড কপাল শর্করা চূর্ণ ও কণাপ্রভৃতি মৃত্তিকার যতপ্রকার কার্য্য আছে, সকলেই কুম্ভকে ব্যবধান করে, অর্থাৎ আবরণ করিয়া রাখে, এইজন্য কদাচিৎ কুম্ভের প্রত্যক্ষ হয় না, যেমন—কুম্ভ উৎপত্তির পূর্ব্বে কপালপ্রভৃতি দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া দৃষ্ট হয় না, আবার উৎপত্তির পরে আবরণ থাকে না বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, ইত্যাদি। তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, (তোমার মতে) কার্য্যসমূহ কারণস্বরূপ বলিয়া সদাতন অর্থাৎ সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকায় সর্ব্বদা ব্যবধানবশতঃ অর্থাৎ সকল সময়েই আবরণপ্রযুক্ত কুম্ভের অত্যন্ত অনুপলব্ধি হইত, অর্থাৎ কোন সময়েই কুম্ভ দৃষ্টিগোচর হইতে পারিত না।

যদি বল—কার্য্যসমূহ কাদাচিৎক অর্থাৎ পিণ্ডকপালপ্রভৃতি কার্য্যসমূহ কখন থাকে, কখন থাকে না বলিব, তাহা হইলে বলিব—কার্য্যসমূহ আর কারণস্বরূপ হইতে পারিল না। যেহেতু, নিত্যত্বলক্ষণ ও অনিত্যত্বলক্ষণ যে বিরুদ্ধধর্ম্ম, তাহার যে সংসর্গ, তাহাই ভেদক হইবে, অর্থাৎ তাহা হইলে কারণ নিত্য হইল এবং কার্য্য অনিত্য—এই নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, কার্য্য ও কারণের ভেদ জন্মাইয়া দিবে।

আর ভেদ ও অভেদের পরস্পর বিরোধবশতঃ একত্র সহাসম্ভব অর্থাৎ একস্থানে একসঙ্গে থাকা সম্ভব নহে, ইহা পূর্ব্বে (চতুর্থসূত্রের পরিণামিনিত্যত্বের ব্যাখ্যাতে) বলা হইয়াছে। সেই হেতু কার্য্যপদার্থ কারণবস্তু অপেক্ষা অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু।

(বৈশেষিকের তর্কানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে ।)

[এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ।১২]

বৈশেষিককর্ত্তৃক সাংখ্যের উত্তর কল্পনা করিয়া খণ্ডন।

আর যদি বল—কার্য্য ও কারণের ভেদ থাকিলে গো এবং অশ্বের পরস্পর ভেদবশতঃ যেমন তাহাদের কার্য্য-কারণভাব নাই, তেমনই এস্থলে কার্য্যকারণভাবের অনুপপত্তি হইবে, কিন্তু ইহাও ঠিক্ নহে ; কারণ, কার্য্য-কারণের অভেদ স্বীকার করিলেও কারণস্বরূপের মত কার্য্যত্বের অনুপপত্তি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ কার্য্যকারণ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন হইলে যেমন কার্য্যকারণভাবের উপপত্তি হয় না, সেইরূপ অত্যন্ত অভিন্ন হইলেও করণাভিন্ন কার্য্যের কার্য্যত্ব উপপন্ন হয় না। আর কার্য্যকারণের অত্যন্ত ভেদ থাকিলে, কুম্ভ ও কুম্ভকারের নিমিত্তনৈমিত্তিকভাব অর্থাৎ কারণকার্য্যভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব অন্যত্বের অবিশেষেও অর্থাৎ ভেদের কোন তারতম্য না থাকিলেও সমবায়ভেদই, অর্থাৎ সমবায় নামক সম্বন্ধবিশেষই, উপাদান-উপাদেয়ভাবের, অর্থাৎ ইহা ইহার উপাদানকারণ, এবং ইহা ইহার উপাদেয় অর্থাৎ কার্য্য—এইরূপ নিয়মের হেতু হয়। ('অভূত্বা' অর্থাৎ না হইয়া অর্থাৎ পূর্ব্বে ছিল না ('যস্য ভবতঃ' অর্থাৎ) এখন হইতেছে এইরূপ যে বস্তুর সমবায় হয়, অর্থাৎ অবয়ব ও অবয়বীর সম্বন্ধ হয়, সেই বস্তুটী উপাদেয়, অর্থাৎ যাহার সমবায় তাহাই উপাদেয়, আর যাহাতে সমবায় থাকে, তাহাকে উপাদান বলে। (যেমন ঘটকার্য্যটী উৎপন্ন হইয়া তাহার কারণ যে কপালদ্বয়, তাহাতে সমবায়সম্বন্ধেই থাকে বলা হয়।)

পরমাণুবাদ স্থাপন।

আর কার্য্য অপেক্ষা অল্পপরিমাণ কারণেরই উপাদানত্ব দেখা যায়, যেমন কাপড়প্রভৃতির উপাদানকারণ তন্তুপ্রভৃতি কাপড় অপেক্ষা অল্পপরিমাণ হয়। কিন্তু অতি বৃহৎ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে অত্যন্ত অল্পপরিমাণ এই জগদ্রূপ কার্য্য হইতে পারে না। অতএব যেখানে এই অল্পের তারতম্য শেষ হয়—যাহা অপেক্ষা অতিক্ষুদ্র বস্তু সম্ভব হয় না, সেই পরমাণু জগতের মূলকারণ। কিন্তু পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রবস্তুর ক্ষুদ্রত্বের যদি আনন্ত্য হয়, অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্বের শেষ না থাকে, তাহা হইলে মেরুরাজ ও সর্ষপের তুল্য পরিমাণত্বপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ মেরু ও সর্ষপের পরিমাণ সমান হইয়া পড়ে, কারণ উভয়েরই অবয়বধারা অনন্ত। সেই হেতু অতিবৃহৎ ব্রহ্মরূপ উপাদান হইতে উপাদেয় জগৎরূপ কার্য্য অভিন্ন, এই কথা যে শ্রুতি অভিধান করিতেছেন অর্থাৎ বলিতেছেন, তাহাকে, প্রতিষ্ঠিতপ্রামাণ্য অর্থাৎ যাহার প্রামাণ্য স্থির আছে, সেই তর্কের সহিত বিরোধ হওয়ায় **"সহস্রসম্বৎসরসত্রবাক্যস্থিত সম্বৎসর"** শ্রুতিকে যেমন কোনরূপে লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা সহস্র দিন অর্থ করা হয়, সেইরূপে ব্যাখ্যা করা উচিত—এইরূপে অতিশয় আশঙ্কাকারী বৈশেষিককে লক্ষ্য করিয়া সূত্রকার **"এতেন"** ইত্যাদি সূত্রদ্বারা সাংখ্যমতে প্রদত্ত দোষের অতিদেশ করিতেছেন।

বৈশেষিকের পরমাণুবাদ বেদান্তীকর্ত্তৃক খণ্ডন।

ইহার অর্থ—**"তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"** (২।১।১৪) এই সূত্রে কারণ হইতে কার্য্যের ভেদকে আমরা নিষেধ করিব। অবিদ্যাজনিত সমারোপদ্বারা অর্থাৎ ভ্রমবশতঃ কার্য্যের অল্পতা ও আধিক্য হয়, তাহা অন্য প্রয়োজকত্বনিবন্ধন অর্থাৎ অন্যকারণ প্রযুক্ত হয়, অর্থাৎ উপাদানকারণ ব্রহ্ম ভিন্ন অবিদ্যাবশতঃ হয় বলিয়া আমরা উপেক্ষা করিব, অর্থাৎ অতিবৃহৎ হইতে অতিক্ষুদ্র জগৎ কি করিয়া হইল—ইহা লইয়া আর চিন্তা করিব না। সেইজন্য বৈশেষিকাদির অভিমত তর্ক, শুষ্ক বলিয়া অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণহীন বলিয়া তাহার অব্যবস্থিতিপ্রযুক্ত অর্থাৎ তাহার স্থায়িত্ব না থাকায় এই সূত্রটী সাংখ্যমতে প্রদত্ত দোষকে অতিদেশ করিতেছে, অর্থাৎ এখানেও প্রয়োগ করিতেছে। যে সাংখ্যমত কোন রকমে বেদের অনুকরণ করিয়াছে এবং মনুপ্রভৃতি শিষ্টগণকর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছে, সেই সাংখ্যতর্কের যেখানে এই গতি হইল, তখন অত্যন্ত বেদবহির্ভূত এবং মন্বাদিকর্ত্তৃক উপেক্ষিত পরমাণ্বাদিবাদের কথা আর কি বলিব ?

"কেনচিৎ অংশেন" ইহার অর্থ এই—যেহেতু সৃষ্ট্যাদিপদার্থ ব্যুৎপাদ্য বিষয়, আর সেই পদার্থগুলি পূর্ব্বপক্ষন্যায়ে উৎপ্রেক্ষিত অর্থাৎ কল্পিত যে সৎ অথবা অসৎ তাহাদের মধ্যে কোন একটীকে উদাহরণরূপে উল্লেখ করিয়া প্রতিপাদিত হয়, এইজন্য **"কেনচিদ্ অংশেন"** এইরূপ বলিতেছেন। ইহা ভিন্ন ভাষ্যের অপরাংশ অনায়াসেই বুঝা যাইবে। ইহাই হইল শিষ্টাপরিগ্রহনামক এই চতুর্থ অধিকরণ।১২ সূত্র।

শিষ্টাপরিগ্রহনামক চতুর্থ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই অধিকরণটী এই পাদের চতুর্থ—অধিকরণ। ইহাতে একটী মাত্র সূত্র আছে এবং তাহা উপরেই প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা পরমাণুবাদী বৈশেষিক ও সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধমতের খণ্ডন করা হইয়াছে। সাংখ্য-মতের তর্ক খণ্ডনের পর ইহাদের তর্ক খণ্ডন করিয়া জগতের ব্রহ্মকারণতাবাদ প্রতিপন্ন করায় ইহাতে পূর্ব্বাধি-করণের অতিদেশমাত্র অর্থাৎ পূর্ব্ববিচারের ন্যায় এই বিচারটীও বুঝিতে হইবে। ইহার ন্যায়াবয়বপ্রভৃতি এই—

(বৈশেষিকের তর্কানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ।১২]

শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণ ও তাহার তাৎপর্য্য।

(১) **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ
শাস্ত্রসঙ্গতি— "
অধ্যায়সঙ্গতি— "
পাদসঙ্গতি— "
অধিকরণসঙ্গতি— "

(২) **বিষয়**—চেতনব্রহ্ম জগতের কারণ, পরমাণু নহে, এইভাবে ব্রহ্মে উক্ত বেদান্তের সমন্বয়টী—বিষয়।

(৩) **সন্দেহ**—ব্রহ্ম জগতের উপাদান নহে, যেহেতু তাহা বিভু, যেমন আকাশ—ইত্যাদি। তার্কিকের অভিমত এই ন্যায়দ্বারা বেদান্তের ব্রহ্মকারণত্ববোধক যে সমন্বয় তাহা বিরুদ্ধ হয় কি—না, ইহাই সন্দেহ।

(৪) **ফলভেদ**—পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায়। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষে সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তে তাহা সিদ্ধ।

(৫) **পূর্ব্বপক্ষ**—সন্দেহের অন্তর্গত প্রথম কোটি অনুসারে বেদান্তের ব্রহ্মকারণত্ববোধক যে সমন্বয়, তাহা বিরুদ্ধই হয়। কারণ, ইহা অবাধিতই থাকে। সেই হেতু অণুপ্রভৃতিই—জগতের উপাদানকারণ, ব্রহ্ম নহে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

(৬) **সিদ্ধান্তপক্ষ**—উক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনের জন্য এই সূত্রটী। এতদ্দ্বারা অর্থাৎ প্রধানকারণতাবাদ-নিরাকরণরূপ কারণদ্বারা শিষ্ট মনুব্যাসপ্রভৃতিকর্ত্তৃক অপরিগৃহীত যে পরমাণুকারণবাদ, তাহাও নিরাকৃত হইল। যেহেতু সেই তর্ক বেদদ্বারা বাধিত। ইহাই সিদ্ধান্তপক্ষ। বিস্তৃতবিবরণ অনুবাদমধ্যে দ্রষ্টব্য।

এস্থলে এই অধিকরণবর্ণনোপলক্ষ্যে ভাষ্য ও ভামতীর সংক্ষেপ এইরূপ, যথা—

পূর্ব্বপক্ষ—অনবচ্ছিন্ন ব্রহ্মই অবচ্ছিন্ন কার্য্যের উপাদান—এই বিষয়ক যে শ্রুতি আছে, তাহার, উপাদান হইতে কার্য্য মহৎপরিমাণ—এই অনুমানদ্বারা সংকোচ করা উচিত কি না—এইরূপ সন্দেহ হইলে, অতিদেশত্ব-প্রযুক্ত উপদেশের ন্যায় এস্থলে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি বুঝিতে হইবে। যেমন বেদের বিপরীত বলিয়া সাংখ্যস্মৃতি বেদমূলক নহে, তদ্রূপ ব্রহ্মোপাদানবিপরীতাপ্রযুক্ত জগৎও ব্রহ্মমূলক নহে। জগৎ ব্রহ্মমূলক হইলে ব্রহ্ম হইতে বৃহৎ হইত, অল্প হইত না, এস্থলে ইহাই অধিক আশঙ্কা। যথা—

উপাদানস্য তন্ত্বাদেঃ পটাদে ন্যূ্যনতা যতঃ।
জগন্মূলং ততো ন্যূনপরিমাণং প্রতীয়তে॥

অর্থাৎ যেমন পটের উপাদান তন্তু, পট হইতে ন্যূনপরিমাণ হয়, তদ্রূপ জগতের মূল, জগৎ অপেক্ষা ন্যূন-পরিমাণ হওয়া উচিত। পট হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রসরেণু পর্য্যন্ত মহৎ অবয়বিগণ তদপেক্ষা ন্যূনপরিমাণ উপাদানদ্বারা আরব্ধ হয়। ইহার অনুমান যথা—

ত্রসরেণু সাবয়ব ... ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তাহা চাক্ষুষদ্রব্য ... ... (হেতু)
যেমন ঘট ... ... (উদাহরণ)

আর যাহা ত্রসরেণুর অবয়ব তাহাই দ্ব্যণুক, তাহা এই প্রকারে অনুমিত হয়—

ত্রসরেণুর অবয়বগুলি সাবয়ব ... ... (প্রতিজ্ঞা)
মহতের প্রতি অবয়বত্বপ্রযুক্ত ... ... (হেতু)
যেমন তন্তু ... ... (উদাহরণ)

এই অনুমানদ্বারা দ্ব্যণুকের অবয়ব পরমাণু সিদ্ধ হয়। আর পরমাণুরও মূর্ত্তত্বাদি হেতুদ্বারা সাবয়বত্ব অনুমেয় হয় না। কারণ, তাহা হইলে তাহাদের অবয়বেরও সাবয়বত্ব আপত্তি হয়, আর তজ্জন্য সুমেরু ও সর্ষপ, অনন্ত অবয়বারব্ধ হয় বলিয়া সমপরিমাণ হইয়া পড়ে। সেই হেতু জগতের উপাদান ব্রহ্ম নহে।

সিদ্ধান্তী এতদুত্তরে বলেন—

শিষ্টেষ্টাপি স্মৃতির্বাধ্যা যদা বেদবিরোধতঃ।
কা কথা তৎপরিত্যক্তে মতে বেদাপবাধিতে॥

ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণং নাম

পঞ্চমম্ অধিকরণম্।

(প্রত্যক্ষানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যের নহে।)

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ।১৩

শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণ ও তাহার তাৎপর্য্য।

আরম্ভেঽল্পান্মহজ্জন্ম বিবর্ত্তে নিয়মো ন হি।

ভূস্থস্তু গিরিবৃক্ষেষু দূর্ব্বাত্বারোপদর্শনাৎ॥

অর্থাৎ বেদের সহিত বিরোধবশতঃ যখন শিষ্টগণের ইষ্ট স্মৃতিও বাধা হয়, তখন বেদবাধিত শিষ্টপরিত্যক্ত স্মৃতির আর কথা কি? আরম্ভবাদে অল্প হইতে মহতের জন্ম স্বীকার্য্য হয়, বিবর্ত্তবাদে ইহার কোন নিয়ম নাই। ভূমিদেশে অবস্থিত ব্যক্তি পর্ব্বতস্থিত বৃক্ষসমূহে দূর্ব্বাত্বের আরোপ করে—দেখা যায়।

আর ত্রসরেণুর অবয়বের যে সাবয়বত্ব অনুমান, তাহাতে মহত্ত্বটী উপাধি হয়। অথবা এতদ্দ্বারা পরমাণুর নিরবয়বত্ব হউক, তথাপি তাহার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। যেহেতু—

ত্রসরেণু কার্য্যাবয়বাবয়ব, অর্থাৎ তাহার অবয়বের অবয়ব পরমাণু কার্য্যপদার্থ (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তাহা মহৎকার্য্য ... ... (হেতু)
যেমন পট ... ... (উদাহরণ)

এতদ্দ্বারা পরমাণুর কার্য্যত্বের অনুমান হয়। আচ্ছা, তাহাই হউক—পরমাণু যদি কার্য্যদ্রব্য হয়, তাহা হইলে সাবয়ব হয়, যেমন ঘট; আর তাহা হইলে অবয়বের অনবস্থা হইলে সুমেরু ও সর্ষপের পরিমাণের সাম্যাপত্তি হয়—যদি বল, তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হয় না। কারণ—

এই ঘট এতদ্ভিন্নসাবয়বত্বরহিত কার্য্যদ্রব্য হইতে ভিন্ন ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু প্রমেয় ... ... (হেতু)
যেমন ঘট ... ... (উদাহরণ)

এতদ্দ্বারা নিরবয়ব কার্য্যদ্রব্য সিদ্ধ হইলে এই তর্কের মূলশৈথিল্য হইয়া যায়। আর তাহা হইলে পরমাণু নিরবয়ব হইলেও, যাহার নিত্যত্ব, শ্রুতি হইতে অবগত হইয়াছি, সেই মূলকারণ ব্রহ্ম হইতেই তাহা উৎপন্ন হইবে।

এই শিষ্টাপরিগ্রহ নামক চতুর্থ অধিকরণটী ভারতীতীর্থ স্বামী—তাঁহার অধিকরণ মালা গ্রন্থে যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহা এই—

বাধোঽস্তি পরমাণ্বাদিমতৈ র্নো বা যতঃ পটঃ।
ন্যূনতন্তুভিরারব্ধো দৃষ্টোঽতো বাধ্যতে মতৈঃ॥
শিষ্টৈষ্টাপি স্মৃতিস্ত্যক্তা শিষ্টত্যক্তমতং কিমু।
নাতো বাধো বিবর্ত্তে তু ন্যূনত্বনিয়মো নহি॥

অন্বয়—পরমাণ্বাদিমতৈঃ বাধঃ অস্তি নো বা? যতঃ পটঃ ন্যূনতন্তুভিঃ আরব্ধঃ দৃষ্টঃ, অতঃ মতৈঃ বাধ্যতে। শিষ্টৈষ্টা স্মৃতিঃ অপি ত্যক্তা, শিষ্টত্যক্তমতং কিমু, অতঃ ন বাধঃ বিবর্ত্তে তু নহি ন্যূনত্বনিয়মঃ॥

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ। ১৩ *

অন্যথা পুনঃ ব্রহ্মকারণবাদঃ তর্কবলেনৈব আক্ষিপ্যতে। যদ্যপি শ্রুতিঃ প্রমাণং স্ববিষয়ে ভবতি, তথাপি প্রমাণান্তরেণ বিষয়াপহারে অন্যপরা ভবিতুম্ অর্হতি। যথা মন্ত্রার্থবাদৌ।

* এই সূত্রে একটি অধিকরণ হইয়াছে। এখানে "অবিভাগঃ" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় এটী অধিকরণারম্ভক সূত্র হইয়াছে। "ভোক্ত্রাপত্তেঃ অবিভাগশ্চেৎ" পর্য্যন্ত পূর্ব্বপক্ষ এবং "স্যাল্লোকবৎ" এই অংশটী সিদ্ধান্তপক্ষ। অধ্যায় ও পাদের আরম্ভ না হইলে সূত্রমধ্যে "ইতি চেৎ" বা "চেৎ" শব্দের প্রয়োগদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ থাকিলে "গৌণশ্চেৎ নাত্মশব্দাৎ" এই ১।১।৯ সূত্রের মত সে সূত্রটী অধিকরণ আরম্ভক হয় না—এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার কারণ এই যে, পূর্ব্বসূত্রে "ব্যাখ্যাতাঃ" পদদ্বারা বিচারশেষ হইয়াছে অথবা "ভোক্ত্রাপত্তেঃ" এই হেতুনির্দ্দেশ করিয়া "ইতি চেৎ" বা "চেৎ পদদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ রহিয়াছে। সুতরাং হেতুনির্দ্দেশসহকারে পূর্ব্বপক্ষ থাকিলে তাহা অধিকরণ আরম্ভক হয় ইহাই নিয়ম। "গৌণশ্চেৎ" সূত্রে হেতুনির্দ্দেশ নাই। মাধ্বভাষ্যে এই অধিকরণের সঙ্গে পর সূত্রটীও গৃহীত হইয়াছে। অপর ভাষ্যগুলি শাঙ্কর ব্যাখ্যারই অনকূল।

(প্রত্যক্ষানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ।১৩]

শাঙ্করভাষ্যম্।

তর্কোঽপি স্ববিষয়াৎ অন্যত্র অপ্রতিষ্ঠিতঃ স্যাৎ, যথা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ। কিম্ অতঃ, যদি এবম্? অত ইদম্ অযুক্তং, যৎ, প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধার্থবাধনং শ্রুতেঃ। কথং পুনঃ প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধঃ অর্থঃ শ্রুত্যা বাধ্যতে ইতি? অত্র উচ্যতে—প্রসিদ্ধো হি অয়ং ভোক্তৃভোগ্যবিভাগো লোকে, ভোক্তা চেতনঃ শারীরঃ, ভোগ্যাঃ শব্দাদয়ো বিষয়া ইতি। যথা—ভোক্তা দেবদত্তঃ ভোজ্য ওদন ইতি। তস্য চ বিভাগস্য অভাবঃ প্রসজ্যেত, যদি ভোক্তা ভোগ্যভাবম্ আপদ্যেত। ভোগ্যং বা ভোক্তৃভাবম্ আপদ্যেত। তয়োশ্চ ইতরেতরভাবাপত্তিঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণঃ অনন্যত্বাৎ প্রসজ্যেত। ন চ অস্য প্রসিদ্ধস্য বিভাগস্য বাধনং যুক্তম্। যথা তু অদ্যত্বে ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ বিভাগো দৃষ্টঃ, তথা অতীতানাগতয়োরপি কল্পয়িতব্যঃ। তস্মাৎ প্রসিদ্ধস্য অস্য ভোক্তৃভোগ্যবিভাগস্য অভাবপ্রসঙ্গাৎ অযুক্তম্ ইদং ব্রহ্মকারণতাবধারণম্ ইতি চেৎ কশ্চিৎ চোদয়েৎ? তং প্রতি ব্রূয়াৎ—"স্যাৎ লোকবৎ" ইতি। উপপদ্যতে এব অয়ম্ অস্মৎপক্ষেঽপি বিভাগঃ, এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। তথাহি—সমুদ্রাৎ উদকাত্মনঃ অনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেনবীচিতরঙ্গবুদ্বুদাদীনাম্ ইতরেতরবিভাগ ইতরেতরসংশ্লেষাদিলক্ষণশ্চ ব্যবহার উপলভ্যতে। ন চ সমুদ্রাৎ উদকাত্মনঃ অনন্যত্বেঽপি তদ্বিকারাণাং ফেনতরঙ্গাদীনাম্ ইতরেতরভাবাপত্তিঃ ভবতি। ন চ তেষাম্ ইতরেতরভাবানাপত্তৌ অপি সমুদ্রাত্মনঃ অন্যত্বং ভবতি; এবম্ ইহাপি। ন চ ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ ইতরেতরভাবাপত্তিঃ, ন চ পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ অন্যত্বং ভবিষ্যতি। যদ্যপি ভোক্তা ন ব্রহ্মণো বিকারঃ,—

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" (তৈঃ ২।৬) ইতি—

স্রষ্টুরেব অবিকৃতস্য কার্য্যানুপ্রবেশেন ভোক্তৃত্বশ্রবণাৎ, তথাপি কার্য্যম্ অনুপ্রবিষ্টস্য অস্তি উপাধিনিমিত্তো বিভাগঃ, আকাশস্য ইব ঘটাদ্যুপাধিনিমিত্তঃ, ইত্যতঃ পরমকারণাৎ ব্রহ্মণঃ অনন্যত্বেঽপি উপপদ্যতে ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণো বিভাগঃ সমুদ্রতরঙ্গাদিন্যায়েন ইতি উক্তম্।১৩ [ইতি পঞ্চমং ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণম্] (৫)।

ভাষ্যানুবাদ। অভেদে ভোক্তৃভোগ্যবিভাগলোপশঙ্কা নিরাস।

[সূত্রার্থ—**ভোক্ত্রাপত্তেঃ** ভোক্তার আপত্তি হয় বলিয়া **অবিভাগঃ** অবিভাগ হয়, অর্থাৎ জগতের ব্রহ্মকারণতাবাদ স্বীকার করিলে ভোক্তাই ভোগ্য হয়, এইরূপে ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ থাকে না, **চেৎ** ইহা যদি বল, এতদুত্তরে বলা হইতেছে—**স্যাৎ লোকবৎ** ইহা লোকে দৃষ্টবিষয়ের ন্যায় হয়, অর্থাৎ বিভাগ থাকে, লোকে যেমন উপাধিভেদে এক বস্তুকে বিভিন্ন বলে, এস্থলেও ব্রহ্মের উপাধিভেদে ব্রহ্মে ভোক্তৃভোগ্যভেদ হয়।]

অন্যপ্রকার আবার ব্রহ্মকারণতাবাদের উপর তর্কের সাহায্যেই আক্ষেপ করা হইতেছে। যথা—যদিও শ্রুতি স্ববিষয়ে প্রমাণ, তথাপি অন্যপ্রমাণদ্বারা বিষয়ের অপহার হইলে, অর্থাৎ শ্রুত্যর্থে বাধা ঘটিলে, শ্রুতি অন্যপরা হইবার যোগ্য হয়, অর্থাৎ শ্রুতির অন্যপ্রকার অর্থ করা উচিত হয়। যেমন মন্ত্র ও অর্থবাদ-শ্রুতিকে অন্যপরা করা হয়; অর্থাৎ মন্ত্র ও অর্থবাদের যথাশ্রুত অর্থবোধে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণদ্বারা বাধা হইলে গৌণ অর্থ করা হয়। এইরূপ তর্কও স্ববিষয় অর্থাৎ তর্কগম্যবিষয় হইতে অন্যবিষয়ে অপ্রতিষ্ঠিত হয়, যেমন ধর্ম্ম ও অধর্ম্মবিষয়ে তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত হয়। আচ্ছা, যদি এরূপ হয়, ইহা হইতে কি হইল? ইহা হইতে হইল এই যে, প্রমাণান্তরদ্বারা প্রসিদ্ধ অর্থের যে শ্রুতিকর্ত্তৃক বাধাদান তাহা অন্যায়? আচ্ছা, কি করিয়া আবার প্রমাণান্তরপ্রসিদ্ধ অর্থকে শ্রুতি বাধা দিল? এ বিষয়ে বলা হইতেছে যে, লোকমধ্যে এই ভোক্তৃভোগ্যের বিভাগ প্রসিদ্ধই আছে—ভোক্তা হইতেছে—চেতনাশারীর অর্থাৎ জীব, আর ভোগ্য হইতেছে—শব্দাদি বিষয়। যেমন ভোক্তা দেবদত্ত ও ভোজ্য ওদন অর্থাৎ অন্ন। আর (**অবিভাগঃ চেৎ**) সেই বিভাগের অভাব প্রসক্ত হইয়া যায়, যদি (**ভোক্ত্রাপত্তেঃ**) ভোক্তা ভোগ্যভাবপ্রাপ্ত হইয়া যায়, অথবা ভোগ্য ভোক্তৃভাবপ্রাপ্ত হইয়া যায়। আর পরমকারণ ব্রহ্ম

(প্রত্যক্ষানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ।১৩]

ভাষ্যানুবাদ। কার্য্যগত ভোক্তা ও ভোগ্যের ব্যবস্থা।

হইতে অনন্য বলিয়া তাহাদের অর্থাৎ সেই ভোক্তা ও ভোগ্যের ইতরেতরভাবপ্রাপ্তি প্রসক্ত হইত, অর্থাৎ ভোক্তা ভোগ্য হইয়া যাইত এবং ভোগ্য ভোক্তা হইয়া যাইত। আর এই প্রসিদ্ধ বিভাগের বাধা হওয়া উচিত নহে। যেমন বর্ত্তমানে ভোক্তৃভোগ্যের বিভাগ দেখা যায়, সেইরূপই অতীত ও ভবিষ্যৎকালেও ভোক্তৃভোগ্য-বিভাগ কল্পনা করিতে হইবে। সেই হেতু প্রসিদ্ধ এই ভোক্তৃভোগ্যবিভাগের অভাবপ্রসঙ্গপ্রযুক্ত অর্থাৎ অভাব হইয়া যায় বলিয়া ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া যে অবধারণ অর্থাৎ স্থির করা, তাহা অযুক্ত অর্থাৎ অসঙ্গত—এইরূপ যদি কেহ আপত্তি করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিতে হইবে—**স্যাৎ লোকবৎ**, অর্থাৎ ইহা লোকবৎ হইবে। আমাদের পক্ষেও এই বিভাগ উপপন্ন হয়; কারণ, লোকে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—উদকাত্মক সমুদ্র হইতে অর্থাৎ জলময় সমুদ্র হইতে অনন্য হইলেও সেই সমুদ্রের বিকার যে, ফেনা তরঙ্গ ও বুদ্বুদ প্রভৃতি, তাহাদের ইতরেতরবিভাগ অর্থাৎ পরস্পরের পার্থক্য এবং ইতরেতরসংশ্লেষাদিলক্ষণ ব্যবহার, অর্থাৎ পরস্পরের সংসর্গরূপ ব্যবহার উপলব্ধ হয়। আর উদকাত্মক সমুদ্র হইতে অনন্য হইলেও সমুদ্রের বিকার ফেনা তরঙ্গ প্রভৃতির ইতরেতরভাবাপত্তি অর্থাৎ পরস্পরের পরস্পরভাবপ্রাপ্তি ঘটে না। অর্থাৎ ফেনা কখন তরঙ্গ হয় না। আর সেই ফেনতরঙ্গাদির ইতরেতরভাবপ্রাপ্তি না হইলেও সমুদ্রস্বরূপ হইতে তাহাদের অনন্যত্ব হয় না, অর্থাৎ সমুদ্র হইতে পার্থক্য হয় না। এইরূপ এখানেও হয়, অর্থাৎ ভোক্তা ও ভোগ্যের ইতরেতরভাবাপত্তিও হইবে না এবং পরমব্রহ্ম হইতে সেই ভোক্তা ও ভোগ্যের অন্যত্বও হইবে না। যদিও ভোক্তা জীব, ব্রহ্মের বিকার নহে, কারণ—

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ" (তৈঃ উঃ ২।৬)

অর্থাৎ তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবেশ করিলেন—এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, অবিকৃত সৃষ্টিকর্ত্তারই কার্য্যে অনুপ্রবেশদ্বারা ভোক্তৃত্ব হইয়াছিল; তাহা হইলেও যিনি কার্য্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার উপাধিনিমিত্ত বিভাগ হয়; যেমন ঘটাদি-উপাধিনিমিত্ত আকাশের বিভাগ হয়। এইজন্য পরমকারণ ব্রহ্ম হইতে অনন্য হইলেও অর্থাৎ অভিন্ন হইলেও সমুদ্রতরঙ্গাদি-ন্যায়ে ভোক্তা ও ভোগ্যস্বরূপ বিভাগ উপপন্ন হইতে পারে—ইহা বলা হইল।১৩। ইহাই হইল ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণ।

ভামতী।

স্যাৎ এতৎ, অতিগম্ভীরজগৎকারণবিষয়ত্বং তর্কস্য নাস্তি, কেবলাগমগম্যম্ এতৎ ইতি উক্তম্। তৎ কথং পুনঃ তর্কনিমিত্ত আক্ষেপঃ? ইত্যত আহ—"যদ্যপি শ্রুতিঃ প্রমাণমি"তি। প্রবৃত্তা হি শ্রুতিঃ অনপেক্ষতয়া স্বতঃপ্রমাণত্বেন ন প্রমাণান্তরম্ অপেক্ষতে। প্রবর্ত্তমানা পুনঃ স্ফুটতরপ্রতিষ্ঠিতপ্রামাণ্যতর্কবিরোধেন মুখ্যার্থাৎ প্রচ্যাব্য জঘন্যবৃত্তিতাং নীয়তে, যথা মন্ত্রার্থবাদৌ ইত্যর্থঃ। অতিরোহিতার্থং ভাষ্যম্। "যথা তু অদ্যত্বে" ইতি। যদি অতীতানাগতয়োঃ সর্গয়োঃ এষ বিভাগো ন ভবেৎ, ততঃ তদেব অদ্যতনস্য বিভাগস্য বাধকং স্যাৎ। স্বপ্নদর্শনস্যেব জাগ্রদ্দর্শনম্। ন তু এতদ্ অস্তি। অবাধিতাদ্যতনদর্শনেন তয়োরপি তথাত্বানুমানাৎ ইত্যর্থঃ। ইমাং শঙ্কাম্ আপাততঃ অবিচারিতলোকসিদ্ধদৃষ্টান্তোপদর্শনমাত্রেণ নিরাকরোতি সূত্রকারঃ "স্যাল্লোকবৎ।১৩ [ইতি পঞ্চমং ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণম্ (৫)।]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অদ্বয়ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গবাদিনঃ সমন্বয়স্য ভেদগ্রাহিমানবিরোধসন্দেহে সঙ্গতিগর্ভম্ অগতার্থত্বম্ আহ—"প্রবৃত্তা হি" ইতি। পূর্ব্বত্র জগৎ-কারণে তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠিত ইতি উক্তম্। তর্হি জগদ্ভেদে তর্কঃ প্রতিষ্ঠিত ইতি অদ্বৈতবিরোধেন প্রত্যবস্থানাৎ সঙ্গতিঃ। অতএব লব্ধ-প্রতিষ্ঠতর্কেণ শ্রুতেঃ মুখনিরোধাৎ অগতার্থত্বং চ ইত্যর্থঃ। "প্রবর্ত্তমানে"তি। স্ববিষয়প্রতিষ্ঠবিরোধিতর্কেণ সহ উন্মজ্জনিমজ্জনম্ অনুভবন্তী বলাবলবিবেকম্ অপেক্ষমাণা ইত্যর্থঃ। এতদ্ বৈধর্ম্ম্যং চ প্রবৃত্তত্বম্। তর্কস্য প্রাবল্যম্ আহ "স্ফুটতরে"তি। স্থূলনীলাদিভেদ-গোচরত্বাৎ স্ফুটতরত্বম্। প্রতিষ্ঠিতত্বম্ অনুপচরিতত্বম্। আম্নায়ো হি উপচারেণাপি সাবকাশঃ ইতি। বর্ত্তমানবিভাগেনাপি বিরোধসিদ্ধেঃ বর্ত্তমানসাম্যোপপাদনম্ অতীতানাগতয়োঃ ভাষ্যে অনুপযোগি ইত্যাশঙ্ক্য বর্ত্তমানবিভাগসত্যত্বং ফলম্ ইতি আহ "যদি" ইতি। ১৩। ইতি পঞ্চমং ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণম্। (৫)

ভামতীর অনুবাদ। শ্রুতি ও তর্কের সম্বন্ধনির্ণয়।

আচ্ছা, অতিগম্ভীরজগৎকারণবিষয়ত্ব তর্কের নাই অর্থাৎ অতি দুর্ব্বোধ জগতের কারণ তর্কের বিষয় নহে—কিন্তু কেবল আগমগম্য অর্থাৎ ইহা এক মাত্র বেদপ্রমাণের বিষয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তবে আবার তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ অর্থাৎ আপত্তি করা হইতেছে কেন? এইজন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন **"যদ্যপি শ্রুতিঃ**

(প্রত্যক্ষানুসারেও বেদান্ত ব্যাখ্যেয় নহে।)

[ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ।১৩]

ভামতীর অনুবাদ। শ্রুতি ও তর্কের সম্বন্ধ-নির্ণয়।

প্রমাণম্" ইত্যাদি। ইহার অর্থ—শ্রুতি অর্থবোধে প্রবৃত্ত হইয়া গেলে অনপেক্ষ বলিয়া স্বতঃপ্রমাণ হওয়ায় অন্য প্রমাণকে অপেক্ষা করে না। আর প্রবর্ত্তমানা অর্থাৎ শ্রুতি যখন অর্থবোধে প্রবৃত্ত হইতে আরম্ভ করে, তখন স্ফুটতর প্রতিষ্ঠিতপ্রামাণ্য অর্থাৎ যাহার প্রামাণ্য অতিশয় স্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—এইরূপ প্রমাণযুক্ত তর্কের সহিত বিরোধবশতঃ (সেই শ্রুতিকে) মুখ্যার্থ হইতে বিচ্যুত করিয়া জঘন্যবৃত্তিতে অর্থাৎ লক্ষণাবৃত্তিতে লইয়া যাওয়া হয়। যেমন মন্ত্র ও অর্থবাদ। এস্থলে ভাষ্যের অর্থ স্পষ্ট। **"যথা তু অদ্যত্বে"** ইহার অর্থ—যদি অতীত ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতে এই বিভাগ অর্থাৎ (ভোক্তৃভোগ্য) বিভাগ না থাকে, তাহা হইলে তাহাই বর্ত্তমান বিভাগের বাধক হইবে ; অর্থাৎ সেই হেতু বর্ত্তমানেও বিভাগ নাই বলিতে হইবে। যেমন অতীত ও অনাগতস্থানীয় জাগরণকালীন জ্ঞান বর্ত্তমানস্থানীয় স্বপ্নকালীন জ্ঞানের বাধক হয়। কিন্তু ইহা হয় না। কারণ, অবাধিত অদ্যতন দর্শন করিয়া অর্থাৎ বর্ত্তমানের বিভাগ দেখিয়া তাহার দ্বারা অতীত ও ভবিষ্যৎ ভোক্তৃভোগ্য-বিভাগের অনুমান হয়। এই আশঙ্কাকে, আপাতত, অবিচারিত লোকসিদ্ধ দৃষ্টান্ত উপদর্শনদ্বারা অর্থাৎ যে দৃষ্টান্ত বিনা বিচারে লোকপ্রসিদ্ধ আছে, কেবল সেই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া **"স্যাল্লোকবৎ"** এই সূত্রাংশের দ্বারা সূত্রকার নিরাস করিতেছেন ॥১৩। ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণ সমাপ্ত হইল।

ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণ ও তাহার তাৎপর্য্য।

ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণ নামক এই পঞ্চম অধিকরণে একটীমাত্র সূত্র গৃহীত হইয়াছে। ইহার অবয়বগুলি এই—

(১) **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ
শাস্ত্রসঙ্গতি— "
অধ্যায়সঙ্গতি— "
পাদসঙ্গতি— "
অধিকরণ সঙ্গতি—প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি। অর্থাৎ পূর্ব্বাধিকরণে বলা হইয়াছে—জগৎকারণ-বিষয়ে তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত, এক্ষণে বলা হইতেছে—তাহা যদি হয়, তবে প্রত্যক্ষ জগদ্ভেদে তর্ক প্রতিষ্ঠিত হউক ? এইরূপে আক্ষেপ করিয়া তাহার সমাধান এই অধিকরণদ্বারা করা হইতেছে।

(২) **বিষয়**—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে—এরূপ মতবাদী বেদান্তসমন্বয়টী বিষয়।

(৩) **সন্দেহ**—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হয় বলিলে সমন্বয় প্রত্যক্ষদ্বারা বিরুদ্ধ হয় কি, হয় না—ইহাই সন্দেহ।

(৪) **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তে সমন্বয় সিদ্ধ। ইহাই ফলভেদ।

(৫) **পূর্ব্বপক্ষ**—অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বে, সমুদায়ভোক্তৃভোগ্যপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অনন্য হয়, আর তজ্জন্য ভোগ্যরূপ শব্দাদির ভোক্তৃস্বরূপত্বাপত্তি হয়, আর ভোক্তার ভোগ্যস্বরূপত্বাপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ভোক্তা ও ভোগ্যের পরস্পর বিভাগ থাকে না। অতএব প্রত্যক্ষদ্বারা সমন্বয় বিরুদ্ধ হয়, ইত্যাদি। ইহাই "ভোক্ত্রাপত্তেঃ অবিভাগঃ চেৎ" এই সূত্রাংশ-দ্বারা কথিত হইল। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

(৬) **সিদ্ধান্তপক্ষ**—"স্যাল্লোকবৎ" এই অংশদ্বারা ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। অর্থাৎ এক ব্রহ্মের উপাদানত্ব স্বীকার করিলেও ভোক্তৃভোগ্যপ্রপঞ্চের পরস্পর বিভাগ সিদ্ধ হয় ; যেমন লোকমধ্যে মৃত্তিকারূপে ঘটাদি অভিন্ন হইলেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভেদ থাকে দৃষ্ট হয়—ইহাও তদ্বৎ। অতএব কল্পিত ভেদ থাকায় প্রত্যক্ষবিরোধ হয় না। ইহাই হইল সিদ্ধান্তপক্ষ।

এই অধিকরণটীর সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই—

পূর্ব্বপক্ষ—অদ্বয়ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এই প্রকার জগৎসৃষ্টিবাদী অদ্বয়ব্রহ্মের যে সমন্বয়, তাহার সহিত ভেদগ্রাহী প্রমাণের বিরোধ সন্দেহ হইলে, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণটী অতিদেশরূপ বলিয়া এবং তাহা উপদেশের অপেক্ষা করে বলিয়া সেই অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকরণের সহিত ইহার সঙ্গতি নাই, কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী তাহার উপদেশস্বরূপ যে "ন বিলক্ষণত্বাধিকরণ" তাহার সহিতই ইহার সঙ্গতি বলা হয়। সেই "ন বিলক্ষণত্বাধিকরণে" জগৎকারণবিষয়ে তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত—ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলে জগদ্ভেদবিষয়ে সেই তর্ক প্রতিষ্ঠিত, ইহা বলিতে হয়, এইরূপে শ্রুতির মুখ বন্ধ করা হয় বলিয়া অদ্বৈতবিরোধ হয়। যথা—

তদনন্যত্বাধিকরণং নাম

ষষ্ঠম্ অধিকরণম্।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪

ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণ ও তাহার তাৎপর্য্য।

ভিন্নাভ্যাং ভোক্তৃভোগ্যাভ্যামভেদে ব্রহ্মভিন্নতা।

তস্মাৎ তয়োরভেদে চ স্যাদভেদঃ পরস্পরম্॥

অর্থাৎ ভিন্নস্বভাব ভোক্তৃভোগ্যের সহিত অভিন্ন হইলে ব্রহ্মভিন্নতাই সিদ্ধ হয়। সেই হেতু যদি ভোক্তৃভোগ্যের অভেদ বল, তাহা হইলে তাহাদের পরস্পরের অভেদ হইয়া যায়।

এক্ষণে ভেদগ্রাহী প্রত্যক্ষ নিরবকাশ হয় বলিয়া, অদ্বৈতশ্রুতি. সত্তাজাতির দ্বারা ঐক্যসিদ্ধিহেতু উপচার-ক্রমে জগতের অদ্বৈতবোধিকা হয়। শব্দেরই উপচারসম্ভব হয়, প্রত্যক্ষের তাহা সম্ভব নহে—ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষ।

সিদ্ধান্তী এতদুত্তরে বলেন যে,—

অব্ধ্যভিন্নতরঙ্গাদেরিতরেতরভেদবৎ।

ব্রহ্মাভেদেঽপি ভেদঃ স্যাদন্যোন্যং ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ॥

অর্থাৎ সাগর হইতে ভিন্ন যে তরঙ্গাদি তাহাদের পরস্পরের ভেদের ন্যায় ব্রহ্মের সহিত অভেদ হইলেও ভোক্তৃভোগ্য পরস্পরের ভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

যাহারা কোন এক রূপে অভিন্ন, তাহারা পরস্পর অভিন্ন অর্থাৎ স্বরূপতঃ অভিন্ন—ইহা ব্যাপ্তি নহে, যেহেতু সমুদ্র ও তরঙ্গাদিতে ব্যভিচার দেখা যায়। অতএব ব্রহ্ম সকলের উপাদানকারণ বলিয়া সকলে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া যে ভোক্তৃভোগ্য বিভাগ বিলুপ্ত হইবে—এমন আপত্তি নিরর্থক।

ভারতীতীর্থকৃত অধিকরণমালা গ্রন্থে এই ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণের সংগ্রহ শ্লোকটি এই—

অদ্বৈতং বাধ্যতে নো বা ভোক্তৃভোগ্যবিভেদতঃ।
প্রত্যক্ষাদিপ্রমাসিদ্ধো ভেদোঽসাবন্যবাধকঃ॥
তরঙ্গফেনভেদেঽপি সমুদ্রেঽভেদ ইষ্যতে।
ভোক্তৃভোগ্যবিভেদেঽপি ব্রহ্মাদ্বৈতং তথাস্তু তৎ॥

অন্বয়—ভোক্তৃভোগ্যবিভেদতঃ অদ্বৈতং বাধ্যতে. নো বা (বাধ্যতে ?)। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাসিদ্ধঃ, অসৌ ভেদঃ অন্যবাধকঃ। তরঙ্গফেন-ভেদে অপি সমুদ্রে অভেদঃ ইষ্যতে। ভোক্তৃভোগ্যবিভেদে অপি তৎ অদ্বৈতং ব্রহ্ম তথা অস্তু।

শাঙ্করভাষ্যম্।

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪ *

অভ্যুপগম্য চ ইমং ব্যাবহারিকং ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণং বিভাগং "স্যাল্লোকবৎ" ইতি পরিহারঃ অভিহিতঃ। ন তু অয়ং বিভাগঃ পরমার্থতঃ অস্তি, যস্মাৎ তয়োঃ কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বম্ অবগম্যতে। কার্য্যম্ আকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ, কারণং পরং ব্রহ্ম। তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতঃ অনন্যত্বং ব্যতিরেকেণ অভাবঃ কার্য্যস্য অবগম্যতে। কুতঃ "আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ"। আরম্ভণশব্দঃ তাবৎ একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় দৃষ্টান্তাপেক্ষায়াম্ উচ্যতে—

---

* এ সূত্রটীও অধিকরণ আরম্ভক সূত্র। কারণ, ইহাতে "তদনন্যত্বম্" এই প্রথমান্ত পদ রহিয়াছে। মাধ্বমতে ইহা পূর্ব্বাধিকরণের অন্তর্গত সূত্র বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে প্রথমান্ত পদদ্বারা অধিকরণ আরম্ভ হয়—এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। অন্য সকল ভাষ্যই শাঙ্করভাষ্যের অনুকূল। এই অধিকরণে ৭টী সূত্র আছে। ২০ সংখ্যক "যথা চ প্রাণাদি" এই সূত্রে অধিকরণ শেষ হইয়াছে। মাধ্বমতে "যথা প্রাণাদি" এইরূপ সূত্র পাঠ করিয়া অর্থাৎ চকারটী বাদ দিয়া ইহাকে ভিন্ন অধিকরণ করা হইয়াছে। রামানুজ ও নিম্বার্কাদিমত শাঙ্কর মতের অনুকূল। বস্তুতঃ সূত্রের যদি পাঠান্তর গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রাচীন প্রমাণ প্রদর্শন করা আবশ্যক। অর্থের অন্যথা যুক্তির দ্বারা করা যায়, কিন্তু পাঠের অন্যথা করিতে হইলে প্রাচীন প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক। দুঃখের বিষয় শঙ্করবিরোধী কেহই ইহা করিতে পারেন নাই। শঙ্করভাষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্য কেহই প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

শাঙ্করভাষ্যম্।

"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ
বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"। (ছাঃ ৬।১।১।) ইতি।

এতদুক্তং ভবতি—একেন মৃৎপিণ্ডেন পরমার্থতো মৃদাত্মনা বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং ঘটশরাবোদঞ্চনাদিকং মৃদাত্মকত্বাবিশেষাৎ বিজ্ঞাতং ভবেৎ। যতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং বাচা এব কেবলম্ অস্তি ইতি আরভ্যতে বিকারো ঘটঃ শরাবঃ উদঞ্চনং চ ইতি। ন তু বস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিৎ অস্তি। নামধেয়মাত্রং হি এতৎ অনৃতম্। মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্ ইত্যেষ ব্রহ্মণো দৃষ্টান্ত আম্নাতঃ। তত্র শ্রুতাৎ বাচারম্ভণশব্দাৎ দার্ষ্টান্তিকেঽপি ব্রহ্ম-ব্যতিরেকেণ কার্য্যজাতস্য অভাব ইতি গম্যতে। পুনশ্চ তেজোঽবন্নানাং ব্রহ্মকার্য্যতাম্ উক্ত্বা, তেজোঽবন্নকার্য্যাণাং তেজোঽবন্নব্যতিরেকেণ অভাবং ব্রবীতি—

"অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যম্"
(ছাঃ উঃ ৬।৪।১) ইত্যাদিনা। আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ইতি "আদি"-শব্দাৎ—

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি" (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭),
"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" (বৃঃ উঃ ২।৪।৬), "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্" (মুঃ উঃ ২।২।১১)
"আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" (ছাঃ উঃ ৭।২৫।২) "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃঃ উঃ ৪।৪।১৯)

ইত্যেবমাদি অপি আত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরং বচনজাতম্ উদাহর্ত্তব্যম্। ন চ অন্যথৈক-বিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে। তস্মাদ্ যথা ঘটকরকাদ্যাকাশানাং মহাকাশানন্যত্বং, যথা চ মৃগতৃষ্ণিকোদকাদীনাম্ উষরাদিভ্যঃ অনন্যত্বং দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ, স্বরূপেণ অনুপাখ্যত্বাৎ, এবম্ অস্য ভোগ্যভোক্ত্রাদিপ্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণ অভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্।

ভাষ্যানুবাদ। জগতের অনির্ব্বচনীয়তাবাদ স্থাপন।

এই ব্যাবহারিক ভোক্তৃভোগ্যলক্ষণ বিভাগ স্বীকার করিয়া অর্থাৎ যতদিন না পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান হয়, ততদিন ভোক্তা ও ভোগ্য পৃথক্ এইরূপ বিভাগ থাকে—ইহা স্বীকার করিয়া "স্যাৎ লোকবৎ" এই পূর্ব্বসূত্রাংশদ্বারা, জগতের ব্রহ্মকারণতাবাদ স্বীকার করিলে যে ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ বিলুপ্ত হয় বলিয়া আপত্তি হইয়াছিল, সেই আপত্তির পরিহার অর্থাৎ খণ্ডন অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু এই বিভাগ পরমার্থতঃ নাই, অর্থাৎ তিন কালেই থাকে—এরূপ নহে, যেহেতু সেই কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব অর্থাৎ অভেদ অর্থাৎ ভেদাভাব অবগত হওয়া যায়। কার্য্য বলিতে আকাশাদি বহুপ্রপঞ্চ জগৎ, আর কারণ বলিতে পরব্রহ্ম। সেই কারণ হইতে কার্য্যবস্তুর পরমার্থতঃ অনন্যত্ব, অর্থাৎ ব্যতিরেকে অভাব, অর্থাৎ কারণব্যতিরেকে কার্য্যের পৃথক্ সত্তাভাব অবগত হওয়া যায়।* যদি বল, কোথা হইতে অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে বলিব ছান্দোগ্য শ্রুতির আরম্ভণশব্দাদি হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়। তথায় একবিজ্ঞানদ্বারা সর্ব্বজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ যে একটী বস্তু জানিলে সকল বস্তু জানা যায়—ইহাই বলিব বলিয়া দৃষ্টান্তাপেক্ষায় অর্থাৎ দৃষ্টান্ত বলিবার জন্য বলিতেছেন—

---

* এস্থলে কার্য্য ও কারণের অভেদ সিদ্ধ করা হইতেছে না, কিন্তু ভেদের অভাব সিদ্ধ করা হইতেছে অর্থাৎ কারণের সত্ত্বই কার্য্যের সত্ত্ব, কার্য্যের পৃথক্ সত্তা নাই। ইহাই এস্থলে প্রতিপাদিত হইতেছে। অভেদ সিদ্ধ করা ও ভেদের অভাব সিদ্ধ করা—এক কথা নহে। কারণ, অভেদ সিদ্ধ করিলে তাহাদের মধ্যে একত্বরূপ ধর্ম্মের সিদ্ধিও বুঝাইতে পারে, অথবা কার্য্যকারণের কোন এক সাধারণ ধর্ম্মের সিদ্ধিও বুঝাইতে পারে। যেমন সত্তা পুরস্কারে দ্রব্য গুণ কর্ম্মের অভেদ বুঝাইতে পারা যায়, অথবা মৃত্তিকাত্বপুরস্কারে ঘটশরাবাদিকে অভিন্ন বলিয়া বুঝাইতে পারা যায়। দ্রব্যাদির নিজ নিজ স্বরূপসত্তার অন্যথা হয় না। কিন্তু ভেদের অভাব সিদ্ধি করা হইতেছে বলিলে সেরূপ বুঝাইবার সম্ভাবনা থাকে না। অভেদ সিদ্ধ করিলে স্বরূপতঃ অভেদ বলা হয়। প্রকৃতস্থলে ব্রহ্মরূপ কারণবস্তুকে ধর্ম্মী বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু ভেদের অভাব সিদ্ধ করিলে ব্রহ্মকে নির্ধর্ম্মক বলিয়া এবং ব্রহ্মভিন্নবস্তুকে অথবা ভেদকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া বুঝিবার সহায়তা করা হয়। বস্তুতঃ অদ্বৈত বেদান্তমতে জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও নহে এবং অভিন্নও নহে, অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় বলা হয়। অনির্ব্বচনীয় অর্থ—সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎ নহে, কিন্তু সদসদ্ভিন্ন। ভামতী দ্রষ্টব্য।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

ভাষ্যানুবাদ। জগতের মিথ্যাত্ব স্থাপন।

"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং, মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" (ছাঃ উঃ ৬।১।১) **ইতি।**

অর্থাৎ হে সৌম্য শ্বেতকেতো! যেমন এক মৃৎপিণ্ডকে জানিলে সমুদায় মৃন্ময় বস্তুকে জানা যায়। আকাশাদি-বিকারসমূহ বাচারম্ভণ অর্থাৎ কেবল বাক্যদ্বারা ব্যবহারমাত্র, বাস্তবিক তাহাদের অস্তিত্ব নাই; কারণ, তাহারা নাম মাত্র এবং কেবল মৃত্তিকাই সত্য বলিয়া জানা যায়, ইত্যাদি।

এতদ্দ্বারা ইহাই বলা হইতেছে—**"একেন মৃৎপিণ্ডেন"** অর্থাৎ একটী মৃৎপিণ্ড পরমার্থতঃ অর্থাৎ যথার্থ মৃত্তিকারূপে বিজ্ঞাত হইলে, **"সর্ব্বং মৃন্ময়ং"** অর্থাৎ ঘট শরাব উদঞ্চনাদি অর্থাৎ জালাপ্রভৃতি সমুদায় মৃত্তিকানির্ম্মিত বস্তু, মৃত্তিকাস্বরূপ হইতে অবিশেষবশতঃ অর্থাৎ পৃথক্ নহে বলিয়া বিজ্ঞাত হয়, যেহেতু তাহারা **"বাচারম্ভণং বিকারঃ নামধেয়ম্"** অর্থাৎ মৃত্তিকার বিকার ঘট শরাব উদঞ্চন অর্থাৎ জালা প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা কেবল "আছে" বলিয়া আরব্ধ হয় অর্থাৎ উক্ত হয়। কিন্তু বস্তুতঃ বিকার নামে কিছুই নাই। ইহারা নামধেয় অর্থাৎ নামমাত্র সুতরাং অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা। **"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্"** অর্থাৎ মৃত্তিকাই সত্য—ইহার দ্বারা ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত কথিত হইল। এস্থলে শ্রুত্যুক্ত "বাচারম্ভণ" শব্দ হইতে দার্ষ্টান্তিকেও অর্থাৎ যাহার জন্য দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে সেই প্রকৃতস্থলেও ব্রহ্মব্যতিরেকে কার্য্যজাতের অভাব অবগত হওয়া যায়, অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত কার্য্য-সমূহের পৃথক সত্তা নাই,—ইহাই বুঝা যায়। তাহার পর তেজ, অপ্ অর্থাৎ জল ও অন্নকে ব্রহ্মের কার্য্য বলিয়া বর্ণন করিয়া তেজ, অপ্ ও অন্ন ব্যতিরেকে তেজ, অপ্ ও অন্নের কার্য্যসমূহের অভাব বলিতেছেন। যথা—

"অপাগাৎ অগ্নেঃ অগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যম্" (ছাঃ উঃ ৬।৪।১)

অর্থাৎ "অগ্নির অগ্নিত্ব অপগত হইয়াছিল, বিকার—বাক্যমাত্রের ব্যবহার, কারণ, তাহা নামধেয়মাত্র। অগ্নি, জল, অন্ন, এই তিনটী রূপই সত্য"—এই শ্রুতিদ্বারা উক্ত তেজ, অপ্ ও অন্নব্যতিরেকে সেই তেজ, অপ্ ও অন্নের কার্য্যসমূহের অভাব উক্ত হইয়াছে। সূত্রের **আরম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ** এই পদের 'আদি'পদে—

"ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি" (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭)

অর্থাৎ এই সকল এতদাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাই সত্য, তাহাই আত্মা, তাহাই তুমি।

"ইদং সর্ব্বং যদ্ অয়ম্ আত্মা" (বৃঃ উঃ ২।৪।৬)

অর্থাৎ এই যাহা কিছু সবই এই আত্মা,—

"ব্রহ্ম এব ইদং সর্ব্বম্" (মুঃ উঃ ২।২।১১)

অর্থাৎ এই সব ব্রহ্মই—

"আত্মা এব ইদং সর্ব্বম্" (ছাঃ উঃ ৭।২৬।২)

অর্থাৎ আত্মাই এই সব—

"নেহ নানা অস্তি কিঞ্চন" (বৃঃ উঃ ৪।৪।১৯)

অর্থাৎ—এখানে নানা কিছুই নাই—ইত্যাদি প্রকার আত্মার একত্ব প্রতিপাদনপর বচনসমূহ উদাহৃত করিতে হইবে। আর অন্যরূপে একবিজ্ঞানদ্বারা সর্ব্ববিজ্ঞান সম্পন্ন হয় না; সেই হেতু যেমন ঘট ও করকাদিগত আকাশসমূহ মহাকাশ হইতে অনন্য হয়, অর্থাৎ অপৃথক্ হয়, এবং যেমন মৃগতৃষ্ণিকার জল উষরাদি হইতে অনন্য হয়, যেহেতু তাহা দৃষ্টনষ্টস্বরূপ অর্থাৎ প্রাতীতিক ও অনিত্যস্বরূপ এবং স্বরূপতঃ অনুপাখ্যস্বরূপ অর্থাৎ সৎ বা অসৎ ইত্যাদি রূপে নির্বচনের অযোগ্য। এইরূপ এই ভোগ্যভোক্ত্রাদি প্রপঞ্চসমূহের ব্রহ্মব্যতিরেকে অভাব হইয়া থাকে—ইহা বুঝিতে হইবে।

ভামতী।

পরিহাররহস্যম্ আহ—"তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"। 'পূর্ব্বস্মাৎ' অবিরোধাৎ অস্য বিশেষাভিধানোপক্রমস্য বিভাগম্ আহ—"অভ্যুপগম্য চ ইমম্" ইতি। স্যাৎ এতৎ—যদি কারণাৎ পরমার্থভূতাৎ অনন্যত্বম্ আকাশাদেঃ প্রপঞ্চস্য কার্য্যস্য, কুতঃ তর্হি ন বৈশেষিকাদ্যুক্ত-দোষপ্রপঞ্চাবতারঃ? ইত্যত আহ—"ব্যতিরেকেণ অভাবঃ কার্য্যস্য অবগম্যতে" ইতি। ন খলু অনন্যত্বম্ ইতি অভেদং ব্রূমঃ, কিন্তু ভেদং ব্যাসেধামঃ, ততশ্চ ন অভেদাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গঃ।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

ভামতী।

কিন্তু অভেদং ব্যাসেধন্তিঃ বৈশেষিকাদিভিঃ অস্মাসু সাহায়কমেব আচরিতং ভবতি। ভেদনিষেধ-হেতুং ব্যাচষ্টে—"আরম্ভণশব্দঃ তাবৎ" ইতি। 'এবং হি' ব্রহ্মবিজ্ঞানেন সর্ব্বং জগৎ তত্ত্বতঃ জ্ঞায়েত, যদি ব্রহ্মৈব তত্ত্বং জগতঃ ভবেৎ। যথা—রজ্জ্বাং জ্ঞাতায়াং ভুজঙ্গতত্ত্বং জ্ঞাতং ভবতি সা হি তস্য তত্ত্বম্। 'তত্ত্বজ্ঞানং চ' জ্ঞানম্, অতঃ অন্যৎ মিথ্যাজ্ঞানম্ অজ্ঞানমেব। অত্রৈব বৈদিকঃ দৃষ্টান্তঃ—

"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন" (ছাঃ উঃ ৬।১।১) ইতি।

স্যাৎ এতৎ—মৃদি জ্ঞাতায়াং কথং মৃন্ময়ং ঘটাদি জ্ঞাতং ভবতি? ন হি তন্মৃদাত্মকম্ ইতি 'উপপাদিতম্ অধস্তাৎ'। তস্মাৎ তত্ত্বতঃ ভিন্নম্। ন চ অন্যস্মিন্ বিজ্ঞাতে অন্যৎ বিজ্ঞাতং ভবতি' ইতি অতঃ আহ শ্রুতিঃ—

"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" (ছাঃ উঃ ৬।২।১)

বাচয়া কেবলম্ আরভ্যতে বিকারজাতং, ন তু তত্ত্বতঃ অস্তি, যতঃ নামধেয়মাত্রম্ এতৎ। যথা পুরুষস্য চৈতন্যম্ ইতি, রাহোঃ শিরঃ ইতি বিকল্পমাত্রম্। যথা আহুঃ বিকল্পবিদঃ—

"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ" (পাতঞ্জলদর্শনম্ ১।২।৩) ইতি।

তথা চ অবস্তুতয়া অনৃতং বিকারজাতং, মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্। তস্মাৎ ঘটশরাবোদঞ্চনা-দীনাং তত্ত্বং মৃদেব, তেন মৃদি জ্ঞাতায়াং তেষাং সর্ব্বেষামেব তত্ত্বং জ্ঞাতং ভবতি। তৎ ইদম্ উক্তম্—"ন চ অন্যথৈকবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে" ইতি। নিদর্শনান্তরদ্বয়ং দর্শয়ন্ উপসংহরতি—"তস্মাদ্ যথা ঘটকরকাদ্যাকাশানাম্" ইতি। 'যে হি' দৃষ্টনষ্টস্বরূপা ন তে বস্তুসন্তঃ যথা মৃগতৃষ্ণিকোদকাদয়ঃ, তথা চ সর্ব্বং বিকারজাতং, তস্মাৎ অবস্তুসৎ। তথা হি—'যৎ অস্তি' তৎ অস্ত্যেব, যথা চিদাত্মা। ন হি অসৌ কদাচিৎ ক্বচিৎ কথঞ্চিৎ বা অস্তি। কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বথা অস্তি এব, ন নাস্তি। ন চ এবং বিকারজাতং, তস্য কদাচিৎ কথঞ্চিৎ কুত্রচিৎ অনবস্থানাৎ। তথা হি—'সৎস্বভাবং চেৎ' বিকারজাতং, কথং কদাচিদ্ অসৎ? 'অসৎস্বভাবং চেৎ', কথং কদাচিৎ সৎ? সদসতোঃ একত্ববিরোধাৎ। ন হি রূপং কদাচিৎ ক্বচিৎ কথঞ্চিৎ বা গন্ধো ভবতি।

অথ তস্য সদসত্ত্বে ধর্ম্মৌ, তে চ স্বকারণাধীনজন্মতয়া কদাচিৎ এব ভবতঃ, তৎ তর্হি বিকার-জাতং দণ্ডায়মানং সদাতনম্ ইতি ন বিকারঃ কস্যচিৎ? অথ অসত্ত্বসময়ে তৎ নাস্তি, কস্য তর্হি ধর্ম্মঃ 'অসত্ত্বম্'? নহি ধর্ম্মিণি অপ্রত্যুৎপন্নে তদ্ধর্ম্মঃ অসত্ত্বং প্রত্যুৎপন্নম্ উপপদ্যতে। অথ অস্য ন ধর্ম্মঃ, কিন্তু অর্থান্তরম্ অসত্ত্বম্। কিম্ আয়াতং ভাবস্য। ন হি ঘটে জাতে পটস্য কিঞ্চিদ্ ভবতি। অসত্ত্বং ভাববিরোধি ইতি চেৎ? 'ন'। অকিঞ্চিৎকরস্য তত্ত্বানুপপত্তেঃ। কিঞ্চিৎ-করত্বে বা তত্রাপি অসত্ত্বেন তদনুযোগসম্ভবাৎ। অথ অস্য অসত্ত্বং নাম কিঞ্চিৎ ন জায়তে, কিন্তু স এব ন ভবতি, যথা আহুঃ—

"ন তস্য কিঞ্চিদ্ ভবতি ন ভবত্যেব কেবলম্" ইতি।

অথ এষ প্রসজ্যপ্রতিষেধঃ নিরুচ্যতাং, কিং তৎস্বভাবঃ ভাবঃ উত ভাবস্বভাবঃ সঃ ইতি। তত্র পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে ভাবানাং তৎস্বভাবতয়া তুচ্ছতয়া জগৎ তুচ্ছং প্রসজ্যেত। তথাচ ভাবানুভবা-ভাবঃ। উত্তরস্মিন্ তু সর্ব্বভাবনিত্যতয়া ন অভাবব্যবহারঃ স্যাৎ। কল্পনামাত্রনিমিত্তত্বেঽপি নিষেধস্য ভাবনিত্যতাপত্তিঃ তদবস্থৈব। তস্মাদ্ ভিন্নম্ অস্তি কারণাৎ বিকারজাতং, ন বস্তুসৎ। অতঃ বিকারজাতম্ অনির্ব্বচনীয়ম্ অনৃতম্। তদ্ অনেন প্রমাণেন সিদ্ধম্ অনৃতত্বং বিকারজাতস্য কারণস্য নির্ব্বাচ্যতয়া সত্ত্বং "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইত্যাদিনা প্রবন্ধেন দৃষ্টান্ততয়া অনুবদতি শ্রুতিঃ।

"যত্র লৌকিকপরীক্ষকাণাং বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ" (গৌতম সূত্র ১।১।২৫)

ইতি চ অক্ষপাদসূত্রং প্রমাণসিদ্ধঃ দৃষ্টান্তঃ ইতি এতৎপরম্। ন পুনঃ লোকসিদ্ধত্বম্ অত্র

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

ভামতী।

বিবক্ষিতম্, অন্যথা তেষাং পরমাণ্বাদিঃ ন দৃষ্টান্তঃ স্যাৎ। ন হি পরমাণ্বাদিঃ নৈসর্গিকবৈনয়িক-বুদ্ধ্যতিশয়রহিতানাং লৌকিকানাং সিদ্ধঃ ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

পূর্ব্বাধিকরণেঽপি ভেদগ্রাহিমানাবিরোধোক্তেঃ পুনরুক্তিম্ আশঙ্ক্য আহ --"পূর্ব্বস্মাৎ" ইতি। অঙ্গীকৃত্য হি ভেদগ্রাহিমানস্য প্রামাণ্যং ভেদাভেদয়োঃ রূপভেদেন বিরোধঃ পরিহৃতঃ, ইদানীং তু অস্বীকৃত্য প্রামাণ্যং তত্ত্বাবেদকত্বাৎ প্রচ্যাব্য ব্যাবহারিকত্বে ব্যবস্থাপ্যতে। এবং-ভূতবিশেষাভিধানেন উপক্রমঃ যস্য বিরোধপরিহারস্য স তথোক্তঃ। 'তদনন্যত্ব'পদেন দ্বৈতমিথ্যাত্বোক্তেঃ এবম্ উপক্রমত্বম্। শ্রুতৌ পরিণামিমৃদাদিদৃষ্টান্তোপাদানাৎ ন ভেদাভেদবিবক্ষা ইতি মন্তব্যম্। একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞায়াঃ প্রধানস্য অনুরোধেন গুণভূত-দৃষ্টান্তস্য বিবর্ত্তপরত্বেন নেয়ত্বাৎ ইত্যাহ --"এবং হি" ইতি। নমু পরিণামপক্ষেঽপি অভেদাংশেন সর্ব্বজ্ঞানং স্যাৎ অত আহ—"তত্ত্বজ্ঞানং চ" ইতি। ভেদালীকতায়াঃ উক্তত্বাৎ ইত্যর্থঃ। "উপপাদিতম্ অধস্তাৎ" ইতি। শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণপূর্ব্বপক্ষে ইত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তমাত্রাৎ ন অর্থসিদ্ধিঃ ইতি ভাষ্যে হেতুঃ উক্তঃ— "দৃষ্টে"তি। তং ব্যাচষ্টে—"যে হি" ইতি। কচিৎ দৃষ্টঃ পুনঃ নষ্টম্ অদৃষ্টম্ ইত্যর্থঃ। দৃষ্টগ্রহণং প্রতীতিসময়েঽপি সত্ত্বব্যাবৃত্ত্যর্থম্। ব্যতিরেকব্যাপ্তিম্ আহ--"যদ্ অস্তি" ইতি। বিমতং মিথ্যা, সাবধিকত্বাৎ, ব্যতিরেকে চিদাত্মবৎ ইতি অনুমানস্য বিপক্ষে বাধকতাম্ আহ -"সংস্বভাবং চেৎ" ইতি। সত্ত্বাসত্ত্বে বিকারস্য স্বরূপম্ উত ধর্ম্মৌ অথ অর্থান্তরম্ অলীকং বা ইতি বিকল্প্য ক্রমেণ নিরাকুর্ব্বন্ অনুমানস্য অনুকূলতর্কম্ আহ "অসৎস্বভাবং চ" ইত্যাদিনা। অর্থান্তরত্বে অপি বিরোধিত্বং শঙ্কতে -- "অসত্ত্বম্" ইতি। বিরোধিভূতম্ অসত্ত্বং ভাবস্য কিম্ অকিঞ্চিৎকরম্ উত অসত্ত্বকরং স্বরূপং বা ইতি বিকল্প্য ক্রমেণ দূষয়তি--"ন" ইত্যাদিনা। কিঞ্চিৎকরত্বে যৎকিঞ্চিৎ অসত্ত্বং ক্রিয়তে তদপি স্বরূপং ধর্ম্মো বা ইত্যাদি বিকল্প্য তদ্দূষণানাং সত্ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। অসত্ত্ববৎ সত্ত্বেঽপি অর্থান্তরত্বাদিবিকল্পা দ্রষ্টব্যাঃ। অর্থান্তরত্বাদপি বিকারে ফলাভাবাৎ সত্ত্বান্তরজন্মনি চ অনবস্থানাৎ বিকারে সত্ত্বান্তরং ন ভবতি, কিন্তু স এব সন্ ভবতি ইতি উক্তেঽপি সৎস্বভাবস্য অসত্ত্ববিরোধেন বিকারনিত্যত্বাপাতাৎ ইতি। নমু কার্য্যমিথ্যাত্বং কারণসত্যত্বং চ অনুমানসিদ্ধং শ্রুত্যা দৃষ্টান্তীকর্ত্তুম্ অযুক্তম্, লোকসিদ্ধস্য দৃষ্টান্তত্বোক্তেঃ ইতি আশঙ্ক্য আহ—"যত্র" ইতি।

ভামতীর অনুবাদ। বৈশেষিকের ভেদবাদ খণ্ডন। কার্য্যমিথ্যাত্বস্থাপন।

পরিহারের রহস্য ভগবান্ সূত্রকার—"**তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ**" এই সূত্রদ্বারা বলিতেছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলিলে পূর্ব্বসূত্রে যে ভোক্তা ও ভোগ্যের অবিভাগরূপ আপত্তি হয়, তাহার আপাততঃ পরিহার পূর্ব্বসূত্রেই করা হইয়াছে। এই সূত্রে তাহার প্রকৃত অভিপ্রায় বলিতেছেন। পূর্ব্বে যে বিরোধপরিহার করা হইয়াছে, তাহা হইতে এইরূপ বিশেষাভিধানোপক্রম অর্থাৎ বিশেষকথনদ্বারা যাহার আরম্ভ করা হইয়াছে, সেই বিরোধপরিহারের বিভাগ অর্থাৎ প্রভেদ "**অভ্যুপগম্য চেদম্**" এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বাধিকরণে যে বিরোধপরিহার, তাহা আপাততঃ পরিহারমাত্র, প্রকৃত পরিহার নহে। প্রকৃত পরিহার এই অধিকরণে বলা হইতেছে। অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ যথার্থ স্বীকার করিয়া পূর্ব্বে পরিহার বলা হইয়াছে, এক্ষণে কার্য্যের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিয়া সেই পরিহার বলা হইতেছে। আচ্ছা, যদি পরমার্থস্বরূপ কারণ হইতে আকাশাদি কার্য্যপ্রপঞ্চের অনন্যত্ব অর্থাৎ অভেদ হয়, তাহা হইলে বৈশেষিকাদির উক্ত যে দোষপ্রপঞ্চ অর্থাৎ দোষ সকল, তাহার অবতারণা করা হইতেছে না কেন? এইজন্য বলিতেছেন—"**ব্যতিরেকেণ অভাবঃ কার্য্যস্য অবগম্যতে**" ইতি। অভিপ্রায় এই যে, "**অনন্যত্ব**" এই শব্দদ্বারা আমরা অভেদ বলিতেছি না, কিন্তু ভেদের নিষেধ করিতেছি। আর তাহা হইলে অভেদাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গ হইবে না, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ অভিন্ন বলিলে যে দোষ হয়, তাহা আর হইবে না। কিন্তু অভেদনিষেধকারী বৈশেসিকাদিকর্ত্তৃক আচরণ আমাদের সহায়কই হইয়াছে, অর্থাৎ বৈশেষিকাদি যে, কার্য্য ও কারণের অভেদ নিষেধ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তাঁহারা আমাদের সহায়তাই করিয়াছেন। এক্ষণে "**আরম্ভণশব্দস্তাবৎ**" এই গ্রন্থদ্বারা ভেদনিষেধের যে হেতু, তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। এইরূপে ব্রহ্মই যদি জগতের তত্ত্ব অর্থাৎ যথার্থস্বরূপ হন, তাহা হইলে ব্রহ্মবিজ্ঞানদ্বারা সকল জগৎ তত্ত্বতঃ জানা যায়। যেমন রজ্জু জ্ঞাত হইলে ভুজঙ্গতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়; যেহেতু সেই রজ্জুটী সর্পের তত্ত্ব অর্থাৎ যথার্থ রূপ। তত্ত্বজ্ঞানই জ্ঞান, আর তাহা হইতে অন্য অর্থাৎ ভিন্ন যে মিথ্যাজ্ঞান, তাহা অজ্ঞানই। এই বিষয়েই বৈদিক দৃষ্টান্ত আছে, যথা—

"**যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন**" (ছাং ৬।১।১) ইত্যাদি।

অর্থাৎ এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান হইলে যেমন মৃত্তিকাজাত ঘটশরাবাদির জ্ঞান হয়, ইত্যাদি।

আচ্ছা, মৃত্তিকা জ্ঞাত হইলে কি করিয়া মৃন্ময় ঘটাদি পদার্থ জ্ঞাত হয়? তাহা ত মৃত্তিকাস্বরূপ নহে, ইহা অধস্তাৎ গ্রন্থে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণে দেখান হইয়াছে; অতএব মৃত্তিকা অপেক্ষা ঘট তত্ত্বতঃ ভিন্ন। আর, অন্য বস্তু বিজ্ঞাত হইলে অন্য বস্তু বিজ্ঞাত হয় না, অর্থাৎ এক বস্তু জানা যাইলে অপর বস্তু জানা যায় না। এইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন—

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

ভামতীর অনুবাদ। কার্য্যমিথ্যাত্ব স্থাপন।

"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্" (ছাঃ উঃ ৬।২।১)।

অর্থাৎ ঘটাদি বিকারসমূহ কেবল বাক্যদ্বারা আরব্ধ অর্থাৎ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তত্ত্বতঃ অর্থাৎ বাস্তবিক তাহারা নাই। যেহেতু ইহা নামধেয়মাত্র অর্থাৎ নামমাত্র। যেমন পুরুষের চৈতন্য, রাহুর মস্তক, ইত্যাদি বিকল্পমাত্র [ইহাও তদ্রূপ]। যেমন বিকল্পতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন—

"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ" (পাঃ দঃ ১।১।৯)

অর্থাৎ যাহা শব্দের জ্ঞানমাত্রকে অনুসরণ করে, অথচ তাহার প্রতিপাদ্য কোন বস্তু নাই, তাহাকে বিকল্প বলে। [যেমন বন্ধ্যাপুত্র আকাশকুসুমশব্দে যাহা বুঝায়, তাহা অন্তঃকরণের বিকল্প নামক বৃত্তিমাত্র, তাহা জ্ঞান, ইচ্ছা কৃতি প্রভৃতি কোন অন্তকরণবৃত্তির অন্তর্গত নহে।]

আর তাহা হইলে ঘটাদি বিকারসকল অবস্তুরূপ অর্থাৎ কোন বস্তুস্বরূপ নহে বলিয়াই অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা, মৃত্তিকা এইটিই সত্য। অতএব ঘট, শরা, উদঞ্চন অর্থাৎ জালা প্রভৃতির যথার্থস্বরূপ মৃত্তিকাই ; সেইজন্য মৃত্তিকা জ্ঞাত হইলে তাহাদের সকলের তত্ত্বও অর্থাৎ যথার্থস্বরূপও জ্ঞাত হয়।* সেইজন্য এই কথা বলিয়াছেন যে **"ন চ অন্যথা একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে"** ইতি। **"তস্মাৎ যথা ঘটশরাবাদ্যাকাশানাম্"** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা নিদর্শনান্তরদ্বয় অর্থাৎ অন্য দুইটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া উপসংহার করিতেছেন। যাহারা দৃষ্টনষ্টস্বরূপ + অর্থাৎ যাহারা দৃষ্ট অর্থাৎ যাহাদের প্রতীতি সময়েও সত্ত্ব নাই, অর্থাৎ জ্ঞাতমাত্র হয়, বস্তুতঃ দৃষ্টিকালেই থাকে না, অর্থাৎ তাহারা বস্তুসৎ নহে, অর্থাৎ মিথ্যা। যেমন মৃগতৃষ্ণিকোদকাদি অর্থাৎ মরীচিকাজল প্রভৃতি দৃষ্টনষ্টস্বরূপ বলিয়া সত্য বস্তু নহে, অর্থাৎ মিথ্যা। আর সেইরূপই সমস্ত ঘটপটাদি বিকাররাশি ; সেই হেতু তাহারা সত্যবস্তু নহে। তাহার কারণ এই যে, যাহা আছে, তাহা আছেই—অর্থাৎ সকল সময়েই আছে, যেমন চিদাত্মা অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ; কারণ, তাহা যে কোন সময়ে কোন স্থানে অথবা কোন প্রকারে আছে, তাহা নহে ; কিন্তু তাহা সকল সময়ে সকল স্থানে সকল প্রকারেই আছে, নাই এমন নহে। কিন্তু ঘটাদি বিকার সকল এরূপ নহে। কারণ, তাহা কোন সময়ে কোন প্রকারে কোন স্থানে থাকে। তাহার কারণ এই যে, যদি বিকারসমূহ সৎস্বভাব অর্থাৎ স্বভাবতঃ সত্য হয়, তাহা হইলে কোন সময়ে অসৎ হয় কেন ?

আর যদি বল—ঘটাদি বিকারসমূহ অসৎস্বভাব অর্থাৎ স্বভাবতঃ অসত্য, তাহা হইলে—তাহারা কোন সময়ে সৎ হয় কেন ? কারণ, সৎ এবং অসতের একত্ব অর্থাৎ অভেদটী বিরুদ্ধ অর্থাৎ একত্র সম্ভব নহে। যেহেতু রূপ কখনও কোন স্থানে বা কোন প্রকারে গন্ধ হয় না।

আর যদি বল, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব বিকারসমূহের ধর্ম্ম এবং তাহারা অর্থাৎ সেই সত্ত্ব ও অসত্ত্ব স্বকারণধীন-জন্মতাপ্রযুক্ত অর্থাৎ নিজের কারণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, কোন সময়েই জন্মিয়া থাকে মাত্র, ইত্যাদি ; তাহা

---

* এস্থলে "মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে, ঘটশরাবাদির জ্ঞান হয়"—একথার অর্থ মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে, ঘটশরাবাদি কত বড়, কত সংখ্যা, তাহাদের আকার কিরূপ, তাহাদের দ্বারা কি কার্য্য হয়—এই সব বিষয়ের জ্ঞান হয় বলা হইল না, কিন্তু ঘটাদির আসল স্বরূপ কি, তাহাদের স্থায়ী রূপ কি, তাহার জ্ঞান হয় বলা হইল। এতদ্দ্বারা মৃত্তিকার ঘটশরাবাদিরূপ যে মিথ্যা তাহাই বলা হইল।

\+ এস্থলে বিকারসমূহকে দৃষ্টনষ্টস্বরূপ বলায় কি বলা হইল তাহা প্রণিধান করা উচিত। এস্থলে একটী অনুমান আছে, তাহার আকার এই—

ব্রহ্মভিন্ন প্রপঞ্চমাত্র মিথ্যা	...	...	(প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু তাহা দৃষ্টনষ্টস্বরূপ	...	...	(হেতু)
যেমন মৃগতৃষ্ণিকোদকাদি	...	...	(অন্বয়দৃষ্টান্ত)
যেমন ব্রহ্ম	...	...	(ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত)

এস্থলে টীকাকার নিজেই ব্রহ্ম ধর্ম্মীতে দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্ব হেতুর ব্যতিরেক ব্যাপ্তি দেখাইবার জন্য "তথাহি—যদস্তি" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা দেশ কাল ও বস্তুরূপ ত্রিবিধ পরিচ্ছেদই উক্ত হেতুর অর্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ না বলিয়া একমাত্র কাল পরিচ্ছেদকে হেতু করিলে কোন দোষ হয় না, তথাপি যে ত্রিবিধ পরিচ্ছেদকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায়—তিনটী পরিচ্ছেদকেই তিনটী হেতুরূপে গ্রহণ করা। অর্থাৎ ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বই কালপরিচ্ছিন্নত্ব, অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বই দেশপরিচ্ছিন্নত্ব, এবং অন্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিত্বই বস্তুপরিচ্ছিন্নত্ব। আর যদি তিনটী অভাবকে অভাবত্বরূপে গ্রহণ করা যায়, তবে তিনটী হেতু না বলিয়া অভাবপ্রতিযোগিত্বরূপ একটীই হেতু বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ যাহা অভাবপ্রতিযোগী তাহাই মিথ্যা। অবশ্য ইহাতে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, ব্রহ্মে ও অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব আছে, তাহাতে ব্রহ্মান্তর্ভাবে উক্ত হেতুর ব্যভিচারদোষই ঘটে ? তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, স্বান্যূনসত্তাক অভাবপ্রতিযোগিত্বই উক্ত হেতুর নিকৃষ্ট স্বরূপ। ব্রহ্মে অভাবপ্রতিযোগিত্ব থাকিলেও স্বান্যূনসত্তাক অভাবপ্রতিযোগিত্ব নাই। আর ইহাই কল্পতরুকার "বিমতং মিথ্যা সাবধিকত্বাৎ" এইরূপ অনুমানদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

ভামতীর অনুবাদ। কার্য্যমিথ্যাত্ব স্থাপন।

হইলে বলিব—সেই বিকারসমূহ দণ্ডের মত হইল? অর্থাৎ দণ্ড যেমন উভয় প্রান্তবর্ত্তী বস্তুর সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়, তেমনই বিকারসমূহ কখনও সত্ত্বধর্ম্মের সহিত এবং কখনও অসত্ত্বধর্ম্মের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইবে, অতএব ঐ ধর্ম্মদ্বয়ের আশ্রয়রূপে বিকারসমূহকে সর্ব্বদাই থাকিতে হইবে, অর্থাৎ যখন সত্ত্বধর্ম্মের আশ্রয় হইবে, তখনও থাকিতে হইবে এবং যখন অসত্ত্বধর্ম্মের আশ্রয় হইবে তখনও থাকিতে হইবে, আর তাহা হইলে সেই বিকারসমূহ সনাতন হইয়া পড়িল, কাহারও বিকার নহে—এইরূপই হইল। (অর্থাৎ যাহা জন্মায় তাহা বিকার, সনাতন বস্তু জন্মে না বলিয়া বিকার হইতে পারে না।

আর যদি বল, কেবল অসত্ত্ব সময়ে তাহা অর্থাৎ বিকারসমূহ থাকে না মাত্র? তাহা হইলে বলিব—অসত্ত্ব তবে কাহার ধর্ম্ম হইবে? কারণ, ধর্ম্মী অর্থাৎ আশ্রয় অপ্রত্যুৎপন্ন হইলে অর্থাৎ না থাকিলে, তাহার ধর্ম্ম অসত্ত্বের প্রত্যুৎপন্ন হওয়া অর্থাৎ উৎপন্ন হওয়া, উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ সঙ্গত হয় না।

আর যদি বল, অসত্ত্ব ইহার অর্থাৎ বিকারসমূহের ধর্ম্ম নহে, কিন্তু অর্থান্তর অর্থাৎ অন্য বস্তু, তাহা হইলে তাহার দ্বারা ভাবের অর্থাৎ বিকারসমূহের কি আসিল অর্থাৎ কি উপকার হইল? কারণ, ঘট জন্মিলে পটের কিছুই হয় না।

যদি বল, অসত্ত্ব ভাবপদার্থের বিরোধী? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, যাহা অকিঞ্চিৎকর অর্থাৎ যাহা কিছুই করে না, তাহার তত্ত্ব অর্থাৎ বিরোধিত্ব অনুপপন্ন হয়, অর্থাৎ তাহা বিরোধী হইতে পারে না, অর্থাৎ যাহা কিছুই করে না, সে কি করিয়া অপরের সহিত বিরোধ করিবে? আর যদি কিঞ্চিৎকর হয়, তাহা হইলে সে পক্ষেও অসত্ত্ববশতঃ সেই অনুযোগ অর্থাৎ আপত্তিই হইতে পারে।

আর যদি বল—ইহার অসত্ত্ব বলিতে—'কিছুই জন্মে না', কিন্তু 'তাহাই তাহা হয় না', অর্থাৎ ভাবপদার্থই থাকে না; যেমন কেহ কেহ বলেন—

"ন তস্য কিঞ্চিদ্ ভবতি ন ভবত্যেব কেবলম্।"

অর্থাৎ তাহার অর্থাৎ সেই ভাব পদার্থের কিছুই জন্মে না, কেবল সেই ভাবপদার্থই থাকে না ইত্যাদি? তাহা হইলে বলিব—আচ্ছা, তবে এই প্রসজ্যপ্রতিষেধটীকে, অর্থাৎ অভাব পদার্থকে নির্ব্বচন কর, অর্থাৎ স্থির করিয়া বল, অর্থাৎ বল দেখি—ভাবপদার্থ কি অভাবস্বরূপ, কিংবা অভাবপদার্থ ভাবস্বরূপ? তন্মধ্যে **পূর্ব্বকল্পে** ভাবপদার্থ সকল অভাবস্বরূপ হওয়ায়, তুচ্ছ হওয়ায় অর্থাৎ কিছুই নহে বলিয়া, জগৎ শূন্য হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে ভাবপদার্থের অনুভব হয় না। আর **উত্তরকল্পে** অর্থাৎ দ্বিতীয় কল্পে সকল ভাবপদার্থ নিত্য বলিয়া "অভাবব্যবহার" হয় না। আর নিষেধ পদার্থ কেবল কল্পনামাত্রনিমিত্ত হইলেও অর্থাৎ কল্পিত হইলেও ভাবনিত্যতাপত্তি অর্থাৎ ভাবপদার্থের নিত্যতার আপত্তি তদবস্থই হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বের মতই থাকিয়া যায়। অতএব বিকারসমূহ কারণ হইতে ভিন্ন পদার্থ, তাহা বস্তুসৎ নহে অর্থাৎ সত্য বস্তু নহে। অতএব **বিকারসমূহ অনির্ব্বচনীয় ও অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা।** সেই হেতু এই প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইল যে, বিকারসকল অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা এবং **কারণপদার্থ নির্ব্বচন করিতে পারা যায় বলিয়া সত্য। ইহাই "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"** এই প্রবন্ধদ্বারা দৃষ্টান্তরূপে শ্রুতি অনুবাদ করিতেছেন।

[যদি বল—শ্রুতি দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন কেন? অনুমানস্থলেই দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়, অতএব দৃষ্টান্ত দেওয়ায় ইহা শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে ইত্যাদি, তজ্জন্য বলিতেছেন—] আর—

"যত্র লৌকিকপরীক্ষকাণাং বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ" (অক্ষপাদসূত্র ১।২।৩)।

এই অক্ষপাদের সূত্রটী 'প্রমাণসিদ্ধ দৃষ্টান্ত'—এতৎপর, ইহার অর্থ—লৌকিক অর্থাৎ যাঁহারা সাধারণ লোক-ব্যবহার অনুসারে চলিয়া থাকেন, তাঁহাদের এবং পরীক্ষক অর্থাৎ যাঁহারা যুক্তিদ্বারা এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা বস্তুকে পরীক্ষা করিতে পারেন, তাঁহাদের, যে পদার্থে বুদ্ধিসাম্য, অর্থাৎ লৌকিক ও পরীক্ষক সকলেই যাহা সমানভাবে বুঝিতে পারেন, তাহাকে দৃষ্টান্ত বলে। এজন্য এই অক্ষপাদ অর্থাৎ গৌতমসূত্র সূত্রটি, 'প্রমাণসিদ্ধ পদার্থই দৃষ্টান্ত'—এই অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে। লোকসিদ্ধ পদার্থই দৃষ্টান্ত হয়—ইহা বলাই এখানে মহর্ষি গৌতমের অভিপ্রেত নহে। ইহা যদি না বল, তাহা হইলে তাঁহাদের মতে পরমাণুপ্রভৃতি দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, পরমাণু প্রভৃতি নৈসর্গিক বৈনয়িক বুদ্ধ্যতিশয়রহিত অর্থাৎ যাঁহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি নাই এবং শাস্ত্রজ্ঞানজন্য সূক্ষ্মবুদ্ধিও নাই, তাদৃশ লৌকিকদিগের নিকট সিদ্ধ নহে, অর্থাৎ তাহাদের পক্ষে প্রসিদ্ধ বস্তু নহে।

[অতএব শ্রুত্যুক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দোষাবহ নহে।]

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

শাঙ্করভাষ্যম্।

নন্বনেকাত্মকং ব্রহ্ম, যথা বৃক্ষঃ অনেকশাখঃ, এবম্ অনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্তং ব্রহ্ম। অত একত্বং নানাত্বং চ উভয়মপি সত্যমেব। যথা বৃক্ষ ইতি একত্বম্, শাখা ইতি নানাত্বম্, যথা চ সমুদ্রাত্মনা একত্বম্, ফেনতরঙ্গাদ্যাত্মনা নানাত্বম্। যথা চ মৃদাত্মনা একত্বম্, ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বম্। তত্র একত্বাংশেন জ্ঞানাৎ মোক্ষব্যবহারঃ সেৎস্যতি, নানাত্বাংশেন তু কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ৌ লৌকিকবৈদিকব্যবহারৌ সেৎস্যতঃ ইতি। এবং চ মৃদাদিদৃষ্টান্তা অনুরূপা ভবিষ্যন্তি ইতি।

নৈবং স্যাৎ—

"মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" (ছাঃ উঃ ৬।২।১) ইতি—

প্রকৃতিমাত্রস্য দৃষ্টান্তে সত্যত্বাবধারণাৎ, বাচারম্ভণশব্দেন চ বিকারজাতস্য অনৃতত্বাভিধানাৎ। দার্ষ্টান্তিকেঽপি—

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যম্" (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭) ইতি চ—

পরমকারণস্যৈব একস্য সত্যত্বাবধারণাৎ।

"স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭) ইতি চ—

শারীরস্য ব্রহ্মভাবোপদেশাৎ। 'স্বয়ং প্রসিদ্ধং' হি এতচ্ছারীরস্য ব্রহ্মাত্মত্বম্ উপদিশ্যতে, ন যত্নান্তরপ্রসাধ্যম্। অতশ্চ ইদং শাস্ত্রীয়ং ব্রহ্মাত্মত্বম্ অবগম্যমানং 'স্বাভাবিকস্য' শারীরাত্মত্বস্য বাধকং সম্পদ্যতে, রজ্জ্বাদিবুদ্ধয় ইব সর্পাদিবুদ্ধীনাম্। বাধিতে চ শারীরাত্মত্বে তদাশ্রয়ঃ সমস্তঃ স্বাভাবিকো ব্যবহারো বাধিতো ভবতি, যৎপ্রসিদ্ধয়ে নানাত্বাংশঃ অপরো ব্রহ্মণঃ কল্প্যেত। দর্শয়তি চ—

"যত্র ত্বস্য সর্ব্বম্ আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ ৪।৫।১৫)

ইত্যাদিনা ব্রহ্মাত্মত্বদর্শিনং প্রতি সমস্তস্য ক্রিয়াকারকফললক্ষণস্য ব্যবহারস্য অভাবম্। ন চ অয়ং ব্যবহারাভাবঃ অবস্থাবিশেষনিবদ্ধঃ অভিধীয়তে ইতি যুক্তং বক্তুম্। "তত্ত্বমসি" ইতি ব্রহ্মাত্মভাবস্য অনবস্থাবিশেষনিবন্ধনত্বাৎ। তস্করদৃষ্টান্তেন চ অনৃতাভিসন্ধস্য বন্ধনং সত্যাভিসন্ধস্য চ মোক্ষং দর্শয়ন্ একত্বমেব একং পারমার্থিকং দর্শয়তি (ছাঃ উঃ ৬।১।১৬)। মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতং চ নানাত্বম্। উভয়সত্যতায়াং হি কথং ব্যবহারগোচরোঽপি জন্তুঃ অনৃতাভিসন্ধঃ ইত্যুচ্যেত।

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। (বৃঃ ৪।৪।১৯) ইতি চ—

ভেদদৃষ্টিম্ অপবদন্নেব এতদ্ দর্শয়তি। ন চ অস্মিন্ দর্শনে জ্ঞানাৎ মোক্ষ ইতি উপপদ্যতে? সম্যগ্‌জ্ঞানাপনোদ্যস্য কস্যচিৎ মিথ্যাজ্ঞানস্য সংসারকারণত্বেন অনভ্যুপগমাৎ, উভয়সত্যতায়াং হি কথম্ একত্বজ্ঞানেন নানাত্বজ্ঞানম্ অপনুদ্যতে ইতি উচ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ। ভেদাভেদবাদ খণ্ডন।

যদি বল—ব্রহ্ম অনেকাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্ম এক হইলেও বহু হন। যেমন—বৃক্ষ অনেকশাখ হয় অর্থাৎ এক হইলেও অনেক শাখাযুক্ত হয়; এইরূপ ব্রহ্ম অনেক শক্তিপ্রবৃত্তিযুক্ত অর্থাৎ এক হইলেও অনেক শক্তিদ্বারা বহুবিধ প্রবৃত্তিযুক্ত হন। অতএব ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব এই উভয়ই সত্য। যেমন বৃক্ষরূপে বৃক্ষ এক এবং শাখারূপে বৃক্ষ বহু এবং সমুদ্র যেমন সমুদ্ররূপে এক এবং ফেণাতরঙ্গাদিরূপে নানা এবং মৃত্তিকা যেমন মৃত্তিকারূপে এক এবং ঘট শরা প্রভৃতিরূপে নানা, (ব্রহ্মও তদ্রূপ)। তন্মধ্যে একত্বাংশদ্বারা জ্ঞান হইতে, অর্থাৎ ব্রহ্মকে এক বলিয়া যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান হইতে মোক্ষব্যবহার সিদ্ধ হইবে এবং নানাত্বাংশদ্বারা অর্থাৎ বহু

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

ভাষ্যানুবাদ। ভেদাভেদবাদ খণ্ডন।

বলিয়া জ্ঞান হইলে তাহা হইতে কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয় লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হইবে। এইরূপ হইলে মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্ত অনুরূপ অর্থাৎ সঙ্গত হইবে, ইত্যাদি।

কিন্তু এরূপ হইতে পারে না অর্থাৎ একথা সঙ্গত নহে। কারণ —

"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্" (ছাঃ উঃ ৬।২।১)

অর্থাৎ 'মৃত্তিকাই সত্য' এই দৃষ্টান্তে কেবল প্রকৃতি অর্থাৎ কারণকে সত্য বলিয়া নিশ্চিতভাবে জানাইতেছে। আর বাচারম্ভণ শব্দদ্বারা বিকারসমূহকে মিথ্যা বলিতেছে। তাহার পর দার্ষ্টান্তিকেও অর্থাৎ যাহার জন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন তদ্বিষয়ে—

"ঐতাদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যম্" (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭)

অর্থাৎ এই সকল বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপ সেই ব্রহ্মই সত্য—এই শ্রুতি একমাত্র পরমকারণ ব্রহ্মকেই সত্য বলিয়া জানাইয়া দিতেছেন। আর—

"স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭)

অর্থাৎ "শ্বেতকেতু সেই ব্রহ্ম তুমি", এই শ্রুতি শরীরস্থিত আত্মার অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মভাব উপদেশ দিতেছেন। জীবের এই ব্রহ্মভাব যে স্বয়ংপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ, যত্নান্তরসাধ্য নহে, ইহাই উপদেশ দিতেছেন। আর এই হেতু এই শাস্ত্রীয় ব্রহ্মাত্মত্ব অর্থাৎ শাস্ত্র হইতে অবগত ব্রহ্মভাব অবগম্যমান অর্থাৎ জ্ঞাত হইলে, তাহা স্বাভাবিক শারীরাত্মত্বের অর্থাৎ জীবভাবের বাধক হয়। যেমন রজ্জুপ্রভৃতির জ্ঞান সর্পপ্রভৃতির জ্ঞানের বাধক হয়। আর শারীরাত্মত্ব অর্থাৎ জীবভাব বাধিত হইলে তাহার আশ্রিত সমস্ত স্বাভাবিক ব্যবহার অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত ব্যবহার বাধিত হয়—যে ব্যবহার সিদ্ধ করিবার জন্য ব্রহ্মের নানাত্বরূপ অপর একটি অংশ কল্পিত হইতেছে। আর শ্রুতি—

"যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ ৪।৫।২৫)

অর্থাৎ যখন সাধকের সমস্ত বস্তু আত্মস্বরূপ হয়, তখন তিনি কাহার দ্বারা কি দেখিবেন ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দেখাইতেছেন যে, যিনি আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া দেখেন, তাহার ক্রিয়াকারক ফললক্ষণ ব্যবহারের অভাব হয় অর্থাৎ গমনাদি ক্রিয়া, করণাদি কারক ও অভিপ্রেত দেশপ্রাপ্তিরূপ ফল, ইত্যাদি সমস্ত ব্যবহার থাকে না। আর এই ব্যবহারাভাব অবস্থাবিশেষনিবদ্ধ অর্থাৎ কোন অবস্থাবশতঃ হয়, ইহাই শ্রুতি বলিতেছেন, এরূপ বলিতে পার না; কারণ, **"তত্ত্বমসি"** অর্থাৎ "তুমি সেই ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে ব্রহ্মাত্মভাবের অনবস্থাবিশেষনিবন্ধনত্ব উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" শ্রুতি জীবের এই ব্রহ্মাত্মভাব অবস্থাবিশেষবশতঃ নহে, ইহাই বলিতেছেন। আর চোরের দৃষ্টান্ত দিয়া অনৃতাভিসন্ধের বন্ধন অর্থাৎ যে ব্যক্তি মিথ্যা আশ্রয় করে, তাহার বন্ধন হয় এবং সত্যাভিসন্ধের অর্থাৎ যে ব্যক্তি সত্যকে আশ্রয় করে, তাহার মোক্ষ হয়, ইহা দেখাইয়া জীব ও ব্রহ্মের অভেদই একমাত্র পরমার্থ, এবং নানাত্ব অর্থাৎ অনেকশক্তিপ্রবৃত্তিযুক্ত বলিয়া ব্রহ্মকে যে বহু বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিত অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা কল্পিত। কারণ, যদি উভয়ই সত্য হইত, তাহা হইলে ব্যবহারগোচর জন্তু, অর্থাৎ যিনি জগতে নানাবিধ ব্যবহার সম্পাদন করিতেছেন, তিনিও অনৃতাভিসন্ধ অর্থাৎ তিনিও মিথ্যাকে আশ্রয় করিয়াছেন, একথা শ্রুতি বলিবেন কেন? তাহার পর—

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ আপ্নোতি য ইহ নানা ইব পশ্যতি" (বৃঃ ৪।৪।১৯)

অর্থাৎ যিনি জগতে নানার ন্যায় দেখেন অর্থাৎ এই জগতে বহুবিধ বস্তু আছে বলিয়া দেখেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হন—এই শ্রুতি ভেদদৃষ্টির নিন্দা করিয়া ইহাই দেখাইতেছেন অর্থাৎ অভেদই একমাত্র পরমার্থ—ইহাই দেখাইতেছেন। আর এই দর্শনে অর্থাৎ এই ভেদাভেদমতে জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়, অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মাভেদজ্ঞান হইতে ভেদজ্ঞান নিবৃত্তি হয় বলিয়া মুক্তি হয়, ইহা উপপন্ন হয় না। কারণ, সম্যক্‌জ্ঞানের অপনোদ্য অর্থাৎ প্রতিবধ্য কোন মিথ্যাজ্ঞানকে সাংসারের কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয় না। কারণ, উভয়ই সত্য হইলে, কি করিয়া একত্বজ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ অভেদবুদ্ধিদ্বারা নানাত্ব জ্ঞানকে অপনোদিত করা হয় বলিবে? [অতএব ভেদাভেদমত সত্য নহে।]

ভামতী।

সম্প্রতি অনেকান্তবাদিনম্ উত্থাপয়তি—"নন্ অনেকাত্মকম্" ইতি। অনেকাভিঃ শক্তিভিঃ যাঃ প্রবৃত্তয়ঃ নানাকার্য্যসৃষ্টয়ঃ তদ্ যুক্তং ব্রহ্ম একং নানা চ ইতি। কিম্ অতঃ যদি এবম্ ইত্যতঃ

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

ভামতী।

আহ—"তত্র একত্বাংশেন" ইতি। যদি পুনঃ একত্বমেব বস্তুসদ্ ভবেৎ, ততো নানাত্বাভাবাৎ বৈদিকঃ কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ঃ লৌকিকশ্চ ব্যবহারঃ সমস্ত এব উচ্ছিদ্যেত। ব্রহ্মগোচরাশ্চ শ্রবণ-মননাদয়ঃ সর্ব্বে দত্তজলাঞ্জলয়ঃ প্রসজ্যেরন্। এবং চ অনেকাত্মকত্বে ব্রহ্মণো মৃদাদিদৃষ্টান্তা অনুরূপা ভবিষ্যন্তি ইতি। তম্ ইমম্ অনেকান্তবাদং দূষয়তি "নৈবং স্যাৎ" ইতি।

ইদং তাবদ্ অত্র বক্তব্যম্; মৃদাত্মনা একত্বং, ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বম্ ইতি বদতঃ কার্য্য-কারণয়োঃ পরস্পরং কিম্ অভেদঃ অভিমতঃ, আহো ভেদঃ, উত ভেদাভেদৌ ইতি। তত্র অভেদে ঐকান্তিকে মৃদাত্মনা ইতি চ ঘটশরাবাদ্যাত্মনা ইতি চ উল্লেখদ্বয়ং নিয়মশ্চ, ন উপপদ্যতে। ভেদে চ উল্লেখদ্বয়নিয়মৌ উপপন্নৌ, আত্মনা ইতি তু অসমঞ্জসম্। ন হি অন্যস্য অন্য আত্মা ভবতি। ন চ অনেকান্তবাদঃ। ভেদাভেদকল্পে তু উল্লেখদ্বয়ং ভবেদপি, নিয়মস্তু অযুক্তঃ। ন হি ধর্ম্মিণোঃ কার্য্যকারণয়োঃ সঙ্করে তদ্ধর্ম্মৌ একত্বনানাত্বে ন সঙ্কীর্য্যেতে ইতি সম্ভবতি। ততশ্চ মৃদাত্মনা একত্বং যাবদ্ ভবতি তাবৎ ঘটশরাবাদ্যাত্মনাপি স্যাৎ। এবং ঘটশরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বং যাবদ্ ভবতি, তাবৎ মৃদাত্মনা নানাত্বং ভবেৎ। সোঽয়ং নিয়মঃ কার্য্যকারণয়োঃ ঐকান্তিকং ভেদম্ উপকল্পয়তি, অনির্ব্বচনীয়তাং বা কার্য্যস্য। পরাক্রান্তং চ অস্মাভিঃ প্রথমাধ্যায়ে তৎ।

আস্তাং তাবৎ। তদেতৎ যুক্তিনিরাকৃতম্ অনুবদন্তীং শ্রুতিম্ উদাহরতি—"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্" ইতি। স্যাদেতৎ, ন ব্রহ্মণো জীবভাবঃ কাল্পনিকঃ, কিন্তু ভাবিকঃ। অংশো হি সঃ, তস্য কর্ম্মসহিতেন জ্ঞানেন ব্রহ্মভাবঃ আধীয়তে, ইত্যত আহ—"স্বয়ং প্রসিদ্ধং হি" ইতি। "স্বাভাবিকস্য" অনাদেরিতি। যদুক্তং নানাত্বাংশেন তু কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ো লৌকিকশ্চ ব্যবহারঃ সেৎস্যতি ইতি, তত্রাহ—"বাধিতে চ" ইতি। যাবদ্ অবাধং হি সর্ব্বোঽয়ং ব্যবহারঃ স্বপ্ন-দশায়ামিব তদুপদর্শিতপদার্থজাতব্যবহারঃ। স চ যথা জাগ্রদবস্থায়াং বাধকাৎ নিবর্ত্ততে, এবং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যপরিভাবনাভ্যাসপরিপাকভুবা শারীরস্য ব্রহ্মাত্মভাবসাক্ষাৎকারেণ বাধকেন নিবর্ত্ততে। স্যাদেতৎ—

"যত্র ত্বস্য সর্ব্বম্ আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ উঃ ৪।৫।১৫)

ইত্যাদিনা মিথ্যাজ্ঞানাধীনো ব্যবহারঃ ক্রিয়াকারকাদিলক্ষণঃ সম্যগ্জ্ঞানেন অপনীয়তে ইতি ন জ্ঞায়তে, কিন্তু অবস্থাভেদাশ্রয়ঃ ব্যবহারঃ অবস্থান্তরপ্রাপ্ত্যা নিবর্ত্ততে, যথা বালকস্য কামচারবাদভক্ষতা উপনয়নপ্রাপ্তৌ নিবর্ত্ততে। ন চ তাবতা অসৌ মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনো ভবতি এবম্ অত্রাপি, ইত্যত আহ—"ন চায়ং ব্যবহারাভাব" ইতি। কুতঃ? "তত্ত্বমসি ইতি ব্রহ্মাত্মভাবস্য" ইতি। ন খলু এতৎ বাক্যম্ অবস্থাবিশেষবিনিয়তং ব্রহ্মাত্মভাবম্ আহ জীবস্য, অপি তু ন ভুজঙ্গো রজ্জুরিয়ম্ ইতি বৎ সদাতনং তম্ অভিবদতি। অপি চ সত্যানৃতাভিধানেনাপি এতদেব যুক্তম্ ইত্যাহ—"তস্করদৃষ্টান্তেন চ" ইতি। "ন চ অস্মিন্ দর্শনে" ইতি। ন হি জাতু কাষ্ঠস্য দণ্ডকমণ্ডলুকুণ্ডলশালিনঃ কুণ্ডলিত্বজ্ঞানং দণ্ডবত্তাং কমণ্ডলুমত্তাং বাধতে। তৎ কস্য হেতোঃ? তেষাং কুণ্ডলাদীনাং তস্মিন্ ভাবিকত্বাৎ। তদ্বৎ ইহাপি ভাবিকগোচরেণ একাত্ম-জ্ঞানেন ন নানাত্বং ভাবিকম্ অপবদনীয়ম্। ন হি জ্ঞানেন বস্তু অপনীয়তে, অপি তু মিথ্যা-জ্ঞানেন আরোপিতম্ ইত্যর্থঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

মৃদেকা শরাবাদয়ঃ পরস্পরং ভিন্না ইতি অভ্যুপগমে অত্যন্তভেদ এব স্যাৎ। অথ মৃদাত্মনা শরাবাদীনাম্ একত্বং মৃদশ্চ শরাবাদ্যাত্মনা নানাত্বম্ ইতি মতম্, তদ্ বিকল্প্য দূষয়তি—"ইদং তাবৎ" ইত্যাদিনা। অত্যন্তাভেদে হি অপুনরুক্তশব্দদ্বয়প্রয়োগঃ ভেদাভেদয়োঃ কার্য্য-কারণাত্মনা ব্যবস্থা চ ন স্যাৎ ইত্যাহ—"তত্র" ইতি। "ন চানেকান্তবাদ" ইতি। ভেদপক্ষেঽনেকান্তবাদশ্চ ন ভবতি ইত্যর্থঃ। "ন ভবেদপি" ইতি। অনেকান্তত্বাৎ ন ভবেদপি ইতি অপেঃ অর্থঃ। সত্যবাদিনঃ তস্করত্বেন আরোপিতস্য মোক্ষবৎ সত্যব্রহ্মাত্মত্ববেদিনো মোক্ষ ইতি তস্করদৃষ্টান্তঃ।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

ভামতীর অনুবাদ। ভেদাভেদবাদ খণ্ডন।

সম্প্রতি **"ননু অনেকাত্মকম্"** এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার অনেকান্তবাদ উত্থাপন করিতেছেন। অনেক শক্তিদ্বারা যে সকল প্রবৃত্তি, যাহা হইতে নানা কার্য্যের সৃষ্টি হয়, সেই সকল প্রবৃত্তির সহিত যুক্ত ব্রহ্ম একও বটেন, অনেকও বটেন। ইহা হইতে কি হইল—যদি এইরূপ হয়? এইজন্য **"তত্র একত্বাংশেন"** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। যদি একত্বই বস্তুসৎ অর্থাৎ বাস্তবিক সত্য হইত, তাহা হইলে নানাত্বের অভাবপ্রযুক্ত কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয় অর্থাৎ যাহার আশ্রয় কর্ম্মকাণ্ড এইরূপ—বৈদিক ব্যবহার অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধে বেদে যে সকল কার্য্যকলাপ বলা হইয়াছে, তাহা এবং লৌকিক ব্যবহার অর্থাৎ লোকে যে সকল কার্য্যকলাপ ব্যবহার হয় সেই সমস্তই, উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ লোপ পাইয়া যায় এবং ব্রহ্মগোচর অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক যে সকল শ্রবণমননাদি, সে সকলই দত্তজলাঞ্জলি বলিয়া প্রসক্ত হয়, অর্থাৎ তাহাদের জলাঞ্জলি দেওয়া হইয়া পড়ে। আর ব্রহ্ম যদি অনেকাত্মক অর্থাৎ অনেক হন, তাহা হইলে মৃত্তিকাদির যে সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, সে গুলিও দত্তজলাঞ্জলি হইবে। সেই এই অনেকান্তবাদকে **"নৈবং স্যাৎ"** এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার দোষ দিতেছেন।

এস্থলে এইরূপ বলিতে হইবে যে, যিনি বলেন—মৃত্তিকারূপে এক, এবং ঘট শরাদিরূপে নানা, তাঁহার মতে কার্য্য ও কারণের পরস্পর অভেদই অভিপ্রেত, অথবা ভেদ অভিপ্রেত, কিংবা ভেদাভেদ উভয়ই অভিপ্রেত? তন্মধ্যে অভেদ ঐকান্তিক হইলে অর্থাৎ অভেদই একমাত্র অভিপ্রেত হইলে মৃদাত্মনা অর্থাৎ মৃত্তিকারূপে এবং ঘটশরাবাদ্যাত্মনা অর্থাৎ ঘটশরাবাদিরূপে—এই উল্লেখদ্বয় এবং নিয়ম উপপন্ন হয় না, অর্থাৎ সঙ্গত হয় না। কিন্তু ভেদ অভিপ্রেত হইলে উল্লেখদ্বয় ও নিয়ম উপপন্ন হয়, কিন্তু "আত্মনা" অর্থাৎ "রূপে" এই পদটী অসঙ্গত হয়। কারণ, অন্যপদার্থ কখন অন্যের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ হয় না, আর অনেকান্তবাদও সম্ভব হয় না। কিন্তু ভেদাভেদকল্পে উল্লেখদ্বয় হইলেও নিয়ম কিন্তু অযুক্তই হয়। কারণ, ধর্ম্মী যে কার্য্য ও কারণ, সেই কার্য্য ও কারণের সঙ্কর অর্থাৎ মিশ্রণ হইলে তাহাদের ধর্ম্ম যে একত্ব ও নানত্ব তাহারা সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ মিশ্রিত হইবে না—ইহা সম্ভব হয় না। আর সেই হেতু মৃত্তিকারূপে যখন এক হয়, তখন ঘটশরাদিরূপেও এক হইবে। এইরূপে ঘটশরাদিরূপে যখন নানা হয়, তখন মৃত্তিকারূপেও নানা হইবে। সেই এই নিয়মটী কার্য্য ও কারণের ঐকান্তিক অর্থাৎ অব্যভিচারী ভেদকে উপকল্পনা করিয়া দেয়, অর্থাৎ 'আছে' ইহা জানাইয়া দেয়? অথবা কার্য্যের অনির্ব্বাচনীয়ত্ব জানাইয়া দেয়। আর সেই ভেদাভেদমত আমরা প্রথম অধ্যায়ে খণ্ডন করিয়াছি।

আচ্ছা, তাহাই হউক। সেই এই যুক্তিনিরাকৃত মতটী যে শ্রুতি অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাই **"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্"** এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার উদাহরণ করিতেছেন। আচ্ছা, যদি বলা হয় যে, ব্রহ্মের জীবভাব কাল্পনিক নহে, কিন্তু ভাবিক অর্থাৎ বাস্তবিক; কারণ, জীব ব্রহ্মের অংশ; কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের দ্বারা তাহার ব্রহ্মভাব হইয়া থাকে, ইত্যাদি; এইজন্য **"স্বয়ং প্রসিদ্ধঃ হি"** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। **স্বাভাবিক** শব্দের অর্থ অনাদি। পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছেন—নানাত্বাংশদ্বারা কর্ম্মকাণ্ডবিষয়ক লৌকিক ব্যবহার সিদ্ধ হইবে, ইত্যাদি, সে বিষয়ে ভাষ্যকার **"বাধিতে চ"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। যতদিন পর্য্যন্ত অবাধ থাকে, অর্থাৎ বাধ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এই সকল ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন স্বপ্নসময়ে তদুপদর্শিত অর্থাৎ স্বপ্নকল্পিত পদার্থ সকলের ব্যবহার হয়। আর স্বাপ্ন ব্যবহার যেমন বাধকবশতঃ জাগরণকালে নিবৃত্ত হইয়া যায়, এইরূপ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যের, পরিভাবনাভ্যাস-পরিপাক-বাধক-ব্রহ্মাত্মভাব-সাক্ষাৎকারদ্বারা অর্থাৎ তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের পুনঃপুনঃ রীতিমত ভাবনার পূর্ণতাবশতঃ জীবের যে ব্রহ্মাত্মভাব জন্মে, অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ যে সাক্ষাৎকার হয়, সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎরূপ বাধকের দ্বারা ঐসকল ব্যবহার নিবৃত্ত হইয়া যায়।

আচ্ছা, তাহাই হউক—

"যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মা এব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ উঃ ৪।৫।১৫)

অর্থাৎ যে সময়ে সাধকের সকল বস্তুই আত্মস্বরূপ হয়, সে সময়ে কি দিয়া কাহাকে দেখিবে? ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ যে ক্রিয়াকারকাদিরূপ ব্যবহার হয়, তাহা তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নষ্ট হয়,—ইহা বলা হইতেছে না, কিন্তু অবস্থাভেদাশ্রয় ব্যবহার অর্থাৎ অবস্থাবিশেষকে আশ্রয় করিয়া যে ব্যবহার হয়, তাহা অন্য অবস্থার প্রাপ্তিবশতঃ নিবৃত্ত হয়। যেমন বালকের কামচারবাদভক্ষতা অর্থাৎ ইচ্ছামত আচরণ, কথা বলা ও ভক্ষণ করা, উপনয়নসংস্কার প্রাপ্ত হইলে নিবৃত্ত হইয়া যায়। (গৌতম ধর্ম্মসূত্র) আর নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া ঐ ব্যবহার যে মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধন হয়, তাহা নহে, এইরূপ এখানেও হইবে, এইজন্য **"ন চায়ং ব্যবহারাভাবঃ"** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। কেন হইবে, তাহার কি হেতু? এইজন্য বলিতেছেন—**"তত্ত্বমসি ব্রহ্মাত্মভাবস্য"** ইতি।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

ভামতীর অনুবাদ। মিথ্যাবস্তুইঁজ্ঞাননাশ্য।

নিশ্চয়ই এই তত্ত্বমসি বাক্য যে, জীবের অবস্থাবিশেষবিনিয়ত ব্রহ্মাত্মভাব বলিতেছে, তাহা নহে, অর্থাৎ জীবের ব্রহ্মাত্মভাব অর্থাৎ "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ হওয়া যে অবস্থাবিশেষে নিয়মিত—ইহা বলিতেছে না, কিন্তু "সর্প নহে, ইহা রজ্জু" ইহার মত ব্রহ্মাত্মভাব যে সনাতন অর্থাৎ সর্ব্বদাই আছে, তাহাই বলিতেছে। আরও সত্য ও অনৃতাভিধানদ্বারাও ইহাই উচিত—ইহা "তস্করদৃষ্টান্তেন চ" এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। "ন চ অস্মিন্ দর্শনে" ইহার অর্থ এই যে, দণ্ড, কমণ্ডলু ও কুণ্ডলবিশিষ্ট কোন কাষ্ঠকে কুণ্ডলবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিলে তাহা দণ্ডবত্তাকে বা কমণ্ডলুমত্তাকে বাধা দেয় না। কি হেতু তাহা হয়? তাহার কারণ, তাহাতে যে কুণ্ডলাদি আছে, সেগুলি তাহাতে ভাবিক অর্থাৎ যথার্থ বস্তু। তেমনই এখানেও ভাবিকগোচর একাত্মজ্ঞান-দ্বারা অর্থাৎ যথার্থ একাত্মজ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই সকল বস্তু—এই জ্ঞানদ্বারা, ভাবিক নানাত্বকে অর্থাৎ যথার্থ নানাত্বকে অপোদিত করা যায় না, অর্থাৎ নিবারণ করা যায় না। কারণ, জ্ঞানদ্বারা বস্তুকে অপনোদন অর্থাৎ দূর করা যায় না, কিন্তু মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা আরোপিত অর্থাৎ কল্পিত বস্তুকেই দূর করা যায় ইহাই অর্থ।

শাঙ্করভাষ্যম্।

ননু একত্বৈকান্ত্যাভ্যুপগমে নানাত্বাভাবাৎ প্রত্যক্ষাদীনি লৌকিকানি প্রমাণানি ব্যাহন্যেরন্ নির্বিষয়ত্বাৎ, স্থাণ্বাদিষু ইব পুরুষাদিজ্ঞানানি। তথা বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমপি ভেদাপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাহন্যেত, মোক্ষশাস্ত্রস্যাপি শিষ্যশাসিত্রাদিভেদাপেক্ষত্বাৎ তদভাবে ব্যাঘাতঃ স্যাৎ। কথং চ অনৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ প্রতিপাদিতস্য আত্মৈকত্বস্য সত্যত্বম্ উপপদ্যেত ইতি?

অত্র উচ্যতে—নৈষ দোষঃ, সর্ব্বব্যবহারাণামেব প্রাক্ ব্রহ্মাত্মতাবিজ্ঞানাৎ সত্যত্বোপ-পত্তেঃ, স্বপ্নব্যবহারস্যেব প্রাক্প্রবোধাৎ। যাবৎ হি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তিঃ তাবৎ প্রমাণ-প্রমেয়ফললক্ষণেষু বিকারেষু অনৃতত্ববুদ্ধিঃ ন কস্যচিৎ উৎপদ্যতে। বিকারানেব তু অহং মম ইতি অবিদ্যয়া আত্মাত্মীয়েন ভাবেন সর্ব্বো জন্তুঃ প্রতিপদ্যতে, স্বাভাবিকীং ব্রহ্মাত্মতাং হিত্বা। তস্মাৎ প্রাক্ ব্রহ্মাত্মতাপ্রতিবোধাৎ উপপন্নঃ সর্ব্বো লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ। যথা সুপ্তস্য প্রাকৃতস্য জনস্য স্বপ্নে উচ্চাবচান্ ভাবান্ পশ্যতো নিশ্চিতমেব প্রত্যক্ষাভিমতং বিজ্ঞানং ভবতি প্রাক্ প্রবোধাৎ, ন চ প্রত্যক্ষাভাসাভিপ্রায়ঃ তৎকালে ভবতি, তদ্বৎ। কথং তু অসত্যেন বেদান্তবাক্যেন সত্যস্য ব্রহ্মাত্মত্বস্য প্রতিপত্তিঃ উপপদ্যেত? ন হি রজ্জুসর্পেণ দষ্টো ম্রিয়তে, নাপি মৃগতৃষ্ণিকাম্ভসা পানাবগাহনাদিপ্রয়োজনং ক্রিয়তে ইতি?

নৈষ দোষঃ, শঙ্কাবিষাদিনিমিত্তমরণাদিকার্য্যোপলব্ধেঃ, স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য চ সর্প-দংশনোদকস্নানাদিকার্য্যদর্শনাৎ।

তৎকার্য্যমপি অনৃতমেব ইতি চেৎ ব্রূয়াৎ? তত্র ব্রূমঃ—যদ্যপি স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য সর্পদংশনোদকস্নানাদিকার্য্যম্ অনৃতং, তথাপি তদবগতিঃ সত্যমেব ফলম্, প্রতিবুদ্ধস্যাপি অবাধ্যমানত্বাৎ। ন হি স্বপ্নাৎ উত্থিতঃ স্বপ্নদৃষ্টং সর্পদংশনোদকস্নানাদিকার্য্যং মিথ্যা ইতি মন্যমানঃ তদবগতিমপি মিথ্যা ইতি মন্যতে কশ্চিৎ। এতেন স্বপ্নদৃশঃ অবগত্যবাধনেন দেহমাত্রাত্মবাদো দূষিতো বেদিতব্যঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—

যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥ (ছাঃ ৫।২।৯) ইতি—

অসত্যেন স্বপ্নদর্শনেন সত্যায়াঃ সমৃদ্ধেঃ প্রতিপত্তিং দর্শয়তি। তথা প্রত্যক্ষদর্শনেষু কেষুচিৎ অরিষ্টেষু জাতেষু, "ন চিরমিব জীবিষ্যতি ইতি বিদ্যাৎ" ইত্যুক্ত্বা—

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

শাঙ্করভাষ্যম্।

"অথ স্বপ্নাঃ পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তি" (ঐতরেয় আঃ।)

ইত্যাদিনা তেন তেন অসত্যেনৈব স্বপ্নদর্শনেন সত্যং মরণং সূচ্যতে ইতি দর্শয়তি। প্রসিদ্ধং চ ইদং লোকে অন্বয়ব্যতিরেককুশলানাম্ ঈদৃশেন স্বপ্নদর্শনেন সাধ্বাগমঃ সূচ্যতে, ঈদৃশেন অসাধ্বাগম ইতি। তথা অকারাদিসত্যাক্ষরপ্রতিপত্তিঃ দৃষ্টা রেখানৃতাক্ষরপ্রতিপত্তেঃ।

ভাষ্যানুবাদ। পূর্ব্বপক্ষ। অদ্বৈতস্বীকারে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের অনুপপত্তি।

আচ্ছা, একত্বের একান্ত অভ্যুপগম করিলে অর্থাৎ যদি সর্ব্বতোভাবে একত্বই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে নানাত্বের অভাবপ্রযুক্ত, স্থাণ্বাদিতে পুরুষাদিজ্ঞানের ন্যায় প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণসকল নির্ব্বিষয়ত্বপ্রযুক্ত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণসকলের বিষয় থাকে না বলিয়া স্থাণ্বপ্রভৃতিতে পুরুষাদি-জ্ঞানের ন্যায় ব্যাহত হয়। সেইরূপ বিধি ও প্রতিষেধশাস্ত্রও অর্থাৎ নিষেধশাস্ত্রও ভেদাপেক্ষত্বনিবন্ধন অর্থাৎ ভেদকে অপেক্ষা করে বলিয়া তদভাবে অর্থাৎ সেই ভেদ না থাকিলে ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয়; এবং মোক্ষশাস্ত্র ও শিষ্য ও শাসিত্রাদিভেদাপেক্ষ বলিয়া অর্থাৎ গুরুশিষ্যসম্বন্ধকে অপেক্ষা করে বলিয়া সেই ভেদের অভাবে ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয়; আর কি করিয়াই বা অনৃত মোক্ষশাস্ত্রকর্ত্তৃক প্রতিপাদিত যে আত্মৈকত্ব, অর্থাৎ আত্মার একত্ব তাহার সত্যতা উপপন্ন হয়।

স্বপক্ষস্থাপন। অদ্বৈতস্বীকারে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের অনুপপত্তি নাই।

এতদুত্তরে বলা হয় যে—এই দোষ হয় না; কারণ, ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের পূর্ব্বে অর্থাৎ 'ব্রহ্মই আত্মা,' এই জ্ঞানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সকল ব্যবহারেরই সত্যতার উপপত্তি হয়, অর্থাৎ সকল ব্যবহারই সত্য হইয়া থাকে। যেমন বোধের পূর্ব্বে অর্থাৎ জাগরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্বপ্নব্যবহার সত্য বলিয়া মনে হয়। যেহেতু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তি না হয়, অর্থাৎ 'আত্মা এক' এই সত্যবুদ্ধি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমাণপ্রমেয়-ফললক্ষণ বিকারসমূহে অর্থাৎ চক্ষুরাদি প্রমাণ, ঘটাদি প্রমেয়, রূপাদি ফলরূপ বিকারসমূহে কাহারও অনৃতবুদ্ধি অর্থাৎ মিথ্যাত্বজ্ঞান হয় না। সকল প্রাণী ব্রহ্মাত্মতা অর্থাৎ 'ব্রহ্মই আত্মা' এই স্বাভাবিক ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া অবিদ্যাবশতঃ "আমি আমার" এইরূপ আত্মভাব ও আত্মীয়ভাবদ্বারা অর্থাৎ দেহাদিতে 'আমি' ও পুত্রাদিতে 'আমার' এই আত্মভাব ও আত্মীয়ভাব কল্পনাদ্বারা বিকার সকলকেই জ্ঞান করিয়া থাকে। সেইজন্য ব্রহ্মাত্মতাপ্রতিবোধের পূর্ব্বে অর্থাৎ ব্রহ্মই আত্মা,—এই জ্ঞান যতদিন না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত, লৌকিক ও বৈদিক সকল ব্যবহারই উপপন্ন হয়। যেমন বোধের পূর্ব্বে অর্থাৎ জাগরণের পূর্ব্বে, যে লোক উচ্চাবচ অর্থাৎ ভালমন্দ বিবিধভাবসমূহ দেখিতেছে, সেই প্রাকৃত অর্থাৎ সাধারণ সুপ্তব্যক্তির স্বপ্নে প্রত্যক্ষাভিমত নিশ্চিত বিজ্ঞানই হয়, অর্থাৎ স্বপ্নে যে জ্ঞান হয়, তাহা নিশ্চয়াত্মক প্রত্যক্ষ বলিয়াই মনে হয়। আর তৎকালে সেই ব্যক্তির প্রত্যক্ষাভাসাভিপ্রায় হয় না, অর্থাৎ যাহা দেখিতেছি তাহা মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না, তদ্বৎ এখানেও হয়; অর্থাৎ যেমন, প্রাকৃত অর্থাৎ সাধারণ কোন নিদ্রিত ব্যক্তি জাগরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্বপ্নে যখন ভালমন্দ নানাবিধ বস্তু দেখিতে থাকে, তখন যাহা প্রত্যক্ষ করে, তাহা নিশ্চিত বলিয়াই মনে করে, এবং স্বপ্নসময়ে তাহা যে ভ্রম হইতেছে, ইহা মনে হয় না—ইহাও সেইরূপ।

রজ্জুসর্পের দংশনেও মৃত্যু হয়।

যদি বল, অসত্য বেদান্তবাক্যদ্বারা সত্য ব্রহ্মাত্মত্বের অর্থাৎ 'ব্রহ্মই আত্মা' এই সত্যের প্রতিপত্তি অর্থাৎ জ্ঞান কি করিয়া হয়? কারণ, রজ্জুসর্পকর্ত্তৃক দংশনপ্রাপ্ত হইয়া কেহ ত মরে না এবং মৃগতৃষ্ণিকার জলদ্বারা পান অবগাহনাদি প্রয়োজনীয় কার্য্যও ত কেহ করে না? তাহা হইলে বলিব—ইহা দোষ নহে; কারণ, শঙ্কাবিষ অর্থাৎ বিষভ্রম হইতেও মরণাদি কার্য্যের উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। আর স্বপ্নদর্শনাবস্থ ব্যক্তির অর্থাৎ যে লোক স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহার সেই অবস্থাতে সর্পদংশন ও জলে স্নানাদিকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

রজ্জুসর্পের জ্ঞান মিথ্যা নহে।

যদি বল,—সে কার্য্যও মিথ্যাই, তাহা হইলে সেস্থলে আমরা বলি, যদিও স্বপ্নদর্শনাবস্থব্যক্তির অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিতেছে তাহার, সর্পদংশন ও জলে স্নানাদি কার্য্য অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা, তাহা হইলেও তাহার অবগতি অর্থাৎ জ্ঞানরূপফল নিশ্চয়ই সত্য। কারণ, প্রতিবুদ্ধ ব্যক্তিরও অর্থাৎ জাগরিত ব্যক্তির সেই জ্ঞান বাধিত হয় না। কারণ, স্বপ্ন হইতে উত্থিত কোন ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট সর্পদংশন ও জলস্নানাদিকার্য্য মিথ্যা বলিয়া

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

ভাষ্যানুবাদ।

মনে করিলেও তাহার অবগতিকেও অর্থাৎ জ্ঞানকেও মিথ্যা বলিয়া মনে করে না। এই স্বপ্নদর্শীর অবগতির অবাধের দ্বারা অর্থাৎ স্বপ্নদর্শীর জ্ঞান বাধিত হয় না বলিয়া দেহমাত্র আত্মবাদ অর্থাৎ যাহারা দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করে, তাহাদের মতে দোষ দেওয়া হইল জানিবে। যথা শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।

সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥" (ছাঃ উঃ ৫।২।৯)

অর্থাৎ লোকে যখন কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠানকালে স্বপ্নে স্ত্রীলোককে দেখে, তখন সেই স্বপ্নদর্শনবশতঃ সেই কর্ম্মে ফলসিদ্ধি হইবে জানিবে। এই মিথ্যা স্বপ্নদর্শনদ্বারা সত্য সমৃদ্ধির প্রতিপত্তিকে অর্থাৎ জ্ঞানকে দেখাইতেছে। তদ্রূপ প্রত্যক্ষদর্শন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ দেখা যায়—এইরূপ কতকগুলি অরিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যুলক্ষণ জন্মিলে—

"ন চিরমিব জীবিষ্যতি ইতি বিদ্যাৎ"

অর্থাৎ চিরকাল বাঁচিবে না জানিবে—এই কথা বলিয়া—

"অথ স্বপ্নাঃ পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি স এনং হন্তি" (ঐতরেয় আঃ)

আর যদি স্বপ্নে কৃষ্ণদন্ত কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে দেখে, সেই পুরুষ ইহাকে হত্যা করে, ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সেই সেই মিথ্যাস্বপ্নদ্বারা সত্য মরণ সূচিত হয়—ইহা দেখাইতেছে। জগতে যাহারা অন্বয়ব্যতিরেককুশল অর্থাৎ, ইহা হইলে ইহা হয় এবং ইহা না হইলে ইহা হয় না—এ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাদের মধ্যে ইহা প্রসিদ্ধ যে, এইরূপ স্বপ্নদর্শনদ্বারা সাধু আগম অর্থাৎ শুভ এবং এইরূপ স্বপ্নদর্শনদ্বারা অসাধু আগম অর্থাৎ অশুভ সূচিত হয়, এবং রেখারূপ মিথ্যা অক্ষরের জ্ঞান হইতে অকারাদি সত্য অক্ষরের প্রতিপত্তি অর্থাৎ জ্ঞান হইতে দেখা গিয়াছে।

ভামতী।

চোদয়তি—"নন্বেকত্বৈকান্তাভ্যুপগমে" ইতি। 'অবাধিতানধিগতাসন্দিগ্ধবিজ্ঞানসাধনং প্রমাণম্' ইতি প্রমাণসামান্যলক্ষণোপপত্ত্যা প্রত্যক্ষাদীনি প্রমাণতাম্ অশ্নুবতে। একত্বৈকান্তাভ্যুপগমে তু তেষাং সর্ব্বেষাং ভেদবিষয়াণাং বাধিতত্বাৎ অপ্রামাণ্যং প্রসজ্যেত। তথা বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রমপি ভাবনাভাব্যভাবককরণেতিকর্ত্তব্যতাভেদাপেক্ষত্বাৎ ব্যাহন্যেত। তথাচ নাস্তিক্যম্। একদেশাক্ষেপেণ চ সর্ব্ববেদাক্ষেপাৎ বেদান্তানামপি অপ্রামাণ্যম্ ইতি অভেদৈকান্তাভ্যুপগমহানিঃ। ন কেবলং বিধিনিষেধাক্ষেপেণ অস্য মোক্ষশাস্ত্রস্য আক্ষেপঃ, স্বরূপেণ অস্যাপি ভেদাপেক্ষত্বাৎ ইত্যাহ—"মোক্ষশাস্ত্রস্যাপি" ইতি অপি চ অস্মিন্ দর্শনে বর্ণপদবাক্যপ্রকরণাদীনাম্ অলীকত্বাৎ তৎপ্রভবম্ অদ্বৈতজ্ঞানম্ অসমীচীনং ভবেৎ, ন খলু অলীকাৎ ধূমাৎ * ধূমকেতনজ্ঞানং সমীচীনম্ ইত্যাহ—"কথং চ অনৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ" ইতি।

পরিহরতি—"অত্র উচ্যতে" ইতি। যদ্যপি প্রত্যক্ষাদীনাং তাত্ত্বিকম্ অবাধিতত্বং নাস্তি যুক্ত্যাগমাভ্যাং বাধনাৎ, তথাপি ব্যবহারে বাধনাভাবাৎ সাংব্যবহারিকম্ অবাধনম্। ন হি প্রত্যক্ষাদিভিঃ অর্থঃ পরিচ্ছিন্নঃ প্রবর্ত্তমানো ব্যবহারে বিসংবাদ্যতে সাংসারিকঃ কশ্চিৎ তস্মাৎ অবাধনাৎ ন প্রমাণলক্ষণম্ অতিপতন্তি প্রত্যক্ষাদয় ইতি। "সত্যাত্মোপপত্তেঃ" ইতি—সত্যত্বাভিমানোপপত্তেরিতি। গ্রহণকবাক্যম্ এতৎ। বিভজতে—"যাবৎ হি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তিঃ" ইতি। বিকারান্ এব তু শরীরাদীন্ অহম্ ইতি আত্মভাবেন পুত্রপশ্বাদীন্ মমেতি আত্মীয়ভাবেন ইতি যোজনা। "বৈদিকশ্চ" ইতি কর্ম্মকাণ্ডমোক্ষশাস্ত্রব্যবহারসমর্থনা।

"স্বপ্নব্যবহারস্যেব" ইতি বিভজতে "যথা সুপ্তস্য প্রাকৃতস্য" ইতি। "কথং চ অনৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ" ইতি যৎ উক্তং তৎ অনুভাষ্য দূষয়তি—"কথং ত্বসত্যেন" ইতি। শক্যম্ অত্র বক্তুং শ্রবণাদ্যুপায় আত্মসাক্ষাৎকারপর্য্যন্তঃ বেদান্তজন্মাঽপি জ্ঞাননিচয়ঃ অসত্যঃ, সোঽপি হি বৃত্তিরূপঃ কার্য্যতয়া নিরোধধর্ম্মা, যস্তু ব্রহ্মস্বভাবসাক্ষাৎকারঃ অসৌ ন কার্য্যঃ তৎস্বভাবত্বাৎ, তস্মাৎ অচোদ্যম্ এতৎ "কথম্ অসত্যাৎ সত্যোৎপাদঃ" ইতি। যৎ খলু সত্যং ন তৎ উৎপদ্যতে ইতি কুতঃ তস্য অসত্যাৎ

* পাঠান্তর—অলীকাৎ ধূমকেতনজ্ঞানং

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

ভামতী।

উৎপাদঃ? যচ্চ উৎপদ্যতে তৎ সর্ব্বম্ অসত্যমেব। সাংব্যবহারিকং তু সত্যত্বং বৃত্তিরূপস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্যেব শ্রবণাদীনামপি অভিন্নম্। তস্মাৎ অভ্যুপেত্য বৃত্তিস্বরূপস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য পরমার্থসত্যতাং ব্যভিচারোদ্ভাবনম্ ইতি মন্তব্যম্। যদ্যপি সাংব্যবহারিকস্য সত্যাদেব ভয়াৎ সত্যং মরণম্ উৎপদ্যতে, তথাপি ভয়হেতুঃ অহিঃ তজ্জ্ঞানং বা অসত্যং ততো ভয়ং সত্যং জায়তে ইতি অসত্যাৎ সত্যস্য উৎপত্তিঃ উক্তা। যদ্যপি চ অহিজ্ঞানমপি স্বরূপেণ সৎ, তথাপি ন তজ্জ্ঞানত্বেন ভয়হেতুঃ, অপি তু অনির্ব্বাচ্যাহিরূষিতত্বেন। অন্যথা রজ্জুজ্ঞানাদপি ভয়প্রসঙ্গাৎ জ্ঞানত্বেন অবিশেষাৎ। তস্মাৎ অনির্ব্বাচ্যাহিরূষিতং জ্ঞানমপি অনির্ব্বাচ্যম্ ইতি সিদ্ধম্ অসত্যাদপি সত্যস্য উপজন ইতি।

ন চ ভ্রমঃ সর্ব্বস্মাৎ অসত্যাৎ সত্যস্য উপজনঃ, যতঃ সমারোপিতধূমভাবায়াঃ ধূমমহিষ্যাঃ বহ্নিজ্ঞানং সত্যং স্যাৎ। ন হি চক্ষুষো রূপজ্ঞানং সত্যম্ উপজায়তে ইতি রসাদিজ্ঞানেনাপি ততঃ সত্যেন ভবিতব্যম্। যতো নিয়মো হি স তাদৃশঃ সত্যানাং যতঃ কুতশ্চিৎ কিঞ্চিদেব জায়তে ইতি। এবম্ অসত্যানামপি নিয়মো যতঃ কুতশ্চিৎ অসত্যাৎ সত্যং কুতশ্চিৎ অসত্যম্, যথা দীর্ঘত্বাদেঃ বর্ণেষু সমারোপিতত্বাবিশেষেঽপি অজীনম্ ইত্যতো জ্যানিবিরহম্ অবগচ্ছন্তি সত্যম্। অজিনম্ ইত্যতস্তু সমারোপিতদীর্ঘভাবাৎ জ্যানিবিরহম্ অবগচ্ছন্তো ভবন্তি ভ্রান্তাঃ। ন চ উভয়ত্র দীর্ঘসমারোপং প্রতি কশ্চিৎ অস্তি ভেদঃ। তস্মাৎ উপপন্নম্ অসত্যাদপি সত্যস্য উদয় ইতি।

নিদর্শনান্তরম্ আহ—"স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য" ইতি। যথা সাংসারিকো জাগ্রদ্ ভুজঙ্গং দৃষ্ট্বা পলায়তে, ততশ্চ ন দংশবেদনাম্ আপ্নোতি; পিপাসুঃ সলিলম্ আলোক্য পাতুং প্রবর্ত্ততে,ততঃ তৎ আসাদ্য পায়ংপায়ম্ আপ্যায়িতঃ সুখম্ অনুভবতি এবং স্বপ্নান্তিকেঽপি তদবস্থং সর্ব্বম্ ইতি অসত্যাৎ কার্য্যসিদ্ধিঃ। শঙ্কতে "তৎকার্য্যমপি অনৃতমেব" ইতি। এবমপি ন অসত্যাৎ সত্যস্য সিদ্ধিঃ উক্তা ইত্যর্থঃ। পরিহরতি—"তত্র ভ্রমঃ। "যদ্যপি স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য" ইতি। লৌকিকো হি সুপ্তোত্থিতঃ অবগমং বাধিতং মন্যতে, ন তৎ অবগতিং, তেন যদ্যপি পরীক্ষকাঃ অনির্ব্বাচ্য-রূষিতাম্ অবগতিম্ অনির্ব্বাচ্যাং নিশ্চিম্বন্তি, তথাপি লৌকিকাভিপ্রায়েণ এতৎ উক্তম্। অত্রান্তরে লোকায়তিকানাং মতম্ অপাকরোতি—"এতেন স্বপ্নদৃশঃ অবগত্যবাধনেন" ইতি। যদা খলু অয়ং চৈত্রঃ তারক্ষবাং ব্যাঘ্রবিকটদংষ্ট্রাকরালবদনাম্ উত্তব্ধবম্রমম্মস্তকাবচুম্বিলাঙ্গুলাম্ অতিরোষারুণস্তব্ধ-বিশালবৃত্তলোচনাং রোমাঞ্চসঞ্চয়োৎফুল্লভীষণাং স্ফটিকাচলভিত্তিপ্রতিবিম্বিতাম্ অভ্যমিত্রীণাং তনুম্ আস্থায় স্বপ্নে প্রতিবুদ্ধো মানুষীম্ আত্মনঃ তনুং পশ্যতি তদা উভয়দেহানুগতম্ আত্মানং প্রতিসন্দধানো দেহাতিরিক্তম্ আত্মানং নিশ্চিনোতি, ন তু দেহমাত্রম্, তন্মাত্রত্বে দেহবৎ প্রতি-সন্ধানাভাবপ্রসঙ্গাৎ। কথং চ এতৎ উপপদ্যেত যদি স্বপ্নদৃশঃ অবগতিঃ অবাধিতা স্যাৎ। তদ্বাধে তু প্রতিসন্ধানাভাব ইতি। অসত্যাচ্চ সত্যপ্রতীতিঃ শ্রুতিসিদ্ধা অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধা চ ইত্যাহ—"তথাচ শ্রুতিঃ" ইতি। "তথা অকারাদি" ইতি। যদ্যপি রেখাস্বরূপং সত্যং, তথাপি তদ্ যথাসঙ্কেতম্ অসত্যম্। ন হি সঙ্কেতয়িতারঃ সঙ্কেতয়ন্তি ঈদৃশেন রেখাভেদেন অয়ং বর্ণঃ প্রত্যেতব্যঃ, অপি তু ঈদৃশো রেখাভেদঃ অকারঃ; ঈদৃশশ্চ ককারঃ ইতি। তথা চ "অসমীচীনাৎ সঙ্কেতাৎ সমীচীনবর্ণাবগতিঃ" ইতি সিদ্ধম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অহংমমাভিমানয়োঃ একত্র ব্যাঘাতঃ স্যাদিতি প্রবিভজ্য যোজয়তি—"শরীরাদীন্" ইতি। নমু মিথ্যাত্বে শ্রবণাদীনাম্ অবিদ্যানিবৃত্তি-সমর্থসাক্ষাৎকারহেতুত্বং ন স্যাৎ অত আহ—"সাংব্যবহারিকং তু" ইতি। অসত্যাদপি কার্য্যক্ষমপদার্থোৎপত্তিম্ অনন্তরমেব বক্ষ্যাম ইত্যর্থঃ। যদি অসত্যাৎ সত্যধীঃ স্যাৎ তর্হি ধূমাভাসাদপি বহ্নিধীঃ সমীচীনা স্যাৎ ইত্যুক্তম্, ইতি আশঙ্ক্য আহ "ন চ ভ্রমঃ" ইতি। "ধূমমহিষী" ধূমী। সা চ বাষ্পঃ। অসত্যাদপি সত্যম্ উৎপদ্যতে ইতি উচ্যতে ন পুনঃ অসত্যাৎ সত্যোৎপাদননিয়ম ইত্যর্থঃ। যদি পুনঃ কুতশ্চিৎ অসত্যাৎ সত্যং

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

জাতম্ ইতি সর্ব্বস্মাৎ অসত্যাৎ সত্যজন্ম আপাদ্যতে, তর্হি কিঞ্চিৎ সত্যং কস্যচিৎ সত্যস্য জনকম্ ইতি তত এব সর্ব্বং সত্যং স্যাৎ ইতি প্রতিবন্দীম্ আহ—"ন হি" ইতি। চোদ্যসাম্যম্ উক্ত্বা পরিহারসাম্যম্ আহ—"যত" ইতি, যতঃ নিয়মাৎ ইত্যর্থঃ। জ্যা বয়োহানৌ ইত্যস্য নিষ্ঠায়াং সম্প্রসারণে নঞ্‌ সমাসে চ অজীনম্ ইতি রূপম্; অস্মাৎ অধাতুদীর্ঘভাবাৎ যদ্যপি জ্যানেঃ বয়োহানেঃ অভাবঃ সম্যম্ অবগচ্ছতি। বক্তা তু হ্রস্বত্বেন অজিনম্ ইতি উচ্চরিতে ভ্রমাৎ অজীনম্ ইতি গৃহীতাৎ অস্মাৎ শব্দাৎ যা বয়োহানিপ্রতীতিঃ সা ভ্রান্তিঃ অজিনশব্দো হি চর্ম্ম বচনঃ ইতি। অত্র যথা আরোপিতহ্রাবিশেষেঽপি কিঞ্চিৎ দৈর্ঘ্যং সত্যাবোধকং কিঞ্চিৎ অসত্যাবোধকম্ এবম্ অস্মাকমপি ইত্যর্থঃ। "পায়ং-পায়ং"—পীত্বা পীত্বা। "তারক্ষবীং" ব্যাঘ্রবধূং তনুম্ আস্থায় ইতি অন্বয়ঃ। ব্যাত্তং—বিবৃতং, বিকটাভ্যাং, বক্রাভ্যাং দংষ্ট্রাভ্যাং—"করালং", ভয়ানকম্ আননং যস্যাঃ সা তথোক্তা। উদ্ধৃতম্—উন্নমিতম্ ধৃতম্। বভ্রমৎ অত্যর্থং ভ্রমৎ মস্তকাকুঞ্চি লাঙ্গুলং যস্যাঃ সা তথা। ধ্বস্তে ইতস্ততো বিক্ষিপ্তে লোচনে যস্যাঃ সা তথা। অমিত্রম্ অভি প্রাতিযোদ্ধুং গতান্ অভামিত্রীণাম্। স্ফটিকশৈলপ্রতিবিম্বিতাং হি অমিত্রম্ ইতি ভ্রমাৎ আত্মতনুং ধাবন্তীং স্বপ্নে ব্যাঘ্রতনুম্ আস্থিতঃ পশ্যতি ইতি। যদি স্বপ্নদৃশঃ গবগতিঃ অবাধিতাঃ স্যাৎ তর্হি এব উপপদ্যতে ইত্যর্থঃ। ভেদাভেদব্যবহারৌ ভেদাভেদোপপাদকৌ ইতি বদন্ প্রষ্টব্যঃ কিং ব্রহ্মজ্ঞানাৎ প্রাচীনৌ তদুপপাদকৌ পরাচীনৌ বা ইতি। ন আদ্যঃ, ইষ্টত্বং "নানাত্বাংশেন কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ঃ" ইত্যাদিনা। তত্ত্বজ্ঞানাৎ প্রাক্‌ অভেদব্যবহারস্য অপ্রাপ্তত্বাৎ ন স উপপদ্যতে।

ভামতীর অনুবাদ। পূর্ব্বপক্ষ ভাষ্যব্যাখ্যা।

"ননু একত্বৈকান্ত্যাভ্যুপগমে" এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। **"অবাধিত অনধিগত ও অসন্দিগ্ধ বিজ্ঞানের সাধনই প্রমাণ"** প্রমাণের এই সমান্যলক্ষণের উপপত্তিদ্বারা অর্থাৎ প্রমাণের এই সাধারণ লক্ষণদ্বারা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ প্রমাণ হয়। কিন্তু একত্বের একান্ত অভ্যুপগম করিলে অর্থাৎ একমাত্র একত্ব স্বীকার করিলে সেই সকল ভেদবিষয়ক প্রমাণের বাধিতত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ ভেদঘটিত সেই সকল প্রমাণ বাধিত হইয়া যায় বলিয়া তাহাদের অপ্রামাণ্য প্রসক্ত হইয়া পড়ে। তদ্রূপ বিধি ও প্রতিষেধশাস্ত্রও ভাবনা-ভাব্যভাবককরণেতিকর্ত্তব্যতাভেদাপেক্ষত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ ভাবনা—যাহা হইতে পুরুষের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, এইরূপ ব্যাপারবিশেষ, ভাব্য অর্থাৎ স্বর্গাদি ফল, ভাবক অর্থাৎ যিনি প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছেন, করণ অর্থাৎ যাহার দ্বারা ফল হয় অর্থাৎ যাগাদি, ইতিকর্ত্তব্যতা অর্থাৎ কার্য্যপ্রণালী—ইত্যাদি ভেদকে অপেক্ষা করে বলিয়া ব্যাহত হইয়া যায়। আর তাহা হইলে নাস্তিকতাই হইয়া পড়ে। আর একদেশাক্ষেপদ্বারা অর্থাৎ এক অংশ অপ্রমাণ হইলে সমস্ত বেদের আক্ষেপপ্রযুক্ত অর্থাৎ অপ্রমাণ্য হইয়া যায় বলিয়া বেদান্তেরও অপ্রমাণ্য হইয়া পড়ে, এই হেতু অভেদৈকান্ত্যাভ্যুপগমের অর্থাৎ একমাত্র অভেদস্বীকারের হানি হয়, অর্থাৎ ব্যাঘাত ঘটিল। কেবল যে বিধি-নিষেধশাস্ত্রের আক্ষেপদ্বারা অর্থাৎ অপ্রমাণ্য হইয়া যায় বলিয়া তাহার দ্বারা এই মোক্ষশাস্ত্রের আক্ষেপ হয়, অর্থাৎ অপ্রমাণ্য হয়, তাহা নহে, যেহেতু এই মোক্ষশাস্ত্রের স্বরূপতঃ ভেদাপেক্ষত্ব আছে, অর্থাৎ এই মোক্ষশাস্ত্র নিজেই ভেদকে অপেক্ষা করে—ইহাই **"মোক্ষশাস্ত্রস্যাপি"** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। আরও এই দর্শনের মতে বর্ণ, পদ, বাক্য ও প্রকরণপ্রভৃতি অলীক বলিয়া তৎপ্রভব অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন অদ্বৈতজ্ঞানও অসমীচীন হইবে। কারণ, অলীক ধূমহেতুক ধূমকেতনজ্ঞান সমীচীন হয় না। অর্থাৎ অলীক ধূমহেতুদ্বারা ধূমকেতন অর্থাৎ বহ্নির জ্ঞান হইলে তাহা সত্য হয় না—ইহাই **"কথং চ অনৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ"** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন।

স্বপক্ষস্থাপনভাষ্যব্যাখ্যা।

"অত্রোচ্যতে" এই গ্রন্থে পরিহার করিতেছেন। যদিও প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের তাত্ত্বিক অর্থাৎ যথার্থ অবাধিতত্ব অর্থাৎ বাধাপ্রাপ্তির অভাব নাই, কারণ, যুক্তি ও আগমদ্বারা তাহার বাধ হয়, তাহা হইলেও ব্যবহার-কালে বাধনাভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ বাধ হয় না বলিয়া সেই অবাধনটী সাংব্যবহারিক হয়, অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য সত্য হয়। কারণ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অর্থকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া অর্থাৎ বস্তুনিশ্চয় করিয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত কোন সংসারী ব্যক্তি ব্যবহারে বিসংবাদী হয় না, অর্থাৎ বিপরীত ফল প্রাপ্ত হয় না। অতএব অবাধনপ্রযুক্ত অর্থাৎ বাধা হয় না বলিয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সকল প্রমাণলক্ষণকে অতিপাত অর্থাৎ অতিক্রম করে না। **সত্যত্বোপপত্তেঃ** ইহার অর্থ—সত্যত্বের অভিমানের উপপত্তি হয় বলিয়া অর্থাৎ সত্য বলিয়া মনে হইতে পারে বলিয়া। ইহা গ্রহণকবাক্য অর্থাৎ ইহা অবলম্বনবাক্যমাত্র। **"যাবদ্ধি ন সত্যাত্মৈকত্বপ্রতিপত্তিঃ"** এই গ্রন্থে ইহার বিভাগ অর্থাৎ বিবরণ করিতেছেন। শরীরাদি বিকার সকলকে 'আমি' এইরূপ আত্মভাব-দ্বারা এবং পুত্র ও পশুগণকে "আমার" এইরূপ আত্মসম্বন্ধীয় ভাবদ্বারা—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। **"বৈদিকশ্চ"** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা কর্ম্মকাণ্ড ও মোক্ষশাস্ত্রের ব্যবহার সমর্থন করা হইল। **"যথা সুপ্তস্য প্রাকৃতস্য"** ইত্যাদি গ্রন্থে **"স্বপ্নব্যবহারস্যেব"** ইত্যাদি গ্রন্থের বিবরণ করিতেছেন। পূর্ব্বে যে **"কথং চ অনৃতেন মোক্ষশাস্ত্রেণ"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিয়াছেন, তাহার অনুভাষণ করিয়া অর্থাৎ পুনরুল্লেখ করিয়া **"কথং**

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

স্বপক্ষস্থাপন ভাষ্যব্যাখ্যা।

তু অসত্যেন" এই গ্রন্থদ্বারা দোষ দিতেছেন। এখানে বলিতে পার যে, শ্রবণাদি আত্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত উপায়, বেদান্ত হইতে উৎপন্ন হইলেও এই জ্ঞান সকল অসত্য, কারণ তাহাও অন্তঃকরণের বৃত্তিস্বরূপ; অতএব কার্য্যপদার্থ বলিয়া তাহা নিরোধধর্ম্মা অর্থাৎ বিনাশস্বভাব। কিন্তু ব্রহ্মস্বভাবরূপ যে সাক্ষাৎকার, তাহা কার্য্যপদার্থ অর্থাৎ অনিত্য নহে, কারণ, তাহা তৎস্বভাব অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, অতএব অসত্য হইতে কি করিয়া সত্য "জন্মে" ?—এইরূপ আশঙ্কাই হইতে পারে না। যাহা সত্য, তাহা উৎপন্ন হয় না, এজন্য কি করিয়া অসত্য হইতে তাহার জন্ম হইবে ? আর যাহা উৎপন্ন হয়, সে সকল অসত্যই। কিন্তু বৃত্তিরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ন্যায় শ্রবণাদিরও সাংব্যবহারিক সত্যত্ব অর্থাৎ ব্যবহারযোগ্য সত্যত্ব অভিন্নই, অর্থাৎ একই। অতএব বৃত্তিস্বরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পরমার্থসত্যতা অর্থাৎ বাস্তবিক সত্যতা অভ্যুপগম করিয়া অর্থাৎ স্বীকার করিয়া লইয়া ভাষ্যকার ব্যভিচার উদ্ভাবন অর্থাৎ কল্পনা করিয়াছেন জানিবে। যদিও সাংব্যবহারিক ব্যক্তির অর্থাৎ যিনি ব্যবহার করিতেছেন তাঁহার, সত্য ভয় হইতেই সত্য মরণ হয়, তথাপি ভয়ের কারণ সর্প, অথবা তাহার জ্ঞান অসত্য, তাহা হইতে সত্য ভয় জন্মে, এইজন্য অসত্য হইতে সত্যের উৎপত্তি হয় বলিয়াছেন। আর যদিও সর্পজ্ঞানও স্বরূপতঃ সত্য, তথাপি তাহা জ্ঞান বলিয়া ভয়ের কারণ নহে, কিন্তু অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ সত্যও নহে, অসত্যও নহে—এইরূপ অহিরূষিত বলিয়া অর্থাৎ সর্পমিশ্রিত জ্ঞান বলিয়া ভয়হেতু হয়। কারণ, তাহা না বলিলে রজ্জুজ্ঞান হইতেও ভয়ের প্রসঙ্গ হয়। কারণ, উভয়ই জ্ঞান বলিয়া কোন পার্থক্য নাই। অতএব অনির্ব্বচনীয় অহিরূষিত অর্থাৎ সর্পমিশ্রিত জ্ঞানও অনির্ব্বচনীয়, এই প্রকার অসত্য হইতেও সত্যের উৎপত্তি হয়—ইহা সিদ্ধ হইল।

সত্য ও অসত্য হইতে সত্য ও অসত্যের উৎপত্তি।

আর আমরা ইহাও বলি না যে, সকল অসত্য হইতে সত্যের উপজন অর্থাৎ উৎপত্তি হয়, যেহেতু তাহা হইলে সমারোপিত-ধূমভাবরূপ ধূমমহিষীর অর্থাৎ যাহাতে ধূমত্বের আরোপ করা হইয়াছে, সেই ধূমমহিষী অর্থাৎ ধূমপত্নী অর্থাৎ বাষ্প হইতে বহ্নিজ্ঞান সত্য হইয়া যাইবে। কারণ চক্ষুঃ হইতে রূপের জ্ঞান সত্য হয়, এইজন্য তাহা হইতে রসজ্ঞান হইলে তাহাও সত্য হইবে না। যেহেতু সত্য সকলের সেই নিয়ম সেইরূপই হয়, যে নিয়মবশতঃ কোন সত্য হইতে কোনটীই জন্মে, অর্থাৎ সত্য হইতে সত্যও হয় মিথ্যাও হয়; সত্য হইতে সত্যই জন্মিবে—এরূপ কোন নিয়ম নাই। এইরূপ অসত্যেরও নিয়ম এইরূপ যে, নিয়মবশতঃ কোন অসত্য হইতে সত্য হয়, এবং কোন অসত্য হইতে অসত্য হয়; যেমন বর্ণ সকলে দীর্ঘত্বাদির আরোপের কোন বিশেষ না থাকিলেও অর্থাৎ তারতম্য না থাকিলেও দীর্ঘ ঈকারযুক্ত অজীন এই শব্দ হইতে জ্যানিবিরহ অর্থাৎ বার্দ্ধক্যের অভাব এই সত্য অর্থ অবগত হয়; কিন্তু সমারোপিত দীর্ঘভাব অর্থাৎ যাহাতে দীর্ঘত্বের আরোপ করা হইয়াছে, এইরূপ অজিন হইতে অর্থাৎ হ্রস্বইকারযুক্ত এই অজিন শব্দ হইতে 'বার্দ্ধক্যের অভাব' এই অর্থ যাঁহারা অবগত হন, তাঁহারা ভ্রান্ত; (কারণ, অজিনশব্দের অর্থ চর্ম্ম;) আর উভয় পদে দীর্ঘত্বের আরোপেরও কোন বিশেষ নাই। অতএব উপপন্ন হইল যে, অসত্য হইতেও সত্যের উৎপত্তি হয়। "**স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য** এই গ্রন্থদ্বারা নিদর্শনান্তর অর্থাৎ অন্য দৃষ্টান্ত বলিতেছেন। যথা সংসারী ব্যক্তি জাগরণকালে সর্প দেখিয়া পলায়ন করে, সেইজন্য দংশনের বেদনা সে পায় না, পিপাসু অর্থাৎ যিনি জলপান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি জল দেখিয়া পান করিতে প্রবৃত্ত হন, তারপর সেই জল পাইয়া "পায়ং পায়ম্" অর্থাৎ পুনঃপুনঃ পান করিয়া আপ্যায়িত হইয়া সুখ অনুভব করেন। এইরূপ স্বপ্নাবস্থায়ও সবই সেইরূপ হয়, এইরূপ মিথ্যা হইতে কার্য্য সিদ্ধি হয়। "**তৎকার্য্যমপি অনৃতমেব**" এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ইহার অর্থ—এরূপ হইলেও অসত্য হইতে সত্যের সিদ্ধি অর্থাৎ উৎপত্তি হয় ইহা বলা হইল না। তত্র ব্রূমঃ এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কার পরিহার করিতেছেন। **যদ্যপি স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য**— এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই, যথা—লৌকিক অর্থাৎ সংসারী ব্যক্তি নিদ্রা হইতে উঠিয়া যাহা স্বপ্নে দেখিয়াছে, তাহা বাধিত অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাহার জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়া মনে করে না, সেইজন্য যদিও পরীক্ষকগণ অর্থাৎ যাঁহারা বিচার করিয়া দেখেন, তাঁহারা অনির্ব্বাচ্যরূষিত অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য-বিষয়ক অবগতিকে অর্থাৎ জ্ঞানকে অনির্ব্বাচ্য বলিয়া নিশ্চয় করেন, তাহা হইলেও লৌকিক অভিপ্রায়ে অর্থাৎ সংসারীব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার এই কথা বলিয়াছেন। এই অবসরে "**এতেন স্বপ্নদৃশোঽহন-গত্যন্যায়েন**" এই গ্রন্থদ্বারা লোকায়তিকগণের অর্থাৎ চার্ব্বাকদিগের মত অপাকরণ অর্থাৎ নিরাস করিতেছেন। যখন এই চৈত্র স্বপ্নকালে তারক্ষবী অর্থাৎ ব্যাঘ্রময়ী ব্যাত্তবিকটদংষ্ট্রাকরালবদনা অর্থাৎ যাহার

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

ভামতীর অনুবাদ।

মুখগহ্বর খুব বড় এবং ভীষণ বাঁকা দুইটি দাঁত থাকাতে অতিশয় ভয়ানক হইয়াছে, উত্তুঙ্গমস্তকাবন্ধিলাঙ্গুলা অর্থাৎ সে লাঙ্গুলটি এত উচ্চ করিয়াছে যে, অতিশয় ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মাথার উপর আসিয়া ঠেকিয়াছে, এবং অতিরোষারুণবর্তুলবিশালবৃত্তলোচনা অর্থাৎ যাহার বড় বড় গোল গোল চক্ষু দুইটি অতিশয় ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিতেছে, এবং রোমাঞ্চসংযোৎফুল্লভীষণা অর্থাৎ রোমগুলি খাড়া হইয়া উঠায় তাহার দেহ অত্যন্ত ভীষণ হইয়াছে এবং স্ফটিকাচলভিত্তিপ্রতিবিম্বিতা অর্থাৎ স্ফটিক পাথরের পাহাড়ের গাত্রে নিজের ছবি দেখিয়া অভ্যভিদ্রীণা অর্থাৎ শত্রু আসিতেছে মনে করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইতেছে। এইরূপ তনু অর্থাৎ শরীর ধারণ করিয়া প্রতিবুদ্ধ হইয়া অর্থাৎ জাগরিত হইয়া নিজের মানুষদেহ দেখেন, তখন উভয় দেহে অনুগত আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে প্রতিসন্ধান করিয়া অর্থাৎ জানিয়া দেহাতিরিক্ত আত্মাকে অর্থাৎ আত্মা যে দেহাতিরিক্ত পদার্থ, তাহা নিশ্চয় করে, কেবল দেহই আত্মা এরূপ নিশ্চয় করে না। কেবল দেহই যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে দেহের মত প্রতিসন্ধানাভাবের প্রসঙ্গ হইত, অর্থাৎ উভয় দেহ যেমন এক বলিয়া মনে হয় না, তেমনই উভয় দেহে অবস্থিত আত্মাকে এক বলিয়া মনে হইত না। আচ্ছা, কি করিয়া ইহা সঙ্গত হয়? যদি স্বপ্নদর্শীর জ্ঞান অবাধিত হয়, তাহা হইলে ইহা সঙ্গত হয়; কিন্তু সেই জ্ঞানের বাধা ঘটিলে প্রতিসন্ধান হইত না। আর অসত্য হইতে যে সত্যপ্রতীতি হয়, ইহা শ্রুতিসম্মত, এবং অন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধও বটে, ইহাই **"তথাচ শ্রুতি"**—এই গ্রন্থে বলিতেছেন। **"তথা অকারাদি"** ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও রেখার স্বরূপ অর্থাৎ রেখার আকার সত্য, তথাপি তাহা যথাসঙ্কেত অসত্য অর্থাৎ তাহাতে যেরূপ সঙ্কেত করা হয়, তদনুসারে তাহা অসত্য; কারণ, যাঁহারা সঙ্কেত করেন, তাঁহারা এইরূপ সঙ্কেত করেন না যে, এইরূপ রেখাভেদদ্বারা অর্থাৎ রেখাবিশেষের দ্বারা এই বর্ণ বুঝিবে, কিন্তু এইরূপ রেখাবিশেষকে অকার বলে এবং এইরূপ রেখাবিশেষকে অকার বলে এইরূপ সঙ্কেত করেন। তাহা হইলে ইহা সিদ্ধ হইল যে, অসমীচীন অর্থাৎ মিথ্যা সঙ্কেত হইতে সমীচীন অর্থাৎ সত্য বর্ণের অবগতি হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অপি চ অন্ত্যম্ ইদং প্রমাণম্ আত্মৈকত্বস্য প্রতিপাদকং ন অতঃ পরং কিঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষ্যম্ অস্তি। যথা হি লোকে "যজেত" ইত্যুক্তে কিং কেন কথম্ ইতি আকাঙ্ক্ষ্যতে, নৈবং—

"তত্ত্বমসি" (ছাঃ উঃ ৬।৮।৭) **"অহং ব্রহ্মাস্মি"** (বৃঃ উঃ ১।৪।১০)

ইত্যুক্তে কিঞ্চিৎ অন্যৎ আকাঙ্ক্ষ্যম্ অস্তি, সর্ব্বাত্মৈকত্ববিষয়ত্বাবগতেঃ। সতি হি অন্যস্মিন্ অবশিষ্যমাণে অর্থে আকাঙ্ক্ষা স্যাৎ, ন তু আত্মৈকত্বব্যতিরেকেণ অবশিষ্যমাণঃ অন্যঃ অর্থঃ অস্তি, য আকাঙ্ক্ষ্যেত। ন চ ইয়ম্ অবগতিঃ ন উৎপদ্যতে ইতি শক্যং বক্তুম্,

"তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ" (ছাঃ ৬।১৬।৩)

ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, অবগতিসাধনানাং চ শ্রবণাদীনাং বেদানুবচনাদীনাং চ বিধানাৎ। ন চ ইয়ম্ অবগতিঃ অনর্থিকা ভ্রান্তি র্বা ইতি শক্যং বক্তুম্, অবিদ্যানিবৃত্তিফলদর্শনাৎ বাধকজ্ঞানান্তরাভাবাচ্চ। প্রাক্ চ আত্মৈকত্বাবগতেঃ অব্যাহতঃ সর্ব্বঃ সত্যানৃতব্যবহারঃ লৌকিকঃ বৈদিকশ্চ ইতি অবোচাম। তস্মাৎ অন্ত্যেন প্রমাণেন প্রতিপাদিতে আত্মৈকত্বে সমস্তস্য প্রাচীনস্য ভেদব্যবহারস্য বাধিতত্বাৎ ন অনেকাত্মকব্রহ্মকল্পনাবকাশঃ অস্তি।

ননু মৃদাদিদৃষ্টান্তপ্রণয়নাৎ পরিণামবদ্‌ব্রহ্ম শাস্ত্রস্য অভিমতম্ ইতি গম্যতে। পরিণামিনো হি মৃদাদয়ঃ অর্থা লোকে সমধিগতা ইতি। ন, ইতি উচ্যতে,—

"স বা এষ মহানজ আত্মাঽজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্ম" (বৃঃ উঃ ৪।৪।২৫)

"স এষ নেতি নেতি আত্মা" (বৃঃ উঃ ৩।৯।২৬) **"অস্থূলম্ অনণু"** (বৃঃ উঃ ৩।৮।৮)

ইত্যাদ্যাভ্যঃ সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধশ্রুতিভ্যঃ ব্রহ্মণঃ কূটস্থত্বাবগমাৎ। ন হি একস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্ম্মত্বং তদ্রহিতত্বং চ শক্যং প্রতিপত্তুম্।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্থিতিগতিবৎ স্যাৎ ইতি চেৎ? ন, কূটস্থস্য ইতি বিশেষণাৎ। ন হি কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ স্থিতিগতিবৎ অনেকধর্ম্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি। কূটস্থং চ নিত্যং ব্রহ্ম সর্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধাৎ ইতি অবোচাম।

ন চ যথা ব্রহ্মণ আত্মৈকত্বদর্শনং মোক্ষসাধনম্ এবং জগদাকারপরিণামিত্বদর্শনম্ অপি স্বতন্ত্রমেব কস্মৈচিৎ ফলায় অভিপ্রেয়তে প্রমাণাভাবাৎ। কূটস্থব্রহ্মাত্মত্ববিজ্ঞানাৎ এব হি ফলং দর্শয়তি শাস্ত্রম্—

"স এষ নেতি নেতি আত্মা" (বৃঃ উঃ ৩।৯।২৬)

ইতি উপক্রম্য—

"অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" (বৃঃ ৪।২৪)

ইতি এবং জাতীয়কম্।

ভাষ্যানুবাদ। আগমপ্রমাণের প্রাধান্য।

আরও আত্মৈকত্বপ্রতিপাদক অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ববোধক এই প্রমাণকে অন্ত্য প্রমাণ বলা হয় অর্থাৎ নিরপেক্ষ এবং উত্তরভাবী প্রমাণ বলিয়া আগমপ্রমাণকে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবাধক বলা হয়। ইহার পর আর আকাঙ্ক্ষা করিবার কিছু থাকে না। যেমন লোকে "যাগ করিবে" অর্থাৎ যাগদ্বারা ইষ্ট সাধন করিবে—এই কথা বলিলে "কিং কেন কথং" অর্থাৎ সেই ইষ্ট বস্তু কি, কাহার দ্বারা তাহা হয় এবং কি প্রকারে তাহা হয়—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হয়, সেইরূপ—

"তত্ত্বমসি" (ছাঃ উঃ) **"অহং ব্রহ্মাস্মি"** (বৃঃ উঃ)

অর্থাৎ "সেই ব্রহ্মই তুমি, "এবং" আমি ব্রহ্ম", ইহা বলিলে অন্য কিছু আকাঙ্ক্ষা করিবার থাকে না। কারণ, সর্ব্বাত্মৈকত্ববিষয়ত্বের অবগতি হয়, অর্থাৎ পূর্ণ ব্রহ্ম এবং আত্মার যে একত্ববিষয়ক জ্ঞান, তাহা হইয়া গিয়াছে। যেহেতু অন্য অবশিষ্যমাণ অর্থ থাকিলে অর্থাৎ অন্য কোন বিষয় জানিবার অবশিষ্ট থাকিলে, তাহার আকাঙ্ক্ষা হয়, কিন্তু আত্মৈকত্ব ব্যতিরেকে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব ব্যতীত অবশিষ্ট অন্য কোন বিষয় নাই, যাহা আকাঙ্ক্ষা করিবে। আর এই অবগতি উৎপন্ন হয় না, অর্থাৎ এই জ্ঞান জন্মে না—ইহা বলিতে পার না। কারণ—

"তৎ হ অস্য বিজজ্ঞৌ" (ছাঃ উঃ ৬।১৬।৩)

অর্থাৎ পিতার বাক্য অনুসারে শ্বেতকেতু ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন। ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন শ্রবণমননপ্রভৃতি এবং বহিরঙ্গ সাধন যজ্ঞাদির প্রতিপাদক বেদানুবচনাদির অর্থাৎ অন্যান্য বেদবাক্যেরও বিধান আছে। আর এই অবগতি নিরর্থক বা ভ্রম—ইহা বলিতে পার না; কারণ, অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহার বাধক অন্য কোন জ্ঞানও নাই। আর আত্মৈকত্বাবগতির পূর্ব্বে অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞানের পূর্ব্ব পর্যান্ত লৌকিক ও বৈদিক সত্য ও মিথ্যাব্যবহার সকল অব্যাহত থাকে, অর্থাৎ নষ্ট হয় না—ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি; সেই হেতু "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি অন্ত্য অর্থাৎ চরম প্রমাণদ্বারা আত্মৈকত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হইলে পূর্ব্বতন সমস্ত ভেদব্যবহারের বাধ হওয়ায় অনেকাত্মক ব্রহ্মকল্পনার অবকাশ থাকে না।

যদি বল,—মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত প্রণয়ন করায় পরিণামবিশিষ্ট ব্রহ্ম শাস্ত্রের অভিপ্রেত—ইহা বুঝা যায়; কারণ, মৃত্তিকাদিপদার্থ সকল পরিণামশীল বলিয়া লোকে জানা যায়। এতদুত্তরে আমরা বলি, তাহা নহে, কারণ—

"স বৈ এষ মহান্ অজঃ আত্মা অজরঃ অমরঃ অমৃতঃ অভয়ঃ ব্রহ্ম" (বৃঃ উঃ ৪।৪।২৫)

স এষ নেতি নেতি আত্মা (বৃঃ উঃ ৩।৯।১৬) **অস্থূলম্ অনণু** (বৃঃ উঃ ৩।৮।৮)

অর্থাৎ সেই এই মহান্ আত্মা অজ অজর অমর অমৃত অভয় ও ব্রহ্ম, সেই এই আত্মা এই পদবাচ্য দেহাদি দৃশ্যবস্তু নহে, সেই ব্রহ্ম অস্থূল এবং অনণু।

ইত্যাদি সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধক শ্রুতি সকল হইতে ব্রহ্মের কূটস্থত্ব অর্থাৎ নির্বিকারত্ব জানা যায়। কারণ, এক ব্রহ্মের পরিণামধর্ম্মতা এবং তদ্রহিতভাব অর্থাৎ এক ব্রহ্মই পরিণামী ও অপরিণামী ইহা বুঝিতে পারা যায় না।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

ভাষ্যানুবাদ। ব্রহ্মে স্থিতিগতিবৎ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম নাই।

যদি বল, ইহা স্থিতিগতিবৎ হইবে, অর্থাৎ এক বস্তুতে যেমন স্থিতি ও গতি উভয়ই সম্ভব হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেরও পরিণাম ও অপরিণাম উভয়ই হইবে, ইত্যাদি ? ইহা কিন্তু বলিতে পার না ; কারণ কূটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার এই পদটী ব্রহ্মের বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। যেহেতু কূটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার ব্রহ্মের স্থিতি ও গতির মত অনেক ধর্ম্মের আশ্রয় হওয়া সম্ভব নহে। আর সর্ব্ববিধ বিকারের প্রতিষেধ থাকায় ব্রহ্ম কূটস্থ ও নিত্য—ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ব্রহ্মপরিণাম জগৎ—এই জ্ঞান নিষ্ফল।

আর যেমন ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বদর্শন মোক্ষসাধন হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণামদর্শন হইতেও স্বতন্ত্রভাবেই কোনও ফল হয়—ইহা মনে করা যায় না ; কারণ, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যেহেতু কূটস্থ ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ববিজ্ঞান হইতেই ফল হয়, ইহা শাস্ত্র দেখাইতেছেন, যথা—

"স এব নেতি নেতি আত্মা" (বৃঃ উঃ ৩।৯।২৬)

অর্থাৎ সেই আত্মা এই দেহাদি নহে, ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া—

"অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি (বৃঃ ৪।২।৪)

হে জনক! তুমি অভয়স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছ, ইত্যাদি।

ভামতী।

যৎ চ উক্তম্ একত্বাংশেন জ্ঞানমোক্ষব্যবহারঃ সেৎস্যতি, নানাত্বাংশেন তু কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ঃ লৌকিকশ্চ ব্যবহারঃ সেৎস্যতি, ইতি তত্রাহ—"অপি চ অন্ত্যমিদং প্রমাণম্" ইতি। যদি খলু একত্বানেকত্বনিবন্ধনৌ ব্যবহারৌ একস্য পুংসঃ অপর্য্যায়েণ সম্ভবতঃ, ততঃ তদর্থম্ উভয়সদ্ভাবঃ কল্প্যেত, ন তু এতৎ অস্তি। ন হি একত্বাবগতিনিবন্ধনঃ কশ্চিৎ অস্তি ব্যবহারঃ, তদবগতেঃ সর্বোত্তরত্বাৎ। তথাহি—"তত্ত্বমসি" ইতি ঐকাত্ম্যাবগতিঃ সমস্তপ্রমাণতৎফলতদ্ব্যবহারান্ অপবাধমানা এব উদীয়তে, ন এতস্যাঃ পরস্তাৎ কিঞ্চিৎ অনুকূলং প্রতিকূলং চ অস্তি, যৎ অপেক্ষেত, যেন চ ইয়ং প্রতিক্ষিপ্যেত। তত্র অনুকূলপ্রতিকূলনিবারণাৎ ন অতঃপরং কিঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষ্যম্ ইতি। ন চ ইয়ম্ অবগতিঃ তুলিক্ষীরপ্রায়া ইত্যাহ—"ন চ ইয়ম্" ইতি।

স্যাদেতৎ, অন্ত্যা চেৎ ইয়ম্ অবগতিঃ, নিষ্প্রয়োজনা তর্হি। তথাচ ন প্রেক্ষাবদ্ভিঃ উপাদীয়েত, প্রয়োজনবত্ত্বে বা ন অন্ত্যা স্যাৎ, ইত্যত আহ—"ন চ ইয়ম্ অবগতিঃ অনর্থিকা"। কুতঃ? "অবিদ্যানিবৃত্তিফলদর্শনাৎ"। ন হি ইয়ম্ উৎপন্না সতী পশ্চাৎ অবিদ্যাং নিবর্ত্তয়তি, যেন ন অন্ত্যা স্যাৎ, কিন্তু অবিদ্যাবিরোধিস্বভাবতয়া তন্নিবৃত্ত্যাত্মা এব উদয়তে। অবিদ্যানিবৃত্তিশ্চ ন তৎ-কার্য্যতয়া ফলম্, অপি তু ইষ্টতয়া, ইষ্টলক্ষণত্বাৎ ফলস্য ইতি। প্রতিকূলং পরাচীনং নিরাকর্ত্তুম্ আহ—"ভ্রান্তি র্বা" ইতি। কুতঃ?—"বাধকে"তি।

স্যাদেতৎ, মাভূৎ একত্বনিবন্ধনঃ ব্যবহারঃ অনেকত্বনিবন্ধনস্তু অস্তি, তদেব হি সকলাম্ উদ্বহতি লোকযাত্রাম্, অতঃ তৎসিদ্ধ্যর্থম্ অনেকত্বস্য কল্পনীয়ং তাত্ত্বিকত্বম্, ইত্যত আহ—"প্রাক্ চ" ইতি। ব্যবহারো হি বুদ্ধিপূর্ব্বকারিণাং বুদ্ধ্যা উপপদ্যতে, ন তু অস্যাঃ তাত্ত্বিকত্বেন, ভ্রান্ত্যা অপি তদুপপত্তেঃ, ইতি আবেদিতম্। সত্যং চ তৎ, অবিসম্বাদাৎ অনৃতং চ, বিচারাসহতয়া অনির্বাচ্যত্বাৎ। অন্ত্যস্য ঐকাত্ম্যজ্ঞানস্য অনপেক্ষতয়া বাধকত্বম্, অনেকত্বজ্ঞানস্য চ প্রতিযোগি-গ্রহাপেক্ষয়া দুর্ব্বলত্বেন বাধ্যত্বং বদন্ প্রকৃতম্ উপসংহরতি—"তস্মাৎ অন্ত্যেন প্রমাণেন" ইতি।

স্যাদেতৎ—ন বয়ম্ অনেকত্বব্যবহারসিদ্ধ্যর্থম্ অনেকত্বস্য তাত্ত্বিকত্বং কল্পয়ামঃ, কিন্তু শ্রৌতমেব অস্য তাত্ত্বিকত্বম্, ইতি চোদয়তি—"ননু মৃদাদি" ইতি। পরিহরতি—"ন ইতি উচ্যতে" ইতি। মৃদাদিদৃষ্টান্তেন হি কথঞ্চিৎ পরিণামঃ উন্নেয়ঃ। ন চ শক্য উন্নেতুম্, "মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্" ইতি কারণমাত্রসত্যত্বাবধারণেন কার্য্যস্য অনৃতত্বপ্রতিপাদনাৎ। সাক্ষাৎকূটস্থ-নিত্যত্বপ্রতিপাদকাস্তু সন্তি সহস্রশঃ শ্রুতয়ঃ ইতি ন পরিণামধর্ম্মতা ব্রহ্মণঃ। অথ কূটস্থস্যাপি

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

ভামতী।

পরিণামঃ কস্মাৎ ন ভবতি, ইত্যত আহ—"ন হি একস্য" ইতি। শঙ্কতে—"স্থিতিগতিবৎ" ইতি। যথা একবাণাশ্রয়ে গতিনিবৃত্তী, এবম্ একস্মিন্ ব্রহ্মণি পরিণামশ্চ তদভাবশ্চ কৌটস্থ্যং ভবিষ্যতঃ ইতি। নিরাকরোতি—"ন"। "কূটস্থস্য ইতি বিশেষণাৎ ইতি"। কূটস্থনিত্যতা হি সদাতনী স্বভাবাৎ অপ্রচ্যুতিঃ। সা কথং প্রচ্যুত্যা ন বিরুধ্যতে। ন চ ধর্ম্মিণঃ ব্যতিরিচ্যতে ধর্ম্মঃ, যেন তদুপজনাপায়েঽপি ধর্ম্মী কূটস্থঃ স্যাৎ। ভেদে ঐকান্তিকে গবাশ্ববৎ ধর্ম্মধর্ম্মিভাবাভাবাৎ। বাণাদয়স্তু পরিণামিনঃ স্থিত্যা গত্যা চ পমিণমন্তে ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

দ্বিতীয়ম্ ইদানীং শঙ্কতে—"যচ্চোক্তম্" ইতি। একত্বজ্ঞানোত্তরকালম্ একত্বব্যবহারোঽপি নাস্তি, নতরাম্ অনেকত্বব্যবহারঃ ইতি পরিহরতি—"যদি খলু" ইতি। "ডুলিঃ" কচ্ছপী। ন তস্যাঃ ক্ষীরম্ অস্তি, স্মৃত্যা হি সা অপত্যানি পোষয়তি। "অবগতিঃ" বৃত্তিব্যক্তং স্বরূপম্। যথা খলু ঘটধ্বংসঃ ঘটবিরোধিকার্য্যোদয়ঃ এব ন অভাবঃ, তস্য তুচ্ছত্বেন কার্য্যত্বাযোগাৎ, এবম্ অবিদ্যানিবৃত্তিঃ অপি বিরোধিবিদ্যাভিব্যক্তিঃ ইত্যাহ—"অবিদ্যাবিরোধিস্বভাবত্বয়া" ইতি। অবিদ্যানিবৃত্তিঃ যদি বিদ্যায়াঃ স্বরূপম্, কথং তর্হি বিদ্যাফলম্? অত আহ—"অবিদ্যানিবৃত্তিশ্চ" ইতি। ন বয়ং জ্ঞানাৎ পরাচীনব্যবহারায় দ্বৈতসত্যত্বং কল্পয়ামঃ, কিন্তু প্রাচীনসিদ্ধ্যর্থমেব ইতি শঙ্কতে—"স্যাদেতৎ" ইতি। "একত্বনিবন্ধনো ব্যবহারঃ মাভূৎ"। দ্বৈতসত্যত্বাক্ষেপক ইতি শেষঃ। পূর্ব্বং নানাত্বাংশেন কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয় ইতি গ্রন্থে প্রমাণসিদ্ধাৎ ভেদব্যবহারাৎ ভেদসত্যত্বম্ আশঙ্ক্য পরিহৃতম্, ইদানীং সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধেঃ ভেদসত্যত্বম্ আশঙ্ক্য দেহাত্মভাববৎ মিথ্যাত্বে অপি তদুপপত্তিম্ আহ ইতি ভেদঃ॥১৪

ভামতীর অনুবাদ। ব্রহ্মের একত্ব ও নানাত্ব জ্ঞানের ফলাফল।

আর যে বলিয়াছিলে, একত্বাংশ জ্ঞান হইতে মোক্ষব্যবহার সিদ্ধ হইবে এবং নানাত্বাংশদ্বারা কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয় অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড যাহার আশ্রয় হইয়াছে তাদৃশ লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সিদ্ধ হইবে, সে বিষয়ে **"অপিচ অন্ত্যমিদং প্রমাণম্"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। যদি একত্ব এবং অনেকত্বনিবন্ধন ব্যবহারদ্বয় এক ব্যক্তির অপর্য্যায়ে অর্থাৎ একসঙ্গে সম্ভব হইত, তাহা হইলে সেই দুই রকম ব্যবহারের জন্য উভয়ের অর্থাৎ একত্ব ও অনেকত্বের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হইত; কিন্তু ইহা ত হয় না।- কারণ, একত্বাবগতিনিবন্ধন অর্থাৎ একত্বজ্ঞানবশতঃ কোনও ব্যবহার হয় না, যেহেতু একত্বজ্ঞান সকল ব্যবহারের পরে হইয়া থাকে, তাহাই দেখান হইতেছে—**"তত্ত্বমসি"** অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম তুমি—এই ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞান, প্রত্যক্ষাদি সমস্ত প্রমাণ, তাহার ফল, তাহার ব্যবহার ইত্যাদি সকলকে বাধ করিয়াই উদয় হয়। এই অবগতির পর অনুকূল বা প্রতিকূল কিছুই থাকে না, যাহাকে অপেক্ষা করিবে এবং যাহা কর্ত্তৃক এই জ্ঞান বাধিত হইবে। সে সময়ে অনুকূল ও প্রতিকূল বারণ হইয়া যায় বলিয়া তাহার পর আর কিছুই আকাঙ্ক্ষা করিবার থাকে না। আর এই অবগতি ডুলিক্ষীরপ্রায় অর্থাৎ কচ্ছপীর দুগ্ধের মত অলীক নহে—এই কথা **নচেয়ং** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন।

অবগতি সর্ব্বশেষে হয় বলিয়া নিষ্প্রয়োজন হয় না।

আচ্ছা, এই অবগতি যদি সর্ব্বশেষে হয়, তাহা হইলে ত ইহা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে প্রেক্ষাবৎকর্ত্তৃক অর্থাৎ যাঁহারা বিশেষ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, তৎকর্ত্তৃক ইহা উপাদেয় অর্থাৎ গৃহীত হইতে পারে না। আর যদি প্রয়োজনবিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে সর্ব্বশেষে হইত না, এইজন্য **ন চ ইয়ং অবগতিঃ অনর্থিকা** অর্থাৎ এই অবগতি অনর্থক নহে, এই গ্রন্থ বলিতেছেন। যদি বল—কেন নয়? তজ্জন্য বলিতেছেন—**"অবিদ্যানিবৃত্তিফলদর্শনাৎ"** ইত্যাদি। অর্থাৎ যেহেতু অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এই অবগতি উৎপন্ন হইয়া তাহার পর অবিদ্যাকে নিবৃত্তি করে না, যে জন্য ইহা অন্ত্যা অর্থাৎ সর্ব্বশেষবর্ত্তিনী হইবে না, কিন্তু অবিদ্যাবিরোধিস্বভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ অবিদ্যাকে নাশ করা ইহার স্বভাব বলিয়া তন্নিবৃত্ত্যাত্মাই অর্থাৎ তাহার নিবৃত্তিস্বরূপ হইয়াই উদিত হয়। আর অবিদ্যানিবৃত্তি অবগতির কার্য্য বলিয়া ফল নহে, কিন্তু ইষ্ট অর্থাৎ অভিলষিত বলিয়া ফল বলা হয়। কারণ, ইষ্টলক্ষণই ফল হইয়া থাকে, অর্থাৎ অভিলষিত বস্তুকেই ফল বলে। সেই অবগতির পরাচীন অর্থাৎ পরবর্ত্তী প্রতিকূল কিছু হয় বলিলে **"ভ্রান্তির্বা"** এই গ্রন্থদ্বারা তাহা নিরাস করিতেছেন। যদি বল, কেন প্রতিকূল কিছু হয় না? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে **"বাধকজ্ঞানান্তরাভাবাচ্চ"** অর্থাৎ বাধক অন্য জ্ঞান হয় না বলিয়া, এই গ্রন্থ বলিতেছেন।

ব্রহ্মে অনেকত্বের তাত্ত্বিকত্ব অনুপপন্ন।

আচ্ছা, একত্বনিবন্ধন ব্যবহার না হউক, কিন্তু অনেকত্বনিবন্ধন ব্যবহার হয় এবং তাহাই সমস্ত লোক-

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

ভামতীর অনুবাদ।

যাত্রা অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহার নির্ব্বাহ করে। অতএব তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য অনেকত্বের তাত্ত্বিকত্ব কল্পনীয়। এতদুত্তরে **"প্রাক্ চ"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। কারণ, ব্যবহার বুদ্ধিপূর্ব্বকারীর বুদ্ধিদ্বারা উপপন্ন হয়, অর্থাৎ যাঁহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য করেন, তাঁহাদের ব্যবহার বুদ্ধিদ্বারা হইয়া থাকে, কিন্তু এই বুদ্ধির তাত্ত্বিকত্বপ্রযুক্ত হয় না, অর্থাৎ এই বুদ্ধি যথার্থ বলিয়া নহে, যেহেতু ভ্রান্তিবশতঃও সেই ব্যবহার হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আর তাহা অবিসংবাদ অর্থাৎ সফলপ্রবৃত্তিজনকতাবশতঃ সত্যও বটে; অর্থাৎ ব্যবহারকালে কোন প্রমাণের সহিত বিসম্বাদ হয় না বলিয়া সত্য। আর তাহা মিথ্যাও বটে; কারণ, তাহা বিচারসহ নহে বলিয়া অনির্ব্বচনীয়। অন্ত্য অর্থাৎ সর্ব্বশেষে হয় যে একাত্মতা জ্ঞান, তাহা কাহারও অপেক্ষা করে না বলিয়া তাহা বাধক হয়। আর অনেকত্বজ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞানকে অপেক্ষা করে বলিয়া দুর্ব্বল হয়, সেইজন্য তাহা বাধিত হয়, ইহা বলিয়া **"তস্মাৎ অন্ত্যেন প্রমাণেন"** অর্থাৎ অন্তিম প্রমাণদ্বারা আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হইলে, এই গ্রন্থদ্বারা উপসংহার করিতেছেন।

অনেকত্বের তাত্ত্বিকত্ব শ্রৌতও বলা যায় না।

আচ্ছা, তাহাই হউক, আমরা অনেকত্বব্যবহার সিদ্ধ করিবার জন্য অনেকত্বকে তাত্ত্বিক বলিয়া কল্পনা করিতেছি না, কিন্তু ইহার তাত্ত্বিকত্ব শ্রৌতই, অর্থাৎ ইহা যে তাত্ত্বিক, তাহা শ্রুতি হইতেই পাওয়া যায়, **"ননু মৃদাদি"** ইত্যাদি গ্রন্থে ইহা আশঙ্কা করিতেছেন। **ন ইতি উচ্যতে** এই গ্রন্থদ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন। কারণ, মৃত্তিকাদি দৃষ্টান্তদ্বারা কোন রকমে জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া কল্পনা করিতে হইবে, কিন্তু এ কল্পনা করিতে পারা যায় না। কারণ, **"মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"** অর্থাৎ "মৃত্তিকাই সত্য" এই শ্রুতি কারণমাত্রের সত্যতাকে অবধারণ করে বলিয়া অর্থাৎ কেবল কারণকে সত্য বলিয়া বুঝাইয়া দিয়া কার্য্যের অনৃতত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, অর্থাৎ কার্য্যকে মিথ্যা বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। আর ব্রহ্মের সাক্ষাৎ কূটস্থনিত্যত্ব-প্রতিপাদিকা সহস্র সহস্র শ্রুতি আছে, এইজন্য ব্রহ্মের পরিণামধর্ম্মতা নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম পরিণামশীল নহেন।

কূটস্থের পরিণাম হয় না।

আর যদি বল, কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকারেরও পরিণাম হয় না কেন? এইজন্য **"ন হি একস্য"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। এ কথায় **"স্থিতিগতিবৎ"** এই গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন, অর্থাৎ যেমন এক বাণকে আশ্রয় করিয়া গতি এবং তাহার নিবৃত্তিরূপ স্থিতি উভয়ই থাকে, তেমনই এক ব্রহ্মে পরিণাম এবং তাহার অভাব যে কৌটস্থ্য অর্থাৎ বিকারাভাব এই উভয়ই থাকিবে। **"ন, কূটস্থস্য ইতি বিশেষণাৎ"** এই বলিয়া তাহার নিরাস করিতেছেন। কূটস্থনিত্যতা শব্দে স্বভাব হইতে সনাতনী অপ্রচ্যুতি বুঝায়, অর্থাৎ সর্ব্বদা স্বভাব হইতে চ্যুত না হওয়াকেই কূটস্থনিত্যতা বলে। সেই কূটস্থনিত্যতা চ্যুতিভাবের সহিত অর্থাৎ পরিণামের সহিত বিরুদ্ধ হয় না কেন?

ধর্ম্মধর্ম্মী পৃথক নহে।

আর ধর্ম্ম কখন ধর্ম্মী হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ পৃথক্ নহে, যাহার জন্য অর্থাৎ যাহার ফলে, ধর্ম্মের উপজন অর্থাৎ উৎপত্তি ও অপায় অর্থাৎ বিনাশ হইলেও ধর্ম্মী কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার থাকিবে? ভেদ ঐকান্তিক হইলে অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অত্যন্ত ভেদ থাকিলে গো এবং অশ্বের ন্যায় ধর্ম্মধর্ম্মিভাব হইত না। কিন্তু বাণপ্রভৃতি বস্তুসকল পরিণামশীল, তাহারা স্থিতি ও গতির দ্বারা পরিণত হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্র এতৎ সিদ্ধং ভবতি—ব্রহ্মপ্রকরণে সর্ব্বধর্ম্মবিশেষরহিতব্রহ্মদর্শনাদেব ফলসিদ্ধৌ সত্যাং যৎ তত্র অফলং শ্রূয়তে ব্রহ্মণঃ জগদাকারপরিণামিত্বাদি তৎ ব্রহ্মদর্শনোপায়ত্বেনৈব বিনিযুজ্যতে, "ফলবৎসন্নিধৌ অফলং তদঙ্গম্" ইতিবৎ, ন তু স্বতন্ত্রং ফলায় কল্প্যতে ইতি। ন হি পরিণামবত্ত্ববিজ্ঞানাৎ পরিণামবত্ত্বম্ আত্মনঃ ফলং স্যাৎ ইতি বক্তুং যুক্তং, কূটস্থ-নিত্যত্বাৎ মোক্ষস্য।

[ননু] কূটস্থব্রহ্মাত্মবাদিন একত্বৈকাত্ম্যাৎ ঈশিত্রীশিতব্যাভাবে ঈশ্বরকারণপ্রতিজ্ঞা বিরোধঃ ইতি চেৎ? ন, অবিদ্যাত্মকনামরূপবীজব্যাকরণাপেক্ষত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বস্য।

* এই পর্য্যন্ত ভাষ্যের ভামতী পূর্ব্বে গিয়াছে, দ্রষ্টব্য।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪]

শাঙ্করভাষ্যম্।

"তস্মাৎ বা এতস্মাদ্ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১)

ইত্যাদিবাক্যেভ্যঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেঃ ঈশ্বরাৎ জগজ্জনিস্থিতি-প্রলয়াঃ ন অচেতনাৎ প্রধানাৎ অন্যস্মাৎ বা ইতি এষঃ অর্থঃ প্রতিজ্ঞাতঃ, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি (ব্রঃ সূঃ ১।১।২)। সা প্রতিজ্ঞা তদবস্থা এব, ন তদ্বিরুদ্ধঃ অর্থঃ পুনঃ ইহ উচ্যতে। কথং ন উচ্যতে অত্যন্তম্ আত্মনঃ একত্বম্ অদ্বিতীয়ত্বং চ ব্রুবতা? শৃণু যথা ন উচ্যতে। সর্ব্বজ্ঞস্য ঈশ্বরস্য আত্মভূতে ইব অবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়ে সংসার-প্রপঞ্চবীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্য ঈশ্বরস্য মায়াশক্তিঃ প্রকৃতিঃ ইতি চ শ্রুতিস্মৃত্যোঃ অভিলপ্যেতে। তাভ্যাম্ অন্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ,

"আকাশো বৈ নামরূপয়োঃ নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৮।১৪।১)

ইতি শ্রুতেঃ।

"নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ ৬।৩।২)

"সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাঽভিবদন্ যদাস্তে" (তৈঃ আঃ ৩।১২।৭)

"একং বীজং বহুধা যঃ করোতি" (শ্বেঃ ৬।১২)

ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। এবম্ অবিদ্যাকৃতনামরূপোপাধ্যনুরোধী ঈশ্বরো ভবতি। ব্যোম ইব ঘটকরকাদ্যুপাধ্যনুরোধি। স চ স্বাত্মভূতান্ এব ঘটাকাশস্থানীয়ান্ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-নামরূপকৃতকার্য্যকরণসংঘাতানুরোধিনঃ জীবাখ্যান্ বিজ্ঞানাত্মনঃ প্রতি ঈষ্টে ব্যবহার-বিষয়ে। তদেবম্ অবিদ্যাত্মকোপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্য ঈশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্ব-শক্তিত্বং চ, ন পরমার্থতঃ বিদ্যয়া অপাস্তসর্ব্বোপাধিস্বরূপে আত্মনি ঈশিত্রীশিতব্যসর্ব্বজ্ঞত্বাদি-ব্যবহার উপপদ্যতে। তথা চ উক্তং—

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা" (ছাঃ ৭।২৪।১) ইতি।

"যত্র ত্বস্য সর্ব্বম্ আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ।" (বৃঃ ৪।৫।২৫)

ইত্যাদিনা চ। এবং পরমার্থাবস্থায়াং সর্ব্বব্যবহারাভাবং বদন্তি বেদান্তাঃ সর্ব্বে। তথা ঈশ্বরগীতাসু অপি—

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥"
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥" (গীতা ৫।১৪-১৫)

ইতি পরমার্থাবস্থায়াম্ ঈশিত্রীশিতব্যাদিব্যবহারাভাবঃ প্রদর্শ্যতে। ব্যবহারাবস্থায়াং তু উক্তঃ শ্রুতৌ অপি ঈশ্বরাদিব্যবহারঃ,

"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল
এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইতি।

তথা চ ঈশ্বরগীতাসু অপি—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (গীতাঃ ১৮।৬১) ইতি।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

শাঙ্করভাষ্যম্।

সূত্রকারোঽপি পরমার্থাভিপ্রায়েণ "তদনন্যত্বম্" ইতি আহ। ব্যবহারাভিপ্রায়েণ তু "স্যাল্লোকবৎ" ইতি মহাসমুদ্রস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ কথয়তি। অপ্রত্যাখ্যায় এব কার্য্যপ্রপঞ্চং পরিণামক্রিয়াং চ আশ্রয়তি সগুণেষু উপাসনেষু উপযোক্ষ্যতে ইতি ।১৪

ভাষ্যানুবাদ। সৃষ্টিশ্রুতির তাৎপর্য্য অপরিণামি ব্রহ্মজ্ঞান।

তাহা হইলে অর্থাৎ যে সকল শ্রুতি জগৎসৃষ্টির কথা বলিতেছেন, তাহাদের স্বার্থে কোন তাৎপর্য্য না থাকিলে ইহা সিদ্ধ হইল যে, ব্রহ্মপ্রকরণে অর্থাৎ যেখানে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে সেখানে, সর্ব্বধর্ম্মবিশেষরহিত ব্রহ্মদর্শন হইতেই অর্থাৎ সকল ধর্ম্মরহিত ও বিশেষরহিত অর্থাৎ রূপগুণক্রিয়াপ্রভৃতি যাহার দ্বারা কোন বস্তুকে মূলতঃ অন্যবস্তু হইতে পৃথক্ করা যায়, তাদৃশ বিশেষরহিত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতেই, ফলসিদ্ধি হইলে যাহা সেখানে ব্রহ্মের জগদাকারপরিণামিত্বাদি অফলবাক্য শুনা যায়, অর্থাৎ ব্রহ্ম জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন ইত্যাদি যে নিষ্ফল বাক্য শুনা যায়, তাহা ব্রহ্মদর্শনের উপায়রূপেই বিনিযুক্ত হয়, অর্থাৎ তাহা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের উপায়রূপেই গৃহীত হয়, যেমন "ফলবৎসন্নিধিতে (উল্লিখিত) অফল (কর্ম্ম) তাহার অঙ্গ হয়", অর্থাৎ যেমন কর্ম্মমীমাংসায় ফলবিশিষ্ট দর্শপৌর্ণমাসযাগপ্রকরণে স্বতন্ত্রভাবে নিষ্ফল যে প্রযাজাদি যাগ আছে, সেগুলি যেমন দর্শপৌর্ণমাসের অঙ্গ অর্থাৎ উপায়রূপে ব্যবহৃত হয় সেইরূপ। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে কোন ফলের নিমিত্ত বলিয়া কল্পিত হয় না, অর্থাৎ স্বাধীনভাবে সৃষ্টিবাক্যগুলিকে ফলজনক বলিয়া কল্পনা করা হয় না। আর পরিণামবত্ত্বের বিজ্ঞান হইতে আত্মার পরিণামবত্ত্বই ফল হইবে, এরূপ বলা যায় না, অর্থাৎ "তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি" অর্থাৎ 'তাহাকে যে ভাবে উপাসনা করা যায়, তাহাই হয়', এই শ্রুতি অনুসারে পরিণামি ব্রহ্ম এই জ্ঞান হইতে পরিণামি ব্রহ্মের প্রাপ্তিই ফল হইবে, ইহা বলিতে পার না; কারণ, মোক্ষপদার্থ কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার ও নিত্য।

প্রতিজ্ঞাবিরোধ দোষও হয় না।

যদি বল, কূটস্থব্রহ্মাত্মবাদীর মতে অর্থাৎ নির্ব্বিকার ব্রহ্মই আত্মা একথা যিনি বলেন তাঁহার মতে, একত্বের ঐকান্ত্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মের একত্বই ঐকান্তিক অর্থাৎ অব্যভিচরিত বলিয়া ঈশিতৃ ও ঈশিতব্যের অভাবে ঈশ্বরকারণরূপ প্রতিজ্ঞার বিরোধ হয়, অর্থাৎ ঈশ্বর অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা আর ঈশিতব্য অর্থাৎ যাহাদিগকে তিনি শাসন করিবেন, সেই শাসনাধীন জীব না থাকিলে ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়া "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ হইল ইত্যাদি, তাহা হইলে বলিব না,—তাহা বলিতে পার না; কারণ, সর্ব্বজ্ঞত্বের অবিদ্যাত্মকনামরূপবীজব্যাকরণাপেক্ষত্ব আছে, অর্থাৎ অবিদ্যাস্বরূপ নাম ও রূপই জগতের বীজ, তাহার যে ব্যাকরণ অর্থাৎ স্থূলপ্রপঞ্চরূপ কার্য্যের আকারে পরিণাম, তাহাকে অপেক্ষা করিয়াই ঈশ্বরত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি হইয়া থাকে।

"তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১)

অর্থাৎ সেই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল, ইত্যাদি বেদবাক্য হইতে অবগত হওয়া যায় যে, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ম অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া নিত্য, অবিদ্যাদি দোষশূন্য বলিয়া শুদ্ধ এবং জড়তা নাই বলিয়া বুদ্ধ এবং সংসারকালেও তাঁহার বন্ধন হয় না বলিয়া তিনি মুক্ত এবং সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর হইতে জগজ্জনিস্থিতিপ্রলয় অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়; কিন্তু অচেতন প্রকৃতি বা অন্য কোন বস্তু হইতে হয় না। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রে সূত্রকারও ইহাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। সেই প্রতিজ্ঞা তদবস্থই আছে, অর্থাৎ সেই রূপই আছে, এখানে আর তাহার বিরুদ্ধ কিছুই বলা হইতেছে না।

অবিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের উপপত্তি।

যদি বল, কেন বিরুদ্ধ বলা হইতেছে না; কারণ, তুমি যে, ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্ব বলিতেছ, অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই বলিতেছ? তাহা হইলে বলিব—যেরূপে বিরুদ্ধ বলা না হয়, তাহা শুন। অবিদ্যাকল্পিত নাম ও রূপ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের যেন আত্মভূত অর্থাৎ নিজস্বরূপ না হইলেও তাঁহার মত, এবং তত্ত্ব ও অন্যত্বদ্বারা অনির্ব্বচনীয় সংসারপ্রপঞ্চের বীজভূত। এই নাম ও রূপই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়াশক্তি এবং প্রকৃতি বলিয়া শ্রুতি এবং স্মৃতিতে অভিলপিত অর্থাৎ কথিত হইয়াছে। ঈশ্বর সেই দুইটি হইতে অন্য অর্থাৎ ভিন্ন। অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত নাম ও রূপ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রায় আত্মস্বরূপ, অর্থাৎ নিজের মত,

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

ভাষ্যানুবাদ।

তাহাদিগকে ঈশ্বরও বলা যায় না, ঈশ্বর ভিন্নও বলা যায় না, অথচ তাহারাই সংসারপ্রপঞ্চ অর্থাৎ কার্য্যসমূহের বীজস্বরূপ এবং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের মায়াশক্তি ও প্রকৃতি বলিয়া শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বলা হয়; সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর নাম ও রূপ হইতে ভিন্নবস্তু। ইহার কারণ,—

"আকাশো বৈ নামরূপয়ো র্নির্ব্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম" (ছাঃ ৮।১৪।১)

অর্থাৎ "আকাশ নাম ও রূপের প্রকাশক এই নাম ও রূপ যাহার অভ্যন্তরে, অথবা যিনি তাহাদের অভ্যন্তরে তাহাই ব্রহ্ম" এইরূপ শ্রুতি আছে। আরও—

"নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ ৬।৩।২)

"সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাঽভিবদন্ যদাস্তে (তৈঃ আঃ ৩।১২।৭)

"একং বীজং বহুধা যঃ করোতি (শ্বেতাঃ ৬।১২)

অর্থাৎ সেই এই দেবতা সংকল্প করিলেন—আমি এই তেজ, জল ও অন্ন নামক তিন দেবতাতে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব (ছাঃ ৬।৩।২)। সেই ধীর ব্রহ্ম সমুদায় রূপের কল্পনা করিয়া ও সকলের নাম প্রদান করিয়া সে সকলের নাম ধারণ করিয়া বিদ্যমান আছেন (তৈঃ আঃ ৩।১২।৭)। যিনি একমাত্র বীজকে বহুপ্রকার করিয়াছেন, (শ্বেঃ ৬।১২) ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ হইতেও ইহাই জানা যায়।

ঈশ্বরের স্বরূপের পরিচয়।

এইরূপে অবিদ্যাকল্পিত নাম ও রূপাত্মক উপাধিযুক্ত হইয়া ঈশ্বর হন। আকাশ যেমন ঘটকরকাদি উপাধিযুক্ত হয় তদ্রূপ। আর সেই ঈশ্বর নিজস্বরূপ ঘটাকাশের স্থানীয় অর্থাৎ ঘটের মধ্যে যে আকাশ থাকে তাহা যেমন মহাকাশ হইতে বাস্তবিক ভিন্ন নহে কিন্তু ঘটরূপ উপাধি অনুসারে তাহাকে মহাকাশ হইতে ভিন্ন বলিয়া ব্যবহার করা হয় মাত্র, ঈশ্বর এবং জীবও সেইরূপ বাস্তবিক ভিন্ন না হইলেও অবিদ্যাকল্পিত নাম রূপাত্মক উপাধি অনুসারে ভিন্ন বলিয়া ব্যবহার হয়, তদ্রূপ অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত নাম ও রূপ হইতে উৎপন্ন কার্য্যকরণসংঘাতানুরোধী অর্থাৎ দেহাদি কার্য্য ও ইন্দ্রিয়াদিকরণ সমষ্টিযুক্ত বিজ্ঞানাত্মক জীবগণকে ব্যবহারবিষয়ে অর্থাৎ ব্যবহারকার্য্যে শাসন করিতেছেন অর্থাৎ নিয়মিতভাবে পরিচালিত করিতেছেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রকার অবিদ্যাত্মক উপাধিপরিচ্ছেদাপেক্ষ অর্থাৎ উপাধিকল্পিত জীব ও জগৎ নামক যে পরিচ্ছেদ অর্থাৎ কাল্পনিক ভেদ তদনুসারে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তিত্ব, কিন্তু পরমার্থতঃ বিদ্যাদ্বারা যাহা হইতে অবিদ্যারূপ সমস্ত উপাধি দূর হইয়া গিয়াছে, সেই আত্মাতে বাস্তবিক ঈশিতৃত্ব ঈশিতব্যত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব জীবত্ব এবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপন্ন হয় না। আর এই বিষয়ে শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা" (ছাঃ ৭।২৪।১)

অর্থাৎ যেকালে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শোনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা অর্থাৎ ব্রহ্ম।

"যত্র তু অস্য সর্ব্বম্ আত্মৈব অভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" (বৃঃ ৪।৫।২৫)

অর্থাৎ যে সময়ে এই সাধকের পক্ষে সমস্ত বস্তুই আত্মস্বরূপ হইয়াছে, তখন কাহার দ্বারা কি দেখিবে ?।

পরমার্থাবস্থায় সমুদায়ব্যবহারবিলোপ।

এইরূপে সমুদায় বেদান্ত শাস্ত্র বলিতেছেন যে, পরমার্থ অবস্থাতে অর্থাৎ যে সময়ে আত্মার স্বরূপে অবস্থিতি হয়, সেই সময় সমস্ত ব্যবহারই নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ ভগবদ্গীতাতেও আছে—

"ন কর্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥ (৫।১৪)

"নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং নচৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"॥ (৫।১৫)

অর্থাৎ ঈশ্বর লোকের কর্তৃত্ব ও কর্ম্মসকল সৃষ্টি করেন নাই এবং কর্ম্মফল অর্থাৎ সুখদুঃখের সহিত সংযোগ অর্থাৎ সুখদুঃখভোগও সৃষ্টি করেন নাই, কিন্তু স্বভাব অর্থাৎ অবিদ্যা কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবৃত্ত হয়। বিভু অর্থাৎ ঈশ্বর কাহারও পাপগ্রহণ করেন না, পুণ্যও গ্রহণ করেন না, অবিদ্যাদ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে, সেই হেতু অবিবেকী জীবগণ মুগ্ধ হয়, অর্থাৎ আমি করিতেছি বা করাইতেছি ইত্যাদি মনে করে, ইহা কিন্তু মোহ ব্যতীত কিছুই নহে।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব ।)

[তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪]

ব্যবহারকালে ঈশ্বরাদিব্যবহার।

এইরূপে পরমার্থদশাতে ঈশ্বর ও তদধীন জীব প্রভৃতি ব্যবহার থাকে না দেখাইতেছেন। কিন্তু ব্যবহারকালে শ্রুতিতেও ঈশ্বরাদিব্যবহার বলা হইয়াছে—

"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিঃ এষ ভূতপালঃ এষ সেতুঃ বিধরণ এষাং লোকানাং অসম্ভেদায়" (বৃঃ ৪।৪।২২) ইতি

অর্থাৎ সেই এই মহান্ অজ আত্মা, সকলের ঈশ্বর ভূতসমূহের অধিপতি, ইনই ভূতগণের পালক, এই লোকসমূহ যাহাতে মিশ্রিত না হইয়া যায়, এজন্য ইনি সেতু এবং বিধরণ।

ভগবদ্গীতাতেও আছে—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া" ॥ (১৮।৬১)

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! ভগবান্ কর্ম্মরূপ যন্ত্রে আহোরণকারী জীবগণকে মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইয়া সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত থাকেন। অর্থাৎ যেমন কোন লোক কাঠের পুতুলকে যন্ত্রে আরোহণ করাইয়া ঘোরাইয়া থাকে সেইরূপ। ভগবান্ সূত্রকারও পরমার্থদশা অভিপ্রায়ে "তদনন্যত্ব" অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগতের ভেদ নাই বলিতেছেন। কিন্তু ব্যবহারদশাভিপ্রায়ে স্যাল্লোকবৎ এই (১৩ শ) সূত্রে ব্রহ্মকে মহাসমুদ্রতুল্য বলিতেছেন। কার্য্যপ্রপঞ্চকে অপ্রত্যাখ্যান অর্থাৎ অগ্রাহ্য না করিয়াই পরিণাম প্রক্রিয়ার আশ্রয় করিতেছেন, তাহার কারণ, সগুণ অর্থাৎ সাকার উপাসনায় তাহা উপযোগী হইবে।১৪

ভামতী।

অপি চ স্বাধ্যায়াধ্যয়নবিধ্যাপাদিতার্থবত্ত্বস্য বেদরাশেঃ একেনাপি বর্ণেন অনর্থকেন ন ভবিতব্যম্, কিং পুনঃ ইয়তা জগতঃ ব্রহ্মযোনিত্বপ্রতিপাদকেন বাক্যসন্দর্ভেণ ? তত্র ফলবদ্ব্রহ্মদর্শনসমাম্নানসন্নিধৌ অফলং জগদ্যোনিত্বং সমাম্নায়মানং তদর্থং সৎ তদুপায়তয়া অবতিষ্ঠতে ন অর্থান্তরার্থম্ ইত্যাহ—"ন চ যথা ব্রহ্মণ" ইতি। অতো ন পরিণামপরত্বম্ অস্য ইত্যর্থঃ।

তদনন্যত্বম্ ইত্যস্য সূত্রস্য প্রতিজ্ঞাবিরোধং শ্রুতিবিরোধং চ চোদয়তি—"কূটস্থব্রহ্মাত্মবাদিনঃ" ইতি। পরিহরতি—"ন"। "অবিদ্যাত্মক" ইতি। নাম চ রূপং চ তে এব বীজং, তস্য ব্যাকরণং কার্য্যপ্রপঞ্চঃ তদপেক্ষত্বাৎ ঐশ্বর্য্যস্য। এতদুক্তং ভবতি, ন তাত্ত্বিকম্ ঐশ্বর্য্যং সর্ব্বজ্ঞত্বং চ ব্রহ্মণঃ, কিন্তু অবিদ্যোপাধিকম্ ইতি তদাশ্রয়ং প্রতিজ্ঞাসূত্রং, তত্ত্বাশ্রয়ং তু তদনন্যত্বসূত্রং, তেন অবিরোধঃ। সুগমম্ অন্যৎ।১৪

ভামতীর অনুবাদ। জগৎ ব্রহ্মপরিণাম নহে।

আরও "স্বাধ্যায়ঃ অধ্যেতব্যঃ" এইরূপে বেদের অধ্যয়ন বিধিদ্বারা যাহার অর্থবত্ত্ব অর্থাৎ প্রয়োজনবত্ত্ব আপাদিত অর্থাৎ বোধিত হইয়াছে, সেই বেদরাশির একটী বর্ণও অনর্থক হইতে পারে না, জগতের ব্রহ্মযোনিত্বপ্রতিপাদক এই বাক্যসন্দর্ভের কথা আর কি ? অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের কারণ, ইহার প্রতিপাদক এতখানি গ্রন্থের কথা আর কি বলিব ? সেই বেদে ফলবদ্ব্রহ্মদর্শনসমাম্নানসন্নিধিতে অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন মোক্ষপ্রাপ্তিরূপ-ফলবিশিষ্ট, এইরূপ কথনের নিকটে সমাম্নাত অর্থাৎ কথিত অফলজগদ্যোনিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের কারণ, এইরূপ যে নিষ্ফলবাক্য কথিত হইয়াছে, তাহা তদর্থ হইয়া, অর্থাৎ মোক্ষলাভই ইহার প্রয়োজন, এইরূপে সার্থক হইয়া মোক্ষলাভের উপায়রূপে ইহা বর্ত্তমান আছে, অন্য কোন প্রয়োজনের জন্য নহে, ইহাই—"ন চ যথা ব্রহ্মণঃ" এই গ্রন্থে বলিতেছেন। অতএব ব্রহ্মপরিণাম জগৎ—ইহা এ গ্রন্থের তাৎপর্য্য নহে।

সূত্রশ্রুতির সহিত বিরোধপরিহার।

"তদনন্যত্বম্" এই সূত্রের প্রতিজ্ঞাসূত্রের সহিত এবং শ্রুতির সহিতও বিরোধ হয়, অর্থাৎ যদি ব্রহ্মভিন্ন আর কোন বস্তু বাস্তবিক না থাকে, তাহা হইলে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই প্রতিজ্ঞাসূত্রের ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয় এই প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইয়া যায়; কারণ, জগৎ না থাকিলে ভগবান্ তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা হইবেন কি করিয়া ? "এবং যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয় বলা হইয়াছে, তাহার সহিতও বিরোধ হয়, ইহাই "কূটস্থব্রহ্মাত্মবাদিনঃ" এই গ্রন্থে

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

ভাবে চোপলব্ধেঃ।১৫

ভামতীর অনুবাদ।

আশঙ্কা করিতেছেন। "ন" বলিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন। অবিদ্যাত্মক ইত্যাদি গ্রন্থের অর্থ এই—যেহেতু ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য, নাম এবং রূপ দুইটাই বীজ এবং তাহার ব্যাকরণ অর্থাৎ কার্য্যপ্রপঞ্চ, তাহাকে অপেক্ষা করে। ইহাতে বলা হইতেছে যে, ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব তাত্ত্বিক অর্থাৎ বাস্তবিক নহে, কিন্তু অবিদ্যারূপ উপাধিকল্পিত; অবিদ্যাকল্পিত ঐশ্বর্য্যকে অবলম্বন করিয়া "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই প্রতিজ্ঞাসূত্র হইয়াছে এবং প্রকৃততত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া "তদনন্যত্ব" সূত্রটি হইয়াছে, অতএব আর বিরোধ হইল না। এতদ্ভিন্ন ভাষ্য অনায়াসে বুঝা যাইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভাবে চোপলব্ধেঃ। *

ইতশ্চ কারণাৎ অনন্যত্বং কার্য্যস্য, যৎকারণং ভাবে এব কারণস্য কার্য্যম্ উপলভ্যতে ন অভাবে। তদ্ যথা সত্যাং মৃদি ঘটঃ উপলভ্যতে, সৎসু চ তন্তুষু পটঃ। ন চ নিয়মেন অন্যভাবে অন্যস্য উপলব্ধিঃ দৃষ্টা। ন হি অশ্বো গোঃ অন্যঃ সন্ গোর্ভাবে এব উপলভ্যতে। ন চ কুলালভাবে এব ঘটঃ উপলভ্যতে। সত্যপি নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবে অন্যত্বাৎ।

ননু অন্যস্য ভাবেঽপি অন্যস্য উপলব্ধিঃ নিয়তা দৃশ্যতে, যথা অগ্নিভাবে ধূমস্য ইতি। ন ইত্যুচ্যতে, উদ্বাপিতেঽপি অগ্নৌ গোপালঘুটিকাদিধারিতস্য ধূমস্য দৃশ্যমানত্বাৎ। অথ ধূমং কয়াচিৎ অবস্থয়া বিশিংষ্যাৎ ঈদৃশো ধূমো ন অসতি অগ্নৌ ভবতি ইতি। ন এবমপি কশ্চিৎ দোষঃ। তদ্ভাবানুরক্তাং হি বুদ্ধিং কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বে হেতুং বয়ং বদামঃ। ন চ অসৌ অগ্নিধূময়োঃ বিদ্যতে।

"ভাবাচ্চোপলব্ধেঃ"

ইতি বা সূত্রম্। ন কেবলং শব্দাদেব কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বং; প্রত্যক্ষোপলব্ধিভাবাচ্চ তয়োঃ অনন্যত্বম্ ইত্যর্থঃ। ভবতি হি প্রত্যক্ষোপলব্ধিঃ কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বে। তদ্ যথা তন্তুসংস্থানে পটে তন্তুব্যতিরেকেণ পটো নাম কার্য্যং নৈব উপলভ্যতে, কেবলাস্তু তন্তবঃ আতানবিতানবন্তঃ প্রত্যক্ষম্ উপলভ্যন্তে, তথা তন্তুষু অংশবঃ অংশুষু তদবয়বাঃ। অনয়া প্রত্যক্ষোপলব্ধ্যা লোহিতশুক্লকৃষ্ণানি, ত্রীণি রূপাণি, ততো বায়ুমাত্রম্ আকাশমাত্রং চ ইতি অনুমেয়ম্। (ছাঃ ৬।৪) ততঃ পরং ব্রহ্ম একমেব অদ্বিতীয়ং, তত্র সর্ব্বপ্রমাণানাং নিষ্ঠাম অবোচাম।১৫

ভাষ্যানুবাদ। কার্য্যকারণের অনন্যত্বে অনুমান।

সূত্রার্থ—[কারণের সহিত কার্য্যের অনন্যত্ববিষয়ে শ্রুত্যাদিবিরোধ সমাধান করা হইল, এক্ষণে সেই অনন্যত্ববিষয়ে অনুমানপ্রমাণ দেখাইতেছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতিরেকে কার্য্যের অভাবে অনুমান বলিতেছেন।] যেহেতু কারণের "ভাবে" অর্থাৎ সত্ত্বে এবং উপলব্ধিতে কার্য্যের সত্তা এবং উপলব্ধি হয়। [এই কারণেও ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে কার্য্যের অভাব অনুমিত হয়]

আর এই যুক্তিবশতঃ কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব অর্থাৎ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের অভাব সিদ্ধ হয়; 'যৎ কারণে' অর্থাৎ যেহেতু কারণের ভাবেই অর্থাৎ সত্তাতেই কার্য্য উপলব্ধ হয়, অভাবে হয় না, অর্থাৎ কারণ না থাকিলে কার্য্য উপলব্ধ হয় না। যেমন মৃত্তিকা থাকিলে ঘট উপলব্ধ হয় এবং তন্তু থাকিলে পট উপলব্ধ হয়। আর নিয়মিতভাবে, অন্যভাবে অর্থাৎ অন্য বস্তু থাকিলে অন্য বস্তুর উপলব্ধি হয়—ইহা দেখা যায় নাই। কারণ,

* এই সূত্রে প্রথমান্ত পদ না থাকায় ইহা অধিকরণের আরম্ভক সূত্র নহে। ইহার পূর্ব্বসূত্রে অধিকরণ আরম্ভ হওয়ায় এবং সেই সূত্রটী "তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" হওয়ায় "আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" পদটী যেমন হেতুবোধক হইয়াছে এই সূত্রে "চ"-পদটী থাকায় ইহাও তদ্রূপ হেতুবোধক হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বসূত্রটী যেমন সিদ্ধান্তজ্ঞাপক সূত্র, ইহাও তদ্রূপ সিদ্ধান্তজ্ঞাপক সূত্র। পাঠান্তরে এই সূত্রটী "ভাবাচ্চোপলব্ধেঃ" হইয়া থাকে।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[ভাবে চোপলব্ধেঃ।১৫]

ভাষ্যানুবাদ।

অশ্ব গো হইতে ভিন্ন বলিয়া, গোর ভাবে অর্থাৎ গো থাকিলেও উপলব্ধ হয় না। আর কুলালের ভাবে অর্থাৎ কুম্ভকার থাকিলেই ঘট উপলব্ধ হয় না। তাহার কারণ, কুম্ভকার ও ঘটের নিমিত্তনৈমিত্তিকভাব অর্থাৎ কারণকার্য্যভাব থাকিলেও উভয়ের অন্যত্ব আছে, অর্থাৎ উভয়ে ভিন্ন বস্তু।

ব্যভিচারশঙ্কা ও তন্নিরাস।

যদি বল, অন্যের ভাবেও অর্থাৎ অন্য বস্তু থাকিলেও অন্যবস্তুর নিয়মিতভাবে উপলব্ধি হয়—দেখা যায়, যেমন অগ্নি থাকিলে ধূমের জ্ঞান হয়। তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলেও গোপালঘুটিকাদিধারিত ধূমের দর্শন হয়, অর্থাৎ গোশালার ঘুটেতে ধূম থাকে, দেখা যায়।

আর যদি ধূমকে কোন অবস্থার দ্বারা বিশেষিত কর, অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নমূল ধূম, অগ্নি না থাকিলে থাকে না—ইত্যাদি বল, তাহা হইলে বলিব—এরূপ বলিলেও কোন দোষ হয় না। কারণ, আমরা তদ্ভাবানুরক্তা অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের সত্তাবিশিষ্ট কার্য্য ও কারণবিষয়ক বুদ্ধিকে কার্য্য ও কারণের অনন্যত্বের প্রতি হেতু বলি। কিন্তু অগ্নি ও ধূমের তাহা নাই। অথবা এই সূত্রটি পাঠান্তরে—

সূত্রের পাঠান্তরদ্বারা ব্যাখ্যা।

"ভাবাচ্চ উপলব্ধেঃ"

এইরূপ হইবে। ইহার অর্থ—কেবল শব্দবশতঃই যে কার্য্য ও কারণের অভেদ তাহা নহে, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াও কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বুঝা যায়। কারণ, কার্য্য ও কারণ যে অভিন্ন, তাহার প্রত্যক্ষোপলব্ধি হয়, অর্থাৎ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহা যেমন—তন্তুসংস্থান অর্থাৎ সূত্ররূপ অবয়ববিশিষ্ট কাপড়ে তন্তুব্যতীত কাপড় বলিয়া কোন কার্য্য দেখা যায় না, কিন্তু কেবল তন্তুসকলই আতান বিতান অর্থাৎ দীর্ঘপ্রস্থভাবে রহিয়াছে, ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ তন্তুসকলে অংশু অর্থাৎ আঁশসকল এবং অংশুতে তাহার অবয়ব সকলই ওতপ্রোতভাবে থাকে। এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিদ্বারা অনুমান করিতে হইবে যে, লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ তেজ জল ও পৃথিবী এই তিনটী রূপমাত্র। তাহার পর সেই রূপগুলিও কেবল বায়ু এবং বায়ুও কেবল আকাশ। (ছাঃ উঃ ৬।৪) তাহার পর এক মাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন, তাহাতে সকল প্রমাণের পরিসমাপ্তি হয়—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।১৫

ভামতী।

"কারণস্য" ভাবঃ সত্তা চ উপলম্ভশ্চ তস্মিন্, কার্য্যস্য উপলব্ধেঃ ভাবাচ্চ। এতদুক্তং ভবতি—বিষয়পদং বিষয়বিষয়িপরং, বিষয়িপদমপি বিষয়িবিষয়পরং, তেন কারণোপলম্ভভাবয়োঃ উপাদেয়োপলম্ভভাবাৎ ইতি সূত্রার্থঃ সম্পদ্যতে। তথাচ প্রভারূপানুবিদ্ধবুদ্ধিবোধ্যেন চাক্ষুষেণ ন ব্যভিচারঃ, নাপি বহ্নিভাবাভাবানুবিধায়িভাবাভাবেন ধূমভেদেন ইতি সিদ্ধং ভবতি। তত্র যথোক্তহেতোঃ একদেশাভিধানেন উপক্রমতে ভাষ্যকারঃ—"ইতশ্চ কারণাৎ" অনন্যত্বং ভেদাভাবঃ "কার্য্যস্য," "যৎ কারণং" যস্মাৎ কারণাৎ, "ভাবে এব কারণস্য" ইতি। অস্য ব্যতিরেকমুখেন গমকত্বম্ আহ—"ন চ নিয়মেন" ইতি। কাকতালীয়ন্যায়েন অন্যভাবে অন্যৎ উপলভ্যতে, ন তু নিয়মেন ইত্যর্থঃ। হেতুবিশেষণায় ব্যভিচারং চোদয়তি,—"নম্বু অন্যস্য ভাবেঽপি" ইতি। একদেশিমতেন পরিহরতি—"ন ইত্যুচ্যতে" ইতি। শঙ্কয়া একদেশিপরিহারং দূষয়িত্বা পরমার্থপরিহারম্ আহ—"অথ" ইতি। তদনেন হেতুবিশেষণম্ উক্তম্।

পাঠান্তরেণ ইদমেব সূত্রং ব্যাচষ্টে—"ন কেবলং শব্দাদেব" ইতি। পট ইতি হি প্রত্যক্ষবুদ্ধ্যা তন্তব এব আতানবিতনাবস্থা আলম্ব্যন্তে, ন তু তদতিরিক্তঃ পটঃ প্রত্যক্ষম্ উপলভ্যতে। একত্বং তু তন্তূনাম্ একপ্রাবরণলক্ষণার্থক্রিয়াবচ্ছেদাৎ বহূনামপি। যথা একদেশকালাবচ্ছিন্না ধবখদির-পলাশাদয়ো বহবোঽপি বনমিতি। অর্থক্রিয়ায়াং চ প্রত্যেকম্ অসমর্থা অপি অনারভ্যৈব অর্থান্তরং কিঞ্চিৎ মিলিতাঃ কুর্বন্তো দৃশ্যন্তে। যথা গ্রাবাণ উখাধারণম্ একম্। এবম্ অনারভ্য এব অর্থান্তরং তন্তবো মিলিতাঃ প্রাবরণম্ একং করিষ্যন্তি। ন চ সমবায়াৎ ভিন্নয়োরপি

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[ভাবে চোপলব্ধেঃ ।১৫]

ভামতী।

ভেদানবসায়ঃ ইতি—সাম্প্রতম্। অন্যোন্যাশ্রয়ত্বাৎ। ভেদে হি সিদ্ধে সমবায়ঃ সমবায়াচ্চ ভেদঃ। ন চ ভেদে সাধনান্তরম্ অস্তি, অর্থক্রিয়াব্যপদেশভেদয়োঃ অভেদেঽপি উপপত্তেঃ ইতি উপপাদিতম্। তস্মাৎ যৎকিঞ্চিদেতৎ। অনয়া চ দিশা মূলকারণং ব্রহ্মৈব পরমার্থসৎ, অবান্তরকারণানি চ তন্ত্বাদয়ঃ সর্বে অনির্বাচ্যা এব ইত্যাহ—"তথা চ তন্তুষু" ইতি ॥১৫

বেদান্তকল্পতরুঃ।

কার্য্যং কারণাৎ অভিন্নং তদ্‌ভাবে উপলব্ধেঃ ইতি আপাতসিদ্ধে সূত্রার্থে দোষং দৃষ্ট্বা ব্যাখ্যাতি—"কারণস্য ভাবে" ইতি। ভাবঃ ইত্যস্য ব্যাখ্যানং—"সত্তা চ" ইতি। নন্বু কারণস্য ভাবঃ এব সূত্রে প্রতীয়তে কার্য্যস্য উপলব্ধিরেব, তৎ কথম্ উভয়ত্র ইতরেতরবিশিষ্টয়োঃ হেতুত্বম্ অতঃ আহ—"এতৎ" ইতি। বিষয়পদং ভাবপরম্, ভাবো হি উপলব্ধিবিষয়ঃ ইতি তদ্দণ্ডিন্যায়েন বিষয়বিষয়িপরম্। এবং বিষয়িপদম্ উপলব্ধিপদমপি উভয়পরম্ ইত্যর্থঃ। "উপাদেয়ম্" কার্য্যম্। সবিশেষণহেতৌ ফলম্ আহ—"তথা চ" ইতি। উপলব্ধৌ উপলব্ধেঃ ইতি হেতুকারে প্রভাসাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকৃতেন চাক্ষুষেণ ব্যভিচারঃ স্যাৎ। ন হি ঘটাদেঃ প্রভায়াশ্চ অভেদঃ তন্নিবৃত্ত্যর্থং ভাবে ভাবাৎ ইতি বিশেষণম্। ন হি প্রভায়াঃ ভাবে এব ঘটঃ ভবতি ইত্যর্থঃ। যদা তদ্‌ভাবানুরক্তধীবোধ্যত্বং হেত্বর্থঃ তদাপি ভাতি ঘটঃ ইতি প্রভানুরক্তধীগম্যো অনেকান্তঃ তদিদম্ উক্তম্—"প্রভারূপানুবিদ্ধে"তি। যদি ভাবে ভাবাৎ ইতি হেতুঃ তর্হি বহ্নিভাবে ভবতি বিশিষ্ট ধূমে অনেকান্তঃ স্যাৎ। উপলব্ধৌ উপলব্ধেরিতি বিশেষণে তু ন ভবেৎ, ধূমস্য বহ্ন্যুপলব্ধাবেব উপলব্ধিরিতি নিয়মাভাবাৎ ইত্যাহ—"নাপি" ইতি। তদ্‌ভাবানুরক্তাং হি বুদ্ধিং কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বে হেতুং বয়ং বদামঃ ইতি ভাষ্যম্। অত্র কারণ ভাবানুবিদ্ধা কার্য্যবুদ্ধিঃ হেতুত্বেন উক্তা ইতি ন ভ্রমিতব্যম্, তত্রাপি ব্যভিচারস্য উক্তত্বাৎ, কিন্তু সূত্রগতোপলব্ধিঃ বুদ্ধিঃ কার্য্যকারণয়োভয়বিষয়াং(তয়োঃ কার্য্যকারণয়োঃ ভাবেন সত্তয়া উপরক্তাং বিশেষিতাং হেতুং বয়ং বদামঃ ইতি ভাষ্যার্থঃ. ইত্যাহ—"তদনেন" ইতি।)হেতুবিশেষণম্ উক্তং, ন হেত্বন্তরপরত্বেন ব্যাখ্যানম্ ইত্যর্থঃ। পটস্য তন্তুব্যতিরেকেণ অনুপলম্ভঃ সমবায়স্য ভেদপ্রতি-রোধায়কত্বাৎ অন্যথাসিদ্ধঃ ইত্যাশঙ্ক্য আহ "ন চ" ইতি। সম্বন্ধস্য ভিন্নাশ্রিতত্বাৎ ভেদসিদ্ধৌ সমবায়ঃ, সমবায়াচ্চ ব্যতিরেকানুপলব্ধৌ সমাহিতায়াং ভেদসিদ্ধিঃ ইতি অন্যোন্যাশ্রয়ঃ ইত্যর্থঃ। পটঃ তন্তুভ্যো ভিদ্যতে তদুপলম্ভেঽপি কুবিন্দব্যাপারাৎ প্রাক্ অনুপলব্ধত্বাৎ কুম্ভবৎ ইতি অনুমানাৎ ভেদসিদ্ধেঃ ন ইতরেতরাশ্রয়ম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"ন চ ভেদে" ইতি। অভেদবাদিনঃ তন্তূপলম্ভে তদভিন্ন-পটোপলম্ভাৎ হেত্বসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ। কারণসত্ত্বে তন্ত্বাদি সত্যং স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"অনয়া" ইতি।

ভামতীর অনুবাদ। সূত্রমধ্যে নিবেশের প্রয়োজনীয়তা।

[কারণের 'ভাবেই' কার্য্য উপলব্ধ হয়, অভাবে হয় না—ভাষ্যে এইরূপ বলিবার কারণ এই যে,] যেহেতু কারণের যে ভাব অর্থাৎ সত্তা এবং যে উপলম্ভ অর্থাৎ জ্ঞান তাহা হইলে, অর্থাৎ কারণের সত্তা ও জ্ঞান হইলে কার্য্যের উপলব্ধি অর্থাৎ জ্ঞান এবং ভাব অর্থাৎ সত্তা হয়। অর্থাৎ কারণের সত্তা থাকিলে কার্য্যের সত্তা এবং কারণের জ্ঞান হইলে কার্য্যের জ্ঞান হয় বলিয়া কার্য্য ও কারণের ভেদ নাই। ইহাতে বলা হইল যে, বিষয়পদ অর্থাৎ সূত্রস্থিত ভাব পদটি বিষয়বিষয়িপর, অর্থাৎ বিষয় অর্থ মৃত্তিকাদি বস্তু এবং বিষয়ী অর্থ তদ্বিষয়ক জ্ঞানকে বুঝাইতেছে এবং বিষয়ী পদটিও অর্থাৎ সূত্রস্থিত উপলব্ধি পদটিও বিষয়িবিষয়পর ; অর্থাৎ বিষয়ী ও বিষয়কে বুঝাইতেছে। অতএব এইরূপ সূত্রার্থ দাঁড়াইল যে, কারণের উপলম্ভ ও ভাব হইতে উপাদেয়ের অর্থাৎ কার্য্যের উপলম্ভ এবং ভাব হয় বলিয়া কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, অর্থাৎ কারণের জ্ঞান এবং অস্তিত্ব থাকিলে কার্য্যের জ্ঞান ও অস্তিত্ব থাকে বলিয়া কার্য্য কারণভিন্ন নহে। আর তাহা হইলে অর্থাৎ এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে প্রভারূপানুবিদ্ধবুদ্ধিবোধ্য চাক্ষুষ-ঘটাদিদ্বারা ব্যভিচার হইবে না, অথবা বহ্নিভাবাভাবানুবিধায়ী ভাবাভাব অর্থাৎ বহ্নির সত্তা ও অসত্তানুসারে যাহার সত্তা ও অসত্তা হয়, এইরূপ ধূমভেদ অর্থাৎ ধূমবিশেষ অন্তর্ভাবে ব্যভিচার হইল না। অর্থাৎ প্রভা এবং রূপবিষয়ক যে চাক্ষুষ জ্ঞান সেই জ্ঞানজন্য জ্ঞানের বিষয় যে ঘট তদন্তর্ভাবে ব্যভিচার হইল না, অর্থাৎ প্রভা ও রূপবিষয়ক চাক্ষুষবুদ্ধিবোধ্যত্বরূপ হেতু ঘটে আছে; কিন্তু প্রভা ও রূপের সহিত ঘটের তাদাত্ম্যরূপ সাধ্য ঘটে না থাকায় সম্ভাবিত ব্যভিচার হইল না, অর্থাৎ **উপলব্ধৌ উপলব্ধেঃ** এইটি মাত্র তাদাত্ম্যের **হেতু হইলে** প্রভা ও রূপের সহিত ঘটের তাদাত্ম্য না থাকায় চাক্ষুষ ঘটে হেতুর ব্যভিচার হইত। আর তাদাত্ম্যের হেতু যদি **"ভাবে ভাবাৎ"** এইরূপ হইত, তাহা হইলে বহ্নির সত্তাতে ধূমসত্তা এবং বহ্নির অসত্তাতে ধূমের অসত্তা হয় বলিয়া **"ভাবে ভাবাৎ"** হেতু ধূমে আছে, কিন্তু ধূমে বহ্নির তাদাত্ম্য নাই; সুতরাং উক্ত হেতুর বিশেষধূমান্তর্ভাবে ব্যভিচার হইত। এক্ষণে **"ভাবে উপলব্ধৌ চ ভাবাৎ উপলব্ধেঃ"** বলায় আর কোনরূপ ব্যভিচার **হইল না।** তন্মধ্যে যথোক্ত হেতুর অর্থাৎ পূর্ব্বে যে প্রকার হেতু বলা হইল, তাহার একদেশ অভিধানের দ্বারা অর্থাৎ এক অংশ কথনদ্বারা ভাষ্যকার **"ইতশ্চ কারণাৎ অনন্যত্বং"** বাক্যদ্বারা অর্থাৎ এজন্যও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব অর্থাৎ ভেদ নাই, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন। **"যৎ কারণং"** অর্থ - যেহেতু। সুতরাং **"অর্থ" হইল যেহেতু**

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

সত্ত্বাচ্চাবরস্য ।১৬

ভামতীর অনুবাদ।

কারণের ভাবেই অর্থাৎ সত্তাতে ইত্যাদি। **"ন চ নিয়মেন"** ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ব্যতিরেকমুখে অর্থাৎ 'না থাকিলে থাকে না' এই যুক্তির দ্বারা গমকত্ব অর্থাৎ বোধকত্ব দেখাইতেছেন। অর্থাৎ অন্যভাবেঅর্থাৎ 'অন্য বস্তু থাকিলে অন্যোপলব্ধি অর্থাৎ নিয়মিতভাবে অন্য বস্তুর জ্ঞান হয় না, এইরূপ অভাবঘটিত নিয়মদ্বারা এই নিয়মের গমকত্ব, অর্থাৎ যাহার দ্বারা বোঝা যায়, তাহাই বলিতেছেন। তাৎপর্য্য এই যে, কাকতালীয়ন্যায়ে অর্থাৎ কাক উড়িয়া গেল অমনই তাল পড়িল—এই ভাবে কখনও অন্য বস্তু থাকিলে অন্য বস্তু থাকে দেখা যায় বটে, কিন্তু নিয়মিতভাবে দেখা যায় না। **"ননু অন্যস্য ভাবেঽপি"** এই গ্রন্থদ্বারা হেতুতে বিশেষণ দিবার জন্য অর্থাৎ ভাবের বিশেষণ উপলব্ধি এবং উপলব্ধির বিশেষণ ভাব দিবার জন্য ব্যভিচারশঙ্কা করিতেছেন। **"ন ইত্যুচ্যতে"** এই গ্রন্থদ্বারা একদেশী অর্থাৎ সম্প্রদায়বিশেষের মতানুসারে উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন। **"অথ"** ইত্যাদি গ্রন্থে শঙ্কার দ্বারা একদেশীর পরিহারে দোষ দিয়া পরমার্থপরিহার অর্থাৎ প্রকৃত পরিহার বলিতেছেন। এইরূপে এতদ্দ্বারা হেতুর বিশেষণ উক্ত হইল।

সূত্রের পাঠান্তর ব্যাখ্যা।

"ন কেবলং শব্দাদেব" এই গ্রন্থদ্বারা এই সূত্রকেই পাঠান্তরদ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন। কারণ, পট অর্থাৎ বস্ত্র এই প্রত্যক্ষবুদ্ধিদ্বারা তন্তুসকলই আতানবিতানাবস্থাপন্ন অর্থাৎ দীর্ঘপ্রস্থ অবস্থাবিশিষ্ট বলিয়া গৃহীত হয়। কিন্তু তদতিরিক্ত অর্থাৎ সূত্রভিন্ন বস্ত্র প্রত্যক্ষ দেখা যায় না। কিন্তু সূত্রসকল বহু হইলেও তাহাদিগকে যে এক বলিয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা প্রাবরণলক্ষণ অর্থক্রিয়াবচ্ছেদপ্রযুক্ত অর্থাৎ আবরণরূপ একটি অর্থক্রিয়া অর্থাৎ প্রয়োজনীয় কার্য্যকে অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে। অর্থাৎ বস্ত্রগত সূত্র বহু হইলেও সেই বস্ত্রদ্বারা শরীর আবরণরূপ একটি মাত্র কার্য্য নিষ্পন্ন হয় বলিয়া একখানি কাপড় বলিয়া ব্যবহার করা হয়। যেমন একদেশ ও এককালদ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ এক সময়ে এবং একস্থানে অবস্থিত ধব খদির ও পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষসকল বহু হইলেও "বন" এই একত্ব সংখ্যার দ্বারা ব্যবহৃত হয়। আর অর্থক্রিয়াতে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় কার্য্য উৎপাদন করিতে ধবখদিরাদি প্রত্যেকে অসমর্থ হইলেও কিঞ্চিৎ অর্থান্তরকে আরম্ভ না করিয়া অর্থাৎ অন্য কোন বস্তুকে উৎপন্ন না করিয়াই পরস্পর মিলিত হইয়া কোন কার্য্য করিয়া থাকে, দেখা যায়। যেমন গ্রাবা অর্থাৎ প্রস্তর সকল উখাধার অর্থাৎ স্থালীধারণরূপ একটি কার্য্য করে দেখা যায়। এইরূপ অর্থান্তর আরম্ভ না করিয়া অর্থাৎ বস্ত্বন্তর উৎপন্ন না করিয়াই তন্তুসকল পরস্পর মিলিত হইয়া প্রাবরণরূপ একটি আবরণকার্য্য করিবে। আর তন্তু ও পটের সমবায় সম্বন্ধ থাকায় সেই তন্তু ও পট পরস্পর ভিন্ন হইলেও তাহার ভেদের অনবসায় হয়, অর্থাৎ তাহার ভেদগৃহীত হয় না, ইহাও ঠিক্ নহে। কারণ, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়। যেহেতু, তন্তু ও বস্ত্রের ভেদ সিদ্ধ হইলে সমবায় সম্বন্ধ সিদ্ধ হইবে, এবং সমবায় সিদ্ধ হইলে ভেদ সিদ্ধ হইবে, অতএব অন্যোন্যাশ্রয়ই হয়। আর ভেদের পক্ষে সাধনান্তর নাই, অর্থাৎ ভেদসাধক অন্য কোন সামগ্রী নাই; কারণ, কার্য্যকারণের অভেদ হইলেও অর্থক্রিয়া ও ব্যপদেশভেদের অর্থাৎ তন্তু ও বস্ত্রপ্রভৃতি নামভেদের উপপত্তি হয়, ইহা পূর্ব্বে উপপাদিত হইয়াছে, অতএব ইহা অর্থাৎ এই ভেদাভেদবাদ যৎকিঞ্চিৎ, অর্থাৎ তুচ্ছ। **অনয়া দিশা** অর্থাৎ এই প্রকারে জগতের মূলকারণ ব্রহ্মই পরমার্থসৎ বস্তু, আর তন্তু প্রভৃতি অবান্তর কারণ সকল অনির্ব্বচনীয়ই, ইহাই **"তথা তন্ত্বাদ্যু"** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন।১৫

শাঙ্করভাষ্যম্।

সত্ত্বাচ্চাবরস্য ।১৬ *

ইতশ্চ কারণাৎ কার্য্যস্য অনন্যত্বং; যৎকারণং, প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাত্মনৈব কারণে সত্ত্বম্ অবরকালীনস্য কার্য্যস্য শ্রূয়তে।

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১)

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ (ঐঃ আঃ ২।৪।১।১)

* এ সূত্রটিতে ও প্রথমান্ত পদ না থাকায় ইহাও অধিকরণ আরম্ভক সূত্র নহে। প্রত্যুত পঞ্চম্যন্ত পদ থাকায় ইহা ১৪শ সূত্রের হেতুজ্ঞাপক সূত্র।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[সত্ত্বাচ্চাবরস্য ।১৬]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইত্যাদৌ ইদংশব্দগৃহীতস্য কার্য্যস্য কারণেন সামানাধিকরণ্যাৎ। যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ত্ততে, ন তৎ ততঃ উৎপদ্যতে, যথা সিকতাভ্যঃ তৈলম্। তস্মাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ অনন্যত্বাৎ উৎপন্নমপি অনন্যদেব কারণাৎ কার্য্যম্ ইতি অবগম্যতে। যথা চ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি এবং কার্য্যম্ অপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি। একং চ পুনঃ সত্ত্বম্, অতোঽপি অনন্যত্বং কারণাৎ কার্য্যস্য ।১৬

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতি ও যুক্তিপ্রমাণদ্বারা কার্য্যের অনন্যত্ব।

[আর অবরের অর্থাৎ পরবর্ত্তী কার্য্যের কারণে সত্ত্বপ্রযুক্ত কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব হয়—ইহাই সূত্রার্থ]। আর এই জন্যও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব আছে, অর্থাৎ ভেদ নাই; যেহেতু, শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, অবরকালীন কার্য্যের অর্থাৎ পরে উৎপন্ন কার্য্যরূপ জগতের, উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণস্বরূপেই কারণে সত্ত্ব ছিল। কারণ—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১)

অর্থাৎ হে সৌম্য শ্বেতকেতু সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল।

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" (ঐঃ আঃ ২।৪।১।১)

অর্থাৎ অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মাই ছিল।

ইত্যাদি শ্রুতিতে কারণের সহিত ইদম্ শব্দদ্বারা গৃহীত কার্য্যের সামানাধিকরণ্য, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ উভয়েই সমানবিভক্তিক পদদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে বস্তু যৎস্বরূপে যেখানে থাকে না, সে বস্তু তাহা হইতে উৎপন্ন হয় না। যেমন সিকতা অর্থাৎ বালি হইতে তৈল হয় না। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে ভেদ না থাকায় উৎপন্ন কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন নহে, ইহা বুঝাইতেছে। আর যেমন কারণ ব্রহ্ম তিন কালে (অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে) সত্তাকে ব্যভিচার করে না, অর্থাৎ সত্তাশূন্য হয় না, এইরূপ কার্য্য জগৎও অর্থাৎ উৎপন্ন জগৎও তিন কালে সত্তাকে ব্যভিচার করে না, অর্থাৎ সত্তা ত্যাগ করে না। আরও কথা এই যে সত্তা একই, এইজন্যও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব হয়, অর্থাৎ ভেদ নাই। (অর্থাৎ শুদ্ধ সত্তা একই হয়, ঘটসত্তা পটসত্তার ন্যায় বিশিষ্টসত্তাই পৃথক্ হয়। তন্মধ্যে কার্য্যকারণের সত্তা বিশিষ্টসত্তার ন্যায় পৃথক্ও হয় না। উহা একই হয়। যেহেতু কার্য্য কারণ হইতে পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারে না।)

ভামতী।

বিভজতে "ইতশ্চ" ইতি। ন কেবলং শ্রুতিঃ, উপপত্তিশ্চ অত্র ভবতি "যচ্চ যদাত্মনা" ইতি। ন হি তৈলং সিকতাত্মনা সিকতায়াম্ অস্তি, যথা ঘটোঽস্তি মৃদি মৃদাত্মনা। প্রত্যুৎপন্নো হি ঘটো মৃদাত্মনা উপলভ্যতে। নৈবং প্রত্যুৎপন্নং তৈলং সিকতাত্মনা, তেন যথা সিকতায়াঃ তৈলং ন জায়তে, এবম্ আত্মনোঽপি জগৎ ন জায়েত, জায়তে চ, তস্মাদ্ আত্মাত্মনা আসীৎ ইতি গম্যতে। উপপত্ত্যন্তরম্ আহ—"যথা চ কারণং ব্রহ্ম" ইতি। যথা হি ঘটঃ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঘট এব, ন জাতু অসৌ ক্বচিৎ পটো ভবতি এবং সদপি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সদেব, ন তু ক্বচিৎ কদাচিৎ অসদ্ ভবিতুম্ অর্হতি, ইতি উপপাদিতম্ অধস্তাৎ। তস্মাৎ কার্য্যং ত্রিষু অপি কালেষু সদেব, সত্ত্বং চেৎ কিম্ অতো যদ্যেবম্ ইত্যত আহ---"একং চ পুনঃ" ইতি। (সত্ত্বং চ একং কার্য্যকারণয়োঃ, নহি প্রতিব্যক্তি সত্ত্বং ভিদ্যতে।) ততশ্চ অভিন্নসত্তানন্যত্বাৎ এতেঽপি মিথো ন ভিদ্যেতে ইতি। ন চ তাভ্যাম্ অনন্যত্বাৎ সত্ত্বস্যৈব ভেদ ইতি যুক্তম্, তথা সতি হি সত্ত্বস্য সমারোপিতত্বপ্রসঙ্গঃ। তত্র ভেদাভেদয়োঃ অন্যতরসমারোপকল্পনায়াং কিং তাত্ত্বিকাভেদোপাদানা ভেদকল্পনা অস্তু, আহো তাত্ত্বিকভেদোপাদানা অভেদকল্পনা ইতি। বয়ং তু পশ্যামো ভেদগ্রহস্য প্রতিযোগি-গ্রহাপেক্ষত্বাৎ ভেদগ্রহম্ অন্তরেণ চ প্রতিযোগিগ্রহাসম্ভবাৎ অন্যোন্যসংশ্রয়াপত্তেঃ, অভেদ-গ্রহস্য চ নিরপেক্ষতয়া তদনুপপত্তেঃ একৈকাশ্রয়ত্বাচ্চ ভেদস্য একাভাবে তদনুপপত্তেঃ অভেদ-গ্রহোপাদানা এব ভেদকল্পনা ইতি সর্ব্বম্ অবদাতম্ ॥১৬

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[সত্ত্বাচ্চাবরস্য ।১৬]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"উপপত্তিশ্চাত্র ভবতি" ইতি। "আহ" ইতি শেষঃ। উপপত্তিমেব দর্শয়তি "নহি" ইতি। যথা মৃদি ঘটো মৃদাত্মনা অস্তি তথা সিকতায়াং তদাত্মনা ন তৈলম্ অস্তি; "তৎ" উপাদানোপাদেয়স্বভাবকৃতম্ ইত্যর্থঃ। ননু মৃদেব ঘটোৎপত্তেঃ প্রাক্ অস্তি, কথং তদাত্মনা ঘটস্য সত্ত্বা? অত আহ—"প্রত্যুৎপন্নো হি" ইতি। উৎপন্নস্য ঘটস্য মৃদাত্মত্বদর্শনাৎ মৃদি সত্ত্যাং ঘটসত্ত্বং যুক্তম্ ইত্যর্থঃ। ইত্থং তর্কিতে কার্য্যকারণাভেদে প্রযুজ্যতে ঘটঃ মৃন্নিষ্ঠঃ ঘটনিষ্ঠত্বাৎ সত্ত্ববৎ ইতি। এবং জগদ্ব্রহ্মণোঃ অভেদেঽপি শক্যো ব্রহ্মবৃত্তিঃ আকাশবৃত্তিত্বাৎ সত্ত্ববৎ ইতি। কার্য্যস্য কালত্রয়ে সত্ত্বং ভাষ্যোক্তম্ অযুক্তং, তথা সতি কার্য্যত্বব্যাঘাতাৎ ইত্যাশঙ্ক্য অনির্ব্বাচ্যরূপস্য কাদাচিৎকত্বেঽপি কার্য্যস্য তত্ত্বম্ অধিষ্ঠানং, তচ্চ নিত্যম্ ইতি যুক্তিতঃ প্রতিপাদয়তি—"যথাহি ঘট" ইতি। কার্য্যস্য সত্ত্বং স্বরূপং ধর্ম্মো বা আদ্যে তস্য কদাচিৎ অসত্ত্বং ন স্যাৎ। ধর্ম্মত্বে চ সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ ধর্ম্ময়োঃ কার্য্যস্য ধর্ম্মিণঃ অন্বয়াৎ কাদাচিৎকত্বব্যাহতিঃ ইত্যাদি উপপাদিতম্। "অধস্তাৎ" দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাদিতি ভাষ্যব্যাখ্যানাবসরে ইত্যর্থঃ। কার্য্যস্য ত্রিষু কালেষু সত্ত্বে কারণস্যাপি তথাত্বাৎ দ্বে সত্ত্বে স্যাতাং, তথাচ অভেদাসিদ্ধিঃ ইতি উক্তাভিপ্রায়ানভিজ্ঞঃ শঙ্কতে "সত্ত্বং চেৎ" ইতি। ত্রিষু অপি কালেষু কার্য্যস্য সত্ত্বং চেৎ ইত্যর্থঃ। কার্য্যকারণয়োঃ স্বরূপসত্ত্বং চ একম্ ইত্যর্থঃ। যদি কার্য্যকারণয়োঃ একসত্ত্বাৎ অভেদাৎ অভিন্নত্বং, তর্হি তস্যাপি দ্বাভ্যাম্ অভেদাৎ ভেদাপত্তিঃ ইতি আশঙ্ক্য আহ—"ন চ তাভ্যাম্" ইতি। ন হি বয়ং সত্ত্বেন কার্য্যকারণয়োঃ সাক্ষাৎ অভেদং ব্রূমঃ, কিন্তু তত্র তয়োঃ আরোপিতত্বেন তদ্ব্যতিরেকেণ অভাবম্। যদি মন্যেত সত্ত্বমেব কার্য্যকারণয়োঃ আরোপিতম্ অস্তু ইতি, তত্রাহ "তথা সতি হি" ইতি। স্বকৃতস্যৈব প্রসঞ্জনম্ অযুক্তং দর্শয়িতুং তমেব পক্ষবিভাগপূর্ব্বকম্ আহ—"তত্র" ইতি। "ভেদঃ" কার্য্যকারণলক্ষণঃ। "সত্ত্বম্" অভেদঃ। "অস্মাৎ অয়ং ভিন্নঃ" ইত্যত্র পঞ্চম্যুল্লিখিতাবধেঃ গ্রহো ধর্ম্মিণঃ সকাশাৎ অগৃহীতভেদস্য ন সম্ভবতি। ভেদগ্রহশ্চ ন অগৃহীতে প্রতিযোগিন্যে উপপদ্যতে। ধর্ম্মিণোঽপি স্বাপেক্ষয়া তৎপ্রসঙ্গাৎ ততশ্চ অন্যোন্যাশ্রয়গ্রস্তভেদ এব আরোপিতঃ ন অভেদঃ, ইত্যাহ "বয়ং তু" ইতি। যস্তু—যম্ অন্যোন্যাশ্রয়স্য কেনচিৎ উদ্ধারঃ কৃতঃ, প্রতিযোগিত্বেন প্রতীতৌ অধিকরণত্বপ্রতীতিঃ অধিকরণত্বেন প্রতীতৌ প্রতিযোগিত্ব-প্রতীতিশ্চ ভেদগ্রহণকারণং ন ভেদেন গৃহীতত্বম্। একং হি অন্যোন্যাভাবাখ্যভেদং প্রতি স্তম্ভকুম্ভয়োঃ অধিকরণত্বং প্রতিযোগিত্বং চ অস্তি। অতঃ স্বস্মাদপি স্বস্য ভেদগ্রহবারণায় প্রতিযোগিত্বেন ইত্যাদি বিশেষণম্। 'স্তম্ভাৎ ভিন্নঃ কুম্ভঃ' ইত্যত্র হি স্তম্ভঃ প্রতিযোগিত্বেনৈব প্রতীয়তে ন অধিকরণত্বেন। কুম্ভশ্চ অধিকরণত্বেন ন প্রতিযোগিতয়া কুম্ভাদ্ভিন্নঃ স্তম্ভঃ ইতি প্রতীত্যন্তরে তু তমেব ভেদং প্রতি কুম্ভঃ প্রতিযোগিতয়া প্রতিভাতি, স্তম্ভশ্চ ধর্ম্মিতয়া ততশ্চ উক্তবিধবস্তুপ্রতীতিঃ ভেদগ্রহে হেতুরিতি ক্ব ইতরেতরাশ্রয়ম্ ইতি সোঽসাধুঃ। ভেদাধিকরণত্বেন ভেদপ্রতিযোগিত্বেন চ প্রতীতেঃ অপেক্ষায়াম্ অন্যোন্যাশ্রয়াৎ অনিস্তারাৎ, যস্য কস্যচিৎ অধিকরণত্বেন প্রতিযোগিত্বেন চ প্রতীত্যপেক্ষায়াং সত্ত্বাধিকরণত্বেন পুরোদেশাৎ অন্যদেশগতসংসর্গাভাবং প্রতি প্রতিযোগিত্বেন চ স্ফুরতঃ শুক্তীদমংশস্য রজতাৎ ভেদগ্রহ-প্রসঙ্গেন ভ্রমানুদয়প্রসঙ্গাৎ বস্তুবৃত্তেন ভেদাধিকরণস্য তৎপ্রতিযোগিনশ্চ স্বরূপেণ প্রতীত্যপেক্ষাঽপি অতএব অপাস্তা, স্বরূপেণ গৃহীতয়োঃ শুক্তীদমংশরজতয়োঃ বস্তুবৃত্তেন তথাভূতয়োঃ ভেদগ্রহপ্রসঙ্গাৎ। 'এবং স্বরূপং ভেদ' ইতি চ অতএব অপাস্তম্। 'অসাধারণং স্বরূপং ভেদঃ, ইত্যপি ন; অসাধারণত্বস্য ভেদগ্রহাধীনগ্রহত্বেন ভেদান্তরাপেক্ষায়াং স্বরূপভেদাভ্যুপগমভঙ্গাৎ ইতি দিক্। ভেদেন উপজীব্যত্বাচ্চ অভেদো ন অধ্যস্তঃ, ইত্যাহ "একৈকে"তি। বীপ্সয়া ভ্রান্তভেদানুবাদঃ। অত একাভাব ইত্যুক্তম্। ১৬

ভামতীর অনুবাদ। শ্রুতি ও যুক্তিপ্রমাণদ্বারা কার্য্যের অনন্যত্ব।

"ইতশ্চ" এই গ্রন্থে ভাষ্যকার বিভাগ করিতেছেন, অর্থাৎ সূত্রস্থপদের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এ বিষয়ে অর্থাৎ কার্য্যকারণের অনন্যত্ববিষয়ে যে কেবল শ্রুতি প্রমাণই আছে, তাহা নহে, এ বিষয়ে উপপত্তিও আছে। **"যচ্চ যদাত্মনা"** ইত্যাদি বাক্যে সেই যুক্তি দেখাইতেছেন। কারণ, ঘট যেমন মৃত্তিকারূপে মৃত্তিকাতে থাকে, সেরূপ তৈল, সিকতা অর্থাৎ বালিরূপে সিকতাতে থাকে না। যেহেতু প্রত্যেক ঘটই উৎপন্ন হইয়া মৃত্তিকারূপে জ্ঞাত হয়, কিন্তু উৎপন্ন তৈল সিকতারূপে জ্ঞাত হয় না। অতএব যেমন সিকতা হইতে তৈল উৎপন্ন হয় না, তেমনই আত্মা হইতেও জগৎ উৎপন্ন না হউক, অথচ উৎপন্ন ত হয়। অতএব আত্মস্বরূপে জগৎ ছিল—ইহাই বুঝাইতেছে। **"যথা চ কারণং ব্রহ্ম"** এই গ্রন্থদ্বারা অন্যযুক্তি বলিতেছেন। ঘট যেমন সকল সময়ে সকল স্থলে ঘটই থাকে, তাহা যেমন কখনও কোথাও পট হয় না, এইরূপ সৎও সকল স্থলে সকল সময়ে সৎই থাকে, কোথাও কখনও অসৎ হইতে পারে না—ইহা পূর্ব্বে "দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ" এই ভাষ্য ব্যাখ্যাস্থলে উপপাদিত হইয়াছে। অতএব কার্য্যবস্তু তিন কালেই সৎ। কার্য্য যদি তিন কালেই সৎ হয়, তাহা হইলে কি হইল? এই জন্য **"একং চ পুনঃ"** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। কার্য্য ও কারণের সত্ত্ব একই; কারণ, ব্যক্তিভেদে সত্ত্ব ভিন্ন হয় না। আর সেইজন্য অভিন্ন সত্তার সহিত অনন্য অর্থাৎ অভিন্ন বলিয়া ইহারাও অর্থাৎ কার্য্য এবং কারণও মিথঃ অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন হয় না। আর কার্য্য ও কারণের সহিত অনন্য অর্থাৎ অভিন্ন বলিয়া সত্তারই ভেদ আছে, ইহা বলা ঠিক্ নহে; কারণ, তাহা হইলে সত্তার সমারোপিতত্ব প্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ সত্তা আরোপিত হইয়া পড়ে। সেস্থলে ভেদ ও অভেদের মধ্যে অন্যতরের সমারোপকল্পনায় অর্থাৎ একটিকে ভ্রম বলিয়া কল্পনা করিতে হইলে, কি তাত্ত্বিকাভেদোপাদানা অর্থাৎ বাস্তবিক অভেদ যাহার কারণ হইয়াছে, তাদৃশ ভেদকল্পনা হইবে? কিংবা তাত্ত্বিকভেদোপাদান অর্থাৎ বাস্তবিক ভেদ যাহার কারণ হইয়াছে, তাদৃশ অভেদকল্পনা হইবে?' অর্থাৎ তাত্ত্বিক অভেদবশতঃ ভেদের কল্পনা করিবে? না তাত্ত্বিকভেদবশতঃ অভেদের

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন[1] ধর্ম্মান্তরেণ[2] বাক্যশেষাৎ।১৭

ভামতীর অনুবাদ।

কল্পনা করিবে? আমরা কিন্তু দেখিতে পাই ভেদগ্রহ অর্থাৎ ভেদজ্ঞান প্রতিযোগিজ্ঞানকে অপেক্ষা করে বলিয়া এবং ভেদজ্ঞান ব্যতীত প্রতিযোগিজ্ঞান হওয়া অসম্ভব বলিয়া অন্যোন্যাশ্রয় হইয়া পড়ে, আর অভেদগ্রহ অর্থাৎ অভেদজ্ঞান নিরপেক্ষ বলিয়া অর্থাৎ কাহাকেও অপেক্ষা করে না বলিয়া তাহার অনুপপত্তি হয়, অর্থাৎ অন্যোন্যাশ্রয় হইতে পারে না। আর ভেদ এক একটিকে আশ্রয় করে বলিয়া এক না থাকিলে ভেদ হইতে পারে না, অতএব অভেদগ্রহোপাদানাই ভেদকল্পনা হয় অর্থাৎ অভেদজ্ঞানবশতঃই ভেদ কল্পনা হয় বলিতে হইবে। এই প্রকারে সকলই অবদাত হইল অর্থাৎ সকলই নির্দ্দোষ হইয়া গেল।১৬

শাঙ্করভাষ্যম্।

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ।১৭ *

নমু ক্বচিৎ অসত্ত্বমপি প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ—

"অসদেবেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৩।১৯।১) **ইতি**

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ (তৈঃ ২।৭।১) **ইতি চ।**

তস্মাদ্ অসদ্ব্যপদেশাৎ ন প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য সত্ত্বম্ ইতি চেৎ? ন, ইতি ব্রূমঃ, ন হি অয়ম্ অত্যন্তাসত্ত্বাভিপ্রায়েণ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য অসদ্ব্যপদেশঃ, কিং তর্হি, ব্যাকৃত নামরূপত্বাৎ ধর্ম্মাৎ অব্যাকৃতনামরূপত্বং ধর্ম্মান্তরং তেন ধর্ম্মান্তরেণ অয়ম্ অসদ্ব্যপদেশঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সত এব কার্য্যস্য কারণরূপেণ অনন্যস্য। কথম্ এতদ্ অবগম্যতে? বাক্যশেষাৎ। যদুপক্রমে সন্দিগ্ধার্থং বাক্যং তচ্ছেষাৎ নিশ্চীয়তে। ইহ চ তাবৎ—

"অসদেবেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৩।১৯।১)

ইতি অসচ্ছব্দেন উপক্রমে নির্দ্দিষ্টং যৎ, তদেব পুনঃ তচ্ছব্দেন পরামৃশ্য সদিতি বিশিনষ্টি "তৎ সদ্ আসীৎ" ইতি; অসতশ্চ পূর্ব্বাপরকালাসম্বন্ধাৎ আসীৎ—শব্দানুপপত্তেশ্চ।

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ" (তৈঃ ২।৭।১)

ইত্যত্রাপি—

"তদ্ আত্মানং স্বয়ম্ অকুরুত"

ইতিবাক্যশেষে বিশেষণাৎ ন অত্যন্তাসত্ত্বম্। তস্মাৎ ধর্ম্মান্তরেণৈব অয়ম্ অসদ্ব্যপদেশঃ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য। নামরূপব্যাকৃতং হি বস্তু সচ্ছব্দার্হং লোকে প্রসিদ্ধম্। (অতঃ প্রাক্ নামরূপব্যাকরণাৎ অসদিব আসীৎ ইতি উপচর্য্যতে।১৭)

ভাষ্যানুবাদ।

[সূত্রার্থ—অসতের ব্যপদেশবশতঃ উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ ছিল না যদি বল, তাহা হইলে বলিব—না তাহা নহে, অর্থাৎ কার্য্য অত্যন্ত অসৎ নহে, যেহেতু ধর্ম্মান্তরের দ্বারা ব্যপদেশ হইয়াছে। অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ-রূপে কার্য্যথাকিলেও অন্য ধর্ম্ম অনুসারে অসৎ বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে, পরবর্ত্তী বাক্য হইতে ইহা জানা যায়।]

শ্রুত্যর্থে আপত্তি ও তাহার খণ্ডন।

যদি বল উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অসত্ত্বও শ্রুতি কোনস্থলে বলিতেছেন বলিয়া মনে হয়। যথা—**অসদেবেদমগ্র আসীৎ** (ছাঃ ৩।১৯।১) **অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ** (তৈঃ ২।৭।১) অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎই ছিল, এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎ ছিল।

অতএব 'অসদ্ব্যপদেশবশতঃ অর্থাৎ 'অসৎ ছিল' এই কথা বলায় উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব থাকে না ইত্যাদি, তাহা হইলে আমরা বলি, না, ইহা বলিতে পার না। কারণ, এই যে অসদ্ব্যপদেশ অর্থাৎ অসতের

---

* এ সূত্রেও প্রথমান্তপদ না থাকায় ইহাও অধিকরণারম্ভক সূত্র হইল না। ইহার মধ্যে "অসদ্ ব্যপদেশাৎ ইতি চেৎ" এই অংশটী পূর্ব্বপক্ষ সূত্র এবং "ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ" এই অংশটী সিদ্ধান্তপক্ষ। অতএব ইহাতে কার্য্যকারণের অভেদবিষয়ক একটী সন্দেহ উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন করা হইল বুঝিতে হইবে।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ।১৮

ভাষ্যানুবাদ।

উল্লেখ, ইহা উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অত্যন্তাসত্ত্ব অভিপ্রায়ে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে অসত্ত্বের অভিপ্রায়ে নহে, অর্থাৎ কার্য্য একেবারেই ছিল না—একথা বলিবার জন্য নহে। তবে কি? ব্যাকৃতনামরূপত্ব অর্থাৎ যাহার নাম ও রূপ ব্যাকৃত অর্থাৎ স্পষ্ট, তাহার ধর্ম্ম হইতে অব্যাকৃতনামরূপত্ব অর্থাৎ যাহার নাম ও রূপ ব্যাকৃত হয় নাই, তাহার ধর্ম্মটী অন্যধর্ম্ম। সেই অন্যধর্ম্মের দ্বারা উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণস্বরূপে কারণের সহিত অভিন্ন সৎস্বরূপ কার্য্যেরই এই অসদ্ব্যপদেশ অর্থাৎ অসৎ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি বল, কি করিয়া ইহা বুঝিলে? তাহা হইলে বলিব—বাক্যশেষ হইতে ইহা বুঝা গিয়াছে। যথা—উপক্রমে যে সন্দিগ্ধার্থবাক্য থাকে অর্থাৎ যাহার অর্থে সন্দেহ হয়, তাহা শেষের বাক্য হইতে নিশ্চয় হয়। এখানেও—

"অসদেবেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৩।১৯।১)

অর্থাৎ "এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎই ছিল" এই অসৎ শব্দের দ্বারা যাহাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাকেই আবার তৎশব্দের দ্বারা পরামর্শ করিয়া "সৎ" এই বলিয়া বিশেষ করিতেছেন, যথা—তৎসদাসীৎ অর্থাৎ জগৎ সৎস্বরূপ ছিল এবং অসতের পূর্ব্বাপর কালসম্বন্ধ অর্থাৎ অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় "আসীৎ" অর্থাৎ ছিল এই শব্দের অনুপপত্তি হয়, অর্থাৎ আসীৎ এই শব্দটীও সঙ্গত হয় না।

"অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ" (তৈঃ ২।৭।১)

অর্থাৎ "অগ্রে ইহা অসৎ ছিল" এখানেও

"তৎ আত্মানম্ স্বয়ম্ অকুরুত" (তৈঃ ২।৭।১)

অর্থাৎ "সেই ব্রহ্ম স্বয়ং নিজেকে (জগৎরূপে) করিয়াছিলেন" বাক্যশেষে এই বিশেষণ থাকায় কার্য্যের সম্পূর্ণভাবে অসত্ত্ব ছিল না। অতএব অন্য ধর্ম্মরূপেই উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের এই অসদ্ব্যপদেশ অর্থাৎ অসৎ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, নাম ও রূপদ্বারা ব্যাকৃত অর্থাৎ স্পষ্টীকৃত বস্তু "সৎ" শব্দের যোগ্য বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ আছে। অতএব নামরূপের ব্যাকরণের পূর্ব্বে জগৎ যেন ছিল না, এই বলিয়া উপচার করা হইয়াছে।১৭

ভামতী।

ব্যাকৃতত্বাব্যাকৃতত্বে চ ধর্ম্মৌ অনির্ব্বচনীয়ৌ। সূত্রম্ এতৎ নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্॥১৭

বেদান্তকল্পতরু।

ব্যাকৃতনামরূপত্বাদিতি ভাষ্যে বাস্তবাব্যাকৃত্বস্বীকৃতেঃ সাংখ্যবাদাপাতঃ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"ব্যাকৃতত্বে"তি॥১৭

ভামতীর অনুবাদ।

ব্যাকৃতত্ব ও অব্যাকৃতত্ব এই ধর্ম্ম দুইটি অনির্ব্বচনীয়। এই সূত্রটি স্পষ্ট করিয়া ভাষ্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।১৭

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ।১৮ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

যুক্তেশ্চ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য সত্ত্বম্ অনন্যত্বং চ কারণাদ্ অবগম্যতে, শব্দান্তরাচ্চ। যুক্তিস্তাবৎ বর্ণ্যতে দধিঘটরুচকাদ্যর্থিভিঃ প্রতিনিয়তানি কারণানি ক্ষীরমৃত্তিকাসুবর্ণাদীনি উপাদীয়মানানি লোকে দৃশ্যন্তে। ন হি দধ্যর্থিভিঃ মৃত্তিকা উপাদীয়তে, ন ঘটার্থিভিঃ ক্ষীরং, তৎ অসৎকার্য্যবাদে ন উপপদ্যেত। অবিশিষ্টে হি প্রাগুৎপত্তেঃ সর্ব্বস্য সর্ব্বত্র অসত্ত্বে কস্মাৎ ক্ষীরাদেব দধি উৎপদ্যতে, ন মৃত্তিকায়াঃ? মৃত্তিকায়া এব চ ঘটঃ উৎপদ্যতে, ন ক্ষীরাৎ। অথ অবিশিষ্টেঽপি প্রাক্ অসত্ত্বে ক্ষীরে এব দধ্নঃ কশ্চিৎ অতিশয়ঃ ন মৃত্তিকায়াং, মৃত্তিকায়ামেব চ ঘটস্য কশ্চিৎ অতিশয়ঃ, ন ক্ষীরে ইত্যুচ্যেত, তর্হি অতিশয়বত্ত্বাৎ প্রাগবস্থায়াঃ অসৎকার্য্যবাদহানিঃ সৎকার্য্যবাদসিদ্ধিশ্চ। শক্তিশ্চ কারণস্য কার্য্য-

---

* এ সূত্রটীতেও প্রথমান্ত পদ না থাকায় ইহাও অধিকরণ আরম্ভক সূত্র নহে। কেবল পঞ্চম্যন্ত পদ থাকায় ইহা কার্য্য ও কারণের অনন্যত্বের প্রতি হেতুর বোধক মাত্র।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ।১৮]

শাঙ্করভাষ্যম্।

নিয়মার্থা কল্প্যমানা ন অন্যা অসতী বা কার্য্যং নিযচ্ছেৎ, অসত্ত্বাবিশেষাৎ অন্যত্বাবিশেষাচ্চ। তস্মাৎ কারণস্য আত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চ আত্মভূতং কার্য্যম্। অপি চ কার্য্যকারণয়োঃ দ্রব্যগুণাদীনাং চ অশ্বমহিষবৎ ভেদবুদ্ধ্যভাবাৎ তাদাত্ম্যম্ অভ্যুপগন্তব্যম্। সমবায়কল্পনায়ামপি সমবায়স্য সমবায়িভিঃ সম্বন্ধে অভ্যুপগম্যমানে তস্য তস্য অন্যোন্যঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্যঃ, ইতি অনবস্থাপ্রসঙ্গঃ। অনভ্যুপগম্যমানে চ বিচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। অথ সমবায়ঃ স্বয়ংসম্বন্ধরূপত্বাৎ অনপেক্ষ্য এব অপরং সম্বন্ধং সম্বধ্যতে, সংযোগোঽপি তর্হি স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাৎ অনপেক্ষ্য এব সমবায়ং সম্বধ্যেত। তাদাত্ম্যপ্রতীতেশ্চ দ্রব্যগুণাদীনাং সমবায়কল্পনানর্থক্যম্। কথং চ কার্য্যম্ অবয়বিদ্রব্যং কারণেষু অবয়বদ্রব্যেষু বর্ত্তমানং বর্ত্ততে? কিং সমস্তেষু অবয়বেষু বর্ত্তেত উত প্রত্যবয়বম্। যদি তাবৎ সমস্তেষু বর্ত্তেত, তত অবয়ব্যনুপলব্ধিঃ প্রসজ্যেত, সমস্তাবয়বসন্নিকর্ষস্য অশক্যত্বাৎ। ন হি বহুত্বং সমস্তেষু আশ্রয়েষু বর্ত্তমানং ব্যস্তাশ্রয়গ্রহণেন গৃহ্যতে। অথ অবয়বশঃ সমস্তেষু বর্ত্তেত তদাপি আরম্ভকাবয়বব্যতিরেকেণ অবয়বিনঃ অবয়বাঃ কল্প্যেরন্ যৈঃ আরম্ভকেষু অবয়বেষু অবয়বশঃ অবয়বী বর্ত্তেত, কোশাবয়বব্যতিরিক্তৈর্হি অবয়বৈঃ অসিঃ কোশং ব্যাপ্নোতি। অনবস্থা চ এবং প্রসজ্যেত। তেষু তেষু অবয়বেষু বর্ত্তয়িতুম্ অন্যেষাম্ অন্যেষাম্ অবয়বানাং কল্পনীয়ত্বাৎ। অথ প্রত্যবয়বং বর্ত্তেত, তদা একত্র ব্যাপারে অন্যত্র অব্যাপারঃ স্যাৎ। ন হি দেবদত্তঃ স্রুঘ্নে সন্নিধীয়মানঃ তদহরেব পাটলিপুত্রেঽপি সন্নিধীয়তে। যুগপৎ অনেকত্র বৃত্তৌ অনেকত্বপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ, দেবদত্তযজ্ঞদত্তয়োরিব স্রুঘ্নপাটলিপুত্রনিবাসিনোঃ। গোত্বাদিবৎ প্রত্যেকং পরিসমাপ্তেঃ ন দোষ ইতি চেৎ? ন, তথা প্রতীত্যভাবাৎ। যদি গোত্বাদিবৎ প্রত্যেকং পরিসমাপ্তঃ অবয়বী স্যাৎ, যথা গোত্বং প্রতিব্যক্তি প্রত্যক্ষং গৃহ্যতে, এবম্ অবয়বী অপি প্রত্যবয়বং প্রত্যক্ষং গৃহ্যেত, ন চ এবং নিয়তং গৃহ্যতে। প্রত্যেকপরিসমাপ্তৌ চ অবয়বিনঃ কার্য্যেণ অধিকারাৎ তস্য চ একত্বাৎ শৃঙ্গেণাপি স্তনকার্য্যং কুর্য্যাৎ, উরসা চ পৃষ্ঠকার্য্যম্, ন চ এবং দৃশ্যতে।

ভাষ্যানুবাদ। যুক্তি ও অন্য শ্রুতিবাক্যদ্বারা প্রতিপাদন।

আর যুক্তি ও শব্দান্তর হইতে অর্থাৎ অন্যশ্রুতিবাক্যবশতঃও উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্ত্ব অর্থাৎ অস্তিত্ব এবং কারণ হইতে অনন্যত্ব অর্থাৎ কার্য্যের অভেদ বুঝা যাইতেছে। যুক্তি বর্ণিত হইতেছে, যথা দধিঘটরুচকাদ্যর্থিগণকর্ত্তৃক অর্থাৎ যাঁহারা দধি ঘট রুচক (কণ্ঠভূষণ) প্রভৃতির প্রয়োজন মনে করেন, সেই সকল ব্যক্তিকর্ত্তৃক দুগ্ধ মৃত্তিকা সুবর্ণ প্রভৃতি প্রতিনিয়ত কারণ সকল উপাদীয়মান হয়, অর্থাৎ এক একটী কার্য্যের জন্য এক একটী কারণ গ্রহণ করা হইয়া থাকে ইহা লোকে দেখা যায়। কারণ, দধিপ্রার্থীকর্ত্তৃক মৃত্তিকা গৃহীত হয় না এবং ঘটার্থিগণকর্ত্তৃক ক্ষীর অর্থাৎ দুগ্ধ গৃহীত হয় না, তাহা অর্থাৎ কার্য্যার্থীর প্রতিনিয়ত কারণের উপাদান, অসৎকার্য্যবাদে অর্থাৎ যাঁহারা উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ বলেন, অর্থাৎ থাকে না বলেন, তাঁহাদের মতে উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ, অবিশিষ্ট হইলে অর্থাৎ কোন বিশেষ না থাকিলে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে সকলের সর্ব্বত্র অসত্ত্বে, অর্থাৎ সকল বস্তু যদি সব জায়গায় অর্থাৎ কোথাও না থাকে, তাহা হইলে ক্ষীর হইতে কেন দধি উৎপন্ন হয়? মৃত্তিকা হইতে কেন হয় না? এবং মৃত্তিকা হইতেই ঘট উৎপন্ন হয়, দুগ্ধ হইতে কেন হয় না?। আর পূর্ব্বে অসত্ত্বের অবিশিষ্ট হইলেও অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে বস্তুর অসত্ত্বে অর্থাৎ অস্তিত্বাভাবে কোন বিশেষ না থাকিলেও দুগ্ধেতেই দধির কোন অতিশয় অর্থাৎ ধর্ম্মবিশেষ থাকে মৃত্তিকাতে থাকে না, এবং মৃত্তিকাতেই ঘটের কোন অতিশয় থাকে দুগ্ধে থাকে না—এইরূপ যদি বল, তাহা হইলে প্রাগবস্থার অতিশয়বত্ত্ব-

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ।১৮]

ভাষ্যানুবাদ।

প্রযুক্ত অর্থাৎ অতিশয়কে যদি কার্য্যধর্ম্ম বল, তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থারূপ দধিপ্রভৃতি কার্য্য, অতিশয় রূপধর্ম্মবিশিষ্ট হওয়ায় (কারণ, ধর্ম্মী না থাকিলে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না) অসৎকার্য্যবাদ ভঙ্গ হইল, এবং সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইল। আর কার্য্যনিয়মার্থা কল্প্যমানা অর্থাৎ কার্য্যের নিয়মের জন্য যদি কারণের শক্তি কল্পনা কর, অর্থাৎ অতিশয়কে যদি কারণের ধর্ম্ম বল, তাহা হইলে তাহা কার্য্য ও কারণ অপেক্ষা অন্যা হইলে, অর্থাৎ ভিন্ন হইলে, অথবা অসতী হইলে অর্থাৎ কার্য্যস্বরূপে বিদ্যমান না থাকিলে কার্য্যকে নিয়মিত করিত না, অর্থাৎ এই কারণ হইতে এই কার্য্য হয়, এইরূপ নিয়মিত ব্যবস্থা হইত না। কারণ, অসত্ত্বের অর্থাৎ অভাবের কোন বিশেষ নাই এবং অন্যত্ব অর্থাৎ ভেদেরও কোন বিশেষ নাই ; অর্থাৎ শক্তি যদি কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন, অথবা কার্য্যস্বরূপে কারণে অবিদ্যমান কোন বস্তু হইত, তাহা হইলে সেইরূপ যে কোন বস্তুই কার্য্যের নিয়ামক হইতে পারিত। অতএব **কারণের আত্মভূত অর্থাৎ স্বরূপই শক্তি, এবং শক্তির আত্মভূত অর্থাৎ স্বরূপই কার্য্য**—ইহাই স্বীকার্য্য।

আরও কার্য্য ও কারণের এবং দ্রব্য ও গুণাদির অশ্বমহিষাদির মত ভেদবুদ্ধির অভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ ভেদজ্ঞান না থাকায় উভয়ের তাদাত্ম্য স্বীকার করা উচিত। **সমবায়সম্বন্ধ কল্পনা করিলেও** সমবায়ের সমবায়ীর সহিত অর্থাৎ যাহাতে সমবায় সম্বন্ধ থাকে, তাহার সহিত, সম্বন্ধ অভ্যুপগম অর্থাৎ স্বীকার করিলে তাহার অন্য সমবায় সম্বন্ধ, তাহার আবার অন্য সমবায়সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে ; এইরূপে **অনবস্থা দোষ** হইয়া পড়ে। আর সমবায়ীর সহিত সমবায়ের সম্বন্ধ অনভ্যুপগম করিলে অর্থাৎ স্বীকার না করিলে কার্য্যকারণ ও দ্রব্যগুণের বিচ্ছেদ হইয়া পড়ে।

আর যদি বল, সমবায় স্বয়ং সম্বন্ধস্বরূপ বলিয়া অপর সম্বন্ধকে অপেক্ষা না করিয়াই সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধ হয় অর্থাৎ মিলিত হয়, তাহা হইলে সংযোগরূপ গুণটীও স্বয়ং সম্বন্ধস্বরূপ বলিয়া সমবায় সম্বন্ধের অপেক্ষা না করিয়াই সম্বন্ধীর সহিত সম্বন্ধ হইবে, কিন্তু গুণ গুণীতে সমবায় সম্বন্ধেই থাকে বলা হয়। আর **তাদাত্ম্য** অর্থাৎ তৎস্বরূপ অর্থাৎ অভেদপ্রতীতি হয় বলিয়া দ্রব্যের সহিত গুণাদির সমবায়সম্বন্ধ কল্পনাকরা বৃথা। আর কার্য্যরূপ অবয়বিদ্রব্য, কারণস্বরূপ অবয়বদ্রব্যে কি প্রকারে বর্ত্তমান থাকে ? তাহা কি সমস্ত অবয়বে স্বরূপতঃ বর্ত্তমান থাকে ? অথবা প্রত্যেক অবয়বে বর্ত্তমান থাকে ?

যদি বল অবয়বী সমস্ত অবয়বে স্বরূপতঃ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে অবয়বীর অনুপলব্ধি হইয়া পড়ে ; কারণ, সমস্ত অবয়বের সহিত ইন্দ্রিয়সম্পর্ক করিতে পারা যায় না। কারণ, সমস্ত আশ্রয়ে বর্ত্তমান বহুত্বকে ব্যস্তাশ্রয়গ্রহণদ্বারা অর্থাৎ এক-একটি আশ্রয়ের জ্ঞানদ্বারা জানা যায় না। সেইরূপ সমস্ত অবয়বে বর্ত্তমান অবয়বীও ব্যস্তাশ্রয়গ্রহণদ্বারা গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, সমস্ত অবয়বের জ্ঞান অসম্ভব, অতএব অবয়বীর জ্ঞানও কখনই হইবে না।

আর যদি বল, সমস্ত অবয়বে এক-একটি অবয়বদ্বারা অবয়বী বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেও আরম্ভক অবয়ব ব্যতিরিক্ত অবয়বীর অবয়বসমূহ কল্পনা করিতে হইবে, যে অতিরিক্ত অবয়বসমূহদ্বারা আরম্ভক অবয়ব-সমূহে **অবয়বশঃ** অবয়বী বর্ত্তমান থাকিবে। (কারণ, দেখিতে পাওয়া যায়) কোশাবয়ব ভিন্ন অবয়বদ্বারা অসি কোশে ব্যাপ্ত থাকে অর্থাৎ বর্ত্তমান থাকে।

আর এরূপ হইলে অর্থাৎ আরম্ভক-অবয়বভিন্ন-অবয়বদ্বারা অবয়বী-আরম্ভক অবয়বে থাকে, ইহা বলিলে, **অনবস্থা** দোষ হইয়া পড়ে। (অর্থাৎ কল্পিত অনন্ত অবয়বদ্বারা ব্যবধান হয় বলিয়া প্রকৃত অবয়বী বহুদূরে যাইয়া পড়ে, অতএব তোমরা যে বল "কাপড় তন্তুতে থাকে" ইহা আর হইতে পারিল না)।

আর যদি বল প্রতি অবয়বে অবয়বী বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে এক অবয়বে কোন ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়া হইলে অন্য অবয়বে ক্রিয়া হইবে না। কারণ, দেবদত্ত স্রুঘ্নে অর্থাৎ মথুরা সন্নিকট নগরে থাকিয়া সেই দিনই পাটলীপুত্রে অর্থাৎ পাটনাতে থাকিতে পারে না।

আর যদি বল, যুগপৎ অর্থাৎ এককালেই বহুস্থলে থাকে, তাহা হইলে অবয়বী বহু হইয়া পড়ে। যেমন স্রুঘ্ন এবং পাটলিপুত্র নিবাসী দেবদত্ত ও যজ্ঞদত্ত দুইজনই, একজন নহে।

যদি বল গোত্বজাতি যেমন প্রত্যেকে পরিসমাপ্ত অর্থাৎ এক হইয়াও প্রতিগোব্যক্তিতে থাকে, সেইরূপ অবয়বী এক হইয়াও প্রত্যেক অবয়বে থাকে, অতএব দোষ হইল না। তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পার না ; কারণ, সেরূপ প্রতীতি হয় না। যদি গোত্বাদির মত অবয়বী প্রত্যেক অবয়বে পরিসমাপ্ত হইত, অর্থাৎ

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ।১৮]

ভাষ্যানুবাদ।

থাকিত—যেমন গোত্ব প্রতিব্যক্তিতে প্রত্যক্ষরূপে গৃহীত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক গোব্যক্তিতে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ অবয়বীও প্রতি অবয়বে প্রত্যক্ষ দেখা যাইত, কিন্তু এইরূপ ত নিয়মিতভাবে দেখা যায় না। অর্থাৎ সমস্তবস্ত্রখানি এক-একটী সূত্রে থাকে—এরূপ প্রতীতি হয় না। অবয়বীর প্রত্যেক পরিসমাপ্তি হইলে অর্থাৎ অবয়বী যদি প্রত্যেক অবয়বে থাকিত, তাহা হইলে কার্য্যের সহিত অবয়বীর অধিকারবশতঃ অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকায় এবং সেই অবয়বী এক হওয়ায় শৃঙ্গের দ্বারা স্তনকার্য্য করিত এবং বক্ষঃদ্বারা পৃষ্ঠকার্য্য করিত। অর্থাৎ প্রত্যেক অবয়বে যদি এক অবয়বী থাকে, তাহা হইলে গোব্যক্তিরূপ এক অবয়বী শৃঙ্গেও আছে এবং স্তনেও আছে, অতএব শৃঙ্গদ্বারা স্তনের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। অথচ এরূপ ত দেখা যায় না।

ভামতী।

"অতিশয়বত্ত্বাৎ প্রাগবস্থায়া" ইতি। অতিশয়ো হি ধর্ম্মো, ন অসতি অতিশয়বতি কার্য্যে ভবিতুম্ অর্হতি ইতি। নন্থ ন কার্য্যস্য অতিশয়ো নিয়মহেতুঃ, অপি তু কারণস্য শক্তিভেদঃ, স চ অসতি অপি কার্য্যে কারণস্য সত্ত্বাৎ সন্ এব, ইত্যত আহ—"শক্তিশ্চ" ইতি। ন অন্যা কার্য্যকারণাভ্যাম্, নাপি অসতী কার্য্যাত্মনা ইতি যোজনা। "অপি চ কার্য্যকারণয়োঃ" ইতি। যদ্যপি "ভাবাচ্চ উপলব্ধেঃ" ইত্যত্র অয়ম্ অর্থ উক্তঃ, তথাপি সমবায়দূষণায় পুনঃ অবতারিতঃ। "অনভ্যুপগম্যমানে চ" সমবায়স্য সমবায়িভ্যাং সম্বন্ধে বিচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ, অবয়বাবয়-বিদ্রব্যগুণাদীনাং মিথঃ। ন হি অসম্বদ্ধঃ সমবায়িভ্যাং সমবায়ঃ সমবায়িনৌ সম্বন্ধয়েৎ ইতি। শঙ্কতে—'অথ সমবায়ঃ স্বয়ম্' ইতি। যথা হি সত্ত্বযোগাৎ দ্রব্যগুণকর্ম্মাণি সন্তি, সত্ত্বং তু স্বভাবতঃ এব সৎ, ইতি ন সত্ত্বান্তরযোগম্ অপেক্ষতে, তথা সমবায়ঃ সমবায়িভ্যাং সম্বদ্ধং ন সম্বন্ধান্তর-যোগম্ অপেক্ষতে, স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাৎ ইতি। তদেতৎ সিদ্ধান্তান্তরবিরোধাপাদনেন নিরাকরোতি "সংযোগোঽপি তর্হি" ইতি। ন চ সংযোগস্য কার্য্যত্বাৎ কার্য্যস্য চ সমবায়ি-কারণাধীনজন্মত্বাৎ অসমবায়ে চ তদনুপপত্তেঃ সমবায়কল্পনা সংযোগে ইতি বাচ্যম্, অজসংযোগে তদভাবপ্রসঙ্গাৎ। অপি চ সম্বন্ধ্যধীননিরূপণঃ সমবায়ঃ যথা সম্বন্ধিদ্বয়ভেদে ন ভিদ্যতে, তন্নাশে চ ন নশ্যতি, অপি তু নিত্যঃ একঃ এব, এবং সংযোগোঽপি ভবেৎ, ততঃ কো দোষঃ ?। অথ এতৎ প্রসঙ্গভিয়া সংযোগবৎ সমবায়োঽপি প্রতিসম্বন্ধিমিথুনং ভিদ্যতে চ অনিত্যশ্চ ইতি অভ্যুপেয়তে, তথা সতি যথা একস্মাৎ নিমিত্তকারণাদেব জায়তে, এবং সংযোগোঽপি নিমিত্ত-কারণদেব জনিষ্যতে ইতি সমানম্। "তাদাত্ম্যপ্রতীতেশ্চ" ইতি। সম্বন্ধাবগমো হি সম্বন্ধ কল্পনাবীজং, ন তাদাত্ম্যাবগমঃ। তস্য নানাত্বৈকাশ্রয়সম্বন্ধবিরোধাৎ ইতি। বৃত্তিবিকল্পেন অবয়বাতিরিক্তম্ অবয়বিনং দূষয়তি "কথং চ কার্য্যম্" ইতি। "সমস্ত" ইতি। মধ্যপরভাগয়োঃ অর্বাগ্‌ভাবব্যবহিতত্বাৎ। অথ সমস্তাবয়বব্যাসঙ্গী অপি কতিপয়াবয়বস্থানো গ্রহীষ্যতে ইত্যত আহ—"ন হি বহুত্বম্" ইতি। "অথ অবয়বশঃ" ইতি। বহুত্বসংখ্যা হি স্বরূপেণৈব ব্যাসজ্য সংখ্যেয়েষু বর্ত্ততে ইতি একতমসংখ্যেয়াগ্রহণেঽপি ন গৃহ্যতে, সমস্তব্যাসঙ্গিত্বাৎ তদ্রূপস্য। অবয়বী তু ন স্বরূপেণ অবয়বান্ ব্যাপ্নোতি, অপি তু অবয়শঃ। তেন যথা সূত্রম্ অবয়বৈঃ কুসুমানি ব্যাপ্নুবৎ ন সমস্তকুসুমগ্রহণম্ অপেক্ষতে, কতিপয়কুসুমস্থানস্যাপি তস্য উপলব্ধেঃ, এবম্ অবয়বী অপি ইতি ভাবঃ। নিরাকরোতি—"তদাপি" ইতি। শঙ্কতে—"গোত্বাদিবৎ" ইতি। নিরাকরোতি "ন" ইতি। যদ্যপি গোত্বস্য সামান্যস্য বিশেষা অনির্ব্বাচ্যা ন পরমার্থসন্তঃ তথা চ ক্ক অস্য প্রত্যেকপরিসমাপ্তিরিতি, তথাপি অভ্যুপেত্য ইদম্ উদিতম্ ইতি মন্তব্যম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

'ন অন্যা অসতী' ইতি ভাষ্যে অসতি ইতি ছেদঃ। কার্য্যরূপেণ চ সত্ত্বং শক্তেঃ আপাদ্যতে তথা সতি হি কার্য্যস্য অসত্ত্ব-প্রতিক্ষেপঃ সিধ্যতি ইতি মন্বানঃ আহ—নাপি অসতীতি। ভাবাচ্চ ইতি দ্বিতীয়পাঠব্যাখ্যায়াং কারণাতিরেকেণ কার্য্যানুপলম্ভস্য উক্তত্বাৎ পুনরুক্তিম্ আশঙ্ক্য আহ—যদ্যপি ইতি। স্বপরনির্ব্বাহকত্বাৎ সমবায়ঃ সম্বন্ধান্তরানপেক্ষশ্চেৎ সংযোগোঽপি নাপেক্ষেত ইতি প্রতিবন্দী,

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ।১৮]

বেদান্তকল্পতরু।

সা সংযোগস্য কার্যাত্মরূপবিশেষাৎ প্রযুক্তা ইতি আশঙ্ক্য নিত্যে আত্মাকাশসংযোগে তস্য অসিদ্ধিং আহ—অজেতি। অজসংযোগং অনিচ্ছন্তং প্রতি সর্ব্বত্র অসিদ্ধিম্ আহ অপিচেতি। অস্তু সংযোগনিত্যত্বাভাবায় সমবায়োঽপি অনিত্যঃ, তথাপি ন অনবস্থা, সমবায়স্য সমবায়িকারণানভ্যুপগমেন নিমিত্তকারণমাত্রাৎ তদুৎপত্তেঃ সমবায়ান্তরাপ্রসঙ্গাদিতি আশঙ্ক্য আহ—তথা সতি ইতি। ততঃ সংযোগস্য সমবায়িকারণমিচ্ছতা সমবায়স্যাপি তৎ এষ্টব্যম্ ইতি অনবস্থা তদবস্থৈব ইত্যর্থঃ। নানাত্বেন সহ এক আশ্রয়ো যস্য স সম্বন্ধঃ তথোক্তঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

"অতিশয়বত্ত্বাৎ প্রাগবস্থায়াঃ" এই ভাষ্যগ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—যেহেতু অতিশয় শব্দের অর্থ ধর্ম্ম, তাহা অতিশয়বিশিষ্ট কার্য্য অর্থাৎ ধর্ম্মী না থাকিলে থাকিতে পারে না। যদি বল, অতিশয়, কার্য্যের নিয়মের কারণ নহে, কিন্তু কারণের শক্তিবিশেষ এবং তাহা কার্য্য না থাকিলেও কারণ থাকায় সৎই অর্থাৎ আছেই। এই জন্য **"শক্তিশ্চ"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। **"নান্যা"** ইহার অর্থ—কার্য্য ও কারণ হইতে শক্তি ভিন্ন পদার্থ নহে এবং **"অসতী"** ইহার অর্থ—কার্য্যাত্মনা অর্থাৎ কার্য্যস্বরূপে অবিদ্যমানও নহে। এইরূপেই ভাষ্য-যোজনা করিতে হইবে। অপিচ **"কার্য্যকারণয়োঃ"** এই ভাষ্যগ্রন্থস্থলে বক্তব্য এই যে, যদিও **ভাবাচ্চ উপলব্ধেঃ** এই সূত্রব্যাখ্যাস্থলে এই অর্থই বলা হইয়াছে, তথাপি সমবায় নিরাসের জন্য পুনর্ব্বার অবতারণা করিয়াছেন। আর সমবায়িদ্বয়ের সহিত সমবায়ের সম্বন্ধ অস্বীকার করিলে অবয়ব-অবয়বী দ্রব্যগুণপ্রভৃতির পরস্পর বিচ্ছেদ হইয়া পড়ে। কারণ, সমবায় সমবায়িদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধবিহীন হইয়া সমবায়িদ্বয়কে মিলিত করিতে পারে না। **অথ সমবায়ঃ স্বয়ং** এই গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন। যেমন সত্ত্বের সহিত যোগ থাকায় দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম সৎ হইয়াছে, কিন্তু সত্ত্ব স্বাভাবিকই সৎ বলিয়া অন্যসত্ত্বের সহিত যোগকে অপেক্ষা করে না, সেইরূপ সমবায় সমবায়িদ্বয়ের মিলিত হইবার জন্য অন্যসম্বন্ধের যোগকে অপেক্ষা করে না; কারণ, সে নিজেই সম্বন্ধস্বরূপ। অন্য সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে—এইরূপ আপাদনের দ্বারা **সংযোগোঽপি তর্হি** এই গ্রন্থে এই যুক্তির নিরাস করিতেছেন। আর ইহাও বলিতে পারেন না যে, সংযোগপদার্থ কার্য্য বলিয়া এবং কার্য্যপদার্থ সমবায়িকারণবশতঃ জন্মে বলিয়া আর সমবায় ব্যতীত তাহার জন্ম হইতে পারে না বলিয়া সংযোগে সমবায় কল্পনা করিতে হয়। কারণ, অজসংযোগে অর্থাৎ যে সংযোগ জন্মে না, অর্থাৎ যাহা নিত্য-সংযোগ যেমন আত্মা আকাশ প্রভৃতি বিভু অর্থাৎ অতিবৃহৎবস্তুদ্বয়ের সংযোগে, তাহার অর্থাৎ সমবায়ের অভাব হইয়া পড়ে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা আকাশ প্রভৃতি বিভুদ্বয়ের সংযোগকে অজসংযোগ বা নিত্যসংযোগ বলে, বিভুদ্বয়ের ক্রিয়া নাই বলিয়া অজসংযোগ জন্মে না, সুতরাং তাহার জন্য সমবায় স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? আরও সম্বন্ধাধীন নিরূপণ অর্থাৎ সম্বন্ধিবশতঃ যাহার নিরূপণ হয়, সেই সমবায় যেমন সম্বন্ধিদ্বয়ের ভেদ হইলেও ভিন্ন হয় না, এবং তাহার অর্থাৎ সম্বন্ধিদ্বয়ের নাশ হইলেও নষ্ট হয় না, কিন্তু নিত্য এবং একই থাকে, সংযোগও এইরূপ হইবে—তাহাতে দোষ কি? আর এই আপত্তির ভয়ে যদি স্বীকার করেন যে, সংযোগের মত সমবায়ও প্রত্যেক সম্বন্ধিদ্বয়ে ভিন্ন ভিন্ন এবং অনিত্য, তাহা হইলে (সমবায়) যেমন এক নিমিত্তকারণ হইতেই জন্মে, এইরূপ সংযোগও নিমিত্তকারণ হইতেই জন্মিবে; ইহা উভয়েরই সমান। **"তাদাত্ম্যপ্রতীতেশ্চ"**; এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই যে, সম্বন্ধজ্ঞানই সম্বন্ধকল্পনার কারণ হয়, তাদাত্ম্য অর্থাৎ অভেদজ্ঞান কারণ নহে; যেহেতু তাহা নানাত্বৈকাশ্রয়সম্বন্ধের বিরুদ্ধ, অর্থাৎ অনেকত্বের আশ্রয়েই সম্বন্ধ থাকে, যেমন ঘট পট উভয়ে এক পদার্থ নহে, সুতরাং অনেক, অতএব তাহাতে অনেকত্ব আছে এবং সংযোগসম্বন্ধও আছে, কিন্তু যেখানে অনেকত্ব নাই কেবল একত্ব আছে, সেখানে সংযোগসম্বন্ধ নাই। অভেদপ্রতীতিস্থলে অনেকত্ব না থাকায় সম্বন্ধও থাকিবে না, অতএব তাদাত্ম্য বস্তু সম্বন্ধ পদার্থের বিরুদ্ধ। বৃত্তিবিকল্পদ্বারা অর্থাৎ অবয়বদ্রব্যে অবয়বিদ্রব্যের বর্ত্তমানতার বিবিধকল্পনা অর্থাৎ অবয়ব কোন্ কোন্ স্থলে থাকে? এই বিষয়ে বিবিধকোটি করিয়া তাহার দ্বারা যাঁহারা অবয়বাতিরিক্ত অবয়বী স্বীকার করেন, **কথং চ কার্য্যম্** এই গ্রন্থদ্বারা তাঁহাদের মতে দোষ দিতেছেন। **সমস্তাবয়ব** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, যেহেতু দ্রব্যের মধ্যভাগ ও পরভাগ নিম্নভাগের দ্বারা ব্যবহিত হয়।

আর যদি বল, অবয়বী সমস্ত অবয়বে ব্যাসঙ্গী অর্থাৎ ব্যাসজ্যবৃত্তি হইয়া থাকিলেও কতিপয় অবয়বে থাকে বলিয়া গৃহীত, অর্থাৎ জ্ঞাত হইবে, এইজন্য **ন হি বহুত্বং** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। (যে বস্তু কেবল একটি পদার্থে থাকে না, কিন্তু অনেক পদার্থে থাকে, যেমন দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা, তাহাকে ব্যাসজ্যবৃত্তি পদার্থ বলে।) **অথ অবয়বশঃ** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, বহুত্ব সংখ্যা স্বরূপতঃই ব্যাসজ্যবৃত্তি হইয়া সংখ্যেয়

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ।১৮]

ভামতীর অনুবাদ।

অর্থাৎ যাহাতে সংখ্যা থাকে তাহাতে থাকে, অতএব সকল সংখ্যেয় পদার্থের মধ্যে একটীর জ্ঞান না হইলেও জানা যায় না; কারণ, বহুত্বসংখ্যা সমস্ত সংখ্যেয়ে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু অবয়বী স্বরূপতঃ অবয়ব সকলে ব্যাপ্ত হয় না, কিন্তু এক একটি অবয়বদ্বারা ব্যাপ্ত হয়। অতএব যেমন সূত্র অবয়ব সকল দ্বারা কুসুম সকলে ব্যাপ্ত হয়, অথচ সমস্ত কুসুম জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না। কারণ, সেই সূত্রটি কতিপয় কুসুমে থাকিলেও তাহার উপলব্ধি হয়, এইরূপ অবয়বীও। **তদাপি** এই গ্রন্থদ্বারা নিরাস করিতেছেন। **গোত্বাদিবৎ** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। **ন** এই গ্রন্থদ্বারা নিরাস করিতেছেন। যদিও গোত্বাদি সাধারণ ধর্ম্মের বিশেষ অর্থাৎ গোব্যক্তি সকল অনির্ব্বচনীয়, বাস্তবিক সত্য নহে, তাহা হইলে আর ইহার অর্থাৎ গোত্বের প্রত্যেকে পরিসমাপ্তি হইল কোথায়? তথাপি গোব্যক্তির বাস্তবিক সত্যতা স্বীকার করিয়াই ইহা বলিয়াছেন—জানিবে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রাগুৎপত্তেশ্চ কার্য্যস্য অসত্ত্বে উৎপত্তিঃ অকর্ত্তৃকা নিরাত্মিকা চ স্যাৎ। উৎপত্তিশ্চ নাম ক্রিয়া, সা সকর্ত্তৃকা এব ভবিতুম্ অর্হতি, গত্যাদিবৎ। ক্রিয়া চ নাম স্যাৎ অকর্ত্তৃকা চ ইতি বিপ্রতিষিধ্যেত। ঘটস্য চ উৎপত্তিঃ উচ্যমানা ন ঘটকর্ত্তৃকা, কিং তর্হি? অন্যকর্ত্তৃকা ইতি কল্প্যা স্যাৎ। তথা কপালাদীনাম্ অপি উৎপত্তিঃ উচ্যমানা অন্যকর্ত্তৃকা এব কল্প্যেত। তথাচ সতি ঘট উৎপদ্যতে ইতি উক্তে কুলালাদীনি কারণাণি উৎপদ্যন্তে ইত্যুক্তং স্যাৎ। ন চ লোকে ঘটোৎপত্তিঃ ইত্যুক্তে কুলালাদীনাম্ অপি উৎপদ্যমানতা প্রতীয়তে। উৎপন্নতা প্রতীতেশ্চ। অথ স্বকারণসত্তাসম্বন্ধঃ এব উৎপত্তিঃ আত্মলাভশ্চ কার্য্যস্য ইতি চেৎ? কথম্ অলব্ধাত্মকং সম্বধ্যেত ইতি বক্তব্যম্। সতোর্হি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি, ন সদসতোঃ অসতো র্বা। অভাবস্য চ নিরুপাখ্যত্বাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ ইতি মর্য্যাদাকরণম্ অনুপপন্নম্; সতাং হি লোকে ক্ষেত্রগৃহাদীনাং মর্য্যাদা দৃষ্টা ন অভাবস্য। ন হি বন্ধ্যাপুত্রো রাজা বভূব প্রাক্ পূর্ণবর্ম্মণঃ অভিষেকাৎ ইত্যেবংজাতীয়কেন মর্য্যাদাকরণেন নিরুপাখ্যো বন্ধ্যাপুত্রো রাজা বভূব ভবতি, ভবিষ্যতি, ইতি বা বিশিষ্যতে। যদি চ বন্ধ্যাপুত্রোঽপি কারকব্যাপারাৎ ঊর্দ্ধম্ অভবিষ্যৎ তত ইদমপি উপাপৎস্যত, কার্য্যাভাবোঽপি কারকব্যাপারাৎ ঊর্দ্ধং ভবিষ্যতীতি। বয়ং তু পশ্যামো, বন্ধ্যাপুত্রস্য কার্য্যাভাবস্য চ অভাবত্বাবিশেষাৎ যথা বন্ধ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাৎ ঊর্দ্ধং ন ভবিষ্যতি এবং কার্য্যাভাবোঽপি কারকব্যাপারাৎ ঊর্দ্ধং ন ভবিষ্যতি ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।

আর উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য না থাকিলে উৎপত্তি কর্ত্তৃবিহীন হয়, অতএব স্বরূপবিহীন হইয়া পড়ে, এবং উৎপত্তি শব্দের অর্থ ক্রিয়া, সেই ক্রিয়া কর্ত্তৃযুক্তই হওয়া উচিত, যেমন গমনাদি ক্রিয়া; ক্রিয়াও হইবে অথচ তাহার কর্ত্তা থাকিবে না—ইহা বিপ্রতিসিদ্ধ, অর্থাৎ এরূপ বাক্য বিরুদ্ধ। আর ঘটের উৎপত্তি হইতেছে বলিতেছ, অথচ ঘট তাহার কর্ত্তা নহে বলিতেছ, তবে কি—অন্য ব্যক্তি তাহার কর্ত্তা—ইহা কল্পিত হইবে। সেইরূপ কপালাদিরও উৎপত্তি বলিলে তাহা অন্যকর্ত্তৃক বলিয়াই কল্পনা করিতে হইবে। তাহা হইলে ঘট উৎপন্ন হইতেছে—ইহা বলিলে কুলাল (কুম্ভকার) প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে বলিতে হয়; এবং লোকে 'ঘটের উৎপত্তি' একথা বলিলে কুলালাদিও উৎপন্ন হইতেছে, ইহা প্রতীতি হয় না; কিন্তু ঘট হইবার পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই প্রতীতি হইয়া থাকে।

আর যদি বল, স্বকারণসমবায় অর্থাৎ নিজের কারণে কার্য্যের যে সমবায় তাহা, অথবা স্বসত্তাসমবায় অর্থাৎ অবিদ্যমান কার্য্যে সত্তার যে সমবায় সম্বন্ধ, তাহাই কার্য্যের উৎপত্তি এবং আত্মলাভ অর্থাৎ স্বরূপপ্রাপ্তি। তাহা হইলে যাহা অলব্ধাত্মক, অর্থাৎ যাহা নিজের স্বরূপকে লাভ করিতে পারে নাই, তাহা কি করিয়া সম্বন্ধযুক্ত হইবে—ইহা তোমাকে বলিতে হইবে। কারণ বর্ত্তমানবস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধ সম্ভব হয়, কিন্তু যেমন দুইটি অসৎ

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ।১৮]

ভাষ্যানুবাদ।

বস্তুর সম্বন্ধ হয় না, সেইরূপ একটি সৎ অর্থাৎ বর্ত্তমান আর একটি অসৎ অর্থাৎ অবর্ত্তমান এরূপ বস্তুদ্বয়ের, সম্বন্ধ সম্ভব নহে। আর অভাব পদার্থ নিরুপাখ্য অর্থাৎ তুচ্ছ বলিয়া, 'উৎপত্তির পূর্ব্বে' এইরূপ মর্য্যাদা অর্থাৎ সীমা করা উচিত হয় না। কারণ, লোকে গৃহক্ষেত্রপ্রভৃতি সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান বস্তুরই মর্য্যাদা দেখিতে পাওয়া যায়। অভাবের নহে। কারণ, পূর্ণবর্ম্মার অভিষেকের পূর্ব্বে বন্ধ্যাপুত্র রাজা ছিল, এইরূপ সীমাকরণের দ্বারা তুচ্ছ বন্ধ্যাপুত্র রাজা ছিল—হইতেছে বা হইবে, এইরূপ বিশেষণবিশিষ্ট হয় না। আর যদি বন্ধ্যাপুত্রও কারকব্যাপারের পর উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে ইহাও উপপন্ন হইত যে, কার্য্যাভাবও কারকব্যাপারের পর উৎপন্ন হইবে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, বন্ধ্যাপুত্র এবং কার্য্যাভাব উভয়ই অভাব বলিয়া কোন বিশেষ না থাকায় বন্ধ্যাপুত্র যেমন কারকব্যাপারের পর উৎপন্ন হইবে না, এইরূপ কার্য্যাভাবও কারকব্যাপারের পর উৎপন্ন হইবে না।

ভামতী।

অকর্ত্তৃকা যতঃ অতঃ নিরাত্মিকা স্যাৎ, কারণাভাবে হি কার্য্যম্ অনুৎপন্নং কিং নাম ভবেৎ? অতো নিরাত্মকত্বম্ ইত্যর্থঃ। যদি উচ্যেত, ঘট শব্দঃ তদবয়বেষু ব্যাপারাবিষ্টতয়া পূর্ব্বাপরীভাবম্ আপন্নেষু ঘটোপজননাভিমুখেষু তাদর্থ্যনিমিত্তাৎ উপচারাৎ প্রযুজ্যতে, তেষাং চ সিদ্ধত্বেন কর্ত্তৃত্বম্ অস্তি, ইতি উপপদ্যতে ঘটো ভবতি ইতি প্রয়োগ, ইত্যত আহ—"ঘটস্য চ উৎপত্তিঃ উচ্যমানেতি"। উৎপাদনা হি সিদ্ধানাং কপালকুলালাদীনাং ব্যাপারঃ, ন উৎপত্তিঃ। ন চ উৎপাদনৈব উৎপত্তিঃ, প্রাযোজ্যপ্রযোজকব্যাপারয়োঃ ভেদাৎ, অভেদে বা ঘটম্ উৎপাদয়তি ইতিবৎ ঘটম্ উৎপদ্যতে ইত্যপি প্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ করোতিকারয়ত্যোরিব ঘটগোচরয়োঃ ভৃত্যস্বামিসমবেতয়োঃ উৎপত্ত্যুৎপাদনয়োঃ অধিষ্ঠানভেদঃ অভ্যুপেতব্যঃ। তত্র কপালকুলালাদীনাং সিদ্ধানাম্ উৎপাদনাধিষ্ঠানানাম্ ন উৎপত্ত্যধিষ্ঠানত্বম্ অস্তি ইতি পারিশেষ্যাৎ ঘট এব সাধ্য উৎপত্তেঃ অধিষ্ঠানম্ এষিতব্যঃ। ন চ অসৌ অসন্ অধিষ্ঠানং ভবিতুম্ অর্হতি ইতি সত্ত্বম্ অস্য অভ্যুপেয়ম্। এবঞ্চ ঘটো ভবতি ইতি ঘটব্যাপারস্য ধাতুপাত্তত্বাৎ তত্র অস্য কর্ত্তৃত্বম্ উপপদ্যতে, তণ্ডুলানাম্ ইব সতাং বিক্লিত্তৌ বিক্লিদ্যন্তি তণ্ডুলা ইতি। শঙ্কতে "অথ স্বকারণসত্তাসম্বন্ধ এব উৎপত্তিরিতি।

এতদুক্তং ভবতি—ন উৎপত্তির্নাম কশ্চিৎ ব্যাপারঃ, যেন অসিদ্ধস্য কথমত্র কর্ত্তৃত্বম্ ইতি অনুযুজ্যেত, কিন্তু স্বকারণসমবায়ঃ স্বসত্তাসমবায়ো বা। স চ অসতোঽপি অবিরুদ্ধ ইতি। সোঽপি অসতঃ অনুপপন্ন ইত্যাহ—"কথং অলব্ধাত্মকম্ ইতি" অপি চ প্রাগুৎপত্তেঃ অসত্ত্বং কার্য্যস্য ইতি কার্য্যাভাবস্য ভাবেন মর্য্যাদাকরণম্ অনুপপন্নম্ ইত্যাহ—"অভাবস্য চ" ইতি। স্যাদেতৎ, অত্যন্তাভাবস্য বন্ধ্যাসুতস্য মা ভূৎ মর্য্যাদা, অনুপাখ্যো হি সঃ, ঘটপ্রাগভাবস্য তু ভবিষ্যতা ঘটেন উপাখ্যেয়স্য অস্তি মর্য্যাদা ইত্যত আহ—"যদি বন্ধ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাদিতি"। উক্তম্ এতৎ অধস্তাৎ যথা ন জাতু ঘটঃ পটো ভবতি এবং অসদপি সৎ ন ভবতি ইতি। তস্মাৎ মৃৎপিণ্ডে ঘটস্য অসত্ত্বে অত্যন্তাসত্ত্বমেব ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

উৎপত্তিকর্ত্তুঃ কার্য্যস্য প্রাগুৎপত্তের্ন অসত্ত্বম্ ইতি উক্তে তত্র উৎপত্তেঃ ন কার্য্যং কর্ত্তৃ, কিন্তু কারণম্ ইতি শঙ্কতে যদি—উচ্যতে ইতি। যদ্যপি উৎপদ্যতে ঘট ইতি কার্য্যস্য কর্ত্তৃত্বং ভাতি তথাপি গৌণ্যা বৃত্ত্যা কারণস্য। তত্র চ সিদ্ধেষু কপালেষু জায়তে ইতি পূর্ব্বাপরকালব্যাসক্তপ্রয়োগানুপপত্তিঃ কার্য্যোৎপাদনায় ব্যাসক্তত্বাৎ ইত্যর্থঃ। কপালকর্ত্তৃকা ঘটবিষয়োৎপাদনা ন উৎপত্তিঃ, সা তু ঘটকর্ত্তৃকা ইতি পরিহরতি—উৎপাদনা হি ইত্যাদিনা। যদি উৎপত্তিঃ উৎপাদনৈব তর্হি উৎপাদনায়ামিব উৎপত্তাবপি সকর্ম্মকত্বাৎ ঘটস্য কর্ম্মত্বং ব্যপদিশ্যেত ন চ এবং অস্তি ইত্যর্থঃ। ভৃত্যো হি ঘটং করোতি স্বামী কারয়তি তত্র যথা করোতিকারয়ত্যোঃ আশ্রয়ভেদঃ, এবম্ অত্রাপি ইত্যর্থঃ। ধাতুপাত্তব্যাপারঃ কর্ত্তা ইতি কর্ত্তৃলক্ষণযোগাচ্চ ঘট এব উৎপত্তিকর্ত্তা ইত্যাহ এবঞ্চেতি। স্বকারণে কার্য্যস্য সমবায়ঃ জন্ম যস্মিন্ অসতি কার্য্যে সত্তা সমবায়ো বা ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

অকর্ত্তৃকা এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, যেহেতু উৎপত্তি অকর্ত্তৃকা অর্থাৎ উৎপত্তির কর্ত্তা নাই, অতএব তাহা নিরাত্মিকা অর্থাৎ স্বরূপবিহীন হইয়া পড়িবে। কারণ, কারণ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন না হইয়া কিরূপ হইবে? অতএব তাহা স্বরূপহীন। যদি বল, ঘটের যে সকল অবয়ব ব্যাপারাবিষ্ট অর্থাৎ কুম্ভকারের চেষ্টাযুক্ত

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ।১৮]

ভামতীর অনুবাদ।

হইয়া পূর্ব্বাপরীভাব অর্থাৎ কতিপয় অবয়ব ঊর্দ্ধে, আর কতিপয় অবয়ব নিম্নে, এইরূপে পূর্ব্বাপরীভাব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ঘট উৎপত্তির অভিমুখ অর্থাৎ অতিনিকটবর্ত্তী হইয়াছে, সেই সকল অবয়বে **তাদর্থ্যনিমিত্তাৎ** অর্থাৎ ঘটরূপ বস্তুর কারণ বলিয়া 'ঘট' এই শব্দটি উপচার অর্থাৎ আরোপবশতঃ প্রয়োগ হয়; অর্থাৎ ঘটশব্দটি উপচারবশতঃ তাহার কারণ কপালে প্রযুক্ত হয়। তাহারা অর্থাৎ অবয়বসকল প্রসিদ্ধ বস্তু বলিয়া তাহাদের কর্ত্তৃত্ব আছে, অতএব 'ঘট হইতেছে' এইরূপ প্রয়োগ উপপন্ন হয়, এইজন্য **ঘটস্য চ উৎপত্তিঃ উচ্যমানা** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। প্রসিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান কপাল ও কুলাল প্রভৃতির ব্যাপারের নাম উৎপাদনা, উৎপত্তি—উৎপাদনা নহে। আর উৎপাদনাই উৎপত্তি নহে; কারণ, প্রযোজ্য (ঘটের) ব্যাপার এবং প্রযোজক (কুলালের) ব্যাপার বিভিন্ন। কারণ, যদি অভিন্ন হইত, তাহা হইলে ঘটকে উৎপাদন করিতেছে, এই প্রয়োগের মত ঘটকে উৎপন্ন হইতেছে এইরূপ প্রয়োগও হইত। অতএব যেমন ঘট প্রস্তুতকরণ-রূপ বিষয়টি ভৃত্যে থাকে এবং প্রস্তুত-করাণ-রূপ বিষয়টি তাহার প্রভুতে থাকে, সেইরূপ উৎপত্তি ও উৎপাদনার অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তন্মধ্যে সিদ্ধ অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান এবং উৎপাদনার আশ্রয় কপাল ও কুলাল প্রভৃতি উৎপত্তির আশ্রয় নহে অর্থাৎ তাহাতে উৎপত্তি থাকে না। অবশিষ্ট থাকিল ঘট, সেইজন্য সাধ্য অর্থাৎ উৎপাদ্য ঘটই উৎপত্তির অধিষ্ঠান-স্বীকার করিতে হইবে। আর সেই ঘট অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান হইয়া অধিষ্ঠান হইতে পারে না, এইজন্য ঘটের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, এইরূপ হইলে ঘট উৎপন্ন হইতেছে—এই ঘটের ব্যাপারটি ধাতুপাত্ত অর্থাৎ ধাতুদ্বারা বুঝাইল বলিয়া সেই ঘটে উৎপত্তির কর্ত্তৃত্ব থাকা সঙ্গত হইল, যেমন বিদ্যমান তণ্ডুল সকলের বিক্লিত্তি অর্থাৎ পাক হইতে থাকিলে তণ্ডুলসকল পাক হইতেছে—এইরূপ প্রয়োগ হয়। **অথ স্বকারণসত্তাসম্বন্ধ এব উৎপত্তিঃ** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ইহা দ্বারা বলা হইতেছে যে, কোন ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়াকে উৎপত্তি বলে না, যাহাতে অসিদ্ধ বস্তুর কি করিয়া কর্ত্তৃত্ব হয়, এই আপত্তি করিবে? কিন্তু স্বকারণসমবায় অর্থাৎ নিজের কারণে কার্য্যের সমবায় অথবা স্বসত্তাসমবায় নিজে অর্থাৎ অবিদ্যমানকার্য্যে সত্তার সমবায়ই উৎপত্তি, আর তাহা কার্য্য বিদ্যমান না থাকিলেও বিরুদ্ধ হয় না।

কথম্ অলব্ধাত্মকম্ এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন যে, অবিদ্যমান বস্তুর তাহাও সঙ্গত হয় না। আরও উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে না, এইরূপ ভাবপদার্থদ্বারা কার্য্যাভাবের সীমা করা উচিত নহে, **অভাবস্য চ** এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন। **যদি বল** অত্যন্তাভাবস্বরূপ বন্ধ্যাপুত্রের মর্য্যাদা অর্থাৎ সীমা না থাক, কারণ, সে অর্থাৎ বন্ধ্যাপুত্র তুচ্ছ, কিন্তু ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পরে উৎপন্ন হইবে যে ঘট, তাহার দ্বারা উপাখ্যেয় অর্থাৎ "ইহা এইরূপ" এইরূপ নিরূপণযোগ্য প্রাগভাবের মর্য্যাদা আছে, এইজন্য **যদি বন্ধ্যাপুত্রঃ কারকব্যাপারাৎ** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যেমন ঘট কখনও পট হয় না, সেইরূপ অসৎও কখন সৎ হয় না। অতএব মৃৎপিণ্ডে যদি ঘট না থাকে, তাহা হইলে তাহা কোন কালেই হইবে না।

শাঙ্করভাষ্যম্।

ননু এবং সতি কারকব্যাপারঃ অনর্থকঃ প্রসজ্যেত, যথৈব হি প্রাক্‌সিদ্ধত্বাৎ কারণস্বরূপ-সিদ্ধয়ে ন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়তে এবং প্রাক্‌সিদ্ধত্বাৎ তদনন্যত্বাচ্চ কার্য্যস্য স্বরূপসিদ্ধয়েঽপি ন কশ্চিৎ ব্যাপ্রিয়েত, ব্যাপ্রিয়তে চ। অতঃ কারকব্যাপারার্থবত্ত্বায় মন্যামহে প্রাগুৎ-পত্তেঃ অভাবঃ কার্য্যস্য ইতি? নৈষ দোষঃ। যতঃ কার্য্যাকারেণ কারণং ব্যবস্থাপয়তঃ কারকব্যাপারস্য অর্থবত্ত্বম্ উপপদ্যতে। কার্য্যাকারোঽপি কারণস্য আত্মভূত এব অনাত্ম-ভূতস্য অনারভ্যত্বাৎ ইতি অভাণি। ন চ বিশেষদর্শনমাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি, ন হি দেবদত্তঃ সঙ্কোচিতহস্তপাদঃ প্রসারিতহস্তপাদশ্চ বিশেষেণ দৃশ্যমানোঽপি বস্ত্বন্যত্বং গচ্ছতি, স এব ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ, তথা প্রতিদিনম্ অনেকসংস্থানানাম্ অপি পিত্রাদীনাং ন বস্ত্বন্যত্বং ভবতি মম পিতা মম ভ্রাতা মম পুত্র ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। জন্মোচ্ছেদানন্তরিতত্বাৎ তত্র যুক্তং নান্যত্র ইতি চেৎ? ন, ক্ষীরাদীনামপি দধ্যাদ্যাকারসংস্থানস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ। অদৃশ্যমানা-নামপি বটধানাদীনাং সমানজাতীয়াবয়বান্তরোপচিতানাম্ আকারাদিভাবেন দর্শন-

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ।১৮]

শাঙ্করভাষ্যম্।

গোচরতাপত্তৌ জন্মসংজ্ঞা। তেষামেব অবয়বানাম্ অপচয়বশাৎ অদর্শনাপত্তৌ উচ্ছেদ-সংজ্ঞা। তত্র ঈদৃগ্‌জন্মোচ্ছেদান্তরিতত্বাৎ চেৎ অসতঃ সত্ত্বাপত্তিঃ সতশ্চ অসত্ত্বাপত্তিঃ, তথা সতি গর্ভবাসিন উত্তানশায়িনশ্চ ভেদপ্রসঙ্গঃ। তথা চ বাল্যযৌবনস্থাবিরেষু অপি ভেদ-প্রসঙ্গঃ, পিত্রাদিব্যবহারলোপপ্রসঙ্গশ্চ। এতেন ক্ষণভঙ্গবাদঃ প্রতিবদিতব্যঃ। যস্য পুনঃ প্রাক্ উৎপত্তেঃ অসৎ কার্য্যং তস্য নির্বিষয়ঃ কারকব্যাপারঃ স্যাৎ। অভাবস্য বিষয়ত্বানুপপত্তেঃ আকাশহননপ্রযোজনখড়্গাদ্যনেকায়ুধপ্রযুক্তিবৎ। সমবায়িকারণবিষয়ঃ কারক-ব্যাপারঃ স্যাদিতি চেৎ? ন, অন্যবিষয়েণ কারকব্যাপারেণ অন্যনিষ্পত্তেঃ অতিপ্রসঙ্গাৎ। সমবায়িকারণস্যৈব আত্মাতিশয়ঃ কার্য্যম্ ইতি চেৎ? ন, সৎকার্য্যতাপত্তেঃ, তস্মাৎ ক্ষীরাদীনি এব দ্রব্যাণি দধ্যাদিভাবেন অবতিষ্ঠমানানি কার্য্যাখ্যাং লভন্তে ইতি ন কারণাৎ অন্যৎ কার্য্যং বর্ষশতেনাপি শক্যং নিশ্চেতুম্। তথা মূলকারণমেব অন্ত্যাৎ কার্য্যাৎ তেন তেন কার্য্যাকারেণ নটবৎ সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে। এবং যুক্তেঃ কার্য্যস্য প্রাগুৎ-পত্তেঃ সত্ত্বম্ অনন্যত্বং চ কারণাৎ অবগম্যতে।

ভাষ্যানুবাদ।

যদি বল, এরূপ হইলে কারকব্যাপার অর্থাৎ কর্ত্তা প্রভৃতির চেষ্টা বৃথা হইয়া পড়ে। কারণ, যেমন পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে বলিয়া কারণস্বরূপের উৎপত্তির জন্য কেহ চেষ্টা করে না, এইরূপ পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধ বলিয়া এবং কারণ হইতে অভিন্ন বলিয়া কার্য্যের স্বরূপের উৎপত্তির জন্যও কেহ চেষ্টা করিবে না। কিন্তু চেষ্টাও করে। অতএব কারকব্যাপার অর্থাৎ কর্ত্তাকরণপ্রভৃতির চেষ্টার সার্থকতার জন্য আমরা মনে করি উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে না। তাহা হইলে বলিব—না, ইহা দোষ নহে। যেহেতু কারকব্যাপার কারণকে কার্য্যাকারে অবস্থান্তরিত করে বলিয়া তাহার সার্থকতা যুক্তিসঙ্গত। কার্য্যাকারও কারণের স্বরূপই, যেহেতু যাহা কারণস্বরূপ নহে, তাহা কার্য্য হইবার যোগ্য নহে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর কেবল বিশেষদর্শনবশতঃ অর্থাৎ কারণ অপেক্ষা কার্য্যের আকার অন্যরূপ দেখা যায় বলিয়া কারণ অপেক্ষা কার্য্য বাস্তবিক ভিন্ন হয় না। কারণ, দেবদত্ত সঙ্কোচিতহস্তপাদ অর্থাৎ যিনি হাত পা সঙ্কোচ করিয়াছেন এবং প্রসারিতহস্তপাদ অর্থাৎ যিনি হাত পা ছড়াইয়াছেন এইরূপ বিশেষভাবে দেখা যাইলেও বাস্তবিক ভিন্ন হয় না। কারণ, 'সেই ব্যক্তিই ইনি' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। আর পিত্রাদির সংস্থান অর্থাৎ আকার প্রতিদিন একরকম না থাকিলেও তাঁহারা বাস্তবিক ভিন্ন ব্যক্তি হন না। কারণ, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভ্রাতা—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে। **যদি বল,** জন্ম ও মৃত্যুদ্বারা ব্যবধান অর্থাৎ বিচ্ছেদ হয় না বলিয়া সেইস্থানে অর্থাৎ পিত্রাদিশরীরে প্রত্যভিজ্ঞা হওয়া যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু অন্যত্র নহে। না, ইহা বলিতে পার না, কারণ দুগ্ধাদিরও দধ্যাদি আকার অবয়ব দেখা যায়। বট বীজ প্রভৃতি সূক্ষ্মবস্তু দৃষ্টির অগোচর হইলেও তুল্যরূপ অন্যান্য অবয়বের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অঙ্কুরাদিরূপে দৃষ্টিগোচর হইলে বটবীজের জন্ম হইয়াছে বলা হয়। আর সেই সকল অবয়বই হ্রাসবশতঃ দৃষ্টির অগোচর হইলে তাহাদের উচ্ছেদ অর্থাৎ বিনাশ হইয়াছে বলা হয়। অর্থাৎ অদৃশ্য বস্তুর দৃষ্টিগোচর হওয়াকে জন্ম বলে এবং দৃশ্যবস্তুর হ্রাস হইয়া অদৃশ্য হওয়াকে বিনাশ বলে। এইরূপ জন্মবিনাশদ্বারা ব্যবধান হয় বলিয়া যদি অসতের অর্থাৎ যাহা ছিল না তাহার জন্ম হয়, এবং সৎ অর্থাৎ যাহা ছিল তাহার বিনাশ হয়, তাহা হইলে গর্ভস্থ বালকও প্রসবের পর উত্তানশায়ী অর্থাৎ যখন চিৎ হইয়া শুইয়া থাকে, তখন উভয়ের পার্থক্য হইয়া পড়ে। (কারণ জন্মদ্বারা ব্যবধান হইয়াছে)। আর এইরূপ বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যদশাতেও ব্যক্তির পার্থক্য হইয়া পড়ে, আর পিতা মাতা ইত্যাদি প্রকার ব্যবহারও লোপ পাইয়া যায়। এই যুক্তিদ্বারা ক্ষণভঙ্গবাদও (অর্থাৎ যাহারা সমস্ত বস্তুকে ক্ষণিক বলে, সেই ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধমত) নিরাকৃত হইল বুঝিবে। আর যাহার মতে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ অর্থাৎ থাকে না, তাহার পক্ষে কারকব্যাপার বিষয়শূন্য হইয়া পড়ে। কারণ, অভাব কখনও কাহারও বিষয় হইতে পারে না। যেমন আকাশহত্যার জন্য খড়্গাদিবিবিধ অস্ত্রপ্রয়োগ নির্বিষয়। **যদি বল** কারকপ্রচেষ্টা সমবায়িকারণকে বিষয় করিবে? না, তাহা বলিতে পার না, কারণ যে কারকব্যাপার অপরকে বিষয় করে, তাহার

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ।১৮]

ভাষ্যানুবাদ।

দ্বারা অন্য বস্তুর উৎপত্তি হইলে তাহাতে অতিপ্রসঙ্গ হয়। **যদি বল** সমবায়িকারণেরই আত্মাতিশয় **অর্থাৎ** স্বরূপবিশেষকে কার্য্য বলে? না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে সৎকার্য্যবাদ স্বীকার করা হইয়া পড়ে। অতএব দুগ্ধাদিদ্রব্যসকল দধ্যাদিরূপে পরিণত হইয়া 'কার্য্য' এই নাম লাভ করে। **এইজন্য কারণ** অপেক্ষা কার্য্য ভিন্ন—ইহা শতবৎসরেও নিশ্চয় করিতে পারা যায় না, তাহা হইলে অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন নহে ইহা স্থির হইলে জগতের মূলকারণ ব্রহ্মই চরমকার্য্য পর্য্যন্ত তত্তৎকার্য্যরূপে নটের মত অর্থাৎ নট যেমন নানাবেশভূষা পরিধান করিয়া নানারূপ হয়, সেইরূপ সর্ব্ববিধ ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকেন। এইরূপ যুক্তি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে এবং তাহা কারণ হইতে অভিন্ন।

ভামতী।

অত্র অসৎকার্য্যবাদী চোদয়তি "নন্বেবং সতি" ইতি। প্রাক্ প্রসিদ্ধমপি কার্য্যং কদাচিৎ কারণেন যোজয়িতুম্ ব্যাপারঃ অর্থবান্ ভবেৎ ইত্যত আহ—"তদনন্যত্বাচ্চ" ইতি। পরিহরতি "নৈষ দোষঃ" ইতি। উক্তমেতৎ যথা ভুজঙ্গতত্ত্বং ন রজ্জোঃ ভিদ্যতে, রজ্জুরেব হি তৎ, কাল্পনিকস্তু ভেদঃ, এবং কার্য্যতত্ত্বং ন কারণাৎ ভিদ্যতে, কারণস্বরূপমেব হি তৎ, অনির্বাচ্যং তু কার্য্যরূপং ভিন্নমিব অভিন্নমিব চ অবভাসতে ইতি। তদিদম্ উক্তং—"বস্তুন্যত্বম্" ইতি। বস্তুতঃ পরমার্থতঃ অন্যত্বং ন বিশেষদর্শনমাত্রাৎ ভবতি। সাংব্যাবহারিকে তু কথঞ্চিৎ তত্ত্বান্যত্বে ভবত এব ইত্যর্থঃ। অনয়ৈব দিশা এষ সন্দর্ভো যোজ্যঃ। অসৎকার্য্যবাদিনং প্রতি দূষণান্তরমাহ—"যস্য পুনঃ" ইতি। কার্য্যস্য কারণাদভেদে সবিষয়ত্বং কারকব্যাপারস্য স্যাৎ, ন অন্যথা ইত্যর্থঃ। মূলকারণং ব্রহ্ম। শব্দান্তরাচ্চেতি সূত্রাবয়বং অবতার্য্য ব্যাচষ্টে—"এবং যুক্তেঃ কার্য্যস্য" ইতি। অতিরোহিতার্থম্ ।১৮

বেদান্তকল্পতরু।

ভিন্নমিবেতি। সামানাধিকরণ্যেন হি ভিন্নমিব অভিন্নমিব চকাস্তি ইতি। অনয়ৈবেতি ইতরথা হি সাংখ্যবাদঃ স্যাৎ ইতি। ভাষ্যগতমূলকারণশব্দেন ব্রহ্মণোঽংশঃ কশ্চিৎ মায়াপ্রতিবিম্বিতো ন অভিধীয়তে। তথা সতি তস্য পরিচ্ছিন্নত্বাৎ অধিকরণোপক্রমোক্তস্য কারণবিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানস্য অসম্ভবপ্রসঙ্গাৎ, কিন্তু সর্ব্বাধিষ্ঠানম্ ইত্যাহ মূলকারণমিতি।১৮

ভামতীর অনুবাদ।

এখানে **নন্বেবং সতি** এই গ্রন্থের দ্বারা অসৎকার্য্যবাদী বৈশিষিক শঙ্কা করিতেছেন। কার্য্য পূর্ব্ব হইতে প্রসিদ্ধ থাকিলেও কোন সময়ে তাহাকে কারণের সহিত যোগ করিবার জন্য পুরুষের প্রচেষ্টা সার্থক হইবে, এইজন্য **তদনন্যত্বাচ্চ** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। **নৈষ দোষঃ** এই গ্রন্থদ্বারা পরিহার করিতেছেন। ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যেমন সর্পস্বরূপ রজ্জু হইতে ভিন্ন নহে, কারণ, তাহা রজ্জুই; কিন্তু সেখানে যে ভেদপ্রতীতি হয়, তাহা কাল্পনিক। এইরূপ কার্য্যস্বরূপটি কারণ হইতে ভিন্ন হয় না, যেহেতু তাহা কারণস্বরূপই। কিন্তু অনির্ব্বাচ্য কার্য্যবস্তুটি কারণ হইতে ভিন্নের মত এবং অভিন্নের মতও বোধ হয়। সেইজন্য **"বস্ত্বন্যত্বং"** এই গ্রন্থ বলিয়াছেন। এই গ্রন্থের অর্থ এই যে, কেবল বিশেষদর্শনবশতঃ কারণ হইতে কার্য্যের বাস্তবিক ভেদ হয় না। ব্যবহারক্ষেত্রে কোন প্রকারে ভেদাভেদ হইয়া থাকেই। এই প্রকারেই এই ভাষ্যগ্রন্থ লাগাইতে হইবে, অর্থাৎ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। (অন্যথা সৎকার্য্যবাদ হইয়া পড়ে)। **যস্য পুনঃ** এই গ্রন্থদ্বারা সৎকার্য্যবাদীর প্রতি অন্য একটি দোষ বলিতেছেন। ইহার অর্থ—কার্য্য যদি কারণ হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে কারকব্যাপার সবিষয় হয়, অন্যথা নহে। মূলকারণ অর্থাৎ ব্রহ্ম। **এবং যুক্তেঃ কার্য্যস্য** এই গ্রন্থদ্বারা **শব্দান্তরাচ্চ** এই সূত্রাংশ অবতরণা করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, ভাষ্যের অর্থ তিরোহিত নহে। অর্থাৎ বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না।

শাঙ্করভাষ্যম্।

শব্দান্তরাচ্চ এতদবগম্যতে। পূর্ব্বসূত্রে অসদ্ব্যপদেশিনঃ শব্দস্য উদাহৃতত্বাৎ ততোঽন্যঃ সদ্ব্যপদেশী শব্দঃ শব্দান্তরং—

"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি।

"তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইতি চ অসৎপক্ষম্ উপক্ষিপ্য কথম্ অসতঃ সজ্জায়েত ইতি আক্ষিপ্য "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছাঃ ৬।২।১) ইতি অবধারয়তি।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

পটবচ্চ।১৯

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্র ইদংশব্দবাচ্যস্য কার্য্যস্য প্রাক্ উৎপত্তেঃ সচ্ছব্দবাচ্যেন কারণেন সামানাধিকরণ্যস্য শ্রূয়মাণত্বাৎ সত্ত্বানন্যত্বে প্রসিধ্যতঃ। যদি তু প্রাক্ উৎপত্তেঃ অসৎ কার্য্যং স্যাৎ পশ্চাচ্চ উৎপদ্যমানং কারণে সমবেয়াৎ তদা অন্যৎ কারণাৎ স্যাৎ, তত্র—

"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি" (ছাঃ ৬।১।৩)

ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা পীড্যেত। সত্ত্বানন্যত্বাবগতেস্তু ইয়ং প্রতিজ্ঞা সমর্থ্যতে॥১৮

ভাষ্যানুবাদ।

অন্যশব্দ হইতেও ইহা অর্থাৎ কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বুঝা যাইতেছে। কারণ, পূর্ব্বসূত্রে অসৎবাচক শব্দ বলা হইয়াছে, তদ্ভিন্ন সৎবাচক শব্দ এখানে শব্দান্তর, যথা—

"সদেব সৌম্যেদমগ্রে আসীদ্ একমেবাদ্বিতীয়ম্"

অর্থাৎ হে সৌম্য শ্বেতকেতো! অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎই ছিল, তাহা কেবল এক এবং অদ্বিতীয় অর্থাৎ সজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদরহিত ছিল। ইত্যাদি—

"তৎ হ একে আহুঃ অসদেব ইদমগ্রে আসীৎ"

অর্থাৎ কেহ কেহ বলেন এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎই ছিল—

এইরূপে অসৎপক্ষ অবতারণা করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষরূপে উপস্থাপিত করিয়া, কি করিয়া অসৎ হইতে সৎ জন্মিবে—এইরূপে আক্ষেপ অর্থাৎ প্রতিবাদ করিয়া—

"সদেব সৌম্যেদমগ্রে আসীৎ"

অর্থাৎ "হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল"—

ইহা স্থির করিতেছেন। সেস্থলে উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎশব্দবাচ্য কারণের সহিত ইদংশব্দবাচ্য কার্য্যের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ অভেদ শোনা যাইতেছে, অতএব সত্ত্ব এবং অনন্যত্ব অর্থাৎ কার্য্য সৎ এবং কারণ হইতে অভিন্ন—ইহা সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ হইত এবং পরে উৎপন্ন হইয়া কারণে সমবায় সম্বন্ধে থাকিত, তাহা হইলে কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন হইত। তাহাতে—

"যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি"

অর্থাৎ "যাহার দ্বারা অশ্রুত অর্থাৎ যাহা শোনা যায় নাই তাহাও শ্রুত হয়"—

এই প্রতিজ্ঞা পীড়িত অর্থাৎ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু সত্ত্বানন্যত্বাবগতিপ্রযুক্ত অর্থাৎ কার্য্য সৎ এবং কারণ হইতে অভিন্ন এইরূপ জ্ঞান হয় বলিয়া এই প্রতিজ্ঞা সমর্থিত অর্থাৎ রক্ষিত হয়।১৮

শাঙ্করভাষ্যম্।

পটবচ্চ।১৯ *

যথা চ সংবেষ্টিতঃ পটো ন ব্যক্তং গৃহ্যতে কিং অয়ং পটঃ, কিংবা অন্যৎ দ্রব্যম্ ইতি। স এব প্রসারিতঃ 'যৎ সংবেষ্টিতং দ্রব্যং তৎ পট এব' ইতি প্রসারণেন অভিব্যক্তো গৃহ্যতে। যথা চ সংবেষ্টনসময়ে পট ইতি গৃহ্যমাণোঽপি ন বিশিষ্টায়ামবিস্তারো গৃহ্যতে, স এব প্রসারণসময়ে বিশিষ্টায়ামবিস্তারো গৃহ্যতে, ন সংবেষ্টিতরূপাৎ অন্যোঽয়ং ভিন্নঃ পট ইতি। এবং তন্ত্বাদিকারণাবস্থং পটাদি কার্য্যম্ অস্পষ্টং সৎ তুরীবেমকুবিন্দাদিকারকব্যাপারাদিভিঃ ব্যক্তং স্পষ্টং গৃহ্যতে। অতঃ সংবেষ্টিতপ্রসারিতপটন্যায়েনৈব অনন্যৎ কারণাৎ কার্য্যম্ ইত্যর্থঃ।১৯

* "পটবৎ চ" এ সূত্রে পটবৎ এই প্রথমান্তপদ থাকিলেও "চ"কারদ্বারা ইহা আরব্ধ অধিকরণেরই অঙ্গ হইল, অধিকরণ-আরম্ভক সূত্র হইল না। আর সিদ্ধান্তপক্ষের কথায় "চ"কার সন্নিবিষ্ট থাকায় ইহা সিদ্ধান্ত সূত্রও হইল।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

যথা চ প্রাণাদি ।২০

ভাষ্যানুবাদ।

আর যেমন কাপড় উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া অর্থাৎ গুটাইয়া রাখিলে 'ইহা কাপড় কি অন্য কোন বস্তু' বলিয়া স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না, কিন্তু তাহাই প্রসারিত অর্থাৎ ছড়াইলে, যে বস্তুটি বেষ্টিত ছিল, তাহা কাপড়ই, ইহা;—প্রসারণের দ্বারা স্পষ্টরূপে জানা যায়। আর যেমন বেষ্টনের সময়ে ইহা কাপড় বলিয়া জানা গেলেও **বিশিষ্টায়ামবিস্তার** অর্থাৎ ইহার দীর্ঘ প্রস্থ কতদূর তাহা জানা যায় না, কিন্তু সেই কাপড়ই প্রসারণের সময় বিশিষ্টায়ামবিস্তার অর্থাৎ তাহার দীর্ঘ প্রস্থ কতদূর তাহা জানা যায়। অতএব সঙ্কুচিত কাপড় অপেক্ষা ছড়ান কাপড় ভিন্ন নহে। এইরূপ কাপড় প্রভৃতি কার্য্য, তন্তু প্রভৃতি কারণ অবস্থাতে অস্পষ্টরূপে থাকিয়া তাহাই তুরী বেমা কুবিন্দ অর্থাৎ মাকু, তাঁত ও তন্তুবায় প্রভৃতি কারকের প্রচেষ্টাদিদ্বারা বিশেষরূপে ব্যক্ত হইলে স্পষ্ট জানা যায়। অতএব সংবেষ্টিত প্রসারিত পটন্যায়ে, কার্য্য, কারণ হইতে ভিন্ন নহে, ইহাই সূত্রের অর্থ।১৯

শাঙ্করভাষ্যম্।

যথা চ প্রাণাদি ।২০

যথা চ লোকে প্রাণাপানাদিষু প্রাণভেদেষু প্রাণায়ামেন নিরুদ্ধেষু কারণমাত্রেণ রূপেণ বর্ত্তমানেষু জীবনমাত্রং কার্য্যং নির্বর্ত্ত্যতে, ন আকুঞ্চনপ্রসারণাদিকং কার্য্যান্তরম্। তেষু এব প্রাণভেদেষু পুনঃপ্রবৃত্তেষু জীবনাৎ অধিকম্ আকুঞ্চনপ্রসারণাদিকম্ অপি কার্য্যান্তরং নির্বর্ত্ত্যতে। ন চ প্রাণভেদানাং প্রভেদবতঃ প্রাণাৎ অন্যত্বম্, সমীরণস্বভাবাবিশেষাৎ। এবং কার্য্যস্য কারণাৎ অনন্যত্বম্। অতশ্চ কৃৎস্নস্য জগতঃ ব্রহ্মকার্য্যত্বাৎ তদনন্যত্বাচ্চ সিদ্ধা এষা শ্রৌতী প্রতিজ্ঞা—

"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্" (ছাঃ ৬।১।১) **ইতি।**

[ইতি ষষ্ঠম্ আরম্ভণাধিকরণম্]॥ *

ভাষ্যানুবাদ।

আর যেমন লোকে প্রাণ অপান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণ সকল প্রাণায়ামদ্বারা রুদ্ধ হইলে যখন কেবল কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে, তখন তাহার দ্বারা কেবল জীবনরূপ কার্য্য—অর্থাৎ জীবিত থাকাই নির্ব্বাহ হয়, আকুঞ্চন প্রসারণাদি অন্য কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না; আর সেই সকল প্রাণই পুনর্ব্বার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে জীবিত থাকা অপেক্ষা আকুঞ্চনপ্রসারণাদি অধিক কার্য্যও নির্ব্বাহ হয়; অথচ প্রাণাপানাদিভেদে বিভিন্ন প্রাণ হইতে প্রাণাপানাদি বিশেষ প্রাণ সকলের ভেদ নাই; কারণ প্রত্যেকেই যে বায়ুস্বভাব—তাহার কোন বিশেষ অর্থাৎ পার্থক্য নাই। এইরূপে কারণ হইতে কার্য্যের ভেদ নাই (ইহা সিদ্ধ হইল)। এইজন্য সমস্ত জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য বলিয়া এবং তাহা হইতে অভিন্ন বলিয়া শ্রুতির এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইল, যথা—

"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্"

অর্থাৎ যাহার শ্রবণে অশ্রুত অর্থাৎ যাহা শোনা যায় নাই, তাহা শোনা যায়, যাহা মনে করা যায় নাই, তাহা মনে করা যায়, যাহা জানা যায় নাই, তাহা জানা যায়, ইত্যাদি।২০

ভামতী।

"পটবচ্চ" "যথা চ প্রাণাদি" ইতি চ সূত্রে নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতে॥১৯।২০

[ইতি ষষ্ঠম্ আরম্ভণাধিকরণম্।]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

স্বশক্ত্যা নটবৎ ব্রহ্ম কারণং শঙ্করোঽব্রবীৎ। জীবভ্রান্তিনিমিত্তং তৎ বভাষে ভামতীপতিঃ॥

অজ্ঞাতং নটবৎ ব্রহ্ম কারণং শঙ্করোঽব্রবীৎ। জীবাজ্ঞাতং জগদ্বীজং জগৌ বাচস্পতিস্তথা॥১৯

কার্য্যম্ উপাদানাৎ ভিন্নম্, তদুপলব্ধাবপি অনুপলব্ধত্বাৎ, ততোঽধিকপরিমাণত্বাচ্চ সম্মতবৎ ইতি অনুমানয়োঃ ব্যভিচারার্থং "পটবচ্চ" ইতি সূত্রম্। তস্যামেব প্রতিজ্ঞায়াং ভিন্নকার্য্যকরত্বস্য ব্যভিচারার্থং "যথা চ প্রাণাদি" ইতি।২০ ইতি ষষ্ঠম্ আরম্ভণাধিকরণম্।৬

---

* এ সূত্রটীতেও "প্রাণাদি" এই প্রথমান্তপদ থাকিলেও অধিকরণ আরম্ভক হইল না; কারণ, চ কারদ্বারা পূর্ব্বোক্ত যুক্তির পুষ্টি করা হইতেছে। আর সিদ্ধান্তপক্ষের কথায় এই "চ"কার থাকায় ইহাও সিদ্ধান্ত সূত্র হইল।

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যথা চ প্রাণাদি ।২০]

ভামতীর অনুবাদ।

পটবচ্চ, যথা চ প্রাণাদি, এই সূত্র দুইটি ভাষ্যকারকর্তৃক **নিগদব্যাখ্যাতভাষ্যদ্বারা** অর্থাৎ অতি-সরলভাষায় লিখিত ভাষ্যদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আরম্ভণাধিকরণ নামক এই ষষ্ঠ অধিকরণ সমাপ্ত হইল।

তদনন্যত্বাধিকরণনামক ষষ্ঠ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই অধিকরণটী এই পাদের ষষ্ঠ অধিকরণ। ১৪শ হইতে ২০শ সূত্রে ইহা রচিত হইয়াছে। এজন্য ইহাতে ৭টী সূত্র আছে। সবসূত্রগুলিই সিদ্ধান্তসূত্র। "ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ" এই সূত্রে যে পূর্ব্বপক্ষ উপস্থাপিত হইয়াছিল, এই নয়টী সূত্রে তাহার সিদ্ধান্ত উক্ত হইয়াছে? চতুর্থ সূত্রটী বাদে অবান্তর পূর্ব্বপক্ষগুলি অন্তর্নিহিতভাবে উহ্য আছে। সেই সূত্রগুলি এই—

১। তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪
২। ভাবে চ উপলব্ধেঃ ।১৫
৩। সত্ত্বাৎ চ অবরস্য ।১৬
৪। অসদ্‌ব্যপদেশাৎ ন ইতি চেৎ ? ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ।১৭
৫। যুক্তেঃ শব্দান্তরাৎ চ ।১৮
৬। পটবৎ চ ।১৯
৭। যথা চ প্রাণাদি ।২০

ইহাদের মধ্যে—

প্রথম সূত্রে বলা হইল—**তৎ** অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ কারণ হইতে জগৎ রূপ কার্য্যের **অনন্যত্ব** অর্থাৎ পৃথক্ সত্তারাহিত্য সিদ্ধ হয়; ইহা **আরম্ভণশব্দাদি** হইতে অর্থাৎ **"বাচারম্ভণম্"** ইত্যাদি (ছাঃ ৬।১।৪) শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, "আদি" পদে **"ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্"** (মুঃ ২।২।১১) শ্রুতিটীও গ্রাহ্য।

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইল—ব্রহ্ম ব্যতীত যে কার্য্য নাই এ বিষয়ে অনুমান আছে। এজন্য বলা হইল—কারণরূপ ব্রহ্মের **ভাবে** অর্থাৎ সত্তায় **উপলব্ধেঃ** অর্থাৎ কার্য্যের উপলব্ধি হয় বলিয়া, সেই অনুমানটী এই—

বিকারঃ কারণাৎ অনন্যঃ ... ... (প্রতিজ্ঞা)
কারণসত্ত্বোপলম্ভানুবিধায়িসত্ত্বোপলম্ভকত্বাৎ ... ... (হেতু)
যো যস্মাৎ ভিন্নঃ ন স তৎসত্ত্বোপলম্ভানুবিধায়িসত্ত্বোপলম্ভবান্, যথা ঘটাৎ পটঃ ... (উদাহরণ)

তৃতীয় সূত্রে বলা হইল—কারণব্যতিরেকে কার্য্যের অভাবে শ্রুতার্থাপত্তিরূপ প্রমাণান্তর আছে। এজন্য বলা হইল—**অবরস্য** অর্থাৎ কার্য্যের **সত্ত্বাৎ** অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে কারণস্বরূপেই শ্রুত হয় বলিয়া অর্থাৎ **ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ** ইত্যাদি (ছাঃ ৩।১৯।১) শ্রুতিতে সত্ত্বের বিষয় শ্রুত হয় বলিয়া উৎপত্তির পরেও অনন্যত্ব সিদ্ধ হয়।

চতুর্থ সূত্রে বলা হইল—উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণরূপে কার্য্যের সত্ত্ব কি করিয়া থাকে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—"অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা উৎপত্তির পূর্ব্বে **অসদ্‌ব্যপদেশাৎ ন ইতি চেৎ** অসতের ব্যপদেশ অর্থাৎ উল্লেখ থাকায়, কার্য্যের কারণরূপে সত্ত্ব থাকে না—ইহা যদি বল, তাহা হইলে বলিব—**ন** অর্থাৎ না, তাহা অসঙ্গত, যেহেতু ইহা অসত্ত্ব অভিপ্রায়ে বলা হয় নাই, কিন্তু ব্যাকৃতত্বরূপ ধর্ম্ম অপেক্ষা অব্যাকৃতত্বরূপ **ধর্ম্মান্তরেণ** অর্থাৎ ধর্ম্মান্তর দ্বারা অসত্ত্বের উল্লেখ মাত্র করা হইয়াছে। সুতরাং এই অসৎ অর্থ ব্যাকৃত নহে—এইমাত্র। যদি বল কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—**বাক্যশেষাৎ** অর্থাৎ "তৎ সৎ আসীৎ" (ছাঃ ৩।১৯।১) এই বাক্যশেষদ্বারা ইহা জানা যায়।

পঞ্চম সূত্রে বলিতেছেন—আরও এ বিষয়ে যুক্তি এবং শ্রুতিপ্রমাণও আছে, এজন্য বলিতেছেন—**যুক্তেঃ** অর্থাৎ মৃত্তিকারূপে পূর্ব্বে ঘট না থাকিলে ঘটার্থী মৃত্তিকাই গ্রহণ করিত না, ইত্যাদি যুক্তিপ্রযুক্ত এবং **শব্দান্তরাৎ** অর্থাৎ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" এই শ্রুতি (ছাঃ ৬।২।১) বাক্যে সৎ শব্দ থাকায় উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব এবং সত্ত্ব সিদ্ধ হয়।

ষষ্ঠ সূত্রে বলিতেছেন—যদি কেহ উক্ত যুক্তিতে ব্যভিচার আশঙ্কা করিয়া বলে যে, মৃত্তিকা ও ঘট ভিন্ন, যেহেতু তাহাতে বিলক্ষণপ্রতীতির বিষয়ত্ব আছে, যেমন ঘট ও পট ; এজন্য বলিতেছেন—**পটবৎ চ** অর্থাৎ

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যথা চ প্রাণাদি ।২০]

তদনন্যত্বাধিকরণনামক ষষ্ঠ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

বস্ত্র যেমন সংবেষ্টিত এবং প্রসারিত হইলেও অভিন্ন, মৃত্তিকা এবং ঘটও তদ্রূপ অভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম এবং জগৎও তদ্রূপ অভিন্ন।

সপ্তম সূত্রে বলিতেছেন—যদি তথাপি কেহ ব্যভিচার শঙ্কা করিয়া বলে—

কার্য্য উপাদান হইতে ভিন্ন, ... (প্রতিজ্ঞা)
যেহেতু ভিন্নকার্য্যকর, ... (হেতু)
যেমন সম্মত বিষয় স্থলে স্বীকার্য্য, ... (উদাহরণ)

তজ্জন্য বলিতেছেন—**যথা চ প্রাণাদি** অর্থাৎ যেমন প্রাণ ও অপানাদি বায়ু প্রাণায়ামাদিদ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া জীবনমাত্র কার্য্য নির্ব্বাহ করে এবং নিরুদ্ধ না হইলে আকুঞ্চন প্রসারণাদি কার্য্য করে, কিন্তু তাহাতে প্রাণ ভিন্ন হয় না, এস্থলেও তদ্রূপ। অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের অনন্যত্বপ্রযুক্ত অদ্বৈতব্রহ্মসমন্বয়ে কোনও বিরোধ নাই।

এইরূপে সাতটী সূত্রে যাহা বলা হইল, তাহাই বিষয়সন্দেহাদি অধিকরণের অবয়বে সজ্জিত করিলে যেরূপ হয়, তাহাই এস্থলে বলা হইতেছে। কিন্তু ইহা বলিবার পূর্ব্বে ইহার সঙ্গতিগুলি বলা আবশ্যক, অতএব তাহাই অগ্রে বলা যাইতেছে, যথা—

(ক) **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ
(খ) শাস্ত্রসঙ্গতি— ”
(গ) অধ্যায়সঙ্গতি— ”
(ঘ) পাদসঙ্গতি— ”
(ঙ) অধিকরণসঙ্গতি—ইহা একফলত্বসঙ্গতি "তর্কাপ্রতিষ্ঠান" সূত্রে বলা হইয়াছে, ব্রহ্মে তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, কিন্তু জগদ্‌ভেদে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহার দ্বারা অদ্বয়-ব্রহ্মকারণবাদী বেদান্তসমন্বয় বিরুদ্ধ হয়, পূর্ব্বসূত্রে পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়া তাহার আপাততঃ সমাধান করা হইয়াছে—এক্ষণে এই অধিকরণে বিবর্ত্তবাদের আশ্রয় করিয়া প্রকৃত সমাধান করিতেছেন।

(১) **বিষয়**—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে - এই মতবাদী বেদান্তসমন্বয়টি বিষয়।
(২) **সংশয়**—উক্ত সমন্বয় ভেদগ্রাহক প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা বিরুদ্ধ হয় কি না? ইহা সংশয়।
(৩) **পূর্ব্বপক্ষ**—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ হইলে ভোগ্য শব্দাদিবিষয় ও ভোক্তা জীব, এই সমস্তই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া ভোগ্য শব্দাদি ভোক্তার স্বরূপ হইয়া পড়ে এবং ভোক্তা ভোগ্যস্বরূপ হইয়া পড়ে। অতএব প্রত্যক্ষসিদ্ধ পরস্পর ভেদ অসিদ্ধ হইতে পারে না। এইজন্য ভেদগ্রাহক প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা অদ্বয়ব্রহ্মবাদী বেদান্তসমন্বয় বিরুদ্ধ হয়। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।
(৪) **সিদ্ধান্ত**—জগৎকারণ ব্রহ্ম হইতে কার্য্যজগতের পৃথক্ সত্তা নাই। কারণ, "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইত্যাদি শ্রুতি তাহার প্রতি প্রমাণ।
(৫) **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষের ফল—সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তের ফল—সমন্বয় সিদ্ধ।

এই অধিকরণের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই—

ভেদগ্রাহকপ্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া কার্য্যরূপে ভেদ এবং কারণরূপে অভেদ-ব্যবস্থার দ্বারা বেদান্ত সকলের বিরোধ পরিহার করা হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের যে প্রামাণ্য স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত সাধারণ ব্যবস্থা; অতএব বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা সেই প্রামাণ্যের ব্যাবহারিক বিষয়ে ব্যবস্থা করা হইতেছে। আর প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ তত্ত্বপ্রতিপাদক হইলে তাহা হইতে প্রপঞ্চের যে জ্ঞান হয়, সেই প্রপঞ্চ সত্য বলিয়া ব্রহ্মাদ্বৈতের বিরোধ হয়, কিন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণকে ব্যাবহারিক বলিলে তাহা হয় না। প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণের প্রামাণ্য আছে, বেদান্তবাক্যেরও প্রামাণ্য আছে, অতএব প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ তত্ত্বপ্রতিপাদক কি না? এইরূপ সংশয় হইলে পূর্ব্বাধিকরণে ভেদাভেদকে আশ্রয় করিয়া বেদান্ত-একদেশী যে বিরোধ সমাধান করিয়াছেন, তাহাকে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া এখানে তাহার নিরাস করা হইতেছে। তথাহি—

(ভেদাভেদের ব্যাবহারিকত্ব ও অদ্বিতীয়ের তাত্ত্বিকত্ব।)

[যথা চ প্রাণাদি।২০]

তদনন্যত্বাধিকরণনামক ষষ্ঠ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

"বেদান্তৈর্মানতায়াং সমতুলিততয়া কর্ম্মকাণ্ডাক্ষজাদেঃ,
সত্যাৎ শ্রুত্যাদ্যুপায়াদবিতথপরমব্রহ্মধীসম্ভবাচ্চ।
সত্যত্বাদীশতায়াঃ শ্রুতিষু পরিণতোদাহৃতেবের্বদগীতে-
রদ্বৈতস্যাপ্যভিন্নং ভবতি চ পরমং ব্রহ্ম ভিন্নং প্রমাণাৎ॥

প্রামাণ্যবিষয়ে কর্ম্মকাণ্ডাত্মকবেদ ও ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান বেদান্তজন্য জ্ঞানের সহিত সমতুলিত হয় বলিয়া অর্থাৎ উভয়ের প্রামাণ্য সমান বলিয়া এবং শ্রুতিপ্রভৃতি সত্য উপায় হইতে নিঃসন্দেহরূপে পরমব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয় বলিয়া, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব সত্য বলিয়া, শ্রুতিতে পরিণামের উদাহরণ দেওয়ায় এবং অদ্বয়ব্রহ্মবাদও বেদে বলা হইয়াছে বলিয়া, কারণস্বরূপ পরমব্রহ্ম জগতের সহিত অভিন্ন এবং প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণবশতঃ জাগতিকপদার্থসকল পরস্পর ভিন্ন।

যদি একটিমাত্র বস্তু থাকিত, তাহা হইলে বহু বস্তু না থাকায় বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের কতকগুলি বিধির বিষয় আর কতকগুলি নিষেধের বিষয় ইত্যাদি যে পরস্পর ভেদ আছে, তাহা বাধিত হইত। আর প্রত্যক্ষাদিদ্বারা যে লৌকিক ভেদ পাওয়া যাইতেছে, তাহারও উচ্ছেদ হইয়া যাইত। তাহা কিন্তু উচিত নহে। কারণ, অবাধিত অনধিগত অসন্দিগ্ধ জ্ঞানের সাধনকে প্রমাণ বলে, প্রমাণের এই যে সাধারণ লক্ষণ, তাহার, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ এবং কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ বেদান্তরূপ প্রমাণের সহিত কোন প্রভেদ নাই অর্থাৎ এই তিনটিই উক্ত প্রমাণলক্ষণাক্রান্ত হয়—ইত্যাদি যুক্তিবশতঃ ভেদজ্ঞান সত্য। আর "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অদ্বৈতও জানা যাইতেছে, অতএব ভিন্ন ও অভিন্ন ব্রহ্ম প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইল। অতএব বিরোধ নাই—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ পাওয়া যাইলে ইহার উত্তর বলা হইতেছে—

তন্নে শ্রুত্যুপপত্তিভির্ব্যপগতে দ্বৈতস্য তদ্গ্রাহিণঃ
প্রামাণ্যং ব্যবহারকারিবিষয়ং মিথ্যাপি সদ্বোধকম্।
মায়াযন্তুরপীশ্বরস্য মুখতঃ কূটস্থতাম্নানতো
দৃষ্টান্তৈঃ পরিণামধীর্ভ্রম ইতি ব্রহ্মৈকমেকান্ততঃ॥

অর্থাৎ শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা ভেদগ্রাহক দ্বৈতের তত্ত্ব নিরস্ত হইলে দ্বৈতবোধক প্রমাণের ব্যাবহারিকবস্তু-বিষয়ক প্রামাণ্য মিথ্যা হইলেও তাহা সদ্বস্তুকে বোধ করাইয়া দেয়। মায়ার নিয়ামক ঈশ্বরেরও মুখ হইতে ব্রহ্ম কূটস্থ, অর্থাৎ নির্বিকার, ইহা আম্নাত অর্থাৎ কথিত হইয়াছে বলিয়া দৃষ্টান্তবাক্যসমূহদ্বারা যে পরিণামবুদ্ধি হয়, তাহা ভ্রমই হয়, অতএব ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—ইহা স্থির হইল।

"যাহার দ্বারা অশ্রুত বস্তু শ্রবণ করা যায়" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা এক বস্তুর দ্বারা সকল বস্তুর জ্ঞান হয়—এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার প্রতিপাদনের জন্য শ্রুতি দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"হে সৌম্য! যেমন একটি মৃৎপিণ্ডদ্বারা যাবতীয় মৃন্ময় বস্তুর জ্ঞান হয়, কারণ বিকার অর্থাৎ কার্য্য বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই, কেবল বাক্যদ্বারা ব্যবহার করা হয়, যেহেতু তাহা নামমাত্র, যেমন রাহুর মস্তক"। "মৃত্তিকাই সত্য" শ্রুতি এই বাক্যদ্বারা বুঝাইতেছেন যে, কারণই মিথ্যাভূতকার্য্যের তত্ত্ব, অর্থাৎ যথার্থস্বরূপ; কার্য্য বলিয়া যাহা জ্ঞান হইতেছে, তাহা ভ্রমমাত্র। বস্তুর তত্ত্বজ্ঞানই সত্যজ্ঞান, তদ্ভিন্ন জ্ঞান মিথ্যা, অতএব কারণজ্ঞান হইতে কার্য্যের তত্ত্বজ্ঞান হয়—ইহা সিদ্ধ হইল। কারণের পরিণাম কার্য্যপদার্থ—ইহা যদি শ্রুতির অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে কার্য্যপদার্থও সত্য বলিয়া "মৃত্তিকাই সত্য" এই বলিয়া কারণপদার্থ সত্য—ইহা নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত হইত না। অতএব শ্রুতিতে পরিণামদৃষ্টান্ত দেখিয়া অর্থাপত্তিদ্বারা পরিণামবাদ কল্পনা করাও উচিত নহে; কারণ, "মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্" এই এবকার শ্রুতির দ্বারা কারণেরই সত্যত্ব বোধ হইতেছে, শ্রুতিবিরুদ্ধ অর্থাপত্তির উদয়ই হইতে পারে না। প্রতিজ্ঞাবাক্যই প্রধান, অতএব তাহার অনুরোধে অপ্রধান দৃষ্টান্তবাক্যকে বিবর্ত্তবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" এই শ্রুতিতে পরিণামবাদ স্পষ্ট করিয়া নিষেধ করা হইতেছে বলিয়া উক্ত অর্থাপত্তি হইতেই পারে না। কারণস্বরূপ ব্রহ্মে প্রাপ্ত কার্য্যকে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতি নিষেধ করায় শুক্তিতে রজতের ন্যায় জগতের মিথ্যাত্ব বুঝা যাইতেছে। এইরূপে বুঝা যাইতেছে যে, কার্য্যপদার্থ সত্য নহে, তথাপি যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ হইতে বিভিন্ন কার্য্যের

ইতরব্যপদেশাধিকরণং নাম

সপ্তমম্ অধিকরণম্।

(ব্রহ্মে জীবত্বধর্ম্মের শঙ্কানিরসন।)

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ।২১ [পূঃ পঃ]

তদনন্যত্বাধিকরণনামক ষষ্ঠ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

জ্ঞান হইতেছে, প্রয়োজনীয় বস্তু তাহার বিষয় হইলে কোন বাধা না থাকায়, তাদৃশ বস্তুবিষয়েই তাহার প্রামাণ্য জানিতে হইবে। কারণ, কলসাদি যে জল আনয়নের কারণ, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অতএব তাহাকে বাধা দেওয়া যায় না। এইরূপ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেরও ব্যবহারিক বিষয়ে প্রামাণ্য জানিবেন। কারণ, শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই স্বর্গাদিফল হইয়া থাকে।

এই বিষয়টী ভারতীতীর্থের অধিকরণমালায় দুইটী শ্লোকে যে ভাবে বলা হইয়াছে, তাহা এই—

ভেদাভেদৌ তাত্ত্বিকৌ স্তো যদি বা ব্যাবহারিকৌ

সমুদ্রাদাবিব তয়োর্বাধাভাবেন তাত্ত্বিকৌ ॥১

বাধিতৌ শ্রুতিযুক্তিভ্যাং তাবেতৌ ব্যাবহারিকৌ,

কার্য্যস্য কারণাভেদাদদ্বৈতং ব্রহ্মতাত্ত্বিকম্ ॥২

অন্বয়—ভেদাভেদৌ তাত্ত্বিকৌ, যদি বা ব্যাবহারিকৌ স্তঃ, সমুদ্রাদৌ ইব তয়োঃ বাধাভাবেন তাত্ত্বিকৌ।১ শ্রুতিযুক্তিভ্যাং বাধিতৌ তৌ এতৌ ব্যাবহারিকৌ। কার্য্যস্য কারণাভেদাৎ অদ্বৈতং ব্রহ্ম তাত্ত্বিকম্ ॥২

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ।২১*

অন্যথা পুনঃ চেতনকারণবাদ আক্ষিপ্যতে, চেতনাৎ হি জগৎপ্রক্রিয়ায়াম্ আশ্রীয়মাণায়াং হিতাকরণাদয়ঃ দোষাঃ প্রসজ্যন্তে। কুতঃ? ইতরব্যপদেশাৎ। ইতরস্য শারীরস্য ব্রহ্মাত্মত্বং ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ—

স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো (ছাঃ ৬।৮।৩)

ইতি প্রতিবোধনাৎ। যদ্বা ইতরস্য চ ব্রহ্মণঃ শারীরাত্মত্বং ব্যপদিশতি—

তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ (তৈ ২।৬)

ইতি স্রষ্টুরেব অবিকৃতস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যানুপ্রবেশেন শারীরাত্মত্বপ্রদর্শনাৎ—

অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি (ছাঃ ৬।৩।২)

ইতি চ পরা দেবতা জীবম্ আত্মশব্দেন ব্যপদিশন্তী ন ব্রহ্মণো ভিন্নঃ শারীর ইতি দর্শয়তি। তস্মাৎ যৎ ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বং তৎ শারীরস্যৈব ইতি। অতঃ স স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা সন্ হিতমেব আত্মনঃ সৌমনস্যকরং কুর্য্যাৎ, ন অহিতং জন্মমরণজরারোগাদ্যনেকানর্থজালম্। ন হি কশ্চিৎ অপরতন্ত্রো বন্ধনাগারম্ আত্মনঃ কৃত্বা অনুপ্রবিশতি। ন চ স্বয়ম্ অত্যন্তনির্ম্মলঃ সন্ অত্যন্তমলিনং দেহম্ আত্মত্বেন উপেয়াৎ। কৃতমপি কথঞ্চিৎ যৎ দুঃখকরং তৎ ইচ্ছয়া জহ্যাৎ। সুখকরং চ উপাদদীত। স্মরেচ্চ ময়া ইদং জগদ্বিম্বং বিচিত্রং বিরচিতমিতি। সর্ব্বো হি লোকঃ স্পষ্টং কার্য্যং কৃত্বা স্মরতি—ময়েদং কৃতম্ ইতি। যথা চ মায়াবী স্বয়ং প্রসারিতাং মায়াম্ ইচ্ছয়া অনায়াসেনৈব উপসংহরতি, এবং শারীরোঽপি ইমাং সৃষ্টিম্ উপসংহরেৎ। স্বমপি তাবৎ শরীরং শারীরো ন শক্নোতি অনায়াসেন উপসংহর্ত্তুম্। এবং হিতক্রিয়াদ্যদর্শনাৎ অন্যায্যা চেতনাৎ জগৎপ্রক্রিয়া ইতি গম্যতে।২১

* এস্থলে "হিতকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ" এই প্রথমান্ত পদটী থাকায়, এটী অধিকরণ আরম্ভক সূত্র হইয়াছে। "প্রসক্তিঃ" এই পদটী সূত্রে থাকায়, ইহা পূর্ব্বপক্ষ সূত্রও হইয়াছে। প্রসক্তি অর্থই আপত্তি অর্থাৎ অনিষ্টশঙ্কা।

(ব্রহ্মে জীবস্বধর্ম্মের শঙ্কানিরসন।)

[**ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ।২১**]

ভাষ্যানুবাদ।

ব্রহ্ম নিজেই নিজের অনর্থকর জরামরণাদি কার্য্য করিলেন—এইরূপ দোষের আপত্তি হয়। অতএব অভ্রান্ত ব্রহ্মের পক্ষে নিজের অনর্থকর জগৎসৃষ্টি করা সম্ভব নহে বলিয়া পূর্ব্বোক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হয়, ইতর অর্থাৎ জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া ব্যপদেশ করায়, অথবা ইতর অর্থাৎ ব্রহ্মকে জীব বলিয়া ব্যপদেশ করায়, ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা হইলে জীবই সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেন, ইহা সূত্রার্থ। অন্য প্রকারে আবার চেতনকারণবাদ অর্থাৎ চেতন ব্রহ্মই জগতের কারণ—এই মতের উপর আক্ষেপ অর্থাৎ আপত্তি করিতেছেন। চেতন ব্রহ্ম হইতে জগৎপ্রক্রিয়া অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি হইয়াছে—এই মত স্বীকার করিলে হিতাকরণাদি অর্থাৎ নিজেই নিজের অনিষ্ট করা প্রভৃতি দোষ হইয়া পড়ে। কারণ, ইতর অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন জীবকে ব্যপদেশ অর্থাৎ ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রুতি ব্রহ্মভিন্ন জীবকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, যেহেতু

"স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছাঃ ৬।৮।৭)

অর্থাৎ "তিনি আত্মা, হে শ্বেতকেতো! তুমি সেই ব্রহ্ম" এইরূপ বুঝাইয়াছেন। অথবা ইতর অর্থাৎ জীবভিন্ন ব্রহ্ম জীবস্বরূপ হইয়াছেন, ইহা নির্দ্দেশ করিতেছেন, যথা—

"তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ (তৈঃ ২।৬)

অর্থাৎ তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই প্রবেশ করিলেন। যেহেতু এই শ্রুতিতে দেখাইতেছেন যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মই বিকৃত না হইয়া কার্য্য অর্থাৎ শরীরে অনুপ্রবেশদ্বারা জীবস্বরূপ হইয়াছেন—

অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি (ছাঃ ৬।৩।২)

অর্থাৎ এই জীবস্বরূপ হইয়া অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ প্রকাশ করিব, এই শ্রুতিও দেখাইতেছেন যে, পরা দেবতা অর্থাৎ ঈশ্বর, জীবকে আত্মশব্দদ্বারা উল্লেখ করিতেছেন, অতএব জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অতএব ব্রহ্মের যে সৃষ্টিকারিত্ব তাহা জীবেরই। সুতরাং সেই ঈশ্বর স্বাধীন সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া নিজের সৌমনস্য অর্থাৎ মনঃপ্রীতিকর হিত কার্য্যই করিবেন। কিন্তু অহিতকর অর্থাৎ জন্মমরণজরারোগাদি অনেক অনর্থসমূহ সৃষ্টি করিবেন না; কারণ, অপরতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন কোন ব্যক্তি নিজের বন্ধনাগার অর্থাৎ অবরোধ-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করে না। আর তিনি নিজে অতিশয় বিশুদ্ধ হইয়া অতিশয় অপবিত্র দেহকে আমি বলিয়া স্বীকার করিতেন না। যদিও কোন রকমে করেন, তাহা হইলেও যাহা অনিষ্টকর, তাহা ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করিতেন এবং যাহা সুখকর, তাহা গ্রহণ করিতেন। আর স্মরণ করিতেন যে, আমাকর্ত্তৃক এই বিচিত্র জগৎ রচিত হইয়াছে। কারণ, সকল লোকে স্পষ্ট কার্য্য করিয়া মনে করে যে, আমি ইহা করিয়াছি। আর মায়াবী যেমন নিজকর্ত্তৃক রচিত মায়াকে ইচ্ছানুসারে অনায়াসে উপসংহার করে, এইরূপ জীবও এই জগৎকে উপসংহার করিতেন। (অথচ) জীব নিজের দেহকেও অনায়াসে উপসংহার করিতে পারে না। এইরূপ হিতকর কার্য্যাদি দেখা যাইতেছে না বলিয়া চেতন ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, এই মত অন্যায় বলিয়া বোধ হইতেছে।

ভামতী।

যদ্যপি শারীরাৎ পরমাত্মনো ভেদম্ আহুঃ শ্রুতয়ঃ, তথাপি অভেদম্ অপি দর্শয়ন্তি শ্রুতয়ঃ বহ্ব্যঃ। ন চ ভেদাভেদৌ একত্র সমবেতৌ, বিরোধাৎ। ন চ ভেদঃ তাত্ত্বিক ইতি উক্তম্। তস্মাৎ পরমাত্মনঃ সর্ব্বজ্ঞাৎ ন শারীরঃ তত্ত্বতো ভিদ্যতে। স এব তু অবিদ্যোপধানভেদাৎ ঘটকরকাদ্যা-কাশবৎ ভেদেন প্রথতে। উপহিতং চ অস্য রূপং শারীরঃ, তেন মা নাম জীবাঃ পরমাত্মতাম্ আত্মনঃ অনুভূবন্, পরমাত্মা তু তান্ আত্মনো অভিন্নান্ অনুভবতি। অননুভবে সার্ব্বজ্ঞ্যব্যাঘাতঃ। তথা চ অয়ং জীবান্ বধ্নন্ আত্মানমেব বধ্নীয়াৎ। তত্র ইদম্ উক্তং "ন হি কশ্চিৎ অপরতন্ত্রঃ বন্ধনাগারম্ আত্মনঃ কৃত্বা অনুপ্রবিশতি" ইত্যাদি, তস্মাৎ ন চেতনকারণং জগদিতি পূর্ব্বঃ পক্ষঃ।২১

বেদান্তকল্পতরুঃ।

জীবাঽভিন্নঃ ব্রহ্ম জগদুপাদানং বদন্ সমন্বয়ঃ যদি তাদৃক্ ব্রহ্ম জগৎ জনয়েৎ, তর্হি স্বানিষ্টং ন সৃজেৎ ইতি ন্যায়েন বিরুধ্যতে ন বা ইতি সন্দেহে পূর্ব্বত্র কার্য্যকারণানন্যত্ববৎ ঘটাকাশকল্পজীবানাম্ অপি মহাকাশোপমব্রহ্মাত্মৈক্যম্ উক্তং, তস্য হিতাকরণাদ্যনুপপত্তিভিঃ আক্ষেপাৎ সঙ্গতিঃ। ননু "সোঽন্বেষ্টব্যঃ" ইত্যাদি ভেদনির্দ্দেশাৎ কথং পূর্ব্বপক্ষঃ "তত্রাহ—যদ্যপি" ইতি। যদি ভেদাভেদৌ "একত্র বিরোধৌ, তর্হি অভেদ এব ভেদেন বাধ্যতাম্ অত আহ—"ন চ ভেদ ইতি। ইত্যুক্তম্"। অনন্তরাধিকরণে ইত্যর্থঃ। ননু স্বাভাবিকং ব্রহ্মৈকত্বং জীবা অবিদ্যোপহিতাঃ যেষাং ন জানন্তি ইতি হিতেঽপি অহিতভ্রমাৎ অকরণম্ উপপন্নম্ অত আহ –"তেন" ইতি।২১

(ব্রহ্মে জীবত্বধর্ম্মের শঙ্কানিরসন।)

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ।২২

ভামতীর অনুবাদ।

যদিও শ্রুতিগণ জীব হইতে পরমাত্মার ভেদ বলিতেছেন, তথাপি বহু শ্রুতি অভেদও দেখাইতেছেন। আর ভেদ ও অভেদ এক স্থলে মিলিত হয় না; কারণ, উভয়ে বিরুদ্ধ বস্তু। আর ভেদ তাত্ত্বিক অর্থাৎ যথার্থ নহে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা হইতে জীব বাস্তবিক ভিন্ন নহে, কিন্তু জীবই অবিদ্যারূপ উপাধির ভেদবশতঃ ঘট এবং করকাদি উপাধিভেদে ভিন্ন আকাশের মত ভিন্ন হইয়া প্রকাশ হয়। আর পরমাত্মার উপাধিযুক্ত রূপ জীব। সেইজন্য জীবসকল নিজে যে পরমাত্মা, তাহা অনুভব করে না, কিন্তু পরমাত্মা তাহাদিগকে নিজে হইতে অভিন্ন বলিয়া অনুভব করেন। অনুভব না করিলে তাহার সর্ব্বজ্ঞতার ব্যাঘাত ঘটে। তাহা হইলে এই পরমাত্মা জীবগণকে বন্ধন করিয়া নিজেকেই বন্ধন করিবেন। সে বিষয়ে এই কথা বলিয়াছেন, "যেহেতু কোন স্বাধীন লোক নিজের বন্ধনের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করে না" ইত্যাদি; অতএব চেতন ব্রহ্ম জগতের কারণ নহে—ইহা পূর্ব্বপক্ষ।২১

শাঙ্করভাষ্যম্।

অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ।২২ *

তু-শব্দঃ পক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। যৎ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং শারীরাৎ অধিকম্ অন্যৎ, তদ্ বয়ং জগতঃ স্রষ্টৃ ব্রূমঃ। ন তস্মিন্ হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যন্তে। ন হি তস্য হিতং কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যম্ অস্তি, অহিতং বা পরিহর্ত্তব্যম্, নিত্যমুক্ত-স্বভাবত্বাৎ। ন চ তস্য জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ শক্তিপ্রতিবন্ধো বা কচিদপি অস্তি। সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিত্বাচ্চ। শারীরস্তু অনেবংবিধঃ। তস্মিন্ প্রসজ্যন্তে হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ। ন তু তং বয়ং জগতঃ স্রষ্টারং ব্রূমঃ। কুত এতৎ? ভেদনির্দ্দেশাৎ—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ (বৃঃ ২।৪।৫)

"সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছাঃ ৮।৭।১)

"সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" (ছাঃ ৬।৮।১)

"শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ়ঃ" (বৃঃ ৪।৩।৩৫)

ইতি এবংজাতীয়কঃ কর্ত্তৃকর্ম্মাদিভেদনির্দ্দেশঃ জীবাৎ অধিকং ব্রহ্ম দর্শয়তি। ননু অভেদ-নির্দ্দেশোঽপি দর্শিতঃ "তত্ত্বমসি" ইতি এবংজাতীয়কঃ। কথং ভেদাভেদৌ বিরুদ্ধৌ সম্ভবেয়াতাম্? নৈষ দোষঃ। আকাশঘটাকাশন্যায়েন উভয়সম্ভবস্য তত্র তত্র প্রতিষ্ঠা-পিতত্বাৎ। অপি চ যদা তত্ত্বমসি-ইত্যেবংজাতীয়কেন অভেদনির্দ্দেশেন অভেদঃ প্রতি-বোধিতো ভবতি, অপগতং ভবতি তদা জীবস্য সংসারিত্বং ব্রহ্মণশ্চ স্রষ্টৃত্বং, সমস্তস্য মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিতস্য ভেদব্যবহারস্য সম্যগ্‌জ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ। তত্র কুত এব সৃষ্টিঃ? কুতো বা হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ? অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত-নামরূপকৃত-কার্য্যকরণ-সঙ্ঘাতোপাধ্যবিবেককৃতা হি ভ্রান্তিঃ হিতাকরণাদিলক্ষণঃ সংসারঃ, ন তু পরমার্থতঃ অস্তি ইতি অসকৃৎ অবোচাম। জন্মমরণচ্ছেদনভেদনাদ্যভিমানবৎ। অবাধিতে তু ভেদব্যবহারে "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" (ছাঃ ৮।৭।১) ইতি এবংজাতীয়কেন ভেদনির্দ্দেশেন অবগম্যমানং ব্রহ্মণঃ অধিকত্বং হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিং নিরুণদ্ধি।২২

---

* "তু" শব্দ থাকায় ইহা পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনসূচক সিদ্ধান্ত সূত্র। অবশ্য "অধিকম্" এই প্রথমান্তপদ থাকায় ইহাকে অধিকরণ আরম্ভক বলা যাইতে পারিত, কিন্তু তাহা হইল না, যেহেতু তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ব্বপক্ষীয় সূত্রমাত্রদ্বারাই অধিকরণ সমাপ্তি স্বীকার করিতে হইত। এ গ্রন্থে কেবল পূর্ব্বপক্ষ সূত্রদ্বারা একটী পূর্ণ অধিকরণ রচনার পদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই। অধিকরণগুলি বিচার্য্য বলিয়া আর তাহা পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ মিলিত হইয়া হয় বলিয়া কেবল পূর্ব্বপক্ষদ্বারা অধিকরণ পূর্ণ হওয়া উচিতও নহে।

(ব্রহ্মে জীবত্বধর্ম্মের শঙ্কানিরসন।

[অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ।২২]

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—তু শব্দদ্বারা পূর্ব্বপক্ষের নিবারণ করিতেছেন, যেহেতু আমরা বলি যে সৃষ্টিকর্ত্ত ব্রহ্ম, জীব অপেক্ষা অধিক অর্থাৎ ভিন্ন, অতএব ব্রহ্মের অহিতকরণাদি দোষ হইতে পারে না। কেননা, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে কল্পিত ভেদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

সূত্রস্থিত "তু" শব্দটি পূর্ব্বপক্ষ নিবারণ করিতেছেন, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব এবং শারীর অর্থাৎ জীব অপেক্ষা **অধিক** অর্থাৎ ভিন্ন, যে ব্রহ্ম তাঁহাকে আমরা জগতের সৃষ্টিকর্ত্ত বলি। তাহাতে হিতাকরণাদি দোষ অর্থাৎ মঙ্গল না করা দোষ হইতে পারে না। কারণ, তাঁহার করিবার উপযুক্ত হিত কিছুই নাই, আর পরিত্যাগ করিবার যোগ্য অহিতও কিছুই নাই, যেহেতু তিনি নিত্যই মুক্তস্বভাব। আর তাঁহার জ্ঞানের প্রতিবন্ধ অর্থাৎ বাধা বা শক্তির প্রতিবন্ধ অর্থাৎ বাধা কোথাও নাই, কারণ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্। কিন্তু শারীর অর্থাৎ জীব অনেবংবিধ অর্থাৎ এ প্রকার নহে, অতএব তাহাতে হিতের অকরণাদি দোষসকল হইতে পারে। আমরা কিন্তু তাহাকে অর্থাৎ জীবকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলি না। যদি বল—ইহা বল কেন? তাহা হইলে বলিব—যেহেতু ভেদ নির্দ্দেশ আছে—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"

অর্থাৎ ওরে আত্মাকে দেখা উচিত, শোনা উচিত, মনন করা উচিত, নিদিধ্যাসন করা উচিত

"সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ"

অর্থাৎ সেই আত্মাকে অন্বেষণ করা উচিত, সেই আত্মাকে বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত

"সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি"

অর্থাৎ হে সৌম্য শ্বেতকেতু! সুষুপ্তিসময়ে (জীব) ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়

"শারীর আত্মা প্রাজ্ঞেনাত্মনান্বারূঢ়ঃ"

অর্থাৎ শারীর জীবাত্মা প্রাজ্ঞ আত্মাকর্ত্তৃক অন্বারূঢ় অর্থাৎ অধিষ্ঠিত।

এইরূপ কর্ত্তা ও কর্ম্ম প্রভৃতির ভেদনির্দ্দেশ জীব অপেক্ষা ব্রহ্ম যে অধিক ইহা দেখাইয়া দিতেছে। যদি বল "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ তুমি সেই ব্রহ্ম এই জাতীয় অভেদনির্দ্দেশও দেখাইয়াছে। পরস্পরবিরুদ্ধ ভেদ ও অভেদ কি করিয়া সম্ভব হয়? তাহা হইলে বলিব—ইহা দোষ নহে; কারণ, আকাশ ও ঘটাকাশন্যায় অনুসারে উভয়ই যে সম্ভব, তাহা তত্তৎস্থানে প্রতিপন্ন করিয়াছি। আরও "তত্ত্বমসি" এই জাতীয় অভেদনির্দ্দেশদ্বারা যখন জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিবোধিত হয় অর্থাৎ জানাইয়া দেওয়া হয়, তখন জীবের সংসারিত্ব এবং ব্রহ্মেরও সৃষ্টিকারিত্ব অপগত হয়; কারণ, সম্যক্জ্ঞানদ্বারা মিথ্যাজ্ঞানবিজৃম্ভিত সমস্ত ভেদব্যবহার বাধিত হয়। সেখানে কোথায়ই বা সৃষ্টি? আর কোথায়ই বা হিতাকরণাদি দোষ? কারণ, অবিদ্যাকর্ত্তৃক প্রত্যুপস্থাপিত অর্থাৎ কল্পিত যে নাম ও রূপ, আর তৎকৃত যে কার্য্যকরণসংঘাতরূপ অর্থাৎ কার্য্য ও করণসমষ্টিরূপ যে উপাধি, সেই উপাধির অবিবেকজনিত যে ভ্রম, তাহাই হিতাকারণাদিরূপ সংসার, তাহা কিন্তু পরমার্থতঃ অর্থাৎ বাস্তবিক নাই—ইহা অনেকবার বলিয়াছি। জন্ম মরণ ছেদন ভেদন প্রভৃতির অভিমান যেমন, পরমার্থতঃ নাই—ইহাও সেইরূপ। কিন্তু ভেদব্যবহার বাধিত না হইলে "তাঁহাকে অন্বেষণ করা উচিত, তাঁহাকে বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত", এই জাতীয় ভেদনির্দ্দেশদ্বারা অবগম্যমান জীব অপেক্ষা ব্রহ্মের অধিকত্ব অর্থাৎ পার্থক্য, তাহাই হিতাকরণাদি দোষের সম্ভাবনাকে নষ্ট করিয়া দেয়।২২

ভামতী।

সত্যম্ অয়ং পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ যথা জীবান্ বস্তুত আত্মনঃ অভিন্নান্ পশ্যতি, পশ্যত্যেবং ন ভাবত এষাং সুখদুঃখাদিবেদনাসঙ্গঃ অস্তি, অবিদ্যাবশাৎ তু এষাং তদ্বদভিমান ইতি। তথা চ তেষাং সুখদুঃখাদিবেদনায়াম্ অপি অহম্ উদাসীন ইতি ন তেষাং বন্ধনাগারনিবেশেঽপি অস্তি ক্ষতিঃ কাচিৎ মম ইতি ন হিতাকরণাদিদোষাপত্তিরিতি রাদ্ধান্তঃ। তদিদম্ উক্তম্ "অপি চ যদা তত্ত্বমসি" ইতি। অপি চ ইতি চঃ পূর্ব্বোপপত্তিসাহিত্যং দ্যোতয়তি ন উপপত্ত্যন্তরতাম্।২২

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"তদ্বদভিমান" ইতি। পশ্যতি ইত্যন্বয়ঃ। যদ্যপি পরমাত্মনঃ দর্শনক্রিয়াশ্রয়ত্বম্ অনুপপন্নম্, তথাপি পুরুষঃ স্বপ্রকাশ এব তত্তদ্বিশেষেণ উপরক্তঃ তং তং যথাবস্থিতং ভাসয়তি ইতি অতঃ পশ্যতি ইতি নির্দিশ্যতে ॥২২

(ব্রহ্মে জীবধর্ম্মের প্রসক্তিনিরসন।)

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ।২৩

ভামতীর অনুবাদ।

ইহা সত্য যে, এই পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া যেমন জীবগণকে বাস্তবিক নিজ হইতে অভিন্ন দেখেন, এইরূপ ইহাও দেখেন যে, জীবগণের ভাবতঃ অর্থাৎ বাস্তবিক সুখদুঃখপ্রভৃতি বেদনাসঙ্গ নাই, অর্থাৎ সুখদুঃখাদি জ্ঞানের সহিত জীবগণের কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু অবিদ্যাবশতঃ জীবগণের তদ্বদভিমান হয়, অর্থাৎ আমি সুখী দুঃখী এইরূপ জ্ঞান হয়। আর তাহা হইলে জীবগণের সুখদুঃখাদির বেদনা অর্থাৎ জ্ঞান হইলেও আমি (ব্রহ্ম) উদাসীন অর্থাৎ নির্লিপ্ত, অতএব তাহাদের বন্ধনাগারে প্রবেশ হইলেও আমার কোন ক্ষতি নাই, অতএব হিতাকরণাদি দোষের আপত্তি হয় না—ইহাই সিদ্ধান্ত। সেই জন্য "অপি চ যদা তত্ত্বমসি" ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। অপি চ এই চ শব্দটি পূর্ব্বযুক্তির সাহিত্য স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, অর্থাৎ আরম্ভণ সূত্রশেষে যে যুক্তি দিয়াছেন, ইহার সহিত সেই যুক্তি স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, ইহা অন্য যুক্তি নহে ।২২

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ। ২৩ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

যথা চ লোকে পৃথিবীত্বসামান্যান্বিতানাম্ অপি অশ্মনাং কেচিৎ মহার্হা মণয়ঃ বজ্রবৈদূর্য্যাদয়ঃ, অন্যে মধ্যমবীর্য্যাঃ সূর্য্যকান্তাদয়ঃ, অন্যে প্রহীণাঃ শ্ব-বায়স-প্রক্ষেপণার্হাঃ পাষাণাঃ ইতি অনেকবিধং বৈচিত্র্যং দৃশ্যতে, যথা চ একপৃথিবীব্যপাশ্রয়াণাম্ অপি বীজানাং বহুবিধং পত্রপুষ্পফলগন্ধরসাদিবৈচিত্র্যং চন্দনকিংপাকাদিষু উপলক্ষ্যতে, যথা চ একস্যাপি অন্নরসস্য লোহিতাদীনি কেশলোমাদীনি চ বিচিত্রাণি কার্য্যাণি ভবন্তি, এবম্ একস্যাপি ব্রহ্মণঃ জীবপ্রাজ্ঞপৃথক্ত্বং কার্য্যবৈচিত্র্যং চ উপপদ্যতে; ইত্যতঃ তদনুপপত্তিঃ, পরপরিকল্পিতদোষানুপপত্তিঃ ইত্যর্থঃ। শ্রুতেশ্চ প্রামাণ্যাৎ বিকারস্য চ বাচারম্ভণমাত্রত্বাৎ স্বপ্নদৃশ্যভাববৈচিত্র্যবচ্চ ইতি অভ্যুচ্চয়ঃ।২৩ ইতি সপ্তমম্ ইতরব্যপদেশাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—এক মাত্র পৃথিবী হইতে উৎপন্ন **অশ্মাদি** অর্থাৎ প্রস্তর সকলের মধ্যে যেমন হীরকাদি ভেদে বৈচিত্র্য আছে, সেইরূপ ব্রহ্মকার্য্যেরও বৈচিত্র্য হইতে পারে, অতএব তদনুপপত্তি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দোষ হইল না।

আর লোকমধ্যে যেমন পৃথিবীত্বরূপ সামান্য ধর্ম্মান্বিত অশ্ম অর্থাৎ প্রস্তর সকলের মধ্যে কতকগুলি মহার্হ অর্থাৎ মহামূল্য বজ্র অর্থাৎ হীরক ও বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণি, অন্য কতকগুলি মধ্যমবীর্য্য অর্থাৎ মধ্যমমূল্য-বিশিষ্ট সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি মণি এবং অন্য কতকগুলি শ্ব-বায়সক্ষেপণার্হ অর্থাৎ কুক্কুর কাক প্রভৃতি তাড়াইবার জন্য ছুড়িবার যোগ্য প্রহীণ পাষাণ অর্থাৎ তুচ্ছ প্রস্তর, এইরূপ অনেক প্রকার বৈচিত্র্য দেখা যায়; আর যেমন এক পৃথিবীব্যপাশ্রয় অর্থাৎ এক পৃথিবীতে থাকে যে বীজসকল, তাহাদের নানা প্রকার পত্র পুষ্প ফল রস গন্ধ প্রভৃতি বৈচিত্র্য, চন্দন কিংপাক অর্থাৎ মহাতালাদিতে দেখা যায়; আর যেমন এক অন্নের রসেই রক্তমাংস অস্থি প্রভৃতি ধাতু সকল এবং কেশ লোম নখ প্রভৃতি বিচিত্র কার্য্য হয়; এইরূপ এক ব্রহ্মেরই জীব ও ঈশ্বররূপ পার্থক্য, এবং পৃথিব্যাদি বিচিত্র কার্য্যও উপপন্ন হয়; এইজন্য তদনুপপত্তি হয়, অর্থাৎ পরপরিকল্পিত দোষ সকলের অনুপপত্তি হয়। আর শ্রুতির প্রামাণ্য থাকায় এবং পৃথিব্যাদি বিকার বাচারম্ভণমাত্র বলিয়া অর্থাৎ বাক্যের কল্পনা মাত্র বলিয়া এবং স্বপ্নে দেখা যায় যে সকলবস্তু তাহাদের বৈচিত্র্যের মত ব্রহ্মের বিচিত্রজগৎ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, ইহা জীব অপেক্ষা ব্রহ্মের আধিক্য ।২৩ ইতি ইতরব্যপদেশনামক সপ্তম অধিকরণ।

ভামতী।

স্যাদেতৎ, যদি ব্রহ্মবিবর্ত্তঃ জগৎ, হন্ত সর্ব্বস্যৈব জীববৎ চৈতন্যপ্রসঙ্গঃ, ইত্যত আহ—

* এখানেও "অশ্মাদিবৎ" এবং "তদনুপপত্তিঃ" এইরূপ প্রথমান্ত পদ থাকিলেও ইহা অধিকরণ আরম্ভক সূত্র হইল না। কারণ "চ" শব্দদ্বারা পূর্ব্বোক্ত যুক্তির পুষ্টিসাধন করা হইতেছে, এবং "অশ্মাদিবৎ" শব্দে দৃষ্টান্তবোধকতা থাকায় ইহা অধিকরণের অঙ্গীভূত সূত্রই হইবে। অন্যথা হইতে পারে না।

(ব্রহ্মে জীবত্বধর্ম্মের শঙ্কানিরসনম্ ।)

[অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ।২৩]

ভামতী ।

"অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ"। অতিরোহিতার্থেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্ ।২৩ ইতি সপ্তমম্ **ইতরব্যপদেশাধিকরণম্** ।

[এই ভামতীর "বেদান্তকল্পতরু" নাই ।]

ভামতীর অনুবাদ ।

আচ্ছা, জগৎ যদি ব্রহ্মের বিবর্ত্ত হয়, তাহা হইলে সমুদায় বস্তুরই জীবের ন্যায় চৈতন্যপ্রসঙ্গ হয়, এইজন্য (সূত্রকার) বলিতেছেন—"**অশ্মাদিবৎ চ তদনুপপত্তিঃ**"। ইহা অতিরোহিতার্থ অর্থাৎ স্পষ্ট ভাষ্যদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাই সপ্তম অধিকরণ।

সপ্তম অধিকরণের তাৎপর্য্য ।

ইতরব্যপদেশ অধিকরণ নামক এই সপ্তম অধিকরণে তিনটী সূত্র আছে। ইহার মধ্যে প্রথম সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষ এবং অবশিষ্ট সূত্রদ্বয় সিদ্ধান্তপক্ষ, যথা—

পূর্ব্বপক্ষ	সিদ্ধান্তপক্ষ
১। ইতরব্যপদেশাৎ হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ।২১	
	২। অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ।২২
	৩। অশ্মাদিবৎ চ তদনুপপত্তিঃ ।২৩

ইহাদের অর্থ এইরূপ—

প্রথম সূত্রে আপত্তি করা হইতেছে—ইতর অর্থাৎ জীবের ব্যপদেশপ্রযুক্ত অর্থাৎ তত্ত্বমস্যাদি বাক্যদ্বারা ব্রহ্মত্ব কথনপ্রযুক্ত হিতাকরণাদি অর্থাৎ জরামরণাদি অহিতকরণাদি দোষের সম্ভাবনা ব্রহ্মে হয় বলিতে হইবে ?

দ্বিতীয় সূত্রে ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে যে, "তু" অর্থাৎ না, তাহা নহে, যেহেতু জীব হইতে অধিক সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ব্রহ্মই জগতের উপাদান এবং সৃষ্টিকর্ত্তা, এজন্য অহিতকরণাদি দোষের প্রসক্তি নাই। তাহার কারণ, "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" এই শ্রুতিতে কল্পিতভেদের নির্দ্দেশ আছে।

তৃতীয় সূত্রে বলা হইতেছে যে, একই ব্রহ্ম জগৎকারণ হইলে কার্য্যের বৈচিত্র্য কি করিয়া হয় ; তদুত্তরে বলিতেছেন যে, যেমন পৃথিবীরই বিকার নানারূপ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মেরই এই নানারূপ ভাব হইয়াছে। অতএব উক্ত শঙ্কা নাই।

ইহার অবয়বগুলি এই—

১। **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ

শাস্ত্রসঙ্গতি— „

অধ্যায়সঙ্গতি— „

পাদসঙ্গতি— „

অধিকরণসঙ্গতি—আক্ষেপসঙ্গতি ; যেহেতু ব্রহ্ম যদি জগৎসৃষ্টিকর্ত্তৃ হন, তাহা হইলে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন বলিয়া ব্রহ্ম নিজেই নিজের জরামরণাদি অনর্থকর হইলেন, ইহা ত দেখা যায় না, অতএব ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টিকর্ত্তৃ নহেন। এই আপত্তি নিরারণের জন্য এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন।

২। **বিষয়**—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে—এই মতবাদী বেদান্তসমন্বয়টি বিষয়।

৩। **সংশয়**—ব্রহ্ম যদি জগৎসৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে নিজের অনিষ্টকর বস্তু সৃষ্টি করিতেন না, এই যুক্তিদ্বারা উক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হয় কি না ? ইহা সংশয়।

৪। **পূর্ব্বপক্ষ**—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কার্য্য ও কারণের অভেদের মত ঘটাকাশতুল্য জীবসকল মহাকাশতুল্য ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন, তাহাতে হিতাকরণাদি অসঙ্গতিদ্বারা আপত্তি করা হইতেছে—যথা—

"সর্ব্বজ্ঞব্রহ্মণো জীবৈরভেদং স্বস্য পশ্যতঃ ।

জীবাহিতক্রিয়া কার্য্যা ন্যায্যা হি ন যুজ্যতে" ॥

উপসংহারদর্শনাধিকরণং নাম

অষ্টমম্ অধিকরণম্।

অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা।)

উপসংহারদর্শনান্নেতিচেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ।২৪

সপ্তম অধিকরণের তাৎপর্য্য।

অর্থাৎ যে সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম জীবগণের সহিত নিজের অভেদ দেখিতেছেন, তিনি যে জীবগণের জরামরণাদি অনিষ্টকর কার্য্য করিয়াছেন, তাহা ফলতঃ নিজের জন্যই হইয়া পড়ে, ইহাও সঙ্গত নহে।

যদিও জীবগণ অবিদ্যাযুক্ত বলিয়া স্বয়ং যে পরমাত্মস্বরূপ তাহা অনুভব করিতে পারে না, এবং ভ্রমবশতঃ নিজের অনিষ্ট করিয়া ফেলেন, তাহা হইলেও পরমাত্মা তাঁহাদিগকে নিজের সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুভব করেন, তাহা না হইলে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বের ব্যাঘাত ঘটে। তাহা হইলে ভগবান্ জীবগণকে বন্ধন করিয়া নিজেকেই বাঁধিয়া ফেলিবেন। অতএব নানাবিধ দুঃখপূর্ণ এই জগৎ চেতন ব্রহ্মসৃষ্ট নহে, ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

৫। সিদ্ধান্ত -

"অবস্তু জীবসংসারস্তেন নাস্তি মম ক্ষতিঃ।
ইতি পশ্যত ঈশস্য ন হিতাহিতভাগিতা" ॥

অর্থাৎ জীবের যে সংসার, তাহা অবস্তু অর্থাৎ কিছুই নহে, অতএব তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই; ঈশ্বর এইরূপ দেখিয়া থাকেন, এইজন্য তাঁহার হিত বা অহিত কিছুই হয় না। যদিও পরমেশ্বরের কোন দর্শনক্রিয়া নাই, তাহা হইলেও স্বরূপের প্রকাশই বিবিধ বিষয়ের সহিত যুক্ত হইয়া যথাস্থানে সেই সেই বিষয়কে প্রকাশ করে, এইজন্য ঈশ্বর দেখিয়া থাকেন, এইরূপ বলা হইয়াছে।৭

এই অধিকরণটী ভারতীতীর্থস্বামী এইরূপে দুইটি শ্লোকদ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন, যথা—

হিতাক্রিয়াদি স্যান্নো বা জীবাভেদং প্রপশ্যতঃ।
জীবাহিতক্রিয়া স্বার্থা স্যাদেষা ন হি যুজ্যতে॥
অবস্তু জীবসংসারস্তেন নাস্তি মম ক্ষতিঃ।
ইতি পশ্যত ঈশস্য ন হিতাহিতভাগিতা॥

অন্বয়ঃ—জীবাভেদং প্রপশ্যতঃ হিতাক্রিয়াদি স্যাৎ নো বা? জীবাহিতাক্রিয়া স্বার্থা স্যাৎ এষা ন হি যুজ্যতে। জীবসংসারঃ অবস্তু তেন মম ক্ষতিঃ নাস্তি, ইতি পশ্যতঃ ঈশস্য হিতাহিতভাগিতা ন।

উপসংহারদর্শনান্নেতিচেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ।২৪ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

চেতনং ব্রহ্ম একম্ অদ্বিতীয়ং জগতঃ কারণম্ ইতি যদুক্তং, তৎ ন উপপদ্যতে। কস্মাৎ? উপসংহারদর্শনাৎ। ইহ হি লোকে কুলালাদয়ো ঘটপটাদীনাং কর্ত্তারঃ মৃদ্দণ্ড-চক্রসূত্রাদ্যনেককারকসাধনোপসংহারেণ সংগৃহীতসাধনাঃ সন্তঃ তত্তৎকার্য্যং কুর্ব্বাণা দৃশ্যন্তে। ব্রহ্ম চ অসহায়ং তব অভিপ্রেতং তস্য সাধনান্তরানুপসংগ্রহে সতি কথং স্রষ্টৃত্বম্ উপপদ্যেত? তস্মাৎ ন ব্রহ্ম জগৎকারণম্ ইতি চেৎ? নৈষ দোষঃ। যতঃ ক্ষীরবদ্দ্রব্য-স্বভাববিশেষাৎ উপপদ্যতে। যথা হি লোকে ক্ষীরং জলং বা স্বয়মেব দধিহিমভাবেন পরিণমতে অনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং তথা ইহাপি ভবিষ্যতি। ননু ক্ষীরাদি অপি দধ্যাদি-

---

* এই সূত্রে "ক্ষীরবৎ" এই প্রথমান্তপদ থাকায় ইহা অধিকরণ-আরম্ভক সূত্র হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পৃথক্ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া সিদ্ধান্ত করায় পূর্ব্বাধিকরণের কোনরূপ অঙ্গ হইবার সম্ভাবনাও থাকিল না। যদি বলা যায় "বিকারশব্দাৎ ন ইতি চেৎ ন প্রাচুর্য্যাৎ" এই সূত্রের ন্যায় বর্ত্তমান সূত্রটী হওয়ায় ইহা পূর্ব্বাধিকরণের অন্তর্গত সূত্র হইল না কেন? তাহার উত্তর এই যে "ক্ষীরবৎ" এই প্রথমান্তপদ শেষে রহিয়াছে। তথায় "প্রাচুর্য্যাৎ" এই পঞ্চমান্ত পদ শেষে রহিয়াছে। এস্থলে "হি"শব্দ হেত্বর্থ হইলেও পৃথক্ রহিয়াছে এবং "ক্ষীরবৎ"পদের পূর্ব্বে থাকিয়া অন্বিত হইবে। অতএব ইহা "বিকারশব্দাৎ" ইত্যাদি সূত্রের মত নহে। রামানুজ মতেও ইহা এইরূপ। মাধ্বমতে ইহা "যথা প্রাণাদিঃ" এই অধিকরণের ছয়টী সূত্রের মধ্যে ৫ম সূত্র। অধিকরণাত্মক সূত্র নহে। মাধ্ব চকার পাঠ করেন নাই, এজন্য তাঁহার মতে অধিকরণ আরম্ভ সঙ্গত হইলেও এস্থলে পূর্ব্বাধিকরণের অন্তর্গত না হইয়া পৃথক্‌:অধিকরণ হওয়াই উচিত ছিল।

(অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা)

[উপসংহারদর্শনান্নেতিচেন্ন ক্ষীরবদ্ধি।২৪]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভাবেন পরিণমমানম্ অপেক্ষত এব বাহ্যং সাধনম্ ঔষ্ণ্যাদিকং কথম্ উচ্যতে ক্ষীরবৎ হি ইতি? নৈষ দোষঃ। স্বয়মপি হি ক্ষীরং যাং চ যাবতীং চ পরিণামমাত্রাম্ অনুভবতি তাবত্যেব ত্বার্য্যতে তু ঔষ্ণ্যাদিনা দধিভাবায়। যদি চ স্বয়ং দধিভাবশীলতা ন স্যাৎ নৈব ঔষ্ণ্যাদিনাপি বলাৎ দধিভাবম্ আপদ্যেত। ন হি বায়ুঃ আকাশো বা ঔষ্ণ্যাদিনা বলাৎ দধিভাবম্ আপদ্যতে। সাধনসামগ্র্যা চ তস্য পূর্ণতা সম্পাদ্যতে। পরিপূর্ণশক্তিকং তু ব্রহ্ম। ন তস্য অন্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা। শ্রুতিশ্চ ভবতি—

"ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্য শক্তি র্বিধিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" (শ্বেঃ উঃ ৬।৮) ইতি তস্মাৎ একস্যাপি ব্রহ্মণো বিচিত্রশক্তিযোগাৎ ক্ষীরাদিবৎ বিচিত্রপরিণাম উপপদ্যতে।২৪

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—যদি বল অসহায় ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তৃ হইতে পারেন না, কারণ আমরা দেখিতে পাই—কুম্ভকার ও মৃত্তিকা প্রভৃতি দণ্ডচক্রাদির সাহায্যে কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা বলিতে পার না কারণ, দুগ্ধাদি পদার্থ অপরের সাহায্য না লইয়া দধিপ্রভৃতি কার্য্যরূপে পরিণত হয়—দেখা যায়, ব্রহ্মও সেইরূপ।

একমাত্র অদ্বিতীয় অর্থাৎ সহায়শূন্য চেতন ব্রহ্ম জগতের কারণ এইরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না, কেন না, উপসংহার অর্থাৎ কারণসমূহের মিলনে কার্য্য হয়—ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, এই জগতে ঘটপটাদির প্রস্তুতকর্ত্তা কুলাল অর্থাৎ কুম্ভকার ও তন্তুবায় প্রভৃতি, মৃত্তিকা দণ্ড চক্র সূত্র প্রভৃতি অনেক কারকের উপসংহার দ্বারা অর্থাৎ মিলনদ্বারা সংগৃহীতসাধন হইয়া অর্থাৎ কারকসমূহের সংগ্রহ করিয়া সেই সেই কার্য্য করিয়া থাকে—দেখা যায়। কিন্তু তোমার অভিপ্রেত ব্রহ্ম সহায়শূন্য, **'সাধনান্তরের অনুপসংগ্রহ'** হইলে অর্থাৎ অন্য সাধনের সংগ্রহ না হইলে তিনি কি করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন, অতএব ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন, ইহা যদি বল—

তাহা হইলে বলিব—ইহা দোষ নহে; যেহেতু **ক্ষীরবৎ** অর্থাৎ দুগ্ধের মত দ্রব্যের বিশেষ স্বভাববশতঃ জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। যেমন জগতে দুগ্ধ বা জল বাহ্যিক অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই দধি বা হিমভাবে পরিণত হয়, এখানেও সেইরূপ হইবে।

যদি বল—দুগ্ধাদিবস্তু যে দধি ইত্যাদি হইয়া পরিণত হয়, তাহাও উষ্ণত্ব বা অম্লরস প্রভৃতি বাহ্যিক সাধনকে নিশ্চয় অপেক্ষা করে; তবে কি করিয়া বলিলে যে, দুগ্ধের মত ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হয়? তাহা হইলে বলিব—ইহা দোস নহে। যেহেতু দুগ্ধ নিজেও যে এবং যতটুকু পরিণামমাত্রাকে অনুভব করে অর্থাৎ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পরিণাম হইবার উপযোগী যতটুকু এবং যে অংশকে ধারণ করে, সেই টুকুকেই, উষ্ণতা বা অম্লরস প্রভৃতি, দধি হইবার জন্য শীঘ্রতা সম্পাদন করিয়া দেয়, অর্থাৎ শীঘ্র দধিরূপে পরিণত করিয়া দেয়।

আর যদি দুগ্ধের নিজের দধিভাবশীলতা অর্থাৎ দধি হওয়ার স্বভাব না থাকিত, তাহা হইলে উষ্ণতাদির দ্বারাও বলপূর্ব্বক অর্থাৎ প্রবল চেষ্টাতেও দধিরূপে পরিণত হইতই না। কারণ, প্রবল চেষ্টাতেও বায়ু বা আকাশ উষ্ণতাদিদ্বারা দধিরূপে পরিণত হয় না। আর সাধনসামগ্রীদ্বারা তাহার পূর্ণতা সম্পাদিত হয়, অর্থাৎ উত্তমরূপ দধি হয়। কিন্তু ব্রহ্ম পরিপূর্ণ শক্তি অর্থাৎ তাঁহাতে সকল শক্তিই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে, অন্য কোন বস্তুর দ্বারা তাঁহার পূর্ণতা সম্পাদন করিতে হইবে না। শ্রুতিও আছে, যথা—

"ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভিবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ"॥

অর্থাৎ ব্রহ্মের কার্য্য নাই, করণ অর্থাৎ সাধনও নাই, আর তাঁহার সমান বা অধিক কাহাকেও দেখা যায় না, শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহার বিবিধ পরা অর্থাৎ উৎকৃষ্ট শক্তি আছে—আর তাঁহার জ্ঞান বল ও ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ। অতএব ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহার বিচিত্রশক্তি থাকায় দুগ্ধাদির মত বিচিত্র পরিমণাম হওয়া সম্ভব হয়।২৪

(অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা)

[উপসংহারদর্শনান্নেতিচেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ।২৪]

ভামতী।

ব্রহ্ম খলু একম্ অদ্বিতীয়তয়া পরানপেক্ষং ক্রমেণ উৎপদ্যমানস্য জগতঃ বিবিধবিচিত্ররূপস্য উপাদানম্ উপেয়তে, তৎ অনুপপন্নম্। ন হি একরূপাৎ কার্য্যভেদো ভবিতুম্ অর্হতি, তস্য আকস্মিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। কারণভেদো হি কার্য্যভেদহেতুঃ। ক্ষীরবীজাদিভেদাৎ দধ্যঙ্কুরাদি-কার্য্যভেদদর্শনাৎ। ন চ অক্রমাৎ কারণাৎ কার্য্যক্রমো যুজ্যতে। সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ। অদ্বিতীয়তয়া চ ক্রমবৎতৎসহকারিসমবধানানুপপত্তেঃ। তদিদম্ উক্তম্ "ইহ হি লোকে" ইতি। একৈকং মৃদাদি কারকং, তেষাং তু সামগ্র্যং সাধনং, ততো হি কার্য্যং সাধয়ত্যেব, তস্মাৎ ন অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম জগদুপাদানম্ ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে—"ক্ষীরবৎ হি"।

ইদং তাবৎ ভবান্ পৃষ্টো ব্যাচষ্টাং—কিং তাত্ত্বিকম্ অস্য রূপম্ অপেক্ষ্য ইদম্ উচ্যতে, উত অনাদিনামরূপবীজসহিতং কাল্পনিকং সার্ব্বজ্ঞ্যং সর্ব্বশক্তিত্বম্। তত্র পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে কিং নাম ততঃ অদ্বিতীয়াৎ অসহায়াৎ উপজায়তে। ন হি তস্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য বস্তুসৎ কার্য্যম্ অস্তি। তথাচ শ্রুতিঃ—

"ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে" ইতি।

উত্তরস্মিন্ তু কল্পে যদি কুলালাদিবৎ অত্যন্তব্যতিরিক্তসহকারিকারণাভাবাৎ অনুপাদানত্বং সাধ্যতে, ততঃ ক্ষীরাদিভিঃ ব্যভিচারঃ। তেঽপি হি বাহ্যচেতনাদিকারণানপেক্ষা এব কাল-পরিবাসবশেন স্বত এব পরিণামান্তরম্ আসাদয়ন্তি। অত্র আন্তরকারণানপেক্ষত্বং হেতুঃ ক্রিয়তে, তৎ অসিদ্ধম্. অনির্ব্বাচ্যনামরূপবীজসহায়ত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্" ইতি।

কার্য্যক্রমেণ তৎপরিপাকোঽপি ক্রমবান্ উন্নেয়ঃ। একস্মাৎ অপি চ বিচিত্রশক্তেঃ কারণাৎ অনেককার্য্যোৎপাদো দৃশ্যতে, যথা—একস্মাৎ বহ্নেঃ দাহপাকৌ, একস্মাৎ বা কর্ম্মণঃ সংযোগ-বিভাগসংস্কারাঃ ॥২৪

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ব্রহ্ম ন উপাদানম্ অসহায়ত্বাৎ সম্মতবৎ ইতি ন্যায়েন সমন্বয়স্য বিরোধসন্দেহে পূর্ব্বত্র ঔপাধিকজীবব্রহ্মভেদাৎ হিতাকরণাদিদোষঃ পরিহৃতঃ, ইহ তু উপাধিতোঽপি বিভক্তম্ অধিষ্ঠাত্রাদি নাস্তি ইতি পূর্ব্বপক্ষমাহ—"ব্রহ্ম খলু" ইত্যাদিনা। একম্ ইতি উপাদানভেদবারণম্। "অদ্বিতীয়তয়া" ইতি সহকারিনিষেধঃ। একত্বপ্রযুক্তং দূষণমাহ—"ন হি একরূপাৎ" ইতি। কারণবৈজাত্যে হি কার্য্যবৈজাত্যম্ ইত্যর্থঃ। ন কেবলং কার্য্যবৈজাত্যাযোগঃ একজাতীয়কার্য্যাণামপি ক্রমাযোগ ইত্যাহ—"ন চ অক্রমাৎ" ইতি। সমর্থমপি সহকার্য্যপেক্ষং সৎ ক্রমেণ কুর্য্যাৎ ইত্যাশঙ্কাম্ অপনয়ন্ অদ্বিতীয়ত্বপ্রযুক্তাম্ অনুপপত্তিম্ আহ—"অদ্বিতীয়তয়া চ" ইতি। ভাষ্যস্থকারকসাধনপদয়োঃ অপৌনরুক্ত্যমাহ—"একৈকম্" ইতি। সমগ্রাণাং ভাবঃ সামগ্র্যম্। কথং তস্য সাধনশব্দাভিধেয়ত্বম্ অত আহ "ততো হি" ইতি। "সাধয়ত্যেব" ইতি। সাধনম্ ইত্যর্থঃ। শ্রুতৌ করণং নিষ্পাদনম্। অত্যন্তব্যতিরিক্তত্বং স্বধর্ম্মত্বেন অনন্তর্ভূতত্বম্। একস্মিন্ কালে উষিত্বা তং পরিত্যজ্য কালান্তরেঽপি বাসঃ পরিবাসঃ পর্য্যুষিতম্ ইতি দর্শনাৎ। আন্তরত্বং নাম স্বধর্ম্মত্বম্। মায়িনং মায়াবিষয়ম্। অজ্ঞাতত্বস্য বস্তুধর্ম্মত্বাৎ তদ্দ্বারেণ মায়াখ্যম্ অজ্ঞানমপি ধর্ম্ম ইতি আন্তরত্বম্। নমু মায়ায়া অপি অক্রমত্বাৎ কথম্ অক্রমাৎ কারণাৎ কার্য্যক্রমঃ তত্রাহ—"কার্য্যক্রমেণ" ইতি। তস্যা মায়ায়াঃ পরিপাকঃ তৎতৎকার্য্যসংসর্গং প্রতি পৌষ্কল্যম্। তস্য ক্রমোঽপি কার্য্যক্রমান্যথানুপপত্ত্যা কল্প্য ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বম্ অবিদ্যাসাচিব্যাৎ অসহায়ত্বম্ অসিদ্ধম্ ইত্যুক্তম্ ইদানীম্. অঙ্গীকৃত্যাপি তদনৈকান্তিকত্বম্ আহ—"একস্মাদপি" ইতি। শরে উৎপন্নং হি কর্ম্ম পূর্ব্বাকাশপ্রদেশ-বিভাগম্ উত্তরপ্রদেশসংযোগং শরে চ বেগাখ্যসংস্কারং জনয়তি ইতি অনৈকান্তিকম্। অসহায়ত্বং নানাকার্য্যানুৎপাদম্ ইত্যর্থঃ ॥২৪

ভামতীর অনুবাদ।

যিনি এক, এবং অদ্বিতীয় বলিয়া পরানপেক্ষ অর্থাৎ পরকে অর্থাৎ অন্য কোন ব্যক্তিকে অপেক্ষা করেন না, সেই ব্রহ্মকে ক্রমশঃ উৎপদ্যমান বিবিধ বিচিত্ররূপ জগতের উপাদান বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে—তাহা অনুপপন্ন, অর্থাৎ ঠিক্ নহে; কারণ, একটিমাত্র বস্তু হইতে কার্য্যভেদ অর্থাৎ নানাবিধ কার্য্য হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে কার্য্যের আকস্মিকত্বপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ কার্য্য হঠাৎ উৎপন্ন বস্তু হইয়া পড়ে, যেহেতু কারণভেদই কার্য্যভেদের হেতু, অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ কারণই পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের হেতু হয়। কারণ, দুগ্ধ এবং বীজাদিভেদে দধি এবং অঙ্কুরাদি কার্য্যভেদ দর্শন হয়। আর ক্রমরহিত কারণ হইতে কার্য্যক্রম

(অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা)

দেবাদিবদপি লোকে ।২৫

ভামতীর অনুবাদ।

যুক্তিযুক্ত হয় না, অর্থাৎ একটীমাত্র বস্তু, সকলের কারণ হইলে তাহা হইতে ক্রমশঃ কার্য্য হওয়া উচিত নহে। কারণ, সমর্থের অর্থাৎ যিনি সমর্থ তাঁহার কালবিলম্ব হওয়া সম্ভব নহে এবং ব্রহ্ম অদ্বিতীয় বলিয়া ক্রমবিশিষ্ট তাঁহার সহকারিসমবধান অর্থাৎ সহকারিকারণের সহিত মিলন হওয়া সম্ভব হয় না। এই জন্য **"ইহ হি লোকে"** এই ভাষ্যগ্রন্থ বলা হইয়াছে। এখানে কারকশব্দের অর্থ মৃত্তিকাদি এক-একটী কারণ, তাহাদের যে সামগ্র্য অর্থাৎ সেই সকল কারণের যে মিলন, তাহাই সাধনশব্দের অর্থ, যেহেতু নিশ্চয়ই তাহার দ্বারা কুম্ভকার কার্য্যসাধন করে। অতএব অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ নহেন—এই **পূর্ব্বপক্ষ** প্রাপ্ত হইলে **"ক্ষীরবদ্ধি"** এই গ্রন্থদ্বারা ভগবান্ সূত্রকার ইহার সিদ্ধান্ত বলিতেছেন।

আপনাকে ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলুন্ ত, ব্রহ্মের তাত্ত্বিক অর্থাৎ বাস্তবিক স্বরূপকে লক্ষ্য করিয়া কি ইহা অর্থাৎ ব্রহ্ম জগদুপাদান নহে—বলিতেছেন? কি, অনাদি নামরূপ ও বীজসহিত কাল্পনিক অর্থাৎ মিথ্যা সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিত্বকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন? তন্মধ্যে **প্রথমপক্ষ** স্বীকার করিলে, বলুন দেখি, অদ্বিতীয় ও অসহায় অর্থাৎ সহকারিকারণশূন্য ব্রহ্ম হইতে কি জন্মে? অর্থাৎ কিছুই জন্মে না; কারণ, সেই শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ ব্রহ্মের বস্তুসৎকার্য্য নাই, অর্থাৎ বাস্তবিক কোন কার্য্য নাই। শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন—

"ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে"

অর্থাৎ ব্রহ্মের কার্য্য ও করণ নাই। আর **দ্বিতীয়পক্ষে** কুলালাদির মত অর্থাৎ কুলালাদিকে দৃষ্টান্ত করিয়া অত্যন্তব্যতিরিক্ত সহকারিকারণাভাবকে অর্থাৎ অত্যন্তভিন্নসহকারিকারণ না থাকাকে হেতু করিয়া ব্রহ্মের উপাদানত্বাভাবকে যদি সাধন কর, অর্থাৎ সাধ্য করিয়া অনুমান কর, তাহা হইলে দুগ্ধাদি দ্রব্যের দ্বারা উক্ত হেতুর ব্যভিচার হয়, অর্থাৎ দুগ্ধে হেতু আছে অথচ সাধ্য নাই, অর্থাৎ অন্বয়ব্যভিচার হইল। কারণ, দুগ্ধাদি পদার্থ সকলও চেতনাদি বাহ্যিক কারণের অপেক্ষা না করিয়াই কালপরিবাসবশে অর্থাৎ কালবিলম্ববশতঃ স্বয়ংই পরিণামান্তর অর্থাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। এখানে আন্তরকারণানপেক্ষত্বকে অর্থাৎ অন্তরঙ্গধর্ম্মরূপকারণের অপেক্ষা না করাকে যদি হেতু কর, তাহা হইলে সেই হেতু অসিদ্ধ, কারণ, অনির্ব্বচনীয় নামরূপাত্মক বীজ ব্রহ্মের সহকারি কারণ হয়। শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন—

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনং তু মহেশ্বরম্"

অর্থাৎ প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া জানিবে, আর পরমেশ্বরকে মায়ী অর্থাৎ মায়াবিষয় বলিয়া জানিবে। কার্য্যক্রমবশতঃ মায়ার পরিপাকও অর্থাৎ কার্য্যসৃষ্টির প্রতি সামর্থ্যও ক্রমবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিবে। আর বহুবিধশক্তিযুক্ত এককারণ হইতেও অনেক কার্য্য উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, যেমন এক বহ্নি হইতে দাহ ও পাক হয়, অথবা এক কর্ম্ম হইতে সংযোগ, বিভাগ ও সংস্কার হয় দেখা যায়।

শাঙ্করভাষ্যম্।

দেবাদিবদপি লোকে ।২৫*

স্যাৎ এতৎ, উপপদ্যতে ক্ষীরাদীনাম্ অচেতনানাম্ অনপেক্ষ্যাপি বাহ্যং সাধনং দধ্যাদিভাবঃ, দৃষ্টত্বাৎ। চেতনাঃ পুনঃ কুলালাদয়ঃ সাধনসামগ্রীম্ অপেক্ষ্যৈব তস্মৈ তস্মৈ কার্য্যায় প্রবর্ত্তমানা দৃশ্যন্তে। কথং ব্রহ্ম চেতনং সৎ অসহায়ং প্রবর্ত্তেত ইতি? দেবাদিবৎ ইতি ব্রূমঃ। যথা লোকে দেবাঃ পিতরঃ ঋষয় ইত্যেবমাদয়ঃ মহাপ্রভাবাঃ চেতনা অপি সন্তঃ অনপেক্ষ্য এব কিঞ্চিৎ বাহ্যং সাধনম্ ঐশ্বর্য্যবিশেষযোগাৎ অভিধ্যানমাত্রেণ স্বতএব বহূনি নানাসংস্থানানি শরীরাণি প্রাসাদাদীনি চ রথাদীনি চ নির্ম্মিমাণা উপলভ্যন্তে, মন্ত্রার্থবাদেতিহাসপুরাণপ্রামাণ্যাৎ, তন্তুনাভশ্চ স্বতএব তন্তূন্ সৃজতি, বলাকা চ অন্তরেণৈব

---

* এই সূত্রে "দেবাদিবৎ" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় ইহাও অধিকরণ আরম্ভক সূত্র হইতে পারিত। কিন্তু "অপি" পদ থাকায় পূর্ব্বাধিকরণের অঙ্গ হইয়া গেল। তজ্জন্য ইহা পৃথক্ অধিকরণ আরম্ভক হইল না।

(অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা)

[দেবাদিবদপি লোকে ।২৫]

শাঙ্করভাষ্যম্।

শুক্রং গর্ভং ধত্তে, পদ্মিনী চ অনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎ প্রস্থানসাধনং সরোঽন্তরাৎ সরোঽন্তরং প্রতিষ্ঠতে, এবং চেতনমপি ব্রহ্ম অনপেক্ষ্য বাহ্যং সাধনং স্বতএব জগৎ স্রক্ষ্যতি।

স যদি ব্রূয়াৎ য এতে দেবাদয়ো ব্রহ্মণো দৃষ্টান্তা উপাত্তাঃ, তে দার্ষ্টান্তিকেন ব্রহ্মণা ন সমানা ভবন্তি, শরীরমেব হি অচেতনং দেবাদীনাং শরীরান্তরাদি-বিভূত্যুৎপাদনে উপাদানং, ন তু চেতন আত্মা, তন্তুনাভস্য চ ক্ষুদ্রতরজন্তুভক্ষণাৎ লালা কঠিনতাম্ আপদ্যমানা তন্তুর্ভবতি, বলাকা চ স্তনয়িত্নুরবশ্রবণাৎ গর্ভং ধত্তে, পদ্মিনী চ চেতনপ্রযুক্তা সতী অচেতনেনৈব শরীরেণ সরোঽন্তরাৎ সরোঽন্তরম্ উপসর্পতি, বল্লীব বৃক্ষং, ন তু স্বয়মেব অচেতনা সরোঽন্তরোপসর্পণে ব্যাপ্রিয়তে।তস্মাৎ ন এতে ব্রহ্মণো দৃষ্টান্তা ইতি ? তং প্রতি ব্রূয়াৎ, নায়ং দোষঃ, কুলালাদি-দৃষ্টান্তবৈলক্ষণ্যমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ ইতি। যথা হি কুলালাদীনাং দেবাদীনাং চ সমানে চেতনত্বে কুলালাদয়ঃ কার্য্যারম্ভে বাহ্যং সাধনম্ অপেক্ষন্তে ন দেবাদয়ঃ, তথা ব্রহ্ম চেতনমপি ন বাহ্যং সাধনম্ অপেক্ষিষ্যতে, ইতি এতাবৎ বয়ং দেবাদ্যুদাহরণেন বিবক্ষ্যামঃ। তস্মাৎ যথা একস্য সামর্থ্যং দৃষ্টং তথা সর্ব্বেষামপি ভবিতুম্ অর্হতি, ইতি নাস্তি একান্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥২৫

ইতি অষ্টমম্ উপসংহারদর্শনাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—জগতে যেমন অতি প্রভাবশালী দেবতা ও ঋষিগণ বাহ্যিক কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়াই নানাবিধ কার্য্য করেন দেখা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মও অপরের অপেক্ষা না করিয়াই জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ হন।

আচ্ছা, দুগ্ধাদি অচেতন পদার্থের বাহ্যিক সাধনের অপেক্ষা না করিয়াও দধ্যাদিভাব হয়, অর্থাৎ দধ্যাদিরূপে পরিণত হওয়া উপপন্ন হয়; কারণ, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু চেতন কুম্ভকারাদি, সাধনসামগ্রীর অপেক্ষা করিয়াই সেই সেই কার্য্যের জন্য প্রবৃত্ত হয়—দেখা যায়। তাহা হইলে ব্রহ্ম চেতন হইয়া কি করিয়া অসহায় অর্থাৎ সহকারিকারণশূন্য হইয়া প্রবৃত্ত হইবেন? তাহা হইলে আমরা বলিব, **দেখাদিবৎ** অর্থাৎ দেবতা প্রভৃতির মত হইবেন। যেমন লোকমধ্যে দেবগণ, পিতৃগণ ও ঋষিগণ ইত্যাদি অতিপ্রভাবশালী ব্যক্তিগণ চেতন হইয়াও বাহ্যিক কোনও সাধনকে অপেক্ষা না করিয়াই ঐশ্বর্য্যবিশেষের যোগবশতঃ অর্থাৎ বিশেষ ঐশ্বর্য্য থাকায় অভিধ্যানমাত্রেই অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রেই স্বয়ংই নানা অবয়বযুক্ত বহু শরীর অট্টালিকাদি এবং রথাদি নির্ম্মাণ করেন, ইহা বেদের মন্ত্র অর্থবাদ এবং মহাভারত প্রভৃতি ইতিহাস ও পুরাণ হইতে জানা যায়, এবং তন্তুনাভ (মাকড়সা) নিজেই তন্তুসকল উৎপন্ন করে, আর বকসকল শুক্র ব্যতীতই গর্ভধারণ করে, এবং পদ্মিনী স্থানান্তরে যাইবার কোন উপায়ের অপেক্ষা না করিয়া এক জলাশয় হইতে অপর জলাশয়ে গমন করে; এইরূপ চেতন ব্রহ্মও বাহ্যিক উপায়ের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই জগৎসৃষ্টি করিবেন।

তিনি যদি বলেন যে, ব্রহ্মের জন্য এই যে দেবাদি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, তাহারা দার্ষ্টান্তিক অর্থাৎ যাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, সেই ব্রহ্মের সমান নহে। কারণ, দেবাদির অচেতন শরীরই শরীরান্তরাদিরূপ বিভূতি অর্থাৎ মহিমা উৎপাদনে উপাদানকারণ হয়, কিন্তু চেতন আত্মা হয় না। আর অতি ক্ষুদ্রপ্রাণী ভক্ষণ করায় তন্তুনাভের লালা কঠিন হইয়া গিয়া তন্তু আকারে পরিণত হয়, এবং বক মেঘগর্জ্জনশ্রবণবশতঃ গর্ভধারণ করে, এবং পদ্মিনী কোন চেতনকর্ত্তৃক প্রযুক্ত হইয়া অচেতন শরীরদ্বারাই এক জলাশয় হইতে অন্য জলাশয়ে গমন করে, লতা যেমন এক বৃক্ষ হইতে অপর বৃক্ষে গমন করে, কিন্তু অচেতন পদ্মিনী নিজেই শরীরদ্বারা অন্য জলাশয়ে গমনের চেষ্টা করে না। অতএব ইহারা ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত নহে। তাহা হইলে তাঁহাকে উত্তর দিতে হইবে যে, ইহা দোষ নহে; কারণ, কেবল কুলালাদি দৃষ্টান্তের বৈলক্ষণ্যই বলিবার উদ্দেশ্য। যেমন কুলালাদি ও দেবাদির চেতনত্ব সমান হইলেও কুলালাদি কার্য্য উৎপন্ন করিতে বাহ্যিক উপায় অপেক্ষা করে, দেবাদি তাহা করে না, তেমনই ব্রহ্ম চেতন হইলেও বাহ্যিক উপায় অপেক্ষা করিবেন না, দেবাদির উদাহরণ দ্বারা আমরা

(অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা)

[দেবাদিবদপি লোকে ।২৫]

ভাষ্যানুবাদ।

এই পর্য্যন্ত বলিতে ইচ্ছা করি। অতএব একের যেমন ক্ষমতা দেখা গিয়াছে, তেমনই সকলেরই হওয়া উচিত, এরূপ কোন একান্ত অর্থাৎ নিয়ম নাই, ইহাই সূত্রকারের অভিপ্রায়।২৫ ইতি অষ্টম উপসংহারদর্শনাধিকরণ। (৮)

ভামতী।

যদি তু চেতনত্বে সতি ইতি বিশেষণাৎ ন ক্ষীরাদিভিঃ ব্যভিচারঃ, দৃষ্টা হি কুলালাদয়ো বাহ্যমৃদাদ্যপেক্ষাঃ, চেতনং চ ব্রহ্ম ইতি, তত্র ইদম্ উপতিষ্ঠতে—"দেবাদিবদপি লোকে"। লোক্যতে অনেন ইতি লোকঃ শব্দ এব তস্মিন্। ইতি অষ্টমম্ উপসংহারাধিকরণম্।২৫

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অসহায়স্য উপাদানত্বং ক্ষীরবৎ উপপাদ্য অসহায়স্য অধিষ্ঠাতৃত্বসমর্থকং সূত্রম্ অবতারয়তি "যদি তু" ইতি।২৫

ভামতীর অনুবাদ।

কিন্তু যদি কারণে চেতন পদটি বিশেষণ দেওয়া যায়, তাহা হইলে দুগ্ধাদির দ্বারা ব্যভিচার হয় না। কারণ, দেখা গিয়াছে—কুলালাদি বাহ্যিক মৃত্তিকাদিকে অপেক্ষা করে। ব্রহ্মও চেতন। এ বিষয়ে **দেবাদিবদপি লোকে** এই সূত্র উপস্থিত হইতেছে। যাহার দ্বারা জানা যায়, তাহার নাম লোক। অর্থাৎ শব্দই, তাহাতে অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যে।২৫ ইতি অষ্টম উপসংহারদর্শনাধিকরণ।২৫

অষ্টম অধিকরণের তাৎপর্য্য।

উপসংহারদর্শনাধিকরণ নামক এই অষ্টম অধিকরণে ২টি সূত্র আছে, এই সেই দুইটাই সিদ্ধান্ত সূত্র। ইহাতে বলা হইল—ব্রহ্ম কোন সহায় গ্রহণ না করিয়াই এই সৃষ্টির কারণ হইয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত—দুগ্ধ ও দেবতাগণ। দুগ্ধ যেমন কোন সহায় নিরপেক্ষ হইয়াই দধিরূপে পরিণত হয় এবং দেবগণ যেমন অন্য কোন সহায় গ্রহণ না করিয়াই ইচ্ছামাত্রই যথা ইচ্ছা কার্য্য করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ব্রহ্মও কোন সহায়ের অপেক্ষা না করিয়াই সৃষ্টি করেন। সেই সূত্র দুটী, যথা—

১। উপসংহারদর্শনাৎ ন ইতি চেৎ ? ন ক্ষীরবৎ হি।২৪
২। দেবাদিবৎ অপি লোকে।২৫

ইহাদের মধ্যে প্রথম সূত্রটীর অর্থ—যদি বল অসহায় ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না, কারণ আমরা দেখিতে পাই—কুম্ভকার প্রভৃতি মৃত্তিকা ও দণ্ডচক্রাদির সাহায্যে কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা বলিতে পার না, কারণ, দুগ্ধাদি পদার্থ অপরের সাহায্য না লইয়া দধি প্রভৃতি কার্য্যরূপে পরিণত হয় দেখা যায়, ব্রহ্মও সেইরূপ জানিবেন।

আর দ্বিতীয় সূত্রটীর অর্থ—জগতে যেমন অতি প্রভাবশালী দেবতা ও ঋষিগণ বাহ্যিক কোন বস্তুর সাহায্য না লইয়াই ইচ্ছামাত্রে নানাবিধ কার্য্য করেন, ইহা শাস্ত্র হইতে জানা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মও অপরের অপেক্ষা না করিয়াই জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ হন।

ইহার অবয়বগুলি এই—

১। **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ
শাস্ত্রসঙ্গতি— „
অধ্যায়সঙ্গতি— „
পাদসঙ্গতি— „
অধিকরণসঙ্গতি—ঔপাধিক জীবের ভেদবশতঃ ব্রহ্মের হিতাকরণাদি দোষ নাই, ইহা বলা হইয়াছে—সম্প্রতি উপাধিবশতঃও ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন সহকারিকারণ নাই, যেহেতু ঈশ্বর বহু নহেন, এই প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতিবশতঃ "উপসংহারদর্শনাৎ" এই অংশদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন।

২। **বিষয়**—অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন, এই মতবাদী বেদান্তসমন্বয়টি বিষয়।

৩। **সংশয়**—ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ বা নিমিত্তকারণ নহেন; কারণ, তাঁহার সহকারিকারণ নাই,

(অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতেও ক্রমে সৃষ্টি সম্ভাবনা)

[দেবাদিবদপি লোকে ।২৫]

অষ্টম অধিকরণের তাৎপর্য্য।

যেমন উভয়বাদিসম্মতবিষয়স্থলে দেখা যায়। এই যুক্তি অনুসারে ব্রহ্মের তাদৃশ কারণতা বিরুদ্ধ হয় কি না? ইহা সংশয়।

৪। **পূর্ব্বপক্ষ**—পূর্ব্ব অধিকরণে জীবব্রহ্মের ঔপাধিক ভেদবশতঃ অহিতকরণাদি দোষ পরিহার করা হইয়াছে, কিন্তু এই অধিকরণে উপাধিবশতঃও বিভিন্ন অধিষ্ঠাতা প্রভৃতি নাই; কারণ, ঈশ্বর বহু নাই, অতএব নানাবিধ কার্য্যের উপপত্তি হয় না। যথা—

"নানাজাতীয়কার্য্যাণাং ক্রমাৎ জন্ম ন সম্ভবি।
একস্মাৎ অদ্বিতীয়াচ্চ ব্রহ্মণঃ তব সম্মতাৎ" ॥

অর্থাৎ তোমার অভিপ্রেত একমাত্র ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে ক্রমশঃ নানাবিধ কার্য্যের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে। যেহেতু, কারণভেদই কার্য্যভেদের হেতু; কারণ, দুগ্ধ ও বীজাদি কারণভেদবশতঃ দধি ও অঙ্কুরাদি কার্য্যভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তোমার অভিপ্রেত এক ব্রহ্ম হইতে এক রকমের সকল কার্য্যই এক সময়েই উৎপন্ন হইবে, ক্রমশূন্য কারণ হইতে ক্রমশঃ কার্য্য উৎপন্ন হইবে না। কারণ, যাহার ক্ষমতা আছে, তাহার বিলম্ব হওয়া উচিত নহে। আর ক্রমশঃ সহকারিকারণের সম্বন্ধ হওয়ায় ক্রমশঃ কার্য্য হইবে, ইহা বলিতে পার না; কারণ, অদ্বিতীয় বলিয়া সহকারিকারণের সম্পর্ক হওয়া সম্ভব নাই। অতএব একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ নহে; কারণ, ব্যাঘাত দোষ হয়। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

"অদ্বৈতং তত্ত্বতো ব্রহ্ম তৎ স্বাবিদ্যাসহায়বৎ।
নানাকার্য্যকরং কার্য্যক্রমোঽবিদ্যাস্থশক্তিভিঃ" ॥

৫। **সিদ্ধান্ত**—অর্থাৎ ব্রহ্ম বাস্তবিক অদ্বিতীয়, কিন্তু তিনি নিজের অবিদ্যারূপ সহায়যুক্ত হইয়া নানাবিধ কার্য্য করেন এবং অবিদ্যার বিবিধশক্তিদ্বারা ক্রমশঃ কার্য্য হইয়া থাকে। ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ অর্থাৎ বাস্তবিক উপাদান-কারণ নহেন, ইহাই কি তোমার আপত্তির বিষয়? অথবা অতত্ত্বতঃ অর্থাৎ তাঁহাকে যে কাল্পনিক উপাদানকারণ বলা হয়, তাহার অভাব? প্রথম আপত্তি আমরা স্বীকারই করি, আর দ্বিতীয় আপত্তিতে কুম্ভকারের মত স্বধর্ম্মভাবে অন্তর্ভূত নহে, এইরূপ অতিশয় পৃথক্ সহকারিকারণ না থাকায় যদি ব্রহ্ম উপাদানকারণ না হন, তাহা হইলে দুগ্ধাদিদ্বারা এ নিয়মের ব্যভিচার হয়; কারণ, তাহারাও বাহ্যিক আতঞ্চন অর্থাৎ অম্লরস প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়াই কেবল কালবিলম্ববশতঃ দধি আকারে পরিণত হয়। যদি বল—অন্তরঙ্গধর্ম্মরূপ কোন সহকারিকারণ না থাকাই হেতু হইবে, তাহা হইলে সেই হেতু অসিদ্ধ অর্থাৎ সেরূপ হেতু প্রসিদ্ধ নাই। কারণ, অবিদ্যা যাহাকে বিষয় করিয়াছে, এরূপ ধর্ম্মের সম্ভাবনা আছে; আর তাহার সাহায্যে স্বপ্নের মত ব্রহ্ম নানাবিধ কার্য্য উৎপন্ন করিবেন এবং অবিদ্যার বিচিত্র শক্তিবশতঃ ক্রমশঃ কার্য্য হওয়া সম্ভব হইবে। একমাত্র অগ্নি হইতে দাহ ও প্রকাশ হয়, একমাত্র কর্ম্ম হইতে সংযোগ, বিভাগ ও সংস্কারের উৎপত্তি হয়। অতএব কার্য্যের অভেদের প্রতি যে কারণের একত্বকে হেতু করিয়াছিলে, তাহা ব্যভিচারী হইল।

৬। **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে স্মৃতিবিরোধপ্রযুক্ত সমন্বয় অসিদ্ধ হয়, আর সিদ্ধান্তপক্ষে স্মৃতিবিরোধ হয় না বলিয়া সমন্বয় সিদ্ধ হয়।

এই অষ্টম অধিকরণের বিষয়টী ভারতীতীর্থ মুনি যেরূপ সংক্ষেপে বলিয়াছেন তাহা এই—

ন সম্ভবেৎ সম্ভবেদ্ বা সৃষ্টিরেকাদ্বিতীয়তঃ।
নানাজাতীয়কার্য্যাণাং ক্রমাজ্জন্ম ন সম্ভবি ॥
অদ্বৈতং তত্ত্বতো ব্রহ্ম তচ্চাবিদ্যাসহায়বৎ।
নানাকার্য্যকরং কার্য্য-ক্রমোঽবিদ্যাস্থশক্তিভিঃ ॥

অন্বয়—একাদ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিঃ ন সম্ভবেৎ, সম্ভবেৎ বা? নানাজাতীয়কার্য্যাণাং ক্রমাৎ জন্ম ন সম্ভবি। ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ অদ্বৈতং, তৎ চ অবিদ্যাসহায়বৎ। অবিদ্যাস্থশক্তিভিঃ নানাকার্য্যকরং কার্য্যক্রমঃ।

কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণং নাম

নবমম্ অধিকরণম্।

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ।২৬ [পূঃ পঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ।২৬ *

চেতনম্ একম্ অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ক্ষীরাদিবৎ দেবাদিবচ্চ অনপেক্ষ্য বাহ্যসাধনং স্বয়ং পরিণমমানং জগতঃ কারণম্ ইতি স্থিতম্। শাস্ত্রার্থপরিশুদ্ধয়ে তু পুনঃ আক্ষিপতি। "কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ" কৃৎস্নস্য ব্রহ্মণঃ কার্য্যরূপেণ পরিণামঃ প্রাপ্নোতি, নিরবয়বত্বাৎ। যদি ব্রহ্ম পৃথিব্যাদিবৎ সাবয়বম্ অভবিষ্যৎ, ততঃ অস্য একদেশঃ পর্য্যণংস্যৎ, একদেশশ্চ অবাস্থাস্যত। নিরবয়বং তু ব্রহ্ম শ্রুতিভ্যঃ অবগম্যতে।

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্" (শ্বেঃ উঃ ৬।১৯)।

"দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ" (মুঃ উঃ ২।১।২)।

"ইদং মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব" (বৃঃ উঃ ২।৪।১২)।

স এষ নেতি নেতি আত্মা (বৃঃ উঃ ৩।৯।২৬)। অস্থূলমনণু (বৃঃ উঃ ৩।৮।৮)।

ইত্যাদ্যাভ্যঃ সর্ব্ববিশেষপ্রতিষেধিনীভ্যঃ। ততশ্চ একদেশপরিণামাসম্ভবাৎ কৃৎস্নপরিণাম-প্রসক্তৌ সত্যাং মূলোচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত। দ্রষ্টব্যতোপদেশানর্থক্যং চ আপন্নম্। অযত্নদৃষ্টত্বাৎ কার্য্যস্য, তদ্ব্যতিরিক্তস্য চ ব্রহ্মণঃ অসম্ভবাৎ। অজত্বাদিশব্দকোপশ্চ।

অথ এতদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া সাবয়বমেব ব্রহ্ম অভ্যুপগম্যেত, তথাপি যে নিরবয়বত্বস্য প্রতিপাদকাঃ শব্দা উদাহৃতাঃ তে প্রকুপ্যেয়ুঃ। সাবয়বত্বে চ অনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ ইতি। সর্ব্বথা অয়ং পক্ষঃ ন ঘটয়িতুং শক্যতে—ইতি আক্ষিপতি ।২৬

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—যে ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হন, তিনি নিরবয়ব না সাবয়ব ? যদি তিনি নিরবয়ব হন, তাহা হইলে সমস্ত ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হইয়া যান, তদ্ভিন্ন ব্রহ্ম আর থাকেন না। আর যদি তিনি সাবয়ব হন, তাহা হইলে "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" ইত্যাদি শ্রুতি বিরুদ্ধ হয়।

ভাষ্যার্থ—একমাত্র অদ্বিতীয় চেতন ব্রহ্ম দুগ্ধাদির মত এবং দেবাদির মত বাহ্যিক কোন উপায়ের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং জগদাকারে পরিণত হইয়া জগতের কারণ হন—ইহা স্থির হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রার্থপরিশুদ্ধির জন্য পুনর্ব্বার আপত্তি করিতেছেন। **কৃৎস্নপ্রসক্তি** অর্থ—কৃৎস্ন অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মের কার্য্যরূপে পরিণামপ্রাপ্তি হয় ; কারণ, ব্রহ্ম নিরবয়ব। যদি ব্রহ্ম পৃথিব্যাদির মত সাবয়ব হইতেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের এক অংশ পরিণত হইত, আর এক অংশ অবশিষ্ট থাকিত। কিন্তু শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম নিরবয়ব ; যথা—

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্

অর্থাৎ ব্রহ্ম নিষ্কল অর্থাৎ অংশশূন্য, অতএব নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়াশূন্য, অতএব শান্ত অর্থাৎ অপরিণামি, নিরবদ্য অর্থাৎ রাগাদি দোষশূন্য, নিরঞ্জন অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মশূন্য।

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ

অর্থাৎ সেই পুরুষ দিব্য অর্থাৎ স্বয়ংজ্যোতিঃ, অমূর্ত্ত অর্থাৎ মূর্ত্তিশূন্য, তিনি বাহিরেও আছেন এবং ভিতরেও আছেন, এবং তিনি অজ অর্থাৎ তাঁহার জন্ম নাই।

---

* এটী অধিকরণারম্ভক সূত্র। কারণ, "কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ" এবং "নিরবয়বত্বশব্দকোপঃ" এই দুইটী প্রথমান্ত পদ রহিয়াছে। "প্রসক্তি" শব্দ থাকায় ইহা পূর্ব্বপক্ষসূত্র হইয়াছে। "বা" শব্দদ্বারা "শব্দকোপ" শব্দটীতেও প্রসক্তিপদের অন্বয় হইয়াছে ; এজন্য সমগ্র সূত্রটীই পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র।

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

[কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ।২৬]

ভাষ্যানুবাদ।

ইদং মহদ্ভূতম্ অনন্তম্ অপারং বিজ্ঞান ঘন এব

অর্থাৎ এই মহাভূত অর্থাৎ ব্রহ্ম অনন্ত অপার এবং বিজ্ঞানঘনই।

"স এষ নেতি নেতি আত্মা"

অর্থাৎ সেই এই আত্মা ইহা নয়, ইহা নয় (এইরূপে বক্তব্য)।

"অস্থূলম্ অনণু"

অর্থাৎ এই আত্মা স্থূল নয়, অনু নয়, ইত্যাদি।

এই সকল বিশেষনিষেধকারী শ্রুতি হইতে জানা যায়—ব্রহ্ম নিরবয়ব। অতএব একাংশের পরিণাম সম্ভব হয় না বলিয়া সমস্তের পরিণামের আপত্তি হইলে মূলোচ্ছেদ হইয়া পড়ে; আর আত্মাকে দর্শন করিবে বলিয়া যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাও অনর্থক হইয়া পড়ে; কারণ, বিনা যত্নেই কার্য্যব্রহ্ম দর্শন করা যায়। আর তদ্ভিন্ন ব্রহ্মের সম্ভাবনা নাই। আরও অজ অর্থাৎ 'ব্রহ্ম উৎপত্তিরহিত' ইত্যাদি শ্রুতিবিরুদ্ধ হয়।

আর এই দোষ পরিহারের ইচ্ছায় যদি সাবয়ব ব্রহ্মই স্বীকার কর, তাহা হইলেও ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব প্রতিপাদক যে সকল শ্রুতির পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সেই সমস্ত শ্রুতি বিরুদ্ধ হইবে। আর ব্রহ্ম সাবয়ব হইলে অনিত্য হইয়া পড়েন। এজন্য কোন প্রকারেই এই মত সমর্থন করিতে পার না,—এই বলিয়া এস্থলে আপত্তি করিতেছেন ।২৬ (ইহা পূর্ব্বপক্ষসূত্র)

ভামতী।

নম্ন ন ব্রহ্মণঃ তত্ত্বতঃ পরিণামঃ যেন কার্ৎস্ন্যভাগবিকল্পেন আক্ষিপ্যেত। অবিদ্যা-কল্পিতেন তু নামরূপলক্ষণেন রূপভেদেন ব্যাকৃতাব্যাকৃতাত্মনা তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়েন পরিণামাদিব্যবহারাস্পদত্বং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যতে। ন চ কল্পিতং রূপং বস্তু স্পৃশতি। ন হি চন্দ্রমসি তৈমিরিকস্য দ্বিত্বকল্পনা চন্দ্রমসঃ দ্বিত্বম্ আবহতি, তদনুপপত্ত্যা বা চন্দ্রমসঃ অনুপপত্তিঃ। তস্মাৎ অবাস্তবী পরিণামকল্পনা, অনুপপদ্যমানাপি, ন পরমার্থসতঃ ব্রহ্মণঃ অনুপপত্তিম্ আবহতি। তস্মাৎ পূর্ব্বপক্ষাভাবাৎ অনারম্ভ্যম্ ইদম্ অধিকরণম্ ইতি, অত আহ—"চেতনম্ একম্" ইতি। যদ্যপি শ্রুতিশতাৎ ঐকান্তিকাদ্বৈতপ্রতিপাদনপরাৎ পরিণামঃ বস্তুতঃ নিষিদ্ধঃ তথাপি ক্ষীরাদি-দেবতাদৃষ্টান্তেন পুনঃ তদ্বাস্তবত্বপ্রসঙ্গং পূর্ব্বপক্ষে আপাদ্য "সর্ব্বথাঽয়ং পক্ষঃ ন ঘটয়িতুং শক্যতে" ইতি অপবাধ্য "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ", "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি" ইতি সূত্রাভ্যাং বিবর্ত্ত-দৃঢ়ীকরণেন ঐকান্তিকাদ্বয়লক্ষণঃ শ্রুত্যর্থঃ পরিশোধ্যতে ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ অস্তি অবিকৃতং ব্রহ্ম তত্ত্বতঃ। নম্ন শব্দেনাপি ইতি চোদ্যম্, অবিদ্যাকল্পিতত্বোদ্‌ঘাটনায়। ন হি নিরবয়বত্বসাবয়ব-ত্বাভ্যাং বিধান্তরম্ অস্তি, একনিষেধস্য ইতরবিধাননান্তরীয়কত্বাৎ। তেন প্রকারান্তরাভাবাৎ নিরবয়বত্বসাবয়বত্বয়োশ্চ প্রকারয়োঃ অনুপপত্তেঃ গ্রাবপ্লবনাদ্যর্থবাদবৎ অপ্রমাণং শব্দঃ স্যাৎ ইতি চোদ্যার্থঃ। পরিহারঃ সুগমঃ ।২৬।২৭

বেদান্তকল্পতরুঃ।

সাবয়বস্যৈব নানাকার্য্যোপাদানতা ইতি ন্যায়েন সমন্বয়স্য বিরোধসন্দেহে পূর্ব্বাধিকরণোক্তক্ষীরদৃষ্টান্তাৎ পরিণামিত্বভ্রমে তন্নিরাসাৎ সঙ্গতিম্ আহ "ক্ষীরেতি"। "তস্মাৎ অবিকৃতং ব্রহ্ম" ইতি ভাষ্যং "তদস্তি ইতি তত্ত্বত ইতি চ" পদাধ্যাহারেণ ব্যাচষ্টে "তস্মাদিতি"। ইতরথা মায়াময়বিকারনিষেধে জগৎসর্গো ন স্যাৎ, অস্তি ইতি অনুক্তৌ চ সাকাঙ্ক্ষত্বং স্যাৎ ইতি। নিরবয়বেঽপি ব্রহ্মণি বিচিত্রশক্তিবশেন অকৃৎস্নপ্রসক্তেঃ উক্তত্বাৎ চোদ্যানুপপত্তিম্ আশঙ্ক্য শক্তীনাম্ অবাস্তবত্বকথনার্থত্বেন পরিহরতি—"অবিদ্যেতি" ।২৬।২৭।২৮

ভামতীর অনুবাদ।

যদি বল—বাস্তবিক ব্রহ্মের পরিণাম হয় না, যাহার জন্য সর্ব্বাংশের পরিণাম কল্পনা করিয়া তাহার দ্বারা আপত্তি করিবে, কিন্তু অবিদ্যাকল্পিত ব্যাকৃত ও অব্যাকৃতরূপে অর্থাৎ ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে তত্ত্ব ও অন্যত্বদ্বারা অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যাদ্বারা অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ যাহা স্থির করিয়া বলা যায় না, এইরূপ নাম ও রূপাত্মক রূপভেদের দ্বারাই ব্রহ্ম পরিণামাদিব্যবহারের বিষয় হন। আর কল্পিত রূপ বস্তুকে স্পর্শ করে না। কারণ, তৈমিকির অর্থাৎ তিমির নামক এক প্রকার চক্ষুরোগ আছে, যাহার দ্বারা একটি বস্তুকে দুইটি বলিয়া মনে হয়,

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।২৭ [সিঃ সূঃ]

ভামতীর অনুবাদ।

সেই রোগযুক্ত ব্যক্তির চন্দ্রে যে দ্বিত্বকল্পনা, অর্থাৎ এক চন্দ্রকে দুইটি বলিয়া মনে করা, তাহা চন্দ্রের দ্বিত্ব সম্পাদন করে না, অথবা দ্বিত্ব অসঙ্গত বলিয়া চন্দ্র অসঙ্গত হন না। অতএব অসত্য পরিণামকল্পনা অসঙ্গত হইয়াও বাস্তবিক সত্য ব্রহ্মের অসঙ্গতি সম্পাদন করে না। অতএব পূর্ব্বপক্ষ না থাকায় এই অধিকরণ আরম্ভ করা উচিত নহে, এইজন্য **"চেতনমেকম্"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। ইহার অর্থ—যদিও কেবল অদ্বয়-ব্রহ্ম-প্রতিপাদক শত শত শ্রুতি হইতে পরিণাম বাস্তবিক নিষিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি দুগ্ধ ও দেবতাদির দৃষ্টান্তদ্বারা পুনর্ব্বার পরিণামবাদের সত্যতা সম্ভাবনাকে পূর্ব্বপক্ষে আপাদন করিয়া **সর্ব্বথা অয়ং পক্ষঃ ন ঘটয়িতুং শক্যতে** এই গ্রন্থদ্বারা তাহার নিরাস করিয়া **"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"** **"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি"** এই দুইটি সূত্রদ্বারা বিবর্ত্তবাদকে দৃঢ় করিয়া কেবল অদ্বয়ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ রীতিমতভাবে শোধিত করা হইয়াছে। অতএব বাস্তবিক অবিকৃত অর্থাৎ পরিণামশূন্য ব্রহ্ম আছেন। জগৎ যে অবিদ্যাকল্পিত, তাহা প্রকাশ করিবার জন্য **নমু শব্দেনাপি** এই আশঙ্কা করিয়াছেন। কারণ, নিরবয়বত্ব ও সাবয়বত্ব ভিন্ন অন্য কোন প্রকার অর্থাৎ রূপান্তর নাই; কারণ, একের নিষেধ অপরের বিধানের নান্তরীয়ক হইয়া থাকে অর্থাৎ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কিছুই থাকে না। সেইজন্য অন্য কোন প্রকার না থাকায় এবং নিরবয়ব ও সাবয়ব এই দুই প্রকার হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া পর্ব্বতলঙ্ঘনাদি অর্থবাদের মত শ্রুতি অপ্রমাণ হইয়া যায়, ইহা আশঙ্কার অর্থ। ইহার যাহা পরিহার করিয়াছেন, তাহা অতি সরল।২৬।২৭

শাঙ্করভাষ্যম্।

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।২৭ *

তু-শব্দেন আক্ষেপং পরিহরতি। ন খলু অস্মৎপক্ষে কশ্চিদপি দোষঃ অস্তি। ন তাবৎ কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ অস্তি, কুতঃ, শ্রুতেঃ।(যথৈব হি ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে, এবং বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মণঃ অবস্থানং শ্রূয়তে, প্রকৃতিবিকারয়োঃ ভেদেন ব্যপদেশাৎ।)

"সেয়ং দেবতা ঐক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা
অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি" (ছাঃ উঃ ৬।৩।২)
"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ
পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" (ছাঃ উঃ ৩।১২।৬)

ইতি চ এবংজাতীয়কাৎ, তথা হৃদয়ায়তনত্ববচনাৎ, সৎসম্পত্তিবচনাচ্চ। যদি চ কৃৎস্নং ব্রহ্ম কার্য্যভাবেন উপযুক্তং স্যাৎ,

("সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" (ছাঃ উঃ ৬।৮।১) **ইতি**

সুষুপ্তিগতং বিশেষণম্ অনুপপন্নং স্যাৎ, বিকৃতেন ব্রহ্মণা নিত্যসম্পন্নত্বাৎ অবিকৃতস্য চ ব্রহ্মণঃ অভাবাৎ, তথা ইন্দ্রিয়গোচরত্বপ্রতিষেধাৎ, ব্রহ্মণো বিকারস্য চ ইন্দ্রিয়গোচরত্বোপপত্তেঃ। তস্মাৎ অস্তি অবিকৃতং ব্রহ্ম।

ন চ নিরবয়বত্বশব্দকোপোঽস্তি শ্রূয়মাণত্বাদেব নিরবয়বত্বস্যাপি অভ্যুপগম্যমানত্বাৎ। শব্দমূলং চ ব্রহ্ম শব্দপ্রমাণকং, ন ইন্দ্রিয়াদিপ্রমাণকং, তৎ যথাশব্দম্ অভ্যুপগন্তব্যম্। শব্দশ্চ উভয়মপি ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদয়তি অকৃৎস্নপ্রসক্তিং নিরবয়বতাং চ। লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধিপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্তবৈচিত্র্যবশাৎ শক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে, তা অপি তাবৎ ন উপদেশম্ অন্তরেণ কেবলেন তর্কেণ

* এ সূত্রে প্রথমান্তপদ না থাকায় ইহা অধিকরণারম্ভক সূত্র নহে। "তু" শব্দ থাকায় ইহা সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বিশেষ। অতএব ইহা সিদ্ধান্তসূত্র।

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

[শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ।২৭]

শাঙ্করভাষ্য।

অবগন্তুং শক্যন্তে, অস্য বস্তুন এতাবত্য এতৎসহায়া এতদ্বিষয়া এতৎপ্রয়োজনাশ্চ শক্তয়ঃ ইতি, কিমু উত অচিন্ত্যস্বভাবস্য ব্রহ্মণো রূপং বিনা শব্দেন ন নিরূপ্যেত। তথাচাহুঃ পৌরাণিকাঃ—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্" ইতি।

তস্মাৎ শব্দমূল এব অতীন্দ্রিয়ার্থযাথাত্ম্যাধিগমঃ।

নমু শব্দেনাপি ন শক্যতে বিরুদ্ধোঽর্থঃ প্রত্যায়য়িতুং, নিরবয়বং চ ব্রহ্ম পরিণমতে, ন চ কৃৎস্নমিতি। যদি নিরবয়বং ব্রহ্ম স্যাৎ, নৈব পরিণমেত, কৃৎস্নমেব বা পরিণমেত। অথ কেনচিৎ রূপেণ পরিণমেত, কেনচিৎ চ অবতিষ্ঠেত ইতি, রূপভেদকল্পনাৎ সাবয়বমেব প্রসজ্যেত। ক্রিয়াবিষয়ে হি—

"অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি" "নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি" ইতি

এবংজাতীয়কায়াং বিরোধপ্রতীতৌ অপি বিকল্পাশ্রয়ণং বিরোধপরিহারকারণং ভবতি, পুরুষতন্ত্রত্বাৎ চ অনুষ্ঠানস্য। ইহ তু বিকল্পাশ্রয়ণেনাপি ন বিরোধপরিহারঃ সম্ভবতি অপুরুষতন্ত্রত্বাৎ বস্তুনঃ। তস্মাৎ দুর্ঘটম্ এতৎ ইতি—

নৈষ দোষঃ, অবিদ্যাকল্পিতরূপভেদাভ্যুপগমাৎ। ন হি অবিদ্যাকল্পিতেন রূপভেদেন সাবয়বং বস্তু সম্পদ্যতে। ন হি তিমিরোপহতনয়নেন অনেক ইব চন্দ্রমা দৃশ্যমানঃ অনেক এব ভবতি। অবিদ্যাকল্পিতেন চ নামরূপলক্ষণেন রূপভেদেন ব্যাকৃতাব্যাকৃতাত্মকেন তত্ত্বান্যত্বাভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়েন ব্রহ্ম পরিণামাদি সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বং প্রতিপদ্যতে। পারমার্থিকেন চ রূপেণ সর্ব্বব্যবহারাতীতম্ অপরিণতম্ অবতিষ্ঠতে। বাচারম্ভণমাত্রত্বাচ্চ অবিদ্যাকল্পিতস্য নামরূপভেদস্য ইতি ন নিরবয়বত্বং ব্রহ্মণঃ কুপ্যতি। ন চ ইয়ং পরিণামশ্রুতিঃ পরিণামপ্রতিপাদনার্থা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলানবগমাৎ, সর্ব্বব্যবহারহীনব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনার্থা তু এষা, তৎপ্রতিপত্তৌ ফলাবগমাৎ।

"স এষ নেতি নেতি আত্মা" (বৃঃ উঃ ৩।৯।২৬)

ইতি উপক্রম্য আহ—

"অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" (বৃঃ ৪।২।৪) ইতি

তস্মাৎ অস্মৎপক্ষে ন কশ্চিৎ দোষপ্রসঙ্গোঽস্তি।২৭

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—তু শব্দদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিতেছেন। সমস্ত ব্রহ্মের জগৎরূপে পরিণামের আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম যে জগতের উপাদানকারণ, ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায়। "তাবান্ অস্য মহিমা" ইত্যাদি শ্রুতিতে দেখা যায় যে, জগৎ ব্যতীতও ব্রহ্মের সত্তা আছে। যদি বল—নিরবয়ব ব্রহ্ম যদি জগৎকারণ হইতেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইতেন, অতএব কার্য্যব্যতীত যে ব্রহ্ম আছেন, ইহা শ্রুতিই বা কি করিয়া বলিলেন? এইজন্য বলিতেছেন—শব্দ অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যই এ বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ, অতএব শাস্ত্রবাক্য অনুসারে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্মই একমাত্র জগতের উপাদান কারণ এবং জগৎ ব্যতীত ইহার সত্তাও আছে।

ভাষ্যার্থ—তু শব্দদ্বারা পূর্ব্বোক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন। আমাদের মতে কোন দোষ নাই। কৃৎস্নপ্রসক্তি অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হন বলিয়া যে আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা হয় না। কেন

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

[শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।২৭]

ভাষ্যানুবাদ।

তাহা হয় না, যেহেতু এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ আছে; কারণ, যেমন ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে—ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায়, তেমনই পরিণাম ব্যতীত ব্রহ্মের অবস্থিতিও শ্রুতি হইতে জানা যায়; কারণ, শ্রুতিতে প্রকৃতি ও বিকৃতির অর্থাৎ কারণ ও কার্য্যের পৃথক্‌রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা—

"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি .

অর্থাৎ সেই এই দেবতা অর্থাৎ পরমাত্মা আলোচনা করিলেন—"আচ্ছা আমি এই জীবাত্মরূপে পৃথিবী, জল ও তেজঃ এই তিনটি দেবতাতে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিব; এবং

"তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পূরুষঃ, পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যাঽমৃতং দিবি" ইতি

অর্থাৎ ইহাই ইঁহার মহিমা, পুরুষ তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বভূত ইঁহার একপাদ এবং ইঁহার তিনপাদ স্বর্গে অমৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি। এই জাতীয় শ্রুতি হইতে, এবং হৃদয়ায়তনত্ব বচন হইতে অর্থাৎ "স বা এস আত্মা হৃদি" অর্থাৎ "এই আত্মা হৃদয়ে আছেন" এইরূপ শ্রুতি হইতে এবং সৎসম্পত্তি বচন হইতে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে জীব সৎস্বরূপ ব্রহ্মে সম্পন্ন হন অর্থাৎ মিলিত হন। এই শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, বিকার ব্যতিরেকেও ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন। আর যদি সমস্ত ব্রহ্ম কার্য্যভাবে উপযুক্ত হইতেন অর্থাৎ কার্য্যরূপে পরিণত হইতেন, তাহা হইলে—

"সতা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি,"

অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে জীব সৎস্বরূপ ব্রহ্মে সম্পন্ন হন অর্থাৎ মিলিত হন এই শ্রুতিতে সুষুপ্তিকালরূপ বিশেষণ অসঙ্গত হইয়া যায়। কেন না, জীব বিকৃত ব্রহ্মের সহিত নিত্যসম্পন্ন অর্থাৎ সর্ব্বদা মিলিত হইয়া রহিয়াছেন, আর অবিকৃত ব্রহ্মের অস্তিত্ব নাই। আরও শ্রুতিতে ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়গোচরত্ব নিষিদ্ধ হওয়ায় এবং ব্রহ্মের বিকার—পৃথিব্যাদি ইন্দ্রিয়গোচর হয় বলিয়া অবিকৃত ব্রহ্মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায়। অতএব অবিকৃত ব্রহ্ম আছেন।

আর ব্রহ্ম নিরবয়ব এই শ্রুতিবাক্যেরও বিরোধ নাই, কারণ, শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায় বলিয়া ব্রহ্ম নিরবয়ব ইহাও স্বীকার করা হয়। ব্রহ্ম শব্দমূল, অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাহার প্রমাণ নহে, অতএব যথা শব্দ অর্থাৎ শ্রুতি যাহা বলিতেছেন, ঠিক্ সেইরূপই স্বীকার করিতে হইবে। আর শ্রুতি ব্রহ্মের অকৃৎস্নপ্রসক্তি এবং নিরবয়বত্ব এই দুইটিই প্রতিপাদন করেন। দেখা যায় লোকসিদ্ধ মণি, মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতিরও শক্তি সকল দেশ, কাল ও নিমিত্তের বৈচিত্র্যবশতঃ বিরুদ্ধ নানাবিধ কার্য্য উৎপাদন করে। সেই শক্তি সকলও উপদেশব্যতীত কেবল তর্কদ্বারা জানিতে পারা যায় না যে, এই বস্তুর এতগুলি শক্তি আছে, তাহাদের সহায় এতগুলি, তাহাদের বিষয় এতগুলি এবং প্রয়োজন এতগুলি ইত্যাদি। অচিন্ত্যস্বভাব ব্রহ্মের স্বরূপ যে শব্দব্যতীত নিরূপণ করা যাইবে না, ইহাতে আর বক্তব্য কি? পৌরাণিক পণ্ডিতগণ তাহাই বলিয়াছেন, যথা—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্" ॥

অর্থাৎ যে সকল বস্তু চিন্তার অতীত, তাহাদিগকে তর্কের সহিত যোগ করিও না। যে বস্তু, প্রকৃতি হইতে অর্থাৎ যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে পর অর্থাৎ বিলক্ষণ, তাহাই অচিন্ত্য বস্তুর স্বরূপ। অতএব অতীন্দ্রিয় অর্থের যে যাথাত্ম্য তাহার অধিগম শব্দ মূল অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্রই অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপ বুঝিবার উপায়।

যদি বল—নিরবয়ব ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হন, অথচ সমগ্র ব্রহ্ম পরিণত হন না, এইরূপ বিরুদ্ধ বিষয় শাস্ত্রও প্রতিপাদন করিতে পারেন না। ব্রহ্ম যদি নিরবয়ব হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরিণামি হইবেন না, অথবা সমুদায় ব্রহ্মই পরিণামি হইবেন। আর যদি বল—ব্রহ্ম কোনও রূপে পরিণামি হন এবং কোনও রূপে

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি। ২৮ [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

অবস্থান করেন, তাহা হইলে রূপভেদ কল্পনা করায় ব্রহ্ম সাবয়বই হইয়া পড়েন; বস্তুতঃ ক্রিয়ার বিষয় অর্থাৎ কার্য্যপদার্থেই অর্থাৎ—

"অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি" "নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি"

অর্থাৎ অতিরাত্রনামক যাগে ষোড়শী অর্থাৎ সোমরস রাখিবার পাত্রবিশেষ গ্রহণ করিবে এবং অতিরাত্রযাগে ষোড়শী গ্রহণ করিবে না—এই জাতীয় বিরোধ প্রতীতি হইলেই বিরোধপরিহারের জন্য বিকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়; কারণ, অনুষ্ঠান অর্থাৎ ক্রিয়া পদার্থ, পুরুষের ইচ্ছাধীন। কিন্তু এখানে বিকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও বিরোধপরিহার করা সম্ভব নহে; কারণ, সিদ্ধ বস্তু পুরুষের ইচ্ছাধীন নহে। অতএব ইহা অর্থাৎ ব্রহ্মের জগৎরূপে পরিণত হওয়া দুর্ঘট?

ইহা দোষ নহে। কারণ, আমরা অবিদ্যাকল্পিত রূপভেদ স্বীকার করি। অবিদ্যাকল্পিত বিভিন্ন রূপের দ্বারা কোন বস্তু সাবয়ব হয় না। কারণ, তিমিরোপহত নয়নকর্তৃক অর্থাৎ তিমির নামক রোগদ্বারা যাহার চক্ষুঃ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি চন্দ্রকে অনেক বলিয়া দেখিলেও নিশ্চয় চন্দ্র অনেক হন না। অবিদ্যাকল্পিত ব্যাকৃত ও অব্যাকৃতরূপ তত্ত্ব ও অন্যত্বদ্বারা অনির্ব্বচনীয় নাম ও রূপাত্মক রূপভেদের দ্বারা ব্রহ্ম পরিণামপ্রভৃতি সকল ব্যবহারের বিষয় হইয়া থাকেন। আর পারমার্থিকরূপে অর্থাৎ যথার্থস্বরূপে ব্রহ্ম সকল ব্যবহারের অতীত ও অপরিণত থাকেন। আর অবিদ্যাকল্পিত বিভিন্ন নাম ও রূপ "বাচারম্ভণ"মাত্র অর্থাৎ কেবল নামমাত্র, বাস্তবিক কোন বস্তুই নাই বলিয়া ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব কুপিত হয় না অর্থাৎ বিরুদ্ধ হয় না। আর এই পরিণাম-শ্রুতি ব্রহ্মের পরিণামপ্রতিপাদনের জন্য নহে, কারণ, তৎপ্রতিপত্তিতে অর্থাৎ পরিণামের জ্ঞান হইলে কোন ফল হয়—ইহা জানা যায় না, কিন্তু এই শ্রুতি সর্ব্বব্যবহারহীনব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনার্থা, অর্থাৎ সর্ব্ববিধব্যবহারের অতীত ব্রহ্মই আত্মা—ইহা বুঝাইবার জন্য; কারণ, তাহার প্রতিপত্তিতে অর্থাৎ ব্রহ্মই আত্মা এই জ্ঞান হইলে (মোক্ষরূপ) ফল হয়—ইহা জানা যায়। কারণ,

"স এষ নেতি নেতি আত্মা"

অর্থাৎ "সেই এই আত্মা ইহা নহে ইহা নহে" এইরূপে আরম্ভ করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন—

"অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি"

অর্থাৎ হে জনক! তুমি অভয়প্রাপ্ত হইতেছ।

এই অভয়প্রাপ্তিই এস্থলে ফল। অতএব আমাদের মতে কোন দোষের সম্ভাবনা নাই। ২৭

শাঙ্করভাষ্যম্।

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি। ২৮ *

অপি চ নৈবাত্র বিবদিতব্যং, কথম্ একস্মিন্ ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দ্দেন এব অনেকাকারা সৃষ্টিঃ স্যাৎ ইতি? যতঃ আত্মনি অপি একস্মিন্ স্বপ্নদৃশি স্বরূপানুপমর্দ্দেন এব অনেকাকারা-সৃষ্টিঃ পঠ্যতে—

"ন তত্র রথা রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি
অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" (বৃঃ উঃ ৪।৩।১০)

ইত্যাদিনা। লোকেঽপি দেবাদিষু মায়াব্যাদিষু চ স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব বিচিত্রা হস্ত্যশ্বাদি-সৃষ্টয়ো দৃশ্যন্তে, তথা একস্মিন্নপি ব্রহ্মণি স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব অনেকাকারা সৃষ্টিঃ ভবিষ্যতি।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—যেহেতু স্বপ্নদর্শী একমাত্র নিরবয়ব জীবে বিচিত্র সৃষ্টি হয়, ইহা "ন তত্র রথা রথযোগা ন পন্থানঃ, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায়। অথবা লোকে যেমন কোন

* ইহাতে "বিচিত্রাঃ" এই প্রথমান্ত পদ থাকিলেও "চ"কার থাকায় ইহা পূর্ব্ব সূত্রের দ্বারা সূচিত বিচারের পোষক সূত্র হইল। এজন্য অধিকরণ আরম্ভ হইল না।

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

স্বপক্ষদোষাচ্চ ।২৯

ভাষ্যানুবাদ।

মায়াবীতে নিজের শরীরের কোন ব্যাঘাত না হইয়াই হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বস্তুর সৃষ্টি হয় দেখা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মেও বিবিধ সৃষ্টি হয়।

ভাষ্যার্থ—আরও এ বিষয়ে এরূপ বিবাদ করা উচিত নহে যে, কি করিয়া এক ব্রহ্মে স্বরূপের ব্যাঘাত না করিয়াই অনেক প্রকার সৃষ্টি হইবে? যেহেতু স্বপ্নদ্রষ্টা এক জীবাত্মাতেও স্বরূপের উপমর্দ্দ অর্থাৎ ব্যাঘাত না করিয়াই অনেক প্রকার সৃষ্টি হয়—শ্রুতি ইহা বলিতেছেন। যথা—

"ন তত্র রথা রথযোগা ন পন্থানঃ ভবন্তি
অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে"।

অর্থাৎ সেখানে রথ নাই, রথে সংলগ্ন অশ্ব নাই, পথ নাই, অথচ স্বপ্নদর্শী জীব রথ, রথসংযুক্ত অশ্ব ও পথকে সৃষ্টি করে।

লোকেও দেবতাপ্রভৃতিতে এবং মায়াবী প্রভৃতিতে দেখা যায়, স্বরূপের কোন উপমর্দন অর্থাৎ ব্যাঘাত না করিয়া বিচিত্র হস্তী ও অশ্বপ্রভৃতি সৃষ্টি হয়। সেইরূপ একই ব্রহ্মে অর্থাৎ ব্রহ্ম এক অর্থাৎ অসহায় হইলেও তাহাতে স্বরূপের ব্যাঘাত না করিয়াই অনেক প্রকার সৃষ্টি হইবে।২৮

ভামতী।

অনেন স্ফুটিতো মায়াবাদঃ। স্বপ্নদৃক্ আত্মা হি মনসৈব স্বরূপানুপমর্দ্দেন রথাদীন্ সৃজতি।২৮

ভামতীর অনুবাদ।

এই সূত্রদ্বারা ভাষ্যকার মায়াবাদ স্পষ্ট করিয়া বলিলেন।+ যেহেতু স্বপ্নদর্শী আত্মা স্বরূপের ব্যাঘাত না করিয়া মনে মনেই রথাদি সৃষ্টি করেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্বপক্ষদোষাৎ চ ।২৯ *

পরেষামপি এষঃ সমানঃ স্বপক্ষে দোষঃ। প্রধানবাদিনোঽপি হি নিরবয়বম্ অপরিচ্ছিন্নং শব্দাদিহীনং প্রধানং সাবয়বস্য পরিচ্ছিন্নস্য শব্দাদিমতঃ কার্য্যস্য কারণম্ ইতি স্বপক্ষঃ। তত্রাপি কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ নিরবয়বত্বাৎ প্রধানস্য প্রাপ্নোতি, নিরবয়বত্বাভ্যুপগম-কোপো বা।

নন্বু নৈব তৈঃ নিরবয়বং প্রধানম্ অভ্যুপগম্যতে, সত্ত্বরজস্তমাংসি ত্রয়ো গুণাঃ নিত্যাঃ, তেষাং সাম্যাবস্থা প্রধানং, তৈরেব অবয়বৈঃ তৎ সাবয়বম্ ইতি। ন এবংজাতীয়কেন সাবয়বত্বেন প্রকৃতঃ দোষঃ পরিহর্ত্তুং পার্য্যতে। যতঃ সত্ত্বরজস্তমসামপি একৈকস্য সমানং নিরবয়বত্বম্। একৈকমেব চ ইতরদ্বয়ানুগৃহীতং সজাতীয়স্য প্রপঞ্চস্য উপাদানম্ ইতি সমানত্বাৎ স্বপক্ষদোষপ্রসঙ্গস্য।

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ সাবয়বত্বমিতি চেৎ? এবমপি অনিত্যত্বাদিদোষপ্রসঙ্গঃ।

অথ শক্তয় এব কার্য্যবৈচিত্র্যসূচিতা অবয়বাঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ, তাস্তু ব্রহ্মবাদিনঃ অপি অবিশিষ্টাঃ, তথা অণুবাদিনোঽপি অণুঃ অণ্বন্তরেণ সংযুজ্যমানঃ নিরবয়বত্বাৎ যদি কার্ৎস্নেন সংযুজ্যেত, ততঃ প্রথিমানুপপত্তেঃ অণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গঃ।

* এই সূত্রে প্রথমান্ত পদ না থাকায় ও "চ"কার থাকায় ইহা প্রারব্ধ অধিকরণেরই অঙ্গীভূত সূত্র হইল। অতএব ইহাও সিদ্ধান্তসূত্র।

\+ এস্থলে যে মায়াবাদ বলা হইল তদ্দ্বারা মায়ার বিকার জগৎ বলা হইল। আর সেই মায়া মিথ্যা বলিয়া ব্রহ্মের বিবর্ত্ত জগৎ বলা হইল। অতএব মিথ্যা মায়ার পরিণাম বলিয়া অদ্বৈতবাদকে মায়াবাদ এবং সত্য ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া ব্রহ্মবাদ বলা হয়। জগৎ জগদ্রূপে নাই কিন্তু ব্রহ্মরূপে আছে। বৌদ্ধগণকে যে মায়াবাদী বলা হয়, তাহারা জগতের মূলে ব্রহ্মের ন্যায় সদ্বস্তু স্বীকার না করিয়া শূন্যই স্বীকার করিয়া থাকে বৌদ্ধের মায়াবাদ ও অদ্বৈতীর মায়াবাদ এক বস্তু নহে।২.২।৯ সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য স্বমতকে ব্রহ্মবাদ বলিয়াছেন।

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

[স্বপক্ষদোষাচ্চ ।২৯] [সিঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্য।

অথ একদেশেন সংযুজ্যেত, তথাপি নিরবয়বত্বাভ্যুপগমকোপঃ ইতি স্বপক্ষেঽপি সমান এব দোষঃ। সমানত্বাচ্চ ন অন্যতরস্মিন্ এব পক্ষে উপক্ষেপ্তব্যঃ ভবতি। পরিহৃতস্তু ব্রহ্মবাদিনা স্বপক্ষে দোষঃ ॥২৯ ইতি নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—সাংখ্যাচার্য্য প্রভৃতিও নিরবয়ব প্রধানকে জগৎকারণ বলেন, তাঁহাদের মতেও "কৃৎস্ন-প্রসক্তি" ইত্যাদি দোষ হয়। বৈশেষিকগণ বলেন—নিরবয়ব পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ হইলে তাহা হইতে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়। সেই নিরবয়ব পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ ব্যাপ্যবৃত্তি না অব্যাপ্যবৃত্তি? যদি ব্যাপ্যবৃত্তি হয়, তাহা হইলে দৃষ্টবিরোধ হয়। অর্থাৎ ব্যাপ্যবৃত্তি সংযোগ কখনও দেখা যায় না। আর যদি অব্যাপ্যবৃত্তি হয়, তাহা হইলে সাবয়ব ব্যতীত অব্যাপ্যবৃত্তিসংযোগ হয় না। তাহা হইলে তুমি যে পরমাণুকে নিরবয়ব বলিয়াছ, তাহা বিরুদ্ধ হইল, ইত্যাদি দোষ তোমাদের মতে হইয়া পড়ে। বেদান্তমতে সে দোষ নাই।

ভাষ্যার্থ—অপরের অর্থাৎ সাংখ্যমতাবলম্বিগণেরও নিজের মতে এই দোষ সমান। যেহেতু প্রধান-বাদীরও নিরবয়ব অপরিচ্ছিন্ন ও শব্দাদিরহিত প্রধানই সাবয়ব পরিচ্ছিন্ন এবং শব্দাদিযুক্ত কার্য্যের কারণ হয়—ইহাই স্বপক্ষ। তাহাতেও অর্থাৎ সেই পক্ষেও প্রধান নিরবয়ব বলিয়া কৃৎস্নপ্রসক্তি অর্থাৎ সমগ্র প্রধানের কার্য্যরূপে পরিণামের আপত্তি হয়, অথবা নিরবয়বত্বের অভ্যুপগমকোপ হয় অর্থাৎ প্রধানকে যে নিরবয়ব স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা বিরুদ্ধ হয়।

যদি বল—তাঁহারা নিরবয়ব প্রধান স্বীকার করেন না, কেন না, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ নিত্য, তাহাদের সাম্যাবস্থাই প্রধান সেই সকল অবয়বদ্বারাই প্রধান সাবয়ব হয়। এই প্রকার সাবয়বত্বদ্বারা প্রকৃত দোষ পরিহার করিতে পারা যায় না। যেহেতু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণেরও এক একটির নিরবয়বত্ব সমান এবং এক একটি অপর দুইটির সহিত মিলিত হইয়া সজাতীয় অর্থাৎ নিজের মত প্রপঞ্চের উপাদান কারণ হয়, অতএব তাঁহার নিজের মতে দোষের আপত্তি সমান।

যদি বল—প্রধান যে নিরবয়ব ইহা তর্কদ্বারা স্থির করা হইতেছে, কিন্তু তর্কের প্রতিষ্ঠা না থাকায় প্রধান সাবয়বই। এরূপ হইলেও অর্থাৎ প্রধানকে যদি সাবয়ব স্বীকার কর (বাস্তবিক কিন্তু তোমার মত তাহা নহে) তাহা হইলে অনিত্যত্বাদি দোষ হইয়া পড়ে।

আর যদি বল, কার্য্যের বৈচিত্র্যবশতঃ সূচিত যে শক্তি সকল, তাহারাই অবয়ব, ইহাই তোমার অভিপ্রায়, তাহা হইলে কিন্তু সেই সকল শক্তি ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ বৈদান্তিকেরও অবিশিষ্ট, অর্থাৎ বৈদান্তিকও তাহাই স্বীকার করেন। এইরূপ পরমাণুবাদী বৈশেষিকের মতেও এক পরমাণু অন্য পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া অবয়ব না থাকায় যদি সর্ব্বাংশে সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে প্রথিমা অর্থাৎ স্থূলতা হইতে না পারায়, কেবল অণুপরিমাণই থাকিয়া যায়।

আর যদি বল, একাংশের সহিত সংযুক্ত হইবে, তাহা হইলেও নিরবয়বত্বের অভ্যুপগমকোপ হয় অর্থাৎ পরমাণুকে যে নিরবয়ব স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা বিরুদ্ধ হয়। অতএব পরমাণুবাদীর নিজের মতেও (সাংখ্যের ন্যায়) এ দোষ সমান, আর সমান বলিয়া কোন মতেই দোষ দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু ব্রহ্মবাদী নিজের মতে দোষ পরিহার করিয়াছেন।

ভামতী

চোদয়তি—"নমু নৈব" ইতি। পরিহরতি "ন এবংজাতীয়কেন" ইতি। যদ্যপি সমুদায়ঃ সাবয়বঃ, তথাপি প্রত্যেকং সত্ত্বাদয়ো নিরবয়বাঃ। ন হি অস্তি সম্ভবঃ সত্ত্বমাত্রং পরিণমতে, ন রজস্তমসী ইতি। সর্ব্বেষাং সম্ভূয়পরিণামাভ্যুপগমাৎ।

প্রত্যেকং চ অনবয়বানাং কৃৎস্নপরিণামে মূলোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। একদেশপরিণামে বা সাবয়বত্বম্ অনিষ্টং প্রসজ্যেত। "তথা অণুবাদিনোঽপি" ইতি। বৈশেষিকাণাং হি অণুভ্যাং সংযুজ্য দ্ব্যণুকম্ একম্ আরভ্যতে, তৈঃ ত্রিভিঃ দ্ব্যণুকৈঃ ত্র্যণুকম্ একম্ আরভ্যতে ইতি প্রক্রিয়া। তত্র দ্বয়োঃ অণ্বোঃ অনবয়বয়োঃ সংযোগঃ তৌ অণূ ব্যাপ্নুয়াৎ। অব্যাপ্নুবন্ বা তত্র ন বর্ত্ততে।

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

[**স্বপক্ষদোষাচ্চ**।২৯] [সিঃ সূঃ]

ভামতী।

ন হি অস্তি সম্ভবঃ স এব তদানীং তত্র বর্ত্ততে ন বর্ত্ততে চ ইতি। তথা চ উপর্য্যধঃ পার্শ্বস্থাঃ ষড়পি পরমাণবঃ সমানদেশাঃ ইতি প্রথিমানুপপত্তেঃ অণুমাত্রঃ পিণ্ডঃ প্রসজ্যেত। অব্যাপনে বা ষড়বয়বঃ পরমাণুঃ স্যাৎ, ইতি অনবয়বত্বব্যাকোপঃ।

অশক্যং চ সাবয়বত্বম্ উপেতুম্, তথা সতি অনন্তাবয়বত্বেন সুমেরুরাজসর্ষপয়োঃ সমান-পরিমাণত্বপ্রসঙ্গঃ, তস্মাৎ সমানঃ দোষঃ। আপাতমাত্রেণ সাম্যম্ উক্তম্; পরমার্থতস্তু ভাবিকং পরিণামং বা কার্য্যকারণভাবং বা ইচ্ছতাম্ এষ দুর্ব্বারো দোষঃ, ন পুনঃ অস্মাকং মায়াবাদিনাম্ ইতি আহ—"পরিহৃতস্তু" ইতি।২৯ ইতি নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অবস্তুত্বাৎ সমুদায়ঃ ন পরিণমতে, সমুদায়িষু অপি যদি সত্ত্বমাত্রং পরিণমতে ন রজস্তমসী, ততো মূলোচ্ছেদো ন স্যাৎ, ন চ এতৎ অস্তি, ইতি আহ—"যদ্যপি সমুদায়" ইতি। দ্ব্যণুকম্ আরব্ধুম্ অণুনা সংযুজ্যমানঃ অণুঃ উপর্য্যধঃ পার্শ্বতঃ চতসৃষু অপি দিক্ষু কদাচিৎ কশ্চিৎ সংযুজ্যতে, তে চ সর্ব্বে তেন সমানদেশাঃ ইতি প্রথিমানুপপত্তেঃ দ্ব্যণুকপিণ্ডঃ পরমাণুমাত্রঃ প্রসজ্যেত ইত্যর্থঃ। অব্যাপ্যবৃত্তৌ সংযোগস্য তাবৎ ন একত্র ভাবাভাবৌ ইত্যুক্তম্। অথ প্রদেশভেদেন ভাবাভাবৌ তত্রাহ—"অব্যাপনে চ" ইতি। "কার্য্যকারণভাবঃ" আরম্ভঃ। ইতি নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্।

ভামতীর অনুবাদ।

"নন্নু নৈব" এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। **"ন এবংজাতীয়কেন"** এই গ্রন্থদ্বারা পরিহার করিতেছেন। যদিও সমুদায় সাবয়ব, তাহা হইলেও সত্ত্বাদি প্রত্যেকটি গুণ নিরবয়ব; কারণ, ইহা সম্ভব নহে যে, কেবল সত্ত্বগুণই পরিণত হয়, আর রজঃ ও তমঃ গুণ পরিণত হয় না। কেননা সম্ভূয়পরিণাম অভ্যুপগম করা হয় অর্থাৎ সকলেই মিলিত হইয়া পরিণত হয়—ইহা তোমরা স্বীকার কর।

নিরবয়ব গুণগুলির প্রত্যেকের কৃৎস্নপরিণামে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে পরিণাম স্বীকার করিলে মূলোচ্ছেদ হইয়া পড়ে। আর একাংশের পরিণাম স্বীকার করিলে তাহাদের সাবয়বত্ব হইয়া পড়ে, ইহা তোমার অভিপ্রেত নহে। **"তথা অণুবাদিনোঽপি"** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই—দুইটি অণু সংযুক্ত হইয়া একটি দ্ব্যণুক আরম্ভ করে, অর্থাৎ উৎপন্ন করে এবং সেই তিনটি দ্ব্যণুক সংযুক্ত হইয়া একটি ত্র্যণুক আরম্ভ করে। ইহাই বৈশেষিকগণের প্রক্রিয়া। সেই প্রক্রিয়াতে অনবয়ব অর্থাৎ নিরবয়ব দুই অণুর সংযোগ, সেই অণুদ্বয়কে ব্যাপ্ত করিবে; আর যদি ব্যাপ্ত না করে, তাহা হইলে তাহাতে থাকিবে না। কারণ, ইহা সম্ভব হয় না যে, সেই বস্তুই সেই সময়ে সেই স্থানে থাকে এবং থাকে না। তাহা হইলে উপরে, নিম্নে ও চারি পার্শ্বস্থিত ছয়টি পরমাণুই সমানদেশ অর্থাৎ এক স্থানেই থাকে, অতএব প্রথিমা অর্থাৎ স্থূলতা হইতে না পারায় পিণ্ডটি কেবল পরমাণু আকারই হইয়া পড়ে। আর যদি ব্যাপ্ত না করে, তাহা হইলে পরমাণু ছয়টি অবয়বযুক্ত হইবে, অতএব অনবয়বত্বব্যাকোপ হয়, অর্থাৎ তুমি যে বলিয়াছ, পরমাণু নিরবয়ব—ইহা বিরুদ্ধ হইল।

আর পরমাণু সাবয়ব—ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না; কেননা, তাহা হইলে অনন্ত অবয়ব বলিয়া সুমেরুপর্ব্বত ও রাজসর্ষপ তুল্যপরিমাণ হইয়া পড়ে; এইজন্য দোষ সমান। ইহা কেবল আপাততঃ দোষের সাম্য বলা হইল। বাস্তবিক কিন্তু যাঁহারা ভাবিকপরিণাম অর্থাৎ যথার্থ পরিণামবাদ অথবা কার্য্যকারণভাব অর্থাৎ আরম্ভবাদ ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মতে এই দোষ নিবারণ করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। আমরা মায়াবাদী, আমাদের মতে কিন্তু এই দোষ হয় না—এই কথা **"পরিহৃতস্তু"** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। ইহাই কৃৎস্ন-প্রসক্ত্যধিকরণ নামক নবম অধিকরণ।২৯

নবম অধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই অধিকরণে চারিটী সূত্র আছে। ইহাতে বলা হইল—ব্রহ্মই অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয়, সুতরাং মিথ্যা মায়াশক্তিদ্বারা জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন, সুতরাং তাদৃশ শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের পরিণামই জগৎ। এই মায়া মিথ্যা বলিয়া ব্রহ্মের এই পরিণামটী ভ্রম বলা হয়। আর তজ্জন্য জগৎকে মায়ার পরিণাম ও ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলাও হয়। সাংখ্যের যে প্রধান সেই প্রধানের পরিণাম এই জগৎ নহে। কারণ, সাংখ্যের প্রধান সদ্বস্তু-বিশেষ, তাহা জ্ঞাননাশ্য নহে, কিন্তু স্বমতে মায়া, জ্ঞাননাশ্যা এবং সদসদ্ভিন্না। যাহা হউক এই অধিকরণের মধ্যে প্রথম সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষসূত্র এবং শেষ তিনটী সূত্র সিদ্ধান্তসূত্র। যথা—

(ঈশ্বর উপাদানরূপে পরিণামিকারণ)

[স্বপক্ষদোষাচ্চ ।২৯] [সিঃ সূঃ]

নবম অধিকরণের তাৎপর্য্য।

পূর্ব্বপক্ষ	সিদ্ধান্তপক্ষ
১। কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ।২৬	২। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ।২৭
	৩। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ।২৮
	৪। স্বপক্ষদোষাচ্চ ।২৯

এই সূত্রগুলির অর্থ এইরূপ, যথা—

প্রথম সূত্রে বলা হইল যে,—ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইলে কৃৎস্ন অর্থাৎ সমগ্র ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, এইরূপ প্রসক্তি অর্থাৎ সম্ভাবনা হয়, সুতরাং ব্রহ্মই আর থাকেন না—ইহাই অনুমান করিতে হয়। আর যদি বল ব্রহ্ম একাংশদ্বারা জগদাকার হইয়াছেন, তাহা হইলে শ্রুতিতে যে নিষ্কলত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের যে নিরবয়বত্ব বোধকশব্দ আছে, তাহার কোপ অর্থাৎ ব্যাঘাত হয়, সুতরাং শ্রুতিবিরোধ হয়। অতএব যুক্তি ও শ্রুতি উভয়ের বিরোধপ্রযুক্ত ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হন নাই, প্রধানই জগদ্রূপ হইয়াছেন,—ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইল—"**তু**" অর্থাৎ না, অর্থাৎ কৃৎস্নপ্রসক্তি হয় না, যেহেতু **শ্রুতেঃ** অর্থাৎ "তাবান্ অস্য মহিমা" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের জগদুৎপাদনত্ব বর্ণিত হইয়াছে। কারণ, যুক্তি অপেক্ষা শ্রুতি প্রবল। আর "নিষ্কলম্" ইত্যাদি ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব, শ্রুতির বিরুদ্ধ হয় না, যেহেতু ব্রহ্ম **শব্দমূল** অর্থাৎ বেদমাত্রগম্য। অতএব শ্রুতিবিরোধ হয় না।

তৃতীয় সূত্রে বলা হইল—আর যেহেতু আত্মাতে এরূপ বিচিত্র সৃষ্টি হয়—ইহা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, সেই হেতু ব্রহ্ম-বিবর্ত্তই জগৎ। এতদ্দ্বারা যুক্তিবিরোধ ও শ্রুতিবিরোধ উভয়ের খণ্ডন করা হইল।

চতুর্থ সূত্রে বলা হইল—জগৎকারণ প্রধান, এই মতবাদিগণের মতেও উক্ত দোষ সমানই হয়। অতএব প্রধানাদি জগৎকারণ নহে, কিন্তু ব্রহ্মই জগৎকারণ।

ইহার অবয়বগুলি এই—

১। **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ
    শাস্ত্রসঙ্গতি— "
    অধ্যায়সঙ্গতি— "
    পাদসঙ্গতি— "
    অধিকরণসঙ্গতি—আক্ষেপ অথবা কার্য্যকারণভাব। পূর্ব্ব অধিকরণে দুগ্ধের দৃষ্টান্ত দেওয়ায় ব্রহ্ম পরিণামি হন, এইরূপ ভ্রম জন্মে, তাহাকে নিরাস করিবার জন্য এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন। অতএব এখানে কার্য্যকারণরূপ সঙ্গতি আছে। পূর্ব্ব অধিকরণটি ভ্রম উৎপন্ন করিয়াছে বলিয়া কারণ এবং এই অধিকরণটি তাহার কার্য্য জানিতে হইবে।

২। **বিষয়**—নিরবয়ব ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে, এই বেদান্তসমন্বয়টি বিষয়।

৩। **সংশয়**—সাবয়ব বস্তুই নানাবিধ কার্য্যের উপাদান হয়, এই যুক্তিদ্বারা উক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হয় কি না? ইহা সংশয়।

৪। **পূর্ব্বপক্ষ**—সিদ্ধান্তীর মতে নিরবয়ব ব্রহ্ম উপাদান কারণ, না সাবয়ব ব্রহ্ম? যদি বল—নিরবয়ব ব্রহ্ম, তাহা হইলে সম্পূর্ণ ব্রহ্মেরই কার্য্যরূপে পরিণাম হইয়া পড়ে, অর্থাৎ কার্য্য—জগৎ ভিন্ন আর অতিরিক্ত ব্রহ্ম থাকেন না। আর যদি বল—ব্রহ্ম সাবয়ব, তাহা হইলে সম্পূর্ণ ব্রহ্মের পরিণাম হয় না বটে, কারণ এক অংশ পরিণত হইলে অপর অংশ অপরিণত থাকে। কিন্তু "**নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং**" ইত্যাদি যে শ্রুতি ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলিয়াছেন, এই সকল শ্রুতি বিরুদ্ধ হয়, এবং উভয় পক্ষেই ব্রহ্মের অনিত্যত্ব দোষ হইয়া পড়ে, অতএব উক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হইল, যথা—

"কার্ৎস্ন্যেন কার্য্যভাবোক্তৌ ব্রহ্মানিত্যং প্রসজ্যতে।
একদেশেন তৎপ্রাপ্তৌ ব্রহ্ম সাবয়বং ভবেৎ" ॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম সম্পূর্ণভাবে কার্য্য—জগৎ আকারে পরিণত হন বলিলে অনিত্য হইয়া পড়েন। আর যদি একাংশদ্বারা ব্রহ্ম কার্য্য আকারে পরিণত হন বলেন, তাহা হইলে তিনি সাবয়ব হইয়া পড়িবেন।

সর্ব্বোপেতাধিকরণং নাম

দশমম্ অধিকরণম্

(ঈশ্বর অশরীরী হইলেও সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও মায়াবী)

সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ।৩০ [সিঃ সূঃ]

নবম অধিকরণের তাৎপর্য্য।

৫। **সিদ্ধান্ত**—

"মায়াভির্বহুরূপত্বং ন কার্ৎস্ন্যাৎ নাপি ভাগতঃ।
ইতি নির্ভাগতা কার্য্য-ভাবাপ্ত্যোরবিরুদ্ধতা" ॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম বিবিধ শক্তিযুক্ত মায়াদ্বারা বহুরূপ হইয়াছেন, অতএব সম্পূর্ণভাবে বা এক অংশদ্বারাও তিনি বহুরূপ হন নাই, অতএব উক্ত দুই প্রকারে কার্য্যাকারে পরিণাম হইলেও ব্রহ্মের নিরবয়বত্ব অবিরুদ্ধ রহিল। অর্থাৎ এ মতে ব্রহ্মপরিণাম জগৎ—ইহা স্বীকার করা হয় না। কিন্তু ব্রহ্ম শক্তিদ্বারা নানাবিধ জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন, ব্রহ্ম মায়াকল্পিত জগতের অধিষ্ঠান মাত্র, অতএব ব্রহ্ম যেমন বিশুদ্ধ আছেন তেমনই থাকিলেন।

৬। **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে স্মৃতিবিরোধপ্রযুক্ত সমন্বয় অসিদ্ধ হয়, আর সিদ্ধান্তে স্মৃতিবিরোধ হয় না বলিয়া সমন্বয়সিদ্ধ।

এই নবম অধিকরণটী ভারতীতীর্থ মুনি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই—

ন যুক্তো যুজ্যতে বাঽস্য পরিণামো ন যুজ্যতে।
কাৎস্ন্র্যাদ্ ব্রহ্মানিত্যতাপ্তেরংশাৎ সাবয়বং ভবেৎ ॥
মায়াভির্বহুরূপত্বং ন কাৎস্ন্র্যান্নাপি ভাগতঃ।
যুক্তোঽনবয়বস্যাপি পরিণামোঽত্র মায়িকঃ ॥

অন্বয়—অস্য পরিণামঃ ন যুক্তঃ যুজ্যতে বা ? ন যুজ্যতে, কাৎস্ন্র্যাৎ ব্রহ্মানিত্যতাপ্তেঃ। অংশাৎ সাবয়বং ভবেৎ। মায়াভিঃ বহুরূপত্বং ন কাৎস্ন্যাৎ, নাপি ভাগতঃ অনবয়বস্যাপি মায়িকঃ পরিণামঃ অত্র যুক্তঃ।

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ।৩০ *

একস্যাপি ব্রহ্মণঃ বিচিত্রশক্তিযোগাৎ উপপদ্যতে বিচিত্রো বিকারপ্রপঞ্চঃ ইতি উক্তম্। তৎ পুনঃ কথম্ অবগম্যতে বিচিত্রশক্তিযুক্তং পরং ব্রহ্ম ইতি ? তৎ উচ্যতে—"সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ। সর্বশক্তিযুক্তা চ পরা দেবতা ইতি অভ্যুপগন্তব্যম্। কুতঃ, তদ্দর্শনাৎ। তথা হি দর্শয়তি শ্রুতিঃ সর্বশক্তিযোগং পরস্যা দেবতায়াঃ—

"সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদম্ অভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ" (ছাঃ উঃ ৩।১৪।৪)

"সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছাঃ উঃ ৮।৭।২) **"যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ"** (মুণ্ডঃ উঃ ১।১।৯)

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।" (বৃঃ উঃ ৩।৮।৯)

ইত্যেবংজাতীয়কাঃ ।৩০

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—যদি বল, নানাবিধ শক্তি থাকায় ব্রহ্ম বিচিত্র সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের যে বিবিধ

* এস্থলে "সর্ব্বোপেতা" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় ইহা অধিকরণারম্ভক সূত্র হইয়াছে। রামানুজমতে এটী পূর্ব্বাধিকরণের অন্তর্ভুক্ত সূত্র। শাঙ্করমতে ইহাকে পৃথক্ অধিকরণ করিবার পক্ষে হেতু এই যে, পূর্ব্বে "স্বপক্ষদোষাচ্চ" সূত্রে অন্তিম চকারের পর ইহার আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার ব্যতিক্রম অপশূদ্রপ্রকরণে দেখা যায়। কারণ তথায় "সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাৎ চ" সূত্রের পর "তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ" সূত্রটী পৃথক্ অধিকরণারম্ভক হয় নাই। ইহার উত্তর শাঙ্করমতে এই যে, এই সূত্রটী "তৎ" শব্দদ্বারা আরম্ভ করায় পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। সর্ব্বোপেতা শব্দে সে ঘনিষ্ঠতা নাই। তাহার পর ইহা পূর্ব্বের "কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণের" অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নহে। তাহার কারণ, কৃৎস্নপ্রসক্তি অধিকরণ পূর্ব্বপক্ষ সূত্রদ্বারা অবতারিত, আর তাহাতে জগৎ-স্রষ্টৃত্ব সমর্থিত এবং ইহাতে সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব সমর্থিত। এই দুইটি অত্যন্ত পৃথক্ বিচার।

(ঈশ্বর অশরীরী হইলেও সর্ব্বজ্ঞ, শর্ব্বশক্তিমান্ ও মায়াবী)

বিকরণান্নেতি চেৎ তদুক্তম্ ।৩১ [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

শক্তি আছে, তাহার প্রমাণ কি? সেই জন্য বলিতেছেন—ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমৎ; কারণ **"সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ"** ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহা দেখা যায়।

ভাষ্যার্থ—ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহার বিচিত্র শক্তিযোগবশতঃ অর্থাৎ নানাবিধ শক্তি থাকায় নানাবিধ সৃষ্টিসমূহ হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যদি বল, পরব্রহ্ম যে বিচিত্রশক্তিযুক্ত ইহা কি করিয়া জানা যায়? সেইজন্য **"সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ"** এই সূত্র বলিতেছেন। পরাদেবতা সর্ব্বশক্তিযুক্তা অর্থাৎ পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কেন? যেহেতু শ্রুতিতে তাহা দেখা যায়। পরাদেবতার সর্ব্বশক্তিযোগ অর্থাৎ পরমেশ্বর যে সর্ব্বশক্তিমান্, শ্রুতি তাহা দেখাইতেছেন। যথা—

"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদম্ অভ্যাত্তো অবাকী অনাদরঃ"

তিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস এবং এই জগতের সকল দিকে অভ্যাত্তঃ অর্থাৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, এবং অবাকী অর্থাৎ বাকাশূন্য, এবং অনাদর অর্থাৎ নিষ্কাম।

"সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ"

অর্থাৎ তিনি সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প;

"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ"

অর্থাৎ যিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সামান্যভাবে সব জানেন, এবং সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ বিশেষভাবে সব জানেন।

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ"

অর্থাৎ হে গার্গি! এই অক্ষর অর্থাৎ পরমেশ্বরের শাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত রহিয়াছেন অর্থাৎ আকাশে বর্ত্তমান রহিয়াছেন—ইত্যাদি।

ভামতী।

বিচিত্রশক্তিমত্ত্বম্ উক্তং ব্রহ্মণঃ, তত্র শ্রুত্যুপন্যাসপরং সূত্রম্—সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ।৩০

বেদান্তকল্পতরুঃ।

মায়াশক্তিমদ্ব্রহ্মণঃ জগৎ সর্গং বদতঃ সমন্বয়স্য অশরীরস্য ন মায়া ইতি ন্যায়েন বিরোধসন্দেহে সঙ্গতিম্ আহ—"বিচিত্রে"তি। অন্তর্যাম্যধিকরণে তু (ব্রঃ সূঃ ১।২।১৮) অবিদ্যোপাধিজিতত্বসম্বন্ধে জগদ্ব্রহ্মণোঃ সিদ্ধে শরীররহিতস্যাপি নিয়ন্তৃত্বসম্ভব উক্তঃ, ইহ তু অশরীরস্য অবিদ্যা এব আক্ষিপ্যতে ইতি ভেদঃ।৩০

ভামতীর অনুবাদ।

ব্রহ্মের বিচিত্র শক্তিমত্তা আছে অর্থাৎ নানাবিধ শক্তি আছে—ইহা বলা হইয়াছে, এ বিষয়ে শ্রুতির উপন্যাসপর সূত্র, অর্থাৎ শ্রুতি উল্লেখ করিবার জন্য সূত্র—**"সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ"**।৩০

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিকরণান্নেতি চেৎ তদুক্তম্।৩১ *

স্যাদেতৎ বিকরণাং পরাং দেবতাং শাস্তি শাস্ত্রং—

"অচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনঃ" (বৃঃ উঃ ৩।৮।৮) **ইত্যেবংজাতীয়কম্।**

কথং সা সর্ব্বশক্তিযুক্তাপি সতী কার্য্যায় প্রভবেৎ? দেবাদয়ো হি চেতনাঃ সর্ব্বশক্তি-যুক্তা অপি সন্ত আধ্যাত্মিককার্য্যকরণসম্পন্না এব তস্মৈ তস্মৈ কার্য্যায় প্রভবন্তঃ বিজ্ঞায়ন্তে।

কথং চ "নেতি নেতি" ইতি প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষায়াঃ দেবতায়াঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ সম্ভবেৎ ইতি চেৎ? যৎ অত্র বক্তব্যং তৎ পুরস্তাৎ এব উক্তম্। শ্রুত্যবগাহ্যমেব ইদম্ অতিগম্ভীরং ব্রহ্ম ন তর্কাবগাহ্যম্। ন চ যথা একস্য সামর্থ্যং দৃষ্টং, তথা অন্যস্যাপি সামর্থ্যেন

* এ সূত্রটীতে "তদুক্তম্" এই প্রথমান্ত পদ থাকিলেও ইহা অধিকরণারম্ভক সূত্র নহে। কারণ, "তদুক্তম্" পদদ্বারা পূর্ব্বোক্তের স্মরণ করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তস্মরণে উহার প্রাধান্য থাকিল না, এজন্য ইহা প্রারব্ধ অধিকরণের অঙ্গীভূত সূত্রই হইতেছে। অধ্যায় বা পাদারম্ভ না হইলে "ইতি চেৎ"-ঘটিত সূত্র অধিকরণারম্ভক হয় না। যেহেতু ইহা প্রারব্ধ অধিকরণেরই উপর সংশয়পূর্ব্বক সিদ্ধান্তের বোধক।

(ঈশ্বর অশরীরী হইলেও সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও মায়াবী)

[বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম্।৩১] [সিঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ভবিতব্যম্ ইতি নিয়মঃ অস্তি ইতি। প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বশক্তিযোগঃ সম্ভবতি ইতি। এতদপি অবিদ্যাকল্পিতরূপভেদোপন্যাসেন উক্তমেব। তথা চ শাস্ত্রং—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। (শ্বেঃ উঃ ৩।১৯)

ইতি অকরণস্যাপি ব্রহ্মণঃ সর্ব্বসামর্থ্যযোগং দর্শয়তি।৩১। ইতি দশমং সর্ব্বোপেতাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—যদি বল, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইলেও বিকরণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শূন্য বলিয়া কোন কার্য্য করিতে পারিবেন না; তাহা হইলে ইহার উত্তর "**দেবাদিবদপি**" এই সূত্রে বলা হইয়াছে।

ভাষ্যার্থ—আচ্ছা যদি বল, শাস্ত্র পরমেশ্বরকে বিকরণ অর্থাৎ তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় নাই—ইহা বলিতেছেন, যথা—

অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনঃ (বৃঃ উঃ ৩।৮।৮)

অর্থাৎ ব্রহ্মের চক্ষুঃ নাই, কর্ণ নাই, মনঃ নাই, ইত্যাদি।

আচ্ছা, সেই দেবতা অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিযুক্ত হইলেও কি করিয়া কার্য্য করিতে পারিবেন? কেন না, দেবতা প্রভৃতি চেতন ও সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আন্তরিক-কার্য্য-করণযুক্ত হইয়াই সেই সেই কার্য্য করিতে সমর্থ হন, ইহা জানা যায়। অর্থাৎ মনঃকল্পিত ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত হইয়া অর্থাৎ তাঁহারা ইচ্ছামাত্র ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টি করিয়া তাহার দ্বারা বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকেন ইহা জানা যায়।

যদি বল—"**নেতি নেতি**" অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে—ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষ-দেবতার অর্থাৎ যে দেবতার সকল প্রকার বিশেষ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার সর্ব্বশক্তি-যোগ অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিযুক্ত হওয়া কি করিয়া সম্ভব হয়? তাহা হইলে বলিব—এখানে যাহা উত্তরে বক্তব্য তাহা পূর্ব্বেই "**দেবাদিবদপি লোকে**" এই সূত্রে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ অতিগম্ভীর অর্থাৎ অতিদুর্ব্বোধ ব্রহ্মবস্তু শ্রুতির অবগাহ্য হয়, অর্থাৎ একমাত্র শ্রুতিদ্বারাই বোধগম্য হয়, তর্কাবগাহ্য হয় না, অর্থাৎ তর্কদ্বারা বোধগম্য হয় না। আর একজনের যেরূপ সামর্থ্য দেখা গিয়াছে, সেইরূপ অন্যেরও সামর্থ্য হইবে—এরূপ কোন নিয়ম নাই। প্রতিষিদ্ধসর্ব্ববিশেষ ব্রহ্মের অর্থাৎ যে ব্রহ্মের সমস্ত বিশেষ অর্থাৎ দেহাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহারও সর্ব্বশক্তিযুক্ত হওয়া সম্ভব হয়। ইহাও অবিদ্যাকল্পিত রূপভেদ উপন্যাসদ্বারা অর্থাৎ রূপবিশেষ উল্লেখ দ্বারা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শাস্ত্রেও আছে—

অপাণিপাদঃ জবনঃ গ্রহীতা পশ্যতি অচক্ষুঃ স শৃণোতি অকর্ণঃ

অর্থাৎ পরমেশ্বরের হাত নাই, পা নাই অথচ তিনি গমন করেন, গ্রহণ করেন, তাঁহার চক্ষুঃ নাই অথচ দর্শন করেন, তাঁহার কর্ণ নাই, অথচ শ্রবণ করেন।

এই প্রকারে অকরণ ব্রহ্মের অর্থাৎ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াদিবিহীন হইলেও তাঁহার সর্ব্বসামর্থ্যযোগ অর্থাৎ সর্ব্ববিধ সামর্থ্য আছে—ইহা দেখাইতেছেন। ইহাই সর্ব্বোপেতাধিকরণ নামক দশম অধিকরণ।৩১

ভামতী।

এতৎ আপেক্ষসমাধানপরং সূত্রম্। কুলালাদিভ্যঃ তাবৎ বাহ্যকরণাপেক্ষেভ্যঃ দেবাদীনাং বাহ্যানপেক্ষাণাম্ আন্তরকরণাপেক্ষসৃষ্টীনাং প্রমাণেন দৃষ্টঃ যথা বিশেষঃ ন অপহ্নোতুং শক্যঃ, যথা তু জাগ্রৎসৃষ্টেঃ বাহ্যকরণাপেক্ষায়াঃ তদনপেক্ষান্তরকরণমাত্রসাধ্যা দৃষ্টা স্বপ্নে রথাদিসৃষ্টিঃ অশক্যা অপহ্নোতুম্, এবং সর্ব্বশক্তেঃ পরস্যাঃ দেবতায়াঃ আন্তরকরণানপেক্ষায়াঃ জগৎসর্জনং শ্রূয়মাণং ন সামান্যতঃ দৃষ্টমাত্রেণ অপহ্নবম্ অর্হতি ইতি।৩১ ইতি দশমং সর্ব্বোপেতাধিকরণম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

তদুক্তম্ ইতি এতৎ "দেবাদিবদপি" ইতি (ব্রঃ অঃ ২।১।২৮) সূত্রোক্তিপরত্বেন ব্যাচষ্টে "কুলালাদিভ্যঃ" ইতি। "আত্মনি চৈবম্" (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৮) ইতি সূত্রোক্তিপরত্বেনাপি ব্যাচষ্টে—"যথা তু" ইতি। শক্তিমন্তঃ দেবাদয়ঃ যদ্যপি শরীরিণঃ, তথাপি বাহ্যসাধনা-নপেক্ষাঃ। যদি তু তত্র দৃষ্টং শরীরিত্বং শক্তিমত্ত্বেন ব্রহ্মণি আপাদ্যেত, তর্হি কর্তৃত্বেন কুলালাদিষু দৃষ্টং বাহ্যসাধনাপেক্ষত্বং দেবাদিষু অপি আপাদ্যেত ইতি প্রতিবন্দ্যা প্রমেয়সম্ভাবনা উক্তা। "শ্রূয়মাণম্ ইতি" প্রমাণম্ উক্তম্।৩১ ইতি দশমং সর্ব্বোপেতাধিকরণম্।

(ঈশ্বর অশরীরী হইলেও সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও মায়াবী)

[বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম্ ।৩১] [সিঃ সূঃ]

ভামতীর অনুবাদ।

এই সূত্রটি আক্ষেপসমাধানপর অর্থাৎ আক্ষেপ অর্থাৎ আপত্তি ও তাহার সমাধান করিবার জন্য। কুম্ভকার প্রভৃতি যাঁহারা বাহ্যিক করণ অর্থাৎ হস্তপদাদি বহিরিন্দ্রিয়কে অপেক্ষা করে, তাহাদের অপেক্ষা যাঁহারা বহিরিন্দ্রিয়কে অপেক্ষা না করিয়া কেবল অন্তঃকরণের সাহায্যে সৃষ্টি করেন, সেই দেবতাপ্রভৃতির যে বিশেষ অর্থাৎ তারতম্য আছে, তাহা শাস্ত্রাদিপ্রমাণদ্বারা দেখা গিয়াছে, অতএব তাহা যেমন অস্বীকার করা যায় না; এবং বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে জাগরিত অবস্থায় যে ঘটাদির সৃষ্টি হয়, তাহা হইতে অন্যপ্রকার—বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্য না লইয়া কেবল অন্তঃকরণদ্বারা স্বপ্নকালে রথাদিসৃষ্টি দেখা যায়, তাহা যেমন অস্বীকার করা যায় না, এইরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরও অন্তঃকরণের অপেক্ষা না করিয়া জগৎসৃষ্টি করেন, ইহা শ্রুতিতে দেখা যায়। কেবল সাধারণ দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা অস্বীকার করা উচিত নহে।৩১ ইহাই সর্ব্বোপেতাধিকরণ নামক দশম অধিকরণ।

দশম অধিকরণের তাৎপর্য্য।

ঈশ্বর অশরীরী হইলেও তিনি মায়াবী বলিয়া তাঁহাতে সবই সম্ভবপর হয়। ইহাই এই অধিকরণের তাৎপর্য্য। ইহাতে দুইটী সূত্র আছে এবং দুইটীই সিদ্ধান্ত সূত্র। যথা—

১। সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ।৩০

২। বিকরণত্বাৎ ন ইতি চেৎ তদুক্তম্।৩১

প্রথম সূত্রে বলা হইল—সেই পরদেবতা ব্রহ্ম সর্ব্বোপেতা সর্ব্বশক্তিযুক্তা, যেহেতু "তাহার দর্শন" করা হয়, অর্থাৎ শ্রুতিতে এইরূপ দেখা যায়।

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইল—যদি কেহ বলে, তাঁহার করণ নাই বলিয়া কোন কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই, তাহা হইলে বলিব—করণ না থাকিলেও তাহা সম্ভব। যেহেতু সেইরূপই শ্রুতিমধ্যে দৃষ্ট হয়।

ইহার অবয়বগুলি এই—

১। **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ

শাস্ত্রসঙ্গতি— „

অধ্যায়সঙ্গতি— „

পাদসঙ্গতি— „

অধিকরণ সঙ্গতি—আক্ষেপ। পূর্ব্ব অধিকরণে নিরবয়ব ব্রহ্ম মায়াদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, ইহা বলা হইয়াছে; কিন্তু যাহার শরীর আছে তাহারই মায়া হয়, যাহার শরীর নাই, তাহার মায়া হয় না, অতএব অশরীরি ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি হইতে পারে না, এই আক্ষেপ-সঙ্গতি-বশতঃ এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন।

২। **বিষয়**—মায়াশক্তিযুক্ত নিরবয়ব ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, এই বেদান্তসমন্বয়টি বিষয়।

৩। **সংশয়**—যাঁহার শরীর নাই তাঁহার মায়া থাকে না, এই ন্যায় দ্বারা উক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হয় কি না? ইহাই সংশয়।

৪। **পূর্ব্বপক্ষ**—

"যে হি মায়াবিনো লোকে তে সর্ব্বেঽপি শরীরিণঃ।
অশরীরস্য মায়িত্বং ন ব্যাপকনিবৃত্তিতঃ"॥

অর্থাৎ জগতে যাহাদিগকে মায়াবী বলিয়া দেখা যায়, তাহারা সকলেই শরীরযুক্ত হয়, যাহার শরীর নাই, সে ব্যক্তি মায়াবী হইতে পারে না; কারণ, ব্যাপক-শরীর না থাকায় ব্যাপ্য-মায়া থাকিতে পারে না। অতএব নিরবয়ব ব্রহ্মে মায়া থাকা সম্ভব নহে বলিয়া ব্রহ্ম মায়াদ্বারা জগৎসৃষ্টিকর্ত্তৃ হইতে পারেন না। অতএব উক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হইল—ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

৫। **সিদ্ধান্ত**—

"বাহ্যহেতুমৃতে যদ্বৎ মায়য়া কার্য্যকারিতা।
ঋতেঽপি দেহং মায়ৈবং ব্রহ্মণ্যস্তু প্রমাণতঃ"॥

ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণং নাম

একাদশম্ অধিকরণম্।

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ।৩২ [পূঃ সূঃ]

একাদশ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

অর্থাৎ বাহ্যিক কোন হেতু না থাকিলেও যেমন মায়াবী কেবল মায়াদ্বারা কার্য্য করিয়া থাকে, এইরূপ দেহ না থাকিলেও ব্রহ্মে মায়া থাকিবে। কারণ, **ইন্দ্রো মায়াভিঃ** ইত্যাদি শ্রুতিতে তাহার প্রমাণ আছে। মায়াবিগণ যদিও শরীরযুক্ত হয়, তথাপি তাহারা বাহ্যিক কোন সাধনের অপেক্ষা না করিয়া কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু কুম্ভকার প্রভৃতি তাহা পারে না। কুম্ভকার ও মায়াবীর যেমন এই পার্থক্য আছে, এইরূপ শরীর ব্যতীতও ব্রহ্মে মায়া থাকিবে। আর যদি মায়াবী মাত্রকেই শরীরযুক্ত দেখা যায় বলিয়া, এবং ব্রহ্ম মায়াবী বলিয়া তাঁহারও শরীর আছে বলিয়া অনুমান কর, তাহা হইলে কুম্ভকার প্রভৃতিকে বাহ্যিক সাধনের অপেক্ষা করিতে দেখিয়া মায়াবীতেও বাহ্যিকসাধনাপেক্ষিত্বের আপত্তি হইতে পারে। আর যদি বল—মায়াবীতে বাহ্যিক কারণকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল মায়াদ্বারা কার্য্য করিতে দেখিতে পাই বলিয়া মায়াবীতে ঐরূপ অনুমান করা উচিত নহে। তাহা হইলে শরীর না থাকিলেও ব্রহ্মে মায়াশক্তি আছে, ইহা শ্রুতি-প্রমাণবশতঃ সিদ্ধ হইয়াছে, যথা—**"ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে", "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে"** ইত্যাদি। অতএব ইহা উভয়েরই সমান।

৬। **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে ন্যায়বিরোধে সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তে ন্যায়ের সহিত অবিরোধে তাহা সিদ্ধ।

এই দশম অধিকরণটী ভারতীতীর্থ মুনি যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহা এই—

নাশরীরস্য মায়াস্তি যদি বাস্তি ন বিদ্যতে।
যে হি মায়াবিনো লোকে তে সর্ব্বেঽপি শরীরিণঃ॥
বাহ্যহেতুমৃতে যদবন্মায়য়া কার্য্যকারিতা।
ঋতেঽপি দেহং মায়ৈবং ব্রহ্মণ্যস্তু প্রমাণতঃ॥

অন্বয় অশরীরস্য মায়া ন অস্তি. যদি বা অস্তি ? ন বিদ্যতে। লোকে যে হি মায়াবিনঃ তে সর্ব্বেঽপি শরীরিণঃ। বাহ্যহেতুম্ ঋতে যদ্বৎ মায়য়া কার্য্যকারিতা, এবং দেহম্ ঋতে অপি প্রমাণতঃ ব্রহ্মণি মায়া অস্তু।

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ।৩২ *

অন্যথা পুনঃ চেতনকর্ত্তৃত্বং জগত আক্ষিপতি। ন খলু চেতনঃ পরমাত্মা ইদং জগদ্বিম্বং বিরচয়িতুম্ অর্হতি; কুতঃ? প্রয়োজনবত্ত্বাৎ প্রবৃত্তীনাম্। চেতনো হি লোকে বুদ্ধিপূর্ব্ব-কারী পুরুষঃ প্রবর্ত্তমানঃ, ন মন্দোপক্রমাম্ অপি তাবৎ প্রবৃত্তিম্ আত্মপ্রয়োজনানুপ-যোগিনীম্ আরভমাণঃ দৃষ্টঃ। কিমুত গুরুতরসংরম্ভাম্। ভবতি চ লোকপ্রসিদ্ধ্যনু-বাদিনী শ্রুতিঃ—

"ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি,
আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি"। (বৃঃ উঃ ২।৪।৫) ইতি

গুরুতরসংরম্ভা চ ইয়ং প্রবৃত্তিঃ যৎ উচ্চাবচপ্রপঞ্চং জগদ্বিম্বং বিরচয়িতব্যম্। যদি ইয়ম্ অপি প্রবৃত্তিঃ চেতনস্য পরমাত্মনঃ আত্মপ্রয়োজনোপযোগিনী পরিকল্প্যেত, পরিতৃপ্তত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মাণং বাধ্যেত। প্রয়োজনাভাবে বা প্রবৃত্ত্যভাবোঽপি স্যাৎ।

অথ চেতনোঽপি সন্ উন্মত্তঃ বুদ্ধ্যপরাধাৎ অন্তরেণৈব আত্মপ্রয়োজনং প্রবর্ত্তমানঃ

* "ন" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় ইহা অধিকরণারম্ভক সূত্র হইয়াছে। পূর্ব্বসূত্রে "তদুক্তম্" পদদ্বারা তৎপূর্ব্বযুক্তিস্মরণদ্বারা অধিকরণ শেষের সূচনা করা হইয়াছে। এজন্য এস্থলে "ন"পদদ্বারা পৃথক্ অধিকরণারম্ভ হইল বলা হইল। যদি বলা হয় "নেতরঃ অনুপপত্তেঃ" এস্থলে "ন" থাকায় অধিকরণ আরম্ভক হয় নাই কেন? তাহার উত্তর এই যে, এস্থলে "তদুক্তম্" পদদ্বারা পূর্ব্বাধিকরণ সমাপ্ত হইয়াছে।

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

[ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ।৩২] পূঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

দৃষ্টঃ, তথা পরমাত্মাঽপি প্রবর্ত্তিষ্যতে ইতি উচ্যেত। তথা সতি সর্ব্বজ্ঞত্বং পরমাত্মনঃ শ্রূয়মাণং বাধ্যেত। তস্মাৎ অশ্লিষ্টা চেতনাৎ সৃষ্টিঃ ইতি।৩২

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, বেদান্তের এই মত ঠিক্ নহে ; কারণ, যাঁহার প্রয়োজন থাকে, তিনিই কোন কার্য্য করেন, কিন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত বলিয়া তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। অতএব ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

ভাষ্যার্থ—অন্য প্রকারে পুনর্ব্বার জগতের কর্ত্তৃত্ব আক্ষেপ করিতেছেন, অর্থাৎ চেতন পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা—এই মতের উপর আপত্তি করিতেছেন। নিশ্চয়ই চেতন পরমাত্মা এই জগদ্‌বিম্ব অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডকে অর্থাৎ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান এই মিথ্যা জগৎকে, রচনা করিতে পারেন না ; কেননা, প্রবৃত্তিসমূহের প্রয়োজনবত্ত্ব থাকে, অর্থাৎ প্রবৃত্তিমাত্রই সপ্রয়োজন—প্রয়োজন না থাকিলে প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, লোক মধ্যে বুদ্ধিপূর্ব্বকারী প্রবর্ত্তমান কোন চেতন পুরুষ, আত্মপ্রয়োজনের অনুপযোগী মন্দোপক্রমবিশিষ্ট প্রবৃত্তিও আরম্ভ করে—এরূপ দেখা যায় না, অর্থাৎ যিনি বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য করেন, এমন কোন চেতন পুরুষ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, মন্দোপক্রম অর্থাৎ অতি অল্পায়াসসাধ্য চেষ্টাও যদি নিজের প্রয়োজনের উপযোগী না হয়, তাহা হইলে, তাহা আরম্ভ করেন—এরূপ জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। গুরুতরসংরম্ভা অর্থাৎ বহু আয়াসসাধ্য প্রবৃত্তির অর্থাৎ চেষ্টার কথা আর কি বলিব? এ বিষয়ে লৌকিক ব্যবহারের মত শ্রুতিও আছে, যথা—

ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।

ইহার অর্থ—অরে মৈত্রেয়ি! সকলের কামের জন্য অর্থাৎ প্রয়োজনের জন্য সকলে প্রিয় হয় না, কিন্তু নিজের কামের জন্য অর্থাৎ প্রয়োজনের জন্য সকলে প্রিয় হয়।

আর এই প্রবৃত্তি গুরুতরসংরম্ভা অর্থাৎ অতিশয় প্রযত্নসাধ্য, যাহার দ্বারা উচ্চাবচ প্রপঞ্চ অর্থাৎ ছোট বড় নানাপ্রকারের সমষ্টিরূপ জগদ্‌বিম্ব অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড রচনা করা যাইবে। আর যদি এই প্রবৃত্তিও চেতন পরমাত্মার নিজের প্রয়োজনের উপযোগী বলিয়া কল্পনা কর, তাহা হইলে শ্রূয়মাণ অর্থাৎ শ্রুতি হইতে জানা যায় যে "পরমাত্মার পরিতৃপ্তভাব" অর্থাৎ "তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই" এই যে ভাব, ইহা বাধিত হয়। আর যদি প্রয়োজনের অভাব হয়, তাহা হইলে প্রবৃত্তিরও অভাব হইবে।

আর যদি বল—চেতন হইয়াও উন্মত্ত ব্যক্তি, বুদ্ধির অপরাধবশতঃ অর্থাৎ বিবেচনা না থাকায় আত্মপ্রয়োজন ব্যতীতও প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, সেইরূপ পরমাত্মাও প্রবৃত্ত হইবেন? তাহা হইলে পরমাত্মার শ্রূয়মাণ সর্ব্বজ্ঞত্ব অর্থাৎ শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি, তাহা বাধিত হইবে। অতএব চেতন হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে—ইহা অশ্লিষ্ট অর্থাৎ অসঙ্গত।৩২

ভামতী।

ন তাবৎ উন্মত্তবৎ অস্য মতিবিভ্রমাৎ জগৎপ্রক্রিয়া, ভ্রান্তস্য সর্ব্বজ্ঞত্বানুপপত্তেঃ, তস্মাৎ প্রেক্ষাবতা অনেন জগৎ কর্ত্তব্যম্। প্রেক্ষাবতশ্চ প্রবৃত্তিঃ স্বপরহিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহার-প্রয়োজনা সতী ন অপ্রয়োজনা অল্পায়াসাপি সম্ভবতি, কিং পুনঃ অপরিমেয়ানেকবিধোচ্চাবচ-প্রপঞ্চজগদ্বিভ্রমবিরচনা মহাপ্রয়াসা ; অতএব লীলাপি পরাস্তা। অল্পায়াসসাধ্যা হি সা। ন চ ইয়ম্ অপি অপ্রয়োজনা, তস্যা অপি সুখপ্রয়োজনবত্ত্বাৎ। তাদর্থ্যেন বা প্রবৃত্তৌ তদভাবে কৃতার্থত্বানুপপত্তেঃ, পরেষাং চ উপকার্য্যাণাম্ অভাবেন তদুপকারায়া অপি প্রবৃত্তেঃ অযোগাৎ। তস্মাৎ প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনবত্তয়া ব্যাপ্তা, তদভাবে অনুপপন্না ব্রহ্মোপাদানতাং জগতঃ প্রতিক্ষিপতি, ইতি প্রাপ্তম্।৩২

বেদান্তকল্পতরুঃ।

পরিতৃপ্তাৎ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গবাদিসমন্বয়স্ত ব্রহ্ম ন বিনা প্রয়োজনেন সৃজতি অভ্রান্তচেতনত্বাৎ সম্মতবৎ ইতি ন্যায়েন বাধসন্দেহে পূর্ব্বত্র সর্ব্বশক্তি ব্রহ্ম ইতি উক্তম্, তর্হি শক্তস্যাপি প্রয়োজনাভিসন্ধ্যভাবাৎ অকর্ত্তৃত্বম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষম্ আহ—"ন তাবৎ" ইত্যাদিনা।

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ।৩৩ [সিঃ সূঃ]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"তাদর্থ্যেন" সুখার্থত্বেন, প্রবৃত্তৌ প্রবৃত্তেঃ প্রাক্ সুখাভাবে সতি কৃতার্থত্বানুপপত্তেঃ ইত্যর্থঃ। অবিদ্যোপহিতজীবান্ করেণ অপিধায় অনুগ্রাহ্যাভাব উক্তঃ। ৩২

ভামতীর অনুবাদ।

উন্মত্তের ন্যায় ইহার, অর্থাৎ পরমাত্মার মতিভ্রমবশতঃ জগৎপ্রক্রিয়া হয় নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম পাগলের মত বুদ্ধিবিভ্রমবশতঃ জগৎ সৃষ্টি করেন নাই; কারণ, ভ্রান্ত ব্যক্তির সর্ব্বজ্ঞত্ব অনুপপন্ন হয়, অর্থাৎ ভ্রান্তব্যক্তি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। অতএব প্রেক্ষাবান্ ব্রহ্মকর্ত্তৃক অর্থাৎ বিশেষবিবেচনাসম্পন্ন ভগবৎকর্ত্তৃক জগৎ সৃষ্টি করা উচিত। আর প্রেক্ষাবান্ অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির যে প্রবৃত্তি, তাহা নিজের এবং পরের হিতপ্রাপ্তি এবং অহিতপরিহাররূপ প্রয়োজনবিশিষ্ট হওয়ায় তাহা যে অপ্রয়োজন এবং অল্পায়াসসাধ্য হইবে, ইহা যখন সম্ভব নহে, তখন অপরিমেয় অনেকবিধ উচ্চাবচপ্রপঞ্চস্বরূপ এই জগদ্‌বিভ্রম অর্থাৎ বৃহৎ ও ক্ষুদ্রের সমষ্টিস্বরূপ এই ভ্রমরূপ জগদ্‌ রচনা করিবার জন্য যে প্রবৃত্তি, তাহা যে মহাপ্রয়াসদ্বারা সম্পন্ন হইবে, তাহা আর কি বলিব? এই কারণে, লীলাও পরাস্ত হইল, অর্থাৎ এই জগদ্‌রচনার প্রবৃত্তি যে পরমাত্মার লীলাবিশেষ, তাহাও নিবারণ করা হইল; কারণ, লীলা অল্পায়াসসাধ্য অর্থাৎ অল্প পরিশ্রমে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আর এই লীলাও যে অপ্রয়োজনা, তাহা নহে; কারণ, তাহারও সুখপ্রয়োজনবত্ত্ব আছে, অর্থাৎ তাহারও সুখরূপ প্রয়োজন থাকে। আর তদর্থই প্রবৃত্তি হইলে, অর্থাৎ সুখের জন্য প্রবৃত্তি হইলে সুখের অভাবে অর্থাৎ সুখ না পাওয়া যাইলে কৃতার্থত্বের অনুপপত্তি হয়, এবং উপকার্য্য অপরের অভাবে অর্থাৎ যাহাদের উপকার করা হইবে, এরূপ অন্য কেহ না থাকায়, তদুপকারাপ্রবৃত্তিরও অযোগ হয়, অর্থাৎ যাহার দ্বারা পরোপকার করা হইবে, এরূপ প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। অতএব প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিমানের প্রবৃত্তি, প্রয়োজনবত্তার দ্বারা ব্যাপ্ত, অর্থাৎ সপ্রয়োজনই হইয়া থাকে, প্রয়োজন না থাকিলে প্রবৃত্তি হওয়া যক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, ব্যাপকাভাববশতঃ ব্যাপ্যাভাব সিদ্ধ হয়। উক্ত প্রয়োজনবত্ত্বব্যাপ্ত প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তি জগতের ব্রহ্মোপাদানতাকে, অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ এই মতকে, প্রতিক্ষেপ অর্থাৎ নিবারণ করিতেছে—এই পূর্ব্বপক্ষ পাওয়া গেল।৩২

শাঙ্করভাষ্যম্।

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।৩৩ *

তু শব্দেন আক্ষেপং পরিহরতি। যথা লোকে কস্যচিৎ আপ্তৈষণস্য রাজ্ঞঃ রাজামাত্যস্য বা ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎপ্রয়োজনম্ অনভিসন্ধায় কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ক্রীড়াবিহারেষু ভবন্তি, যথা চ উচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসাদয়ঃ অনভিসন্ধায় বাহ্যং কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং স্বভাবাদেব সম্ভবন্তি, এবম্ ঈশ্বরস্যাপি অনপেক্ষ্য কিঞ্চিৎপ্রয়োজনান্তরং স্বভাবাদেব কেবলং লীলারূপা প্রবৃত্তিঃ ভবিষ্যতি। ন হি ঈশ্বরস্য প্রয়োজনান্তরং নিরূপ্যমাণং ন্যায়তঃ শ্রুতিতঃ বা সম্ভবতি। ন চ স্বভাবঃ পর্য্যনুযোক্তুং শক্যতে।

যদ্যপি অস্মাকম্ ইয়ং জগদ্বিম্ববিরচনা গুরুতরসংরম্ভা ইব আভাতি, তথাপি পরমেশ্বরস্য লীলা এব কেবলা ইয়ম্, অপরিমিতশক্তিত্বাৎ।

যদি নাম লোকে লীলাসু অপি কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মং প্রয়োজনম্ উৎপ্রেক্ষ্যেত, তথাপি নৈব অত্র কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ উৎপ্রেক্ষিতুং শক্যতে, আপ্তকামশ্রুতেঃ। নাপি অপ্রবৃত্তিঃ উন্মত্তপ্রবৃত্তিঃ বা, সৃষ্টিশ্রুতেঃ সর্ব্বজ্ঞশ্রুতেশ্চ।

ন চ ইয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতিঃ, অবিদ্যাকল্পিতনামরূপব্যবহারগোচরত্বাৎ ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনপরত্বাচ্চ, ইতি এতৎ অপি নৈব বিস্মর্ত্তব্যম্।৩৩ ইতি একাদশং ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণম্।

* এস্থলে "লীলাকৈবল্যম্" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় ইহা অধিকরণারম্ভক সূত্র হওয়া উচিত, কিন্তু "তু"শব্দদ্বারা পূর্ব্বপক্ষ নিষেধ করায় এবং পূর্ব্বে যে পূর্ব্বপক্ষসূত্রটী গিয়াছে, তাহাতেই অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ইহা পৃথক্ অধিকরণারম্ভক হইল না।

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

[লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ।৩৩] [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ

সূত্রার্থ—পূর্ব্বপক্ষনিরাসের জন্য **তু** শব্দ দিয়াছেন, লোকে যেমন রাজা প্রভৃতি বিনা প্রয়োজনে কেবল লীলা অর্থাৎ বিলাসরূপ কার্য্য করেন, দেখা যায়, অথবা শ্বাস প্রশ্বাস যেমন স্বভাবতঃই হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মেরও বিচিত্র কার্য্যরচনা কেবল লীলামাত্র, কোন ফলের জন্য নহে। রাজাদির কিছু ফল থাকিলেও নিত্যতৃপ্ত ব্রহ্মের তাহা হয় না, অতএব লীলামাত্র। ইহা সিদ্ধান্তসূত্র।

ভাষ্যার্থ—**তু** শব্দের দ্বারা আক্ষেপপরিহার করিতেছেন, অর্থাৎ সূত্রকার পূর্ব্বসূত্রোক্ত আপত্তির নিরাস করিতেছেন। যেমন লোকমধ্যে কোন আপ্তৈষণ রাজা অর্থাৎ যাঁহার সমস্ত কামনা পূর্ণ হইয়াছে, এইরূপ কোন রাজা বা রাজামাত্যের লীলা ব্যতিরিক্ত কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়া ক্রীড়াবিহারাদিতে অর্থাৎ ক্রীড়ার্থ বিহারক্ষেত্রসমূহে কেবল লীলারূপ প্রবৃত্তিসকল হইয়া থাকে, আর যেমন উচ্ছ্বাস অর্থাৎ নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসাদি বাহ্য কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়া কেবল স্বভাববশতঃই হইয়া থাকে, এইরূপ ঈশ্বরেরও অন্য কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়া স্বভাববশতঃই কেবল লীলারূপ প্রবৃত্তি হইবে। ঈশ্বরের অন্য কোন প্রয়োজন নিরূপণ করা হইলে যুক্তি ও শ্রুতিবশতঃ তাহা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ যুক্তি ও শ্রুতি তাহার বিরুদ্ধ হয়; আর স্বভাবকে পর্য্যনুযোগ করিতে অর্থাৎ কোন দোষ দিতে পারা যায় না।

যদিও আমাদের পক্ষে এই জগদ্বিম্বরচনা করা গুরুতরসংরম্ভের ন্যায় আভাত হয়, অর্থাৎ গুরুতর প্রয়াসসাধ্য বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলেও ঈশ্বরের পক্ষে তাহা কেবল লীলামাত্র; কারণ, তাঁহার শক্তি অপরিমিত।

যদি লোকে লীলাতেও কিছু সূক্ষ্ম প্রয়োজন উৎপ্রেক্ষা করা হয়, অর্থাৎ আছে বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলেও এখানে কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে—ইহা উৎপ্রেক্ষা করিতে পারা যায় না; কারণ, আপ্তকাম শ্রুতি আছে, অর্থাৎ তিনি আপ্তকাম, অর্থাৎ তাঁহার কামনার বস্তু সর্ব্বদাই প্রাপ্ত আছে, ইহা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। আর ঈশ্বরের প্রবৃত্তি নাই, অথবা পাগলের মত তাঁহার প্রবৃত্তি—ইহাও মনে করা যায় না; কারণ, সৃষ্টিশ্রুতি ও সর্ব্বজ্ঞশ্রুতি রহিয়াছে, অর্থাৎ শ্রুতি বলিয়াছেন—ঈশ্বরই সৃষ্টি করেন এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি। আর সৃষ্টিবিষয়ে যে শ্রুতি আছে—তাহা, পরমার্থবিষয়া নহে; অর্থাৎ যথার্থ সৃষ্টিবিষয়ক নহে। কারণ, এই সৃষ্টিশ্রুতি অবিদ্যাকল্পিত নাম ও রূপের ব্যবহারবিষয়ক এবং ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনপর অর্থাৎ ব্রহ্মই আত্মা ইহা প্রতিপাদনের জন্য—ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।৩৩ ইতি "ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণনামক" একাদশ অধিকরণ সমাপ্ত হইল।

ভামতী

এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"। ভবেৎ এতৎ এবং যদি প্রেক্ষাবৎ-প্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনবত্তয়া ব্যাপ্তা ভবেৎ। ততঃ তন্নিবৃত্তৌ নিবর্ত্তেত, শিংশপাত্বমিব বৃক্ষতানিবৃত্তৌ, ন তু এতৎ অস্তি, প্রেক্ষাবতাং অননুসংহিতপ্রয়োজনানাম্ অপি যাদৃচ্ছিকীষু ক্রিয়াসু প্রবৃত্তি-দর্শনাৎ। অন্যথা "ন কুর্বীত বৃথা চেষ্টাম্" ইতি ধর্ম্মসূত্রকৃতাং প্রতিষেধঃ নির্বিষয়ঃ প্রসজ্যেত।

ন চ উন্মত্তান্ প্রতি এতৎ সূত্রম্ অর্থবৎ; তেষাং তদর্থবোধতদনুষ্ঠানানুপপত্তেঃ। অপি চ অদৃষ্টহেতুকা ঔৎপত্তিকী শ্বাসপ্রশ্বাসলক্ষণা প্রেক্ষাবতাং ক্রিয়া প্রয়োজনানুসন্ধানম্ অন্তরেণ দৃষ্টা।

নচ অস্যাং চেতনস্যাপি চৈতন্যম্ অনুপযোগি, সম্প্রসাদেঽপি ভাবাদিতি যুক্তম্, প্রাজ্ঞস্যাপি চৈতন্যাপ্রচ্যুতেঃ, অন্যথা মৃতশরীরেঽপি শ্বাসপ্রশ্বাসপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। যথাচ স্বার্থ-পরার্থসম্পদাসাদিতসমস্তকামানাং কৃতকৃত্যতয়া অনাকুলমনসাম্ অকামানাম্ এব লীলামাত্রাৎ সত্যপি অনুনিষ্পাদিনি প্রয়োজনে নৈব তদুদ্দেশেন প্রবৃত্তিঃ, এবং ব্রহ্মণোঽপি জগৎসর্জনে প্রবৃত্তিঃ ন অনুপপন্না। দৃষ্টং চ যৎ অল্পবলবীর্য্যবুদ্ধীনাম্ অশক্যম্ অতিদুষ্করং বা তৎ অন্যেষাম্ অনল্পবলবীর্য্যবুদ্ধীনাং সুশকম্ ঈষৎকরং বা। ন হি বানরৈঃ মারুতিপ্রভৃতিভিঃ নগৈঃ ন বদ্ধঃ নীরনিধিঃ অগাধঃ মহাসত্ত্বানাম্। ন চৈষ পার্থেন শিলীমুখৈঃ ন বদ্ধঃ। ন চ অয়ং ন পীতঃ সংক্ষিপ্য চুলুকেন হেলয়া ইব কলশযোনিনা মহামুনিনা। ন চ অদ্যাপি ন দৃশ্যন্তে লীলামাত্র-বিনির্মিতানি মহাপ্রাসাদপ্রমদবনানি শ্রীমন্নৃগনরেন্দ্রাণাম্ অন্যেষাং মনসাপি দুষ্করাণি

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

[লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।৩৩] [সিঃ সূঃ]

ভামতী।

নরেশ্বরাণাম্। তস্মাৎ উপপন্নং যদৃচ্ছয়া বা স্বভাবাৎ বা লীলয়া বা জগৎসর্জনং ভগবতঃ মহেশ্বরস্য ইতি।

অপিচ ন ইয়ং পারমার্থিকী সৃষ্টিঃ, যেন অনুযুজ্যেত প্রয়োজনম্, অপি তু অনাদ্যবিদ্যা-নিবন্ধনা। অবিদ্যা চ স্বভাবতঃ এব কার্য্যোন্মুখী, ন প্রয়োজনম্ অপেক্ষতে। ন হি দ্বিচন্দ্রালাত-চক্রগন্ধর্ব্বনগরাদিবিভ্রমাঃ সমুদ্দিষ্টপ্রয়োজনাঃ ভবন্তি। ন চ তৎকার্য্যাঃ বিস্ময়ভয়কম্পাদয়ঃ স্বোৎপত্তৌ প্রয়োজনম্ অপেক্ষন্তে। সা চ চৈতন্যচ্ছুরিতা জগদুৎপাদহেতুঃ ইতি চেতনঃ জগদ্-যোনিঃ আখ্যায়তে ইত্যাহ—"ন চ ইয়ং পরমার্থবিষয়া" ইতি। অপিচ ন ব্রহ্ম জগৎকারণমপি তত্ত্বয়া * বিবক্ষন্তি আগমাঃ, অপি তু জগতি ব্রহ্মাত্মভাবম্। তথাচ সৃষ্টেঃ অবিবক্ষায়াং তদাশ্রয়ঃ দোষঃ নির্বিষয়ঃ এব ইত্যাশয়েন আহ—"ব্রহ্মাত্মভাবে"তি।৩৩ ইতি একাদশং ন প্রয়োজন-বত্ত্বাধিকরণম্।১১

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ন দৃষ্টঃ প্রয়োজনোদ্দেশলক্ষণঃ হেতুঃ অস্যাঃ ইতি অদৃষ্টহেতুকা। "ঔৎপত্তিকী" পুরুষস্য উৎপত্তিম্ আরভ্য প্রবৃত্তা। অদৃষ্টহেতুকত্বস্য বিবরণং "প্রয়োজনানুসন্ধানম্ অন্তরেণ" ইতি এতৎ। স্বাপাদৌ প্রয়োজনানভিসন্ধিরূপে শ্বাসে সাধ্যাভাববন্ধেতোঃ অপি চেতনকর্তৃত্বস্য অভাবাৎ ন ব্যভিচারঃ ইতি আশঙ্ক্য আহ "ন চ অস্যাম্" ইতি। জাগ্রদাদৌ চেতনস্য জানতোঽপি চৈতন্যম্ অস্যাং শ্বাসাদিপ্রবৃত্তৌ অনুপযোগি, সুষুপ্তেঽপি তস্যাঃ ভাবাৎ ইতি চ ন যুক্তম্. কুতঃ? প্রাজ্ঞস্য সুষুপ্তস্য অপি স্বরূপচৈতন্যাপ্রচ্যুতেঃ ইত্যর্থঃ।

যদুক্তং লীলায়া অপি সুখপ্রয়োজনবত্ত্বাৎ ইতি, তত্রাহ—"সত্যপি" ইতি। অশব্দিত্য প্রয়োজনং ন করোতি ইতি সাধ্যে তু অভ্রান্ত-চেতনত্বঃ লীলাকর্ত্তরি সব্যভিচারম্ ইত্যর্থঃ। ননু যৎ বহ্বায়াসসাধ্যং তৎপ্রয়োজনাভিসন্ধিপূর্ব্বকম্ ইতি ব্যাপ্তিঃ অভিমতা, তথাচ ন লীলাদৌ ব্যভিচারঃ, তত্রাহ—"দৃষ্টঃ চ" ইতি। তদপি অস্মদাদ্যপেক্ষয়া জগৎ বহ্বায়াসসাধ্যং ভাতি, তথাপি ন ব্রহ্মাপেক্ষয়া ইতি ন প্রয়োজনাভিসন্ধ্যাপাতঃ ইত্যর্থঃ। "নগৈঃ" পর্ব্বতৈঃ হনুমৎপ্রভৃতিভিঃ কর্তৃভিঃ ন বদ্ধঃ ইত্যর্থঃ। তৎ তর্হি ইতি অন্বয়ঃ। এতৎশকাত্বে নিদর্শনম্। এষঃ নীরনিধিঃ সমুদ্রঃ। শিলীমুখৈঃ শরৈঃ ন বদ্ধঃ। ন চ নীরনিধিঃ—ন পীতঃ, ইতি ঈষৎকরত্বে নিদর্শনম্। আচামাং যো মহীপতিঃ মহয়াঙ্ককার তস্য নাম-"নৃগ" ইতি। নিয়তনিমিত্তম্ অনপেক্ষ্য যদা কদাচিৎ প্রবৃত্ত্যুদয়ঃ যদৃচ্ছা, স্বভাবস্তু স এব যাবদ্বস্তুভাবী যথা শ্বাসাদৌ। যদুক্তং ন তাবৎ উন্মত্তস্য ইব মতিবিভ্রমাৎ জগৎপ্রক্রিয়া ইতি, তত্র মাভূৎ উন্মত্তং ব্রহ্ম, ভবতি তু জীবাবিদ্যাবিষয়ীকৃতং জগদ্বিবর্ত্তাধিষ্ঠানং, তথাচ ন প্রয়োজনপর্য্যনুযোগঃ সৃষ্টৌ ইতি আহ—"অপিচ নেয়ম্" ইতি।

জীবভ্রান্ত্যা পরং ব্রহ্ম জগদ্বীজমজূগুহৎ। বাচস্পতিঃ পরেশস্য লীলাসূত্রমলূলুপৎ॥
প্রতিবিম্বগতাঃ পশ্যন্ ঋজুবক্রাদিবিক্রিয়াঃ। পুমান্ ক্রীড়েৎ যথা ব্রহ্ম তথা জীবস্থবিক্রিয়াঃ॥
এবং বাচস্পতের্লীলা লীলাসূত্রীয়সঙ্গতিঃ। অস্বতন্ত্রত্বতঃ ক্লিষ্টা প্রতিবিম্বেশবাদিনাম্॥

বিভ্রমাণাং প্রয়োজনানপেক্ষায়াম্ অপি তৎকার্য্যস্য তদপেক্ষা স্যাৎ ইতি শাকাশাদেঃ ভ্রমকার্য্যস্য তদপেক্ষাম্ আশঙ্ক্য আহ "ন চ" ইতি। ননু অবিদ্যায়া হেতুত্বে কথং ব্রহ্ম কারণম্ অত আহ—"সা চ" ইতি। "ছুরিতা" মিশ্রিতা, "নির্বিষয়" ইতি। বেদান্তপ্রতিপাদ্যঃ বিষয়ঃ অস্য দূষণেন ন বর্ত্ততে ইতি তথা উক্তঃ।৩৩ ইতি একাদশং ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণম্।১১

ভামতীর অনুবাদ।

এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ প্রয়োজনবত্ত্বব্যাপ্ত প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তি জগতের ব্রহ্মোপাদানতাকে নিবারণ করে বলিয়া **লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্** এই সিদ্ধান্ত সূত্র বলিতেছেন। ইহা এইরূপ হইত, অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ নহেন—ইহা হইত, যদি প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিমানের প্রবৃত্তি প্রয়োজনবত্ত্বদ্বারা ব্যাপ্ত হইত, অর্থাৎ প্রয়োজন থাকিলে তবে প্রবৃত্তি হয়, প্রয়োজন না থাকিলে প্রবৃত্তি হয় না—এইরূপ যদি ব্যাপ্তি হইত, তাহা হইলে তাহার নিবৃত্তিতে অর্থাৎ প্রয়োজনের অভাব হইলে প্রবৃত্তিরও অভাব হইত, যেমন বৃক্ষত্ব না থাকিলে শিংশপাত্ব থাকে না। কিন্তু ইহা নাই, অর্থাৎ প্রয়োজন না থাকিলে প্রবৃত্তি থাকে না—এইরূপ নিয়ম নাই। কেননা, অননুসংহিতপ্রয়োজন-প্রেক্ষাবানেরও অর্থাৎ যাঁহাদের কোন প্রয়োজনের অনুসন্ধান অর্থাৎ জ্ঞান নাই, এইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগেরও যাদৃচ্ছিক কার্য্যে প্রবৃত্তি দেখা যায়। (নিয়মিত কোন কারণ না থাকিলেও হঠাৎ যে কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে যাদৃচ্ছিক কার্য্য বলে)। তাহা না হইলে **"বৃথা চেষ্টা করিও না"**—ধর্ম্মসূত্রকার ঋষিগণের এই নিষেধ নির্ব্বিষয় হইয়া পড়ে।

আর উন্মত্তগণের পক্ষে এই সূত্র সার্থক হইবে না; কারণ, তাহাদের তদর্থবোধ ও তাহার অনুষ্ঠান অর্থাৎ ধর্ম্মসূত্রার্থবোধ ও সূত্রার্থের অনুষ্ঠান করা সম্ভব নহে। আরও অদৃষ্টহেতুক ঔৎপত্তিকী অর্থাৎ অদৃষ্টহেতুক

* তৎ তথা পাঠান্তর।

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

[লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ।৩৩] [সিঃ সূঃ]

ভামতীর অনুবাদ।

অর্থাৎ অদৃষ্টবশতঃ ঔৎপত্তিকী অর্থাৎ জন্মাবধি আরম্ভ হইয়াছে যে, প্রেক্ষাবান্ ব্যক্তির শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ ক্রিয়া, তাহা প্রয়োজনানুসন্ধান ব্যতীত হইয়া থাকে দেখা যায়, (শ্বাসপ্রশ্বাস জীবনযোনি যত্ন হইতে উৎপন্ন হয়)।

আর ইহাতে, অর্থাৎ এই শ্বাসপ্রশ্বাসলক্ষণ ক্রিয়াতে চেতন জীবেরও চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান উপযোগী নহে—কারণ, সম্প্রসাদেও অর্থাৎ সুষুপ্তিকালেও ইহা থাকে—ইহা বলা ঠিক্ নহে, যেহেতু প্রাজ্ঞেরও অর্থাৎ কারণশরীরী সুপ্ত জীবেরও চৈতন্যের অপ্রচ্যুতি থাকে, অর্থাৎ বিচ্ছেদ হয় না। তাহা না হইলে মৃত শরীরেও শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রসঙ্গ অর্থাৎ প্রাপ্তি হইয়া পড়ে। আরও যেমন স্বার্থ এবং পরার্থ অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনীয় এবং অপরের প্রয়োজনীয় সম্পৎদ্বারা যাঁহাদের সমস্ত কাম অর্থাৎ কাম্যবস্তু আসাদিত অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব কৃতকৃত্যতাবশতঃ অর্থাৎ কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় যাহাদের মনের ব্যাকুলতা নষ্ট হইয়াছে, এবং যাঁহাদের আর কোন কামনা নাই, তাঁহাদেরই কেবল লীলাবশতঃ অর্থাৎ বিলাসবশতঃ প্রয়োজন অনুনিষ্পাদি হইলেও, অর্থাৎ তাহা হইতে পরে যদি কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলেও, সেই প্রয়োজনের উদ্দেশ্যেই সেই প্রবৃত্তি হয় নাই। এইরূপ জগৎসৃষ্টিতে ব্রহ্মেরও প্রবৃত্তি হওয়া অসঙ্গত নহে। দেখাও গিয়াছে, যাহাদের বল বীর্য্য ও বুদ্ধি অল্প, তাহাদের পক্ষে যে কার্য্য অশক্য, অর্থাৎ অসাধ্য অথবা অতিশয় দুষ্কর অর্থাৎ কষ্টসাধ্য, তাহা অনল্পবলবীর্য্যবুদ্ধি ব্যক্তিগণের অর্থাৎ যাহাদের বল বীর্য্য ও বুদ্ধি খুব অধিক, তাহাদের পক্ষে সুকর বা ঈষৎকর, অর্থাৎ সুসাধ্য অথবা অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। কারণ, মহাসত্ত্ব অর্থাৎ মহাবলবান্ ব্যক্তিগণের পক্ষেও অগাধ অর্থাৎ অনতিক্রমণীয় নীরনিধি অর্থাৎ সমুদ্রকে মারুতি অর্থাৎ হনুমান প্রভৃতি বানরগণ, নগ অর্থাৎ পর্ব্বত দ্বারা বন্ধন করে নাই যে, তাহা নহে। আর এই সমুদ্রকে অর্জ্জুন শিলিমুখ অর্থাৎ বাণের দ্বারা বন্ধন করেন নাই যে, তাহা নহে, এবং মহামুনি কলশযোনি অগস্ত্য এই সমুদ্রকে সংক্ষেপ করিয়া অর্থাৎ ক্ষুদ্র করিয়া হেলায় অর্থাৎ অনায়াসেই চুলুকদ্বারা অর্থাৎ গণ্ডূষ করিয়া পান করেন নাই যে, তাহা নহে। আর আজও শ্রীমান্ নৃগপ্রভৃতি মহারাজগণের মহাপ্রাসাদ অর্থাৎ বিরাট অট্টালিকা ও প্রমদবনসমূহ অর্থাৎ বাগানবাড়ী সকল, যাহা অন্য নরেশ্বরগণের মনে মনে কল্পনা করাও দুষ্কর, তাহা লীলামাত্রই নির্ম্মিত হয়, ইহা দেখা যায় না যে, তাহা নহে। অতএব ইহা উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গত যে, যদৃচ্ছাবশতঃ অর্থাৎ নিয়মিত কারণব্যতীত অথবা স্বভাববশতঃ, অথবা লীলাবশতঃ ভগবান্ অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন।

আরও এই সৃষ্টি পারমার্থিক অর্থাৎ যথার্থ নহে, যে জন্য প্রয়োজনের অনুযোগ করিবে, অর্থাৎ প্রয়োজন নাই বলিয়া সৃষ্টি হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি করিবে, কিন্তু এই সৃষ্টি অনাদি অবিদ্যাবশতঃই হয়। আর অবিদ্যা স্বভাবতঃই সৃষ্টি করিবার জন্য উন্মুখী হইয়া আছে, কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা করে না। কারণ, দুইটি চন্দ্র, অলাতচক্র অর্থাৎ চক্রাকার দীপজ্বালা, গন্ধর্ব্বনগর প্রভৃতি বিভ্রম সকল সমুদ্দিষ্টপ্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ কোন প্রয়োজনের উদ্দেশে হয় না। আর তাহাদের কার্য্য—বিস্ময়, ভয় ও কম্পাদি নিজের উৎপত্তিবিষয়ে কোন প্রয়োজনকে অপেক্ষা করে না। আর অবিদ্যা চৈতন্যচ্ছুরিত অর্থাৎ চৈতন্যমিশ্রিত হইয়া জগৎ উৎপাদনের হেতু হয়, এইজন্য চেতন ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা হয়, ইহাই—**"ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া"** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। আরও ব্রহ্ম জগৎকারণ হইলেও শাস্ত্রসকল তাঁহাকে জগতের কারণরূপে বিবক্ষা অর্থাৎ বলিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু জগতে ব্রহ্মাত্মভাবই বলিতে ইচ্ছা করেন। আর তাহা হইলে সৃষ্টিবিষয়ে শাস্ত্রের অবিবক্ষা থাকায় সেই সৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া যে দোষ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা নির্ব্বিষয় হইল (অর্থাৎ সৃষ্টিই যখন যথার্থ হয় নাই, তখন তাহাকে লইয়া দোষের সম্ভাবনা কি করিয়া হইতে পারে?) এই অভিপ্রায়ে **"ব্রহ্মাত্মভাব"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন।৩৩ ইহাই হইল "ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণ" নামক একাদশ অধিকরণ।

একাদশ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই অধিকরণে বলা হইতেছে, ভগবান্ প্রয়োজন ব্যতীতও সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যেমন লোকমধ্যে লীলার জন্যই লোকে কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা দুইটী সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই সূত্র দুইটীর মধ্যে একটী পূর্ব্বপক্ষ সূত্র অপরটী সিদ্ধান্তসূত্র। সূত্র দুইটী এই—

পূর্ব্বপক্ষসূত্র	সিদ্ধান্তসূত্র
১। ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ।৩২	২। লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্।৩৩

(ঈশ্বরের প্রয়োজন বিনা সৃষ্টি সম্ভব)

[লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ ।৩৩]　　[সিঃ সূঃ]

একাদশ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

প্রথম সূত্রটীর অর্থ—প্রয়োজন না থাকিলে লোকে কিছুই করে না, ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টিতে প্রয়োজন নাই, এজন্য তিনি সৃষ্টিকর্ত্তৃ বা জগদাকারে পরিণত হন নাই।

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইল—না, তাহা হইতে পারে। যেমন লোকে লীলাবশতঃ কার্য্য করিয়া থাকে, এস্থলেও ব্রহ্ম বিনা প্রয়োজনে জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন।

ইহার অবয়বগুলি এই—

১। **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ

শাস্ত্রসঙ্গতি—　"

অধ্যায়সঙ্গতি—　"

পাদসঙ্গতি—　"

অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্ব অধিকরণে বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক্ নহে; কারণ, আপ্তকাম ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন না থাকায় কি জন্য তিনি জগৎসৃষ্টি করিবেন? কেন না, প্রয়োজন ব্যতীত কেহ কখনও কোন কার্য্য করে না, এই আক্ষেপবশতঃ এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, অতএব এই অধিকরণে আক্ষেপসঙ্গতি স্থির হইল।

২। **বিষয়**—আপ্তকাম ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে, এই বেদান্তসমন্বয়টি বিষয়।

৩। **সংশয়**—আপ্তকাম ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন না থাকায়, যাহার কোন প্রয়োজন নাই, তিনি কোন কার্য্য করেন না, এই যুক্তিদ্বারা উক্ত সমন্বয়টি বিরুদ্ধ হয় কি না? ইহা সংশয়।

৪। **পূর্ব্বপক্ষ**—আপ্তকাম ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন না থাকায় তৎকর্তৃক মায়াদ্বারা জগৎসৃষ্টি হওয়া সম্ভব নহে, দেখা যায়—মায়াবীও লোককে কৌতুক দেখাইয়া পুরস্কারাদি লাভ করিয়া থাকে, তাহাই তাহার প্রয়োজন। অতএব উক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হইল। আরও—

"ফলোদ্দেশেন কর্ত্তৃত্বে ব্রহ্মণোঽকৃতকৃত্যতা।
অনুদ্দিশ্য জগৎসর্গে উন্মত্তনরতুল্যতা" ॥

যদি কোন ফলের জন্য কর্ত্তৃত্ব হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিফল হইয়াছেন; কারণ, আপ্তকাম ব্রহ্মের কোন ফল হয় না। আর যদি বিনা উদ্দেশ্যে জগৎসৃষ্টি করেন, তাহা হইলে ব্রহ্ম পাগলের মত হইলেন; কারণ, পাগল ব্যতীত বিনা প্রয়োজনে কেহ কোন কাজ করে না।

৫। **সিদ্ধান্ত**—

লীলাশ্বাসবৃথাচেষ্টা অনুদ্দিশ্য ফলং যতঃ।
অনুন্মত্তৈর্বিরচ্যন্তে তস্মাৎ সব্যভিচারিতা ॥

অর্থাৎ যেহেতু যাঁহারা পাগল নহেন, এমন লোকও বিনা প্রয়োজনে লীলা অর্থাৎ বিলাসভবন ইত্যাদি এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ও বৃথা চেষ্টা প্রভৃতি করিয়া থাকে—দেখা যায়। অতএব বিনা প্রয়োজনে কেহ কার্য্য করে না, এই নিয়মে ব্যভিচার হইল। যদিও লীলাতে পরে যে সুখ হয়, তাহাই ফল হয়, তথাপি তাহা উদ্দেশ্য নহে; কারণ, আপ্তকাম রাজাদির সুখের আধিক্যবশতঃই ক্রীড়াতে প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায়। শ্বাসপ্রশ্বাসে প্রয়োজনের কোন জ্ঞান থাকে না।

৬। **ফলভেদ**—পূর্ব্ববৎ।

এই একাদশ অধিকরণের বিষয়টী ভারতীতীর্থ মুনি অতিসংক্ষেপে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা এই—

তৃপ্তোঽস্রষ্টাঽথবা স্রষ্টা, ন স্রষ্টা, ফলবাঞ্ছনে।
অতৃপ্তঃ স্যাদবাঞ্ছায়ামুন্মত্তনরতুল্যতা ॥
লীলাশ্বাসবৃথাচেষ্টা অনুদ্দিশ্য ফলং যতঃ।
অনুন্মত্তৈর্বিরচ্যন্তে তস্মাৎ তৃপ্তস্তথা সৃজেৎ ॥

অন্বয়—তৃপ্তঃ অস্রষ্টা অথবা স্রষ্টা, ন স্রষ্টা, ফলবাঞ্ছনে অতৃপ্তঃ স্যাৎ, অবাঞ্ছায়াম্ উন্মত্তনরতুল্যতা। যতঃ ফলম্ অনুদ্দিশ্য অনুন্মত্তৈঃ লীলাশ্বাসবৃথাচেষ্টাঃ বিরচ্যন্তে, তস্মাৎ তৃপ্তঃ তথা সৃজেৎ।

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণম্ নাম

দ্বাদশম্ অধিকরণম্।

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই)

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।৩৪ [সিঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।৩৪ *

পুনশ্চ জগজ্জন্মাদিহেতুত্বম্ ঈশ্বরস্য আক্ষিপ্যতে, স্থূণানিখনন্যায়েন প্রতিজ্ঞাতস্য অর্থস্য দৃঢ়ীকরণায়। ন ঈশ্বরঃ জগতঃ কারণম্ উপপদ্যতে। কুতঃ, "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ"। কাংশ্চিৎ অত্যন্তসুখভাজঃ করোতি দেবাদীন্, কাংশ্চিৎ অত্যন্তদুঃখভাজঃ পশ্বাদীন্, কাংশ্চিৎ মধ্যমভোগভাজঃ মনুষ্যাদীন্, ইত্যেবং বিষমাং সৃষ্টিং নির্মিমাণস্য ঈশ্বরস্য পৃথগ্জনস্য ইব রাগদ্বেষোপপত্তেঃ। শ্রুতিস্মৃত্যবধারিতস্বচ্ছত্বাৎ ঈশ্বরস্বভাব-বিলোপঃ প্রসজ্যেত। তথা খলজনৈরপি জুগুপ্সিতং নির্ঘৃণত্বম্ অতিক্রূরত্বং দুঃখযোগ-বিধানাৎ সর্ব্বপ্রজোপসংহারাচ্চ প্রসজ্যেত। তস্মাৎ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গাৎ ন ঈশ্বরঃ কারণম্, ইত্যেবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন ঈশ্বরস্য প্রসজ্যেতে। কস্মাৎ? সাপেক্ষত্বাৎ। যদি হি নিরপেক্ষঃ কেবলঃ ঈশ্বরঃ বিষমাং সৃষ্টিং নির্মিমীতে, স্যাতাম্ এতৌ দোষৌ বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যং চ। ন তু নিরপেক্ষস্য নির্মাতৃত্বম্ অস্তি। সাপেক্ষঃ হি ঈশ্বরঃ বিষমাং সৃষ্টিং নির্মিমীতে। কিম্ অপেক্ষতে ইতি চেৎ? ধর্ম্মাধর্ম্মৌ অপেক্ষতে ইতি বদামঃ। অতঃ সৃজ্যমানপ্রাণিধর্ম্মাধর্ম্মাপেক্ষা বিষমা সৃষ্টিঃ ইতি নায়ম্ ঈশ্বরস্য অপরাধঃ। ঈশ্বরস্তু পর্জ্জন্যবৎ দ্রষ্টব্যঃ। যথা হি পর্জ্জন্যঃ ব্রীহিযবাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি, ব্রীহিযবাদিবৈষম্যে তু তত্তদ্বীজগতানি এব অসাধারণানি সামর্থ্যানি কারণানি ভবন্তি, এবম্ ঈশ্বরঃ দেবমনুষ্যাদিসৃষ্টৌ সাধারণং কারণং ভবতি। দেবমনুষ্যাদিবৈষম্যে তু তত্তজ্জীবগতানি এব অসাধারণানি কর্ম্মাণি কারণানি ভবন্তি, এবম্ ঈশ্বরঃ সাপেক্ষত্বাৎ ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যাং দুষ্যতি।

কথং পুনঃ অবগম্যতে—সাপেক্ষঃ ঈশ্বরঃ নীচমধ্যমোত্তমং সংসারং নির্মিমীতে ইতি? তথাহি দর্শয়তি শ্রুতিঃ—

"এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে,
এষ উ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে"। (কৌঃ ব্রাঃ ৩৮) ইতি।
"পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন" (বৃঃ ৩।২।১৩) ইতি চ।

স্মৃতিরপি প্রাণিকর্ম্মবিশেষাপেক্ষমেব ঈশ্বরস্য অনুগ্রহীতৃত্বং নিগ্রহীতৃত্বং চ দর্শয়তি—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (ভঃ গীঃ ৪।১১) ইতি এবংজাতীয়কা।৩৪

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—ব্রহ্ম, দেবতা প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীকে অতিশয় সুখী করিয়া সৃষ্টি করেন, আর মানুষ প্রভৃতি কতিপয় প্রাণীকে সুখী ও দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করেন, এবং পশুপক্ষী প্রভৃতি কতিপয় প্রাণীকে অতিশয় দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করেন। অতএব ব্রহ্মের বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাত দোষ হয়, এবং তিনি সমস্ত জগৎ বিনাশ করেন অতএব তাঁহার নৈর্ঘৃণ্য অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা দোষ হয়। অতএব নির্দোষ ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তৃ হইতে পারেন

* এ সূত্রটীতে "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে" এই প্রথমান্তপদ থাকায় ইহা অধিকরণের আরম্ভক সূত্র হইয়াছে। রামানুজপ্রভৃতিমতে ইহা পূর্ব্বের "ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণে"র অন্তর্ভুক্ত। প্রয়োজন ব্যতীত সৃষ্টি ও বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য নাই, ইহারা পৃথক্ বিচার, এজন্য পৃথক্ অধিকরণ হওয়াই উচিত।

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই)

[বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ।৩৪] [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

না—ইহা পূর্ব্বপক্ষ। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্যদোষ নাই; কারণ, তিনি জীবগণের পুণ্য পাপ অনুসারে সুখ দুঃখ দিয়া থাকেন। **"এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি"** ইত্যাদি শ্রুতি তাহাই দেখাইতেছেন—ইহা সূত্রার্থ।

ভাষ্যার্থ—স্থূণানিখনন্যায়ে (খুঁটী পোতার মত করিয়া) প্রতিজ্ঞাত বিষয়কে দৃঢ় করিবার জন্য ঈশ্বরের জগজ্জন্মাদিহেতুতাবিষয়ে পুনরায় আক্ষেপ করা হইতেছে, অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু—এই মতের উপর পুনর্ব্বার আপত্তি করা হইতেছে। ঈশ্বর জগতের কারণ—ইহা উপপন্ন হয় না; কেন না, বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্যের প্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ তাহা হইলে ঈশ্বরের বৈষম্য অর্থাৎ বিষমভাব অর্থাৎ পক্ষপাতিতা, আর নৈর্ঘৃণ্য অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা হইয়া পড়ে। (ঘৃণা অর্থ দয়া) কারণ, দেবতাপ্রভৃতি কতিপয় জীবকে তিনি অতিশয় সুখভোগী করেন, পশুপ্রভৃতি কতিপয় জীবকে অতিশয় দুঃখভোগী করেন এবং মনুষ্যাদি কতিপয় জীবকে মধ্যমভোগী করেন, এইরূপে পৃথগ্জন অর্থাৎ পামর লোকের মত বিষমসৃষ্টিনির্ম্মাণকারী ঈশ্বরের রাগদ্বেষের উপপত্তি হয়, অর্থাৎ কোন ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ এবং কোন ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষের আপত্তি হয়। আর শ্রুতি ও স্মৃতিতে অবধারিত ঈশ্বরের স্বচ্ছত্ব অর্থাৎ নির্ম্মলত্ব ও নিষ্ক্রিয়ত্বাদিস্বভাবের বিলোপ হইয়া যায়। তদ্রূপ জীবগণের প্রতি দুঃখযোগের বিধান করায় এবং সকল প্রাণীকে সংহার করায় খল ব্যক্তিরও জুগুপ্সিত অর্থাৎ ঘৃণিত নির্ঘৃণত্ব অর্থাৎ অতিশয় ক্রূরতা হইয়া পড়ে। অতএব বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্যের প্রসঙ্গবশতঃ ঈশ্বর জগতের কারণ নহেন,—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে আমরা ইহার সিদ্ধান্ত বলি—

ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, তিনি সাপেক্ষ, অর্থাৎ জীবের পুণ্য ও পাপকে অপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যদি নিরপেক্ষ অর্থাৎ জীবের পুণ্য ও পাপের অপেক্ষা না করিয়া কেবল ঈশ্বর বিষম সৃষ্টি নির্ম্মাণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য এই দোষ দুইটি হইতে পারিত। কিন্তু নিরপেক্ষ ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব নাই। যেহেতু সাপেক্ষ ঈশ্বর বিষমসৃষ্টি নির্ম্মাণ করেন।

যদি বল, তিনি কি অপেক্ষা করেন? তাহা হইলে আমরা বলি যে, তিনি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে অপেক্ষা করেন। যেহেতু সৃজ্যমান অর্থাৎ যে প্রাণীকে সৃষ্টি করেন, তাহার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ তদনুসারে বিষমসৃষ্টি হয়, অতএব ইহা ঈশ্বরের অপরাধ নহে। কিন্তু ঈশ্বরকে মেঘের মত দেখিতে হইবে। মেঘ যেমন ব্রীহি অর্থাৎ ধান্য বা যবাদির সৃষ্টিতে সাধারণ কারণ হয়, কিন্তু ব্রীহি যবাদির বৈষম্যে অর্থাৎ ধান হইতে ধানের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, কিন্তু যবের অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না—এইরূপ বৈষম্যে সেই সেই বীজের অসাধারণ সামর্থ্যই কারণ হয়; এইরূপ ঈশ্বর, দেবতা ও মনুষ্যাদির সৃষ্টিতে সাধারণ কারণ হন। আর দেবতা ও মনুষ্যাদির বৈষম্যে অর্থাৎ তারতম্যে সেই সেই জীবগত অসাধারণ কর্ম্মই কারণ, অর্থাৎ জীবের পাপ পুণ্য-কর্ম্ম সকলই অসাধারণ কারণ হয়। এইরূপে ঈশ্বর, সাপেক্ষ বলিয়া অর্থাৎ ঈশ্বর জীবের পাপপুণ্যরূপ অপর নিমিত্তকে অপেক্ষা করেন বলিয়া, বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্যদ্বারা দূষিত হন না।

যদি বল, কি করিয়া বুঝিব যে, ঈশ্বর সাপেক্ষ, অর্থাৎ ঈশ্বর জীবের পাপপুণ্যরূপ অন্য নিমিত্তকে অপেক্ষা করিয়া নীচ, মধ্যম ও উত্তম সংসার নির্ম্মাণ করেন? তাহা হইলে বলিব শ্রুতিই তাহা দেখাইতেছেন—

এষ হি এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে,

এষ উ এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ অধঃ নিনীষতে (কৌঃ ব্রাঃ ৩।৮) **ইতি।**

অর্থাৎ এই ঈশ্বরই (জীবকর্ম্মানুসারে) তাহাকে ভাল কর্ম্ম করান, যাহাকে উর্দ্ধে অর্থাৎ স্বর্গাদিলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, এবং এই ঈশ্বরই তাহাকে মন্দ কর্ম্ম করান, যাহাকে নিম্নে অর্থাৎ পশ্বাদি নীচযোনিতে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন।

পুণ্যঃ বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন (বৃঃ উঃ ৩।২।১৩)

অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মদ্বারা দেবাদি পুণ্যশরীর প্রাপ্ত হয় এবং পাপকর্ম্মদ্বারা পশ্বাদি পাপশরীর প্রাপ্ত হয়।

স্মৃতি অর্থাৎ ভগবদ্গীতাও তাহাই দেখাইতেছেন অর্থাৎ প্রাণিগণের কর্ম্মবিশেষ অনুসারে ঈশ্বর অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করেন।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ (গীতা ৪।১১)

অর্থাৎ যাহারা আমাকে যে প্রকারে আশ্রয় করে, আমি তাহাদিগকে সেই প্রকারেই ভজনা করি, ইত্যাদি।৩৪

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই)

[বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি। ৩৪] [সিঃ সূঃ]

ভামতী।

অতিরোহিতঃ অত্র পূর্ব্বপক্ষঃ। উত্তরস্তু উচ্যতে—উচ্চাবচমধ্যমসুখদুঃখভেদবৎপ্রাণভৃৎ-প্রপঞ্চং চ সুখদুঃখকারণং সুধাবিষাদি চ অনেকবিধং বিরচয়তঃ প্রাণভৃৎভেদোপাত্তপাপপুণ্য-কর্ম্মাশয়সহায়স্য অত্রভবতঃ পরমেশ্বরস্য ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে প্রসজ্যেতে। ন হি সভ্যঃ সভায়াং নিযুক্তঃ যুক্তবাদিনং যুক্তবাদী অসি ইতি চ অযুক্তবাদিনম্ অযুক্তবাদী অসি ইতি ব্রুবাণঃ, সভাপতির্বা যুক্তবাদিনম্ অনুগৃহ্নন্ অযুক্তবাদিনং চ নিগৃহ্নন্ অনুরক্তঃ দ্বিষ্টঃ বা ভবতি, অপি তু মধ্যস্থ ইতি বীতরাগদ্বেষ ইতি চ আখ্যায়তে, তদ্বৎ ঈশ্বরঃ পুণ্যকর্ম্মাণম্ অনুগৃহ্নন্ অপুণ্যকর্ম্মাণং চ নিগৃহ্নন্ মধ্যস্থ এব ন অমধ্যস্থঃ। এবং হি অসৌ অমধ্যস্থঃ স্যাৎ, যদি অকল্যাণকারিণম্ অনুগৃহ্ণীয়াৎ কল্যাণকারিণং চ নিগৃহ্ণীয়াৎ। ন তু এতৎ অস্তি, তস্মাৎ ন বৈষম্যদোষঃ। অতএব ন নৈর্ঘৃণ্যম্ অপি সংহরতঃ সমস্তান্ প্রাণভৃতঃ। স হি প্রাণভৃৎকর্ম্মাশয়ানাং বৃত্তিনিরোধসময়ঃ, তম্ অতিলঙ্ঘয়ন্ অয়ম্ অযুক্তকারী স্যাৎ। ন চ কর্ম্মাপেক্ষায়াম্ ঈশ্বরস্য ঐশ্বর্য্যব্যাঘাতঃ। ন হি সেবাদিকর্ম্মভেদাপেক্ষঃ ফলভেদপ্রদঃ প্রভুঃ অপ্রভুঃ ভবতি। ন চ—

"এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে,
এষ উ এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ অধো নিনীষতে।" (কৌঃ ব্রাঃ ৩।৮)

ইতি শ্রুতেঃ ঈশ্বরঃ এব * দ্বেষপক্ষপাতাভ্যাং সাধ্বসাধুনী কর্ম্মণী কারয়িত্বা স্বর্গং নরকং বা লোকং নয়তি, তস্মাৎ বৈষম্যদোষপ্রসঙ্গাৎ ন ঈশ্বরঃ কারণম্—ইতি বাচ্যং, বিরোধাৎ। যস্মাৎ কর্ম্ম কারয়িত্বা ঈশ্বরঃ প্রাণিনঃ সুখদুঃখিনঃ সৃজতি ইতি শ্রুতেঃ অবগম্যতে, তস্মাৎ ন সৃজতি ইতি বিরুদ্ধম্ অভিধীয়তে।

ন চ বৈষম্যমাত্রম্ অত্র ক্রমঃ, ন তু ঈশ্বরকারণত্বং ব্যাসেধাম ইতি বক্তব্যম্, কিমতঃ যদি এবম্। তস্মাৎ ঈশ্বরস্য সবাসনক্লেশাপরামর্শম্ অভিবদন্তীনাং ভূয়সীনাং শ্রুতীনাম্ অনুগ্রহায় "উন্নিনীষতে অধো নিনীষতে" ইতি এতদপি তজ্জাতীয়পূর্ব্বকর্ম্মাভ্যাসবশাৎ প্রাণিন ইত্যেবং নেয়ম্। যথাহুঃ—

জন্ম জন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ।
তেনৈবাভ্যাসযোগেন তচ্চৈবাভ্যসতে নরঃ॥ ইতি।

অভ্যুপেত্য চ সৃষ্টেঃ তাত্ত্বিকত্বম্ ইদম্ উক্তম্। অনির্ব্বাচ্যা তু সৃষ্টিঃ ইতি ন প্রস্মর্ত্তব্যম্ অত্রাপি। তথাচ মায়াকারস্য ইব অঙ্গসাকল্যবৈকল্যভেদেন বিচিত্রান্ প্রাণিনঃ দর্শয়তঃ ন বৈষম্যদোষঃ, সহসা সংহরতো বা ন নৈর্ঘৃণ্যম্, এবম্ অস্যাপি ভগবতঃ বিবিধবিচিত্রপ্রপঞ্চম্ অনির্ব্বাচ্যং বিশ্বং দর্শয়তঃ সংহরতশ্চ স্বভাবাৎ বা লীলয়া বা ন কশ্চিৎ দোষঃ।৩৪

বেদান্তকল্পতরুঃ।

যো বিষমসৃষ্টিকারী স সাবদ্যঃ ব্রহ্ম চ বিষমং সৃজতি ইতি ন্যায়েন সমন্বয়স্য বিরোধসন্দেহে পূর্ব্বত্র লীলয়া স্রষ্টৃত্বম্ উক্তম্, ইদানীং সৈব ন সাপেক্ষস্য সম্ভবতি, অনীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ নিরপেক্ষত্বে চ রাগাদিমত্ত্বম্ ইতি আক্ষিপ্যতে। অনুমানস্য ব্যভিচারম্ আহ—"ন হি সভ্যঃ" ইতি। সাপেক্ষত্বে অনীশ্বরত্বম্ আশঙ্ক্য ব্যভিচারম্ আহ—"ন হি সেবা" ইতি। কর্ম্মাপেক্ষত্বেন বৈষম্যং পরিহৃতং, তর্হি বিষমকর্ম্মণি প্রেরকত্বেন বৈষম্যতাদবস্থ্যম্ ইতি আশঙ্ক্য আহ - "ন চৈষ" ইতি। বৈষম্যাদিপ্রসঙ্গাৎ ন ঈশ্বরঃ কারণম্ ইতি ন চ বাচ্যম্ ইতি অন্বয়ঃ। যদি ঈশ্বরোঽপি বিষমং সৃজেৎ তর্হি রাগাদিমত্ত্বয়া অনীশ্বরঃ স্যাৎ, ঈশ্বরশ্চ অয়ং, তস্মাৎ ন বিষমং সৃজতি ইতি কিম্ অনুমীয়তে উত ঈশ্বরঃ রাগাদিমান্ বিষম-স্রষ্টৃত্বাৎ ইতি বৈষম্যম্। নাদ্যঃ, বিরোধাৎ ইতি উক্তম্। তমেব আগমবিরোধং দর্শয়তি—"যস্মাৎ" ইতি। দ্বিতীয়ং নিষেধতি—"ন চ" ইতি। যদি এবং বৈষম্যম্ অনুমিতং কিম্ অতঃ, নিরবদ্যত্বস্যাপি শ্রুতিসিদ্ধত্বেন অতীতকালতাতাদবস্থ্যাৎ ইত্যর্থঃ। তদেব দর্শয়তি—"তস্মাৎ" ইতি। শ্রুতীনাং গ্রাবপ্লবনাদিশ্রুতিভ্যঃ বৈষম্যার্থম্ অর্থসম্ভাবনাং দর্শয়তি—"তজ্জাতীয়ে"তি। "উন্নিনীষতে" - ঊর্দ্ধং নেতুম্ ইচ্ছতি। ঈশ্বরঃ পর্জ্জন্যবৎ সৃষ্টিমাত্রে কারণং, বৈষম্যে তু বীজবৎ তত্তৎপ্রাণিকর্ম্মবাসনে ইতি ন ঈশ্বরস্য সাবদ্যতা ইত্যর্থঃ। অপি চ মায়াময়ী সৃষ্টিঃ অস্মাকম্। যদি চ তথাবিধসৃষ্টিকর্ত্তৃত্বেন রাগাদিমত্ত্বম্ অনুমীয়তে, তর্হি অনৈকান্তিকত্বম্ ইতি আহ—"অভ্যুপেত্য চ" ইতি।৩৪-৩৫

ভামতীর অনুবাদ।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ অতিরোহিতার্থ অর্থাৎ তিরোহিত অর্থযুক্ত নহে, অর্থাৎ দুর্ব্বোধ নহে। কিন্তু যাহা

* এবঃ পাঠান্তর।

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই)

[বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।৩৪]　　[সিঃ সূঃ]

ভামতীর অনুবাদ।

উত্তর তাহা বলিতেছি—উচ্চাবচমধ্যমসুখদুঃখভেদবৎ অর্থাৎ উচ্চ (উত্তম) অবচ (নীচ) ও মধ্যম সুখদুঃখের ভেদবিশিষ্ট প্রাণভৃৎপ্রপঞ্চের অর্থাৎ প্রাণিসমূহের এবং সুখদুঃখের কারণ অনেকবিধ সুধা ও বিষাদির রচনাকারী, প্রাণভৃৎভেদোপাত্ত অর্থাৎ বিবিধ প্রাণিগণকর্তৃক অর্জ্জিত পাপপুণ্য কর্ম্মাশয়-সহায় অর্থাৎ পাপ ও পুণ্যরূপ কর্ম্মের আশয়রূপ সহায়যুক্ত পরম পূজনীয় পরমেশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য প্রসক্ত হয় না। অর্থাৎ যিনি বিভিন্ন প্রাণীর অর্জ্জিত পাপপুণ্যকর্ম্মবাসনার সাহায্যে উত্তম, অধম ও মধ্যম এইরূপে নানাবিধ সুখদুঃখযুক্ত প্রাণিসমূহ, এবং সুখদুঃখাদির কারণ অমৃত ও গরল প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু সকল সৃষ্টি করেন, পরমপূজনীয় সেই পরমেশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য অর্থাৎ বিষমভাব অর্থাৎ পক্ষপাত ও নিষ্ঠুরতা হইতে পারে না। কারণ, বিচারসভায় নিযুক্ত কোন সভ্য, যুক্তবাদীকে অর্থাৎ যিনি সঙ্গত কথা বলেন তাঁহাকে, যুক্তবাদী অর্থাৎ ঠিক্ কথা বলিতেছ বলিলে, এবং অযুক্তবাদীকে অর্থাৎ যিনি অসঙ্গত কথা বলেন তাঁহাকে, অযুক্তবাদী অর্থাৎ অসঙ্গত কথা বলিতেছ বলিলে, অথবা সভাপতি যুক্তবাদীকে অনুগ্রহ করিলে অনুরক্ত অর্থাৎ পক্ষপাতী হন না এবং অযুক্তবাদীকে নিগ্রহ করিলে বিদ্বেষী হন না, পরন্তু তিনি মধ্যস্থ অর্থাৎ নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাত ও বিদ্বেষশূন্য বলিয়াই আখ্যাত অর্থাৎ কথিত হন, সেইরূপ ভগবান্ পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে অনুগ্রহ করিয়া ও পাপীকে নিগ্রহ করিয়া মধ্যস্থ অর্থাৎ নিরপেক্ষই হন, অমধ্যস্থ অর্থাৎ পক্ষপাতী বা বিদ্বেষী হন না। কারণ, তিনি যদি অকল্যাণকারীকে অর্থাৎ পাপীকে অনুগ্রহ করিতেন এবং কল্যাণকারীকে অর্থাৎ পুণ্যবান্‌কে নিগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে তিনি মধ্যস্থ হইতেন না। কিন্তু ইহা ত নহে, অতএব তাঁহার বৈষম্যদোষ নাই। এই জন্যই সমস্ত প্রাণীকে সংহার করিলেও তাঁহার নিষ্ঠুরতা হয় না। যেহেতু সংহারকাল প্রাণিগণের কর্ম্মসংস্কারসমূহের বৃত্তিনিরোধের সময়, অর্থাৎ সংস্কারসমূহের ফলপ্রদান অবস্থার নাশের সময়, তাঁহাকে অতিলঙ্ঘন করিলে অর্থাৎ অতিক্রম করিলে তিনি অযুক্তকারী হইতেন অর্থাৎ অন্যায় করিতেন।

আর জীবের পাপপুণ্যকর্ম্মের অপেক্ষা করিলে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যের অর্থাৎ স্বাধীনতার কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ, যে প্রভু ভৃত্যের সেবাদিকর্ম্মবিশেষের অপেক্ষা করিয়া ফলবিশেষ প্রদান করেন, তিনি অপ্রভু হন না। অর্থাৎ যে প্রভু ভৃত্যের পরিচর্য্যাপ্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম্মানুসারে ভৃত্যগণকে অল্পাধিক বেতনাদি প্রদান করেন, তাঁহার স্বাধীনতার কোন ব্যাঘাত হয় না। আর—

"এষঃ হি এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্নিনীষতে,
এষ উ এব অসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যম্ অধঃ নিনীষতে" (কৌঃ ব্রাঃ ৩।৮)

অর্থাৎ এই ঈশ্বরই তাহাকে ভাল কর্ম্ম করান, যাহাকে উর্দ্ধে অর্থাৎ স্বর্গাদিলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন এবং এই ঈশ্বরই তাহাকে মন্দ কর্ম্ম করান, যাহাকে নিম্নে অর্থাৎ পশ্বাদি যোনিতে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন—এই শ্রুতি হইতে জানা যায়—ঈশ্বরই বিদ্বেষ ও পক্ষপাতবশতঃ সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইয়া লোককে স্বর্গে বা নরকে লইয়া যান, অতএব বৈষম্যদোষের আপত্তি হয় বলিয়া ঈশ্বর জগৎকারণ নহেন অর্থাৎ স্রষ্টা নহেন—ইহা বলিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে বিরোধ (শ্রুতিবিরোধ) হয়। যেহেতু ঈশ্বর কর্ম্ম করাইয়া প্রাণিগণকে সুখী দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করেন, ইহা শ্রুতি হইতে বুঝা যায়, সেই হেতু 'তিনি সৃষ্টি করেন না'—ইহা বিরুদ্ধ বলা হইতেছে।

আর ঈশ্বরের বৈষম্যমাত্রই এখানে বলিতেছি—কিন্তু ঈশ্বর যে জগৎকারণ, তাহা নিষেধ করিতেছি না,—ইহা বলিতে পার না। কারণ, যদি এইরূপই হয়—ইহাতেই বা কি ফল হইবে? সেইজন্য যে সকল শ্রুতি বলিতেছেন যে, ঈশ্বরে সবাসনক্লেশের অর্থাৎ বাসনার সহিত ক্লেশের কোন পরামর্শ অর্থাৎ সম্বন্ধ নাই, সেই সকল বহু শ্রুতির অনুগ্রহের জন্য অর্থাৎ গৌরবরক্ষার জন্য **"উন্নিনীষতে অধো নিনীষতে"** এই শ্রুতিবাক্যও "প্রাণিগণের পূর্ব্বজীবনের শুভাশুভ কর্ম্মের অভ্যাসবশতঃ" প্রাণিগণের উন্নতি ও অধোগতি করিতে ইচ্ছা করেন—এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যথা আচার্য্যগণ বলেন—

জন্ম জন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ।
তেনৈবাভ্যাসযোগেন তচ্চৈবাভ্যসতে নরঃ॥

অর্থাৎ দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা প্রভৃতি যে যে কর্ম্ম মানুষ প্রতি জন্মে অভ্যাস করে, সেই অভ্যাসবশতঃই সেই কর্ম্মই পুনঃ পুনঃ করিতে থাকে।

সৃষ্টির তাত্ত্বিকত্ব আপাততঃ স্বীকার করিয়া লইয়া এই কথা বলা হইল। কিন্তু সৃষ্টি অনির্ব্বচনীয়—ইহা

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই)

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ।৩৫ [সিঃ সূঃ]

ভামতীর অনুবাদ।

এখানেও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। আর তাহা হইলে মায়াকার অর্থাৎ মায়াবী যে অঙ্গসাকল্যবৈকল্যভেদে অর্থাৎ অঙ্গের পূর্ণতা ও অপূর্ণতাভেদে অর্থাৎ ছিন্নমুণ্ড ছিন্নহস্ত ইত্যাদিরূপে বিচিত্র প্রাণিগণকে দেখায়, তাহার যেমন তাহাতে কোন বৈষম্যদোষ হয় না, অথবা হঠাৎ সংহার করিলে নিষ্ঠুরতা হয় না, এইরূপ ভগবান্ স্বভাববশতঃ অথবা লীলাবশতঃ নানাবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ অনির্ব্বচনীয় জগৎ সকল দেখাইতেছেন এবং সংহার করিতেছেন, তাঁহারও কোন্ দোষ হয় না।৩৪

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন কর্ম্ম অবিভাগাদিতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ।৩৫ *

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ উঃ ৬।২।১)

ইতি প্রাক্ সৃষ্টেঃ অবিভাগাবধারণাৎ নাস্তি কর্ম্ম যৎ অপেক্ষ্য বিষমা সৃষ্টিঃ স্যাৎ। সৃষ্ট্যুত্তরকালং হি শরীরাদিবিভাগাপেক্ষং কর্ম্ম, কর্ম্মাপেক্ষশ্চ শরীরাদিবিভাগ ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বং প্রসজ্যেত। অতঃ বিভাগাৎ ঊর্দ্ধং কর্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বরঃ প্রবর্ত্ততাং নাম। প্রাক্ বিভাগাৎ বৈচিত্র্যনিমিত্তস্য কর্ম্মণঃ অভাবাৎ তুল্যা এব আদ্যা সৃষ্টিঃ প্রাপ্নোতি ইতি চেৎ?

ন এষ দোষঃ। অনাদিত্বাৎ সংসারস্য। ভবেৎ এষ দোষঃ, যদি আদিমান্ সংসারঃ স্যাৎ। অনাদৌ তু সংসারে বীজাঙ্কুরবৎ হেতুহেতুমদ্ভাবেন কর্ম্মণঃ সর্গবৈষম্যস্য চ প্রবৃত্তিঃ ন বিরুধ্যতে।৩৫

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—"সদেব সৌম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে যদি বল—সৃষ্টির পূর্ব্বে দেহ ইন্দ্রিয়াদি কোন বিভাগ না থাকায় তখন পুণ্যপাপজনক কোন কর্ম্ম ছিল না, অতএব কর্ম্ম অনুসারে বিষম সৃষ্টি হয়—ইহা ঠিক্ নহে; ইহা বলিতে পার না, কারণ সংসার অনাদি বলিয়া বীজাঙ্কুরের ন্যায় অনাদি কার্য্যকারণভাব হইতে পারে।

ভাষ্যার্থ—যদি বল—

"সৎ এব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম্ এব অদ্বিতীয়ম্"

অর্থাৎ হে সৌম্য শ্বেতকেতু! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিল, এই শ্রুতি সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিভাগ অর্থাৎ ব্রহ্মভিন্ন কিছুই ছিল না - ইহা অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয় করিয়া প্রতিপাদন করায় তখন জীবের কোন কর্ম্ম থাকে না, যে কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া বিষম সৃষ্টি হইবে? আর সৃষ্টির উত্তরকালে শরীরাদিবিভাগকে অপেক্ষা করিয়া কর্ম্ম হয়, আর শরীরাদিবিভাগ কর্ম্মকে অপেক্ষা করে, এইরূপে শরীরাদি বিভাগ ও কর্ম্মের কার্য্যকারণভাব অন্যোন্যাশ্রয়দোষযুক্ত হইয়া পড়ে। অতএব শরীরাদিবিভাগের পর অর্থাৎ সৃষ্টির পর কর্ম্মাপেক্ষ ঈশ্বর প্রবৃত্ত হউন, অর্থাৎ কর্ম্মানুযায়ী ফল দেন, দিন, কিন্তু বিভাগের পূর্ব্বে উত্তম মধ্যম অধম এইরূপ বৈচিত্র্যের নিমিত্তরূপ কর্ম্ম না থাকায়, প্রথম সৃষ্টি তুল্য অর্থাৎ সমান হওয়া উচিত, সুতরাং ঈশ্বরে বৈষম্যাদি দোষই ঘটিয়া থাকে, ইত্যাদি।

তাহা হইলে বলিব—না, ইহা দোষ নহে, কারণ, সংসার অনাদি। এ দোষ হইতে পারিত, যদি সংসারের আদি থাকিত। কিন্তু অনাদি সংসারে বীজাঙ্কুরের মত হেতুহেতুমদ্ভাব অর্থাৎ পরস্পর কার্য্যকারণভাব থাকায় কর্ম্ম ও সৃষ্টিবৈষম্যের প্রবৃত্তি বিরুদ্ধ হয় না।৩৫

* এই সূত্রে প্রথমান্ত পদ না থাকায় ইহা প্রারব্ধাধিকরণের অঙ্গীভূত হইল। "ন" এই প্রথমান্তপদ থাকিলেও ইহা অধিকরণ আরম্ভক নহে; কারণ অধ্যায় বা পাদারম্ভ ভিন্নস্থলে "ইতি চেৎ" ঘটিত পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত মিশ্রিত সূত্র অধিকরণের আরম্ভক হয় না, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভাস্করভাষ্যে "অকস্মাৎ বিভাগাৎ ইতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ" এইরূপ পাঠ আছে। অন্য কোন ভাষ্যে এ পাঠ দেখা যায় না। রামানুজভাষ্যে ইহা "ন প্রয়োজনবত্ত্বাধিকরণে"র ৩য় সূত্র।

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই)

উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ।৩৬ [সিঃ সূঃ]

ভামতী।

ইতি স্থিতে শঙ্কাপরিহারপরং সূত্রং—“ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ”। শঙ্কোত্তরে অতিরোহিতার্থেন ভাষ্যগ্রন্থেন ব্যাখ্যাতে।৩৫

ভামতীর অনুবাদ।

কর্ম্মনিমিত্ত বিষমসৃষ্টি, এইরূপ স্থির হইলে তাহাতে শঙ্কা ও তাহার পরিহারার্থ সূত্র—“**ন কর্ম্ম অবিভাগাৎ ইতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ**”। শঙ্কা ও উত্তর অতিরোহিতার্থ ভাষ্যগ্রন্থদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।৩৫

শাঙ্করভাষ্যম্।

উপপদ্যতে চাপি উপলভ্যতে চ।৩৬ *

কথং পুনঃ অবগম্যতে অনাদিঃ এষঃ সংসারঃ ইতি, অতঃ উত্তরং পঠতি—উপপদ্যতে চাপি উপলভ্যতে চ”। উপপদ্যতে চ সংসারস্য অনাদিত্বম্। আদিমত্ত্বে হি সংসারস্য অকস্মাৎ উদ্ভূতেঃ, মুক্তানাম্ অপি সংসারোদ্ভূতিপ্রসঙ্গঃ, অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গশ্চ। সুখদুঃখাদি-বৈষম্যস্য নির্নিমিত্তত্বাৎ। ন চ ঈশ্বরঃ বৈষম্যহেতুঃ ইত্যুক্তম্। ন চ অবিদ্যা কেবলা বৈষম্যস্য কারণম্, একরূপত্বাৎ। (রাগাদিক্লেশবাসনাক্ষিপ্তকর্ম্মাপেক্ষা তু অবিদ্যা বৈষম্যকরী স্যাৎ।) ন চ কর্ম্ম অন্তরেণ শরীরং সম্ভবতি। ন চ শরীরম্ অন্তরেণ কর্ম্ম সম্ভবতি, ইতি ইতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গঃ। অনাদিত্বে তু বীজাঙ্কুরন্যায়েন উপপত্তেঃ ন কশ্চিৎ দোষঃ ভবতি। উপলভ্যতে চ সংসারস্য অনাদিত্বং শ্রুতিস্মৃত্যোঃ। শ্রুতৌ তাবৎ—

“অনেন জীবেনাত্মনা” (ছাঃ উঃ ৬।৩।২)

ইতি সর্গপ্রমুখে শারীরম্ আত্মানং জীবশব্দেন প্রাণধারণনিমিত্তেন অভিলপন্ অনাদিঃ সংসার ইতি দর্শয়তি। আদিমত্ত্বে তু [ততঃ] প্রাক্ অনবধারিতপ্রাণঃ সন্ কথং প্রাণধারণ-নিমিত্তেন জীবশব্দেন সর্গপ্রমুখে অভিলপ্যেত। ন চ ধারয়িষ্যতি ইত্যতঃ অভিলপ্যেত। অনাগতাৎ হি সম্বন্ধাৎ অতীতঃ সম্বন্ধঃ বলবান্ ভবতি, অভিনিষ্পন্নত্বাৎ।

“সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ” (ঋক্ সং ১০।১৯০।৩)

ইতি চ মন্ত্রবর্ণঃ পূর্ব্বকল্পসদ্ভাবং দর্শয়তি। স্মৃতৌ অপি অনাদিত্বং সংসারস্য উপলভ্যতে—

“ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদি র্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা” (গীতা ১৫।৩)

পুরাণে চ অতীতানাগতানাং চ কল্পানাং ন পরিমাণম্ অস্তি ইতি স্থাপিতম্।৩৬ ইতি দ্বাদশং বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণম্।১২

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—সংসার অনাদি, ইহা যুক্তিসঙ্গত এবং শাস্ত্রেও উপলব্ধ হয়; কারণ, তাহা না হইলে অর্থাৎ সংসার অকস্মাৎ সৃষ্ট হইলে মুক্তপুরুষেরও পুনর্জন্ম হইয়া পড়ে। আর “সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ” “ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে” “নান্তো ন চাদি র্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা” ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিতেও দেখা যায় যে সংসার অনাদি।

ভাষ্যার্থ—আচ্ছা, কি করিয়া জানা যায় যে, এই সংসার অনাদি, এজন্য উত্তর বলিতেছেন—**“উপপদ্যতে চ অপি উপলভ্যতে চ”**। ইহার অর্থ—সংসার যে অনাদি, ইহা উপপন্ন অর্থাৎ যুক্তিসঙ্গতও বটে। যেহেতু সংসার আদিমান্ হইলে তাহার অকস্মাৎ উদ্ভূতি অর্থাৎ উৎপত্তি হইত বলিয়া মুক্তপুরুষগণেরও সংসারোদ্ভূতিপ্রসঙ্গ হইত এবং অকৃতাভ্যাগমও হইত, অর্থাৎ পাপপুণ্য না করিলেও তাহার ফলের

* এই সূত্রে প্রথমান্তপদ না থাকায় ও “চ”কার থাকায় ইহা প্রারব্ধাধিকরণের অন্তর্গত সূত্র। নিম্বার্ক ও রামানুজ ভাষ্যে ইহা পূর্ব্বসূত্রের সহিত পঠিত। বল্লভ ও ভাস্কর ভাষ্যে পৃথক্ সূত্ররূপে পঠিত। বস্তুতঃ ইহা পৃথক্ সূত্র হওয়াই উচিত; কারণ, পূর্ব্বসূত্রোক্ত অনাদিত্বের প্রতি যুক্তি ও শ্রুতিরূপ প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। হেতুর হেতু যেখানে প্রদর্শিত হয়, সেখানে পৃথক্ বিচারই হয়, সুতরাং পৃথক্ সূত্রও যে হইবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? মাধ্বও ইহাকে পৃথক্ সূত্র করিয়াছেন।

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই)

[উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ।৩৬] [সিঃ সূঃ]

ভাষ্যানুবাদ।

আগম হইত। কারণ, সুখদুঃখাদিবৈষম্য নির্নিমিত্ত; অর্থাৎ সুখদুঃখের কোন হেতু নাই। আর ঈশ্বর বৈষম্যের হেতু নহেন, ইহা বলাই হইয়াছে। আর কেবল অবিদ্যাও বৈষম্যের হেতু নহে; কারণ, তাহা একরূপ অর্থাৎ একমাত্র। কিন্তু রাগাদি অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই তিনটি ক্লেশের যে বাসনা অর্থাৎ সংস্কার, তাহার দ্বারা আক্ষিপ্ত অর্থাৎ আরব্ধ হয় যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্মকে অপেক্ষা করে যে অবিদ্যা, তাহাই বৈষম্যকরী হয়, অর্থাৎ উক্ত ক্লেশের বাসনাদ্বারা পাপপুণ্যজনক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, এবং তদনুসারে অবিদ্যা সুখদুঃখাদি বৈষম্যের হেতু হয়। আর কর্ম্ম ব্যতীত শরীর জন্মে না, আর শরীর ব্যতীত কর্ম্ম হয় না—এইরূপে ইতরেতরাশ্রয় দোষের প্রসঙ্গও হয়। কিন্তু সংসার অনাদি হইলে বীজাঙ্কুর ন্যায়ে উপপত্তি হয় বলিয়া, কোন দোষ হয় না। আর সংসার যে অনাদি তাহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে উপলব্ধও হয়। শ্রুতিতে আছে—

"অনেন জীবেন আত্মনা" (ছাঃ উঃ ৬।৩।২)

অর্থাৎ এই জীবাত্মারূপে ইত্যাদি—অর্থাৎ এই শ্রুতিতে সর্গমুখে অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে শারীর অর্থাৎ শরীরযুক্ত আত্মাকে প্রাণধারণের নিমিত্ত জীবশব্দদ্বারা অভিলাপ অর্থাৎ উল্লেখ করিয়া সংসার যে অনাদি ইহা দেখাইতেছেন। কিন্তু যদি সংসার আদিমান্ হইত, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বে অনবধারিতপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণধারণ না করিয়া প্রাণধারণের হেতু জীব এই শব্দদ্বারা সর্গপ্রমুখে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে কি করিয়া সে অভিলপিত অর্থাৎ উল্লিখিত হইত? আর পরে প্রাণধারণ করিবে, এইজন্য জীবনামে উল্লেখ করা হইতে পারে না; কারণ, অনাগত সম্বন্ধ অপেক্ষা অর্থাৎ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ অপেক্ষা, অতীত সম্বন্ধ বলবান্ হয়; যেহেতু তাহা অভিনিষ্পন্ন অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে সিদ্ধ আছে। আর—

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ"। (ঋক্ সং ১০।১৯০।৩)

অর্থাৎ বিধাতা পূর্ব্বকল্প অনুসারে সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন—এই মন্ত্রবর্ণ অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্রাক্ষর, পূর্ব্বকল্পের সদ্ভাব দেখাইতেছে, অর্থাৎ এই সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্য সৃষ্টি ছিল, ইহা বলিয়া দিতেছে। আর স্মৃতিতেও সংসারের অনাদিত্ব উপলব্ধ হয়, যথা—

"ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে, নান্তো ন চাদি র্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা"। (গীতা ১৫।৩)

অর্থাৎ এই সংসারের স্বরূপ অর্থাৎ ইহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা বুঝা যায় না, ইহার শেষ নাই, আদিও নাই, আর সম্প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ মধ্যাবস্থাও ইহার নাই, অর্থাৎ অস্তিত্বও নাই। (কারণ, ইহা মরীচিকার ন্যায় দৃষ্টনষ্টস্বরূপ।) আর পুরাণেও ব্যবস্থাপিত করা হইয়াছে যে, অতীত ও অনাগত কল্পের পরিমাণ নাই, অর্থাৎ সৃষ্টির সংখ্যা নাই, ইত্যাদি ।৩৬

ভামতী।

অনাদিত্বাদিতি সিদ্ধবৎ উক্তং, তৎসাধনার্থং সূত্রম্—"উপপদ্যতে চ অপি উপলভ্যতে চ"। অকৃতে কর্ম্মণি পুণ্যে পাপে বা তৎফলং ভোক্তারম্ অধ্যাগচ্ছেৎ, তথা চ বিধিনিষেধশাস্ত্রম্ অনর্থকং ভবেৎ, প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যভাবাৎ ইতি। মোক্ষশাস্ত্রস্য চ উক্তম্ আনর্থক্যম্। "ন চ অবিদ্যা কেবলা" ইতি লয়াভিপ্রায়ম্। বিক্ষেপলক্ষণাঽবিদ্যাসংস্কারস্তু কার্য্যত্বাৎ স্বোৎপত্তৌ পূর্ব্বং বিক্ষেপম্ অপেক্ষতে, বিক্ষেপশ্চ মিথ্যাপ্রত্যয়ঃ মোহাপরনামা পুণ্যাপুণ্যপ্রবৃত্তিহেতুভূতরাগদ্বেষনিদানং, স চ রাগাদিভিঃ সহিতঃ স্বকার্য্যেঃ ন শরীরং সুখদুঃখভোগায়তনম্ অন্তরেণ সম্ভবতি। ন চ রাগদ্বেষৌ অন্তরেণ কর্ম্ম। ন চ ভোগসহিতং মোহম্ অন্তরেণ রাগদ্বেষৌ, ন চ পূর্ব্বশরীরম্ অন্তরেণ মোহাদিঃ ইতি পূর্ব্বপূর্ব্বশরীরাপেক্ষঃ মোহাদিঃ এবং পূর্ব্বপূর্ব্বমোহাদ্যপেক্ষং পূর্ব্ব-পূর্ব্বশরীরম্ ইতি অনাদিতা এব অত্র ভগবতী চিত্তম্ অনাকুলয়তি। (তদেতৎ আহ—"রাগাদি-ক্লেশবাসনাক্ষিপ্তকর্ম্মাপেক্ষা তু অবিদ্যা বৈষম্যকরী স্যাৎ" ইতি। রাগদ্বেষমোহা রাগাদয়ঃ, তে এব হি পুরুষং সংসারদুঃখম্ অনুভাব্য ক্লেশয়ন্তি ইতি ক্লেশাঃ, তেষাং বাসনাঃ কর্ম্মপ্রবৃত্ত্যনু-গুণাঃ তাভিঃ আক্ষিপ্তানি প্রবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি তদপেক্ষা লয়লক্ষণা অবিদ্যা।)

স্যাদেতৎ—ভবিষ্যতাপি ব্যপদেশঃ দৃষ্টঃ যথা—

(ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই)

[উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ।৩৬] [সিঃ সূঃ]

ভামতী।

"পুরোডাশকপালেন তুষান্ উপবপতি" ইতি।

অত আহ—"ন চ ধারয়িষ্যতি ইত্যতঃ" ইতি। তদেবম্ অনাদিত্বে সিদ্ধে

"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ উঃ ৬।২।১) ইতি

প্রাক্ সৃষ্টেঃ অবিভাগাবধারণং সমুদাচরদ্রূপরাগাদিনিষেধপরং, ন পুনঃ এতান্ প্রসুপ্তান্ অপি অপাকরোতি ইতি সর্ব্বম্ অবদাতম্।৩৬ ইতি দ্বাদশং বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণম্।১২

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গং ব্যাকরোতি—"অকৃতে" ইতি। তদঙ্গীকারে আগতৌ দোষৌ আহ "তথা চ" ইতি। বেদান্তানর্থক্যং মুক্তানাম্ অপি ইতি ভাষ্যোক্তম্ ইত্যাহ—"মোক্ষশাস্ত্রস্য" ইতি। ভাষ্যে কেবলায়া অবিদ্যায়া বৈষম্যকরত্বনিষেধঃ অনুপপন্নঃ, ভ্রান্তেঃ বিচিত্রত্বেন বৈষম্যহেতুত্বোপপত্তেঃ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"লয়ে"তি। ননু মাভূৎ লয়লক্ষণা অবিদ্যা বৈষম্যকরী, ভ্রমসংস্কারস্তু কিং ন স্যাৎ ইতি চেৎ? অস্তু, ন তু সংসারানাদিতাম্ অন্তরেণ স্যাৎ, তথা চ সিদ্ধং নঃ সমীহিতম্ ইত্যাহ—"বিক্ষেপে"তি। বিভ্রমসংস্কারস্য ভ্রমসাপেক্ষত্বাৎ ন স্বত এব বৈষম্যহেতুত্বং বিভ্রমশ্চ ন কেবলঃ বৈষম্যহেতুঃ অপিতু রাগাদীন্ জনয়িত্বা তৎসহিতঃ। তথা চ বিভ্রমঃ রাগাদিসহিতঃ শরীরাৎ শরীরং কর্ম্মণঃ কর্ম্ম রাগদ্বেষাভ্যাং তৌ চ মোহসংজ্ঞাৎ বিভ্রমাৎ স চ শরীরাৎ উদেতি ইতি চক্রকভ্রমণম্ অনাদিতা এব সমাদধাতি ইত্যর্থঃ। অবঘাতনিষ্পন্নান্ তুষান্ পুরোডাশকপালেন উপবপতি বিগময়তি ইত্যত্র অবঘাতসময়ে কপালেষু পুরোডাশশ্রপণাভাবাৎ ভবিষ্যচ্ছ্রপণম্ অপেক্ষ্য কপালানাং পুরোডাশসম্বন্ধকীর্ত্তনম্।৩৬ ইতি দ্বাদশং বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণম্।১২

ভামতীর অনুবাদ।

অনাদিত্বাৎ এই হেতুটি সিদ্ধবস্তুর মত বলা হইয়াছে, তাহাকে সাধন করিবার জন্য **"উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ"** এই সূত্রটি। পুণ্যকর্ম্ম বা পাপকর্ম্ম না করিলেও যদি তাহার ফল সুখ ও দুঃখ, তাহার ভোগকর্ত্তা জীবে আসিয়া পড়ে; তাহা হইলে বিধিশাস্ত্র ও নিষেধশাস্ত্র অনর্থক হইয়া পড়িবে; কারণ, বিহিত কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবে না এবং নিষিদ্ধ কার্য্য হইতে নিবৃত্তিও হইবে না, অর্থাৎ বিহিত কার্য্য না করিয়াও সুখ হইলে যজ্ঞাদি কার্য্য করিবার প্রয়োজন হইবে না, আর নিষিদ্ধ কার্য্য না করিয়াও দুঃখ হইলে নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইবার প্রয়োজন হইবে না। আর মোক্ষশাস্ত্র অনর্থক হইয়া যায়, ইহা ভাষ্যকারই বলিয়াছেন। আর লয়রূপ অবিদ্যাকে অভিপ্রায় করিয়া অর্থাৎ লক্ষ্য করিয়া ভাষ্যকার **"ন চ অবিদ্যা কেবলা"** এই গ্রন্থ বলিয়াছেন। কিন্তু বিক্ষেপরূপ অবিদ্যাসংস্কার কার্য্যপদার্থ বলিয়া স্বোৎপত্তিতে অর্থাৎ নিজের উৎপত্তি-বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তিবিক্ষেপের অপেক্ষা করে আর বিক্ষেপপদার্থটি মিথ্যাপ্রত্যয়বিশেষ, তাহার অপর নাম মোহ; তাহা পুণ্যপাপ প্রবৃত্তির হেতুভূত রাগ ও দ্বেষের নিদান অর্থাৎ কারণ। আর নিজ কার্য্য রাগদ্বেষের সহিত মোহ সুখদুঃখভোগের আয়তন অর্থাৎ অবলম্বন শরীর ব্যতীত সম্ভব হয় না। আর রাগদ্বেষ ব্যতীত কর্ম্ম হয় না। আর ভোগের সহিত মোহ ব্যতীত রাগদ্বেষ হয় না। আর পূর্ব্ব শরীর ব্যতীত মোহাদি হয় না। এইরূপে মোহাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব শরীরকে অপেক্ষা করে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মোহাদিকে অপেক্ষা করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব শরীর হয়; অতএব এ বিষয়ে ভগবতী অনাদিতাই আমাদের চিত্তকে অনাকুলিত করে; অর্থাৎ সৃষ্টিবৈষম্য-বিষয়ক অন্যোন্যাশ্রয়রূপ তর্কদোষ হইতে উদ্ধার করে। সেইজন্য ভাষ্যকার **"রাগাদিক্লেশবাসনাক্ষিপ্তকর্ম্মাপেক্ষা তু অবিদ্যা বৈষম্যকরী স্যাৎ"** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। রাগাদি শব্দের অর্থ—রাগ দ্বেষ ও মোহ; কারণ, তাহারাই পুরুষকে সংসারদুঃখ অনুভব করাইয়া ক্লেশ দেয়, এইজন্য তাহারা ক্লেশপদবাচ্য হয়। তাহাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুকূল যে বাসনা, সেই বাসনাসমূহদ্বারা আক্ষিপ্ত অর্থাৎ প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ আরব্ধ যে কর্ম্মসমূহ, তাহাদিগকেই লয়রূপা অবিদ্যা অপেক্ষা করে।

আচ্ছা, ভবিষ্যৎ বস্তুদ্বারাও ত ব্যপদেশ দেখা যায়, অর্থাৎ ব্যবহার হইতে দেখা যায়, যেমন—

"পুরোডাশকপালেন তুষান্ উপবপতি"

অর্থাৎ পুরোডাশকপালদ্বারা তুষ অপনোদন করিবে। এখানে, পরে করা হইবে যে কপালে পুরোডাশ-শ্রপণ, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। এইজন্য **"ন চ ধারয়িষ্যতি ইত্যতঃ"** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। অতএব এইরূপে সংসারের অনাদিত্ব সিদ্ধ হইলে,

"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছাঃ উঃ ৬।২।১)

অর্থাৎ হে সৌম্য শ্বেতকেতু! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল—এই শ্রুতি সৃষ্টির পূর্ব্বে যে অবিভাগের কথা বলিয়াছেন, তাহা সমুদাচরদ্রূপরাগাদিনিষেধপর, অর্থাৎ স্পষ্টরূপরাগাদি ছিল না

(ঈশ্বরে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই)

[উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ।৩৬] [সিঃ সূঃ]

ভামতীর অনুবাদ।

এই অভিপ্রায়ে কথিত। কিন্তু ইহা প্রসুপ্ত অর্থাৎ অতিসূক্ষ্মভাবে অবস্থিত রাগাদিকে নিষেধ করিবার অভিপ্রায়ে নহে। এইরূপে সমস্তই অবদাত অর্থাৎ পরিষ্কার করা হইল।৩৬। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যনামক দ্বাদশ অধিকরণ সমাপ্ত হইল।১২

দ্বাদশ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

ব্রহ্মকে জগৎ কারণ বলিলে বিচিত্র জীবসৃষ্টিনিবন্ধন তাঁহাতে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য দোষ উপস্থিত হয়। এই অধিকরণে তাহাই নিরাকৃত হইয়াছে। ইহাতে তিনটী সূত্র আছে। এবং সে তিনটাই সিদ্ধান্ত সূত্র ; যথা—

১। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথা হি দর্শয়তি।৩৪

২। ন কর্ম্মাবিভাগাৎ ইতি চেৎ ন অনাদিত্বাৎ।৩৫

৩। উপপদ্যতে চ অপি উপলভ্যতে চ।৩৬

প্রথম সূত্রে বলা হইল—ব্রহ্ম যদি মনুষ্যাদি প্রাণী ও জগৎ সকলের সৃষ্টিকর্ত্তৃ হন, তাহা হইলে তাহাতে বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ হয়, এজন্য বলা হইল—না, তাহা হয় না, কারণ ঈশ্বর জীবের কর্ম্ম অপেক্ষা করেন।

দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইল—যদি বল তাহা হইতে পারে না, কারণ, সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্মের বিভাগ থাকে না, তাহা হইলে বলিব—না, তাহা হইতে পারে না, কারণ, কর্ম্ম ও সৃষ্টি উভয়ই অনাদি।

তৃতীয় সূত্রে বলা হইল—কর্ম্ম যে অনাদি, তাহার যুক্তি এবং শ্রুতি উভয় প্রমাণই আছে। অতএব জগৎকারণ ব্রহ্মে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য দোষ হইতে পারে না।

ইহার অবয়বগুলি এই—

১। **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ

শাস্ত্রসঙ্গতি— "

অধ্যায়সঙ্গতি— "

পাদসঙ্গতি— "

অধিকরণ সঙ্গতি—আক্ষেপ অর্থাৎ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে স্বতন্ত্র ঈশ্বর লীলাবশতঃ জগৎ সৃষ্টি করেন, তাহাতে বলিতেছেন যে লীলাই হইতে পারে না, কেননা যিনি জীবের পুণ্যপাপের অপেক্ষা করিয়া তদনুসারে উত্তম অধম প্রাণী সৃষ্টি করেন, তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না ; কারণ, তাঁহাকে পুণ্য ও পাপের অপেক্ষা করিতে হইল। আর যদি তিনি পুণ্য পাপের অপেক্ষা না করেন, তাহা হইলে পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। এই আক্ষেপ বশতঃ এই অধিকরণ আরম্ভ করা হইতেছে বলিয়া ইহাতে আক্ষেপ সঙ্গতি থাকিল।

২। **বিষয়**—ব্রহ্ম লীলাবশতঃ জগৎ সৃষ্টি করেন এই বেদান্তসমন্বয়টি বিষয়—

৩। **সংশয়**—যিনি উচ্চনীচরূপ বিষম সৃষ্টি করেন, তিনি নিন্দনীয়, এই যুক্তিদ্বারা উক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হয় কি না ? ইহা সংশয়।

৪। **পূর্ব্বপক্ষ**—অনিন্দনীয় ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন ; কারণ, তিনি জীবগণের কর্ম্ম অপেক্ষা করিয়া তদনুসারে উত্তম অধম প্রাণী সৃষ্টি করেন ; যিনি ঈশ্বর হন, তিনি অপরের অপেক্ষা করেন না, তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না, আর যদি তিনি কর্ম্মের অপেক্ষা না করেন, তাহা হইলে তিনি বিনা কারণে উত্তম প্রাণী সৃষ্টি করিয়া পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন, ইহা ত অনিন্দনীয় ঈশ্বরের পক্ষে উচিত নহে। আরও—

"ধর্ম্মাধর্ম্মৌ জনৈরীশঃ কারয়িত্বা তয়োঃ ফলে।
সুখদুঃখে সৃজন্ রাগদ্বেষী সংহারতোঽঘৃণঃ" ॥

অর্থাৎ যদি বল ঈশ্বর জীবগণকে পুণ্য ও পাপ করাইয়া, সেই পুণ্যপাপ অনুসারে উত্তম ও অধম প্রাণীকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে সুখী ও দুঃখী করিতেছেন। তাহা হইলে জীবের পুণ্যপাপও ঈশ্বরাধীন বলিয়া কোন ব্যক্তিকে পুণ্য করাইয়া সুখী করেন, আর কোন ব্যক্তিকে পাপ করাইয়া দুঃখী করেন, ইহাতেও ত তিনি পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। আর

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণং নাম

ত্রয়োদশম্ অধিকরণম্।

(ব্রহ্মে সকল কারণধর্ম্মের উপপত্তি)

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ।৩৭　[সিঃ সূঃ]

দ্বাদশ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

প্রলয়কালে নিজেরই সৃষ্ট প্রাণিগণকে সংহার করেন, অতএব তিনি অতিশয় নিষ্ঠুর হইয়া পড়িলেন। অতএব ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ইহা অসঙ্গত হইল।

৫। **সিদ্ধান্ত—**

বিষমং সৃজতীশ্বরো জগৎ ন চ রাগাদ্যভিভূত ইত্যপি।
শ্রবণাৎ অধুনা ক্রিয়া নরৈঃ স হি পূর্ব্বক্রিয়য়ৈব কারয়েৎ॥

অর্থাৎ "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, ঈশ্বর উচ্চনীচরূপ বিষম জগৎ সৃষ্টি করেন, অথচ তিনি রাগদ্বেষের অধীন নহেন; কারণ, তিনি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম অনুসারেই জীবগণকে বর্ত্তমান জীবনে কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্ম পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে জীবগণকে শুভাশুভ কর্ম্ম করাইয়া সুখী ও দুঃখী করেন বলিয়া তিনি পক্ষপাতী বা নিন্দনীয় হন না। আর যদি তিনি বিষম সৃষ্টি করেন বলিয়া পক্ষপাতী এইরূপ অনুমান করেন, তাহা হইলে তাহা "নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা বাধিত হইবে। আর যদি তিনি নিরবদ্য অর্থাৎ নির্দ্দোষ বলিয়া বিষম সৃষ্টি করেন না, এইরূপ অনুমান করা হয়, তাহাও "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি সৃষ্টি শ্রুতিদ্বারা বাধিত হয়। আর প্রলয়কালে সকলের সংহার করেন বলিয়া তিনি নিষ্ঠুর হন, ইহাও বলিতে পার না; কারণ, প্রলয়কাল সকল কর্ম্মেরই বৃত্তিনাশ হইবার সময়। আর জীবগণের কর্ম্ম অনুসারে সৃষ্টি ও প্রলয় করেন বলিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ স্বাধীনতার কোন ব্যাঘাত হয় না। কারণ, ভৃত্যের কর্ম্ম অনুসারে উত্তম অধম বেতন দিলে তাহাতে প্রভুর স্বাধীনতা ভঙ্গ হয় না। অতএব সমস্ত বিশদ হইল, অর্থাৎ স্বাধীন ঈশ্বর জীবের শুভাশুভ কর্ম্ম অনুসারে জগৎ সৃষ্টি করেন—ইহা স্থির হইল।

৬। **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে স্মৃতিবিরোধে সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তপক্ষে স্মৃতির অবিরোধে সমন্বয় সিদ্ধ।

এই দ্বাদশ অধিকরণের বিষয়টী ভারতীতীর্থ মুনি অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন, যথা—

বৈষম্যাদ্যাপতেৎ নো বা সুখদুঃখে নৃভেদতঃ।
সৃজন্ বিষম ঈশঃ স্যান্নির্ঘৃণশ্চোপসংহরন্॥
প্রাণ্যনুষ্ঠিতধর্ম্মাদিমপেক্ষ্যেশঃ প্রবর্ত্ততে।
নাতো বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে সংসারস্তু ন চাদিমান্॥

অন্বয়—বৈষম্যাদি আপতেৎ নো বা, ঈশঃ নৃভেদতঃ, সুখদুঃখে সৃজন্ বিষমঃ, চ উপসংহরন্ নির্ঘৃণঃ স্যাৎ। প্রাণ্যনুষ্ঠিতধর্ম্মাদিম্ অপেক্ষ্য ঈশঃ প্রবর্ত্ততে, অতঃ ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে, সংসারঃ তু আদিমান্ ন চ।

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ।৩৭ *

চেতনং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং প্রকৃতিশ্চ ইতি অস্মিন্ অবধারিতে বেদার্থে পরৈঃ উপক্ষিপ্তান্ বিলক্ষণত্বাদীন্ দোষান্ পর্য্যহার্ষীৎ আচার্য্যঃ। ইদানীং পরপক্ষপ্রতিষেধ-প্রধানং প্রকরণং প্রারিপ্সমানঃ স্বপক্ষপরিগ্রহপ্রধানং প্রকরণম্ উপসংহরতি। যস্মাৎ অস্মিন্ ব্রহ্মণি কারণে পরিগৃহ্যমাণে প্রদর্শিতেন প্রকারেণ সর্ব্বে কারণধর্ম্মা উপপদ্যন্তে—"সর্ব্বজ্ঞং

* এই সূত্রে প্রথমান্ত পদ নাই, অথচ পৃথক্ অধিকরণ করা হইয়াছে। নিম্বার্ক রামানুজ ইহাকে পূর্ব্বাধিকরণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু মাধ্ব, বল্লভ ও ভাস্কর ভাষ্যে ইহাকে পৃথক্ অধিকরণ করিয়াছেন। শাঙ্করমতে স্বপক্ষ সমর্থনে ইহার যুক্তি এই যে, ইহার পূর্ব্ব সূত্রে অপি ও দুইটী "চ"কার দিয়া সূত্রটী সমাপ্ত হইয়াছে। দুইটী একার্থক শব্দ সমাপ্তিসূচক। অতএব এই সূত্রে প্রথমান্ত পদের অধ্যাহার করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ইহা এই পাদের শেষ সূত্র। এই পাদটী স্বপক্ষস্থাপন পাদ। এজন্য ইহার উপসংহার আবশ্যক, আর তজ্জন্য "ব্রহ্ম জগৎকারণং" এইরূপ প্রথমান্তপদ অধ্যাহার হইবে। আর এই পাদের সমুদায় অধিকরণ ফলভেদ একই প্রকার বলিয়া ইহার উপসংহারও প্রয়োজন। বস্তুতঃ তদনুরোধেই ইহা পৃথক্ অধিকরণ হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদ পরপক্ষখণ্ডন পাদ বলিয়া তথায় উপসংহার নিষ্প্রয়োজন এবং তাহা নাইও।

(ব্রহ্মে সকল ধর্ম্মের উপপত্তি)

[সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ।৩৭] [সিঃ সূঃ]

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ব্বশক্তি মহামায়ং চ ব্রহ্ম" ইতি। তস্মাৎ অনতিশঙ্কনীয়ম্ ইদম্ ঔপনিষদং দর্শনম্।৩৭ ইতি ত্রয়োদশং সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণম্।১৩

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্‌গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-পূজ্যপাদকৃতৌ শ্রীমচ্ছারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—ব্রহ্ম নির্গুণ বলিয়া তিনি জগৎকারণ হইতে পারেন না, এরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে; কারণ, জগৎকারণত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব প্রভৃতি গুণসকল একমাত্র ব্রহ্মেই সঙ্গত হয়। অতএব ব্রহ্মই জগৎকারণ।

ভাষ্যার্থ—চেতন ব্রহ্ম জগতের কারণ অর্থাৎ নিমিত্তকারণ এবং প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ—এই প্রথমাধ্যায়ে অবধারিত বেদার্থে পরকর্ত্তৃক অর্থাৎ সাংখ্যাচার্য্যপ্রভৃতি অপর আচার্য্যগণকর্ত্তৃক উপক্ষিপ্ত যে বিলক্ষণত্বাদি দোষসমূহ, অর্থাৎ ব্রহ্ম জগৎ অপেক্ষা বিলক্ষণ বলিয়া যে সকল দোষের আরোপ করিয়াছিলেন, আমাদের আচার্য্য ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহাদের সে সকল দোষ পরিহার করিলেন। এক্ষণে পরপক্ষ প্রতিষেধপ্রধান প্রকরণ, অর্থাৎ প্রধানভাবে পরমত খণ্ডন করা হইবে যে প্রকরণে সেই প্রকরণ, অর্থাৎ দ্বিতীয়পাদ প্রারিপ্সমান হইয়া অর্থাৎ আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিয়া স্বপক্ষপরিগ্রহপ্রধান প্রকরণ, অর্থাৎ যে প্রকরণে প্রধানভাবে নিজমত স্থাপন করিয়াছেন, সেই প্রকরণরূপ এই প্রথমপাদ উপসংহার অর্থাৎ সমাপ্ত করিতেছেন। যেহেতু ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়া পরিগ্রহ করিলে অর্থাৎ স্বীকার করিলে তাঁহাতে প্রদর্শিতপ্রকারে অর্থাৎ আমরা যে সকল প্রকার দেখাইয়াছি, তাহার দ্বারা **"সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ এবং মহামায়াবী ব্রহ্ম"**, ইত্যাদি কারণধর্ম্ম সকল উপপন্ন হয়, অর্থাৎ সঙ্গত হয়। অতএব এই ঔপনিষদদর্শন অনতিশঙ্কনীয়, অর্থাৎ এই বেদানুসারী দর্শনের উপর অতিশয় আশঙ্কা করা উচিত নহে।৩৭ ইহাই হইল সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তিনামক ত্রয়োদশ অধিকরণ।

ইতি শ্রীচারুকৃষ্ণ স্মৃতিতর্কবেদান্ততীর্থকৃত শ্রীমচ্ছারীরকভাষ্য দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদের ভাষাব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হইল।

ভামতী।

অত্র "সর্ব্বজ্ঞম্" ইতি দৃশ্যতে সর্ব্বস্য চেতনাধিষ্ঠিতস্য এব লোকে প্রবৃত্তিঃ ইতি লোকানুসারঃ দর্শিতঃ। "সর্ব্বশক্তি" ইতি সর্ব্বস্য জগত উপাদানকারণং নিমিত্তকারণং চ ইতি উপপাদিতম্। "মহামায়ম্" ইতি সর্ব্বানুপপত্তিশঙ্কা পরাস্তা। তস্মাৎ জগৎকারণং ব্রহ্ম ইতি সিদ্ধম্।৩৭ ইতি ত্রয়োদশং সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণম্।১৩

ইতি শ্রীমদ্‌বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে ভগবৎপাদশারীরকভাষ্যবিভাগে
ভামত্যাং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

নির্গুণব্রহ্মণো জগদুপাদানত্ববাদিসমন্বয়স্য যৎ নির্গুণং ন তৎ উপাদানং গন্ধ ইব ইতি ন্যায়বিরোধসন্দেহে ভবতু বিষমস্রষ্টৃত্বং পক্ষপাতেন অব্যাপ্তম্ অনেকান্তম্। সাধোন তু সগুণত্বে উপাদানত্বম্ ইতি প্রাপ্তে বিবর্ত্তাধিষ্ঠানত্বম্ ইহ উপাদানত্বম্। তচ্চ নির্গুণেঽপি অবিরুদ্ধম্, জাত্যাদৌ অনিত্যত্বাদ্যারোপোপলব্ধেঃ ইতি সিদ্ধান্তঃ। ভাষ্যকারেণ সৌত্রীঃ সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তিঃ ব্যাকুর্ব্বতা সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ঃ কারণধর্ম্মা ব্রহ্মণি অপি উপপদ্যন্তে ইত্যুক্তম্, তদযুক্তমিব, ন হি এতে লোকে কস্যচিৎ কারণস্য ধর্ম্মা দৃশ্যন্তে, অত আহ—"অত্রে"তি। জড়প্রেরকত্বং কুলালাদৌ দৃষ্টং, ব্রহ্মণি অপি নিয়ন্তরি তেন ভাব্যম্। তস্য সর্ব্বপ্রেরকত্বস্য শ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধিঃ। এবং সর্ব্বশক্তিত্বাদৌ যোজ্যম্। সর্ব্বশক্তিত্বেন উপাদানকারণত্বম্ উপপাদিতম্। সর্ব্বজ্ঞত্বেন নিমিত্তকারণং চ ইতি উপপাদিতম্ ইত্যর্থঃ। মহামায়াবিষয়ীকৃতত্বেন নির্গুণত্বাদিপ্রযুক্তসর্ব্বানুপপত্তিশঙ্কা অপাস্তা ইত্যর্থঃ।৩৭ ইতি ত্রয়োদশং সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণম্।১৩

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদনুভবানন্দপূজ্যপাদশিষ্য-শ্রীমদ্‌ব্যাসাশ্রমাপরনাম
ভগবদমলানন্দবিরচিতে বেদান্তকল্পতরৌ
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

এই ভাষ্যে "চেতন পুরুষকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ অবলম্বিত অচেতন সকলের প্রবৃত্তি হইতে লোকে দেখা যায়—এই" লৌকিকব্যবহার **"সর্ব্বজ্ঞ"** পদের দ্বারা দেখান হইয়াছে। **"সর্ব্বশক্তি"** এই পদের দ্বারা ব্রহ্ম সর্ব্ব জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ—ইহা দেখান হইয়াছে। **"মহামায়ম্"** এই শব্দদ্বারা

(ব্রহ্মে সকল ধর্ম্মের উপপত্তি)

[সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ।৩৭]   [সিঃ সূঃ]

ভামতীর অনুবাদ।

সর্ব্বপ্রকার অনুপপত্তিশঙ্কা পরাস্ত করা হইয়াছে, অর্থাৎ অসঙ্গত বলিয়া যত আশঙ্কা হইতে পারে, সেই সকলই নিরাস করা হইয়াছে।৩৭। ইহাই হইল সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণ নামক ত্রয়োদশ অধিকরণ।

ইতি শ্রীচারুকৃষ্ণ স্মৃতিতর্কবেদান্ততীর্থকৃত শ্রীমচ্ছারীরকভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদ ভামতীর ভাষাব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হইল।

ত্রয়োদশ অধিকরণের তাৎপর্য্য।

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণ নামক এই ত্রয়োদশ অধিকরণে একটীমাত্র সূত্র আছে। ইহার অর্থ—জগৎকারণ ব্রহ্মে সর্ব্বধর্ম্মের উপপত্তি হয়। ইহার অবয়বগুলি এই—

১। **সঙ্গতি**—শ্রুতিসঙ্গতি—পূর্ব্ববৎ
শাস্ত্রসঙ্গতি— „
অধ্যায়সঙ্গতি— „
পাদসঙ্গতি— „
অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীবগণের কর্ম্মানুসারে ঈশ্বর বিষম জগৎ সৃষ্টি করেন। কিন্তু ব্রহ্মের কোন গুণ না থাকায় তিনি জগতের উপাদানকারণ হইতে পারেন না। এই আক্ষেপসঙ্গতিবশতঃ এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন। অতএব এখানে আক্ষেপসঙ্গতি জানিতে হইবে।

২। **বিষয়**—ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন—এই বেদান্তসমন্বয়টি বিষয়।

৩। **সংশয়**—যিনি নির্গুণ তিনি উপাদানকারণ হন না। যথা—গন্ধ—এই যুক্তিদ্বারা উক্ত সমন্বয় বিরুদ্ধ হয় কিনা? ইহা সংশয়।

৪। **পূর্ব্বপক্ষ**—উক্ত যুক্তি অনুসারে নির্গুণ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ নহেন—ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

৫। **সিদ্ধান্ত**—

ভ্রমাধিষ্ঠানতোঽস্মাভিঃ প্রকৃতিত্বম্ উপেয়তে।
নির্গুণেঽপ্যস্তি জাত্যাদৌ সেতি সব্যভিচারিতা॥

অর্থাৎ যাহা নির্গুণ তাহা উপাদানকারণ নহে—এই ব্যাপ্তিতে পরিণামের উপাদানত্বাভাব সাধ্য হইবে? না বিবর্ত্তের উপাদানত্বাভাব সাধ্য হইবে? যদি বল—পরিণামের উপাদানত্বাভাবই সাধ্য, তাহা হইলে ইহাতে আমার আপত্তি নাই। আর যদি বল—বিবর্ত্তোপাদানত্বাভাবই সাধ্য, তাহা হইলে জাতি প্রভৃতি নির্গুণ বস্তুতে অনিত্যত্বের আরোপ হইতে দেখা যায় বলিয়া ঐ নিয়মে ব্যভিচার হইল। অতএব ব্রহ্ম ভ্রমের অধিষ্ঠান বলিয়া আমরা তাঁহাকে জগতের উপাদানকারণ বলিয়া স্বীকার করি। কারণ, মৃত্তিকাদিরও বাস্তবিক পরিণাম হয় না, মৃত্তিকাপরিণাম ঘটাদির সত্ত্ব ও অসত্ত্বের স্বরূপ ও ধর্ম্মত্বের বিকল্পদ্বারা তাহা যে অনির্ব্বচনীয়—এ কথা আমরা আরম্ভণাধিকরণে বলিয়াছি, অতএব মৃত্তিকাদিও ঘটাদির বিবর্ত্তের উপাদান। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মও জগতের বিবর্ত্তোপাদান—ইহা বিরুদ্ধ নহে। অতএব স্থির হইল যে, ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তোপাদানকারণ—এই বেদান্তসিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। ইতি

৬। **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে স্মৃতিবিরোধে সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তে স্মৃতির অবিরোধে সমন্বয় সিদ্ধ।

এই ত্রয়োদশ অধিকরণের বিষয়টী ভারতীতীর্থ মুনি অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন, তাহা এই—

নাস্তি প্রকৃতিতা যদ্ বা নির্গুণস্যাস্তি নাস্তি সা,
মৃদাদেঃ সগুণস্যৈব প্রকৃতিত্বোপলম্ভনাৎ॥
ভ্রমাধিষ্ঠানতোঽস্মাভিঃ প্রকৃতিত্বমুপেয়তে।
নির্গুণেঽপ্যস্তি জাত্যাদৌ সা ব্রহ্ম প্রকৃতিস্ততঃ॥

অন্বয়—নির্গুণস্য প্রকৃতিতা ন অস্তি, যদ্ বা অস্তি, সা ন অস্তি. সগুণস্য এব মৃদাদেঃ প্রকৃতিত্বোপলম্ভনাৎ। অস্মাভিঃ ভ্রমাধিষ্ঠানতঃ প্রকৃতিত্বম্ উপেয়তে। নির্গুণে জাত্যাদৌ অপি সা অস্তি। ততঃ ব্রহ্ম প্রকৃতিঃ।

ইতি শ্রীচারুকৃষ্ণ স্মৃতিতর্কবেদান্ততীর্থকৃত শ্রীমচ্ছারীরকভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদের অধিকরণতাৎপর্য্যনির্ণয় সম্পূর্ণ হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদের অধিকরণ, পূর্ব্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্তপক্ষ।

	অধিকরণ	পূর্ব্বপক্ষসূত্র	সিদ্ধান্তসূত্র
১।	স্মৃত্যধিকরণ—	স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ	ন অন্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ।১
			ইতরেষাং চ অনুপলব্ধেঃ ।২
২।	যোগপ্রত্যুক্ত্যধিকরণ—		এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ।৩
৩।	ন বিলক্ষণত্বাধিকরণ—	ন বিলক্ষণত্বাৎ অস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ ।৪	
		অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ।৫	
			দৃশ্যতে তু ।৬
		অসৎ ইতি চেৎ	ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ।৭
		অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম্ ।৮	
			ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ।৯
			স্বপক্ষদোষাৎ চ ।১০
		তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি অন্যথানুমেয়মিতি চেৎ	এবমপি অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ।১১
৪।	শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণ—		এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতা ।১২
৫।	ভোক্ত্রাপত্ত্যধিকরণ—	ভোক্ত্রাপত্তেঃ অবিভাগঃ চেৎ	স্যাৎ লোকবৎ ।১৩
৬।	আরম্ভণাধিকরণ—		তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ।১৪
			ভাবে চ পলব্ধেঃ ।১৫
			সত্বাৎ চ অবরস্য ।১৬
		অসদ্ব্যপদেশাৎ ন ইতি চেৎ	ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ । ১৭
			যুক্তেঃ শব্দান্তরাৎ চ ।১৮
			পটবৎ চ ।১৯
			যথা চ প্রাণাদি ।২০
৭।	ইতরব্যপদেশাধিকরণ—	ইতরব্যপদেশাৎ হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ।২১	
			অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ।২২
			অশ্মাদিবৎ চ তদনুপপত্তিঃ ।২৩
৮।	উপসংহারদর্শনাধিকরণ—	উপসংহারদর্শনাৎ ন ইতি চেৎ	ন ক্ষীরবৎ হি ।২৪
			দেবাদিবদপি লোকে ।২৫
৯।	কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণ—	কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ।২৬	
			শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ।২৭
			আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি । ২৮
			স্বপক্ষদোষাৎ চ ।২৯
			সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ।৩০
১০।	সর্ব্বোপেতাধিকরণ—	বিকরণত্বাৎ ন ইতি চেৎ	তৎ উক্তম্ ।৩১
১১।	ন প্রয়োজনবত্বাধিকরণ—	ন প্রয়োজনবত্বাৎ ।৩২	
			লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্ ।৩৩
			বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ।৩৪
১২।	বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাধিকরণ—	ন কর্ম্মাবিভাগাৎ ইতি চেৎ	ন অনাদিত্বাৎ ।৩৫
			উপপদ্যতে চাপি উপলভ্যতে চ ।৩৬
১৩।	সর্ব্বধর্ম্মোপপত্ত্যধিকরণ—		সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ।৩৭

ভামতীটীকা

ভামতীপ্রভা।

ওঁ তৎ সৎ ব্রহ্মণে নমঃ।

অমন্দানন্দসন্দোহনিষ্যন্দিপদপঙ্কজম্।
বন্দে বৃন্দাবনানন্দনিদানং নন্দনন্দনম্॥
কালিন্দীপুলিনে মিলৎপরিজনে বৃন্দাবনে পাবনে,
খেলদ্গোকুলসঙ্কুলে ব্রজকুলে ফুল্লৎতমালাকুলে।
ক্রীড়দ্ধীরসমীরনীরমধুরে লীলাধুরীণো হরিঃ,
পায়াৎ তান্ শরণাগতান্ সুনিয়তান্ রাখালরাজোঽনিশম্॥

রমানাথায় গুরবে সদ্বিপ্রকুলকেতবে। সেতবে শাস্ত্রসিন্ধূনাং শ্রেয়সাং হেতবে নমঃ॥
ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় নমো জ্ঞানাকরায় চ। কৃপয়া জ্ঞানদীপোঽয়ং দীপিতো যেন চাক্ষসা॥
শঙ্করায় নমস্তস্মৈ বেদান্তে নিষ্ঠিতায় চ। ভামতীপতয়ে বাচস্পতয়েঽমৃতসেবিনে॥
মাতঃ প্রবোধজননীশ্রুতিবাণি তর্কা মীমাংসিকে কপিলযোগকণাদবাণি।
শান্তস্মৃতে ভবত যূয়মিতঃ সহায়া বাচস্পতের্বচসি যৎ কৃতসাহসোঽহম্॥
তর্কালীঢ়দৃঢ়প্রগাঢ়ধিষণাবিদ্রাবিতান্যায়বিদ্—গোষ্ঠীদুর্গমদুর্গবিক্রমঘটাপঙ্কাম্ববাচস্পতেঃ॥
সেয়ং শাঙ্করভাষ্যরত্নকলনানিলুণ্ঠনাস্ফালনা জীয়াৎ বাক্ মিতয়া তয়াঽপাম্বয়া বক্তুং প্রয়াসো মম॥
মিশ্রামিশ্রিতভাষ্যার্থঃ সূত্রার্থোঽপি চ বক্ষ্যতে। যথামতি মতিপ্রীত্যৈ ব্রহ্মামৃতপিপাসুনা॥
শ্রীমতা চারুকৃষ্ণেন কৃষ্ণনিষ্ঠেন ধীমতা। বিপ্রেণ প্রিয়তর্কেণ ক্রিয়তে ভামতীপ্রভা॥
নিত্যানন্দসমুদ্ভাসি সীতারামানুকম্পিতা। তন্বতামিয়মানন্দং বাসন্তীব প্রভা সতাম্॥

"জন্মাদ্যস্য যতঃ" (১।১।২) ইতি উপক্রম্য "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" (১।৪।২৩) ইত্যুপসংহারেণ শুদ্ধে চেতনে ব্রহ্মণি জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানে সর্বেষাং বেদান্তানাং সমন্বয়ঃ ব্যবস্থাপিতঃ।

যদি জগতোঽভিন্ননিমিত্তোপাদানং চেতনং ব্রহ্ম, তর্হি স্মৃতিবিরোধঃ, ন্যায়বিরোধঃ, বেদান্তানাং পরস্পরং বিগানং চ। স্মৃতিষু হি কপিলাদিপ্রবর্ত্তিতাসু প্রধানমেব অচেতনম্ উপাদানকারণং স্মর্যতে, যুক্তিসিদ্ধশ্চায়মেব বাদঃ, যতঃ প্রপঞ্চবিলক্ষণং ব্রহ্ম ন প্রপঞ্চোপাদানতাম্ অর্হতি, কিন্তু তৎসলক্ষণং প্রধানমেব। তদুক্তম্

"বিশুদ্ধং চেতনং ব্রহ্ম জগজ্জড়মশুদ্ধিভাক্। তেন প্রধানসারূপ্যাৎ প্রধানস্যৈব বিক্রিয়া"॥ ইতি।

"কারণগুণাত্মকত্বাৎ কার্যস্যাব্যক্তমপি সিদ্ধম্" ইতি চ। সতি চৈবং "প্রকৃতিশ্চ" ইতি সূত্রসিদ্ধে অভিন্ননিমিত্তোপাদান এব যদি উপনিষদাং তাৎপর্যাং, তর্হি প্রধানবাদ এব তৎপর্যাবসানম্। তদপি হি সত্ত্বগুণাশ্রয়ত্বেন জ্ঞানশক্তিমত্ত্বাৎ নিমিত্তং, প্রপঞ্চাকারেণ পরিণমমানত্বাৎ উপাদানং চ ভবতি, ততশ্চ ন অভিন্ননিমিত্তোপাদানতা ব্রহ্মণি সম্ভবতি—ইতি ব্যবস্থাপিতস্য ব্রহ্মণি সমন্বয়স্য আক্ষেপসমাধানাভ্যাং স্থূণানিখননন্যায়েন দৃঢ়ীকরণার্থং দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ প্রবৃত্তঃ। তস্য ইদম্ আদিমং সূত্রম্—

স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাদিতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ।২।১।১

তত্র প্রথমাধ্যায়নিরূপণানন্তরং দ্বিতীয়াধ্যায়নিরূপণে "শাস্ত্রে নাসঙ্গতং ব্রূয়াৎ" ইতি নিয়মাৎ কাচিৎ সঙ্গতিঃ অবশ্যম্ অত্র প্রদর্শনীয়া, ইতি তদর্থং সুখাববোধার্থং চ **"প্রথমেঽধ্যায়ে"** ইত্যাদিনা সংক্ষেপেণ বৃত্তবর্ণনং ভাষ্যে, ইত্যাহটীকায়াং **বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণয়োঃ** ইতি। 'বৃত্তঃ' ব্যাখ্যাতঃ, সমন্বয়াধ্যায় ইতি যাবৎ। 'বর্ত্তিষ্যমাণঃ' ব্যাখ্যাস্যমানঃ, অবিরোধাধ্যায় ইতি যাবৎ। অবিজ্ঞাতবিষয়স্য বিচারাসম্ভবাৎ বিষয়সিদ্ধ্যনন্তরং বিষয়িণোঽস্য আরম্ভঃ ইতি সিদ্ধম্ অনয়োঃ পৌর্ব্বাপর্যাম্। 'বিষয়ঃ' সমন্বয়ঃ। 'বিষয়ী' অবিরোধঃ। **সমন্বয়বিরোধপরিহার-লক্ষণয়োঃ** ইতি। 'সমন্বয়ঃ' সম্যক্সম্বন্ধঃ, সাক্ষাৎপরম্পরয়া বা ব্রহ্মণি এব বেদান্তানাম্ তাৎপর্যাবত্ত্বাৎ তত্রৈব তেষাং সমন্বয়ঃ। 'বিরোধঃ' নাম উক্তবৈপরীত্যসাধকহেতূপন্যাসেন উক্তাক্ষেপঃ, 'পরিহারশ্চ' তন্নিরাসঃ। প্রকৃতে চ সমন্বয়াধ্যায়ম্ আশ্রিত্যৈব বিরোধাৎ স এব বিষয়ঃ, দ্বিতীয়াধ্যায়শ্চ তৎপরিহাররূপত্বাৎ বিষয়ী, ইতি অনয়োঃ বিষয়বিষয়িভাবঃ সঙ্গতিরিতি সূচিতম্।

নম্বু 'বৃত্তবর্ত্তিষ্যমাণ'পদং ব্যর্থং, বৃত্তস্য জ্ঞাতত্বাৎ বর্ত্তিষ্যমাণস্য চ স্বয়ং জ্ঞাস্যমানত্বাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য আহ—

সঙ্গতিপ্রদর্শনায় ইতি। সঙ্গতিস্তাবৎ 'অনন্তরাভিধানপ্রযোজকজিজ্ঞাসাজনকজ্ঞানবিষয়োঽর্থঃ'। ইতি অনুমিতিদীধিতৌ গৌড়দেশমণিঃ শিরোমণিঃ। "যন্নিরূপণাব্যবহিতোত্তরনিরূপণপ্রযোজিকা যা জিজ্ঞাসা তজ্জনকজ্ঞানবিষয়ীভূতো যো ধর্ম্মঃ স তন্নিরূপিতসঙ্গতিঃ ইত্যর্থঃ" ইতি তট্টীকাকৃতঃ। সা চ ন্যায়মতে ষড়্বিধা। তদুক্তম্—

"সপ্রসঙ্গ উপোদ্ঘাতো হেতুতাবসরস্তথা। নির্ব্বাহকৈক্যকার্য্যৈক্যে যোঢ়া সঙ্গতিরিষ্যতে" ॥ ইতি।

ব্রহ্মসূত্রে তু উক্তবিধসঙ্গত্যপেক্ষিতানন্তর্য্যার্থং নড়থা উপাদীয়ন্তে, শ্রুতিশাস্ত্রাধ্যায়পাদাধিকরণসূত্রভেদাৎ। অধ্যায়াদীনাম্ অবান্তরসঙ্গতিশ্চ আক্ষেপাদিভেদেন বহুধা উচ্যমানাঽপি যথাযথম্ উক্তপ্রকারেষু এব অন্তর্ভবতি। সা চ ন্যায়াধিকরণমালায়াং দ্রষ্টব্যা। সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা শ্রুতিব্যাখ্যানরূপত্বাৎ, সর্ব্বশ্রুতীনাম্ ব্রহ্মণি এব পরমতাৎপর্য্যবত্ত্বেন ব্রহ্মবিচারাত্মকত্বাচ্চ, শাস্ত্রেঽস্মিন্ সর্ব্বেষু সূত্রেষু বর্ত্তেতে শ্রুতিশাস্ত্রয়োঃ সঙ্গতী। অধ্যায়পাদাধিকরণসূত্রসঙ্গতয়শ্চ ক্রমেণ পূর্ব্বপূর্ব্বব্যাপ্যভূতাঃ। অধ্যায়চতুষ্টয়াত্মকেঽস্মিন্ শাস্ত্রে প্রথমস্তাবৎ সমন্বয়ঃ, দ্বিতীয়োঽবিরোধঃ, তৃতীয়ঃ সাধনম্, চতুর্থঃ ফলম্। প্রকৃতপাদশ্চ স্বমতব্যবস্থাপনাত্মকঃ, অত্র অধিকরণানি সন্তি ত্রয়োদশ, সূত্রাণি চ সপ্তত্রিংশৎ, ইতি সংক্ষেপঃ। অধ্যায়াশ্চ প্রত্যেকং চতুষ্পাদাত্মকাঃ, পাদাশ্চ প্রত্যেকং অধিকরণাখ্যন্যায়সঙ্ঘরূপাঃ, একেন তদধিকেন বা সূত্রেণ রচিতানি চ অধিকরণানি, অধ্যায়েন অধ্যায়স্য, পাদেন পাদস্য, অধিকরণেন চ অধিকরণস্য, অস্তি অবান্তরসঙ্গতিঃ। শ্রৌতসমন্বয়স্য বিরোধপরিহারার্থত্বাৎ অস্তি অত্র পাদে শ্রুতিসঙ্গতিঃ, ব্রহ্মবিচারাত্মকত্বাৎ শাস্ত্রসঙ্গতিঃ, সাংখ্যাদিপ্রত্যুপস্থাপিতবিরোধপরিহারার্থত্বাচ্চ অধ্যায়সঙ্গতিঃ। বিরোধনিরসনেন স্বমতব্যবস্থাপনাত্মকত্বাৎ অস্তি পাদসঙ্গতিঃ সর্ব্বেষু অধিকরণেষু। তথা এতদধিকরণান্তর্গতসূত্রদ্বয়েঽপি অধিকরণসঙ্গতিরিতি বোদ্ধব্যম্, ইতি।

পূর্ব্বাধ্যায়েন সহ এতদধ্যায়স্য বিষয়বিষয়িভাবসঙ্গতিঃ প্রাগুক্তা, সা চ আক্ষেপরূপা। বিষয়বিষয়িভাবঃ প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকভাবঃ। পূর্ব্বস্মিন্ পাদে সাংখ্যীয়প্রধানবিষয়ত্বেন সন্দিহ্যমানাব্যক্তাজাদিশ্রুতিপদানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ো দর্শিতঃ, স চ শিষ্টপরিগৃহীতৰ্তকাবলীঢ়সাংখ্যাদিস্মৃতিভির্বিরোধাৎ অসঙ্গতঃ—ইতি ভবতি স্বাভাবিকী শঙ্কা, তৎপরিহারেণ স্বমতব্যবস্থাপনার্থত্বাৎ এতস্য পাদস্য আক্ষেপসঙ্গতিঃ অতীতেন পাদেন মন্তব্যা। পূর্ব্বাধিকরণে তাবৎ প্রধানবৎ পরমাণ্বাদিবাদাঃ অবৈদিকত্বাৎ বেদবিরোধাচ্চ প্রতিষিদ্ধাঃ, স তু ন যুক্তঃ, শিষ্টপরিগৃহীতনিরবকাশসাংখ্যস্মৃতেঃ অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ,—ইত্যাক্ষেপে তৎপরিহারার্থত্বাৎ এতেন অধিকরণেন সহ পূর্ব্বাধিকরণস্য সঙ্গতিঃ আক্ষেপরূপা বিজ্ঞেয়া ইতি সংক্ষেপঃ। অধিকরণং চ বিষয়াদিপঞ্চকসমুদায়ঃ। যথাহুঃ পূর্ব্বমীমাংসাবিদঃ—

"বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্। নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং মতম্" ॥ ইতি।

তত্র বিষয়ো নাম বিচারার্হবাক্যম্। বিশয়ঃ—অস্য অয়মর্থো ন বা ইতি সংশয়ঃ। পূর্ব্বপক্ষঃ—প্রকৃতার্থবিরোধিতর্কোপন্যাসঃ। উত্তরং—সিদ্ধান্তানুকূলতর্কোপন্যাসঃ। নির্ণয়ঃ—মহাবাক্যার্থতাৎপর্য্যনিশ্চয়ঃ। এবংক্রমেণ বিবেচনম্ অত্র অধিক্রিয়তে ইত্যধিকরণম্। উত্তরমীমাংসারীত্যা তু অধিকরণাঙ্গানি—বিষয়ঃ সন্দেহঃ পূর্ব্বপক্ষঃ সিদ্ধান্তপক্ষঃ সঙ্গতিঃ ফলভেদশ্চ ইতি ষট্।

অত্র জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানে চেতনে ব্রহ্মণি বেদান্তানাং সমন্বয়ো **বিষয়ঃ**, তস্য চ নিরবকাশসাংখ্যস্মৃত্যা বিরোধাৎ সঙ্কোচো ভবতি ন বা ইতি **সংশয়ঃ**, শিষ্টপরিগৃহীতসাংখ্যস্মৃতেঃ অনবকাশানৌচিত্যাৎ ভবতি সঙ্কোচঃ ইতি **পূর্ব্বপক্ষঃ**, সাংখ্যস্মৃত্যাদরে প্রত্যক্ষশ্রুতিমূল মন্বাদিস্মৃতীনাম্ অনবকাশপ্রসঙ্গাৎ তাভিঃ কল্প্যশ্রুতিমূলসাংখ্যস্মৃতেঃ বাধাৎ সমন্বয়স্য ন সঙ্কোচঃ ইতি **সিদ্ধান্তঃ**। পূর্ব্বপক্ষে সমন্বয়াসিদ্ধিঃ ফলং, সিদ্ধান্তে চ তৎসিদ্ধিঃ ইতি **ফলভেদঃ** ইত্যধিকরণনির্ণয়ঃ।

ননু এবমপি সংগ্রহেণ বর্ত্তিষ্যমাণপ্রদর্শনং ব্যর্থং, বিনাপি বর্ত্তিষ্যমাণসংগ্রহণং বৃত্তম্ অসঙ্গতম্ ইতি আক্ষেপপ্রদর্শনমাত্রেণ সঙ্গতিপ্রদর্শনসম্ভবাৎ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—**সুখগ্রহণায় চ** ইতি। **সংক্ষেপতো** হি বর্ত্তিষ্যমাণার্থকথনেন প্রেক্ষাবতাম্ অধ্যয়নে স্বরসপ্রবৃত্তির্ভবিষ্যতি ইতি বর্ত্তিষ্যমাণার্থসংগ্রহণম্ ইতি ভাবঃ। **'অনপেক্ষং'** প্রমাণান্তরানপেক্ষম্, ইতরানপেক্ষপ্রামাণ্যকম্ ইত্যর্থঃ। অনেন চ অনুমানাদিপ্রমাণান্তরাপেক্ষসাংখ্যাদিস্মৃত্যপেক্ষয়া বেদান্তবাক্যপ্রাবল্যং সূচ্যতে। **স্বরসসিদ্ধসমন্বয়লক্ষণস্য** ইতি। স্বং বেদান্তবাক্যং, তস্য রসঃ ইচ্ছা—বাক্যস্য চ তদসম্ভবাৎ তাৎপর্য্যনির্ণায়কষড়্বিধলিঙ্গোপেতত্বম্ অর্থঃ। তথাচ অনপেক্ষং যৎ বেদান্তবাক্যং তস্য স্বরসেন সিদ্ধং যৎ সমন্বয়লক্ষণং তস্য ইত্যর্থঃ। **আক্ষেপসমাধানকরণাদিতি**। 'আক্ষেপঃ' আপত্তিঃ, 'সমাধানং' তৎপরিহারঃ, তৎকরণাদিত্যর্থঃ। 'লক্ষণেন' অধ্যায়েন, 'সম্বন্ধঃ' সঙ্গতিঃ, সমন্বয়লক্ষণস্য ইত্যন্বয়ঃ।

পাদার্থান্ সংক্ষেপেণ আহ—ভাষ্যকারঃ **ইদানীমিতি**। তত্র প্রথমে পাদে তাবৎ কপিলাদিস্মৃতিপ্রাপ্তস্য সমন্বয়লক্ষণবিরোধস্য পরিহারঃ, দ্বিতীয়পাদে কপিলকণাদাদিপ্রতিপাদিতপ্রধানপরমাণ্বাদিবাদানাম্

আগমাদিবিরুদ্ধযুক্তিপূর্ণত্বং প্রদর্শ্য বিরোধপরিহারঃ। তৃতীয়পাদে আকাশাদিসৃষ্টিবাক্যানাং তদ্‌ভোক্তৃজীবাত্মশ্রুতীনাং চ সর্গপ্রলয়ক্রমাদিকথনেন অবিরোধঃ, চতুর্থে চ পাদে প্রাণাদিলিঙ্গশরীরসৃষ্টিবাক্যানাম্ অবিরোধঃ প্রতিপাদ্যতে। তদুক্তং—

দ্বিতীয়ে স্মৃতিতর্কাভ্যামবিরোধোঽন্যদুষ্টতা। ভূতভোক্তৃশ্রুতেলিঙ্গশ্রুতেরপ্যবিরুদ্ধতা॥ ইতি।

নন্বু সাংখ্যাদীনামপি স্মৃত্যাদ্যবলম্বনেন তত্ত্বনির্ণয়ে কথং বেদান্তসিদ্ধ এব সমন্বয়ঃ সমাদরণীয়ঃ, ন সাংখ্যাদিসিদ্ধসমন্বয়ঃ, ইত্যাশঙ্ক্য সাংখ্যাদিস্মৃতীনাং প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধেন স্মৃত্যাভাসত্বং, বেদান্তবাক্যানাং তদনুসারিস্মৃতীনাং চ ন তাদৃকত্বম্ ইতি ন দোষলেশোঽপি ইত্যভিপ্রায়েণাহ ভাষ্যে **স্বপক্ষে স্মৃতিন্যায়বিরোধপরিহারঃ প্রধানাদিবাদানাং চ ন্যায়াভাসোপবৃংহিতত্বম্** ইতি। **স্মৃতিন্যায়বিরোধপরিহার** ইতি। বিরোধস্য পরিহারঃ বিরোধপরিহারঃ, স্মৃতিন্যায়াভ্যাং বিরোধপরিহারঃ স্মৃতিন্যায়বিরোধপরিহারঃ ইতি। স্মৃত্যবলম্বেন ন্যায়াবলম্বেন চ বিরোধঃ স্মৃত্যবলম্বেন ন্যায়াবলম্বেন চ পরিহ্রিয়তে ইতি ভাবঃ।

নন্বু উভয়োরপি স্মৃতিত্বাবিশেষে ন্যায়ত্বাবিশেষে চ বিনিগমনাবিরহঃ ইতি শঙ্কায়াম্ আহ **ন্যায়াভাস** ইতি। "ন্যায়ো নাম প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণম্, প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতম্ অনুমানং, সা অন্বীক্ষা, প্রত্যক্ষাগমাভ্যাম্ ঈক্ষিতস্য অন্বীক্ষণম্ অন্বীক্ষা, তয়া প্রবর্ত্ততে ইত্যান্বীক্ষিকী ন্যায়বিদ্যা ন্যায়শাস্ত্রম্। যৎ পুনরনুমানং প্রত্যক্ষাগমবিরুদ্ধং, ন্যায়াভাসঃ সঃ" ইতি ন্যায়ভাষ্যকৃতঃ। 'প্রমাণৈঃ' সর্ব্বপ্রমাণমূলকৈঃ প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চাবয়বৈঃ, অর্থস্য সাধ্যসাধনস্য হেতোঃ পরীক্ষণং ন্যায়ঃ, তদ্বৎ আভাসন্তে যে তে ন্যায়াভাসাঃ, ন তু বস্তুতো ন্যায়া ইত্যর্থঃ। অথবা নীয়তে প্রাপ্যতে বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিঃ অনেনেতি ন্যায়ঃ, সমস্তরূপোপপন্নলিঙ্গবোধকবাক্যজাতম্ ইত্যর্থঃ। ন্যায়াভাসেতি স্মৃত্যাভাসস্য উপলক্ষণং, প্রধানবাদাদীনাং ন্যায়াঃ স্মৃতয়শ্চ স্ববুদ্ধিপরিকল্পিতত্বাৎ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিনা চ স্বয়ম্ আভাসরূপা, ইতি ন তত্ত্বনির্ণয়ে পর্য্যাপ্তং প্রমাণম্। অনেন চ পূর্ব্বপক্ষযুক্তয়োঽপি সূচ্যন্তে। ব্রহ্মকারণতাপরবেদান্তবাক্যবিরোধাৎ প্রধানপরমাণ্বাদিপ্রতিপাদনপরা ন্যায়া ন্যায়াভাসা ইত্যর্থঃ।

অয়ং ভাবঃ—শ্রুতিতাৎপর্য্যনির্ণয়ার্থং খলু প্রবৃত্তমিদং ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্রং তস্য তাৎপর্য্যং সাংখ্যাদিস্মৃত্যবিরোধেন প্রধানে এব অবধার্য্যতে, ন ব্রহ্মণি, শ্রুতিব্যাখ্যানরূপত্বাৎ স্মৃতীনাম্। "ব্যাখ্যানতো বিশেষপ্রতিপত্তির্নহি সন্দেহাদলক্ষণম্" ইতি ন্যায়েন সন্দিগ্ধে শ্রুত্যর্থে স্মৃত্যনুসারিব্যাখ্যানস্যৈব যুক্তত্বাৎ, শ্রুতিপ্রতিপাদিতে কপিলাদিমহর্ষিপ্রবর্ত্তিতসাংখ্যস্মৃতিসিদ্ধে এবার্থে বেদান্তানাং পর্য্যবসানং, যদি তু মন্বাদিস্মৃতীনাম্ অপি শ্রুতিব্যাখ্যানরূপত্বাৎ তদনুসারিণি অর্থে ব্রহ্মণি অপি তাৎপর্য্যং ন বিরুদ্ধম্ ইতি মন্যতে, এবমপি স্মৃতিদ্বয়বিরোধে প্রাবল্যদৌর্ব্বল্যানির্ণয়াৎ সংশয়ঃ পরং ভবত্যেব, ইতি স্মৃত্যনবকাশাধিকরণং সাবকাশম্ ইতি হৃদয়ম্।

নন্বু শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে স্মৃতেঃ দুর্ব্বলত্বাৎ কথং স্মৃতিবিরোধেন শ্রুতেঃ অন্যথানয়নম্? ইত্যাশঙ্ক্য মন্বাদিস্মৃতীনাং পরোক্ষধর্ম্মবোধনার্থং প্রবৃত্তানাং শ্রুত্যপেক্ষয়া দুর্ব্বলত্বেঽপি, মোক্ষসাধনম্ উপদেষ্টুং প্রবৃত্তানাং সাংখ্যাদিস্মৃতীনাং ন তথা দৌর্ব্বল্যং স্বীকর্ত্তুং শক্যতে। মোক্ষসাধনং হি সাক্ষাৎকারঃ, যুক্তীনাং মননপদবাচ্যানাং তদুপযোগিত্বাৎ সন্নিকর্ষঃ, ইতি স্বয়ং মননেন সাক্ষাৎকৃত্য কপিলাদিভিঃ প্রবর্ত্তিতানাং স্মৃতীনাং শ্রুতিসমানযোগক্ষেমং প্রামাণ্যং স্বীকর্ত্তব্যমিতি স্মৃত্যপেক্ষয়া শ্রুতিপ্রাবল্যব্যবস্থায়াঃ ন সিদ্ধকারণপরস্মৃতিবিষয়ত্বম্, ইতি নিরূপণার্থং ভাষ্যে **স্মৃতিশ্চ তন্ত্রাখ্যা** ইত্যুক্তম্। অপিচ অনন্যপরতর্কানুরোধেন শ্রৌতব্রহ্মাদিপদানাং বৃহত্ত্বগুণসাম্যাৎ প্রধানপরত্বয়ৈব ব্যাখ্যানং যুক্তম্। অত্র তন্ত্রপদেন শ্রুত্যমূলেষু আগমেষু বৌদ্ধাদিপ্রবর্ত্তিতেষু সাংখ্যস্মৃতেরপি প্রবেশঃ ভাষ্যকারবিবক্ষিতঃ, ইতি শঙ্কানিরাকরণার্থং ব্যাচষ্টে—**তন্ত্র্যতে ব্যুৎপাদ্যতে** ইতি। তথাচ তন্ত্রাখ্যাপদেন "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ" (পূঃ মীঃ) ইতি পূর্ব্বতন্ত্রন্যায়েন প্রকৃতাধিকরণস্য গতার্থত্বনিরাসঃ সূচ্যতে। স্পষ্টীকরিষ্যতে চেদম্ অনুপদমেব স্বয়ং ভাষ্যকৃতা। **আদিবিদুষা ইতি**। অনেন কপিলস্য কারণস্বরূপাবধারণং স্ববুদ্ধিমাত্রাপেক্ষং, ন তু পরোপদেশনিবন্ধনম্ ইতি সূচনেন ভগবৎপ্রবর্ত্তিতং বেদবাক্যমিব কপিলপ্রবর্ত্তিতসাংখ্যস্মৃতিরপি স্বতঃপ্রমাণম্ ইতি শ্রুতিসমানযোগক্ষেমং সাংখ্যস্মৃতিপ্রামাণ্যম্ ইতি জ্ঞাপ্যতে।

নন্বু প্রধানাদিপ্রতিপাদনপরা আসুরিপঞ্চশিখাদিপ্রবর্ত্তিতা অন্যা অপি স্মৃতয়ো বর্ত্তন্তে, তাসাং চ সর্ব্বাসাং স্বতন্ত্রতত্তন্মহর্ষিপ্রণীতত্বে আদিবিদ্বত্ত্বং কথং কপিলস্যৈব ইতি নির্দ্ধারয়িতুং শক্যতে, ইত্যাশঙ্ক্যাহ **অন্যাশ্চেতি তদনুসারিণ্যঃ** কপিলপ্রণীতস্মৃতিমূলা ইত্যর্থঃ। তথাচ পঞ্চশিখাদিস্মৃতীনাং কপিলস্মৃতিসাপেক্ষং প্রামাণ্যং, কপিলস্মৃতেস্তু স্বতঃপ্রামাণ্যম্ ইতি ন বিরোধ ইতি ভাবঃ।

অত্রায়ং সূত্রার্থঃ—অতীতাধ্যায়োক্তঃ ব্রহ্মকারণপরঃ সমন্বয়ঃ প্রধানকারণপরসাংখ্যস্মৃত্যা বিরুধ্যতে ন বা ইতি সংশয়ে, ব্রহ্মণো জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বে প্রধানকারণবাদিনী যা পরমর্ষিকপিলপ্রোক্তা সাংখ্যস্মৃতিঃ

তস্যাঃ অনবকাশো বৈয়র্থ্যং, স এব দোষঃ, তৎপ্রসঙ্গঃ, অতঃ **উক্তসমন্বয়ঃ বিরুধ্যতে ইতি** তদনুসারেণৈব বেদান্তাঃ ব্যাখ্যাতব্যাঃ ইতি চেৎ, ইতি পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তমাহ—ন ইতি। **উক্তসমন্বয়ঃ ন বিরুধ্যতে ইত্যর্থঃ।** তত্র হেতুমাহ **অন্যস্মৃত্যেতি**—

"অতশ্চ সংক্ষেপমিদং শৃণুধ্বং, নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণং।
স সর্গকালে চ করোতি সর্ব্বং, সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ॥
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা"। ইত্যাদি

ব্রহ্মকারণবাদিস্মৃতীনাম্ অনবকাশদোষঃ প্রসজ্যেত। তস্মাৎ স্মৃতীনাং পরস্পরবিরোধে বেদানুসারিণী এব স্মৃতিঃ আদরণীয়া, তদ্বিরুদ্ধা তু অপ্রমাণম্ উপজীব্যবিরোধাৎ। অতো বেদবিরুদ্ধসাংখ্যস্মৃত্যা সমন্বয়ো ন বিরুধ্যতে ইত্যর্থঃ। অত্র সূত্রীয়প্রথমান্তপদেন অধিকরণারম্ভঃ সূচ্যতে, প্রথমান্তপদস্য বিধায়কত্বাৎ।

সাংখ্যস্মৃতিস্তাবৎ পরমর্ষিণা আদিবিদুষা সর্ব্বজ্ঞকপিলেন প্রণীতা, কেবলমোক্ষোপায়প্রতিপাদনেন বিষয়ান্তরাভাবাৎ নিরবকাশা, মহর্ষিভিঃ পঞ্চশিখাদিভিঃ সমাদৃতা চেতি সর্ব্বোৎকর্ষপরিবৃংহিতসাংখ্যস্মৃত্যা ব্রহ্মকারণবাদস্য সঙ্কোচোঽস্তু ন বা ইতি সন্দেহে **"যদুক্তং"** ইত্যাদি **"বেদান্তাঃ ব্যাখ্যাতব্যা"** ইত্যন্তভাষ্যস্য আশয়ং বর্ণয়ন্ পূর্ব্বপক্ষম্ আরচয়তি—**ন খলু অমূষামিতি।** তথাহি—

"সঙ্কোচোঽনবকাশেন সাংখ্যেন চ সমন্বয়ে। কার্য্যো ন বেতি সন্দেহে সঙ্কোচঃ কার্য্য এব চ॥
সর্ব্ববিৎকপিলেশৌ হি সাংখ্যবেদপ্রবর্ত্তকৌ। সাংখ্যস্যানবকাশত্বাৎ প্রাবল্যং সাবকাশতঃ"॥ ইতি।

অয়ং ভাবঃ—স্মৃতীনাং হি পরমর্ষিপ্রণীতানাং সর্ব্বাসাং কুত্রচন সার্থক্যম্ অবশ্যং বর্ণনীয়ম্। ন চ যুক্তং সর্ব্বাত্মনা অপ্রামাণ্যং কস্যা অপি স্মৃতের্ব্বক্তুম্। সাংখ্যস্মৃতির্হি প্রকৃতিপুরুষবিবেকং মোক্ষসাধনম্ উপদেষ্টুং প্রবৃত্তা, প্রকৃতিপুরুষবিবেকশ্চ প্রকৃতেরেব কারণত্বং পুরুষস্য তু অসঙ্গত্বম্, ইতি বিবেচনেন ভবতি নান্যথা। সতি চৈবং চৈতন্যস্য অকারণত্বং প্রকৃতেরেব কারণত্বম্, ইতি সাংখ্যসিদ্ধান্ত এব কিম্ উপনিষদাং তাৎপর্য্যং, উত চৈতন্যস্য তত্ত্বে, ইতি বীক্ষায়াং প্রকৃতিকারণত্বপরত্বেঽপি উপনিষদাং সমন্বয়সম্ভবাৎ সাংখ্যবেদান্তোভয়-প্রামাণ্যবাদঃ প্রধানকারণবাদে সম্ভবতি, চৈতন্যকারণবাদে তু বেদান্তমাত্রপ্রামাণ্যবাদঃ, তথাচ সতি শ্রুতিস্মৃত্যুভয়প্রামাণ্যনির্ব্বাহেণ অবাধেন উপপত্তৌ, একতরপ্রামাণ্যবাধকল্পনায়া অন্যায্যত্বাৎ, স্মৃত্যনুসারেণ বেদান্তব্যাখ্যানমেব যুক্তম্ ইতি। অয়মেব হি ন্যায়ঃ মন্বাদীনাং প্রামাণ্যব্যবস্থাপনায়ামপি স্বীক্রিয়তে, অন্যথা মন্বাদিস্মৃতীনাং স্পষ্টং শ্রুতিষু অনুপলভ্যমানপ্রপাতটাকাদিনিরূপণপরাণাম্ প্রামাণ্যম্ অপি ন সিধ্যেৎ, তথাচ যথা মন্বাদিস্মৃতিপ্রামাণ্যনির্ব্বাহার্থং তদবিরোধেন প্রপাদিকর্ত্তব্যতাপরতয়া "যাং জনাঃ প্রতিনন্দন্তি" ইত্যাদি মন্ত্রাণাং মন্বাদিস্মৃতিবৈয়র্থ্যপরিহারার্থং বিবরণং সাধু মন্যতে, এবং সাংখ্যস্মৃত্যবিরোধেন, বেদান্তানাং বিবরণমেব যোগ্যম্ ইতি তু নিষ্কর্ষঃ। অপি চ মন্বাদিস্মৃতয়ো যথা বর্ণাশ্রমাচারাদিপ্রতিপাদনেন সাবকাশাঃ নৈবং সাংখ্যস্মৃতিঃ, তস্যা অপবর্গোপায়প্রতিপাদনমন্তরেণ বস্ত্বন্তরাপ্রতিপাদনাৎ, তস্যাপি অপ্রতিপাদনে সর্ব্বথা আনর্থক্যং প্রসজ্যেত, নচৈতৎ যুক্তং আপ্তবাক্যানাং, "অতঃ সাবকাশনিরবকাশয়োঃ নিরবকাশং বলীয়ঃ" ইতি ন্যায়াৎ বেদান্তবাক্যানামেব কথঞ্চিৎ সঙ্কোচঃ কার্য্য ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। প্রমাণান্তরনিরপেক্ষশ্রুতিবলেন অবধারিতং যৎ ব্রহ্মণো জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বং, তৎ শ্রুতিমুখাবলোকিস্মৃতিবলেন কথং পুনরাক্ষিপ্যতে শ্রুতিস্মৃত্যো-বিরোধে প্রবলতরশ্রুত্যা দুর্ব্বলস্মৃতিবাধস্যৈব যুক্তত্বাদিতি শঙ্কতে ভাষ্যে **কথং পুনঃ** ইতি। টীকায়াং **প্রসাধিতম্** ইতি। **অনপেক্ষণীয়ত্বম্** ইত্যনেন অন্বয়ঃ। **বিরোধে তু** ইতি। প্রত্যক্ষানুমিতশ্রুত্যো মিথো বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকত্বে অনুমিতশ্রুতিপ্রামাণ্যম্ অনপেক্ষং হেয়ম্, অসতি তু বিরোধে শ্রুত্যনুমানদ্বারা স্মৃতিঃ প্রমাণং ভবত্যেব ইতি সূত্রার্থঃ। সামান্যতঃ প্রাপ্তং স্মৃতিপ্রামাণ্যম্ অনেন অপোদ্যতে ইত্যর্থঃ।

তথাহি "ঔদুম্বরীং স্পৃষ্ট্বা উদ্গায়েৎ"দিতি প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরুদ্ধা "সর্ব্বামাবেষ্টয়েত" ইতি স্মৃতিঃ প্রমাণং ন বা ইতি সন্দেহে, বৈদিকৈঃ মন্বাদিভিঃ অভিহিতত্বাৎ তদর্থানুষ্ঠানাচ্চ বেদবিরুদ্ধাপি স্মৃতিঃ শ্রুতিকল্পনয়া "ব্রীহিভি-র্যজেত যবৈর্যজেত" ইত্যুভয়শ্রুতিবৎ প্রমাণং ভবেৎ। বহ্নিপ্রত্যক্ষং যথা বহ্নৌ শৈত্যাভাবং বিষয়ীকরোতি ন তথা প্রত্যক্ষশ্রুতিঃ বিষয়ীকরোতি অনুমেয়শ্রুত্যভাবম্ ইতি বহ্নিপক্ষকশৈত্যানুমানবৎ প্রত্যক্ষশ্রুত্যা অনুমেয়শ্রুতেঃ ন বাধঃ। যৌগপদ্যেন উভয়ানুষ্ঠানম্ অসম্ভবদপি ব্রীহিযবশ্রুতিবৎ প্রত্যক্ষেণাপি স্পর্শবিধিনা সর্ব্ববেষ্টনানুমানং ন বাধ্যতে। অতঃ অনুমানস্য প্রত্যক্ষেণ অবিরোধাৎ বিরুদ্ধানামপি প্রামাণ্যম্ ইতি প্রাপ্তে আহ—

"অপ্রামাণ্যং বিরুদ্ধানামশক্যার্থবিধানতঃ। ঔদুম্বরীং ন শক্নোতি সর্ব্বাং বেষ্টয়িতুং স্পৃশন্॥
বেষ্টিতাং বাঽপি সংস্প্রষ্টুমতোঽন্যোন্যবিরোধতঃ। প্রমেয়াপহ্নুতেরেব বাধঃ স্যাৎ বহ্নিশৈত্যবৎ"॥

অশক্যার্থবিধানত ইতি। সংস্পৃশতা বেষ্টয়িতুম্ অশক্যং, বেষ্টয়তা বা স্প্রষ্টুম্ অশক্যম্, ইতি অশক্যার্থয়োর্বিধানাৎ বিরুদ্ধানাং শ্রুতীনাং ন প্রামাণ্যং, তদেব দর্শয়তি ঔদুম্বরীমিতি, ঔদুম্বরীং স্পৃশন্ সর্ব্বাম্ ঔদুম্বরীং বেষ্টয়িতুং ন শক্নোতি, সর্ব্ববেষ্টিতাম্ ঔদুম্বরীং বা স্প্রষ্টুং ন শক্নোতি ইতি পরস্পরবিরোধেন প্রমেয়াপহারাৎ প্রত্যক্ষশ্রুত্যা অনুমানস্য বাধঃ স্যাদেব, প্রত্যক্ষবহ্ন্যৌষ্ণ্যেন শৈত্যানুমানবাধবৎ ইত্যর্থঃ। স্মৃতিরপি—

"শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী। অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সতা" ॥ ইতি।

উপবর্ণনং ব্যাখ্যানম্। **পূর্ব্বপক্ষী** অধিকরণারম্ভবাদী, পূর্ব্বপক্ষিপক্ষস্থিতঃ সূত্রকারঃ ইতি যাবৎ। **শ্রদ্ধাজড়ান্** ইতি শ্রদ্ধা শাস্ত্রার্থে দৃঢ়প্রত্যয়ঃ "প্রত্যয়ো ধর্ম্মকার্য্যেষু তথা শ্রদ্ধেত্যুদাহৃতা" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তেঃ, যে খলু **স্বতন্ত্রপ্রজ্ঞাঃ** তে স্বয়মেব শ্রুত্যর্থাবধারণেন শ্রুতিষু শ্রদ্ধাবন্তঃ ইতি ন তেষাম্ অয়ম্ আক্ষেপঃ। মন্দমতীনাং তু স্বত্যবষ্টম্ভেন শ্রৌতার্থাবধারণাৎ সাংখ্যাদিস্মৃতিষু চ শ্রদ্ধাতিরেকাৎ তদ্বলেনৈব তে শ্রৌতার্থমবধারয়েয়ুঃ, ন শ্রদ্দধ্যুশ্চ অস্মৎকৃতব্যাখ্যানম্, ইতি তেষাং ভবত্যেব অয়মাক্ষেপঃ, অতঃ তন্নিরাসেন অস্মৎকৃতব্যাখ্যাসু শ্রদ্ধাসম্পাদনার্থং পুনঃ প্রসাধনম্ ইত্যর্থঃ। **আপাতত** ইতি। যথাকথঞ্চিৎ ইত্যর্থঃ। অন্যথা কপিলস্মৃত্যপেক্ষয়া শ্রুত্যর্থাবধারণে "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ" ইতি ন্যায়ো বিরুধ্যেত ইতি ভাবঃ। পরমসাধনং তু বেদো যথা স্বাভাবিকপ্রমাণ্যযাবৎসিদ্ধবস্তুগোচরেশ্বরবুদ্ধিপ্রভবত্বেন প্রমাণং, তথা সাংখ্যস্মৃতিরপি তাদৃশকপিলবুদ্ধিপ্রভবত্বেন তথৈব প্রমাণম্ ইতি তুল্যমনয়োঃ প্রামাণ্যং, পরং স্ফুটতরং প্রধানাদিপ্রতিপাদনপরতয়া অন্যথয়িতুম্ অশক্যত্বেন নিরবকাশত্বং স্মৃতেঃ প্রাবল্যহেতুঃ, অতঃ তদবিরোধেন শ্রুত্যর্থসঙ্কোচ এব ন্যায্য ইতি তদর্থময়মাক্ষেপঃ ইতি আহ—**অয়মস্যাভিসন্ধিঃ** ইতি। হিরবধারণে। তেন ইতি হেতৌ তৃতীয়া, যস্মাৎ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ইতি সূত্রে ব্রহ্মৈব শাস্ত্রকারণম্ উক্তং, তস্মাৎ ইত্যর্থঃ। "**ব্রহ্মপ্রভবঃ**" ইতি বহুব্রীহিঃ, "সন্" ইতি হরিং স্মরন্ মুচ্যতে ইতিবৎ হেতৌ শতুঃ প্রয়োগঃ, তথাচ ভগবান্ পাণিনিঃ "লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ" ইতি। তথাচ যতো ব্রহ্মপ্রভবঃ অতঃ ইত্যর্থঃ। **আজানসিদ্ধা অনাবরণভূতার্থমাত্রগোচরা চ** ইতি বুদ্ধিবিশেষণম্, **আজানসিদ্ধা** স্বাভাবিকী ন তু লৌকিকবুদ্ধিবৎ প্রযত্নসাধ্যা, **অনাবরণেতি** আবরণং অবিদ্যা তদ্রহিতং যৎ ভূতার্থমাত্রং পৃথিব্যাদিযাবৎসিদ্ধবস্তু তদ্গোচরা ইত্যর্থঃ। তথাচ মেদিনী—

"ভূতং ক্ষ্মাদৌ পিশাচাদৌ জন্তৌ ক্লীবং ত্রিষূচিতে। প্রাপ্তে বৃত্তে সমে সত্যে দেবযোন্যন্তরে তু না" ॥ ইতি।
তথা—"অর্থোঽভিধেয়রৈবস্তুপ্রয়োজননিবৃত্তিষু, ইত্যমরঃ।

গোচরো বিষয়ঃ। **মাত্রপদম্** অত্র সাকল্যপরং, তথাচ অমরঃ, 'মাত্রং কার্ৎস্ন্যেঽবধারণে' ইতি। তস্য ব্রহ্মণো বুদ্ধিঃ তদ্বুদ্ধিঃ, সা পূর্ব্বং যস্য স তথা ইত্যর্থঃ। অত্র অনাবরণপদং ভ্রমবারণার্থম্, তথাচ স্বাভাবিকপ্রমান্যসর্ব্ববিষয়কব্রহ্মীয়বুদ্ধিত্বপর্য্যাপ্তাবচ্ছেদকতাককারণতানিরূপিতকার্য্যতাকো বেদ ইতি ফলিতার্থঃ। এতদেব স্ফুটীকরিষ্যতি অনুপদমেব সাংখ্যস্য বেদসাম্যপ্রতিপাদকানাবরণসর্ব্ববিষয়তদ্বুদ্ধিপ্রভবা" ইতি গ্রন্থেন। অতোঽত্র ভ্রমবৎ সত্যানৃতগোচরত্বং বারয়তি মাত্রেতি ইতি কল্পতরুব্যাখ্যানং চিন্ত্যম্। সত্যানৃতবিষয়ত্বস্য অনাবরণপদেনৈব বারণাৎ। মাত্রপদস্য সাকল্যার্থত্বং চ "সর্ব্ববিষয়তদ্বুদ্ধিপ্রভবা" ইতি পরগ্রন্থেন স্পষ্টীকৃতম্। এতেন এতাদৃশব্রহ্মবুদ্ধিপ্রভবত্বাৎ বেদস্য পৌরুষেয়ত্বং সাধিতম্। যদ্যপি "শাস্ত্রযোনিত্বা"দিতিসূত্রে পূর্ব্বপূর্ব্বসর্গানুসারেণ উচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসবৎ অযত্নতঃ তাদৃশতাদৃশানুপূর্ব্বীমদ্বেদবিরচনাৎ বেদপ্রণয়নে ভগবতঃ স্বাতন্ত্র্যাভাবেন অপৌরুষেয়ত্বমেব বেদস্য সিদ্ধান্তিতং, তথাপি পূর্ব্বপক্ষিমতানুসারেণ কথঞ্চিৎ পৌরুষেয়ত্বমভিহিতমিতি ধ্যেয়ম্। **আজানসিদ্ধভাবানাম্** ইতি। জন্মনঃ প্রভৃতি সিদ্ধাঃ প্রাপ্তাঃ ভাবাঃ ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাণি যেষাং তেষাম্ ইত্যর্থঃ। স্পষ্টতয়া প্রধানাদিপ্রতিপাদনাৎ ন শক্যতে অন্যপরত্বমপি তাসাং ব্যাখ্যাতুম্ ইত্যাহ **ন চৈতা** ইতি। **স্ফুটতরম্** ইতি। স্ফুটতরত্বং চ প্রবলতরতর্কাশ্রয়েণ হি তে প্রধানাদি প্রতিপাদয়ন্তি, তর্কস্য চ শব্দবৎ লক্ষণাদিবৃত্ত্যা অন্যথয়িতুম্ অশক্যত্বেন অন্যপরতয়া ব্যাখ্যাতুম্ অশক্যত্বম্ ইত্যর্থঃ। **তর্কোঽপি** ইতি। তর্কোঽত্র অনুমানং, ন তু উহঃ, স্মর্য্যতে হি অনুমানস্য শাস্ত্রার্থাবধারকত্বং মনুনা যথা—

"প্রত্যক্ষমনুমানং চ শাস্ত্রং চ বিবিধাগমম্। ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥
আর্ষং ধর্ম্মোপদেশশ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ" ॥ ইতি।

তথাহি—জগদিদম্ অচেতনং সুখদুঃখমোহময়ং চ, প্রধানমপি তথা, ইতি সারূপ্যাৎ প্রধানকার্য্যমেব জগৎ ভবিতুম্ অর্হতি। ব্রহ্ম তু বিশুদ্ধং চেতনং চ, ইতি ব্রহ্মবৈলক্ষণ্যাৎ ন ব্রহ্মকার্য্যং তৎ ইতি। বক্ষ্যতি চ গ্রন্থকারঃ—

"বিশুদ্ধং চেতনং ব্রহ্ম জগজ্জড়মশুদ্ধিভাক্। তেন প্রাধানসারূপ্যাৎ প্রধানস্যৈব বিক্রিয়া" ॥ ইতি।

প্রতিপাদয়িষ্যতে চেদম্ উপরিষ্টাৎ। অতঃ তর্কাবলীঢ়ত্বাচ্চ কপিলস্মৃতেঃ প্রাধান্যং লক্ষ্যতে, অতঃ তদনুরোধে-

নৈব যথাকথঞ্চিৎ শ্রুতয়ো ব্যাখ্যাতব্যা ইতি ভাবঃ। ভাষ্যে **"ঋষিং প্রসূতং কপিলম্"** ইতি। অগ্রে সৃষ্ট্যাদৌ জায়মানং পশ্চাচ্চ প্রসূতং কপিলনামানং ঋষিং যঃ পরমেশ্বরঃ জ্ঞানৈঃ বিভর্ত্তি পালয়তি তং পরমেশ্বরং পশ্যেদিত্যর্থঃ। **তস্য সমাধিঃ** ইতি। তথাহি—

"প্রত্যক্ষশ্রুতিসম্বাদিমন্বাদিস্মৃতিবাধতঃ। কল্প্যস্মৃতিনিদানা চ বাধ্যতে কাপিলস্মৃতিঃ" ॥ ইতি।

টীকায়াং **যথাহি শ্রুতীনাম্ অবিগানম্** ইতি। "এতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে"। "আত্মন এবেদং সর্ব্বং" ইত্যাদিবেদান্তবাক্যজন্যাবগতীনাং চেতনব্রহ্মকারণবিষয়কত্বেন সামান্যাৎ তুল্যত্বাৎ শ্রুতীনাং ব্রহ্মণি অবিগানম্, অবিরোধ ইত্যর্থঃ।

ঈশ্বরকারণবাদিনীঃ শ্রুতীঃ উদাহরতি ভাষ্যকারো **যত্তৎ** ইতি। সূক্ষ্মং চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াগোচরম্ অতএব অবিজ্ঞেয়ং সর্ব্বপ্রমাণাগোচরম্। স পরমাত্মা ভূতানাম্ প্রাণিনাম অন্তরাত্মা অন্তর্যামী, "যোঽন্তস্তিষ্ঠন্ অন্তরো যময়তি" ইতি শ্রুতেঃ, ক্ষেত্রজ্ঞশ্চেতি ক্ষেত্রবৎ ক্ষেত্রম্ সর্ব্বকর্ম্মপ্ররোহভূমিত্বাৎ তৎ জানাতি যঃ স ক্ষেত্রজ্ঞঃ জীব ইত্যর্থঃ। যথাহ ভগবান্—

"ইদম্ শরীরম্ কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ" ॥ ইতি।

তস্মাৎ ইতি। তস্মাৎ পরস্মাৎ ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ অব্যক্তম্ ভূতসূক্ষ্মম্ উৎপন্নম্, নতু প্রধানম্, তস্য অনাদিত্বেন উৎপত্ত্যভাবাৎ। **অব্যক্তম্ পুরুষে** ইতি। নির্গুণে গুণাতীতে পুরুষে পুর্ষু দেহেষু শেতে অন্তর্যামিত্বেন বসতি ইতি পুরুষঃ তস্মিন্ ব্রহ্মণি দেশকালাদ্যনবচ্ছিন্নে চিদাত্মনি অব্যক্তম্ ভূতসূক্ষ্মম্ সম্প্রলীয়তে, প্রলয়ে ভূতসূক্ষ্মাণামপি লীয়মানত্বাৎ "সর্ব্ব একীভবন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। ইতিহাসপ্রমাণমভিধায় পুরাণপ্রমাণমাহ **অতশ্চ** ইতি। **সংক্ষেপম্** ইতি। অগণিতপ্রপঞ্চজাতস্য প্রত্যেকশো ভগবৎসৃষ্টত্বস্য অশক্যবচত্বাদিত্যর্থঃ। **পুরাণঃ** পুরাঽপি নব এব। **নারায়ণ** ইতি। নরাৎ নরাখ্যপ্রজাপতেরুৎপন্না যে অর্থাঃ তথা নরাজ্জাতম্ সং জলম্ তদয়নাৎ তদাশ্রয়াৎ নারায়ণঃ। তথাচ স্মৃতিঃ—

"নরাৎ জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ। তস্য তান্যয়নম্ পূর্ব্বম্ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ" ॥

মনুরপি—

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ" ॥ ইতি ॥

আপোঽস্য পরমাত্মনো ব্রহ্মরূপেণাবস্থিতস্য পূর্ব্বম্ অয়নম্ আশ্রয় ইত্যাগমেষু আম্নাতঃ ইতি কুল্লূকভট্টঃ। **অহং সর্ব্বস্য** ইতি, প্রভবতি অস্মাদিতি **প্রভব** উৎপত্তিহেতুঃ, প্রলীয়তেঽস্মিন্ ইতি **প্রলয়ঃ** লয়কারণমিত্যর্থঃ। **তস্মাৎ** ইতি। তস্মাৎ প্রকৃতাৎ পরমাত্মনঃ সর্ব্বে **কায়াঃ** ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তাঃ, কং জলং অয়ঃ অশ্রয়ো যেষাং তে কায়াঃ, ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। **প্রভবন্তি** উৎপদ্যন্তে ইতি পরমাত্মনো নিমিত্তকারণত্বং দর্শিতং। তথাচ মনুঃ—

"সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ ॥
তদণ্ডমভবৎ হৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্। তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ ॥
তস্মিন্নণ্ডে স ভগবান্ উষিত্বা পরিবৎসরম্। স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোৎ দ্বিধা ॥
তাভ্যাং স শকলাভ্যাং চ দিবং ভূমিং চ নির্ম্মমে। মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানং চ শাশ্বতম্" ॥ ইতি।

মূলম্ উপাদানকারণং যতঃ **শাশ্বতিকঃ** শশ্বদ্ভবঃ, সনাতন ইত্যর্থঃ। স চ কুতঃ যতো **নিত্যঃ**, ধ্বংসপ্রাগভাবাপ্রতিযোগী, ইত্যর্থঃ। শ্রুতিবিরোধমুক্ত্বা স্মৃতিবিরোধোপন্যাসবীজমাহ **স্মৃতিবলেন** ইতি। টীকায়াং **পরস্পরবিগানাৎ** পরস্পরবিরোধাৎ। **অনপেক্ষ্য ইতি**। যথা বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্ব্বতঃ বহ্ন্যভাবব্যাপ্যজলবান্ পর্ব্বত ইতিসৎপ্রতিপক্ষস্থলে দ্বয়োরেব তুল্যবলত্বাৎ ন কস্যাপি অনুমিতিঃ, এবং স্মৃতীনাম্ অন্যোন্যবিপ্রতিপন্নানাং পুরুষার্থাপ্রতিপাদকত্বাৎ সুন্দোপসুন্দন্যায়েন অনপেক্ষ্যত্বম্ ইত্যর্থঃ। **অর্ব্বাগ্** ইতি, যোগিনাং তু শ্রুতিমন্তরেণাপি যোগজজ্ঞানেন অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শনসম্ভবাৎ **"ন চ অতীন্দ্রিয়ার্থান্"** ইতি ভাষ্যম্ অর্বাগ্দৃগভিপ্রায়ম্ ইত্যর্থঃ। অর্বাঞ্চঃ অবিবেকিনঃ মূঢ়া ইতি যাবৎ, তদ্বৎ বহিষ্ঠান্ এব ঘটপটাদিপদার্থান্ দ্রষ্টুং শীলা ইতি অর্বাগ্দৃশঃ তদভিপ্রায়মিদং ভাষ্যমিত্যর্থঃ। যোগিনস্তু অতিসূক্ষ্মানপি পদার্থান্ করামলকবৎ যথাকামং পশ্যন্তি। তথাচ শ্রীমদ্ভাগবতে—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াং চ তদপাশ্রয়াম্" ॥ ইতি।

যোগিপ্রত্যক্ষং চ সমর্থিতং দেবতাধিকরণে। **নিরাকরোতি** ইতি। পূর্ব্বপক্ষং নিরস্যতি **"ন"** ইত্যাদিনা ইত্যর্থঃ। **ঈশ্বরবৎ** ইতি। ঈশ্বরস্য হি স্বতঃসিদ্ধসর্ব্বজ্ঞত্বাদিপরমকল্যাণগুণসাগরতয়া ন শ্রুত্যপেক্ষা তথাচ বিষ্ণুপুরাণং—

"গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীতঃ, অশেষকল্যাণগুণাত্মকো হি" ইতি।
"সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অকুণ্ঠশক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য চ" ॥ ইতি।

কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশে বর্দ্ধমানোপাধ্যায়াঃ। কপিলাদয়স্তু প্রাগ্ভবীয়বেদার্থানুষ্ঠানোপচিতপুণ্যপুঞ্জপ্রভাবাৎ সহজাতসিদ্ধয়ঃ ইতি **আজানসিদ্ধা** ইত্যুচ্যন্তে। অতঃ সাধারণপুরুষবিলক্ষণা ইতি ভাবঃ। **তদনুষ্ঠানবতাং** বেদার্থানুষ্ঠানবতাং **প্রাচি ভবে** ইত্যনেন অন্বয়ঃ। **প্রাগ্ভবীয়** ইতি। প্রাগ্ভবীয়ং যৎ বেদার্থানুষ্ঠানং শ্রবণমননিদিধ্যাসনাদি, তেন লব্ধং জন্ম যাসাং তাস্তথা তদ্ভাবাৎ ইত্যর্থঃ।

অবধৃত ইতি। অবধৃতং বিশেষেণ নিশ্চিতং বেদানাম্ প্রামাণ্যম্ যৈঃ তেষাম্ ইত্যর্থঃ। **তদপবাধিতম্** বেদবাধিতম্। **অপ্রমাণমেব** ইতি। উপজীব্যবিরোধাদিতি শেষঃ। তথাহি বেদপ্রামাণ্যনিশ্চয়েন তদর্থানুষ্ঠানলব্ধসিদ্ধেঃ পুনস্তদ্বিরুদ্ধার্থকথনং মূলত এব কুঠার ইতি ভাবঃ। **তদ্বচনাৎ** সিদ্ধবচনাৎ, **অনাশ্বাসঃ** ন নিষ্কম্পপ্রবৃত্তিঃ অপ্রবৃত্তির্বা ইত্যর্থঃ। ভাষ্যে **বিপ্রতিপত্তৌ** ইতি। পরস্পরবিরোধে ইত্যর্থঃ। **প্রমাণম্** ইতি। কল্প্যশ্রুত্যপেক্ষয়া প্রত্যক্ষশ্রুতের্বলবত্ত্বাদিতি শেষঃ। **ইতরাঃ** কল্প্যশ্রুতিমূলাস্ব স্মৃতয়ঃ **অনপেক্ষ্যাঃ ন** অপেক্ষ্যন্তে ইতি অনপেক্ষ্যা হেয়া ইতি যাবৎ। তথাচ মনুঃ—

"যে বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ। তাঃ সর্ব্বা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ" ॥ ইতি।

অত্রৈব জৈমিনিসূত্রম্ উদাহরতি **বিরোধে তু** ইতি। ব্যাখ্যাস্যতে চৈতৎ অধস্তাৎ। **সচ** ইতি "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" ইতি পূর্ব্বমীমাংসাসূত্রং, চোদনা বিধিঃ স এব লক্ষণং প্রমাণং যস্য এবম্ভূতো যোঽর্থঃ অগ্নিহোত্রাদিঃ সঃ ধর্ম্মঃ ন তু চৈত্যবন্দনাদিরিত্যর্থঃ। **অতিশঙ্কিতুঃ** মুখ্যবৃত্তিপরিত্যাগেন গৌণবৃত্ত্যা ব্যাখ্যাতুম্ ইত্যর্থঃ। **সিদ্ধব্যপাশ্রয়** ইতি। সিদ্ধিশ্চ যোগজপ্রভাববিশেষঃ, সিদ্ধা যে কপিলাদয়ঃ তদ্বাক্যাশ্রয়েণ শ্রুত্যর্থকল্পনায়াং ইত্যর্থঃ। সিদ্ধপ্রণীতস্মৃতীনাং পরস্পরবিরোধে শ্রুত্যাশ্রয়মন্তরেণ বেদার্থাবধারণাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। **বৈশ্বরূপ্যম্** বৈবিধ্যম্। **তত্ত্বাব্যবস্থানম্** তত্ত্বানিশ্চয়ঃ। **তস্যাপি** ইতি কর্ত্তরি ষষ্ঠী। পরতন্ত্রপ্রজ্ঞস্যাপি ইত্যর্থঃ। **শ্রুত্যনুসার** ইতি কা চ স্মৃতিঃ শ্রুতিম্ অনুসরতি, কা চ তাম্ অবগণয্য স্বাতন্ত্র্যেণ প্রবর্ত্ততে ইতি বিষয়বিচারেণ ইত্যর্থঃ। **প্রজ্ঞাসংগ্রহঃ** বুদ্ধিস্থৈর্য্যম্। টীকায়াং **ন চ বিকল্প** ইতি। ক্রিয়া হি ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণবৎ বিকল্প্যতে ন সিদ্ধং বস্তু, পরিনিষ্ঠিতত্বাৎ তস্য ইত্যর্থঃ। **অনুষ্ঠানম্** ইতি। অনাগতং ভবাম্ অথচ উৎপাদ্যং জননার্হম্ এবম্ভূতম্ অনুষ্ঠানং ক্রিয়া ইত্যর্থঃ। অনাগতং চ তৎ উৎপাদ্যং চেতি অনুষ্ঠানবিশেষণম্। **শ্রুতি সামান্যমাত্রেণ** ইতি। সগরপুত্রদাহকস্য সাংখ্যকারস্য চ কপিল ইতি বর্ণসামান্যমাত্রেণ ইত্যর্থঃ। শ্রৌতশ্চ কপিলো হিরণ্যগর্ভঃ কনককপিলবর্ণত্বাৎ,—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ"। "হিরণ্যগর্ভং পশ্যতি জায়মানম্" ॥

ইত্যেকবাক্যত্বাৎ। বেদবিরুদ্ধসাংখ্যতন্ত্রপ্রবর্ত্তকশ্চাপরঃ কশ্চিৎ কপিলঃ অগ্নিবংশসম্ভূতঃ, তথাচ বনপর্ব্বণি মার্কণ্ডেয়বাক্যম্—

"কপিলং পরমর্ষিং চ যমাহুর্যতয়ঃ সদা। অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যযোগপ্রবর্ত্তকঃ" ॥ ইতি।

পদ্মপুরাণং চ—

"কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদ হ। ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈবচ ॥
তথৈবাসুরয়ে সর্ব্ববেদার্থৈরুপবৃংহিতম্। সর্ব্ববেদবিরুদ্ধং চ কপিলোঽন্যো জগাদ হ ॥
সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্" ॥ ইতি।

ততশ্চ সিদ্ধং কপিলানাং দ্বিত্বং, নিরীশ্বরসাংখ্যপ্রবর্ত্তক একোঽগ্নিবংশসম্ভূতঃ, অপরো দেবহূতিতনয়ঃ বাসুদেব নামা সেশ্বরসাংখ্যপ্রবর্ত্তকঃ। তথাচ শ্রীমদ্ভাগবতে—

"নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ। আত্মনঃ সর্ব্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ত্ততে" ॥

ইতি কপিলোক্তিঃ, অপরশ্চ শ্রৌতো হিরণ্যগর্ভঃ, স চ ন সাংখ্যকর্ত্তা ইতি। **অন্যার্থদর্শনস্য চ** ইতি। শ্রুতিরিয়ং তাবৎ "পরমাত্মানং পশ্যেৎ" ইতি কপিলসর্ব্বজ্ঞত্বম্ অনূদ্য পরমাত্মদর্শনং বিদধাতি, ন পুনঃ কপিলসর্ব্বজ্ঞতাম্, প্রমাণান্তরেণ কপিলসর্ব্বজ্ঞত্বস্যাপ্রাপ্তেঃ ন অনুবাদমাত্রস্য স্বার্থবোধকত্বম্ ইতি ভাবঃ। অথবা পশ্যেদিতি বিধিনা দর্শনমেব বিধীয়তে, ন পুনঃ কপিলসর্ব্বজ্ঞত্বং, তথাত্বে বাক্যার্থবিধানং স্যাৎ, তচ্চ একপদরূপশ্রুত্যর্থবিধানসম্ভবে অন্যায্যম্, তদুক্তং—

"বাক্যার্থবিধিরন্যায্যঃ শ্রুত্যর্থবিধিসম্ভবে" ইতি।

তথাচ অত্র ঈশ্বরদর্শনম্ এব স্বার্থঃ বিধেয় ইতি যাবৎ। কপিলসর্ব্বজ্ঞত্বং চ বাক্যার্থত্বাৎ অন্যার্থঃ, তস্য দর্শনং বোধঃ, তস্য প্রমাণান্তরেণ অপ্রাপ্তত্বেন, অসাধকত্বাৎ তৎপ্রতিপাদকত্বাভাবাৎ উক্তশ্রুতেরিতি শেষঃ। **স্বর্ব্বভূতেষু** ইতি। স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু সর্ব্বভূতেষু স্থিতম্ আত্মানং স্বস্বরূপং, সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি স্থিতানি ইতি ওতপ্রোতভাবেন স্থিতম্ আত্মানং সংপশ্যন্ সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্, আত্মযাজী ব্রহ্মবিষয়কযাগকর্ত্তা। তদুক্তং ভগবতা—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা"॥ ইতি।

স্বারাজ্যং স্বপ্রকাশব্রহ্মভাবম্ অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ব্রহ্মৈব ভবতি ইত্যর্থঃ। তথাচ মন্ত্রবর্ণঃ—

"যস্ত সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ইতি।

স্মৃতিবিরোধং প্রদর্শ্য সূত্রকারস্যৈব গ্রন্থান্তরবিরোধম্ আহ **মহাভারতেঽপি** ইতি। **পুরুষাঃ** দেহাভিমানিনো জীবাঃ কিং **বহবঃ?** পরমার্থতো বিভিন্নাঃ? **উত** সর্ব্ববস্তুযাথাত্ম্যরূপঃ **এক এব?** ইতি জিজ্ঞাসায়াং সিদ্ধান্তমাহ---**বহূনাং পুরুষাণাম্** উপাধিভূতানাং দেহানাং **যথা** ক্ষিতিরেব **একা যোনিঃ** উপাদানং **তথা তং পুরুষ**ং "ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি" ইত্যুক্তেঃ সর্ব্বদেহাধিষ্ঠাতারং, "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্" ইতি ভাগবতোক্তেশ্চ সকলাত্মনামাত্মানং, বিশ্বম্ অখিলজগদভিন্ননিমিত্তোপাদানতয়া বিশ্বস্বরূপং, গুণৈঃ দাক্ষিণ্যৌদার্য্যসর্ব্বশক্তিমত্ত্বাদিভিঃ অধিকং পরিপূর্ণং কথয়িষ্যামি। সর্ব্বেষাং তত্তদ্দেহাবচ্ছেদভেদেন ভিন্নানাম্ আত্মনাং সাক্ষিভূতঃ সর্ব্বাত্মাঽপি ন তত্তাদাত্ম্যাভিমানবান্। কেনচিদপি ইন্দ্রিয়েন চক্ষুরাদিনা ন প্রকাশ্যঃ "নৈবাঽসৌ চক্ষুষা গ্রাহ্যঃ" ইত্যাদ্যুক্তেঃ, যথা বহ্নিজাতাঃ স্ফুলিঙ্গাদয়ো বহ্নিং ন প্রকাশয়ন্তি, তথা তৎপ্রকাশলব্ধপ্রকাশাশ্চক্ষুরাদয়োঽপি ন তং প্রকাশয়ন্তি। তথাচ শ্রুতিঃ "তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি বিশ্বেষাং জীবানাং মূর্দ্ধানঃ এব মূর্দ্ধা যস্য স্বাভিন্নত্বাৎ তেষাম্। এবং সর্ব্বেষাং হস্তপাদাদয়ো অস্যৈব ইতি। এক এব পরমাত্মা লিঙ্গশরীরোপাধিনা জীবরূপেণ দেহাৎ দেহান্তরং গচ্ছতি, তথাপি ন জীববৎ কর্ম্মপরতন্ত্রঃ, কিন্তু স্বাধীনীকৃতমায়ত্বাৎ স্বচ্ছন্দবিহারী, "স সম্রাড়িতি হোবাচ" ইতি শ্রুতেঃ। অতএব **যথা সুখম্** ইতি নিজানন্দপূর্ণ ইতি। সাংখ্যতন্ত্রস্য স্মৃতিবিরোধং প্রদর্শ্য উপজীব্যবিরোধং দর্শয়তি **শ্রুতিশ্চেতি। যস্মিন্** ব্রহ্মাত্মত্বজ্ঞানকালে **বিজানতঃ** ব্রহ্মত্বেন আত্মানম্ সাক্ষাৎকুর্ব্বতঃ অস্য যোগিনঃ আকাশাদীনি ভূতানি আত্মৈব অভূৎ, অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতানাং সর্ব্বেষাং ভূতানাং সমূলবাধাৎ, **তত্র** তস্মিন্‌কালে **কঃ শোকঃ** দুঃখং, **কঃ মোহঃ** দেহাত্মবুদ্ধিঃ, সবাসনকর্ম্মণাম্ বিনাশাৎ। অত্র হেতুমাহ---**একত্বমিতি।** বেদস্মৃত্যোর্বিরোধে কিমিতি বেদেনৈব স্মৃতির্বাধ্যতে ন স্মৃত্যা বেদস্য ইত্যত আহ—**বেদস্যেতি**। এতচ্চ টীকাব্যাখ্যায়াম্ নিপুণম্ প্রতিপাদয়িষ্যতে।

কপিলতন্ত্রাপেক্ষয়া বেদস্য বৈলক্ষণ্যম্ প্রতিপাদয়তি টীকায়াম্ **অয়মভিসন্ধিরিতি**। সংস্কারারূঢ়পূর্ব্বপূর্ব্বসর্গানুস্যূতানুপূর্ব্বীমদ্‌বেদং স্মারং স্মারং সমুল্লিখন্ ভগবান্ ন বেদপ্রণয়নে স্বতন্ত্রঃ কপিলাদিবৎ, কিন্তু গুরূল্লেখক্রমানুসারিশিষ্যানুকারবৎ পূর্ব্বপূর্ব্ববেদানুসারিপদবাক্যান্যনুকরোতি কেবলম্ ইতি কর্ত্তৃত্বং অস্বাতন্ত্র্যং চ সিদ্ধং ঈশ্বরস্য, অতএব চ অপৌরুষেয়ত্বং বেদস্য।

নন্বু যথা কপিলাদয়ঃ প্রাক অর্থমবধায় প্রণয়ন্তি শাস্ত্রং, তথা ঈশ্বরোঽপি প্রাক্ অর্থমবধায় পশ্চাৎ প্রণিনায় বেদং ইতি ন কপিলাদিতো বৈলক্ষণ্যং তস্য ইত্যত আহ **শাস্ত্রার্থজ্ঞানং চেতি।** তথাচ শাস্ত্রতদর্থজ্ঞানয়োর্যুগপদাবির্ভাবেন পৌর্বাপর্য্যাভাবাৎ ন কার্য্যকারণভাবঃ, কার্য্যাব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তিত্বস্যৈব কারণত্বনিয়মাৎ ইতি ভাবঃ। অতো ন কপিলাদিসাম্যং বেদপ্রণেতুঃ। অর্থবোধপূর্বকং কপিলাদীনাং শাস্ত্রপ্রণয়নাৎ, ঈশ্বরস্য চ তথাত্বাভাবাৎ ইত্যর্থঃ। **শাস্ত্রং চেতি।** তথাচ ঈশ্বরীয়জ্ঞানপূর্ব্বকরচনাভাবেঽপি প্রামাণ্যং দর্শিতং বেদস্য, তথাহি পুরুষোচ্চরিতে ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সাকরণাপাটবাখ্যপৌরুষদোষচতুষ্টয়বশাৎ ভবেৎ অপ্রামাণ্যশঙ্কা, তন্নিরাসায় অপেক্ষণীয়ং নির্দোষবাক্যং, অপৌরুষেয়বেদবাক্যানাং তু তাদৃশশঙ্কৈব নোদেতি ইতি নিরপেক্ষমেব প্রামাণ্যং তস্য, অতঃ সিদ্ধং বেদস্য স্বতঃপ্রামাণ্যম্। **কপিলাদিবচাংসি তু ইতি**। "তু" ইতি বেদসাম্যং বারয়তি। **স্বতন্ত্রকপিলাদিপ্রণেতৃকাণি** ইতি। তথাচ বেদপ্রণয়নে ঈশ্বরস্যৈব ন অস্বাতন্ত্র্যং কপিলাদেরিতি কর্ত্তৃতো বিশেষঃ। ক্রিয়াতো বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি **তদর্থস্মৃতিপূর্ব্বকাণি** ইতি। তেষাং কপিলাদিবচসাং অর্থা এব অর্থা যাসাং তাদৃশস্মৃতয়ঃ পূর্ব্বং যেষাং বচসাং তানি ইতি বহুব্রীহিগর্ভোবহুব্রীহিঃ, এবং তদর্থানুভবপূর্ব্বা ইত্যত্রাপি, তথাহি তেষাং কপিলবচসাং অর্থা এব অর্থা যাসাং স্মৃতীনাং তাঃ তদর্থাঃ, তাসাং অর্থা এব অর্থাঃ যেষাং অনুভবাদীনাং তে তদর্থানুভবাঃ তে পূর্ব্বং যাসাং তাঃ তথোক্তাঃ স্মৃতয়ঃ ইত্যর্থঃ। তথাচ বেদতদর্থজ্ঞানয়োঃ অক্রমেণ আবির্ভাবাৎ ন পৌর্ব্বাপর্য্যং, কপিলবচসাং তু অর্থস্মৃতিপূর্ব্বকবিরচনাৎ স্ফুটতরং তয়োঃ পারম্পর্য্যং ইতি ক্রিয়াতো বিশেষঃ।

তস্মাৎ ইতি। কপিলাদিবচসাং তদর্থস্মরণপূর্ব্বকং স্বাতন্ত্র্যেণ কপিলাদিভিঃ প্রণয়নাৎ ইত্যর্থঃ। **অর্থপ্রত্যয়েতি।** অর্থপ্রত্যয়স্য অর্থং হেতুর্যঃ প্রমাণনিশ্চয়ঃ যোগ্যতানিশ্চয়দ্বারা ইতি শেষঃ, তস্মিন্ ইত্যর্থঃ। **যাবৎ** যাবতা কালেন ইত্যর্থঃ। **স্মৃত্যনুভবাদিতি।** প্রমাণনিশ্চয়ায় স্মৃতিঃ কল্পনীয়া, স্মৃতিশ্চ অনুভবমন্তরেণ ন সম্ভবতি সংস্কারদ্বারকানুভবজন্যত্বাৎ স্মৃতেঃ, ইতি স্মৃতিঃ অনুভবশ্চ কল্পনীয়ৌ। **তাবৎ** ততঃ প্রাগেব। **শীঘ্রতরেতি।** যাবৎ স্মৃত্যানামর্থপ্রত্যয়হেতুপ্রামাণ্যনিশ্চয়ায় স্মৃত্যনুভবার্থং ক্ষণদ্বয়মপেক্ষ্যতে তাবৎ একেনৈব ক্ষণেন শ্রুত্যা স্বার্থঃ প্রত্যায্যতে ইতি শীঘ্রতরপ্রবৃত্তশ্রুত্যা বিলম্বপ্রবৃত্তস্মৃত্যর্থাপহারাৎ স্মৃতেঃ প্রামাণ্যং বাধ্যতে ইতি সংক্ষেপঃ। নম্বস্তু বিলম্বেন স্বার্থপ্রত্যায়কত্বং স্মৃতেঃ তথাপি কথং শ্রুত্যা তদর্থাপহারঃ, ইতি চেৎ, ভবেদেবং যদি উভয়োর্ব্যবস্থিতার্থপ্রতিপাদকত্বং ভবেৎ। প্রকৃতে তু শ্রুতেঃ চেতনপ্রকৃতিত্বং স্মৃতেশ্চ প্রধানপ্রকৃতিত্বং বদন্ত্যা বিরোধাৎ বলীয়সা শ্রুত্যর্থেন স্মৃত্যর্থোঽপহ্রিয়তে ইতি ধ্যেয়ম্।১

ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ।২

ইতরেষাং প্রকৃতিভিন্নানাং মহদহঙ্কারতন্মাত্রাণাং লোকবেদয়োঃ **অনুপলব্ধেশ্চ** সাংখ্যস্মৃত্যনবকাশো ন দোষঃ, ইতি সূত্রার্থঃ। নন্বু "**মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ**" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণসত্ত্বে কথং অনুপলব্ধিরিত্যত আহ ভাষ্যে **যদপীতি।** **কার্য্যাস্মৃতেরিতি।** লোকবেদয়োঃ অনুভবাভাবেন মহদাদিকার্য্যাস্মৃতেঃ অপ্রামাণ্যাৎ তল্লিঙ্গকতৎকারণপ্রধানানুমানমপি অপ্রমাণং, কাঞ্চনময়ধূমবৎ হেতোঃ অসিদ্ধেঃ ইতি ভাবঃ। টীকায়াং **তস্মাদিতি।** মহদাদীনাং লোকবেদয়োঃ অসিদ্ধত্বাৎ ইত্যর্থঃ। **দৌহিত্রাস্মৃতেরিতি।** দৌহিত্রস্য কর্ম্ম দৌহিত্রং তস্য স্মৃতেঃ ইত্যর্থঃ। স্মৃতেঃ অনুভবজন্যত্বেন মহদাদীনাং লোকবেদয়োঃ অনুভবাভাবাৎ তৎস্মৃতেঃ অভাবঃ, দুহিত্রভাবে বন্ধ্যায়াঃ দৌহিত্রকর্ম্মস্মরণমিব। তথাহি বন্ধ্যাস্থানীয়োঽত্র কপিলঃ, প্রমাণাভাবাৎ তস্য দুহিতৃতুল্যায়াঃ প্রমিতেঃ অভাবঃ, তদভাবাৎ দৌহিত্রতুল্যসংস্কারাভাবঃ, তদভাবাচ্চ দৌহিত্রতুল্যায়াঃ সংস্কারজন্যস্মৃতেঃ অভাবঃ ইত্যর্থঃ।

নন্বু কপিলজ্ঞানমেবাত্র শক্তিবৎ মূলমস্তু অত আহ—ন **চার্ষমিতি।** তথাচ "**যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে**" "**তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়**" ইত্যাদি প্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধাৎ কপিলস্যানুভবোঽপি ন প্রমাণতাম্ আবহতি। অত্র সূত্রে বিষয়কপ্রধানত্বাদ্যভাবাৎ ন অধিকরণারম্ভঃ। ইতি স্মৃত্যধিকরণং নাম প্রথমাধিকরণম্।১

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ।৩

স্বতন্ত্রং প্রধানং জগদুপাদানম্ ইতি বদন্ত্যা যোগস্মৃত্যা সহ বিরোধাৎ ব্রহ্মোপাদানত্বাদিসমন্বয়ো বিরুধ্যতে ন বা ইতি সংশয়ে শ্রৌতযোগাদিপ্রতিপাদনপরত্বেন তস্যাঃ প্রামাণ্যাৎ জগদুপাদানত্বেন প্রধানস্যাপি তত্রাভিধানাৎ তয়া সমন্বয়ো বিরুধ্যতে ইতি প্রাপ্তে পূর্ব্বোক্তন্যায়ম্ অতিদিশতি আচার্য্যঃ—**এতেনেতি।** **এতেন** সাংখ্যস্মৃতিনিরাকরণেন, **যোগঃ** যোগস্মৃতিরপি নিরাকৃতা বেদিতব্যা ইতি সূত্রার্থঃ।

যোগ ইতি প্রথমান্তপদেন অধিকরণারম্ভঃ পূর্ব্ববৎ বেদিতব্যঃ। ফলমপি তথা। যোগস্মৃতেঃ সাকল্যেন অপ্রামাণ্যে তৎপ্রতিপাদিতমোক্ষসাধনানাং যমনিয়মাদীনামপি অপ্রামাণ্যাৎ তত্ত্বদর্শনমপি অসম্ভবি ইত্যুপায়াভাবাৎ মোক্ষোঽপি অসিদ্ধঃ, ইতি ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্রমিদং নিষ্ফলম্—ইত্যাদি হৃদিকৃত্য আহ টীকায়াং—**নানেনেতি।** হিরণ্যগর্ভপ্রণীতং হৈরণ্যগর্ভম্। পতঞ্জলিনা অনুশিষ্টং পাতঞ্জলম্, "**অথ যোগানুশাসন**মিত্যাদি,—**পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তে-**"রিত্যন্তশাস্ত্রম্। **কিন্তু** জগদুপাদানং যৎ স্বতন্ত্রম্ ঈশ্বরনিরপেক্ষং প্রধানাদি, তদ্বিষয়কং প্রামাণ্যং নিরাক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। প্রধানাদীনাম্ অপ্রামাণ্যে "**প্রসরং ন লভন্তে হি যাবৎ ক্বচন মর্কটাঃ**" ইতি ন্যায়েন সাকল্যেন যোগশাস্ত্রাণাম্ অপ্রামাণ্যাপত্তিরিত্যত আহ **নচৈতাবতা** ইতি। **এষাং** পাতঞ্জলাদীনাম্। অপ্রামাণ্যাভাবে হেতুমাহ—**যৎপরাণীতি।** যৎ যোগস্বরূপাদি পরং প্রতিপাদ্যং তাৎপর্য্যবিষয়ো যেষাং তানি ইত্যর্থঃ। **হিরেতৌ।** **তানি** শাস্ত্রাণি। **তত্র** যোগস্বরূপাদৌ। **অশ্নুবীরন্** ব্যাপ্নুয়ুঃ প্রাপ্নুয়ুরিতি যাবৎ। **যোগস্বরূপঃ** চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। "**যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ**" ইতি সূত্রেঃ। **তৎসাধনানি** চ তত্রৈব উক্তানি যথা—"**যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টৌ অঙ্গানি**" ইতি। বিভূতিঃ "**ততোঽণিমাদিপ্রাদুর্ভাবঃ**" ইত্যুক্তঃ অণিমাদিঃ। **কৈবল্যং** প্রাগভিহিতম্। **তচ্চ** যোগস্বরূপং চ। অবলম্বনবিশেষাবেশমন্তরেণ অসম্ভবঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ, অতীন্দ্রিয়শ্চ পুরুষো ন আলম্বনার্হ ইতি চিত্তালম্বনত্বেন প্রধানাদিঃ ব্যুৎপাদিত ইত্যাহ **কিঞ্চিন্নিমিত্তীকৃত্যেতি।** **সর্গপ্রতিসর্গৌ** সৃষ্টিপ্রলয়ৌ। **মন্বন্তরম্** একৈকমনুশাসনকালঃ। **বংশচরিতং** তৎকর্ম্ম। **তৎপ্রতিপাদনপরেষু** ইতি পুরাণেষু ইত্যনেন

অন্বয়ঃ। **তৎ** কৈবল্যম্। **ন তু তদ্বিবক্ষিতম্** ইতি। তৎ সবিকারং প্রধানং ন বিবক্ষিতং তাৎপর্য্যবিষয়ঃ ইত্যর্থঃ। **অন্যপরাদিতি** অন্যৎ যোগস্বরূপাদি পরং প্রতিপাদ্যং তাৎপর্য্যবিষয়ঃ যস্য তস্মাৎ পাতঞ্জলাদেঃ **অন্যনিমিত্তং** অন্যপ্রয়োজনকং **তৎ** প্রধানাদি **অভ্যুপেয়েত** প্রধানাদীনাং প্রামাণ্যং স্বীক্রিয়েত, দেবতাধিকরণন্যায়েন ইতি শেষঃ। **মানান্তরেণ** ইতি। মানান্তরং চ অত্র বেদান্তশ্রুতিঃ, সা চ **"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ"** ইত্যাদিরূপা। তস্মাৎ শ্রুতিবিরোধাৎ ন প্রধানাদিসিদ্ধিরিতি। **বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ"** ইতি ন্যায়েন শ্রুতিবিরোধে স্মৃতের্হেয়ত্বস্য প্রাগভিহিতত্বাৎ ইত্যর্থঃ। অতএব প্রধানাদেঃ শাস্ত্রাসিদ্ধত্বমেব। **ভগবান্**---"উৎপত্তিং চ বিনাশং চ ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি" ইত্যুক্তষড়্‌বিধগুণবান্। **গুণানাং** সত্ত্বরজস্তমসাং **পরমং রূপম্** অধিষ্ঠানভূতং ব্রহ্ম, দৃষ্টিবিষয়ং ন ভবতি, গুণানাং শুক্তিরজতবৎ ব্রহ্মাধিষ্ঠিতত্বেন অনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ ব্রহ্মৈব তেষাং পরমং রূপম্ ইতি ভাবঃ। কিন্তু **দৃষ্টিপথপ্রাপ্তং যৎ** প্রধানাদি **তৎ** অতিতুচ্ছং **মায়া এব** ইন্দ্রজালবৎ মলাকমেব তস্য বন্ধসাক্ষাৎকারবাধ্যমানত্বাৎ ইত্যর্থঃ। **ব্যুৎপিপাদয়িষতা** প্রতিপাদয়িতুম্ ইচ্ছতা। **নিমিত্তমাত্রেণ** উপলক্ষ্যমাত্রেণ। **ইহ** যোগশাস্ত্রে। মাত্রপদব্যাবর্ত্ত্যমাহ **ন তু ভাবত** ইতি। **ভাবতঃ** তত্ত্বতঃ। **তেষাং** গুণানাম্ **অতাত্ত্বিকত্বাৎ** অবাস্তবিকত্বাৎ। প্রধানাদৌ যোগশাস্ত্রস্য অনুবাদকত্বে হেতুমাহ—**অলোকেত্যাদি।** **অনাদিপূর্ব্বপক্ষোক্তি।** অনাদিকালাৎ প্রবৃত্তো যঃ পূর্ব্বপক্ষঃ তস্য যে **ন্যায়াভাসাঃ** দুষ্টাঃ তর্কাঃ তৈঃ **উৎপ্রেক্ষিতানাং** কল্পিতানাম্ ইত্যর্থঃ। **অনুবাদ্যত্বম্** পুনঃ প্রতিপাদনবিষয়ত্বমিত্যর্থঃ। **উপপন্নং** যুক্তম্। যোগস্মৃতেঃ প্রত্যুক্তত্বে হেত্বাকাঙ্ক্ষায়াং তৎ সমর্পয়তি—**প্রধানাদিবিষয়ত্বয়োতি।** তথাচ প্রধানাদিমংশেমেব তস্যাঃ প্রত্যাখ্যেয়ত্বে হেতুরিতি ভাবঃ।

ভাষ্যে **ত্রিরুন্নতমিতি।** ত্রীণি উরোগ্রীবাশিরাংসি দেহগ্রীবাশিরাংসি বা **উন্নতানি** যস্মিন্ শরীরে তৎ শরীরং সমং যথা স্যাৎ তথা সংস্থাপ্য ইত্যর্থঃ। উক্তং চ ভগবতা -

"সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ। সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্।" ইতি

বৈদিকানি লিঙ্গানি অর্থবাদবাক্যানি। **তাং যোগমিতি।** তাং পূর্ব্বোক্তাম্ **স্থিরাং** নিশ্চলাং **ইন্দ্রিয়াণাম্** অন্তর্বহিস্থিতানাং **ধারণাং** একাগ্রতারূপাং যোগিনঃ যোগং পরমং তপঃ ইতি মন্যন্তে। **বিদ্যামেতামিতি।** **এতাং** পূর্ব্বোক্তাং **বিদ্যাম্** ব্রহ্মবিদ্যাং, **কৃৎস্নং** সকলং, **যোগবিধিং** ধ্যানপ্রকারং চ মৃত্যোঃ অধ্যয়নাৎ লব্ধা নচিকেতা ব্রহ্ম প্রাপ। অত্র যোগশাস্ত্রস্যাপি সম্মতিম্ আহ **যোগশাস্ত্রেঽপি** ইতি। **অথেতি।** এতচ্চ যোগশাস্ত্রস্য আদিমং সূত্রং---ইতি অনুমীয়তে। ইদানীম্ একচ্ছত্রং নোপলভ্যতেঽস্মাভিঃ। পাতঞ্জলযোগদর্শনাৎ পূর্ব্বং **"মাহেশ্বরযোগসূত্রম্"** আসীৎ ব্যবহারাস্পদং ইতি মন্যতে পণ্ডিতৈঃ। তত্রৈব ইদং সূত্রম্ ইতি সম্ভাবয়ামো বয়মপি। **সম্প্রতিপত্তীতি।** **সম্প্রতিপন্নঃ** শ্রুত্যা সংবাদিতঃ **অর্থানাম্ একদেশো** যোগতৎসাধনবিভূতিকৈবল্যরূপো যস্যাঃ তদ্ভাব ইত্যর্থঃ। **অষ্টকাদীতি।** তথাচ গোভিলঃ—

"অষ্টকায়াং দ্বিমাগ্রহায়ণ্যাস্তিমিস্রাষ্টমী। পিত্র্যদানায় মূলে স্যাৎ অষ্টকাহিস্র এব চ॥ ইতি

শাতাতপঃ পিতরঃ স্পৃহয়ন্ত্যন্নমষ্টকাসু মঘাসু চ। তস্মাৎ দদ্যাৎ সদা যুক্তো বিদ্বৎসু ব্রাহ্মণেষু চ॥"

ইত্যাদি স্মৃতিঃ প্রমাণং ন বা ইতি সন্দেহে ধর্ম্মস্য বৈদিকমূলত্বাৎ বেদেষু চ অষ্টকাদেঃ অদৃষ্টত্বাৎ পূর্ব্বোক্তগোভিলাদিস্মৃতিঃ **সর্ব্বা ওতুম্বরী বেষ্টয়িতব্যা** ইতিবৎ ভ্রান্তিমূলা ইতি প্রাপ্তে উচ্যতে বেদস্য ধর্ম্মমূলত্বম্ আতিষ্ঠমানৈঃ মন্বাদিভিঃ অষ্টকাদিষু ধর্ম্মত্বস্মরণাৎ, অসতি চ বেদমূলত্বে শিষ্টানাম্ এতেষু বৈদিকত্বস্মরণম্ অবিগীতপরম্পরয়া পরিগ্রহশ্চ নোপপদ্যেতে, ইতি অসতি প্রত্যক্ষবেদবিরোধে যুক্তম্ অষ্টকাদেঃ প্রামাণ্যং। তদুক্তম্—

"বৈদিকৈঃ স্মর্য্যমাণত্বাৎ তৎপরিগ্রহদার্ঢ্যতঃ। সম্ভাব্যবেদমূলত্বাৎ স্মৃতীনাং বেদমূলতা॥" ইতি

অপিচ—অষ্টকাদিস্মৃতে ধর্ম্মে ন মানং মানতাথবা। নির্ম্মূলত্বাৎ ন মানং সা বেদার্থোক্তৌ নিরর্থতা॥

বৈদিকৈঃ স্মর্য্যমাণত্বাৎ সম্ভাব্যা বেদমূলতা। বিপ্রকীর্ণার্থসংক্ষেপাৎ স্বার্থত্বাদস্তি মানতা॥ ইতি চ।

বিমতা স্মৃতিঃ বেদমূলা বৈদিকমন্বাদিপ্রণীতস্মৃতিত্বাৎ উপনয়নাধ্যয়নাদিস্মৃতিবৎ। ন চ বৈয়র্থ্যং শঙ্কনীয়ম্, অস্মদাদীনাং প্রত্যক্ষেষু পরোক্ষেষু নানাবেদেষু বিপ্রকীর্ণস্য অনুষ্ঠেয়ার্থস্য একত্র সংক্ষিপ্যমাণত্বাৎ, তস্মাদিয়ং স্মৃতিঃ ধর্ম্মে প্রমাণমিতি। যোগস্মৃতিরপি অনপবদনীয়া ন অপ্রমাণম্ ইত্যর্থঃ।

টীকায়াং শঙ্কাবীজমুদ্ঘাটয়তি **মা নামেতি।** তথাচ শ্রুতিসংবাদিতব্রহ্মজ্ঞানোপায়প্রমাণভূতযোগশাস্ত্রপ্রতিপাদিতং প্রধানং প্রামাণিকম্ ইতি। তথাহি—

"জ্ঞানোপায়তয়া শ্রুত্যাদিপোকমত্যাচ্চ মানতা। যোগে যোগস্মৃতেশ্চেৎ ন প্রধানে মানতা কুতঃ॥"

সংবাদবাহুল্যাদিতি। সংবাদঃ ঐকমত্যম্ একফলতা ইতি যাবৎ, বেদেন সহ আধিক্যেন ঐকমত্যাৎ ইত্যর্থঃ। যদি উচ্যতে শ্রুতিসংবাদাৎ তত্ত্বজ্ঞানোপায়ত্বাচ্চ যমাদাবেব তৎপ্রমাণং, ন পুনঃ তৎশাস্ত্রাভিহিতেঽপি প্রধানাদৌ ইত্যত আহ—**ন চে**তি। তত্র কারণমাহ **তত্রে**তি। **তত্র** প্রধানাদৌ, **অন্যত্র** যমাদৌ, **অনাশ্বাসোঽ**প্রামাণ্যম্। অত্রৈব তত্ত্ববার্ত্তিকং দৃষ্টান্তয়তি—**যথাহুরি**তি। **ক্বচন** কুত্রচিৎপ্রদেশে কদলীক্ষেত্রাদৌ **মর্কটাঃ পিশাচা** বা ইতি উপঘাতকমাত্রোপলক্ষণং **যাবৎ প্রসরং** অবকাশং ন **লভন্তে তাবৎ স্বগোচরে** স্ববিষয়ে **নাভিদ্রবন্তি** ন প্রবর্ত্তন্তে ইত্যর্থঃ।

ভাষ্যে **অর্থৈকদেশে** যোগাদিরূপে **সম্প্রতিপত্তাবপি** সংবাদেঽপি **অর্থৈকদেশে** প্রধানাদিরূপে **বিপ্রতিপত্তে**র্বিসংবাদস্য **দর্শনাৎ** ইত্যর্থঃ। **তৎকারণমি**তি। তেষাং কামানাং কারণং **সাংখ্যৈঃ** জ্ঞানিভিঃ **যোগৈঃ** ধ্যায়িভিশ্চ **অভিপন্ন**ং সাক্ষাৎ প্রাপ্তং **দেব**ং পরমাত্মানং **জ্ঞাত্বা** অপরোক্ষীকৃত্য **সর্ব্বপাশৈঃ** অবিদ্যাদিক্লেশৈঃ **মুচ্যতে** ইত্যর্থঃ। অবিদ্যাদয়শ্চ পঞ্চক্লেশাঃ, তান্ আহ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ "**অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ**" ইতি। **তমেবে**তি। তং পরমাত্মানং **বিদিত্বা** সাক্ষাৎকৃত্য **মৃত্যুম্ অতি** অতিক্রম্য **এতি** মোক্ষং প্রাপ্নোতি, **অয়নায়** মোক্ষায় **অন্যঃ পন্থাঃ** উপায়ান্তরং **ন বিদ্যতে** ইত্যর্থঃ। **দ্বৈতিনো হি** ইতি। দ্বৈতিত্বাদেব তেষাং অবৈদিকত্বম্ ইতি অবৈদিকেন সাংখ্যেন যোগেন বা ন মোক্ষাধিগমঃ, ইত্যাচার্য্যেণ তৌ নিরাকৃতৌ ইতি। **প্রত্যাসত্তিঃ** সান্নিধ্যং, তথাচ শ্রুত্যুক্ত-সাংখ্যযোগশব্দয়োঃ সবিধবর্ত্তিশ্রৌতার্থ এব আদরণীয়ঃ, ন পুনর্দূরবর্ত্তী স্মার্ত্তোঽর্থঃ ইত্যর্থঃ। শিষ্টপরিগৃহীত-সাংখ্যযোগস্মৃত্যোঃ সর্ব্বথা অপ্রামাণ্যম্ আশঙ্ক্য আহ **যেন তু অংশেন** ইতি। তথাচ শ্রুতিবিরোধাভাব এব প্রামাণ্যপ্রযোজক ইতি ভাবঃ। **সাবকাশত্বম্** অনপোদিতপ্রামাণ্যম।

নন্ বথা দেববিগ্রহাদীনাম্ অন্তর্মিতশ্রুত্যা প্রামাণ্যং প্রধানস্যাপি তথাস্তু ইতি চেৎ? ন, ব্রহ্মোপাদানত্ব-প্রতিপাদকপ্রত্যক্ষশ্রুতিবিরোধাৎ, দেববিগ্রহাদৌ চ তাদৃশশ্রুত্যাদিবিরোধাভাবাদিতি।

টীকায়াং **যদি প্রধানাদী**তি। অয়ং ভাবঃ- তাৎপর্য্যজ্ঞানং হি শাব্দবোধহেতুঃ, শ্রুতিবিরোধেন চ প্রধানাদৌ তাৎপর্য্যাভাবাৎ ন শাব্দবোধবিষয়তা, কিন্তু চিত্তালম্বনার্থং নিমিত্তমাত্রং তৎ, ইতি প্রধানাদিরবিষয় এব, অতস্তত্র অপ্রামাণ্যেঽপি ন তেন যোগাদিব্যুৎপাদনপরস্য শাস্ত্রস্য অপ্রামাণ্যম আপততি ইতি। যথা "**প্রজাপতির্বপামুদখিদৎ**" ইত্যাদ্যর্থবাদানাং স্বার্থে তাৎপর্য্যাভাবাৎ অপ্রামাণ্যেঽপি তুবরপশ্বাদিপ্রাশস্ত্যে তাৎপর্য্যবত্ত্বাৎ প্রামাণ্যং, তদ্বৎ অত্রাপীতি বোধ্যম্। তথাহি—

"তাৎপর্য্যবিরহাৎ নৈব প্রধানাদৌ প্রমাণতা। যোগস্মৃতেস্তু তাৎপর্য্যাৎ যোগে স্যাদেব মানতা" ॥ ইতি।

টীকায়াং **প্রধানাদিবিষয়েণ** ইতি। তথা চ আসনপ্রাণায়ামধারণাধ্যানাদীনাং বৈদিকত্বাৎ নিঃশ্রেয়স-সাধনত্বম্, প্রধানাদীনাং তু অবৈদিকত্বাৎ ন তথা ইতি তদংশস্যৈব নিরাকরণম্ ইতি ভাবঃ। সাংখ্যযোগশব্দৌ জ্ঞানধ্যানপরৌ ইত্যুক্তং ভাষ্যে, তৎ সমর্থয়তি—**সংখ্যে**তি।

নন্ চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপযোগস্য কথং তদুপায়ধ্যানপরত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—**উপায়োপেয়য়োরি**তি। তথাচ ঔপচারিকোঽয়ং প্রয়োগঃ ইতি ভাবঃ। তয়োঃ উপায়োপেয়ত্বং দর্শয়তি **চিত্তবৃত্তিনিরোধো হী**তি। **প্রত্যয়ৈকতানতা** নিদিধ্যাসনম্। বৈদিকযোগশব্দস্য ধ্যানমাত্রপরত্বে যমাদীনাং ধারণাদীনাং চ যোগাঙ্গানাং অবৈদিকত্বেন অপ্রামাণ্যম্ আশঙ্ক্যাহ **এতচ্চোপলক্ষণমি**তি। **এতেনে**তি। এতেন সাংখ্যযোগস্মৃতি-প্রত্যাখ্যানেন। **অভ্যুপগতং** স্বীকৃতং বেদানাং প্রামাণ্যং যৈঃ তেষাম্ ইত্যর্থঃ। **কণভক্ষাক্ষচরণৌ** কণাদগৌতমৌ। **তর্কস্মরণানি** প্রত্যাখ্যেয়ানি বেদবিরুদ্ধাংশে ইতি শেষঃ।৩

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ।৪

এবং তাবৎ বেদবিরুদ্ধকাপিলহৈরণ্যগর্ভাদিস্মৃতীনাম্ অপ্রামাণ্যাৎ ন তৈর্বিরোধঃ সমন্বয়স্য ইত্যুক্তং গতেন গ্রন্থকদম্বেন, ইদানীং তদ্বিরোধিনঃ তৎপ্রদর্শিতন্যায়স্য দুষ্টত্বপ্রদর্শনায় পূর্ব্বপক্ষয়তি আচার্য্যঃ—**ন বিলক্ষণত্বাদি**তি। **অয়মর্থঃ**—জগদিদং ন চেতনব্রহ্মপ্রকৃতিকম্ অস্য জগতো ব্রহ্মবিলক্ষণজড়ত্বাৎ ঘটবৎ ইতি স্মৃতিপ্রদর্শিতন্যায়েন প্রোক্তসমন্বয়ো বিরুধ্যতে ন বা ইতি **সন্দেহে** অয়ং **পূর্ব্বপক্ষঃ**—জগৎ ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকং বিলক্ষণত্বাৎ, যৎ যদ্বিলক্ষণং তৎ ন তৎপ্রকৃতিকং যথা মৃদ্বিলক্ষণাঃ পটাদয়ো ন মৃৎপ্রকৃতিকাঃ। ব্রহ্মজগতোঃ বৈলক্ষণ্যে হেতুম্ আহ—**তথাত্বং চে**তি। তয়োঃ বৈলক্ষণ্যং চ "**বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানং চ**" ইতি শ্রুতিবাক্যাৎ অবগম্যতে ইতি। পূর্ব্বপক্ষে সমন্বয়াসিদ্ধিঃ ফলং সিদ্ধান্তে চ তৎসিদ্ধিঃ। অত্র "**ন**" ইতি প্রথমান্তপদেন **অধিকরণারম্ভো** বেদিতব্যঃ।

তথাহি—বিলক্ষণত্বতর্কেণ বৈদিকোঽসৌ সমন্বয়ঃ। ন বাধ্যতে বাধ্যতে বা সংশয়ে বাধ্যতে ধ্রুবম্॥
কার্য্যকারণসাদৃশ্যং দৃশ্যতে মৃদ্ঘটাদিষু। ব্রহ্মণশ্চেতনাৎ বিশ্বমচেতনমসম্ভবি॥ ইতি।

পূর্ব্বাধিকরণেন অস্য সঙ্গতিং দর্শয়তি ভাষ্যে—**ব্রহ্মাস্যে**তি। সা চ সঙ্গতিরবান্তররূপা ইত্যাহ টীকায়াম্ **অবান্তরসঙ্গতিমি**তি। সা চ অভিহিতা **"তথাবান্তরসঙ্গতীঃ। উদ্দেশাক্ষেপদৃষ্টান্ত প্রত্যুদাহরণাদিকা"** ইতি। তথাহি স্মৃতেঃ মূলশ্রুত্যভাবাৎ অপ্রামাণ্যেঽপি লৌকিকব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মতামূলকত্বাৎ প্রবলানুমানেন সমন্বয়ো বিরুধ্যতে ইত্যর্থঃ। অবকাশাভাবে হেতুম্ আহ ভাষ্যে-**নম্বি**তি। **নমু** ইতি অবধারণে, তথাচ অমরঃ **"প্রশ্নাবধারণানুজ্ঞানুনয়ামন্ত্রণে ননু"** ইতি। তস্য চ আগম ইত্যনেন অন্বয়ঃ। তথাচ যতো ধর্ম্ম ইব ব্রহ্মণি অপি প্রমাণান্তরানপেক্ষঃ আগমঃ এব প্রমাণং ভবিতু মর্হতি অতঃ ইত্যর্থঃ। স্বাযোগব্যবচ্ছেদ-কৈবকারেণ ব্রহ্মণি তর্কস্য অবকাশাভাবঃ স্ফুটীকৃতঃ। অথবা **নম্বি**তি হেতৌ; অব্যয়ানাম্ অনেকার্থত্বাৎ, যত ইত্যর্থঃ, তথাচ যতো ধর্ম্ম ইব ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। **অবষ্টম্ভো** দৃষ্টান্তঃ।

টীকায়াং—**সমানবিষয়ত্বে হি** ইতি। **অয়মাশয়ঃ**—ভবতি হি সমানাধিকরণয়োর্ভাবাভাবয়ো র্বিরোধঃ, যাহভূৎ পর্ব্বতো বহ্নিমান্ হ্রদোবহ্ন্যভাববান্ ইত্যোতয়ো র্বিরোধঃ, ভিন্নাধিকরণত্বাৎ, এবং প্রকৃতেঽপি সমন্বয়াভিহিতে জগৎকারণে ব্রহ্মণি তর্কেণ কারণত্বাভাবে ব্যবস্থাপিতে সম্ভাব্যতে বিরোধঃ, ন চ পার্য্যতে তর্কাগোচরে ব্রহ্মণি কারণত্বাভাবঃ অনুমাতুম্। অতঃ শ্রুতিতর্কয়োঃ অসমানবিষয়ত্বাৎ কথং বিরোধঃ ইতি। ব্রহ্মণঃ তর্কাবিষয়ত্বং প্রতিপাদয়তি—**ধর্ম্মবদি**তি। ধর্ম্মস্য অনুষ্ঠেয়ত্বেন সিদ্ধবস্তুত্বাভাবাৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণান্তরা-বিষয়ত্বম্। তথাহি প্রসিদ্ধস্য ঘটাদেঃ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাৎ যথা প্রত্যক্ষং, বহ্ন্যাদের্বা তথাভূতস্য ধূমাদিলিঙ্গপরামর্শাৎ যথানুমিতিঃ, নৈবং সম্ভবতঃ অপ্রসিদ্ধস্য ধর্ম্মস্য প্রত্যক্ষানুমিতী ইত্যর্থঃ। **ব্রহ্মণোঽপি** ইতি। ন হি ব্রহ্ম কেনচিৎ চক্ষুসা দ্রষ্টুং শক্যতে, রূপাভাবাৎ, **"নৈবাসৌ চক্ষুষা গ্রাহ্যঃ"** ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ। নাপি বা অনুমাতুং, সামানাধিকরণ্যাগ্রহাৎ, **"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"** ইতি শ্রুতেশ্চ। **অতর্ক্যত্বেন** অনুমানাযোগ্যত্বেন। অতো মানান্তরাবিষয়তয়া আম্নায়ৈকগম্যং তৎ ইত্যর্থঃ। তথাচ আম্নায়ৈকগোচরব্রহ্মণঃ তর্কাবিষয়ত্বেন আক্ষেপানবকাশঃ ইতি ফলিতার্থঃ।

টীকায়াং—**মানান্তর**স্যে**তি। অনুষ্ঠেয়রূপত্বাৎ ধর্ম্মঃ সিদ্ধপদার্থং বিষয়ীকুর্ব্বতঃ চক্ষুরাদেঃ প্রমাণান্তরস্য অবিষয়ঃ অস্তু। কিন্তু ব্রহ্ম মানান্তরস্য বিষয়ঃ ভবিতুম্ অর্হতি, যতঃ তৎ প্রসিদ্ধং বস্তু, ন তু ধর্ম্মবৎ কার্য্যরূপম্ ইত্যর্থঃ। **অনবকাশে**তি। **"সাবকাশনিরবকাশয়ো নিরবকাশং বলীয়ঃ"** ইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ। **তদনুগুণতয়া** তদনুসারেণ। গুণকল্পনাদিভিঃ ইতি। গৌণ্যা লক্ষণয়া বা ইত্যর্থঃ।

ভাষ্যে-**দৃষ্টসাম্যেন** ইতি। **দৃষ্টঃ** প্রত্যক্ষবিষয়ীভূতো দৃষ্টান্তঃ, তস্য **সাম্যং** সাধর্ম্ম্যং সাদৃশ্যম্ ইতি যাবৎ তেন ইত্যর্থঃ। তথাহি মোক্ষস্য মুখ্যং সাধনং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ অপরোক্ষরূপঃ, অপরোক্ষদৃষ্টান্তগোচরত্বেন চ অনুমানস্য তৎসাম্যং তেন, **অদৃষ্টম্ অর্থং সমর্থয়ন্তী** উপপাদয়ন্তী ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মতাদিবলেন অনুমাপয়ন্তী ইতি যাবৎ, **যুক্তিঃ** অনুমানম্ **অনুভবস্য** প্রত্যক্ষস্য **সন্নিকৃষ্যতে** সন্নিহিতা ভবতি, প্রত্যক্ষগোচর-দৃষ্টান্তাপেক্ষিতয়া সম্বন্ধিনী ভবতি ইত্যর্থঃ। তথাচ সাক্ষাৎকারস্য মোক্ষসাধনত্বেন প্রাধান্যাৎ তর্কস্য চ দৃষ্টানুসারেণ অর্থসমর্পকত্বেন অপরোক্ষার্থবিষয়কত্বাৎ প্রধানসাক্ষাৎকারস্য বিষয়তঃ অন্তরঙ্গঃ তর্ক ইতি ভাবঃ। ইতি রত্নপ্রভানুযায়িব্যাখ্যা। ঐতিহ্যমাত্রেণ পরোক্ষতয়া, বিপ্রকৃষ্যতে বহিরঙ্গা ভবতি। তথাচ বহিরঙ্গাপেক্ষয়া অন্তরঙ্গস্য বলীয়স্ত্বং যুক্তমিতি ভাবঃ।

টীকায়াম্ **অপি চ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার** ইতি। গান্ধর্ব্বশাস্ত্রাভ্যাসাহিতসংস্কারসচিবশ্রোত্রেন্দ্রিয়েণ ষড়্জাদিসাক্ষাৎকারবৎ বেদান্তবাক্যার্থজ্ঞানাভ্যাসাহিতসংস্কারসচিবেন অন্তঃকরণেন **জীবঃ স্বব্রহ্মভাবং** সাক্ষাৎ-করোতি, তত্র স্বপরোক্ষাধিবিরোধিনী ব্রহ্মাকারা অন্তঃকরণবৃত্তিঃ অবিদ্যাং বাধমানা সাক্ষাৎকাররূপা অপরোক্ষ-রূপেণ মোক্ষস্য প্রধানং সাধনং ভবতি ইত্যর্থঃ। **দৃষ্টসাম্যেন** ইতি ভাষ্যপাঠো মিশ্রমতে দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণ ইত্যেবংরূপঃ। দৃষ্টং দর্শনং সাক্ষাৎকারঃ ইতি যাবৎ, তস্য সমানঃ ধর্ম্মঃ যস্য তৎ দৃষ্টসধর্ম্ম, তস্য ভাবঃ দৃষ্টসাধর্ম্ম্যং তেন ইত্যর্থঃ। তথাত্বং চ অনুমানস্য ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মত্বাদিবলেন প্রত্যক্ষবৎ প্রত্যয়দার্ঢ্যাৎ। মোক্ষসাধনতয়া প্রধানস্য সাক্ষাৎকারস্য অনুমানম্ অন্তরঙ্গম্ ইত্যন্বয়ঃ। **বিষয়তঃ** ইতি। সাক্ষাৎকারবিষয়বহ্ন্যাদিবৎ অপরোক্ষ-দৃষ্টান্তগোচরত্বেন অনুমানস্যাপি তদ্বিষয়বিষয়কত্বাৎ বিষয়ৈক্যেন অনুমানং প্রত্যক্ষস্য অন্তরঙ্গং, নতু কারণতাদৈক্যেন ইতি ভাবঃ। **অদৃষ্টবিষয়মি**তি। **অদৃষ্টঃ** অনুমানদশায়াং দর্শনাবিষয়ীভূতঃ বহ্ন্যাদিঃ **বিষয়ো** যস্য তৎ ইত্যর্থঃ। **বহিরঙ্গং তু** ইতি। সাধর্ম্ম্যবিরহাদিতি শেষঃ। এতদেব স্ফুটয়তি **অত্যন্তে**তি। **প্রধান**-

প্রত্যাসত্ত্যা ইতি। মোক্ষসাধনেষু প্রধানেন সাক্ষাৎকারেণ সহ প্রত্যাসত্তিঃ সাধর্ম্ম্যরূপসম্বন্ধঃ তয়া ইত্যর্থঃ। **শ্রুতিরপী**তি। তথাচ **নৈষা তর্কেণে**তি অর্থবাদশ্রুত্যপেক্ষয়া **শ্রোতব্যো মন্তব্য** ইতি বিধিশ্রুতেঃ বলীয়স্ত্বাৎ ব্রহ্মণি আদরণীয়ঃ তর্ক ইতি ভাবঃ।

তর্কমাহ টীকায়াং—**প্রকৃত্যা সহে**তি। জগতঃ ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বনিরাসেন প্রধানপ্রকৃতিকত্বং ব্যবস্থাপয়িতুং প্রথমং তাবৎ সারূপ্যাৎ প্রকৃতিবিকৃতিভাবং দর্শয়তি সাংখ্যঃ **প্রকৃত্যা সহে**তি। প্রকৃত্যা উপাদানেন সহ বিকারাণাম্ উপাদেয়ানাং সারূপ্যম্ অবস্থিতং সিদ্ধম্ ইত্যর্থঃ। এতেন ব্যাপ্তি র্দর্শিতা—তথাহি কার্য্যবিশেষং প্রতি উভয়োঃ কারণত্বশঙ্কায়াম্ অন্যতরস্য তদবধারণে ইয়ং তাবৎ ব্যাপ্তিঃ—যৎ যৎসরূপং তৎ তৎপ্রকৃতিকং যথা সুবর্ণসরূপাঃ কুণ্ডলাদয়ঃ সুবর্ণপ্রকৃতিকাঃ, ইতি বৈলক্ষণ্যে চ প্রকৃতিবিকৃতিভাবাভাবঃ "**ন বিলক্ষণত্বাদি**তি" সূত্রে ভাষ্যে চ নিরূপিত ইতি কারিকায়াং শোকঃ তথাচ যদ্ যদ্বিলক্ষণং তৎ ন তৎপ্রকৃতিকং যথা সুবর্ণবিলক্ষণা ঘটাদয়ো ন সুবর্ণপ্রকৃতিকাঃ ইতি। এতেন সারূপ্যে প্রকৃতিবিকৃতিভাবঃ, বৈরূপ্যে চ তদভাবঃ ইতি স্থিতম্। এবং ব্যাপ্তিঃ ব্যবস্থাপ্য জগতঃ ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভাবং প্রধানপ্রকৃতিকত্বং চ ক্রমেণ ব্যবস্থাপয়তি—**জগৎ ব্রহ্মসরূপ'** **চে**তি। জগৎ ব্রহ্মসরূপ তদ্বিলক্ষণম্ ইত্যর্থঃ, ইতি হেতোঃ তস্য ব্রহ্মণঃ বিক্রিয়া বিকারঃ ন। তথাহি জগৎ ন ব্রহ্ম বিকারঃ, ব্রহ্মবৈলক্ষণ্যাৎ, সুবর্ণবিলক্ষণঘটস্য সুবর্ণবিকারত্বাভাববৎ ইত্যর্থঃ। জগতো ব্রহ্মসারূপ্যাভাবং দর্শয়তি—**বিশুদ্ধমি**তি। **বিশুদ্ধং** সুখদুঃখাদিশূন্যং নির্গুণত্বাৎ। **জড়ম্** অচেতনং স্বর্গনরকাদিময়ত্বাৎ, **অশুদ্ধিভাক্** সুখদুঃখাদিময়ত্বাৎ। **তেন** জগতো ব্রহ্মবিলক্ষণত্বাৎ ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভাবেন। **প্রধানসারূপ্যাদি**তি। প্রধানং খলু সুখদুঃখমোহময়ত্বাৎ, স্বর্গনরকাদিময়ত্বাচ্চ অশুদ্ধং জড়ং চ ইতি তৎসারূপ্যাৎ প্রধানস্যৈব **বিক্রিয়া** উপাদেয়ং জগৎ, ন তু ব্রহ্মণঃ, ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। অথবা তৎসারূপ্যাৎ যথা তৎপ্রকৃতিকত্বং, তথা সারূপ্যাভাবাৎ তৎপ্রকৃতিকত্বাভাবোঽপি, অত আহ **জগৎ ব্রহ্মসরূপং** **চে**তি। তৎ সারূপ্য-তৎপ্রকৃতিকত্বয়োঃ সমনৈয়ত্যেন তৎসারূপ্যাভাবে তৎপ্রকৃতিকত্বাভাবঃ, অন্যথা ব্যাপ্যাভাবসত্ত্বে ব্যাপকাভাবসত্ত্বনিয়মাভাবাৎ জগৎ ব্রহ্মসরূপং চেত্যাশ্চর্য্যভিধানাসঙ্গতেঃ। সমনৈয়ত্যং চ পরস্পরব্যাপ্যব্যাপকভাবঃ।

প্রধানসারূপ্যং প্রতিপাদয়তি—**এক এব স্ত্রীকায়** ইতি। **সুখদুঃখমোহাত্মতয়া** সত্ত্বরজস্তমোময়তয়া। **প্রিয়া চে**তি। স্ত্রীরূপোদাহরণেন সর্ব্বে ভাবা সুখদুঃখমোহাত্মতয়া ব্যাখ্যাতাঃ নিরূপিতা ইত্যর্থঃ। **নিরতিশয়ত্বাৎ** উৎপত্তিবিনাশবদ্ধর্ম্মহীনত্বাৎ নির্ব্বিকারত্বাদিতি যাবৎ। নিগময়তি **তস্মাদি**তি। **অত এবে**তি। যত এব নিরতিশয়ত্বং অত এব অকর্তৃত্বং ব্যাপারমন্তরেণ কর্তৃত্বাসিদ্ধেঃ। দৃশ্যতে হি দণ্ডচক্রাদীনি ব্যাপারয়ন্ কুলালঃ ঘটকর্তা ভবতি, নিরতিশয়স্য চ ব্যাপারাসম্ভবাৎ কর্তৃত্বাভাবঃ ইত্যর্থঃ। তথা চ জগদিদম্ অচেতনং কার্য্যকারণাত্মনা চেতনোপকারকত্বাৎ ঘটবৎ ইত্যনুমানং নিরালম্বম্ ইতি।

চেতনব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বশ্রুতেঃ শব্দার্থাপত্ত্যা জগদপি চেতনম্ ইতি বেদান্ত্যেকদেশিমতম্ উল্লিখ্য * পরিহরতি সাংখ্যঃ—**যোঽপী**তি। জগতঃ চেতনত্বে ন কথং ঘটাদিষু তদুপলব্ধিঃ অত আহ ভাষ্যে—**অবিভাবনং তু** ইতি। অবিভাবনং স্ফুরণাভাবঃ। তথাহি—চেতনকার্য্যত্বেন জগতঃ চেতনত্বেঽপি, চৈতন্যানভিব্যক্তিঃ পরিণামবিশেষস্বভাবাৎ। পরিণামবিশেষে তু তৎ অভিব্যজ্যতে এব যথা অন্তঃকরণে, তত্র তু অন্তঃকরণ এব চৈতন্যমভিব্যজ্যতে, ন তু প্রতিবিম্বানান্তরা ইতি ভাবঃ। অথবা ঘটাদিজড়ানাং অন্তঃকরণভিন্নপরিণামত্বাৎ চেতনত্বেঽপি ন চৈতন্যপ্রতীতিরিতি। সম্প্রতিপন্নচৈতন্যস্যাপি অবস্থাবিশেষে চৈতন্যাবিভাবনং দৃষ্টমিত্যাহ—**যথা** ইতি। সর্ব্বেষামেব চেতনত্বে তুল্যে উপকার্য্যোপকারকত্বানুপপত্তিঃ অত আহ ভাষ্যে—**এতস্মাদি**তি। বিভাবিতাবিভাবিতত্বম্ অভিব্যক্তানভিব্যক্তত্বম্। **গুণপ্রধানভাবঃ** উপকার্য্যোপকারকভাবঃ। জীবজগতোঃ চেতনত্বেন অবিশেষেঽপি উপকার্য্যোপকারকভাবে দৃষ্টান্তমাহ—**যথা চে**তি। **প্রত্যাত্মবর্ত্তিনো বিশেষাদি**তি প্রাতিস্বিকাসাধারণধর্ম্মবশাৎ ইত্যর্থঃ। ননু সর্ব্বস্যৈব জগতঃ চেতনত্বে চেতনাচেতনবিভাগঃ কথম্ অত আহ ভাষ্যে—**প্রবিভাগে**তি। **অতএব** চৈতন্যাভিব্যক্তানভিব্যক্তিবশাদেব। ননু জগতোঽচেতনত্বপ্রতিপাদিকা যা "**অবিজ্ঞানং চে**"তি শ্রুতিঃ সা ন সর্ব্বথা চৈতন্যরাহিত্যং বোধয়তি, কিন্তু সতোঽপি চৈতন্যস্য অনভিব্যক্তিমেব ইতি চেৎ? অতঃ আহ ভাষ্যে—**অনবগম্যমান**মিতি।

অয়মাশয়ঃ—ন খলু অবগম্যতে জগতঃ চেতনত্বং প্রত্যক্ষতঃ, কিন্তু চেতনপ্রকৃতিকত্বশ্রবণাৎ **শব্দশরণতয়া**

* ইদং চ মতং উপবর্ষাচার্য্যস্য ইত্যনুমীয়তে, অতঃ তদনুযায়িনা ভাস্করাচার্য্যেণ চেতনকার্য্যত্বাৎ জগতশ্চেতনত্বং অনুমিতং যথা—'ব্রহ্মকার্য্যত্বাদেব তদ্ধর্ম্মানুবৃত্তিঃ পাষাণাদিষু অনুমিমীমহে"। ইতি ২।১।৪। সিদ্ধান্তে তু ব্রহ্মকার্য্যমপি জগৎ চিদ্বিবর্ত্তঃ, পরিণামস্তু মায়ায়াঃ অতঃ সাংখ্যস্য এতন্নিরাকরণং ন প্রযুক্তবান্ আচার্য্যঃ।

শ্রুতিরূপোপজীব্যত্বেন **উৎপ্রেক্ষেত** শ্রুতার্থাপত্ত্যা কল্পয়েৎ, **কেবলয়া** ইতি নাত্র প্রত্যক্ষং শ্রুতির্বা অস্তি প্রমাণম্ ইত্যর্থঃ। **তচ্চ** চেতনত্বং চ, **শব্দেনৈব "অবিজ্ঞানং চ"** ইতি শ্রুত্যা এব বিরুধ্যতে, তথাচ শ্রুতিবিরোধাৎ অর্থাপত্তেঃ প্রামাণ্যাপহারাৎ প্রমেয়স্যাপি জগচ্চেতনত্বস্য অপহার ইতি।

উক্তভাষ্যস্য তাৎপর্যমাহ টীকায়াং—**শব্দার্থাদি**তি। **"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" "তৎ আত্মানং স্বয়মকুরুত"** ইত্যাদি **শ্রুত্যর্থাৎ** চেতনস্য ব্রহ্মণঃ **প্রকৃতিত্বাৎ** উপাদানত্বাৎ তৎকার্যাণাং পৃথিব্যাদীনাম্ অপি চেতনত্বং **অবগম্যমানং** শ্রুতার্থাপত্ত্যা কল্প্যমানং **মানান্তরেণ** লৌকিকপ্রত্যক্ষাদি-প্রমাণেন **উপোদ্বলিতং** প্রাপ্তসামর্থ্যং সৎ **"অবিজ্ঞানং চ"** ইতি শ্রুত্যা **সাক্ষাৎ শ্রূয়মাণম্** অপি অচেতনত্বং **অন্যথয়েৎ** অনভিব্যক্তচেতনত্বপরতয়া প্রতিপাদয়েৎ, দুর্বলয়াঽপি অর্থাপত্ত্যা বলবত্তরপ্রত্যক্ষানুগৃহীতয়া বলবতোঽপি শাব্দপ্রামাণ্যস্য বাধঃ। তদুক্তং—

"অত্যন্তবলবন্তোঽপি পৌরজানপদা জনাঃ। দুর্বলৈরপি বাধ্যন্তে পুরুষৈঃ পার্থিবাশ্রিতৈঃ" ইতি ॥

প্রত্যক্ষাদিবলবৎপ্রমাণসাচিব্যাভাবে তু অর্থাপত্তিলব্ধোঽর্থঃ বলবতা শ্রৌতার্থেন বাধ্যতে এব, ন পুনঃ অর্থাপত্তিলব্ধার্থবলেন বলবতঃ শ্রৌতার্থস্য লক্ষণয়া অনভিব্যক্তত্বপরতয়া ব্যাখ্যানং ন্যায্যম্ অতএবোক্তং—**"ন মুখ্যে সম্ভবত্যর্থে জঘন্যা বৃত্তিরিষ্যতে"** ইতি, অলং প্রপঞ্চেন। প্রকৃতে চ সহায়কপ্রত্যক্ষপ্রমাণাভাবঃ অনবগম্যমানপদেন ভাষ্যে দর্শিতঃ, **অনবগম্যমানম্** অননুভূয়মানম্ ।৪

অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ।৫

ননু পৃথিব্যাদীনাং চেতনত্বং ন কেবলম্ অর্থাপত্তিলব্ধং, কিন্তু **"মৃদব্রবীৎ"** ইত্যাদি শ্রুতৌ মৃদাদীনাং বক্তৃত্বাদিশ্রুতেঃ শ্রৌতমপি তৎ, তথাচ কেবলশ্রুত্যপেক্ষয়া প্রত্যক্ষশ্রুতিসহকৃতায়া অর্থাপত্তেঃ বলীয়স্ত্বাৎ **"অবিজ্ঞানং চ"** ইতি শ্রুতিঃ অনভিব্যক্তিপরতয়া নেয়া, এবঞ্চ সৌত্রো বিলক্ষণত্বহেতুঃ স্বরূপাসিদ্ধ ইতি শঙ্কতে ভাষ্যে—**নন্বি**তি। অত্র উত্তরমাহ সূত্রকারঃ—**"অভিমানিব্যপদেশস্তু"** ইতি। অয়মর্থঃ—**তু** শব্দঃ শঙ্কাবারকঃ, **"মৃদব্রবীৎ" "তে হেমে প্রাণাঃ"** ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ মৃদাদীনাং চেতনত্বং ন আশঙ্কিতব্যম্, যতো মৃদাদ্যভিমানিনীনাং দেবতানাম্ অয়ং ব্যপদেশঃ ন তু মৃদাদীনাম্। অত্র হেতুমাহ—**বিশেষানুগতিভ্যাম্** ইতি। তথাহি **"এতা হবৈ দেবতা অহং শ্রেয়সে বিবদমানাঃ"** ইত্যাদিশ্রুতৌ চেতনবাদিনা দেবতাপদেন প্রাণাদীনাং বিশেষিতত্বাৎ। **"অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ"**। ইত্যাদ্যর্থবাদাদিষু সর্বত্র অভিমানিদেবতানাম্ অনুগতিশ্রবণাচ্চ ন চেতনং জগদিতি। **সংবদনং** বিবাদঃ। **অহংশ্রেয়সে** প্রাতিস্বিকশ্রেষ্ঠত্বায়। প্রাণে নিঃশ্রেয়সং বিদিত্বা শ্রেষ্ঠত্বম্ অবধার্য তদধীনা বভূবুঃ। **তস্মৈ** প্রাণায়, **বলিহরণং** প্রাতিস্বিকবসিষ্ঠত্বাদিগুণপ্রদানম্।

টীকায়াং **রূপতঃ** স্বরূপেণ। প্রথমেঽধ্যায়ে ঈক্ষত্যধিকরণে, **"গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাদি"**তি সূত্রে "অপ্তেজসোঃ চেতনবদুপচারদর্শনাৎ" ইতি গ্রন্থেন, ইত্যর্থঃ। **কথঞ্চিদি**তি। তথাচ তেজঃপদস্য তদভিমানি-দেবতায়াং লাক্ষণিকত্বে ঈক্ষণং মুখ্যতয়া সম্পাদনীয়ম্ ইতি ভাবঃ। পুনরুক্ত্যাক্ষেপনিবারকত্বাৎ প্রথমাসূত্রেঽপি নাস্যাধিকরণারম্ভকত্বম্ ইতি বোধ্যম্ ।৫

দৃশ্যতে তু ।৬

অস্যার্থঃ—**তু** শব্দঃ পূর্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। যদুক্তং চেতনব্রহ্মবিলক্ষণত্বাৎ অচেতনং জগৎ ন তদুপাদানকম্ ইতি, তদসঙ্গতম্, যতঃ চেতনাৎ পুরুষাৎ তদ্বিলক্ষণানাং কেশনখাদীনাং অচেতনানাম্, অচেতনাচ্চ গোময়াদেঃ চেতনানাং বৃশ্চিকাদীনাম্ উৎপত্তি দৃশ্যতে ইতি।

ভাষ্যে **নায়মেকান্ত** ইতি। অয়ং হেতুঃ—ব্রহ্মজগতোঃ প্রকৃতিবিকৃতিভাবাভাবসাধকত্বেন ভবদুপন্যস্তো বৈলক্ষণ্যরূপঃ, একান্তঃ অব্যভিচরিতঃ, ন ইত্যর্থঃ। কিঞ্চিদ্বৈলক্ষণ্যস্য হেতুত্বে ব্যভিচারং দর্শয়তি **"দৃশ্যতে"** ইতি। তথাচ চেতনেভ্যঃ অচেতনানাম্ অচেতনেভ্যশ্চ চেতনানাম্ উৎপত্তিদর্শনাৎ উক্তো হেতুঃ অনৈকান্তঃ, সাধারণ ইতি যাবৎ। বৈলক্ষণ্যহেতোঃ সাধারণভাবং বারয়িতুং শঙ্কতে—**নন্বি**তি। তথাচ অচেতনেভ্য এব পুরুষাদিশরীরেভ্যঃ অচেতনানাং কেশনখাদীনাম্ উৎপত্তেঃ তত্র বৈলক্ষণ্যহেতোঃ অভাবাৎ ন ব্যভিচারঃ ইতি ভাবঃ। তত্রাপি বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি—**উচ্যতে** ইতি। **আয়তনং** ভোগাধারঃ। বাহুল্যেন বৈলক্ষণ্যস্য হেতুত্বে ব্যভিচারং দর্শয়তি—**মহাংশ্চে**তি। **পারিণামিকঃ** কেশাদিগতপরিণামরূপঃ।

টীকায়াং **সারূপ্যং বিকল্প্য দূষয়তি** ইতি। বিকল্পশ্চ বৈরূপ্যস্য প্রকৃতিবিকৃতিভাববিরোধিত্বং বদতঃ সারূপ্যং প্রকৃতিবিকৃতিভাবে হেতুরিতি গম্যতে, তত্র কীদৃশং সারূপ্যম্ অভিপ্রেতং সকলকারণস্বভাবানাম্ অনুবৃত্তিঃ, যস্য কস্যচিৎ কারণস্বভাবস্য বা ইত্যেবংরূপঃ। তত্র আদ্যে দূষণমাহ—**অত্যন্তসারূপ্যে চে**তি।

দৃশ্যতে হি যত্র প্রকৃতিবিকৃতিভাবঃ তত্র ন অত্যন্তসারূপ্যং, যথা মৃদ্ঘটয়োঃ, তত্র পৃথুবুধ্নোদরত্বাদীনাং বৈলক্ষণ্যাৎ, দ্বিতীয়ে চ জগতি সত্তালক্ষণব্রহ্মস্বভাবানুবৃত্তেঃ ন প্রকৃতিবিকৃতিভাবব্যাঘাতঃ ইত্যর্থঃ। **সর্ব্বস্বভাবানমু-বর্ত্তনমিতি**। তথাচ কতিপয়স্বভাবানুবৃত্তাবপি ভবতি বৈলক্ষণ্যমিত্যর্থঃ। সর্ব্বস্বভাবানমুবর্ত্তনস্য বৈলক্ষণ্যত্বে তস্য বিকারমাত্রেষু সত্ত্বাৎ প্রকৃতিবিকারমাত্রোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ, ইত্যতঃ তৎ প্রকৃতিবিকারভাবাবিরোধীতি ভাবঃ। সর্ব্বস্বভাবানুবৃত্তিশ্চ স্বরূপ এব ভবতি ন বিকারে অতশ্চ ন তয়া প্রকৃতিবিকৃতিভাবঃ। **মধ্যমস্তু** ইতি। যস্য কস্যচিৎ একস্যাপি প্রকৃতিস্বভাবস্য বিকারে অননুবৃত্তিশ্চেৎ বৈলক্ষণ্যং, তথাচ একস্যাপ্যনুবৃত্তৌ ন বৈলক্ষণ্যম্ ইত্যর্থঃ। তদা প্রকৃতে সত্তালক্ষণব্রহ্মস্বভাবস্য আকাশাদৌ অনুবৃত্তেঃ উক্তবৈলক্ষণ্যস্য অসিদ্ধেঃ হেতুঃ অসিদ্ধঃ, যথা পর্ব্বতো বহ্নিমান্ কাঞ্চনময়ধূমাৎ ইত্যত্র কাঞ্চনময়ধূমঃ অসিদ্ধঃ কুত্রাপি তস্য অসত্ত্বাৎ তদ্বৎ ইত্যর্থঃ। **তৃতীয়স্তু** ইতি। চৈতন্যানন্মুবৃত্তিশ্চেৎ প্রকৃতে বৈলক্ষণ্যং, তদা সিদ্ধান্তে সর্ব্বস্যৈব বস্তুনঃ ব্রহ্ম-প্রকৃতিকত্বাভ্যুপগমাৎ অব্রহ্মপ্রকৃতিকস্য কস্যচিদপি অভাবাৎ দৃষ্টান্তাভাবঃ। **নিদর্শনং দৃষ্টান্তঃ**। তথাচ হেতুরয়ং অসাধারণঃ, তথাহি জগৎ ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকং ব্রহ্মস্বভাবস্য চৈতন্যস্য অননুবৃত্তেঃ, যৎ চৈতন্যেন অননুবৃত্তং তৎ অব্রহ্মপ্রকৃতিকম্ **যথা** ইত্যাদি দৃষ্টান্তঃ অবশ্যম্ অপেক্ষণীয়ঃ, তত্র ব্রহ্মবাদিমতে সর্ব্বস্যৈব বস্তুনঃ ব্রহ্ম প্রকৃতিকত্বাভ্যুপগমেন দৃষ্টান্তাভাবাৎ অসাধারণঃ। তথাহি—

সারূপ্যাৎ সর্ব্বথা নৈব প্রকৃতিত্বং বিকারতে। কিঞ্চিৎসরূপতায়াং চ ব্রহ্মসত্তাত্র বিদ্যতে॥
চৈতন্যাভাবতো ব্রহ্মোপাদানং জগতো ন চেৎ। দৃষ্টান্তবিরহাৎ হেতুঃ স্যাদসাধারণো ধ্রুবম্॥ ইতি

অসাধারণলক্ষণং চ "**সর্ব্বসপক্ষবিপক্ষব্যাবৃত্তো হেতুঃ অসাধারণঃ**" ইতি চিন্তামণিঃ যথা শব্দোঽনিত্যঃ শব্দত্বাৎ। অত্র শব্দত্বহেতোঃ পক্ষমাত্রবৃত্তিত্বাৎ অসাধারণ্যম্ এতচ্চ প্রাচীননৈয়ায়িকরীত্যা অভিহিতম্। নবীনাস্তু "**সাধ্যব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগী হেতুঃ অসাধারণ**" ইতি তল্লক্ষণং মন্যমানাঃ বিরুদ্ধস্যাপি, অসাধারণ্যং বদন্তি। "**অতএব বিরোধেঽপি ফলতঃ প্রতিরোধ এব, তদন্যত্বেন বা বিরোধি বিশেষণীয়ম্**" ইতি সব্যভিচারগ্রন্থে **দীধিতিকৃতঃ** ইতি। **পক্ষশ্চ** যত্র পর্ব্বতাদৌ সাধ্যং বহ্ন্যাদি সন্দিহ্যতে স পক্ষঃ, তথাচ **মহামতি মণিকারঃ**, "**সন্দিগ্ধসাধ্যধর্ম্মত্বং পক্ষত্বম্**" ইতি। সন্দিগ্ধং সাধ্যং যেন রূপেণ তৎ সন্দিগ্ধসাধ্যং সন্দেহবিশেষ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মি যাবৎ, তাদৃশ ধর্ম্মবত্ত্বম্ ইত্যর্থঃ। অথবা সন্দিগ্ধঃ সাধ্যরূপো ধর্ম্মো যত্র স সন্দিগ্ধসাধ্যধর্ম্মা, তস্য ভাবঃ তত্ত্বম্ ইত্যর্থঃ। পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ ইত্যত্র পর্ব্বতে বহ্নিসন্দেহাৎ পর্ব্বতস্য পক্ষত্বং। অথবা অনুমিৎসাভাববিশিষ্টসাধ্যনিশ্চয়াভাববান্ পক্ষঃ তথাচ স এব, **সিষাধয়িষাবিরহ-সহকৃতসাধকপ্রমাণাভাবো যত্রাস্তি স পক্ষ** ইতি। পক্ষে সাধ্যনিশ্চয়সত্ত্বে নানুমিতিঃ, সিদ্ধসাধনাৎ, যদি চ তত্রাপি অনুমিতি র্জায়তামিতি ইচ্ছা স্যাৎ, তদা ভবত্যেবানুমিতিঃ। অতএব "**প্রত্যক্ষপরিকলিতমপি অর্থম্ অনুমানেন বুভুৎসন্তে তর্করসিকাঃ, ন হি করিণি দৃষ্টে চীৎকারেণ তম্ অনুমিমতে অনুমাতারঃ**" ইতি ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকায়াং গ্রন্থকারঃ। তথাচ যত্র ন সাধ্যনিশ্চয়ঃ, তৎ সত্ত্বে বা অনুমিৎসা, তত্রাপি অনুমিতেঃ ন অনুপপত্তিরিতি দ্বয়োঃ সংগ্রহার্থং বিশিষ্টাভাবম্। **সপক্ষশ্চ** নিশ্চিতসাধ্যবান্ ধর্ম্মী, যথা মহানসাদিঃ; **বিপক্ষশ্চ** সাধ্যাভাববান্ ধর্ম্মী, যথা জলহ্রদাদিঃ। ইতি প্রসঙ্গাদুক্তম্। প্রকৃতে চ তার্তীয়হেতোঃ পক্ষমাত্রবৃত্তিত্বাৎ অসাধারণ্যম্। **অথেতি**।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি
তদ্ব্রহ্ম"। "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"। "কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং"॥

ইত্যাদ্যাগমপ্রমাণৈঃ ব্রহ্মণো জগন্নিমিত্তোপাদানত্বং সাধিতং, দৃষ্টং চ আগমবাধিতত্বম্ অনুমানস্য যথা— নরশিরঃকপালং শুচি, প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ" ইত্যনুমানসিদ্ধমপি নরশিরঃশৌচং "**মাংসমূত্রপূরীষাদি নির্গতং হ্যশুচি স্থিতম্**" ইতি শাস্ত্রাৎ বাধিতম্। অয়ং ভাবঃ,—জগৎ ন ব্রহ্মপ্রকৃতিকং বৈলক্ষণ্যাৎ—ইত্যনুমানস্য শ্রুতিঃ তাবৎ উপজীব্যং তদ্ঘটকব্রহ্মণঃ শ্রুত্যেকবেদ্যত্বাৎ, শ্রুতয়শ্চ ব্রহ্মণ এব জগৎকারণত্বম্ আমনন্তি। উক্তানুমানেন চ তন্নিরাসে উপজীব্যবিরোধঃ ইতি। **যথাহি** ইতি। আরোগ্যস্বর্গাদীনাং কৃতিসাধ্যত্বসাম্যেঽপি পথ্যাশিন আরোগ্যং, শর্করাভোজিনশ্চ রক্তকণ্ঠত্বং, সাক্ষাৎকৃতং তদা এবম্ উচ্যতে "**আরোগ্যকামঃ পথ্য-মশ্নীয়াৎ**" "**স্বরকামঃ সিকতাং ভক্ষয়েৎ**" ইতি, অত এতেষাং প্রত্যক্ষপ্রমাণাপেক্ষত্বাৎ প্রাপ্তপ্রাপকত্বেন অপ্রাপ্তপ্রাপকত্বরূপবিধিত্বং নাস্তি, কিন্তু অনুবাদকতামাত্রম্। সিকতা শর্করা। "**দর্শপৌর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত**" ইত্যাদৌ তু দর্শপৌর্ণমাসাদীনাং স্বর্গাদিসাধনত্বস্য প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈঃ অত্যন্তাপ্রাপ্তত্বেন বিধিত্বম্ ইতি ন মানান্তরাপেক্ষত্বম্ ইত্যর্থঃ। এবং দৃষ্টান্তং প্রদর্শ্য দার্ষ্টান্তিকেঽপি মানান্তরগোচরত্বাগোচরত্বে

দর্শয়তি—**এবং ভূতত্বাবিশেষেঽপী**তি। **ভূতত্বং** সিদ্ধত্বং প্রত্যক্ষাদিগোচরত্বম্ ইতি যাবৎ। "**অতি-পতিতে**"তি। অতিপ্রতিতাঃ অতিক্রান্তাঃ সমস্তানাং বেদাতিরিক্তপ্রত্যক্ষাদিপ্রমাণানাং সীমানঃ সামর্থ্যানি যেন তস্য ভাবঃ তত্তা তয়া ইত্যর্থঃ। হেতৌ তৃতীয়া। অতএব বেদৈকপ্রতিপাদ্যস্য ব্রহ্মণঃ শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধত্বম্। এতেন কার্য্যত্বাবিশেষেঽপি ন সর্ব্বেষামেব প্রত্যক্ষগম্যতা, স্বরকামিনঃ সিকতাভক্ষণস্য প্রত্যক্ষগম্যত্বাৎ, এবং ভূতত্বাবিশেষেঽপি ন সর্ব্বেষামেব মানান্তরযোগ্যত্বং, ব্রহ্মণঃ তথাভূতস্যাপি তদযোগ্যত্বাৎ, ইতি সিদ্ধম্। ইদম্ আপাততঃ, পরমার্থতস্তু ব্রহ্মণো ন ভূতত্বং; তথাত্বে পৃথিব্যাদিবৎ প্রত্যক্ষাদিগোচরত্বাপত্তেঃ, "**অন্যত্র ভূতাৎ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যসি তদ্বদ**" ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধাচ্চ ইতি ধ্যেয়ম্।

ভাষ্যে **লিঙ্গাদ্যভাবাচ্চে**তি। অয়ং ভাবঃ ভবতি হি গৃহীতব্যাপ্তিকহেতোঃ পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞানাৎ অনুমিতিঃ, যথা মহানসাদৌ ধূমে গৃহীতব্যাপ্তিকস্য পর্ব্বতাদৌ তাদৃশধূমদর্শনেন ব্যাপ্তিস্মরণাৎ জায়তে বহ্ন্যনুমিতিরিতি তার্কিকাঃ। ব্রহ্মণশ্চ ইন্দ্রিয়াতীততয়া ব্যাপ্তিগ্রহাভাবাৎ, অসঙ্গত্বেন চ পক্ষধর্ম্মত্বাভাবাৎ, নির্ধর্ম্মত্বেন বিধেয়ত্বাভাবাচ্চ ন অনুমেয়ত্বম্, যদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নব্যাপকত্বং পরামর্শে ভাসতে তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নস্যৈব অনুমিতিবিধেয়ত্বাৎ ইতি। **আগমমাত্রে**তি বিবৃতং টীকায়াম্। ব্রহ্মণঃ প্রমাণান্তরাগম্যত্বে শ্রুতিপ্রমাণমাহ—**নৈষা তর্কেণে**তি। **এষা** ব্রহ্মবিষয়িণী শুভা **মতিঃ** প্রতিভাকল্পিতেন **তর্কেণ ন আপনেয়া** ন প্রাপণীয়া, অথবা কুতর্কেণ নাপনেয়া **ন নিরসনীয়া,** কিন্তু **অন্যেনৈব** বেদতত্ত্বজ্ঞেন আচার্য্যেণ **প্রোক্তা** কৃপয়া উপদিষ্টা সতী **সুজ্ঞানায়** সাক্ষাৎকারাবসায়িফলায় ভবতি। **হে প্রেষ্ঠ** পরমপ্রিয়েতি মৃত্যোর্নচিকেতঃসম্বোধনম্। **যতঃ** পরমাত্মনঃ সকাশাৎ **ইয়ং বিসৃষ্টিঃ** বিবিধা সৃষ্টিঃ **আ** সমন্তাৎ **বভূব** তং পরমাত্মানম্ **ইহ** জগতি **অদ্ধা** সাক্ষাৎ **কো বেদ,** আস্তাং তাবৎ জ্ঞানং, কো বা **প্রবোচৎ** ন কোঽপি বক্তুং শক্নুয়াৎ ইত্যর্থঃ। দীর্ঘাভাবঃ ছান্দসঃ। **যে ভাবাঃ অচিন্ত্যাঃ** প্রাকৃতবুদ্ধেঃ অতীতাঃ **তান্** তর্কেণ প্রতিভাৎপ্রেক্ষিতেন **ন যোজয়েৎ।** অত্র ভগবদ্বাক্যং প্রমাণয়তি **নমে** ইতি। **দেবা** ব্রহ্মাদয় মহর্ষয়ঃ ব্যাসাদয়োঽপি **মে** মম **প্রভবং** প্রভুশক্তিং উৎপত্তিং বা **ন বিদুঃ** ন জানন্তি, **হি** যতঃ **দেবানাং মহর্ষীণাং চ অহং আদিঃ** মূলকারণং ইত্যর্থঃ।

টীকায়াং **প্রমাণবিষয়ে**তি। শ্রুত্যা বস্তুতত্ত্বে অবধারিতে পশ্চাৎ অসম্ভবনাবিপরীতভাবনাদেঃ পুরুষ-দোষস্য নিরাসেন তত্ত্ববিবেচকতয়া **তর্কঃ** অনুমানং প্রমাণেতিকর্ত্তব্যতাভূতং, ইত্যর্থঃ। **তদাশ্রয়** ইতি। **তৎ** প্রমাণং **আশ্রয়ো** যস্য স তথা ইত্যর্থঃ। অতএবোক্তং ন্যায়ভাষ্যে—"**প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতম্ অনুমানং সা অন্বীক্ষা প্রত্যক্ষাগমাভ্যাম্ ঈক্ষিতস্য পুনরন্বীক্ষণম্ অন্বীক্ষা**" ইতি প্রমাণৈঃ প্রথমবগতো বিশেষজ্ঞানার্থং দৃঢ়তরজ্ঞানার্থং মধ্যস্থসংশয়নিরাসার্থং বা অনুমানম্ আশ্রীয়তে ইত্যর্থঃ। প্রকৃতে চ শ্রুতি-প্রতিপাদিতে তত্ত্বে অসম্ভাবনাদিনিরাসেন শ্রৌতার্থদার্ঢ্যায়ৈব আদ্রিয়তে তর্কঃ, অসতি চ প্রমাণে উপকার্য্যস্য অভাবাৎ নিরাশ্রয়তয়া বিফলস্তর্ক ইত্যাহ **অসতি চ প্রমাণে** ইতি। ঈদৃশমেব তর্কং **মন্তব্য** ইতি মননবিধিঃ ব্যাপ্নোতি ইত্যাহ—**যস্মি**তি। মননবিধিশ্চ "**বিষ্ণুরুপাস্যঃ শুর্যষ্টব্য**" ইতিবৎ বিধিসরূপো ন তু বিধিঃ ইতি স্মরণীয়ং প্রাগভিহিতম্। মননসা সাক্ষাৎকারাঙ্গত্বং নিদিধ্যাসনদ্বারা ইত্যাহ—**মতোহীতি**। **মতঃ** শ্রবণানন্তরং মননবিষয়ীকৃতঃ, তেন চ নিঃসন্দিগ্ধঃ অর্থঃ **ভাব্যমানঃ** নিদিধ্যাস্যমানঃ **ভাবনায়াঃ** সমানাকার-প্রত্যয়প্রবাহস্য **বিষয়তয়া** সাক্ষাৎকৃতো ভবতি ইত্যর্থঃ। **অনুভবাঙ্গমি**তি, নিদিধ্যাসনদ্বারা ইতি শেষঃ। তদুক্তং বিদ্যারণ্যেন

"তাভ্যাং নির্ব্বিচিকিৎসেঽর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ। একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে" ॥ ইতি বিচিকিৎসা সংশয়ঃ। **ভাষ্যে—নানেনে**তি। **মন্তব্য ইতি** ইতি মননবিধিনা ইত্যর্থঃ। **শুষ্কত্বং** বেদ-নিরপেক্ষত্বং ইতি যাবৎ। **আত্মলাভঃ** স্বাধিকারঃ। **স্বপ্নান্তবুদ্ধান্তয়োঃ** স্বপ্নজাগরণয়োঃ, **ইতরেতর-ব্যভিচারাৎ** স্বাভাববৎকালবৃত্তিত্বাৎ এককালবৃত্তিত্বাভাবাদিতি যাবৎ। আত্মনস্তু তাদৃশাবস্থাদ্বয়া-ভাবাৎ স্বভাবত এব **অনন্বাগতত্বম্** উক্তাবস্থাভ্যাম্ অসম্পৃক্তত্বম্। **সম্প্রসাদঃ** সুষুপ্তিঃ। তদানীং প্রপঞ্চ-ভ্রমাভাবেন সদাত্মনাবস্থানাৎ নির্ব্বিশেষব্রহ্মৈকত্বং। "**কার্য্যং কারণাৎ ন ভিন্নং**" ইতি ন্যায়েন প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বাৎ ব্রহ্মাভেদ ইতি ঈদৃশস্তর্ক এব আশ্রয়ণীয়ঃ ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—তত্ত্বমসীতি মহাবাক্যেন হি অবগম্যতে জীবব্রহ্মণোঃ অভেদঃ, ন চায়ং সম্ভবতি, তথাহি জাগ্রদাদ্যবস্থাবতো দেহাদিপ্রপঞ্চবতশ্চ জীবস্য ন খলু নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্মৈক্যসম্ভবঃ, বিরোধাৎ; জীবঃ সুখদুঃখাদিভোক্তা, ব্রহ্ম তু তদসংস্পর্শি, প্রত্যক্ষাদিভিশ্চ প্রমাণৈঃ ভেদস্যৈব অবগম্যমানত্বাৎ কথং বা ব্রহ্মণঃ অদ্বিতীয়ত্বং সম্ভবেৎ। অতঃ শ্রুতোঽপি **অর্থঃ** অসম্ভাব-নাদিভিঃ বিহন্যতে ইতি তদ্বারণায় জাগ্রদাদ্যবস্থানাং পরস্পরং ব্যভিচারাৎ, আত্মনঃ তাভিঃ অসংস্পৃষ্টত্বং,

স্বাভাবিকত্বে চ তাসাং করকাশৈত্যবৎ সদাতনত্বপ্রসঙ্গাৎ। সুষুপ্তিকালে চ **"সতা সৌম্য তদা বা সম্পন্নো ভবতি"** ইতি শ্রুত্যাবগতসদ্রূপতাসম্পত্তেঃ ব্রহ্মাত্মৈকত্বসম্ভবঃ, কুণ্ডলাদীনাং সুবর্ণানন্যত্ববৎ প্রপঞ্চস্যাপি **"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি"** ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদিতব্রহ্মপ্রভবত্বাৎ ব্রহ্মানন্যত্বম্ ইত্যাদিশ্রুতিমূলকস্তর্কঃ অবশ্যম্ আশ্রয়ণীয়ঃ। সাংখ্যাদিকল্পিতো নির্মূলঃ তর্কস্তু সর্ব্বথাহবহেয়ঃ। তত্রভবতাম্ আচার্য্যানামপি অয়মেবাশয় ইতি দর্শয়তি—**তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদি**তি। বিপ্রলম্ভকত্বং পৌরুষপ্রতিভোৎপ্রেক্ষিতত্বেন বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকত্বম্। যথাহুর্ভট্টাঃ—

"যত্নেনানুমিতোহপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ। অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে"॥ ইতি

টীকায়াং **সালক্ষণ্যং** সারূপ্যম্। **অনাবির্ভাবতয়া** ইতি। স্বভাবাদেব অনভিব্যক্ততয়া ইতি প্রাগেব উক্তম্। **"অবিজ্ঞানং চ"** ইতি শ্রুতেঃ অনাবির্ভূতচৈতন্যপরত্বে মুখ্যার্থহানম্ অস্বরসঃ **কথঞ্চিদি**ত্যনেন সূচিতঃ। **ন যুজ্যতে** ইতি। অচেতনাৎ প্রধানাৎ চৈতন্যোৎপত্তেঃ অসম্ভবাৎ ইতি ভাবঃ।

নন্ু সাংখ্যসম্মতাচেতনপ্রধানস্য চেতনজগৎকারণত্বানুপপত্তিবৎ তবাপি ব্রহ্মবাদিনঃ চেতনব্রহ্মণঃ অচেতনজগৎকারণত্বানুপপত্তিঃ; ইত্যত আহ ভাষ্যে—**প্রত্যুক্তত্বাদি**তি। সত্যপি বৈলক্ষণ্যে গোময়বৃশ্চিকাদেঃ কার্য্যকারণভাবদর্শনেন ব্যভিচারাৎ উক্ত নিয়মস্য নিরাকৃতত্বাদিত্যর্থঃ।

মিশ্রাস্তু প্রত্যুক্তত্বাদিতি ভাষ্যস্য জগতি সত্তালক্ষণব্রহ্মস্বভাবস্য অনুবৃত্ত্যা বৈলক্ষণ্যস্য নিরাকৃতত্বাদিত্যর্থপরতাম্ আশরতে, এবঞ্চ "বৈলক্ষণ্যে কার্য্যকারণভাবো নাস্তীত্যভ্যুপেত্য ইদমুক্তম্" ইতি তদ্গ্রন্থঃ সঙ্গচ্ছতে, তথাহি গোময়বৃশ্চিকাদীনাং কার্য্যকারণভাবদর্শনেন বৈলক্ষণ্যেহপি কার্য্যকারণভাবস্য ব্যবস্থাপিতত্বাৎ ব্যর্থং প্রত্যুক্তত্বাত্তু ইতি ভাষ্যম্ অত আহ—**বৈলক্ষণ্যে** ইত্যাদি। **"ইদং"** প্রত্যুক্তত্বাত্তু ইতি ভাষ্যম্; **পরমার্থতঃ** বস্তুতঃ, **এতদি**তি বৈলক্ষণ্যে কার্য্যকারণভাবো নাস্তীতি মতমিত্যর্থঃ।৬

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ।৭

শুদ্ধস্য চেতনস্য ব্রহ্মণঃ তদ্বিলক্ষণজগদুপাদানত্বে প্রাগুৎপত্তের্জগৎ অসৎ স্যাৎ, তথাচ সৎকার্য্যবাদভঙ্গপ্রসঙ্গঃ ইতি চেন্ন, **প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ** অসৎ স্যাদিতি প্রতিষেধস্য প্রতিষেধ্যাভাবাৎ প্রতিষেধমাত্রং তৎ ইত্যর্থঃ। আরব্ধাধিকরণাবান্তরশঙ্কাবারকত্বাৎ নাস্যাধিকরণান্তরারম্ভকত্বং। কার্য্যকারণয়োঃ অভেদাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ কারণসত্ত্বে কার্য্যমপি সদেব ইতি কথং সৎকার্য্যবাদব্যাঘাতঃ, অত আহ টীকায়াং **ন কারণাদি**তি। **স্বাত্মনি** স্বস্বরূপে কার্য্যে, **বৃত্তিবিরোধাদি**তি। বৃত্তিঃ ক্রিয়া, যথা কারণে ন কাচিৎ বৃত্তিঃ, তথা কারণাভিন্নকার্য্যস্যাপি তদভাবেন কার্য্যত্বানুপপত্তিরিত্যর্থঃ। **শুদ্ধ্যশুদ্ধ্যাদীতি।** কারণং শুদ্ধং সুখদুঃখমোহাদ্যভাবাৎ, কার্য্যং চ জগৎ অশুদ্ধং সুখদুঃখমোহাদিময়ত্বাৎ ইতি বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গাৎ ন কার্য্যকারণয়োঃ অভেদ ইত্যর্থঃ। ভেদে তু উৎপত্তেঃ প্রাক্ কারণস্য সত্ত্বাৎ কার্য্যস্য চ অসত্ত্বাৎ অসৎ কার্য্যম্ উৎপদ্যতে ইতি সৎকার্য্যবাদভঙ্গঃ ইত্যাহ—**অথে**তি।

কার্য্যকারণয়োঃ বিরুদ্ধধর্ম্মত্বং দর্শয়তি ভাষ্যে **যদী**তি। তথাচ এতাদৃশবিলক্ষণধর্ম্মণঃ কার্য্যস্য কারণে সত্ত্বাসম্ভবাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যম্ অসদিতি গম্যতে। **কারণাত্মানম্ অন্তরেণে**তি। কারণসত্তাম্ আদায়ৈব অস্মাকং সৎকার্য্যত্বব্যবহারঃ ন বস্তুতয়া কার্য্যং নাম কিঞ্চিদস্তি, ন হি শুক্তিযাথাত্ম্যজ্ঞানানন্তরং রজতং কদাচিদপি কশ্চিৎ সত্যতয়া প্রত্যেতি, তথা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারানন্তরং প্রপঞ্চং ন কদাচিদপি সত্যতয়া কশ্চিৎ মন্যতে তত্ত্বদর্শী। তত্ত্বজ্ঞানেন আবিদ্যকপ্রপঞ্চস্য সমূলঘাতং নিহতত্বাৎ। যথাহুর্বেদান্তবিদঃ—

"তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থসম্যগ্‌ধীজন্মমাত্রতঃ। অবিদ্যা সহ কার্য্যেণ নাসীদস্তি ভবিষ্যতি ॥" ইতি

তথাচ উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং কারণস্য সত্ত্বাৎ কার্য্যমপি সদেব কথম্ অসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ ইত্যর্থঃ। অত্র শ্রুতিপ্রমাণমাহ—**সর্ব্বমি**তি। যঃ পুমান্ বস্তুজাতং আত্মব্যতিরেকেণ জানাতি, তং পুরুষং **সর্ব্বং** বস্তুজাতং **পরাদাৎ** বঞ্চয়েৎ ইত্যর্থঃ। শব্দাদিহীনাৎ ব্রহ্মণঃ শব্দাদিমজ্জগদুৎপত্তৌ অসৎ উৎপদ্যতে ইতি শঙ্কাম্ অনুবদতি—**নন্বি**তি। অভ্যুপেত্য পরিহরতি—**বাঢ়মি**তি। কারণসত্ত্বাতিরিক্তকার্য্যসত্ত্বানভ্যুপগমাদিত্যাহ—**নত্বি**তি।

টীকায়াং **তদুৎপত্তেরি**তি। **কারণে** ব্রহ্মণি **সতি** বিদ্যমানে উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং **তৎ** কার্য্যং কথম্ **অসৎ** অবিদ্যমানং ভবতি ন কথমপি ইত্যর্থঃ। **স্বরূপেণ তু** ইতি। ন উৎপত্তিরিত্যন্বয়ঃ, **সদসত্ত্বাভ্যামি**তি। জগৎ ন সৎ নাপি অসৎ, সৎস্বরূপত্বে সদৈব স্যাৎ চিদাত্মবৎ; অসৎস্বরূপত্বে কথং সত্ত্বেন প্রতীতিরিতি সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়ম্ ইত্যর্থঃ। **সতোহসতো বা** ইতি। সত ইতি পরিণামবাদাভিপ্রায়েণ, অসতঃ

ইতি সৌগতাভিপ্রায়েণ। **নির্বিষয়** ইতি। স্বরূপতঃ কার্য্যস্যৈব অভাবেন সৎকার্য্যবাদস্যাপি অভাবাৎ তৎ-প্রতিষেধো নির্বিষয়ঃ, প্রতিযোগ্যপ্রসিদ্ধেঃ অভাবোঽয়ম্ অলীকপ্রতিযোগিক ইতি ভাবঃ।৭

অপীতৌ তদ্বৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্।৮

বিশুদ্ধং ব্রহ্ম জগৎকারণম্ ইতি অসমঞ্জসম্ অসঙ্গতং কথং? **অপীতৌ** প্রলয়ে **তদ্বৎপ্রসঙ্গাৎ** প্রলয়ে ব্রহ্মণি জগল্লীয়মানং স্বস্য জাড্যসাবয়বত্বাদিধর্ম্মৈঃ ব্রহ্ম মিশ্রয়েৎ, তোয়মিশ্রিতলবণং যথা স্বধর্ম্মৈঃ তোয়ং মিশ্রয়তি তদ্বদিত্যর্থঃ। আরব্ধাধিকরণাবান্তরশঙ্কাবারকত্বাৎ নাধিকরণারম্ভকত্বম্ অস্য। ভাষ্যে **প্রতিসংসৃজ্যমানম্** ইত্যস্যার্থঃ—কারণাবিভাগম্ আপদ্যমানম্। ভোক্তৃভোগ্যাদিবিভাগনিয়মস্য অভাবং দর্শয়তি—**অপি চ সমস্তস্যে**তি। জন্মাদিনিমিত্তানাং কর্ম্মাদীনাং লয়ে পুনরুৎপত্ত্যনুপপত্তিং দর্শয়তি—**অপি চ ভোক্তৃণামি**তি। প্রলয়েঽপি ব্রহ্মণো বিভক্ততয়া অবতিষ্ঠমানং জগদিতি চেৎ, তর্হি প্রলয়স্যৈব অসম্ভব ইত্যাহ—**অথেদমি**তি।

টীকায়াং **যূষঃ** শাকরসঃ। **ন চান্যথা লয়ো লোকসিদ্ধ** ইতি। নিরন্বয়নাশানভ্যুপগমাৎ প্রকারান্তরেণ লয়ো ন লোকপ্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। **নিরন্বয়ত্বম্** অপরিশিষ্যমাণরূপত্বং, বিনশ্যৎ বস্তু সূক্ষ্মরূপাস্তং বিনশ্যতি সূক্ষ্মং চ রূপং কারণেন অন্বিতং ভবতি ইতি সান্বয়নাশ এব সর্ব্বত্র সিদ্ধঃ অভাবান্তবিনাশস্তু ন লোকে ইতি ভাবঃ। পরিণামেন ভোক্তৃভোগ্যানিয়মাভাবং দর্শয়তি—**সমুদ্রস্যে**তি। বিবর্ত্তেন তং দর্শয়তি **রজ্জ্বামি**তি। এবম্ আকাশাদিক্রমেণ উৎপত্তিনিয়মোঽপি নোপপদ্যতে ন হি সমুদ্রস্য ফেণতরঙ্গাদিনা পরিণামে, রজ্জ্বাং বা সর্পধারাদিবিভ্রমে কশ্চিৎ ক্রমনিয়মোঽস্তি ইত্যাহ—**ন চ ক্রমনিয়ম** ইতি।৮

ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ।৯

পূর্ব্বোক্তম্ অসমঞ্জসং ন ভবতি এব, তুকার এবকারার্থঃ। কারণে কার্য্যস্য লয়ে কারণস্য কার্য্যধর্ম্মাস্পর্শে বহুশঃ দৃষ্টান্তসদ্ভাবাৎ। ইতি সূত্রার্থং ব্যাচষ্টে টীকায়াং **"নাবিবভাগমাত্রম্"** ইতি। অধিকরণান্তর্গতা-বান্তরশঙ্কাবারকত্বাৎ নাস্য তদারম্ভকত্বং সত্যপি প্রথমান্তপদে। অবিভাগমাত্রস্য লয়ত্বে হিঙ্গ্বাদিদূষিতশাক-রসাদিবৎ ব্রহ্মণঃ কার্য্যধর্ম্মত্বপ্রসঙ্গো ভবেৎ অতো লয়পদার্থং ব্যাকরোতি—**অপি তু** ইতি। তথাচ কারণে কার্য্যস্য লয়ে কার্য্যধর্ম্মামিশ্রণে বহুশো দৃষ্টান্তসদ্ভাবাৎ ন ভবদুক্তদোষপ্রসঙ্গঃ।

ভাষ্যে **অপীতিরেবে**তি। কার্য্যধর্ম্মসত্ত্বে তদাশ্রয়তয়া কার্য্যসত্ত্বস্যাপি অবশ্যং বক্তব্যতয়া প্রলয়াসম্ভবঃ ইত্যর্থঃ। তথাচ তদানীং কার্য্যস্য পৃথক্‌রূপেণাসত্ত্বাৎ পৃথক্‌রূপবিশিষ্টধর্ম্মিরূপাশ্রয়াসত্ত্বে আশ্রয়িণাং তদ্ধর্ম্মাণাং স্থৌল্যসাবয়বত্বাদীনাং মাভূৎ সত্ত্বং কথঞ্চিৎ ইতি ভাবঃ।৯

ননু শরাবাদিদৃষ্টান্তেঽপি সৎকার্য্যবাদিনঃ তব কথং কার্য্যধর্ম্মানুগমং, কার্য্যস্য নিরন্বয়নাশানভ্যুপগমাদিতি শঙ্কতে টীকায়াং **স্যাদেতদিতি। এবমিদমপী**তি। যথা শুক্তিরজতস্থলে আরোপিতরজতস্য শুক্তিরেব পারমার্থিকং রূপং, ন তু তত্র রজতত্বেন কিঞ্চিৎ বস্তুসৎ অস্তি। তত্রাধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ কারণসত্তামাত্রোপ-জীবকস্য কার্য্যস্য কারণরূপানুগমেন সান্বয়নাশঃ, ন তু তত্র কার্য্যরূপস্যাপি অনুগমঃ, কারণসত্তায়া এব কার্য্য-সত্তারূপত্বাৎ কার্য্যস্য অনির্ব্বচনীয়তয়া স্বাতন্ত্র্যেণ তৎসত্তায়া অনভ্যুপগমাৎ। প্রকৃতে চ কারণব্রহ্মাতিরিক্ত-কার্য্যপ্রপঞ্চস্যৈব বস্তুতঃ অভাবেন অপীতৌ কারণস্য কার্য্যধর্ম্মদূষণশঙ্কৈব নোদেতি ইতি ভাবঃ। **অপিচেতি।** "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" ইত্যাদি শ্রুতয়ো হি কার্য্যস্য ত্রৈকালিকনিষেধম্ অভিদধতি, তত্র যদি কার্য্যসত্ত্বং বস্তুতয়া অবগত্য অপীতৌ কারণস্য কার্য্যধর্ম্মমিশ্রণং শঙ্ক্যেত, তদা পূর্ব্বোক্তাঃ স্পষ্টশ্রুতয়ঃ অতিশঙ্কনীয়াঃ স্যুঃ, নৈবং যুক্তং বেদবাদিনাম্ ইত্যর্থঃ। প্রলপন্তু নাম যথাকথঞ্চিৎ প্রতিভৈকজীবিনো বৌদ্ধার্হতাদয়ো বেদবাহ্যাঃ পাষণ্ডাঃ, ন তু সহামহে বয়মেবম্ আম্নায়জীবিনাং কপিলকণাদপ্রভৃতীনাম্ ইতি ভাবঃ। **অপীতিমাত্রমিতি।** তথাচ স্থিত্যুৎপত্ত্যো-রপি উক্তানুযোগস্য তুল্যতয়া অপীতিমাত্রকথনং ন্যূনতরম্ ইতি প্রতিবন্দ্যা সমাহিতং ভাষ্যকৃতা ইত্যর্থঃ। **লৌকিকঃ পুরুষ** ইতি। জীবস্য জাগ্রৎসুষুপ্ত্যোঃ স্বাপ্নপ্রপঞ্চানমনুবর্ত্তনস্য প্রত্যক্ষদৃষ্টতয়া তন্নিদর্শনেন সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয়সাক্ষিণঃ পরমাত্মনোঽপি প্রপঞ্চাসংস্পর্শঃ। যদ্যপি ব্রহ্মণঃ স্বাপ্নপ্রপঞ্চদোষবত্ত্বমপি প্রসক্তব্যমেব ইত্যুভয়োঃ তুল্যতয়া ন দৃষ্টান্তত্বসম্ভবঃ, তথাপি জীবে স্বাপ্নপ্রপঞ্চাসংসর্গস্য প্রত্যক্ষদৃষ্টতয়া উভয়ো র্ভেদাৎ দৃষ্টান্তত্বম্ ইতি বোধ্যম্।

ভাষ্যে **তত্রোক্তমিতি।** গৌড়পাদাচার্য্যৈরিতি শেষঃ। যদা আচার্য্যোপদেশকালে সুপ্তোত্থিতবৎ স্বস্য মায়াকার্য্যসুখদুঃখাদিসম্বন্ধরাহিত্যম্ অনুভবতি তদা অজম্ উৎপত্তিশূন্যম্ অনিদ্রং লয়শূন্যম্ অদ্বৈতং পরিপূর্ণ-ব্রহ্মস্বরূপমাত্মানং সাক্ষাৎকরোতি ইত্যর্থঃ। **মিথ্যাজ্ঞানস্য অনপোদিতত্বাদিতি।** মিথ্যাভূতম্ অজ্ঞানং

মিথ্যাজ্ঞানম্। **অনপোদিতত্বাৎ** অবাধিতত্বাৎ। অত্র শ্রুতিং প্রমাণয়তি—**ইমাঃ সর্ব্বা** ইতি। **সতি** ব্রহ্মণি, **সম্পদ্য** একীভূয়। সুষুপ্তৌ অজ্ঞানসত্ত্বং দর্শয়তি—**ন বিদুরিতি**। উপপত্তিরপি অস্তি "সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইতি সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্তাবিদ্যাস্মরণেন তদানীম্ অবিদ্যানুভবঃ অবশ্যম্ অভ্যুপেয়ঃ, অনুভবম্ অন্তরেণ স্মরণানুদয়স্য সর্ব্বসম্মতত্বাদিতি। **তে সুষুপ্তাঃ** জীবাঃ। **ইহ** সুষুপ্তেঃ পূর্ব্বং জাগরণকালে। **যৎ যৎ** প্রাতিস্বিককর্ম্মানুসারিব্যাঘ্রাদিজাতিবিশেষরূপং, **তদা** পূর্ব্বসংস্কারানুসারিপুনঃপ্রবোধকালে, **তথৈবেতি** ব্যাঘ্রসিংহাদিবিভাগঃ দর্শিতঃ। নন্থ "সুখমহস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইতি প্রবোধকালস্মর্য্যমানাজ্ঞানস্য সুষুপ্তে সত্ত্বাৎ পুনঃ প্রবোধকালে উপপদ্যতে বিভাগব্যবহারঃ, প্রলয়ে তু তাদৃশাজ্ঞানসত্তায়া মানাভাবাৎ কথম্ উপপদ্যতাম্ উক্তো বিভাগনিয়মঃ? অত আহ—**যথাহীতি**। যথা সুষুপ্তৌ ব্রহ্মণি সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য লয়েঽপি তৎকালীনাবিদ্যাশক্তিবশাৎ পুনর্জাগরণে বিভাগব্যবহারঃ, এবং প্রলয়েঽপি অবিদ্যাসম্বন্ধাৎ পুনর্বিভাগশক্তিঃ অনুমাস্যতে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারৈকনাশ্যত্বাৎ অজ্ঞানস্য ইত্যর্থঃ। তথাহি প্রলয়ঃ পুনর্বিভাগশক্তিমান্ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাজন্যপ্রলয়ত্বাৎ সুষুপ্তিকালীনপ্রলয়বৎ ইত্যনুমানম্। **মিথ্যাজ্ঞানপ্রতিবদ্ধো** মিথ্যাজ্ঞানহেতুকঃ। অতো মিথ্যাজ্ঞানবতাং প্রলয়েঽপি অবিদ্যাশক্তেঃ অবশ্যম্ভাবাৎ পুনরুৎপত্তিনিয়ম উপপন্নঃ। মুক্তানাং তু বিভাগকারণাবিদ্যাশক্তেঃ তত্ত্বজ্ঞানেন সমূলঘাতং নিহতত্বাৎ ন পুনর্জন্মপ্রসঙ্গ ইত্যাহ—**এতেনেতি**।

টীকায়াং **প্রতিনিয়মেনেতি**। প্রতিকূলো নিয়মঃ প্রতিনিয়মঃ বিপরীতনিয়ম ইতি যাবৎ। মিথ্যাজ্ঞানাৎ বিভাগশক্তিরিতি নিয়মঃ, তদভাবাচ্চ তদভাব ইতি প্রতিনিয়মঃ। এতমেব আহ—**কারণাভাবে** ইতি। কথং কারণাভাবঃ ইত্যত আহ—**তত্ত্বজ্ঞানেনেতি**। তথাচ মুক্তানাম্ অবিদ্যাশক্তেঃ অভাবাৎ ন পুনঃ সংসারপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ।১০

স্বপক্ষদোষাচ্চ।১০

ন বিলক্ষণত্বাদিত্যাদিসূত্রোক্তানাং বৈলক্ষণ্যে কার্য্যকারণভাবো নাস্তি ইত্যাদীনাং প্রধানকারণবাদপক্ষেঽপি দোষত্বাৎ ন তে ব্রহ্মকারণবাদে প্রযোক্তব্যাঃ "যশ্চোভয়োঃ সমোদোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ, নৈকঃ পর্য্যনুযোক্তব্যঃ তাদৃশর্থবিচারণে" ইতি ন্যায়াৎ ইতি সূত্রার্থং ব্যাচষ্টে—**স্বপক্ষেচেতি**। **অতঃ** শব্দস্যৈব বিবরণং **বিলক্ষণকার্য্যোৎপত্ত্যভ্যুপগমাদি**তি। তথাচ শব্দাদিহীনাৎ প্রধানাৎ শব্দাদিমতঃ কার্য্যস্য উৎপত্তেঃ কার্য্যকারণয়োঃ বৈলক্ষণ্যং, প্রধানবিলক্ষণস্য কার্য্যস্য প্রাক্ উৎপত্তেঃ কারণাত্মনা অবস্থানাসম্ভবাৎ, কার্য্যাত্মনা অবস্থানে চ প্রলয়স্যৈব অসম্ভবাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ অসতঃ কার্য্যস্য সৃষ্টিদশায়াম্ উৎপত্তেঃ অসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গো ভবতামপি ইত্যর্থঃ। **তথাপীতাবিতি**। তথাচ প্রধানস্য ঘটাদিবৎ স্থৌল্যাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গঃ ইত্যর্থঃ; **অথ কেচিদিতি**। যদি বদ্ধমুক্তব্যবস্থার্থং মুক্তানামেব সুখদুঃখোপাদানক্লেশকর্ম্মাশয়াদীনাং প্রলয়ে অবিভাগঃ ন তু বদ্ধানাম্ ইত্যুচ্যতে তদা বদ্ধকর্ম্মাদীনাং লয়াভাবেন প্রধানকার্য্যত্বানুপপত্তিরিত্যর্থঃ।

টীকায়াং **কার্য্যকারণয়োরিতি** সমানেঽপি বৈলক্ষণ্যে, বৈলক্ষণ্যে কার্য্যকারণভাবস্য অস্মদিষ্টত্বাৎ ন দোষঃ ভবতাং তু অনিষ্টত্বাৎ দোষ এব ইতি হৃদয়ম্। **প্রাগুৎপত্তেরিতি**। সম্ভবতঃ খলু কারণসত্তাতিরেকেণ কার্য্যসত্ত্বাভ্যুপগমে অসৎকার্য্যবাদপ্রসঙ্গঃ, তত্ত্বৎপ্রসঙ্গশ্চ, ন পুনঃ কার্য্যমিথ্যাত্ববাদিনাম্ অস্মাকম্ ইত্যর্থঃ। **উপরিষ্টাৎ** ইতি শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণে সাংখ্যোক্তসৎকার্য্যবাদস্য নিপুণতরনিরাসেন, আরম্ভণাধিকরণে বিবর্ত্তবাদস্য সুদৃঢ়ব্যবস্থাপনেন চ প্রতিপাদনম্ ইত্যর্থঃ। **গুড়জিহ্বিকাচ** প্রথমং জিহ্বায়াং গুড়প্রদানেন বালকস্য রুচিম্ উৎপাদ্য পশ্চাৎ কটুকবায়ৌষধপ্রদানম্।১০

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ।১১

সাংখ্যাদিকল্পিততর্কাণাং শুষ্কত্বেন প্রামাণ্যবিকলতয়া ন তৈঃ বৈদিকঃ ব্রহ্মকারণবাদঃ চোদনীয় ইত্যাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ—**তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদি**তি।

অয়মর্থঃ—অবৈদিকতর্কস্য অপ্রতিষ্ঠানাদপি ন তাদৃশতর্কেণ সমন্বয়বিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ। তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠানং চ একেন প্রতিষ্ঠিতস্য তর্কস্য তার্কিকান্তরেণ প্রতিভাবিশেষবতা তর্কান্তরেণ "**যত্নেনানুমিতোঽপ্যর্থঃ**" ইতি ন্যায়েন অন্যথানয়নম্। অথ মন্যসে তর্কসামান্যস্য অপ্রতিষ্ঠায়াং পর্ব্বতাদৌ ধূমাদিদর্শনানন্তরং বহ্ন্যাদ্যানয়নপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ, শাস্ত্রার্থসংশয়ে চ তর্কেণ তন্নিশ্চয়োঽপি ন স্যাৎ, অপি চ তর্কাপ্রতিষ্ঠানহেতুনা সমন্বয়বিরোধশঙ্কাপরিহারানুমানমপি ন স্যাৎ ইতি ন তর্কমাত্রস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বম্, অতঃ প্রতিষ্ঠিততর্কেণ সমন্বয়ো বিরুধ্যতে ইতি আহ—**অন্যথাঽনুমেয়মিতি চেদি**তি। অন্যথা প্রকারান্তরেণ প্রতিষ্ঠিততর্কেণ সমন্বয়বিরোধাদিকম্ অনুমেয়ম্ ইত্যর্থঃ। শঙ্কাং পরিহরতি—**এবমপী**তি। কস্যচিৎ তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বেঽপি

লিঙ্গাদিরাহিত্যাৎ ব্রহ্মণঃ অবৈদিকতর্কস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বদোষাৎ অনির্ম্মোক্ষঃ উক্তদোষাদনুদ্ধারঃ ইত্যর্থঃ। অথবা কপিলকণাদাদীনাম্ আচার্য্যাণাম্ অন্যোন্যবিরোধাদবৈদিকতর্কৈঃ তত্ত্বাবধারণাসম্ভবাৎ অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ পরমপুরুষার্থহানি রিতি। তস্মাৎ অবৈদিকতর্কস্য অপ্রমাণ্যাৎ ন তেন সমন্বয়ো বিরুধ্যতে ইতি। তর্কাধীনসমন্বয়বিরোধপরিহারার্থত্বাদস্য প্রক্রান্তাধিকরণাঙ্গতরং প্রথমান্তত্বেঽপীতি বোধ্যং।

টীকায়াং **কেবলেতি**। পরমতত্ত্বস্য বেদৈকগম্যত্বং চ রূপলিঙ্গাদিহীনত্বেন প্রত্যক্ষানুমানাদিসীমাতিক্রমণাৎ। **শুষ্কতর্ক** ইতি। বৈলক্ষণ্যতর্কস্য যৎতদ্ঘটিতত্বেন পক্ষসপক্ষসাধারণতয়া অননুগতত্বাৎ ন সাধ্যসাধকত্বম্ ইত্যর্থঃ। **যেন** স্বতন্ত্রতর্কপ্রবর্ত্তনেন, যত্নেন কথঞ্চিৎ ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মত্বসমবহিতহেতূপন্যাসাদিনা, **অভিযুক্ততরৈঃ** তত্ত্বনির্ণয়বিজয়প্রযোজকহেত্বাভাসছলজাতিনিগ্রহস্থানাদিবিবেচননিপুণৈঃ। পরমগম্ভীরোঽপি অর্থঃ প্রথিতমহিম্না কেনচিৎ মহাত্মনা প্রতিষ্ঠিততর্কতরণীশরণেন শক্যতে অধিগন্তুম্ ইতি চেৎ অত আহ—**ন চেতি। মিথো বিপ্রতিপত্তেরিতি।** তথাহি পরমেশ্বরাধিষ্ঠিতেভ্যঃ পার্থিবাদিপরমাণুভ্যো নিত্যেভ্যঃ জগদুৎপত্তিম্ আহুঃ কণাদানুসারিণঃ। **কাপিলাস্তু** নিরবয়বত্রিগুণপ্রধানাৎ মহদাদিক্রমেণ উৎপদ্যতে বিশ্বমিতি মন্যন্তে, ইতি সর্ব্বজ্ঞানাং মুনীনাম্ এব মিথো বিরোধাৎ ভবতি তর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বম্।

"কপিলো যদি সর্ব্বজ্ঞঃ কণাদো নেতি কা প্রমা" ॥

ইতি ন্যায়াৎ ইতি ভাবঃ। **নানুমানাভাসেতি।** অনুমানাভাসে ব্যভিচারেণ বিষয়ব্যভিচারেণ, অনুমানাভাসেন অনুমিতিজননস্থলে বিষয়াসত্ত্বেন ইত্যর্থঃ। অনুমানব্যভিচারঃ অনুমানত্বাবচ্ছেদেন বিষয়ব্যভিচারঃ ন শঙ্কনীয়ঃ ইত্যর্থঃ। অত্রায়ং ভাবঃ—অনুমানং ভ্রমজনকং, অনুমানত্বাৎ, অনুমানাভাসবৎ ইত্যনুমানেন অনুমানত্বাবচ্ছেদেন ভ্রমজনকত্বং ন শঙ্কনীয়ম্, অনুমানত্বসামানাধিকরণ্যেন চ ব্যভিচার ইষ্ট এব। তথাচ বহ্নিলিঙ্গকধূমানুমানব্যভিচারদৃষ্ট্যা ন ধূমলিঙ্গকবহ্ন্যনুমানেঽপি ব্যভিচারঃ শঙ্কনীয়ঃ। ন হি দূরত্বাদিদোষেণ শুক্তিরজতজ্ঞানে ব্যভিচারদর্শনেন স্ফীতালোকমধ্যবর্ত্তিঘটসাক্ষাৎকারেঽপি ব্যভিচারঃ শঙ্ক্যতে কেনচিৎ প্রেক্ষাবতা ইতি ভাবঃ। **প্রত্যক্ষাদিষু** ইতি। প্রত্যক্ষং ভ্রমজনকং, প্রত্যক্ষত্বাৎ, প্রত্যক্ষাভাসবৎ ইত্যনুমানেন প্রত্যক্ষত্বাবচ্ছেদেনাপি ভ্রমজনকত্বস্য সাধয়িতুং শক্যত্বাৎ প্রত্যক্ষমাত্রস্যৈব অপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ। **স্বাভাবিকপ্রতিবন্ধেতি।** স্বভাবসম্বন্ধঃ ব্যাপ্তিরিতি যাবৎ। তদ্বিশিষ্টহেত্বনুসরণে নিপুণেন হেত্বাভাসাদ্যভিজ্ঞেন অনুমানকর্ত্রা ভবিতব্যমিত্যর্থঃ। **ততশ্চ** ব্যাপ্তিবিশিষ্টহেতুপ্রয়োগাচ্চ। **অপ্রত্যূহং** নির্ব্বিঘ্নম্। অনুমানত্বাবচ্ছেদেন অপ্রতিষ্ঠিতত্বং ন কল্পনীয়মিত্যত্র যুক্ত্যন্তর মাহ—**অপি চ যেনেতি।** তথাহি তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠিতঃ, তর্কত্বাৎ, বিলক্ষণত্বাদিতর্কবৎ ইতি তর্কেণ তর্কত্বাবচ্ছিন্নস্যৈব অপ্রতিষ্ঠিতত্বানুমিতৌ এতস্যৈব তর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বাভ্যুপগমাৎ ব্যভিচার ইতি ভাবঃ। **লোকযাত্রেতি।** বর্ত্তমানভোজনাদীনাম্ ইষ্টসাধনত্বদর্শনেন অনাগতভোজনাদীনাম্ ইষ্টসাধনত্বানুমানাৎ **লোকপ্রবৃত্তিদর্শনাৎ** সর্ব্বতর্কাপ্রতিষ্ঠায়াং লোকব্যবহারোচ্ছেদঃ তথাচ ভোজনম্ ইষ্টসাধনং, ভোজনত্বাৎ, অতীতাদিভোজনবৎ ইতি। তথাচ লৌকিকব্যবহারসিদ্ধ্যর্থমপি তর্কত্বসামানাধিকরণ্যেন প্রতিষ্ঠিতত্বস্য অবশ্যম্ অভ্যুপেয়ত্বাৎ ন তর্কত্বাবচ্ছেদেন অপ্রতিষ্ঠিতত্বমিতি। কস্যচিৎ তর্কস্য চ অপ্রতিষ্ঠিতত্বং ন দূষণম্ অপি তু ভূষণমিত্যাহ—**অপি চ বিচারেতি।** বিচারো নাম সন্দিগ্ধে বস্তুনি প্রমাণেন তত্ত্বপরীক্ষায়াং তদনুকূলবাক্যকদম্বঃ কথাপরপর্য্যায়ঃ। তথাহি—

বিচারবিষয়ো নানাবক্তৃকো বাক্যবিস্তরঃ। কথা, তস্যাঃ, ষড়ঙ্গানি প্রাহুশ্চত্বারি কেচন ॥ ইতি

বিচার্য্যতে অসৌ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা বিচারগোচরার্থবিষয়কঃ নানাবক্তৃকো বাক্যবিস্তরঃ কথা ইত্যর্থঃ। স চ দ্বিবিধঃ কল্পিতবাদিপ্রতিবাদিসাধ্যঃ প্রকৃতবাদিপ্রতিবাদিসাধ্যশ্চ তত্র চ আদ্যো দ্বিবিধঃ— যথা— মধ্যস্থহীনো বাদরূপঃ নৈয়ায়িকসম্মত একঃ, অপরশ্চ অত্রৈব তত্রভবতাম্ আচার্য্যাণাং শিষ্যহিতার্থং প্রণীতা অধিকরণাবলী, অস্য চ সন্তি অঙ্গানি ষট্, বিষয়ঃ সংশয়ঃ সঙ্গতিঃ পূর্ব্বপক্ষঃ সিদ্ধান্তপক্ষঃ ফলভেদশ্চ ইতি। দ্বিতীয়শ্চ বাদিপ্রতিবাদিনোঃ উক্তিপ্রত্যুক্তিরূপঃ মধ্যস্থাধীনঃ, অস্যাপি সন্তি অঙ্গানি চত্বারি, বিষয়ঃ সংশয়ঃ পূর্ব্বপক্ষঃ সিদ্ধান্তপক্ষশ্চেতি এষ চ বিচারঃ ত্রিবিধঃ, বাদজল্পবিতণ্ডাভেদাৎ। তত্র তত্ত্ববুভুৎসুনা সহ বিচারঃ বাদঃ, স চ তত্ত্বনির্ণয়াবসানঃ। বিজিগীষুণা সহ বিচারো জল্পঃ, স চ বিজয়াবসানঃ বাদিনিগ্রহমাত্রপ্রয়োজনঃ। স্বপক্ষস্থাপনাহীনা বিতণ্ডা, পরপক্ষখণ্ডনমাত্রপর্য্যবসানা ইতি। **তর্কিতপূর্ব্বপক্ষঃ** তর্কবিষয়পূর্ব্বপক্ষঃ, তস্য নিরাসেন হেত্বাভাসাদ্যুদ্ভাবনদ্বারা ইতি শেষঃ। **তর্কিতঃ রাদ্ধান্তম্ অনুজানাতি** হেত্বাভাসাদ্যভাবাৎ অয়মেব পক্ষঃ সিদ্ধান্ত ইতি অনুমোদতে ইত্যর্থঃ। **সতি চৈষ** ইতি। প্রতিষ্ঠারহিতে পূর্ব্বপক্ষতর্কে **সতি** বিদ্যমানে **এষ** বিচারঃ প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষতর্কস্য প্রতিষ্ঠিতত্বে তস্যোভয়সম্মতত্বাৎ ন বিচারপ্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ।

তথাহি বিপ্রতিপত্তিবাক্যং তাবৎ বিচারপ্রযোজকং বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকবাক্যদ্বয়ং হি বিপ্রতিপত্তিবাক্যং, বিরুদ্ধাপ্রতিপত্তির্বোধো যস্মাদিতি ব্যুৎপত্ত্যা। তদর্থলাভাৎ, তস্মাচ্চ অপ্রামাণ্য শঙ্কাকবলিততত্ত্বাক্যার্থবোধদ্বারা সংশয়ো জায়তে ইত্যেকতরকোটিনিশ্চয়ায় ন্যায়প্রয়োগাদিরূপো বিচারঃ প্রবর্ত্ততে। অসতি পূর্ব্বপক্ষে বিরোধাভাবেন সংশয়ানুদয়াৎ বিচার এব ন প্রবর্ত্ততে তদিদমুক্তং **তদভাবে বিচারাপ্রবৃত্তেরিতি**। তদভাবে পূর্ব্বপক্ষাভাবে ইতি॥ **তদপ্রতিষ্ঠাদোষাৎ ন মুচ্যতে** ইতি। তথাহি যৎ যদ্বিলক্ষণং তৎ ন তৎপ্রকৃতিকম্ ইত্যাগুপ্যমানস্য যৎতৎপদঘটিতত্বেন অননুগতত্বাৎ জগতি ব্রহ্মপ্রকৃতিকত্বাভাবসাধকত্বাভাবাৎ। দৃষ্টান্তে তদ্বিলক্ষণত্বং ঘটাদেঃ তন্তুপাদানকত্বাভাবে প্রযোজকং বক্তব্যং, ন তৎ আকাশাদেঃ ব্রহ্মোপাদানকত্বাভাবে হেতুঃ ভবিতু মর্হতি, কিন্তু ব্রহ্মবিলক্ষণত্বমেব, তথাচ ন দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ হেতুতাবচ্ছেদকৈক্যসম্ভবঃ। সাধ্যতাবচ্ছেদকহেতুতাবচ্ছেদকৈক্যালাভে চ পক্ষবৃত্তিহেতৌ ব্যাপ্তিগ্রহাসম্ভবাৎ নানুমিতিরিতি ভাবঃ।

ভাষ্যে **অতীতবর্ত্তমানাধ্বেতি**। প্রবৃত্তিবিষয়ান্নভোজনাদিঃ নিবৃত্তিবিষয়শ্চ বিষভক্ষণাদিঃ অত্র অধ্বপদার্থঃ, তথাচ অতীতবর্ত্তমানান্নভোজনবিষভোজনয়োঃ ইষ্টানিষ্টসাধনত্বানুভবাৎ তৎসজাতীয়তয়া অনাগতয়োরপি তয়োঃ তথাত্বানুমানাৎ ইষ্টসাধনে অন্নভোজনাদৌ প্রবর্ত্ততে নিবর্ত্ততে চ বিষভোজনাদিত ইতি লোকযাত্রানির্ব্বাহকঃ **তর্কঃ** অপ্রতিষ্ঠিত ইতি ন শক্যতে বক্তুম্ ইতি। বেদার্থয়োঃ বিরোধে অর্থাভাসপরিত্যাগেন পরমার্থাবধারণং বাক্যতাৎপর্যনির্ণায়কতর্কস্যৈব ফলম্ ইত্যাহ—**শ্রুত্যর্থেতি**। বাক্যস্য বৃত্তিস্তাৎপর্য্যং তন্নিরূপাতে নিশ্চীয়তে অনেনেতি করণে অনট্। এতেন দৃষ্টার্থলোকযাত্রানির্ব্বাহকত্বমেব তর্কস্য ন অলৌকিকবেদার্থনির্ণায়কত্বম্ ইতি নিরস্তম্। অতএব **"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে"** ইত্যাদি শ্রুতীনাং জীবেশ্বরপ্রতিপাদকত্বসন্দেহে উপক্রমোপসংহারাদিসহায়েন তর্কেণৈব ভবতি বস্তুতত্ত্বাবধারণম্ ইতি সমন্বয়াধ্যায়ে ভগবতা সূত্রকারেণৈব দর্শিতম্ অন্যথা ব্রহ্মমীমাংসাশাস্ত্রমপীদম্ অনর্থকং স্যাৎ ইতি ন তর্কমাত্রস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বম্ ইত্যর্থঃ। অত্র মনোরপি সম্মতিমাহ—**মনুরপীতি**। ধর্ম্মশুদ্ধিম্ অধর্ম্মাৎ বিবিচ্য ধর্ম্মতত্ত্বাবধারণম্ ইচ্ছতা পুরুষেণ ধর্ম্মসাধনদ্রব্যদেশকালব্রাহ্মণত্বাদিবিজ্ঞানায় প্রত্যক্ষম্ অনুমানং বিবিধধর্ম্মতত্ত্বাবধারণায় বেদমূলং স্মৃতীতিহাসপুরাণাদিরূপং শাস্ত্রং চ বিশেষেণ জ্ঞাতব্যম্। এতেন ইদমেব প্রমাণত্রয়ং মনুসম্মতমিতি গম্যতে। **আর্ষং** ঋষিদৃষ্টত্বাৎ বেদম্, ধর্ম্মোপদেশম্ ঋষিপ্রণীতবেদমূলকশাস্ত্রং চ অথবা আর্ষম্ ইতি বিশেষণং মন্বাদিঋষিপ্রণীতধর্ম্মশাস্ত্রং, **বেদশাস্ত্রানুকূলতর্কেণ** মীমাংসাদিরূপেণ, এতেন শুষ্কতর্কস্য নাবসরঃ কথঞ্চিদিতি গম্যতে। যঃ অনুসন্ধত্তে বিচারয়তি স যাথার্থ্যেন ধর্ম্মতত্ত্বং জানাতি ন তু ইতরো মীমাংসাজ্ঞানভিজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ। বেদো হি ধর্ম্মসাধনং মীমাংসা চ তদিতিকর্ত্তব্যতারূপা যদাহ বার্ত্তিককারঃ

> **"ধর্ম্মে প্রমীয়মাণে তু বেদেন করণাত্মনা।**
> **ইতিকর্ত্তব্যতাভাগং মীমাংসা পূরয়িষ্যতি॥"** ইতি।

অয়মেবেতি। তথাচ কস্যচিৎ তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বম্ ইষ্টমেব অন্যথা পূর্ব্বপক্ষস্যৈব অনুদয় ইতি ভাবঃ। তর্কত্বরূপসামান্যধর্ম্মেণ পূর্ব্বপক্ষতর্কবৎ উত্তরপক্ষতর্কস্যাপি অপ্রতিষ্ঠিতত্বং ন মন্তব্যম্ ইত্যাহ—**নহীতি**। **তস্মাৎ** সর্ব্বতর্কাণাম্ অপ্রতিষ্ঠিতত্বাভাবাৎ যৎকিঞ্চিৎতর্কাপ্রতিষ্ঠিতত্বস্য চ ভূষণত্বাৎ। **অতিগম্ভীরং** বেদাতিরিক্তপ্রমাণাগোচরং, **ভাবস্য** জগন্নিমিত্তোপাদানব্রহ্মণঃ **যাথাত্ম্যম্** অদ্বিতীয়ত্বং, **মুক্তিনিবন্ধনং** মুক্ত্যাশ্রয়ম্। ব্রহ্মণোঽতিগম্ভীরত্বং দর্শয়তি—**রূপাদ্যভাবাদিতি**। অবিমোক্ষপদস্য মোক্ষাভাবার্থতামাদায় ব্যাচষ্টে—**অপিচেতি**। **তদ্বিষয়ম্** একরূপবস্তুবিষয়ম্। **এবং সতীতি**। মোক্ষসাধনসম্যগ্জ্ঞানস্য একরূপত্বে সতি, তথাচ তর্কজন্যজ্ঞানানাং পরস্পরবিরোধাৎ ন সম্যগ্জ্ঞানত্বম্ ইত্যর্থঃ। **ব্যুত্থাপ্যতে** বাধ্যতে। **একরূপানবস্থিতবিষয়মিতি**। একরূপেণানবস্থিতোবিষয়ো যস্য তৎ তথা ইত্যর্থঃ। এতচ্চ হেতুগর্ভবিশেষণং বিষয়ানবস্থানমেব জ্ঞানস্য অসম্যক্ত্বে হেতুঃ বিষয়ভেদেন জ্ঞানভেদধ্রৌব্যাৎ। **ন চ প্রধানবাদীতি**। তথাচ সাংখ্যপ্রণেতুঃ ন সর্ব্বতার্কিকমুখ্যত্বং যেন তদুক্তমেব জ্ঞানং সম্যগ্জ্ঞানং ভবেদিতি। **ন চ শক্যন্তে** ইতি। তথাচ সর্ব্বতার্কিকৈকমত্যা ব্যবস্থিতাবুদ্ধিঃ সম্যক্বুদ্ধিঃ সৈব মোক্ষহেতুরিতি পরাস্তম্। **বেদস্যেতি**। বেদস্য নিত্যত্বসম্যক্জ্ঞানকারণত্বস্বীকারে ইত্যর্থঃ। **ব্যবস্থিতার্থবিষয়ত্বোপপত্তেরিতি**। ব্যবস্থিতঃ একরূপেণাবস্থিতঃ অর্থো বিষয়ো যস্য তস্যভাব ইত্যর্থঃ। নিগময়তি **অত** ইতি। সূত্রার্থমুপসংহরতি **অতোঽস্মিন্নেতি** বেদোক্তজ্ঞানস্যৈব সম্যগ্জ্ঞানত্বাৎ তর্কপ্রভবজ্ঞানস্য চ অনেকরূপত্বাৎ ন তেন সংসারবিমোক্ষঃ ইত্যর্থঃ। অবৈদিকতর্কস্য আভাসত্বাৎ ন তেন সমন্বয়বিরোধ ইত্যধিকরণার্থমুপসংহরতি **অত আগমবশেনেতি**।

টীকায়াং **ভূতার্থগোচরস্য** সত্যবস্তুবিষয়কস্য ব্যবস্থিতবস্তুগোচরতয়া **পরিনিষ্ঠিতবস্তুবিষয়তয়া** একরূপবিষয়তয়া ইতি যাবৎ। **ব্যবস্থানং** বস্তুতন্ত্রতয়া স্থাণুর্বা পুরুষো বা ইতিবৎ অনেকরূপত্বাভাবাদেকরূপত্বম্। **বেদোত্থতর্কেতিকর্ত্তব্যতাকমি**তি বেদানুসারী তর্কো বিচারঃ ইতিকর্ত্তব্যতা অঙ্গং যস্য ইত্যর্থঃ। **ব্যবস্থিতম্** একবস্তুবিষয়কত্বাৎ একরূপম্। শুষ্কতর্কজনিতজ্ঞানস্য অব্যবস্থিতত্বমাহ—**বেদানপেক্ষেণ তু** ইতি। এতাদৃশতর্কস্য শুষ্কত্বং **"দৃশ্যতে তু"** ইতি সূত্রে দর্শিতম্। **জগৎকারণভেদং** প্রধানপরমাণ্বাদি **অবস্থাপয়তাং** নির্দ্ধারয়তাং তার্কিকাণাং কপিলকণাদাদীনাং পরস্পরবিরোধাৎ। **তত্ত্বনির্দ্ধারণেতি**। আচার্য্যাণাং পরস্পরবিরোধে আম্নায় এব ভগবান্ শরণীয়ঃ তদভাবে নান্যৎ তত্ত্বনির্ণয়কারণমস্তি ইতি ভাবঃ। **ততঃ** বেদনিরপেক্ষতর্কাৎ, **তত্ত্বব্যবস্থা** সর্ব্বসম্মতত্ত্বৈকত্বনিশ্চয়ঃ **ইতীতি** হেতৌ, **ততঃ** তর্কাৎ, **সম্যক্-জ্ঞানং** মোক্ষসাধক তত্ত্বনিশ্চয়ঃ ইত্যনর্থান্তরম্। **অসম্যগ্‌জ্ঞানাচ্চে**তি। তত্ত্বজ্ঞানস্যৈব মোক্ষহেতুত্বাদিতি শেষঃ। তথাচ ভগবান্ অক্ষপাদঃ "তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ", ইতি। আত্মাদেঃ খলু প্রমেয়স্য তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ ইতি ন্যায়ভাষ্যকৃতঃ।১১

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥১২

ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্ববাদিবেদান্তসমন্বয়ঃ তর্ককুশলবৈশেষিকনয়েন বিরুধ্যতে ন বা ইতি সন্দেহে সাংখ্যস্মৃতিঃ যথা বেদবিপরীতত্বাৎ ন বেদমূলা, তথা যৎ মহাপরিমাণং তৎ ন দ্রব্যোপাদানং যথাকাশঃ, ইতি ব্যাপ্তেঃ ব্রহ্মাপি ন জগদুপাদানং, তথাত্বে ব্রহ্মণোঽপি জগতো মহত্ত্বপ্রসঙ্গাৎ, দৃশ্যতে হি অল্পপরিমাণাৎ তন্ত্বাদেঃ মহাপরিমাণস্য বস্ত্রাদেঃ উৎপত্তিঃ ইতি ব্যাপ্ত্যাদিমূলবৈশেষিকতর্কেণ সমন্বয়ো বিরুধ্যতে, তস্মাৎ অণ্বাদয় এব জগদুপাদনম্ ইতি দৃষ্টান্তপ্রত্যুদাহরণাভ্যাং প্রাপ্তে সূত্রমিদং প্রণীয়তে—**এতেনেতি**। অন্যাশ্চ সঙ্গতয়ঃ পূর্ব্ববৎ বেদিতব্যাঃ। পূর্ব্বপক্ষে সমন্বয়াসিদ্ধিঃ ফলং, সিদ্ধান্তে চ তৎসিদ্ধিঃ, **এতেন** আত্মাসঙ্গত্বস্বপ্রকাশত্বসৎকার্য্যবাদাদ্যংশেন মন্বাদিশিষ্টপরিগৃহীতপ্রধানকারণবাদনিরাকরণপ্রকারেণ, শিষ্টৈঃ মনুদেবলাদিভিঃ কেনচিদপি অংশেন অপরিগৃহীতা অণ্বাদিকারণবাদাঃ ব্যাখ্যাতা নিরস্তা জ্ঞেয়াঃ, শ্রুতিবাধিতত্বাৎ তর্কস্য ইত্যর্থঃ। বিধায়কপ্রথমান্তপদাদিদং নবীনমধিকরণমিতি জ্ঞেয়ম্। অধিকরণয়োঃ এতয়োঃ উপদেশাতিদেশভাবে বীজমাহ ভাষ্যে—**বৈদিকস্যে**তি। আত্মাসঙ্গত্বাদ্যংশেন প্রত্যাসন্নং খলু বেদান্তানাং কাপিলতন্ত্রং শিষ্টপরিগৃহীতং চ ইতি ইদম্ উপদেশঃ, অণ্বাদিবাদাশ্চ ন তথা ইতি অতিদেশঃ। **তর্কনিমিত্ত আক্ষেপ** ইতি। কারণাপেক্ষয়া কার্য্যন্যূনতায়াঃ ঘটকপালাদিষু দৃষ্টত্বাৎ বিভুনো ব্রহ্মণো ন জগদুৎপত্তিঃ,—তথাহি—

উপাদানকপালাদেঃ ঘটাদের্ন্যূনমানতঃ। বিভুনো ব্রহ্মণো বিশ্বং ন্যূন মেতদসম্ভবি ॥ ইতি

প্রধানমল্লেতি। যথা প্রধানমল্লপরাজয়েনৈব দুর্ব্বলমল্লা অপি ভবন্তি পরাজিতাঃ তদ্বদিত্যর্থঃ। নিরাকরণকারণস্য সাম্যমাহ—**পরমগম্ভীরস্যে**তি। অপি চ ব্রহ্ম ন জগদুপাদানং বিভুত্বাৎ ইত্যত্র পক্ষসাধিকা শ্রুতিঃ অবশ্যম্ অপেক্ষণীয়া, তয়াচ ইদং বাধ্যতে, শ্রুতিষু হি ব্রহ্মণ এব উপাদানত্বপ্রতিপাদানাৎ যথা—"সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইত্যাদি। স্বরূপাসিদ্ধিশ্চ ভবতি—তথাহি **"অস্থূলমনণু" "কেবলো নির্গুণশ্চ"** ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধে নির্গুণে ব্রহ্মণি বিভুত্বাদেঃ অভাবাৎ। বৈশেষিকাস্তু আত্মনো বিভুত্বং মন্যন্তে তথাহি—**"বিভবান্মহানাকাশস্তথাচাত্মা"** ইতি তৎ সূত্রং, বিভবাৎ সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগাৎ আকাশো মহান্ পরমমহাপরিমাণবান্, এবম্ আত্মাপি পরমমহাপরিমাণবান্ বিভুত্বাৎ। অদৃষ্টবদাত্মসংযোগস্য সর্গাদ্যকালীনপরমাণুকর্ম্মহেতুত্বাৎ আত্মবিভুত্বম্ আবশ্যকম্ ইত্যর্থঃ।

অত্র সাংখ্যবাদখণ্ডনগর্ভাং শঙ্কাম্ অবতারয়তি মিশ্রো—**ন কার্য্যমি**তি। যদ্যপীয়ং শঙ্কা কার্য্যস্য অনির্ব্বচনীয়ত্বব্যবস্থাপনেন উপরিষ্টাৎ নিরাকরিষ্যতে, তথাপি ভেদঘটিতকার্য্যকারণভাবে কারণব্যাপারাৎ পূর্ব্বাপরকালয়োঃ পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাভ্যাং কার্য্যাসত্ত্বসত্ত্বব্যবস্থাপনবিরোধেন তাদৃশশঙ্কানিরসনম্ অত্র অধিকম্ ইতীহ নির্দ্দেশঃ ইতি। সাংখ্যাঃ কিল মন্যন্তে কার্য্যং কারণাদভিন্নম্, তথাহি পটস্তন্তুভ্যো ন ভিদ্যতে তদ্ধর্ম্মত্বাৎ (তদবস্থাবিশেষাত্মকত্বাৎ তৎসত্ত্বনিয়তসত্তাকত্বাৎ বা) যৎ যস্মাৎ ভিন্নং তৎ ন তস্য ধর্ম্মঃ, যথা ঘটস্য পটঃ, তন্তুপটয়োশ্চ ধর্ম্মধর্ম্মিভাবাৎ ন তয়োঃ ভেদঃ, কারণব্যাপারাদ্ ঊর্দ্ধমিব ততঃ প্রাগপি কার্য্যং সদেব, কারণব্যাপারাচ্চ সতঃ কার্য্যস্য অভিব্যক্তিঃ, যথা তিলেষু সতঃ তৈলস্য অভিব্যক্তিঃ পীড়নেন, গোষু চ দুগ্ধস্য দোহনেন, যত্র যৎ অসৎ কারণশতব্যাপারেণাপি ন ততস্তদুৎপত্তিঃ, যথা বহ্নেঃ জলস্য, অত কার্য্যং কারণে সদেব ইতি। তমিমং সাংখ্যবাদং কণাদবাদেন উচ্ছিনত্তি—**ন কার্য্যমি**তি। **কারণরূপবদি**তি। কারণাৎ অভিন্নং কারণস্বরূপং যথা কারণস্য ন কার্য্যং তথা কার্য্যস্য কারণাদভেদে কার্য্যত্বং ন স্যাদিত্যর্থঃ। করোত্যর্থঃ প্রযত্নোঽপি অনুপপন্নঃ কার্য্যস্য পূর্ব্বসিদ্ধত্বাৎ।

এতদেব প্রতিপাদয়তি **অভুতেতি**। হির্হেতৌ। **অভুতস্য** অসিদ্ধস্য। **প্রাদুর্ভাবনং** উৎপাদনং, **তদর্থঃ** করোত্যর্থঃ। **অস্য** কার্য্যস্য। **অভুতমিতি** কারণাত্মনা সিদ্ধত্বাৎ ইত্যর্থঃ। নন্থ মাভূৎ কার্য্যার্থং পুরুষস্য প্রযত্নঃ, কিন্তু তদভিব্যক্ত্যর্থমেব ইত্যত আহ—**অভিব্যক্ত্যর্থমিতি**। **তস্যা অপি** অভিব্যক্তেরপি কারণস্বরূপতয়া সত্ত্বাৎ ভবন্মতে ইতি শেষঃ। বাকারঃ পক্ষান্তরে। **তদ্বৎপ্রসঙ্গেনেতি**। অভিব্যক্তেঃ কার্য্যত্বেঽপি যদি কারণাত্মনা সত্ত্বাভাবঃ তদা কার্য্যত্বাবিশেষাৎ অভিব্যঙ্গ্যস্যাপি অভিব্যক্তিবৎ সত্ত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ কারণাত্মত্বব্যাঘাত ইত্যর্থঃ। তথাচ কার্য্যং কারণাত্মনা ন সৎ, কার্য্যত্বাৎ, অভিব্যক্তিবৎ ইতি।

অত্র হেতু মাহ—**নহীতি**। হি হেতৌ, একক্ষণাবচ্ছেদেন একপ্রতিযোগিকভাবাভাবয়ো রেকত্রাসিদ্ধেঃ রিতি ভাবঃ। **কিঞ্চেদমিতি**। শিক্ষিতমিত্যনেনান্বয়ঃ। প্রতিবধ্যতে মণিনা বহ্নের্দাহিকাশক্তিঃ, সংস্তভ্যতে চ মন্ত্রৌষধিভ্যাং চভুজঙ্গবীর্য্যং, ইন্দ্রজালেন চ সদপি বস্তু তত্ত্বতো ন প্রতীয়তে, নৈব বা প্রতীয়তে, ইন্দ্রজালং শাম্বরীবিদ্যা কুহকমিতি যাবৎ। **যৎ** যেন ইন্দ্রজালেন, ইদং কার্য্যম্, **অজাতেতি**। **অজাতঃ** অনুৎপন্নঃ **অনিরুদ্ধঃ** অবিনষ্টঃ **অতিশয়ো** ধর্ম্মো যস্য তৎ, তথাচ পাকেন শ্যামিমবিনাশাৎ রক্তিমোৎপাদবৎ কস্যচিৎ ধর্ম্মস্য উৎপাদবিনাশাভাবো দর্শিতঃ। অথবা—জাতঃ অনিরুদ্ধঃ অতিশয়ো যস্য তথাভূতং ন ভবতি ইতি অজাতানিরুদ্ধাতিশয়ং। **অব্যবধানং** বস্ত্বন্তরাবরণশূন্যম্, এতেন যবনিকাব্যবহিতঘটস্য তদপসারণেন প্রত্যক্ষবৎ কার্য্যপ্রত্যক্ষং ন বাচ্যমিত্যর্থঃ। **অবিদূরস্থানমিতি** ন বিদূরে অতিদূরে স্থানং স্থিতি র্যস্য তৎ নাতিদূরবর্ত্তি, কিন্তু অল্পদূরবর্ত্তি, ইত্যর্থঃ তথাচ অতিদূরত্বম্ অতিসান্নিধ্যং চ প্রত্যক্ষপরিপন্থি তদ্রাহিত্যং দর্শিতম্। চৈত্রদৃষ্টস্যাপি মৈত্রাপরোক্ষত্বসম্ভবাৎ আহ **তস্যৈবেতি**। তথা চাত্র পুরুষভেদোঽপি নাস্তি ইতি সূচিতম্। **তদবস্থেতি**। তদবস্থং প্রত্যক্ষকালীনবৎ অবিকৃতং ইন্দ্রিয়ং যস্য তস্য ইত্যর্থঃ। তথাচ সর্ব্বথা প্রত্যক্ষবিঘটকসামগ্রীরাহিত্যং দর্শিতং। **কদাচিৎ** উৎপত্ত্যনন্তরং প্রত্যক্ষং প্রত্যক্ষবিষয়ঃ, পরোক্ষং পরোক্ষবিষয়শ্চ তৎ পূর্ব্বম্ কার্য্যধ্বংসানন্তরং বা। কার্য্যস্য কাদাচিৎকপ্রত্যক্ষপরোক্ষত্বে উপহস্য পরাভিমতং তৎসাধনমপ্যুপহসতি **যেনেতি**। **যেন** ঘটাদিগতপ্রত্যক্ষাপরোক্ষত্বেন **অস্য** কার্য্যস্য ঘটাদেঃ কদাচিৎ উৎপত্ত্যনন্তরং, **প্রত্যক্ষং** চক্ষুরাদি, **উপলম্ভনং** জ্ঞানসাধনং, **কদাচিৎ** উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং ধ্বংসানন্তরং বা, **অনুমানং** জ্ঞানসাধনং তথাচ ঈশ্বরকৃষ্ণঃ—

"অসদকরণা দুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎ কার্য্যম্"॥ ইতি।

কদাচিৎ সৃষ্টেঃ প্রাক্, জগদস্তিত্ববোধকঃ **"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসী"**দিত্যা**গমঃ** উপলম্ভনম্ ইতি। অথবা প্রত্যক্ষাদিপদং জ্ঞানপরং এতন্মতে তু আগমপদং শ্রৌতশাব্দবোধে লাক্ষণিকমিতি চিন্ত্যম্। এতেন কারণব্যাপারাৎ পূর্ব্বং মৃদি ঘটরাহিত্যং দর্শিতং সত্ত্বে উপলভ্যেত অতো ন কার্য্যকারণয়োঃ অভেদঃ ইতি। **কার্য্যান্তরব্যবধিরিতি**। কার্য্যান্তরেণ শরাবাদিনা ব্যবধানং ঘটস্য পারোক্ষ্যহেতুরিত্যর্থঃ। **সদাতনত্বাদিতি**। শরাবাদ্যবস্থায়ামপি ঘটস্য বিদ্যমানত্বাৎ কথং তস্য পারোক্ষ্যম্ ইত্যর্থঃ। অথ কারণাত্মনা এব কার্য্যস্য সত্ত্বং ন কার্য্যাত্মনা অত উক্তং "কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্য"মিতি ততশ্চ অস্ত্যাবয়বিশরাবাদিষু ঘটস্য ন প্রত্যক্ষং, কারণানাং চ পিণ্ডাদীনাং তৎপূর্ব্বতনাবস্থাপেক্ষয়া কার্য্যত্বেন তদব্যবধানাৎ ন তেষু সতোঽপি ঘটস্য প্রত্যক্ষম্ ইতি শঙ্ক্যতে **অথাপি স্যাদিতি**। যদ্যপি সাংখ্যনয়ে মৃত্তিকায়া এব কারণত্বং ন তু কপালাদেঃ, তথাপি তেষাং কারণত্বস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধস্য অপলপিতুমশক্যত্বাৎ মৃত্তিকাত্বেনৈব তেষাং কারণত্বং ন তু কপালত্বাদিনা ইত্যাশয়স্তেষামিতি বোধ্যম্। **কারণাত্মন** ইতি। কপালাদেঃ পূর্ব্বপূর্ব্বকার্য্যত্বেঽপি উত্তরোত্তরকারণত্বাৎ কারণাত্মত্বং কার্য্যজাতস্য ইতি। **কাদাচিৎকত্বে বা** ইতি বাকারঃ পক্ষান্তরে, তথাচ পিণ্ডাদেঃ কাদাচিৎকত্বাৎ ঘটসত্তাকালে তেষামভাবাৎ ন ঘটপ্রত্যক্ষানুপপত্তিরিতি ভাবঃ। দূষয়তি **ন কারণাত্মত্বমিতি**। **নিত্যত্বা-নিত্যত্বেতি**। কারণস্য নিত্যত্বং কার্য্যস্য অনিত্যত্বমিতি বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গঃ কার্য্যকারণয়ো র্ভেদসাধকঃ। ভবতি হি বিরুদ্ধয়োর্গোত্বাশ্বত্বয়োঃ সংসর্গ এব গবাশ্বয়ো র্ভেদসাধকঃ। তথাচ যো যদ্ধর্ম্মবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গবান্ স তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকভেদবান্ যথা ঘটত্ববিরুদ্ধপটত্বসমবায়বান্ পটো ঘটভিন্ন ইতি। ভবতু ভিন্নয়োরপি নিত্যানিত্যয়োরভেদঃ অত আহ—**ভেদাভেদয়োশ্চেতি**। **ইত্যুক্তমিতি** সমন্বয়সূত্রব্যাখ্যায়াম্ ইতি শেষঃ। নিগময়তি **তস্মাদিতি**। **একান্তত** ইতি সর্ব্বাত্মনা ন তু ভিন্নাভিন্নমভিন্নম্ ইতি যাবৎ। কার্য্যকারণয়োরাত্যন্তিকভেদে কার্য্যকারণভাবানুপপত্তিমাশঙ্কতে **নচেতি**। তথাহি যৎ যতোভিদ্যতে তৎ ন **তৎ কার্য্যং যথা ঘটভিন্নঃ** পটো ন ঘটকার্য্যমিতি। সাম্প্রতং যুক্তং, "যুক্তেদ্বে সাম্প্রতং স্থানে" ইত্যমরঃ। প্রতিবন্দ্যা পরিহরতি **অভেদেঽপি** ইতি। তথাহি কার্য্যকারণয়োরভেদে সুবর্ণরূপং যথা ন সুবর্ণকার্য্যং তথা

কুণ্ডলমপি সুবর্ণকার্য্যং ন স্যাদিত্যর্থঃ। আপত্তিসাম্যং প্রদর্শ্য মূলশৈথিল্যমাহ **অত্যন্তভেদে** ইতি। নহু কুম্ভকুম্ভকারবৎ বস্তুনোঃ অত্যন্তভেদেঽপি চেৎ কার্য্যকারণভাব স্তদা ন কথম্ উপলখণ্ডেভ্যস্তৈলস্য ভূমের্বা রুচকাদীনামুৎপাদঃ অত আহ—**তস্মাদিতি**। ভেদেঽপি কার্য্যকারণভাবদর্শনাদিত্যর্থঃ। **সমবায়ভেদ এব** অবয়বাবয়বিনোঃ সম্বন্ধবিশেষ এব, ন তু কার্য্যকারণয়োরভেদ ইতি স্বাযোগব্যবচ্ছেদকৈবকারস্যার্থঃ। তথাচ ঘটকপালয়োঃ তন্তুপটয়োশ্চ সমবায় এব তয়োঃ উপাদানোপাদেয়ভাবনিয়ামকঃ উপলখণ্ডাদিষু চ তৈলাদীনাং সমবায়াভাবাৎ নোক্তানুযোগঃ ইতি ভাবঃ। তত্র কিমুপাদানং কিংবা উপাদেয়মিতি পরিচায়য়তি **যস্য অভূত্বা** ইতি। পূর্ব্বমসতঃ সাম্প্রতমুৎপদ্যমানস্য যস্য ঘটাদেরিত্যর্থঃ। তথাচ **সম্বন্ধস্য** উভয়নিষ্ঠত্বাৎ তৎপ্রতিযোগী ঘটাদিঃ উপাদেয়পদার্থঃ, অনুযোগিচ কপালাদি উপাদানম্ ইত্যাহ—**যত্রেতি**।

তদেব মুক্তপ্রবন্ধেন উপাদানোপাদেয়ব্যবস্থাং প্রদর্শ্য প্রকৃতং ব্রহ্মণোজগদুপাদানত্বাসম্ভবং প্রতিপাদয়িতুং পাতনিকামারচয়তি **উপাদানত্বং চেতি**। **তস্মাদিতি**। কার্য্যাদল্পপরিমাণস্য জগদুপাদানত্বনিয়মেন পরমমহতো ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। **মূলকারণমিতি**। তথাচ কাণভুজং সূত্রম্ "**সদকারণবন্নিত্য**"মিতি। অয়মর্থঃ সৎ ভাবরূপম্ তথাচ অভাবস্য জগৎকারণত্বং নিরস্তং, অভাবস্য কারণত্বে চূর্ণীকৃতাদপি বীজাদঙ্কুরোৎপাদাপত্তেঃ। **অকারণবৎ** কারণহীনং অজন্যমিতি যাবৎ তথাচ ঘটাদীনাং কারণং, নিত্যং ধ্বংসাপ্রতিযোগি ইতীদৃশং বস্তু অবয়বিনাং স্থূলপৃথিব্যাদীনাং মূলকারণমিতি। তত্র প্রমাণমাহ—"**তস্য কার্য্যং লিঙ্গমিতি**"। তস্য মূলকারণস্য কার্য্যং ত্রসরেণ্বাদি কার্য্যদ্রব্যং লিঙ্গম্ অনুমাপকং, তথাহি অবয়বাবয়বিধারায়া আনন্ত্যে মেরুসর্ষপয়োস্তুল্যপরিমাণত্বপ্রসঙ্গঃ অনন্তাবয়বত্বাৎ তয়োঃ, অতঃ কুত্রচিৎ বিশ্রান্তিরবশ্যং বাচ্যা, ন চ ত্রসরেণৌ বিশ্রামঃ ত্রসরেণুঃ সাবয়বঃ চাক্ষুষদ্রব্যত্বাৎ ঘটবদিত্যনুমানেন তদবয়বদ্ব্যণুকসিদ্ধেঃ, নাপি দ্ব্যণুক এব বিশ্রামঃ, ত্রসরেণ্বয়বাঃ সাবয়বাঃ মহদারম্ভকত্বাৎ কপালবৎ ইত্যনুমানেন দ্ব্যণুকাবয়বত্বেন পরমাণুসিদ্ধিঃ, স এব মূলকারণং তস্যাপি ক্ষুদ্রতরারম্ভত্বে অনবস্থাপাতঃ অনুকূলতর্কাভাবশ্চ ইতি ন তথা কল্পনং যুক্তমিতি সংক্ষেপঃ।

নহু পরমাণোর্জগদুপাদানত্বে পরমমহতো ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বং শ্রৌতং কথমুপপদ্যতাম্ তত্রাহ তস্মাদিতি। পরমাণোর্জগদুপাদানত্বস্য সদনুমানসিদ্ধত্বাৎ ইত্যর্থঃ। **সহস্রসম্বৎসরে**তি তথাচ শ্রুতিঃ **পঞ্চপঞ্চাশতস্ত্রিবৃতঃ সম্বৎসরাঃ পঞ্চপঞ্চাশতঃ পঞ্চদশাঃ পঞ্চপঞ্চাশতঃ সপ্তদশাঃ পঞ্চপঞ্চাশতঃ একবিংশাঃ বিশ্বসৃজাময়নং সহস্রসম্বৎসরমি**মিতি, কিমস্মিন্ সত্রে সহস্রায়ুষাং গন্ধর্বাদীনামধিকারঃ উত মনুষ্যাণাং যদি মনুষ্যাণাং তদা কিং রসায়নাদিসম্পাদিতসহস্রায়ুষাম্ উত মাসেষু সম্বৎসরত্বমাশ্রিত্য সুখেনৈবায়ং মনুষ্যাণামধিকারঃ, উত দ্বাদশরাত্রিষু সম্বৎসরশব্দঃ, উত দিবসেষু? ইত্যাদয়ঃ পক্ষাঃ। তত্র গন্ধর্বাদীনাম্ অগ্ন্যুপসংহারাসামর্থ্যাৎ মনুষ্যাণামেব, মনুষ্যাণাং চ "**শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ**" ইতি শ্রুতেঃ রসায়নস্য এতাবদায়ুঃসম্পাদনাসামর্থ্যাৎ সংখ্যাশব্দং সম্বৎসরশব্দং বা গৌণমাশ্রিত্য মনুষ্যাধিকারো বাচ্যঃ, তত্র সংখ্যাশব্দস্য মুখ্যত্বেন স্বার্থত্যাগাসম্ভবাৎ "**যো মাসঃ স সম্বৎসর**" ইতি দর্শনাৎ সম্বৎসরশব্দস্যৈব মাসার্থত্বে অগ্ন্যাধানাদূর্দ্ধং সহস্রমাসজীবনাসম্ভবাৎ "**সম্বৎসরপ্রতিমা বৈ দ্বাদশরাত্রয়ঃ**" ইতি প্রয়োগাৎ দ্বাদশরাত্রিষু সম্বৎসরশব্দঃ, প্রতিমাবিশেষণম্ অত্র সম্বৎসরশব্দঃ, ন তস্য দ্বাদশরাত্রিষু প্রয়োগঃ, তস্মাৎ ত্রিবৃদাদিশব্দসামঞ্জস্যাৎ দিবসেষু সম্বৎসরশব্দঃ, ত্রিবৃদাদিপদৈঃ স্তোমবিশিষ্টং অহঃ উচ্যতে ন অহঃসমূহঃ, অতোঽহঃস্ব গৌণী সম্বৎসরাভিধা ইতি সংক্ষেপঃ।

অবিদ্যাসমারোপণেনেতি। তথাচ আরম্ভবাদে উপাদানস্য অল্পত্বনিয়মেঽপি নায়ং নিয়মো বিবর্ত্তে, দূরস্থপ্রাংশুপুরুষেষু বালত্বপ্রতিভাসাৎ। **শুক্লত্বেন** শব্দানপেক্ষত্বেন। উপাদানস্য অল্পত্বনিয়মোঽপি প্রচিতপরিমাণতূলপিণ্ডজন্যপিচুপ্রভৃতিষু ভগ্নঃ, তথা ত্রসরেণুঃ কার্য্যাবয়বায়বঃ মহাকার্য্যত্বাৎ পটবৎ, ইত্যনুমানেন পরমাণোরপি ন নিত্যত্বং, কার্য্যাম্ অবয়বাবয়বো যস্য ইতি বহুব্রীহিঃ। পরমাণুঃ সাবয়বঃ পৃথিবীত্বাৎ ঘটবৎ ইত্যনুমানেন চ পরমাণূনাং সাবয়বত্বং দুষ্পরিহরম্। পরমাণুসাধকমনুমানমপি অপ্রয়োজকং তাদৃশরীত্যা অনবস্থিতাবয়বপরম্পরাসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। ইতি মন্বাদ্যপেক্ষিতমবৈদিকং পরমাণুবাদং কৈমুতিকেন নিরস্যতি **শরমাণ্বাদিবাদস্যে**তি। তথাহি—

"মন্বাদিশিষ্টসন্ধাদিকাপিলং যদ্যপেক্ষিতম্। তদা শিষ্টপরিত্যক্তমবৈদিকমতং কিমু?॥" ১২

ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ।১৩

অদ্বয়ব্রহ্মকারণবাদিবেদান্তসমন্বয়ো বিষয়ঃ স তর্কসহিতভেদগ্রাহকপ্রত্যক্ষাদিনা বিরুধ্যতে ন বা? ইতি সংশয়ে জগৎকারণে তর্কস্য অপ্রতিষ্ঠিতত্বেঽপি জগদ্ভেদে স প্রতিষ্ঠিতঃ ইতি সমন্বয়োবিরুধ্যতে ইতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যা পূর্ব্বপক্ষমাহ **ভোক্ত্রাপত্তেরি**তি। তর্কশ্চ ভোক্তৃভোগ্যপ্রপঞ্চো নাদ্বিতীয়বস্তুভিন্নঃ

পরস্পরং ভিন্নত্বাৎ, যদ্বৈবং তদ্বৈবং যথা ব্রহ্ম ইতি। অদ্বিতীয়ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বে ভোক্তৃভোগ্যপ্রপঞ্চস্য ব্রহ্মানন্যত্বেন ভোগ্যশব্দাদেভোক্ত্রাত্মকত্বাপত্তেঃ ভোক্তুর্বা ভোগ্যাত্মকত্বাপত্তেঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধঃ পরস্পরবিভাগো ন স্যাৎ, অতঃ প্রত্যক্ষেণ সমন্বয়ো বিরুধ্যতে ইতি পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তমাহ—**স্যাল্লোকবদিতি**। একব্রহ্মোপাদানকত্বেঽপি ভোক্তৃভোগ্যপ্রপঞ্চস্য পরস্পরং বিভাগঃ স্যাৎ লোকবৎ। যথা লোকে সমুদ্রাত্মনা অভিন্নানামপি ফেনতরঙ্গাদীনাং পরস্পরং ভেদোঽস্তি তদ্বৎ, অতঃ কল্পিতভেদসত্ত্বাৎ ন প্রত্যক্ষবিরোধ ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষে অদ্বৈতাসিদ্ধিঃ ফলং, সিদ্ধান্তে চ তৎসিদ্ধিরিতি। অত্র প্রথমাধ্যায়াৎ অধিকরণারম্ভঃ।

টীকায়াং **প্রবৃত্তা হি** ইতি। অর্থাবধারণায় কৃতপ্রবৃত্তিঃ শ্রুতিঃ অনপেক্ষত্বেন ন তর্কাদিমানান্তরম্ অপেক্ষতে যদা তু অর্থাবধারণায় শ্রুতিঃ প্রবর্ত্তিতুম্ আরভতে তদা প্রতিষ্ঠিতপ্রামাণ্যতর্কবিরোধে "আদিত্যো যূপঃ" ইত্যর্থবাদবৎ উপচরিতার্থা ভবতি ইত্যর্থঃ। **স্ফুটতরপ্রতিষ্ঠিতেতি**। স্ফুটতরম অথচ প্রতিষ্ঠিতং প্রামাণ্যং প্রমাজনকত্বং যস্য এতাদৃশো যস্তর্কঃ তদ্বিরোধেন ইত্যর্থঃ। ঘটপটাদিবিশেষবিষয়কত্বয়া স্ফুটতরত্বং, বাধকপ্রমাণরাহিত্যাচ্চ প্রতিষ্ঠিতত্বম্। এতদ্দ্বয়ং শ্রুত্যপেক্ষয়া তর্কস্য প্রাবল্যপ্রযোজকং বোধ্যম্।

ভাষ্যে **তয়োরিতি**। ভোক্তৃভোগ্যয়োরিত্যর্থঃ। **ইতরেতরভাবঃ** পারস্পর্য্যম্ অবিভাগ ইতি যাবৎ। ব্রহ্মাভেদশ্রুতেঃ তয়োরভেদঃ কল্প্যতে স এষ চ প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধভেদস্য বাধাপত্তিরিত্যর্থঃ। তথাহি—

"ব্রহ্মণো ভোক্তৃভোগ্যাভ্যামভেদে ভিন্নতা ভবেৎ। ভোক্তৃভোগ্যাবিভাগঃ স্যাদভেদে চ তয়োস্তুতঃ॥"

ইতি প্রত্যক্ষস্য চ শ্রুত্যা বাধো ন যুক্ত ইত্যাহ "**ন চাস্যে**"তি। শ্রুতিহি সত্যজাতীয়ত্বাৎ উপচারেণাপি কথঞ্চিৎ সাবকাশা, ন সা নিরবকাশং প্রত্যক্ষং বাধিতুমীষ্টে, সাবকাশনিরবকাশয়োঃ নিরবকাশস্য বলবত্ত্বাৎ ইতি ভাবঃ। পূর্ব্বম্ অপ্রতিষ্ঠিততর্কবিরোধে শ্রুতেঃ প্রাবল্যম্ উক্তম্ অত্র তু প্রতিষ্ঠিততর্কবিরোধে সাবকাশা শ্রুতিরেব দুর্ব্বলা ইত্যবিরোধঃ। **অস্তত্বে** বর্ত্তমানদশায়াম।

টীকায়াং **যদীতি**। তথা চ অতীতানাগতয়োঃ বিভাগাভাবে তৎগ্রহণেন স্বাপ্নদর্শনবাধবৎ তস্য বর্ত্তমান বিভাগবাধকত্বাৎ ন বিরোধঃ স্যাদিতি অবাধিতবর্ত্তমানপ্রত্যক্ষস্য বলবত্ত্বাৎ তন্নিদর্শনেন তয়োরপি বিভাগঃ কল্পনীয়মিতি সিদ্ধো বিরোধঃ ইতি ভাবঃ। **তথাত্বানুমানাদিতি**। অতীতানাগতকালৌ ভোক্তৃভোগ্য বিভাগাশ্রয়ৌ, কালত্বাৎ, বর্ত্তমানকালবৎ ইত্যনুমানেন বিভাগস্য সদাতনত্বসিদ্ধিঃ। "**য এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি**" ইত্যাদিশ্রুত্যা স্বল্পভেদস্যাপি বেদান্তিনাম্ অসহনীয়ত্বাৎ তত্রেদম আপাততোঽভিধানমিত্যাশয়েন ব্যাচষ্টে—**আপাতত** ইতি। বিচারেণ হি কারণাত্মনা ভেদাভাবাদেব তাত্ত্বিকত্বাৎ ভেদস্য চ মিথ্যাত্বাৎ ভেদাভেদদৃষ্টান্তো ন বিচারসহ ইত্যাহ—**অবিচারিতেতি**। অবিচারিত এব লোকসিদ্ধঃ অবিচারিতলোকসিদ্ধঃ, অবিচারদশায়ামেব লোকসিদ্ধঃ ন তু বিচারদশায়ামপি—এবঞ্চতো যো দৃষ্টান্তঃ তৎপ্রদর্শন-মাত্রেণ ইত্যর্থঃ।

নন্থ সমুদ্রাত্মনাঽভেদে কথং ফেনতরঙ্গাদীনাং মিথো ভেদঃ, কথং বা তেষাং মিথো ভেদে সমুদ্রাত্মনাঽভেদঃ অত আহ ভাষ্যে—**ন চেতি**। তথাচ "দৃষ্টে ন অনুপপন্নতি"তি ন্যায়াৎ সঙ্গচ্ছতে দ্বয়োরপি অভেদ ইতি। দৃষ্টান্তং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—**এবমিহাপীতি**। তথাচ পরস্মাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বং জগতঃ ভোক্তৃভোগ্যয়োশ্চ মিথো ভেদঃ। ন খল্বস্তি নিয়মঃ "কেনচিৎ ধর্ম্মেণ অভিন্নয়োঃ অপি স্বরূপতোঽপি মিথো ভবিতব্যম" অভেদেন মৃদাত্মনাঽভেদেঽপি ঘটশরাবাদ্যাত্মনা ভেদদর্শনাদিতি। তথাহি—

"মৃদভিন্নঘটাদেশ্চ পরস্পরবিভেদবৎ। ব্রহ্মাত্মনা হ্যভেদেঽপি ভেদঃ স্যাৎ ভোক্তৃভোগ্যয়োঃ॥" ইতি।

এতেন ব্যবহারে ভেদাভেদবাদো দর্শিতঃ, "**ব্যবহারে ভাট্টনয়ঃ**" ইতি সময়াৎ। দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ বৈষম্যং শঙ্কতে—**যদ্যপীতি**। পরিহরতি—**তথাপীতি**। তথাচ ঔপাধিকভেদাপেক্ষয়া তয়োঃ সাম্যং বোধ্যম্। নিগময়তি—**ইত্যত** ইতি। তথাচ কারণাত্মনা অভেদেঽপি যথা কার্য্যাণাং মিথো ভেদঃ, তথা ব্রহ্মাত্মনা অভেদেঽপি ভোক্তৃভোগ্যানাম অন্যোন্যং ভেদস্য সিদ্ধত্বাৎ ভেদগ্রাহকপ্রত্যক্ষাদিপ্রমাণেন অদ্বৈতসমন্বয়ো ন বিরুধ্যতে ইতি।১৩

তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ।১৪

পরিণামবাদেন পূর্ব্বসমাধানস্য আপাতিকত্বম্ অভিপ্রায় বিবর্ত্তবাদসমাধানস্য পরমত্বং বক্তুং সূত্রং ব্যাখ্যাতুম উপক্রমতে—**অভ্যুপগম্য চেতি**। পূর্ব্বেণ সহ অস্য পৌনরুক্ত্যম অপাকর্ত্তুম্ আহ—**ব্যাবহারিকমিতি**। তথাচ ভেদগ্রাহিপ্রমাণস্য প্রামাণ্যাঙ্গীকারেণ ভেদাভেদবাদত্বয়া সমাধানস্য ব্যাবহারিকত্বং, বিবর্ত্তবাদেন চ কার্য্যাসত্ত্বব্যবস্থয়া সমাধানস্য তাত্ত্বিকত্বম্ ইত্যর্থঃ। অতো মিথ্যাভূতভেদগ্রাহকপ্রমাণৈঃ অদ্বৈতশ্রুতের্ন বাধঃ। সঙ্গতিশ্চ পূর্ব্ববৎ। দ্বৈতস্য মিথ্যাত্বসাধনায় সূত্রার্থং ব্যাচষ্টে—**যস্মাদিতি**। **অনন্যত্ব**মিত্যস্য যথাশ্রুতার্থত্বে কার্য্য-

কারণয়োঃ অভেদবাদাপাতঃ, তত্র চ বৈশেষিকাদ্যুক্তদোষপ্রপাতভিয়া তৎ অন্যথা ব্যাচষ্টে—**ব্যতিরেকেণে**তি। এতৎ ব্যাখ্যাতং টীকায়াং **ন খলু** ইত্যাদিনা, তথাচ কারণাৎ স্বাতন্ত্র্যেণ সত্ত্বাভাবঃ কার্য্যস্য, ন তু তয়োঃ অভেদ ইত্যর্থঃ। সূত্রার্থস্তু ভেদগ্রাহকতর্কসহিতপ্রত্যক্ষাদিনা অদ্বয়ব্রহ্মকারণবাদী বেদান্তসমন্বয়ো বিরুধ্যতে ন বা—ইতি সংশয়ে জগদ্ভেদবাদিপ্রতিষ্ঠিততর্কেণ সমন্বয়ো বিরুধ্যতে—ইতি পূর্ব্বপক্ষে পরমসমাধানমাহ—**তদনন্যত্বমি**তি। **তৎ** তস্মাৎ অভিন্ননিমিত্তোপাদানভূতাৎ ব্রহ্মণঃ জগতঃ কার্য্যস্য **অনন্যত্বং** ভেদাভাবঃ পৃথক্‌সত্তারাহিত্যম্ ইতি যাবৎ। কুতঃ? **আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ**। **"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্"**। **"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"** ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ইতি। * প্রথমান্তপদাৎ অধিকরণারম্ভো জ্ঞেয়ঃ।

টীকায়াং **পূর্ব্বস্মাৎ অবিরোধাদি**তি। ভেদাভেদরূপাৎ ইত্যর্থঃ। **বিশেষাভিধানে**তি। ভেদাভেদেন সমাধানস্য ব্যাবহারিকত্বং, ভেদাভাবেন সমাধানস্য চ তাত্ত্বিকত্বম্, ইত্যেবং বিশেষাভিধানেন **উপক্রমঃ** আরম্ভো যস্য পরিহারস্য স তথাভূতঃ। সৌত্রেণ অনন্যত্বপদেন ভেদনিষেধপরেণ ব্রহ্মাতিরিক্তবস্তুমাত্রস্য মিথ্যাত্বাভিধানাৎ নাস্য গতার্থতা ইতি ভাবঃ। **এবং হি** ব্রহ্মাতিরিক্তবস্তুনঃ অতাত্ত্বিকত্বে হি, **"তথাহি উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতম্ অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্"** ইতি প্রতিজ্ঞাবাক্যাৎ একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং ভবতি ইতি প্রতীয়তে। এতৎপ্রতিজ্ঞাবাক্যং প্রধানম্, এতৎপ্রতিপাদনায় উক্তং "যথা সোম্যে"তিদৃষ্টান্তবাক্যম্ অপ্রধানং, তত্র পরিণামিমৃদাদিদৃষ্টান্তেন ভেদাভেদস্বীকারে কার্য্যস্য জগতোঽপি ব্রহ্মবৎ সত্যত্বম্ আপদ্যেত তথাচ প্রতিজ্ঞাহানিঃ। ন হি ঘটে জ্ঞাতে পটোঽপি জ্ঞাতো ভবতি, ন চৈতৎ যুক্তং মুখ্যতয়া সাধনীয়ার্থপরস্য প্রতিজ্ঞাবাক্যস্য প্রধানত্বাৎ প্রতিজ্ঞাতার্থপ্রতিপাদনার্থমেব দৃষ্টান্তবাক্যোপন্যাসাৎ। অতো দৃষ্টান্তবাক্যং মিথ্যাপরত্বেন ব্যাখ্যেয়ম্ ইত্যর্থঃ। **তত্ত্বজ্ঞানং চে**তি। তত্ত্বং নাম অবাধিতং, তদ্বিষয়কজ্ঞানং চ তত্ত্বজ্ঞানং, তথাচ পরিণামস্য বাধিতত্বাৎ তদ্বিষয়কজ্ঞানং ন তত্ত্বজ্ঞানম্ ইত্যর্থঃ। **অধস্তাৎ** শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণপূর্ব্বপক্ষে।

ভাষ্যে—**অপাগাদি**তি। তথাচ রূপত্রয়াণাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণানাং তন্মাত্রাণাং কারণত্বেন সত্যত্বম্ অগ্নিত্বস্য চ কার্য্যত্বেন অপগমঃ। তন্মাত্রাণামপি সংস্বরূপত্বেন সৎ অবশিষ্যতে ইতি ভাবঃ। **ঐতদাত্ম্যমি**তি। এতৎ সৎ আত্মা যস্য সর্ব্বস্য তৎ এতদাত্ম, তস্য ভাবঃ ঐতদাত্ম্যম্, এতেন সদাখ্যেন আত্মনা আত্মবৎ সর্ব্বমিদং জগৎ তৎ সদাখ্যং কারণং সত্যং পরমার্থসৎ, অতঃ স এব আত্মা হে শ্বেতকেতো ত্বং সৎ ত্বমসি ইত্যর্থঃ। **যদয়মাত্মে**তি। যং যোঽয়মাত্মা দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্য ইতি প্রকৃতঃ, স আত্মা এব ইদং সর্ব্বং, তদ্ব্যতিরেকেণ অগ্রহণাদিত্যর্থঃ।

টীকায়াং কেবলপদব্যাবর্ত্ত্যমাহ—**ন তু** ইতি। **শব্দজ্ঞানানুপাতী**তি। শব্দজ্ঞানমাত্রাধীনঃ অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষো বিকল্পঃ, ন হি তস্য বিষয়ঃ কিঞ্চিৎবস্তু অস্তি, যথা পুরুষস্য চৈতন্যং স্বরূপমিতি। পুরুষস্য চৈতন্যাভিন্নত্বেঽপি ভেদব্যপদেশো বিকল্পমাত্রমিতি। **মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যমি**তি। মিথ্যারূপস্য ঘটাদেঃ বিকারস্য উপাদানং মৃত্তিকা এব তত্ত্বং, তত্ত্বজ্ঞানং চ জ্ঞানম্ অতোঽন্যৎ মিথ্যাজ্ঞানম্ ইতি কারণজ্ঞানাদেব কার্য্যজ্ঞানস্য সিদ্ধিঃ, পরিণামস্য শ্রুত্যভিপ্রেতত্বে **"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যমি"**তি কারণমাত্রস্য সত্যত্বাভিধানম্ অসঙ্গতম্, অতঃ পরিণামদৃষ্টান্তেন অর্থাপত্ত্যা পরিণামকল্পনং কল্পনমেব, মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্ ইত্যেবকারশ্রুত্যা অর্থাপত্তেৰ্বাধাৎ। **"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি"** প্রতিজ্ঞা চ প্রধানং তদনুরোধেন গুণভূতো দৃষ্টান্তঃ মিথ্যাপরতয়া ব্যাখ্যেয়ঃ। **"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্"** ইতি শ্রুতৌ পরিণামক্রিয়ায়াঃ সাক্ষাৎ প্রতিষেধাৎ অর্থাপত্তেঃ অনুদয়ঃ, **"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"** ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ ব্রহ্মাতিরিক্তবস্তুমাত্রস্য নিষেধাৎ শুক্তিরজতবৎ মিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ কার্য্যাণামিতি ভাবঃ। **দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাদি**তি। দৃষ্টং প্রতীতিমাত্রশরীরং পুনর্নষ্টং অদৃষ্টং, নশ্ অদর্শনে ইত্যস্য রূপম্। তাদৃশশরীরমপি চক্ষুরগোচরতাম্ আপন্নমিত্যর্থঃ। এতদ্ব্যাচষ্টে টীকায়াং—**যে হী**তি। তথাচ বিকারজাতং **ন** বস্তুসৎ দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ যথা মৃগতৃষ্ণা, সা হি অধিষ্ঠানোষরাদিপ্রত্যক্ষে নশ্যতি, এবং জগদধিষ্ঠানব্রহ্মসাক্ষাৎকারে জগতো বিনাশাৎ জগন্মিথ্যাত্বসিদ্ধিঃ, তথাচ শ্রুতিঃ—

"যত্র তু অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইতি। প্রতীতিকালেঽপি নাস্তি তেষাং সত্ত্বং, মাভূৎ রজ্জ্বাং সর্পদর্শনদশায়াং সর্পস্য স্বরূপতঃ সত্ত্বং কদাচিৎ, প্রতীতিমাত্রত্বাৎ তস্য, এবং সংসারদশায়াং সত্যাপি জগদ্ভানে ন তৎ বস্তুসৎ অবিদ্যাকল্পিতত্বাৎ। তদুক্তং—

"তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থসম্যগ্‌ধীজন্মমাত্রতঃ। অবিদ্যা সহ কার্য্যেণ নাসীদস্তি ভবিষ্যতি॥" ইতি।

উপনয়ং দর্শয়তি—**তথাচেতি**। তথা দৃষ্টনষ্টস্বরূপং, চকারঃ সমুচ্চয়ে। নিগময়তি—**তস্মাদিতি**। এতস্যৈব হেতোঃ ব্যতিরেকব্যাপ্তিং দর্শয়তি—**তথাহি** ইতি। ব্রহ্ম মিথ্যাত্বাভাববৎ, ত্রিবিধপরিচ্ছেদাভাবাৎ, যন্নৈবং তন্নৈবং যথা ঘটঃ। **অস্ত্যেবেতি**। এবকারঃ সর্ব্বথা অস্তিত্বাভাবব্যাবর্ত্তকঃ অতো ন সিদ্ধসাধনম্। এতদেব দর্শয়তি—**ন হ্যসাবিতি**। তথাহি—যৎ বস্তুসৎ ন তৎ দৃষ্টনষ্টস্বরূপং যথা ব্রহ্ম, তচ্চ ন দৃষ্টনষ্টস্বরূপং ত্রিবিধপরিচ্ছেদাভাবাৎ, পরিচ্ছেদত্রৈবিধ্যং চ কালতঃ দেশতঃ স্বরূপতশ্চ অভাবপ্রতিযোগিত্বং, যথাক্রমং ধ্বংসাত্যন্তাভাবান্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিত্বরাহিত্যমেব ত্রিবিধপরিচ্ছেদাভাবঃ, তথাচ এতাদৃশপরিচ্ছেদাভাবাৎ চিদাত্মা বস্তুসন্ ইতি ভাবঃ। পরিচ্ছেদত্রিতয়স্য প্রত্যেকস্যৈব হেতুতা ন তু মিলিতস্য বৈয়র্থ্যাৎ। অথবা নাশো নাম ধ্বংসঃ স চ জন্যাভাবরূপঃ, প্রকৃতে চ অভাবত্বেন প্রোক্তত্রিবিধাভাবম্ আদায় অভাবপ্রতিযোগিত্বমেব দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বং বাচ্যমিতি। অতএব **কদাচিৎ ক্বচিৎ কথঞ্চিৎ** ইতি ত্রৈবিধ্যমুক্তম্, অন্যথা কদাচিদিতি কালপরিচ্ছেদাভাবমেব অবক্ষ্যৎ। **কদাচিদিতি** ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বরূপকালপরিচ্ছেদঃ, **ক্বচিদিতি** অত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপদেশপরিচ্ছেদঃ, **কথঞ্চিদিতি** অন্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিত্বরূপস্বরূপপরিচ্ছেদঃ অভিহিতঃ। স্বান্যূনসত্তাকত্বস্য অভাববিশেষণাৎ ন ব্রহ্মণি ব্যভিচার ইতি মন্তব্যম্। বিকারজাতস্য অসত্যত্বং দর্শয়তি—**ন চৈবমিতি**। তথাচ ত্রিবিধপরিচ্ছেদবত্ত্বাৎ ন কার্য্যাণাং সত্যত্বম্ ইত্যর্থঃ। সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ বিকারস্বরূপত্বং বিকারধর্ম্মত্বং অর্থান্তরত্বম্ অলীকত্বং বা ইতি বিকল্প্য যথাক্রমং তন্নিরাসমুখেন বিকারস্য অনির্ব্বচনীয়ত্বানুমানপ্রয়োজকম্ অনুকূলতর্কমাহ—**সৎস্বভাবং চেদিতি**। **কদাচিৎ অসদিতি**। সদসতোর্বিরোধাৎ সৎস্বভাবস্য কদাচিদপি অসত্ত্বাসম্ভবাৎ, ন হি সৎস্বরূপং ব্রহ্ম কদাচিদসৎ ভবতি ইতি। **কদাচিৎ সদিতি**। যস্য অসদেব স্বরূপং তৎ কদাচিদপি ন সদ্ ভবতি, ন হি ভবতি খপুষ্পং কদাচিদপি সৎ ইতি। এতেন সত্ত্বাসত্ত্বে বিকারস্য ন স্বরূপমিতি দর্শিতং তয়োঃ বিকারধর্ম্মত্বং বারয়তি—**অথেতি**। তথাচ বিকারজাতং কদাচিৎ সত্ত্বরূপধর্ম্মবৎ, কদাচিচ্চ অসত্ত্বরূপধর্ম্মবৎ, **স্বকারণেতি**। দণ্ডচক্রাদিকারণকলাপাৎ উৎপদ্যতে কদাচিৎ সত্ত্বং, মুদ্গরাদিনিমিত্তবশাচ্চ কদাচিৎ অসত্ত্বমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মিব্যতিরেকেণ ধর্ম্মবৃত্তিত্বাসম্ভবাৎ ধর্ম্ময়োঃ সত্ত্বে ধর্ম্মিণো বিকারস্য তদুভয়কালীনত্বাবশ্যকতয়া সদাতনত্বপ্রসঙ্গঃ, তথাচ ন বিকারত্বং, তস্য জন্যত্বানতিরেকাৎ বিকারত্বস্য, ন চ সদাতনং বস্তু জায়তে ইতি ভাবঃ। **অথাসত্ত্বসময়ে** ইতি। তথাচ অসত্ত্বসময়ে ধর্ম্মী বিকার এব ন বর্ত্ততে ইতি আয়াতং বিকারস্য অসত্ত্বম্ ইত্যর্থঃ। ন হি ধর্ম্মিণো বিকারস্য অবিদ্যমানত্বে তদ্ধর্ম্মস্য অসত্ত্বস্য বৃত্তিত্বং সম্ভবতি ইত্যাহ—**ন হীতি**। ইদানীম্ অসত্ত্বস্য অর্থান্তরত্বং বারয়তি—**অথাস্যেতি**। **অস্য** বিকারস্য। **কিন্তু অর্থান্তরমসত্ত্বম্** ইত্যেতৎ পর্য্যন্তং শঙ্কাগ্রন্থঃ। উত্তরমাহ—**কিমায়াতম্** ইতি। **ভাবস্য** বিকারস্য। অসত্ত্বস্য অর্থান্তরত্বে তস্য উৎপত্ত্যা অনুৎপত্ত্যা বা বিকারস্য ন কিঞ্চিৎ ফলম্ ইত্যাহ—**ন হি ঘটে জাত** ইতি। অর্থান্তরত্বেঽপি অসত্ত্বস্য বিরোধিত্বং শঙ্কতে—**অসত্ত্বমিতি**। ভাববিরোধিভূতম্ অসত্ত্বম্ অকিঞ্চিৎকরং কিঞ্চিৎকরং বা? আদ্যে দূষণমাহ—**ন** ইতি। বিরোধিত্বং নাম বিরোধকরত্বং, তথাচ যৎ অকিঞ্চিৎকরং কথং তৎ বিরোধকরং ভবেৎ ইত্যাহ—**অকিঞ্চিৎকরস্যেতি**। **তত্ত্বং** বিরোধিত্বম্। দ্বিতীয়ে দূষণমাহ—**কিঞ্চিৎকরত্বে** ইতি। তথাচ বিরোধিভূতস্য অসত্ত্বস্য কিঞ্চিৎকরত্বে অসত্ত্বমেব করোতি ইতি বাচ্যং, তদপি নাম অসত্ত্বং স্বরূপং ধর্ম্মো বা ইতি পূর্ব্বোক্তানুযোগানামেব সম্ভব ইতি। কেচিৎ অসত্ত্বম্ অলীকমিত্যাহুঃ, তন্মতং নিরস্যতি—**অথাসত্ত্বং নামেতি**। **অস্য** ভাবস্য, **স এব** ভাব এব। **ন তস্যেতি**। **তস্য** ভাবস্য **কিঞ্চিৎ** ধর্ম্মাদি ন জায়তে, কিন্তু ভাব এব ন ভবতি ইত্যর্থঃ। দূষয়তি—**অথৈষ** ইতি। '**প্রসজ্যপ্রতিষেধঃ** অভাবঃ, নিরুচ্যতাং নিষ্কৃষ্য কথ্যতাম্। **তৎস্বভাবঃ** প্রসজ্যপ্রতিষেধস্বভাবঃ অভাবস্বভাব ইতি যাবৎ। তত্র কিং ভাব এব অভাবস্বরূপঃ, অথবা অভাব এব ভাবস্বরূপঃ ইতি বিকল্প্য আদ্যং দূষয়তি—**তত্রেতি**। **ভাবানাং** পৃথিব্যাদীনাং অভাবস্বরূপতয়া জগৎ অভাবস্বরূপং তুচ্ছং স্যাৎ ইত্যর্থঃ। ইষ্টাপত্তৌ অনুভববিরোধমাহ—**তথাচেতি**। দ্বিতীয়ং দূষয়তি **সর্ব্বেতি**। তথাচ ভাবস্য সদাতনত্বেন অভাবব্যবহারলোপপ্রসঙ্গঃ ইত্যর্থঃ। অসত্ত্ববৎ সত্ত্বস্যাপি অর্থান্তরত্বে তেন বিকারস্য ন কিঞ্চিৎ ফলং, সত্ত্বান্তরোৎপাদে চ অনবস্থাপাতঃ। যদি চ উচ্যতে—'বিকারে ন সত্ত্বান্তরং জায়তে, কিন্তু বিকার এব সন্ ভবতি' ইতি, তদা সৎস্বভাবস্য অসত্ত্বাসম্ভবাৎ বিকারস্য সদাতনত্বপ্রসঙ্গঃ। নিগময়তি—**তস্মাদিতি**। বিকারস্য সত্ত্বেন অসত্ত্বেন বা নির্ব্বক্তুম্ অশক্যত্বাৎ ইত্যর্থঃ। **কারণস্য** ব্রহ্মণঃ, **নির্ব্বাচ্যতয়া** ইতি। সত্ত্বেন ইতি শেষঃ। এবম্ অত্র প্রযুজ্যতে—ঘটত্বং কপালনিষ্ঠং, ঘটবৃত্তিত্বাৎ, সত্ত্ববদিতি। ততশ্চ ঘটস্য কপালব্যতিরেকেণ অভাব ইতি যুক্তিসিদ্ধমেব কারণব্যতিরেকেণ কার্য্যস্য অভাবম্ অনুবদতি শ্রুতিঃ **"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যমি"**তি। এবং জীবানামপি ব্রহ্মাভেদঃ। তথাহি মহাকাশাৎ ঘটাকাশানাম্ আরোপিত-

এবং জীবব্রহ্মণোরপি ভেদ আরোপিত এব, "**তত্ত্বমসি**" ইত্যাদিশ্রুতেস্তু স্বরূপতস্তয়োঃ সত্যত্বম্ অবধেয়ম্। জীবঃ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ, জীবনিষ্ঠত্বাৎ, সত্ত্বাবৎ ইত্যনুমানমপি অত্র প্রমাণম্। তদেবং কার্য্যমাত্রস্য মিথ্যাত্বং শ্রুত্যা যুক্ত্যা চ সমর্থিতম্। কার্য্যভেদগ্রাহকপ্রত্যক্ষাদেঃ পুনরর্থক্রিয়াসাধকবস্তুবিষয়ত্বে বাধাভাবাৎ তাদৃশবস্তু-পরিচ্ছেদকত্বমেব প্রামাণ্যং, ন হি ঘটাদেঃ জলানয়নাদিকারণত্বং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসিদ্ধং বাধ্যতে, এবং শ্রৌত-স্মার্ত্তযাগাদ্যনুষ্ঠিততাং স্বর্গাদিফলস্য তৎসাধকশ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধকর্ম্মকাণ্ডস্যাপি তথৈব প্রামাণ্যং জ্ঞেয়ম্ ইতি। ননু লোকসিদ্ধস্যৈব দৃষ্টান্তমাহ ন্যায়শাস্ত্রং, তৎ কথমনুমানসিদ্ধয়োঃ কার্য্যমিথ্যাত্বকারণসত্যত্বয়োঃ শ্রুত্যা দৃষ্টান্তী-করণম্ ইত্যত আহ **যত্ত্বেতি**। অস্যার্থঃ যে তাবৎ লোকসামান্যং নাতিবর্ত্তন্তে তে হি লৌকিকাঃ, যে পুনঃ তর্কেণ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈশ্চ অর্থপরীক্ষণকুশলাস্তে খলু পরীক্ষকাঃ, উভয়েষাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং—লৌকিকাঃ যম্ অর্থং যথা অবগচ্ছন্তি পরীক্ষকা অপি তমর্থং তথা অবগচ্ছন্তি, সোঽর্থঃ দৃষ্টান্তঃ ইতি। **প্রমাণসিদ্ধঃ** ইতি। প্রত্যক্ষেণ অনুমানেন চ সিদ্ধো যোঽর্থঃ স এব দৃষ্টান্ত ইত্যর্থঃ। **অন্যথা** লোকসিদ্ধস্যৈব দৃষ্টান্তত্বে, **নৈসর্গিকেতি**। নৈসর্গিকঃ স্বভাবসিদ্ধঃ, **বৈনয়িকঃ** শাস্ত্রালোচনসম্ভূতশ্চ যো **বুদ্ধ্যতিশয়ঃ** জ্ঞানপ্রকর্ষঃ তদ্রহিতানাম্ ইত্যর্থঃ।

ভোক্ত্রাপত্তেরিতি সূত্রে সমুদ্রাত্মনঃ একত্বং তরঙ্গাদ্যাত্মনা চ নানাত্বম্ ইতি ভেদাভেদব্যবস্থয়া ভোক্তৃ-ভোগ্যবিভাগব্যবস্থাভিহিতা, ইতি তন্মতনিরাসায় প্রত্যবতিষ্ঠতে ভাষ্যকারো—**নন্বিতি**। **তথাহি** কার্য্যং খলু কারণাত্মনা একং কার্য্যাত্মনা চ ভিন্নং, যথা ঘটাদয়ঃ মৃদাত্মনা অভিন্নাঃ ভিন্নাশ্চ ঘটাদ্যাত্মনা, ভেদাভেদয়ো-র্বিরোধেঽপি প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধত্বাৎ নানুপপত্তিঃ, "ঘটোঽয়ং মৃত্তিকা" ইতি সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয়াৎ স্পষ্টৌ এতয়োঃ ভেদাভেদৌ। তথাহি সর্ব্বাত্মনা অভেদে মৃত্তিকা মৃত্তিকা ঘটো ঘট ইতি একস্যৈব অভ্যাসেন প্রতীতিঃ স্যাৎ, সর্ব্বাত্মনা ভেদে চ শশকুশাদিবৎ ন সামানাধিকরণ্যেন প্রতীতিঃ। নাপি আধারাধেয়ভাবঃ, তথা সতি ঘটবদ্-ভূতলমিতিবৎ সামানাধিকরণ্যেন ন প্রথেত, ন চ একাধিকরণবৃত্তিত্বং তয়োঃ একাশ্রয়াশ্রয়িণোরপি ঘটপটয়ো-রভেদাভাবাৎ, ইতি অসন্দিগ্ধাবাধিতসর্ব্বজনীনপ্রত্যয়াৎ সিদ্ধৌ কার্য্যকারণয়োঃ ভেদাভেদৌ যথাহুঃ প্রাঞ্চঃ—

"কার্য্যাত্মনা চ নানাত্বমভেদঃ কারণাত্মনা। হেমাত্মনা যথাঽভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্মনা ভিদা॥" ইতি।

তথাচ সদ্রূপেণ জ্ঞানান্মোক্ষঃ, ভিন্নত্বেন চ জ্ঞানাৎ লৌকিকবৈদিককর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়ো ব্যবহারঃ ইতি। তথাহি—

কর্ম্মকাণ্ডেন্দ্রিয়াদীনাং সমত্বাৎ বেদভাষিতেঃ। শ্রবণাদের্বৈদিকাচ্চ সত্যাৎ ব্রহ্মপ্রমা ভবেৎ॥
মৃদাদিশ্রৌতদৃষ্টান্তদর্শনাদীশ্বরস্য চ। উপাদানত্বতো ব্রহ্ম ভিন্নাভিন্নমিতিস্থিতম্॥

তম্ ইমম্ অনেকান্তবাদং দূষয়তি ভাষ্যে—**নৈবং স্যাদিতি**।

টীকায়াং **নিয়মশ্চেতি**। কারণাত্মনা একত্বং কার্য্যাত্মনা নানাত্বমিত্যেবংরূপঃ। **ন চ অনেকান্ত বাদ** ইতি ভেদপক্ষে অনেকান্তবাদোঽপি ন সম্ভবতি, ভেদস্য ঐকান্তিকত্বাদিত্যর্থঃ। **ন সঙ্কীর্য্যেতে** ইতি। যস্মিন্সত্ত্বে তৎসমনিয়তসম্বন্ধাবশ্যম্ভাবাৎ। **ভাবিকঃ** তাত্ত্বিকঃ। **স্বাভাবিকস্যেতি**। স্বভাবোঽবিদ্যা তস্য কৃতস্য অবিদ্যায়া অনাদিত্বাৎ তৎকৃতশরীরাদ্যধ্যাসস্যাপি অনাদিত্বম্ ইত্যর্থঃ। **এবমিতি**। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যার্থস্য পরি সম্যক্তাভাবেন ভাবনং চিন্তনং নিদিধ্যাসনমিতি যাবৎ তস্য অভ্যাসঃ পৌনঃপুন্যং তস্য পরিপাকঃ পরিণতিঃ তস্মাৎ ভূতংপত্তিযস্য তেন ইত্যর্থঃ। **শারীরস্য** শরীরোপাধিকস্য জীবস্য ইতি যাবৎ। **ব্রহ্মাত্মভাবঃ** তস্য সাক্ষাৎকারাত্মকেন বাধকেন সর্ব্বোঽপি লৌকিকঃ বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ নিবর্ত্ততে ইত্যন্বয়ঃ। **কামচার-বাদভক্ষতা** যথেচ্ছকথনং ভক্ষণং চ। **তস্করদৃষ্টান্তেনেতি**। যথা তস্করভ্রান্ত্যা আনীতঃ কশ্চিৎ যদি মিথ্যাভিধায়ী তদা তপ্তপরশুনা দহ্যতে, যদি চ সত্যাভিধায়ী তদা ন দহ্যতে তেন মুচ্যতে, এবং পরমার্থকতত্ত্বজ্ঞানাৎ মুক্তিঃ, মিথ্যাজ্ঞানাচ্চ বন্ধনমিতি ছান্দোগ্যে দর্শিতম্। **অবাধিতেতি**। অবাধিতং বাধাপ্রাপ্তম্, অনধিগতম্ অজ্ঞাতম্, অসন্দিগ্ধং সন্দেহাবিষয়ঃ এবম্ভূতস্য যৎ বিজ্ঞানং তস্য সাধনম্ ইত্যর্থঃ। ভ্রমসাধনস্য প্রমাণত্ব-বারণায় —**অবাধিতেতি**। স্মৃতিসাধনে অতিব্যাপ্তিবারণায়—**অনধিগতেতি**। সন্দেহকরণে অতিব্যাপ্তিবার-ণায়—**অসন্দিগ্ধেতি**। "অসন্দিগ্ধাবিপরীতানধিগতবিষয়া চিত্তবৃত্তিঃ বোধশ্চ ফলং প্রমা তৎসাধনং প্রমাণমিতি তত্ত্বকৌমুদী। **ভাবনেতি**। ভাবনা নাম ভবিতুর্ভবনানুকূলভাবকব্যাপারবিশেষঃ, সা চ শাব্দীভাবনা আর্থীভাব-নেতি ভেদাৎ দ্বিবিধা, তত্র পুরুষপ্রবৃত্ত্যনুকূলভাবকব্যাপারবিশেষঃ শাব্দীভাবনা, সা চ যজেত ইতি লিঙ্প্রত্যয়স্য লিঙ্ত্বাংশবাচ্যা, তাদৃশব্যাপারশ্চ লোকে পুরুষনিষ্ঠঃ অভিপ্রায়বিশেষঃ, বেদে তু পুরুষাভাবাৎ লিঙাদিশব্দনিষ্ঠ এব, ইতি বৈদিকঃ শব্দোঽত্র ভাবকঃ, অতএব শাব্দীভাবনা ইতি ব্যপদেশঃ। ভাবনা চ কিং কেন কথম্ ইত্যংশ-ত্রয়ম্ অপেক্ষতে তত্রাঃ ভাব্যম্ আর্থীভাবনা, লিঙাদিজ্ঞানং করণম্, ইতি কর্ত্তব্যতা চ প্রাশস্ত্যজ্ঞানম্, তদুক্তং—

"লিঙোংশভিধা, সৈব চ শব্দভাবনা, ভাব্যাচ তস্যাঃ পুরুষপ্রবৃত্তিঃ।
সম্বন্ধবোধঃ করণং তদীয়ং, প্ররোচনা চাঙ্গতয়োপযুজ্যতে ॥" ইতি।

আর্থীভাবনা চ লিঙ আখ্যাতত্বাংশবাচ্যা পুরুষপ্রবৃত্তিরূপা, তদাহঃ—

"প্রযত্নব্যতিরিক্তার্থভাবনাতু ন শক্যতে। বক্তু মাখ্যাতবাচ্যেতি প্রসক্তেত্যুপরম্যতে ॥" ইতি।

তস্যাশ্চ ভাব্যং স্বর্গাদিঃ, করণং যাগাদিঃ, যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ ইতিবোধঃ, তদুক্তং—

"ভাবনৈব হি ভাব্যেন ফলেনান্বেতুমর্হতি। ধাত্বর্থঃ করণং তস্যাং লাঘবাৎ সন্নিকর্ষতঃ।"

ইতিকর্তব্যতা চ উপকারকং যথা। দর্শপূর্ণমাসে প্রযাজাদিরিতি সংক্ষেপঃ। **একদেশাক্ষেপেণেতি।** "প্রসরং ন লভন্তে হি যাবৎ কচন মর্কটাঃ।" ইতি ন্যায়াৎ ইতি ভাবঃ। **পরিচ্ছিদ্যেতি।** সম্যক্তয়া নিশ্চিত্য, **প্রবর্ত্তমানো** গ্রহণাত্মকফলকর্তিমান্, **ব্যবহারে** রজতাদিপ্রাপ্তৌ **বিসংবাদ্যতে** বিষয়বিসংবাদেন বঞ্চিতো ভবতি ইত্যর্থঃ। **গ্রহণকবাক্যমিতি।** সংবন্ধাতি পরগ্রন্থেন পৌনরুক্ত্যপরিহারায়াহ—গ্রহণকবাক্যমিতি, সংক্ষেপেণার্থপ্রতিপাদকবাক্যমিত্যর্থঃ। অতঃ সমাভিমানয়োঃ একত্র সামান্যাৎ বিভক্তা যোজয়তি—**শরীরাদীন্** ইতি। **কথং তু অসত্যেন** ইতি গ্রন্থেন অসত্যমোক্ষশাস্ত্রেণ সত্যব্রহ্মজ্ঞানোৎপত্তিঃ আশঙ্কিতা ভাষ্যে, সা চ নোপপদ্যতে, ব্রহ্মস্বভাবসাক্ষাৎকাররূপস্য জ্ঞানস্য নিত্যত্বেন অনুৎপাদাৎ বৃত্তিজ্ঞানস্য চ জন্যত্বেঽপি ন তৎ সত্যম্ ইতি তামিমাং শঙ্কাম্ অপনেতুমাহ—**শক্যমত্রেতি।** **নিরোধধর্ম্মা** বিনাশশীলঃ, বিনাশপ্রতিযোগীতি যাবৎ।

ননু বৃত্তিজ্ঞানস্য তাত্ত্বিকত্বাভাবেঽপি সাংব্যবহারিকত্বমেব ক্রমঃ তথাচ অসত্যাৎ শ্রবণাদেঃ সত্যস্য উৎপত্তিরিতি বচোত্তমেব ইতি অত আহ—**সাংব্যবহারিকত্বন্তু** ইতি। তথাচ অসত্যাৎ সত্যোৎপাদ ইতি সত্যপদস্য ব্যবহারিকত্বে তাদৃশাদেব শ্রবণাদেঃ তাদৃশস্যৈব সত্যস্য উৎপাদাৎ অচোদ্যত্বং সঙ্গতমেব ইতি ভাবঃ। **যত্তপীতি।** **স্বরূপেণ** জ্ঞানত্বেন। **তৎ** জ্ঞানম্। **অনির্ব্বাচ্যেতি।** সত্ত্বাসত্ত্বাভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়ার্থবিষয়ত্বেন ইত্যর্থঃ, তথাচ তাদৃশত্বং প্রতি জ্ঞানত্বেন জ্ঞানস্য ন কারণতা, কিন্তু অনির্ব্বাচ্যার্থবিশিষ্টজ্ঞানত্বপর্যাপ্তাবচ্ছেদকতাকত্বেন, ইতি ন জ্ঞানমাত্রসত্যত্বমাদায় অসত্যাৎ সত্যোৎপাদদৃষ্টান্তলাভঃ ইতি। অসত্যাৎ সত্যোৎপাদে ধূমত্বেন বাষ্পজ্ঞানাদপি বহ্নিজ্ঞানং সত্যং স্যাৎ অত আহ—**ন চ ক্রম** ইতি। **সমারোপিতঃ** কল্পিতঃ **ধূমভাবো** ধূমত্বং যস্যাঃ তস্যা ইত্যর্থঃ। **ধূমমহিষী** ধর্মী সা চ বাষ্প ইতি কল্পতরুঃ। তথাচ কুতশ্চিৎ অসত্যাৎ সত্যোৎপাদেন ন সর্বস্মাৎ অসত্যাৎ সত্যোৎপাদ ইতি নিয়ম ইত্যর্থঃ। অত্র প্রতিবন্দীমাহ—**ন হীতি।** কুতশ্চিৎ অসত্যাৎ সত্যোৎপাদদৃষ্ট্যা যদি সর্বস্মাৎ অসত্যাৎ সত্যোৎপত্তিঃ আপাদ্যেত, তদা কদাচিৎ সত্যস্য জনকং কিঞ্চিৎ সত্যম্ অতঃ তস্মাৎ সর্ব্বং সত্যং স্যাৎ ইত্যর্থঃ। **যত** ইতি সত্যাৎ কদাচিৎ সত্যস্য কদাচিচ্চ মিথ্যাভূতস্য জননাৎ ইত্যর্থঃ, **হিঃ** অবধারণে, সত্যানাং স নিয়ম এব তাদৃশঃ **যতো** নিয়মাৎ কুতশ্চিৎ সত্যাৎ **কিঞ্চিৎ** সত্যম্ অসত্যং বা জায়তে ইত্যর্থঃ। তথাচ যথা সত্যাৎ চক্ষুরাদেঃ সত্যম্ অসত্যং বা জায়তে এবং অসত্যাদপি সত্যম্ অসত্যং বা জায়তে, তেন অসত্যাৎ বাষ্পাদেঃ বহ্নিজ্ঞানস্য মিথ্যাত্বেঽপি অসত্যাদপি বেদান্তাৎ সত্যং ব্রহ্মজ্ঞানমুদয়তে ইতি। **অজীনমিতি** জ্যা গি জরায়ামিতি নিষ্ঠায়াং জ্যাধাতোঃ জীনমিতি সিদ্ধং, পশ্চাৎ নঞা সমাসে অজীনমিতি। সমারোপিতদীর্ঘত্বাৎ অজীনপদাৎ জরাবিরহং জানন্ ভবতি সত্যজ্ঞঃ। যদি তু চর্ম্মবাচকাৎ সমারোপিতদীর্ঘভাবাৎ অজিনমিতি পদাৎ জরাবিরহম্ অবগচ্ছেৎ, তদা ভবতি দোষঃ, ইতি আরোপিতধর্মবিশেষেঽপি যথা কিঞ্চিৎ সত্যস্য বোধকং, কিঞ্চিচ্চ মিথ্যাভূতস্য, তথা অত্রাপি ইতি ভাবঃ।

ননু স্বাপ্নবিষয়স্য বাধে তদবগতেরপি বাধাৎ "**তদবগতিমপি মিথ্যেতি ন মন্যতে**" ইতি ভাষ্যং কথং সঙ্গচ্ছতাম্ অত আহ টীকায়াং—**লৌকিকো হি** ইতি। তথাচ পরীক্ষকাণাং বাধেঽপি লৌকিকানাম্ অবাধাৎ ভাষ্যং লোকাভিপ্রায়মিত্যর্থঃ। **যদা খল্বিতি।** **ব্যাত্তং** বিস্ফারিতং, **বিকটাভিঃ** বক্রাভিঃ **দংষ্ট্রাভিঃ করালং** ভীষণং **বদনং** মুখং যস্যা তৎ, **উত্তুঙ্গম্** উচ্চাকৃতং **বল্গৎ** পুনঃ পুনরতিশয়েন ইতস্ততঃ প্রচলৎ **মস্তকাচুম্বি** শিরস্পর্শি **লাঙ্গুলং** যস্যাঃ তাং, বল্গাদিতি যঙ্লুকি সিদ্ধম্। **অতিরোষেণ অরুণে** রক্তে **ধ্বস্তে** ইতস্ততঃ স্থিত্যাগ্রাহ্যচঞ্চলিতে **বিশালে বৃত্তে** গোলাকারে **লোচনে** নেত্রে যস্যাঃ তাম্। **ধ্বস্তে** ইতি ধ্বংস গতৌ ইতি গমনার্থাৎ ধ্বংসেঃ নিষ্ঠায়াং সিদ্ধম্। **রোমাঞ্চসঞ্চয়স্য** কণ্টকিত রোমরাশেঃ **উৎফুল্লেন** বিকাশেন **ভীষণাং** ভয়ানকাম্, **অভ্যমিত্রীণাম্** অমিত্রং শত্রুম্ অভি লক্ষীকৃত্য গতাম্, স্ফটিকমণিভিত্তিষু প্রতিবিম্বিতাং স্বীয়তনুং শত্রুভ্রমাৎ প্রতিযোদ্ধুং ধাবন্তীং **তারক্ষবীং**

ব্যাঘ্রসম্বন্ধিনীং **তনুং** শরীরং স্বপ্নে **আস্থায়** আশ্রিত্য। **প্রতিসন্ধধানঃ** য এবাহং স্বপ্নে ব্যাঘ্রদেহ আসং স এবাহম্ ইদানীং মানুষদেহ ইতি প্রত্যভিজ্ঞাং কুর্ব্বন্ ইত্যর্থঃ। **দেহবদি**তি। স্বাপ্নদেহস্য যথা এতদ্দেহত্বেন ন প্রতিসন্ধানং তথা দেহমাত্রস্য আত্মত্বে য এবাহং ব্যাঘ্রদেহ আসং স এবাহম্ ইদানীং মানুষদেহ ইত্যুভয়-দেহানুগতত্বেন আত্মনঃ প্রত্যভিজ্ঞা ন স্যাদিতি ভাবঃ। অতঃ সিদ্ধা স্বপ্নদৃশঃ অবগতিঃ অবাধিতা ইতি।

ভাষ্যে **যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু** ইতি। **কাম্যেষু** কামার্থেষু **কর্ম্মসু** ক্রিয়মাণেষু সৎসু যদা **স্বপ্নেষু** স্বপ্নকালেষ্ **স্ত্রিয়ং** সুন্দরীং পশ্যতি, তদা তস্মিন্ রমণ্যাদিপ্রশস্তস্বপ্ননিদর্শনে সতি **তত্র** কাম্যকর্ম্মণি **সমৃদ্ধিং জানীয়াৎ** ফলনিষ্পত্তিঃ ভবিষ্যতি ইতি বিদ্যাৎ ইত্যর্থঃ।

টীকায়াং **যথা সঙ্কেতমি**তি। সঙ্কেতয়িতৃণাং সঙ্কেতানুসারেণ রেখাস্বরূপম্ অসত্যমেব ইতি তৎ সঙ্কেতং দর্শয়তি—**ন হী**তি। তথাচ ককারাদিবর্ণানাং শব্দাত্মকত্বেন ঈদৃশরেখাভেদঃ ককার ইত্যুক্তে রেখাসু বর্ণ-ত্বাদাত্ম্যারোপাৎ রেখাস্বরূপাক্ষরো মিথ্যা ইতি। অতঃ অসত্যাৎ সত্যোৎপত্তিদর্শনাৎ যৎ অর্থক্রিয়াকারি তৎ সত্যমিতি ব্যাপ্তিঃ দুষ্টা, এবং যৎ অনৃতকরণগম্যং তৎ বাধ্যং কূটলিঙ্গানুমিতবহ্নিবৎ ইতি ব্যাপ্তিরপি ভগ্না। তথাচ অনৃতাদপি বেদান্তশাস্ত্রাৎ সত্যব্রহ্মাত্মজ্ঞানম্ উপপন্নম্ ইতি ভাবঃ। **কর্ম্মকাণ্ডাশ্রয়** ইতি। কর্ম্মকাণ্ডঃ তন্নামা বেদভাগঃ স আশ্রয়ঃ প্রতিপাদকো যস্য স বৈদিকো যাগাদিরিত্যর্থঃ। **লৌকিকশ্চ** অশনপানাদিঃ। তথাচ প্রাগাত্মজ্ঞানাৎ লৌকিকো বৈদিকশ্চ ভেদব্যবহার এব ভবতি, ন তু অভেদব্যবহার ইতি দর্শিতম্। আত্মজ্ঞানাৎ পরং চ ব্যবহারমাত্রস্য প্রবিলয়েন কদাচিদপি কস্যাপি যৌগপদ্যেন একত্বানেকত্বব্যবহারানুদয়াৎ ব্যর্থং ভেদকল্পনমিত্যাহ—**যদি খল্বি**তি। **সমস্তপ্রমাণে**তি। **প্রমাণং** প্রত্যক্ষাদি, **তৎফলং** চ প্রত্যক্ষাদি, তদ্ব্যবহারশ্চ হানোপাদানাদিঃ। উদীয়তে ইতি দৈবাদিকাৎ ঈধাতোঃ সিদ্ধং তথাচ কবিকল্পদ্রুমঃ "ঈঙ্ গত্যামি"তি। **যৎ** অনুকূলং প্রতিকূলং বা, **যেন** অনুকূলেন প্রতিকূলেন বা, **ইয়ং** ঐকাত্ম্যাবগতিঃ, **প্রতি-ক্ষিপ্যেত** বাধ্যেত। **ডুলিঃ** কচ্ছপমহিষী, তথাচ "বর্মাভৃী কমঠী ডুলিরি"ত্যমরঃ। সা হি ক্ষীরাভাবাৎ কেবলং স্মরণেনৈব অপত্যানি পুষ্ণাতি। তথাচ পদ্মপুরাণং—

"দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈর্মৎস্যকূর্ম্মবিহঙ্গমাঃ। স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি তথাহমপি পদ্মজ!॥"

তথাহং বিষ্ণুরপি ভক্তান্ পুষ্ণামি ইত্যর্থঃ। **অবগতিঃ** বৃত্তৌ অভিব্যক্তং ব্রহ্মস্বরূপম্। নন্বু অবিদ্যানিবৃত্তিশ্চেৎ বিদ্যায়াঃ ফলং তদা তৎপূর্ব্ববর্ত্তিনী অবগতিঃ কথম্ অস্যা ভবেৎ? মাভূৎ ফলতৎকারণয়োঃ অপর্য্যায়ত্বং কার্য্যাব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তিত্বনিয়মাৎ কারণস্য ইত্যাশঙ্ক্যাহ—**নহী**তি। **অবিদ্যাবিরোধী**তি। তথাচ অবিদ্যাবাধস্বরূপা এব বিদ্যা উদয়তে, যথা ঘটবিরোধিকপালাত্মককার্য্যোৎপত্তিরেব ঘটধ্বংসঃ তদ্বৎ। স চ ন অভাবাত্মকঃ অতিরিক্তাভাবকল্পনে গৌরবাৎ, তথাহি—ধ্বংসো নাভাবঃ, কার্য্যত্বাৎ, ঘটবৎ, অভাবাশ্চ অত্যন্তাভাবাদয়ো ন কার্য্যাঃ। কথং তর্হি ধ্বংসব্যবহার ইতি চেৎ? কপালাত্মকবিরোধিকার্য্যোৎপাদাদেবেতি ক্রমঃ। তথাচ ধ্বংসব্যবহারশ্চ কপালোৎপাদমেব অবগাহতে ইতি। মুদ্গরপাতানন্তরং ঘটো নাস্তি ইতিব্যবহারবিষয়শ্চ যোঽভাবঃ স ন ধ্বংসরূপঃ, কিন্তু ঘটাপসরণাৎ পরকালীনঘটো নাস্তি ইতিব্যবহার-বিষয়াত্যন্তাভাববৎ অত্যন্তাভাব এব, স চ ন উৎপদ্যতে তুচ্ছত্বাৎ, তুচ্ছত্বং চ অলীকত্বম্। অতএব "**প্রতিযোগিমত ইব ধ্বংসাদিমতোঽপি কালস্য অত্যন্তাভাববত্ত্বেঽবিরোধাদি**"তি দীধিতি-কারাঃ। অবিদ্যানিবৃত্তেঃ বিদ্যাকার্য্যত্বাভাবে কথং তৎফলত্বম্ অত আহ—**অবিদ্যানিবৃত্তিশ্চে**তি। তথাচ ঈপ্সিততমত্বমেব ফলত্বং, ন কার্য্যত্বমিত্যর্থঃ। বিদ্যোদয়ানন্তরং ভেদব্যবহারাভাবে তৎপ্রাকৃতনব্যবহারায় দ্বৈতসত্যত্বম্ অবশ্যং কল্পনীয়ম্ ইতি শঙ্কতে—**স্যাদেতদি**তি। **অবিসংবাদাৎ** সমর্থপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ, **চোদয়তি** শঙ্কতে। **উষ্ট্রেয়ং** কল্পনীয়ম্। **একবাণে**তি। একস্মিন্ বাণরূপে আশ্রয়ে ইত্যর্থঃ। নন্বু ভবতু ধর্ম্মস্য উৎপত্তির্বিনাশো বা, কিমায়াতং তেন ধর্ম্মিণ ইত্যত আহ—**নচে**তি। **তত্র** বেদে, **তদর্থং** ব্রহ্মদর্শনার্থং, **তদুপায়তয়া** ব্রহ্মদর্শনোপায়তয়া।

ভাষ্যে **তদ্ধাস্য বিজজ্ঞৌ** ইতি। **অস্য** পিতুঃ আরুণেঃ **তৎ** সদেবাহমস্মীতি আদেশবাক্যং বিজ্ঞাতবান্ ইত্যর্থঃ। **স বা এষ** ইতি। **স বৈ এষ মহান্ অজ আত্মা** অজরঃ ন জীর্য্যতে ন বিপরিণমতে, অতএব অমরঃ ন ম্রিয়তে, অতএব অমৃতঃ, অতএব অভয়ঃ ভয়শূন্যঃ, ব্রহ্ম পরমমহৎ ইত্যর্থঃ। **স এষ নেতি নেতি** ইতি কৃত্বা মধুকাণ্ডে উক্তো যঃ স এষ আত্মা ইত্যর্থঃ। **কূটস্থত্বে**তি। কূটস্থত্বং নাম নির্ব্বিকারত্বং **তস্য** বস্তুতত্ত্বান্যথা-ভাবরূপপরিণামাসম্ভবাৎ রজ্জুসর্পবৎ বিবর্ত্ত এব জগৎ ইতি ভাবঃ। তদাহুঃ—

"সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ। অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥" ইতি।

ন চ যথা ইতি। যথা বিশুদ্ধব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য ফলম্ অপবর্গঃ, ন তথা পরিণামজ্ঞানস্য কিঞ্চিৎফলমস্তি ইতি ন তত্র তাৎপর্য্যং শ্রুতেরিতি ভাবঃ।

তত্রেতি। পরিণামশ্রুতীনাং স্বার্থে ফলাভাবে সতি ইত্যর্থঃ। **ফলবদি**তি। যথা স্বর্গাদিফলবদ্দর্শ-পূর্ণমাসাদিসন্নিধৌ শ্রুতং নিষ্ফলং প্রযাজাদি তদঙ্গত্বেন মন্যতে, তথা মোক্ষফলকব্রহ্মদর্শনসন্নিধৌ শ্রুতং নিষ্ফলং পরিণামিত্বমপি তদঙ্গতয়া কল্প্যতে ইতি তৎফলেনৈব ফলবদিত্যর্থঃ। **"তং যথা যথা উপাসতে তথা তথৈব ভবতি"** ইতি শ্রুতেঃ পরিণামবদ্‌ব্রহ্মবিজ্ঞানাৎ তাদৃশব্রহ্মপ্রাপ্তিরেব ফলমিত্যাশঙ্ক্যাহ—**ন হি পরিণামবত্ত্বে**তি। তথাচ **"ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মৈব ভবতি"** ইতি শ্রুতেঃ বিশুদ্ধব্রহ্মবিজ্ঞানাৎ মোক্ষফলসম্ভবে পরিণামদুঃখাদিকল্পনা-নৌচিত্যমিতি ভাবঃ। শঙ্কতে—**কূটস্থব্রহ্মাত্মবাদিন** ইতি। তথাহি নির্ব্বিশেষচিদাত্মব্যতিরেকেণ বস্ত্বন্তরা-ভাবে ঈশিত্রীশিতব্যাভাবেন **"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি" "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্ যোঽপোঽন্তরো যময়তি" "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত"** ইত্যাদি শ্রুতিঃ **"জন্মাদ্যস্য যত"** ইতি সূত্রকার-প্রতিজ্ঞা চ বিরুধ্যেতেত্যর্থঃ। বিরোধং পরিহরতি—**ন** ইতি। ব্যাখ্যাতং টীকায়াং, **ব্যাকরণং** স্থূলনীলাদি-রূপেণ অবস্থান্তরং, তথাচ অবিদ্যাকল্পিতনামরূপদ্বৈতাপেক্ষয়া এব ঈশিত্রীশিতব্যাদি, পরমার্থতস্তু ন ব্রহ্মতোঽন্যৎ, প্রতিজ্ঞাসূত্রং তদনুকূলং শ্রুতিবাক্যং চ দ্বৈতাপেক্ষং, পরমার্থাপেক্ষং চ তদনন্যত্বসূত্রম্ ইত্যবিরোধ ইতি ভাবঃ। এতদেব বৈশদ্যেন প্রতিপাদয়তি—**তস্মাদি**ত্যাদিনা। তথাহি—

শ্রুতিতন্মূলতর্কৈশ্চ দ্বৈততত্ত্বে নিরাকৃতে। প্রামাণ্যং তৎপ্রমাণানাং ব্যবহারিকমিষ্যতাম্॥
কূটস্থত্বাৎ ব্রহ্মণশ্চ দৃষ্টান্তশ্রুতিসম্মতা। পরিণামমতির্বাধ্যা ব্রহ্মাদ্বৈতমিতি স্থিতম্॥

আত্মভূতে ইবেতি। নামরূপয়োঃ ঈশ্বরস্বরূপত্বে ঈশ্বরবৎ বস্তুত্বপ্রসঙ্গঃ অত আহ—**ইবে**তি। এতদর্থং বিবৃণোতি—**তত্ত্বান্যত্বাভ্যামি**তি। তথাহি জড়য়োঃ নামরূপয়োঃ ন চিৎস্বরূপেশ্বরত্বং সম্ভবতি, নাপি তদন্যত্বং জড়ানাং চৈতন্যনৈরপেক্ষ্যেণ সত্তাস্ফূর্ত্ত্যসম্ভবাৎ, স্বাতন্ত্র্যেণ সত্তাস্ফূর্ত্তিমত্ত্বে জড়ত্বানুপপত্তিঃ, ইতি গন্ধর্ব্ব-নগরাদিবৎ অবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে বেদিতব্যে ইত্যর্থঃ। **সংসারে**তি। নামরূপাত্মকসংসারপ্রপঞ্চস্য কার্য্যত্বেন সদ্রূপেণৈব কেনচিৎ কারণেন ভবিতব্যমিতি কারণত্বেন তয়োঃ কল্পনমিতি ভাবঃ। কার্য্যকারণয়োঃ অনন্যত্বাৎ তয়োরেব মায়াত্বমাহ —**মায়াশক্তিরি**তি। উক্তং চ বৌদ্ধশতকে—

"অলাতচক্রনির্ম্মাণস্বপ্নমায়াম্বুচন্দ্রকৈঃ। ধূমিকান্তঃপ্রতিশ্রুৎকামরীচ্যভ্রৈঃ সমো ভবঃ॥"

মায়াস্বপ্নগন্ধর্ব্বনগরাদিবৎ লৌকিকাঃ পদার্থা নিরুপপত্তিকা এব সন্তঃ সর্ব্বলোকস্য অবিদ্যাতিমিরোপহতমতি-নয়নস্য প্রসিদ্ধিম্ উপগতা ইতি পরস্পরাপেক্ষয়া এব কেবলং প্রসিদ্ধিম্ উপগতা বালৈঃ অভ্যুপগম্যন্তে। ইতি নাগার্জ্জুন মাধ্যমিককারিকাব্যাখ্যানে ভাষ্যকারপ্রাকৃতনবৌদ্ধশ্চন্দ্রকীর্ত্তিঃ। অপিচাহ ভাষ্যকারপ্রাকৃতন-বৌদ্ধনাগার্জ্জুনঃ—

"তস্মাৎ ন ভাবো নাভাবঃ ন লক্ষ্যং নাপিলক্ষণম্। আকাশমাকাশসমা ধাতবঃ পঞ্চ যেঽপরে॥" ইতি। পৃথিব্যাদয়ঃ পঞ্চ যে অবশিষ্যন্তে তেঽপি ভাবাভাবলক্ষ্যলক্ষণপরিকল্পস্বরূপরহিতাঃ পরিজ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ। তদেবং পদার্থানাং স্বভাবে ব্যবস্থিতে অবিদ্যাতিমিরোপহতমতিনয়নতয়া অনাদিসংসারাভ্যস্ততয়া ভাবাভাবাদিবিপরীত-দর্শনা নির্ব্বাণানুগাম্যবিপরীতনৈঃস্বভাব্যদর্শনসন্মার্গপরিভ্রষ্টাঃ পরমার্থং ন পশ্যন্তি ইত্যাহ বৌদ্ধো নাগার্জ্জুনঃ—

"অস্তিত্বং যে তু পশ্যন্তি নাস্তিত্বং চাল্পবুদ্ধয়ঃ। ভাবানাং তে ন পশ্যন্তি প্রপঞ্চোপশমং শিবম্॥"

দ্রষ্টব্যোপশমং শিবলক্ষণং সর্ব্বকল্পনাজালরহিতং জ্ঞানজ্ঞেয়নিবৃত্তিস্বভাবং শিবং পরমার্থস্বভাবং, পরমার্থম্ অজরম্ অমরম্ অপ্রপঞ্চং নির্ব্বাণং শূন্যতাস্বভাবং তে ন পশ্যন্তি মন্দবুদ্ধিতয়া অস্তিত্বং নাস্তিত্বং চ অভিনিবিষ্টাঃ সন্তঃ ইতি তদ্‌ব্যাখ্যায়াং চন্দ্রকীর্ত্তিঃ। তথা—

"ক্লেশাঃ কর্ম্মাণি দেহাশ্চ কর্ত্তারশ্চ ফলানি চ। গন্ধর্ব্বনগরাকারাঃ মরীচিস্বপ্নসন্নিভাঃ॥" ইতি নাগার্জ্জুনঃ।
"কেশোণ্ডুকং যথা মিথ্যা গৃহ্যতে তৈমিরিকৈর্জনৈঃ। তথা ভাববিকারোঽয়ং মিথ্যা বালৈর্বিকল্প্যতে॥"
"ন স্বভাবো ন বিজ্ঞপ্তিঃ ন চ বস্তু ন চালয়ঃ। বালৈর্বিকল্পিতা হ্যেতে শবভূতৈঃ কুতার্কিকৈঃ॥"

ইতি ভাষ্যকারপ্রাকৃতনবৌদ্ধলঙ্কাবতারসূত্রম্। যদ্যপি বৌদ্ধাঃ সর্ব্বস্যৈব বস্তুজাতস্য মিথ্যাত্বং বদন্তি তথাপি শাখাচন্দ্রন্যায়েন লৌকিকবস্তুদ্বারা এব পরমার্থতত্ত্বং বোধয়ন্তি, তদুক্তং বুদ্ধেন—

"নান্যথা ভাষয়া ম্লেচ্ছঃ শক্যো গ্রাহয়িতুং যথা। ন লৌকিকমৃতে লোকঃ শক্যো গ্রাহয়িতুং তথা॥"

অপিচ তেনৈবোক্তং—"লোকো ময়া সার্দ্ধং বিবদতে, নাহং লোকেন সার্দ্ধং বিবদে যল্লোকেঽস্তি সম্মতং তৎ মমাপি অস্তি সম্মতং, যল্লোকে নাস্তি সম্মতং, তন্মমাপি নাস্তি সম্মতমিতি।"

এতস্য বিবরণমাহ বৌদ্ধশ্চন্দ্রকীর্ত্তিঃ "এবং তাবং ভগবতা বুদ্ধেন স্বপ্রসিদ্ধপদার্থভেদস্বরূপবিভাগশ্রবণ-সঞ্জাতাভিলাষস্য বিনেয়জনস্য যদেতৎ স্কন্ধধাত্বায়তনাদিকম্ অবিদ্যাতৈমিরিকৈঃ সত্যতঃ পরিকল্পিতম্ উপলব্ধং তদেব তাবৎ তথ্যম্ ইত্যুপবর্ণিতং ভগবতা বুদ্ধেন তদ্দর্শনাপেক্ষয়া আত্মনি লোকস্য গৌরবোৎপাদনার্থং বিদিতনিরবশেষলোকবৃত্তান্তোঽয়ং ভগবান সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বদর্শী বুদ্ধঃ এবং ভবাগ্রপর্য্যন্তস্য বায়ুমণ্ডলাদেঃ আকাশধাতুপর্য্যবসানস্য ভাজনলোকস্য সত্ত্বলোকস্য অবিপরীতং স্থিত্যুৎপাদপ্রলয়াদিকং জাতিবিচিত্রপ্রভেদং সহেতুকং সফলং সাস্রবং সাদীনবং চ উপদিষ্টবান্। এবং ভগবতি বুদ্ধে উৎপন্নসর্ব্বজ্ঞবুদ্ধিবিনেয়জনস্য উত্তরকালং তদেব সর্ব্বং ন বা তথা ইত্যুপদর্শিতম্। তথ্যং নাম যস্য অন্যথাত্বং নাস্তি ইতি"।

ব্যবহারিকসত্ত্বং চ বৌদ্ধাঃ স্বীকুর্ব্বন্তি তথাচ চন্দ্রকীর্ত্তিঃ "ব্যবহারসত্যানুরোধেন লৌকিকতথ্যাভ্যুপগমবৎ তত্ত্বস্যাপি সমারোপ্যতে। লক্ষণমাহ নাগার্জ্জুনঃ—

"অপরপ্রত্যয়ং শান্তং প্রপঞ্চৈরপ্রপঞ্চিতম্। নির্ব্বিকল্পমনানার্থমেতৎ তত্ত্বস্য লক্ষণম্ ॥"

"অনেকার্থমনানার্থমনুচ্ছেদমশাশ্বতম্। এতৎ তল্লোকনাথানাং বুদ্ধানাং শাসনামৃতমিতি ॥"

বুদ্ধবাক্যেন কৃতপ্রযত্না অপি যদি একস্মিন্ জন্মনি অকৃতার্থাঃ তদা জন্মান্তরেঽপি তে ভবন্তি খলু কৃতার্থাঃ যথোক্তং বৌদ্ধশতকে—

"ইহ যদ্যপি তত্ত্বজ্ঞো নির্ব্বাণং নাধিগচ্ছতি। প্রাপ্নোত্যযত্নতোঽবশ্যং পুনর্জন্মনি কর্ম্মবৎ ॥" ইতি।

অথাপি কথঞ্চিদিহ অপরিপক্বকুশলমূলতয়া শ্রবণাপেক্ষতং সদ্ধর্ম্মামৃতং ন মোক্ষম্ আসাদয়ন্তি, তথাপি জন্মান্তরেঽপি অবশ্যমেষাং পূর্ব্বহেতুবলাদেব নিয়তা সিদ্ধিঃ সম্পদ্যতে" ইতি চন্দ্রকীর্ত্তিঃ। শূন্যবাদিনোঽপি মাধ্যমিকা নৈব নাস্তিকাঃ ইত্যাহ চন্দ্রকীর্ত্তিঃ—"প্রতীত্যসমুৎপাদবাদিনো হি মাধ্যমিকাঃ হেতুপ্রত্যয়ং প্রাপ্য প্রতীত্য সমুৎপন্নত্বাৎ সর্ব্বমেব ইহলোকপরলোকং নিঃস্বভাবং বর্ণয়ন্তি। যথাবদবিদিতবস্তুস্বরূপাণাং মাধ্যমিকানাং ব্রুবতাম্ অবগচ্ছতাং চ বস্তুস্বরূপাভেদেঽপি যথাবৎ অবিদিতবস্তুস্বরূপৈঃ নাস্তিকৈঃ সহ জ্ঞানাভিধানয়োঃ নাস্তি সাম্যমিতি। কিঞ্চ ন বয়ং নাস্তিকাঃ অস্তিত্বনাস্তিত্বদ্বয়নিরাসেন তু বয়ং নির্ব্বাণপুরগামিনম্ অদ্বয়পথং বিদ্যোতয়াম, ন চ কর্ম্মকর্ত্তৃফলাদিকং নাস্তি ইতি ব্রূমঃ নিঃস্বভাবমেব এতদিতি ব্যবস্থাপয়াম" ইতি প্রসঙ্গাদুক্তম্।

কার্য্যকারণয়োঃ অভেদাৎ আহ ভাষ্যে—**মায়েতি**। **শ্রুতিস্মৃত্যোরিতি**। শ্রুতিস্তাবৎ **"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"** ইত্যাদিঃ, স্মৃতিশ্চ **"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্"** ইতি ভগবদ্বাক্যং **"এষা মায়া ভগবতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী"** ইত্যাদি ভাগবতবাক্যং চ। নামরূপয়োঃ ঈশ্বরাত্মত্বে ঈশ্বরস্যাপি নামরূপবৎ জড়ত্বাপত্তিঃ অত আহ—**তাভ্যামন্য** ইতি। ভেদে প্রমাণমাহ—**আকাশ** ইতি। ব্যাকরণে শক্তিমাহ—**নামরূপে** ইতি। **সর্ব্বাণি রূপাণী**তি। **ধীরঃ** ধীশক্তিসম্পন্নঃ সর্ব্বজ্ঞ ইতি যাবৎ, সর্ব্বাণি নামানি **বিচিত্য** নির্ম্মায় নামানি চ কৃত্বা বুদ্ধ্যাদৌ প্রবিশ্য অভিবদন্ জীব ইতি ব্যবহরন্ **যৎ** য **আস্তে** তিষ্ঠতি তং জানন্ অমৃতো ভবতি ইত্যর্থঃ। **একমিতি**। **যঃ** পরমেশ্বর **একং বীজং** প্রকৃতিরূপং **বহুধা** আকাশাদিরূপেণ পরিণময়তি। **এবমিতি**। অবিদ্যাকল্পিতে নামরূপাত্মকে উপাধী অনুরুণদ্ধি অপেক্ষতে ইত্যর্থঃ। তথাচ নামরূপোপাধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যং নামরূপনির্ম্মিতজগন্নিয়ন্তৃত্বাৎ ঈশ্বরো ভবতি, ন তু স্বভাবতঃ ইতি ভাবঃ। **স্বাত্মভূতানি**তি। অবিদ্যারূপোপাধিবশাদেব জীবেশ্বরয়োঃ ভেদঃ, ন তু তাত্ত্বিক ইত্যর্থঃ। **অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতে**তি। অবিদ্যয়া প্রত্যুপস্থাপিতে কল্পিতে যে নামরূপে তৎকৃতং যৎ দেহেন্দ্রিয়াদি কার্য্যং করণং চ তৎসমুদায়ং **অনুরুন্ধন্তি অপেক্ষন্তে** তান্ ইত্যর্থঃ। তথাচ অবিদ্যাকল্পিতনামরূপাপেক্ষয়া এব জীবেশ্বরয়োঃ নিয়ম্যনিয়ামকভাবঃ ন তু তত্ত্বতঃ অত আহ—**ব্যবহারবিষয়ে** ইতি। পরমার্থদশায়ান্তু তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ অবিদ্যাবাধাৎ তদুপাদেয়প্রপঞ্চস্যাপি সমূলোন্মূলনেন ঔপাধিকভেদাভাবাৎ ন ঈশিত্রীশিতব্যভাবঃ, কিন্তু নিরস্তসমস্তভেদম্ অখণ্ডৈকরসং বিশুদ্ধং সচ্চিদানন্দঘনং ব্রহ্মৈব কেবলমিতি ভাবঃ। নিগময়তি—**তদেবমি**তি। **যত্র নান্যদি**তি। যস্মিন্ ভূম্নি স্থিতঃ জ্ঞানী **অন্যৎ** দ্রষ্টব্যং **ন পশ্যতি অন্যচ্চ** শ্রোতব্যং **ন শৃণোতি** জ্ঞাতব্যং চ **অন্যৎ ন বিজানাতি** স **ভূমা** অখণ্ডৈকরসো বিভুঃ পরমাত্মা ইত্যর্থঃ। **যত্র তু** ইতি। **যত্র** বিদ্যাবস্থায়াং **অস্য** বিদুষঃ **সর্ব্বং** বস্তু কেবলম্ আত্মস্বরূপম্ অভূৎ **তৎ** তস্যামবস্থায়াং **কেন** ইন্দ্রিয়েণ **কং** পশ্যেৎ ইত্যাক্ষেপাৎ নির্ব্বিশেষতত্ত্বমাত্রং প্রকাশতে ইত্যর্থঃ। **ন কর্তৃত্বমি**তি। **প্রভু**রীশ্বরঃ লোকস্য **কর্তৃত্বং কর্ম্মাণি** চ রথাদীনি **ন সৃজতি**, কারয়িতৃত্বাভাবং দর্শয়তি—**ন কর্ম্মে**তি, কর্ম্মফলসম্বন্ধমপি ন সৃজতি, কস্তর্হি কুর্ব্বন্ কারয়ংশ্চ প্রবর্ত্ততে ইত্যত আহ—**স্বভাবস্তু** ইতি, স্বভাবঃ অবিদ্যারূপা মায়া **প্রবর্ত্ততে**। পরমার্থতস্তু আহ—**নাদত্তে** ইতি। অভক্তস্যাপি **কস্যচিৎ পাপং** ভক্তস্য চ কস্যচিৎ **সুকৃতং** সেবনাদিকং **নাদত্তে** ন গৃহ্ণাতি কথং তর্হি

ক্রিয়তে লোকৈঃ **পূজনহোমাদি** অত আহ—**অজ্ঞানেনে**তি। **অজ্ঞানেন** বিবেকজ্ঞানম্ **আবৃতং তেন** হেতুনা **জন্তবঃ** সংসারিণো জীবাঃ **করোমি** কারয়ামি ইতি **মুহ্যন্তি** মোহং প্রাপ্নুবন্তি। **এষ সর্ব্বেশ্বর** ইতি। **এষ** আত্মা **সর্ব্বেশ্বরঃ**, ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাম্ অধিপতিঃ, ভূতানাং তেষামেব পালকঃ রক্ষিতা, **এষ** আত্মা **এষাং** ভূরাদিলোকানাং **অসম্ভেদায়** অসাঙ্কর্য্যায় **বিধরণঃ** বর্ণাশ্রমাদিব্যবস্থায়া বিধারকঃ, **সেতুঃ** ভেদমর্য্যাদারক্ষকঃ ইত্যর্থঃ।

হে **অর্জ্জুন** শুক্লান্তঃকরণ শুদ্ধচিত্ত ইতি যাবৎ, তথাচ শ্রুতিঃ "অহশ্চ কৃষ্ণম্ অহরর্জ্জুনঞ্চ বিবর্ত্তেতে রজসী বেদ্যাভিঃ" তথা "অবদাতঃ সিতো গৌরোবলক্ষোধবলোঽর্জ্জুন" ইত্যমরঃ। **সর্ব্বভূতানাং** প্রাণিনাং **হৃদ্দেশে ঈশ্বরঃ** অন্তর্য্যামী নারায়ণঃ **তিষ্ঠতি**। কথং তিষ্ঠতি ইত্যাহ—**সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি** ইব **মায়য়া** ছদ্মনা **ভ্রাময়ন্** তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ। উক্তং চ মহাভারতে—

"যথা দারুময়ী যোষিৎ নৃত্যতে কুহকেচ্ছয়া। এবমীশ্বরতন্ত্রোঽয়মীহতে সুখদুঃখয়োঃ ইতি ॥
রাধারাণীপ্রণয়সদয়শ্চারুকৃষ্ণঃ সতৃষ্ণস্তস্মৈ সত্যে নিগমগমিতে নির্ব্বিশেষেঽপ্যশেষে।
তুচ্ছং বিশ্বং বিষমিতিপরব্রহ্মনির্জ্জিহ্ম ভাবো ধ্যায়ত্যন্তঃ সুনিবিড়চিদানন্দরূপং স্বরূপম্ ॥১৪

ভাবে চোপলব্ধেঃ।১৫

এবং তাবৎ ব্রহ্মণো জগদনন্যত্বে শ্রুতিপ্রত্যক্ষাদিবিরোধঃ পরিহৃতঃ, সাম্প্রতম্ অনুমানেন তদর্থং প্রতিপাদয়িতুম্ উপক্রমতে সূত্রান্তরং—**ভাবে চে**তি। কারণস্য **ভাবে** সত্ত্বে তথা উপলব্ধৌ চ কার্য্যস্য সত্ত্বাৎ উপলম্ভাচ্চ, কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য ইতি সূত্রার্থঃ। তথাচায়ং প্রয়োগঃ—পটস্তন্তুভ্যো ন ভিদ্যতে, তন্তুসত্ত্বোপলব্ধিনিয়তসত্ত্বোপলব্ধিত্বাৎ, তন্তুবৎ ইতি। অথবা **ভাবাচ্চোপলব্ধেরি**তি সূত্রম্। ন কেবলং শ্রুতেরেব কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য, কিন্তু প্রত্যক্ষোপলব্ধিভাবাচ্চ। তথাহি তন্তুব্যতিরেকেণ পটাত্মনা ন কিঞ্চিদুপলভ্যতে, কিন্তু আতানবিতানবন্তঃ তন্তব এব পটাত্মনা দৃশ্যন্তে ইতি কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য ইত্যর্থঃ। কারণসত্ত্বে কার্য্যোপলব্ধেঃ কার্য্যস্য কারণাদনন্যত্বম্ ইতি যথাশ্রুতার্থগ্রহণে বহ্নিসত্ত্বানিয়তোপলব্ধিকধূমে বহ্ন্যভেদবিরহাৎ ব্যভিচারঃ, ইতি তদ্বারণায় পূরণেন সূত্রং ব্যাখ্যাতুম্ উপক্রমতে মিশ্রঃ—**কারণস্যে**তি। ভাব ইত্যস্যার্থঃ সত্ত্বা, **তস্মিন্নি**তি ভাবসপ্তমী। উক্তার্থস্য সূত্রাক্ষরাৎ আনয়নপ্রকারমাহ—**এতদি**তি। **বিষয়পদং** ভাবপদম্, উপলব্ধিবিষয়ত্বাৎ ভাবস্য, **বিষয়িপদম্** উপলব্ধিপদং, ভাববিষয়কত্বাৎ উপলব্ধেরিতি। ভাবপদস্য বিষয়বিষয়িপরত্বম্, উপলব্ধিপদস্য চ বিষয়িবিষয়পরত্বং তদ্গুণন্যায়াৎ ইতি কল্পতরুঃ। **কারণোপলম্ভে**তি। কারণম্ উপাদানং, ন নিমিত্তম্, পশ্চাৎ উপাদেয়াভিধানাৎ ব্যভিচারাচ্চ। **উপলম্ভো** জ্ঞানম্, **উপাদেয়ং** কার্য্যম্। অত্র ভাবপদনিবেশপ্রয়োজনমাহ—**তথা চে**তি। **প্রভারূপে**তি। প্রভা চ রূপং চ তে, তাভ্যাম্ **অনুবিদ্ধা** সম্বদ্ধা যা বুদ্ধিঃ জ্ঞানং তেন বোধ্যং প্রকাশ্যং, তেনেতি চাক্ষুষবিশেষণম্। অন্ধকারে চাক্ষুষত্বাপত্তিবারণায় প্রভাসংযোগস্য কারণত্বম্, আকাশাদীনাং প্রত্যক্ষত্ববারণায় **রূপে**তি। তত্রাপি গ্রীষ্মোষ্মাদিরূপপ্রত্যক্ষত্ববারণায় **উদ্ভূতে**তি বিশেষণং দেয়ম্। উদ্ভূতত্বং ন জাতিঃ শুক্লত্বাদিনা সঙ্করাৎ, কিন্তু বাহ্যপ্রত্যক্ষত্বপ্রয়োজকধর্ম্মবিশেষঃ। তদুপলব্ধৌ তদুপলব্ধেঃ ইত্যেতাবন্মাত্রস্য হেতুত্বে দ্রব্যচাক্ষুষং প্রতি প্রভাসাক্ষাৎকারস্য হেতুত্বাৎ তাদৃশচাক্ষুষেণ ব্যভিচারঃ, ঘটাদিদ্রব্যপ্রভয়োরভিন্নত্বাভাবাৎ ইতি তদ্বারণায় ভাবপদম্, ভাবে ভাবাদিত্যস্য বর্ত্তুলার্থস্তু তৎসত্ত্বানিয়তসত্ত্বাকত্বাদিতি, তথাচ ঘটচাক্ষুষস্য আলোকসাক্ষাৎকারজন্যত্বেঽপি ঘটস্য আলোকসত্ত্বানিয়তসত্ত্বাকত্বাভাবাৎ ন ব্যভিচারঃ। যদ্যপি আলোকসংযোগস্যৈব কারণত্বং কৢপ্তং তথাপি তৎসাক্ষাৎকারস্য কারণত্বমিত্যেকদেশিমতমাদায় অভিহিতমিতি ধ্যেয়ম্। উপলম্ভপদনিবেশপ্রয়োজনমাহ—**নাপী**তি। ভাবশ্চ অভাবশ্চ ইতি ভাবাভাবৌ সত্ত্বাসত্ত্বে, বহ্নেভাবাভাবৌ বহ্নিভাবাভাবৌ, অনুবিধায়িনৌ অনুসারিণৌ, তয়োঃ অনুবিধায়িনৌ ভাবাভাবৌ সত্ত্বাসত্ত্বে যস্য তেনেত্যর্থঃ। ধূমভেদো ধূমবিশেষঃ অবিচ্ছিন্নমূলধূম ইতি যাবৎ। তথাচ তৎসত্ত্বানিয়তসত্ত্বাকত্বমাত্রোক্তৌ বহ্নিসত্ত্বানিয়তসত্ত্বাকে অবিচ্ছিন্নমূলধূমে বহ্ন্যভেদবিরহাৎ ভবতি ব্যভিচারঃ ইত্যুপলব্ধিপদম্। তদুপলব্ধিনিয়তোপলব্ধিকত্বাদিতি উপলব্ধৌ উপলব্ধেরিত্যস্য বর্ত্তুলার্থঃ। তথাচ বহ্নিসত্ত্বানিয়তসত্ত্বাকত্বেঽপি প্রোত্থিতধূমস্য বহ্ন্যুপলব্ধিনিয়তোপলব্ধিকত্বাভাবাৎ ন ব্যভিচারঃ। অতঃ তৎসত্ত্বানিয়তসত্ত্বাকত্বে সতি তদুপলব্ধিনিয়তোপলব্ধিকত্বং পর্য্যবসিতো হেতুঃ। কাকতালীয়ন্যায়েন কদাচিৎ অন্যস্য সত্ত্বে উপলব্ধৌ চ অন্যস্য সত্ত্বোপলব্ধিসম্ভবাৎ ব্যভিচারবারণায় উভয়ত্র নিয়তপদম্ ইতি।- তন্তুপটাদীনাং তু তাদৃশহেতুসত্ত্বাৎ সিদ্ধমনন্যত্বম্। বস্তুতস্তু কারণসত্ত্বানিয়তোপলব্ধিকত্বমেব হেতুঃ। কারণপদং চ উপাদানপরমিত্যুক্তং প্রাক্, বহ্নিধূময়োশ্চ উপাদানোপাদেয়ভাবাভাবাৎ ন

ব্যভিচারঃ। ভাবপদমাত্রোল্লেখিনাং সূত্রকৃতামপ্যত্রৈব তাৎপর্য্যংমন্যে, ইতি ব্যর্থম্ উপলব্ধিপদম্। ন চাস্মিন্ পক্ষে দৃষ্টান্তাসিদ্ধ্যা হেতোরসাধারণ্যং, পর্ব্বতো বহ্নিমান্ পর্ব্বতত্বাৎ ইত্যাদেঃ সদনুমানত্বাঙ্গীকারাৎ, অতএব নব্যৈঃ—সাধ্যব্যাপকীভূতাভাবপ্রতিযোগিহেতোরেবাসাধারণ্যং মন্যতে ন পক্ষমাত্রবৃত্তেঃ ইত্যুক্তমধস্তাৎ। তথাচ কারণসত্তানিয়তোপলব্ধিকত্বাৎ কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য ইতি পর্য্যবসিতঃ সূত্রার্থঃ। **একদেশাভিধানেন** ভাবাংশমাত্রকথনেন। অনন্যত্বপদস্য অভিন্নার্থতামাশঙ্ক্যাহ—**ভেদাভাব** ইতি। **হেতুবিশেষণায়** ইতি। তৎসত্তানিয়তসত্তাকত্বহেতৌ তদুপলব্ধিনিয়তোপলব্ধিকত্ববিশেষণনিবেশায় ইত্যর্থঃ।

নমু তন্তুব্যতিরেকেণ পটস্যাভাবে তন্তবঃ পট ইতি তন্তূনাং বহুত্বং পটস্য চ একত্বং কথমুপপদ্যতাম্ অত আহ—**একত্বমিতি**। তথাচ আচ্ছাদনরূপৈকপ্রয়োজননিষ্পাদকত্বাৎ পটস্য একত্বব্যবহার ইত্যর্থঃ। **অর্থক্রিয়া** প্রয়োজনোৎপাদনম্। নমু কার্য্যকারণয়োরভেদে কারণানাম্ অর্থক্রিয়াকারিত্বাভাবে কথং কার্য্যস্য অর্থক্রিয়াকারিত্বম্ অত আহ—**অর্থক্রিয়ায়াং চেতি**। **অনারম্ভ্যেবেতি**। তথাচ প্রত্যেকং প্রয়োজন-বিশেষাজনকত্বেঽপি মিলিতানাং তৎ দৃশ্যতে, এবমপি বৈশেষিকাদিবৎ ন বয়ং প্রত্যেকাপেক্ষয়া সমবেতানাং পদার্থান্তরত্বং মন্যামহে, কিন্তু তন্তবঃ পট ইতি বৈশেষিকব্যসনিভিন্নানামবাধিতপ্রত্যয়াৎ উপাদানোপাদেয়য়োঃ অভিন্নত্বমেব ইতি। ইমমর্থং দৃষ্টান্তেন দ্রঢ়য়তি—**যথেতি**। তথাচ গ্রাব্নাং প্রত্যেকং উখাধারণরূপার্থক্রিয়া-কারিত্বাসম্ভবাৎ মিলিতানাং তথাত্বেঽপি যথা ন পদার্থান্তরত্বং, তথা তন্তুপটাদীনামপি ইত্যর্থঃ। **গ্রাবাণঃ** উপলখণ্ডানি, **উখা** স্থালী, পিঠরঃ স্থাল্যুখা কুণ্ডমিত্যমরঃ।

নমু তন্তুপটয়োর্ভিন্নত্বেঽপি সমবায়বশাদেব ন তদুপলব্ধিঃ নত্বভেদাৎ ইত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—**নচেতি**। ভেদসাধকমনুমানং চ অন্তপদমেব দর্শয়িষ্যতে। **ভিন্নয়োরপি** উপাদানোপাদেয়য়োঃ **সমবায়াৎ** অবয়বাবয়-বিনোঃ সম্বন্ধবিশেষাৎ **অনবসায়ঃ** ভেদাজ্ঞানম্। ভেদে সাধনান্তরং দর্শয়তি—**অর্থক্রিয়েতি**। অর্থক্রিয়া আচ্ছাদনাদিকারিত্বং, ব্যপদেশঃ পটাদিব্যবহারঃ, এতচ্চ উপলক্ষণং স্বস্মিন্নেব স্বস্য উৎপত্তিবিনাশবুদ্ধ্যসম্ভবোঽপি ভেদপ্রয়োজকঃ তথাহি—পটস্তন্তুভ্যো ভিদ্যতে বিভিন্নার্থক্রিয়াকারিত্বাৎ, তন্তুষু পট ইতি ব্যপদেশপ্রয়োজক-সংজ্ঞাভেদাৎ, তৎকার্য্যত্বেন তত্র নষ্টত্বেন প্রতীয়মানত্বাচ্চ ইতি। **অভেদেঽপীতি**। প্রত্যেকমসমর্থানামপি মিলিতানাং গ্রাব্নাম্ অভিন্নানামেব উখাধারণরূপার্থক্রিয়াকারিত্বম্। ধবাদীনামভেদেঽপি ধবখদিরপলাশাঃ বনমিতি ব্যপদেশভেদঃ। যথা পটস্য সংবেষ্টনসময়ে স্পষ্টতয়া ন প্রতীতিঃ, প্রসারণকালে চ স এব বিস্তৃততয়া গৃহ্যতে ন সংবেষ্টিতাৎ অন্যোঽয়ং পটঃ ইতি। এবমেকস্মাৎ সুবর্ণাৎ কটকাদয়ো নির্গচ্ছন্তঃ উৎপদ্যন্তে ইতি ব্যপদিশ্যন্তে ন পুনঃ অসতঃ উৎপাদঃ, বিনাশশ্চ মুদ্গরাদিনিমিত্তবশাৎ কারণাবস্থাপ্রাপ্তিঃ ইত্যভেদেঽপি কার্য্যকারণয়োঃ অর্থক্রিয়াব্যপদেশভেদাদীনামুপপত্তিঃ, তস্মাৎ তত্র তত্র অবাস্তবভেদব্যবহারো ন বাস্তবাভেদ-বিরোধীতি ভাবঃ। বুদ্ধিমাত্রস্য ব্যবহারমাত্রস্য বা বাস্তবত্বপ্রয়োজকত্বে শুক্তাবিদং রজতমিতি বোধাৎ ব্যবহারাচ্চ শুক্তৌ বাস্তবরজতত্বাপত্তিরিতি দিক্। নানেন মৃৎসুবর্ণাদীনাং কারণানাং সত্যত্বং মন্তব্যমিত্যাহ—**অনয়েতি**। কার্য্যং কারণাদভিন্নং কার্য্যত্বাৎ পটবৎ ইত্যনুমানেন সিদ্ধং পরমকারণাৎ ব্রহ্মণোঽনন্যত্বং জগতঃ ইতি।১৫

সত্ত্বাচ্চাবরস্য।১৬

অবরস্য উত্তরকালীনস্য কার্য্যস্য জগত ইতি যাবৎ প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাত্মনা সত্ত্বাৎ **"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ"** ইত্যাদিশ্রুতৌ ইদংপদবাচ্যস্য জগতঃ প্রাগুৎপত্তেঃ সদাত্মত্বশ্রবণাচ্চ, তদন্যথানুপপত্ত্যা উৎপত্ত্যনন্তরমপি কার্য্যস্য কারণাদনন্যত্বমিতি পূর্ব্বেণান্বয় ইতি সূত্রার্থঃ। উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং মৃদাত্মনা মৃদি ঘটসত্ত্বস্য সাধনীয়ত্বাৎ অন্বয়ব্যাপ্তিং বিহায় ব্যতিরেকমুখেন ব্যাপ্তিং দর্শয়তি ভাষ্যে **যচ্চেতি**। তথাচ সিকতাত্মনা সিকতায়াং তৈলস্যাভাবাৎ সিকতাভ্যস্তৈলানুৎপাদঃ ইতি, ব্যাপকাভাবস্য চ ব্যাপ্যাভাবসাধকত্বাৎ মৃদুপাদানকঘটোৎপত্তিং হেতূকৃত্য তৎপূর্ব্বং মৃদাত্মনা মৃদি ঘটসত্ত্বং সাধনীয়ং, তথাচ প্রয়োগঃ ঘটঃ উৎপত্তেঃ প্রাক্ মৃদাত্মনা মৃদ্বৃত্তিঃ তদুৎপন্নত্বাৎ তৈলবৎ, এতাদৃশব্যাপ্তিসিদ্ধমুৎ-পত্তিপূর্ব্বকালীনকার্য্যকারণয়োরভেদং হেতূকৃত্য তৎপরকালীনয়োরপি তয়োরভেদং সাধয়তি ভাষ্যে—**তস্মাদিতি**। উৎপন্নং কার্য্যং কারণাদভিন্নম্ উৎপত্তিপূর্ব্বকালীনয়োস্তয়োরভেদাৎ, ন হি কালভেদো বস্তুভেদপ্রয়োজকঃ সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যাদৌ তদদর্শনাৎ ইতি।

ভাষ্যোক্তাম্ উপপত্তিং প্রকারান্তরেণ দর্শয়তি টীকায়াং **ন হি তৈলমিত্যাদিনা**। ঘটস্য মৃদাত্মনা মৃদি সত্ত্বে অনুভবং প্রমাণমাহ—**প্রত্যুৎপন্নোহি** ইতি। তথাচ প্রয়োগঃ যৎ যদাত্মনা অবাধেন উপলভ্যতে তৎ তদাত্মকং যথা মৃত্তিকা, এবং মৃদাত্মনা অবাধেন উপলভ্যমানত্বাৎ মৃদাত্মত্বম্ ঘটস্য। এবং ঘটোৎপত্তেঃ প্রাগপি

মৃত্তিকাসত্ত্বস্য সর্ব্বসম্মতত্বাৎ তদাত্মকস্য ঘটস্যাপি মৃদাত্মনা তত্র সত্ত্বম্ অবশ্যমভ্যুপেয়ং, ন হি তাদাত্ম্যস্য অব্যাপ্যবৃত্তিত্বং ক্বচিৎ দৃষ্টচরম্, অন্যথা তত্র মৃত্তিকায়া অপি অভাব আপদ্যেত স চ অনিষ্টঃ। তদানীং ঘটানুপলব্ধিশ্চ পিণ্ডকপালাদিব্যবধানসদ্ভাবাদিতি। **নৈবং প্রত্যুৎপন্নমি**তি। প্রত্যুৎপন্নং তৈলং সিকতায়াং সিকতাত্মনা ন উপলভ্যতে, অতঃ তৈলং সিকতায়াং সিকতাত্মনা নাস্তি ইত্যন্বয়ঃ। মৃদ্‌ঘটয়োশ্চ উপাদানোপাদেয়ভাবঃ সর্ব্বসম্মতঃ, ততশ্চ যৎ যদুপাদেয়ং তৎ তদাত্মকং যথা মৃদুপাদেয়ো ঘটো মৃদাত্মকঃ। ঈদৃশতর্কস্য প্রয়োজনমাহ—**তেনে**তি। সিকতায়াং সিকাতাত্মনা তৈলস্যাসত্ত্বেন ইত্যর্থঃ। **ন জায়েতে**তি। ভবন্মতে আত্মাত্মনা আত্মনি জগতোঽসত্ত্বাৎ ইতি শেষঃ। ইষ্টাপত্তৌ বাধকমাহ—**জায়তে চে**তি। **"তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদি"**ত্যাদৌ সৎস্বরূপাৎ ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিশ্রুতেরিতি শেষঃ। **তস্মাৎ** জগতো ব্রহ্মোপাদেয়ত্বাৎ। **গম্যতে** অনুমীয়তে যৎ যদুপাদেয়ং তৎ তদাত্মকং সুবর্ণময়কুণ্ডলবদিত্যনুমানাদিতি শেষঃ। এবঞ্চ ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বাৎ জগদপি ব্রহ্মাত্মকমেব, তদাত্মনা অনুপলব্ধিশ্চ অনাত্মবিদ্যাব্যবধানবশাদিতি ক্রমঃ, উৎপত্তেঃ প্রাক্ মৃদি ঘটানুপলব্ধিবৎ, ঘটঃ সন্ পটঃ সন্ ইতি সদাত্মনা চ ভবত্যেব উপলব্ধিরিতি।

নন্নু **"কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি"** ইতি ভাষ্যং ন সঙ্গচ্ছতে কার্য্যস্য ত্রৈকালিকসত্যত্বে কার্য্যত্বমেব ন সিদ্ধ্যেৎ, মাভূৎ ত্রিকালসত্যং ব্রহ্ম কার্য্যম্, ইত্যাশঙ্ক্য সদসদ্‌ব্যতিরিক্তস্য আরোপিতকার্য্যস্য দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বেন অসত্যত্বেঽপি অধিষ্ঠানব্রহ্মসত্তয়া কার্য্যস্য ত্রৈকালিকসত্ত্বং ভাষ্যে অভিহিতম্ ইতি সঙ্গময়তি **যথাহি** ইতি। যথাহি ঘটঃ কদাপি অঘটো ন ভবতি, ভবতি চ ঘটঃ সন্ পটঃ সন্ ইতি ব্যবহারঃ, অতঃ সদাত্মনা ঘটোঽপি ত্রিষু অপি কালেষু সন্নেব, ন কদাচিদপি অসন্ ভবিতু মর্হতি ইতি সিদ্ধং কার্য্যস্য সদাত্মনা সদাতনত্বম্। অয়ং ভাবঃ—রূপদ্বয়ং তাবৎ দৃশ্যতে কার্য্যজাতে, কারণরূপং কার্য্যরূপং চ, তত্র মৃত্তিকাত্বং কারণরূপং কার্য্যরূপং চ ঘটত্বং, **"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্য"**মিতি শ্রুতিবলাৎ পূর্ব্বোক্তযুক্তেশ্চ কারণরূপস্যৈব সত্যত্বং, কার্য্যরূপস্য চ ঘটত্বাদেঃ অনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ মিথ্যাত্বমিতি, তস্মাৎ কার্য্যরূপেণ ঘটাদেঃ ত্রৈকালিকাসত্যত্বেঽপি কারণরূপেণ ত্রৈকালিকসত্যত্বাৎ ভাষ্যোক্তং কার্য্যসদাতনত্বং সুসঙ্গতমিতি। **উপপাদিতমি**তি। তথাচ কার্য্যস্য সত্ত্বং যদি স্বভাবঃ তদা কদাপি তস্য অসত্ত্বং ন স্যাৎ, ন হি ভবতি বহ্নিঃ কদাপি অনুষ্ণঃ, যদি চ সত্ত্বাসত্ত্বে তস্য ধর্ম্মৌ তদা ধর্ম্মিব্যতিরেকেণ ধর্ম্মসত্ত্বাসম্ভবাৎ ধর্ম্মিণঃ কার্য্যস্য সদাতনত্বাপাতঃ ইত্যাদি দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাদিতিভাষ্যব্যাখ্যানাবসরে যুক্ত্যা সমর্থিতমিত্যর্থঃ। যদ্যপি কার্য্যং ত্রিষু অপি কালেষু সদিতি কার্য্যস্য স্বাতন্ত্র্যেণ সত্ত্বং ন বিবক্ষিতং, কিন্তু শুক্তিসত্তয়া রজতসত্ত্ববৎ কারণব্রহ্মসত্তয়া এব কার্য্যস্য জগতঃ সত্ত্বম্ ইতি সিদ্ধান্তঃ, অতএব আরম্ভণভাষ্যব্যাখ্যানাবসরে **"ন খলু অনন্যত্বমিত্যভেদং ব্রূমঃ কিন্তু ভেদং ব্যাসেধামঃ"** ইতি কার্য্যকারণয়োরভেদো নিরাকৃতঃ, তথাপি **"ভাবে চোপলব্ধেঃ" "সত্ত্বাচ্চাবরস্য"** ইতি সূত্রদ্বয়ভাষ্যটীকয়ো রাপাতদৃষ্ট্যা কার্য্যকারণয়োরভেদ এব ব্যবস্থাপিত ইতি ভ্রমাৎ কার্য্যস্য ত্রৈকালিকসত্ত্বে কারণবৎ কার্য্যস্য স্বতন্ত্রসত্ত্বমাপতিতং, তথাচ নাভেদসিদ্ধিরিতি শঙ্কতে—**সত্ত্বং চেদি**তি। কস্য? অতীতানাগতবর্ত্তমানকালেষু কার্য্যস্য ইতি শেষঃ। **সত্ত্বং চ একমি**তি। তথাচ কারণসত্তয়া এব কার্য্যং সত্ত্ববৎ, ন তু কার্য্যসত্ত্বং নাম কিঞ্চিৎ বস্তু অস্তি ইত্যর্থঃ। তত্র কারণমাহ—**ন হী**তি। তথাচ ঘটশরাবাদিব্যক্তিভেদেঽপি মৃৎসত্ত্বস্যৈব একস্য তেষু অনুগমাৎ ন সত্ত্বং প্রতিব্যক্তি ভিদ্যতে ইত্যর্থঃ। এতাদৃশবিচারস্য প্রয়োজনমাহ—**ততশ্চে**তি। কার্য্যকারণয়োঃ সত্ত্বস্য একত্বে চ ইত্যর্থঃ। **অভিন্নে**তি। অভিন্না যা সত্তা তস্যা অনন্যত্বাৎ ভেদাভাবাৎ এতে কার্য্যকারণে অপি পরস্পরং ন ভিদ্যেতে ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—সত্ত্বমেব হি বস্তূনাং স্বরূপং, তদ্‌ব্যতিরেকেণ খপুষ্পাদীনাং তুচ্ছত্বং, সত্ত্বং চ কার্য্যকারণয়োরেকম্ ইতি তদভেদাৎ কার্য্যকারণে অপি পরস্পরং ন ভিদ্যেতে ইতি। তথাচ এতৎ—সূত্রীয়সত্ত্বাদিতিপঞ্চম্যন্তসত্ত্বপদেন আরম্ভণসূত্রীয়ানন্যত্বপদস্য অন্বয়ো দর্শিতঃ। কার্য্যকারণয়োরবাধিতস্বরূপসত্ত্বং তাবৎ একং, তৎসত্ত্বাৎ তয়োরভেদাৎ কার্য্যকারণয়োরপি পরস্পরমভেদঃ ইতি ফলিতার্থঃ। বৈপরীত্যেন আশঙ্ক্যাহ—**ন চ তাভ্যামি**তি। যথা একসত্তানন্যত্বাৎ কার্য্যকারণয়োরভেদঃ তথা কার্য্যকারণাভ্যামনন্যত্বাৎ সত্ত্বস্যৈব ভেদোঽস্তু ইত্যর্থঃ। **তথাসতী**তি। ভিন্নকার্য্যকারণাভিন্নত্বাৎ সত্ত্বস্য ভেদে সতীত্যর্থঃ। হি যতঃ, **সমারোপিতত্বপ্রসঙ্গঃ** ইতি। কার্য্যকারণাভ্যামভিন্নত্বাৎ সত্ত্বস্য ভেদে সত্ত্বস্যৈব সমারোপিতত্বপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ।

নন্নু ভবতু সত্ত্বস্য সমারোপিতত্বং কা ক্ষতিরিতি চেৎ? শৃণু, ন খলু কার্য্যং কারণং বা নাম কিঞ্চিৎ বস্তুসদস্তি যেন সত্ত্বেন তয়ো মুখ্যাভেদো ভবেৎ কিন্তু সৎস্বরূপে বস্তুনি অনাত্মবিদ্যাবশাৎ সমারোপিতে এব তে, সদেব

তয়োঃ স্বরূপং, রজ্জুরিব সমারোপিতভুজঙ্গস্য, তথাচ সদন্তরেণ তয়োরভাব এব ইতি তত্ত্বম্। এবঞ্চ "তথাসতি" ইতি পরিহারঃ সঙ্গচ্ছতে অন্যথা তৈঃ ইষ্টাপত্তিরেব কর্ত্তুং শক্যেত ইতি বোধ্যম্। কার্য্যকারণয়োর্ভিন্নত্বাৎ তে এব সমারোপিতে ইতি সিদ্ধান্তিসম্মতং, সত্ত্বস্য অভিন্নত্বাৎ তদেব সমারোপিতমিতি চ পূর্ব্বপক্ষিণঃ, ইত্যনয়োরন্যতরপরিগ্রহাবশ্যকত্বে পরস্পরাশ্রয়কবলিতভেদস্যৈব সমারোপো ন্যায্য ইতি প্রতিপাদয়িতুং বিকল্পয়তি—তত্রেতি। **ভেদাভেদয়োরিতি**। ভেদপদং কার্য্যকারণে লক্ষণিকম্, অভেদপদং চ সত্ত্বে, তথাচ কিং কার্য্যকারণয়োঃ সমারোপঃ সত্ত্বে, উত সত্ত্বস্য সমারোপঃ কার্য্যকারণয়োরিত্যন্যতরারোপকল্পনায়ামিত্যর্থঃ। এবঞ্চ ভিন্নত্বেনৈব কার্য্যকারণয়োঃ সমারোপঃ ন কার্য্যকারণত্বেন, সত্ত্বস্য চ অভিন্নত্বেনৈব সমারোপঃ ন তু সত্ত্বেন ইতি প্রতিপাদনার্থমুক্তলাক্ষণিকপদোল্লেখঃ ইতি বোধ্যম্। **বয়ন্তু** ইতি। তথাচ ঘটাৎ পটো ভিদ্যতে ইত্যত্র ভেদস্য প্রতিযোগী ঘটঃ, অত্র ঘটনিষ্ঠপ্রতিযোগিত্বজ্ঞানং ভেদাশ্রয়পটনিষ্ঠভেদগ্রহমৃতে অসম্ভবি বিনা চ প্রতিযোগিত্বজ্ঞানং ভেদজ্ঞানমিতি দুরুদ্ধরঃ পরস্পরাশ্রয়ঃ ইতি ভাবঃ। তাদৃশান্যোন্যাশ্রয়াভাবাৎ ভেদোপজীব্যত্বাচ্চ অভেদস্যৈব তাত্ত্বিকত্বং যুক্ত মিত্যাহ **অভেদগ্রহস্য চ** ইতি। অত্র হেতুঃ **নিরপেক্ষতয়া** ইতি। ভেদবৎপ্রতিযোগিত্বগ্রহানপেক্ষতয়া ইত্যর্থঃ। **তদনুপপত্তেঃ** অন্যোন্যাশ্রয়ানুপপত্তেঃ। অভেদস্য ভেদোপজীব্যত্বে হেতুমাহ **ঐকৈকে**তি। ঐকৈকং পটাদি আশ্রয়ো যস্য তত্ত্বাদিত্যর্থঃ। তথাচ ঘটাৎ পটোভিদ্যতে ইত্যাদৌ একং পটাদি ভেদাশ্রয়ঃ, একত্বং চাভেদঃ ইত্যেকস্য আশ্রয়স্যাভাবে আশ্রয়িণঃ ভেদস্য অনুপপত্তেঃ, ভাবেচোপপত্তেঃ, অন্বয়ব্যতিরেকাৎ সিদ্ধমভেদস্য ভেদোপাদানত্বম্, ইত্যভেদোপজীব্যত্বং ভেদস্য ইতি।

নন্বু সদাত্মনা কার্য্যং কারণাদভিন্নং সদাত্মনা প্রতীয়মানত্বাৎ, ইত্যনুমানেন হি কার্য্যকারণয়োরভেদঃ প্রতিপাদনীয়ঃ, তত্র প্রতিযোগ্যনুয়োগিনোঃ সাঙ্কর্য্যবারণায় ভেদজ্ঞানমাবশ্যকমিতি ভেদস্যাপি অভেদোপজীব্যত্বং সমানমিত্যতঃ **ঐকৈকে**তিকল্পিতভেদানুবাদঃ, তথাচ অশ্বেন অসদৃশী গৌ রিত্যত্র সাদৃশ্যস্যৈব ইদমস্মাৎ অভিন্নমিতি ভ্রমীয়বিষয়তাপন্নভেদস্যৈব প্রতিযোগ্যনুযোগিনোরয়মুল্লেখো ন তু অভেদস্য, অসাদৃশ্যবৎ প্রতিযোগিরাহিত্যাৎ তস্য, ন হি অশ্বসাদৃশ্যং কদাচিদপি গবি দৃষ্টচরম্ অত উপজীব্যত্বং ন সর্ব্বত্র বলবত্ত্বপ্রয়োজকং বাধ্যমানত্বাৎ তস্য, অতএব নায়ং ভুজঙ্গো রজ্জুরিয়ম্ ইতি প্রতীতৌ উপজীব্যতয়া ভুজঙ্গপ্রতীতেরপেক্ষণীয়ত্বেঽপি ন প্রাবল্যং, তথাচ পারমর্ষং সূত্রং **"পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবদি"**তি। নিমিত্তয়োঃ **পৌর্ব্বাপর্য্যে** সতি **পূর্ব্বস্য** নৈমিত্তিকস্য **দৌর্ব্বল্যম্** উত্তরস্য নিরপেক্ষস্য পূর্ব্ববাধকত্বেন উৎপন্নত্বাৎ, পূর্ব্বোৎপত্তিকালে উত্তরস্যাসত্ত্বাৎ পূর্ব্বেণ বাধ্যত্বাসম্ভবাৎ। **প্রকৃতিবদি**তি। প্রকৃতৌ প্রাপ্তস্য কুশময়বর্হিষঃ বৈকৃতেন শরময়বর্হিষা বাধনং। তদুক্তং—

"পূর্ব্বং পরমজাতত্বাদবাধিত্বৈব জায়তে। পরস্যানন্যথোৎপাদাৎ ন ত্ববাধেন সম্ভবঃ॥
পূর্ব্বাৎ পরবলীয়স্ত্বং তত্র নাম প্রতীয়তাম্। অন্যোন্যনিরপেক্ষাণাং যত্র জন্ম ধিয়াং ভবেদিতি" ॥১৬

অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ।১৭

অয়মর্থঃ—প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যং কারণাত্মনা সদিতি পূর্ব্বোক্তম্ আক্ষিপ্য সমাধত্তে **অসদ্ব্যপদেশা**দিতি। **অসদেবেদমগ্র আসীদি**ত্যাদিশ্রুত্যা উৎপত্তেঃ প্রাক্ অসদ্ ব্যপদেশাৎ কারণাত্মনা ন সত্ত্বং কার্য্যস্য ইতি চেৎ ন, যতো নায়ং সর্ব্বাত্মনাঽসদ্ব্যপদেশঃ, কিন্তু বর্ত্তমানব্যাকৃতস্বরূপধর্ম্মাৎ অব্যাকৃতস্বরূপধর্ম্মান্তরেণ, কস্মাৎ? **বাক্যশেষাৎ**—বাক্যশেষে হি **"তৎসদাসীৎ"** ইতি শ্রূয়তে। অতঃ সিদ্ধং কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্য ইতি। ভাষ্যে **ন হি অয়মি**তি। **অয়ং** অসদ্ব্যপদেশঃ, ন খপুষ্পাদিবৎ তুচ্ছত্বাভিপ্রায়েণ, কিন্তু অব্যাকৃতনামরূপত্বরূপধর্ম্মান্তরেণ অনির্ব্বচনীয়েন, ন তু অব্যাকৃতত্বেন, এবং ব্যাকৃতনামরূপত্বং চ অনির্ব্বচনীয়ং ন ব্যক্তত্বং, তথাত্বে সাংখ্যবাদাপত্তেঃ। **বাক্যশেষাদি**তি। যদুপক্রমে সন্দিগ্ধং তৎ বাক্যশেষাৎ নিশ্চীয়তে, তথাহি **অক্তাঃ শর্করা উপদধাতি** ইত্যত্র কেন অঞ্জনং তৈলেন ঘৃতেন বা ইতি সংশয়ে **তেজো বৈ ঘৃতম্** ইতি বাক্যশেষাৎ নিশ্চীয়তে ঘৃতেনৈব অঞ্জনমিতি। তদ্বৎ অত্রাপি **"তৎসদাসীদি"**তি। বাক্যশেষান্নিশ্চীয়তে সন্দিগ্ধার্থাসৎপদবাচ্যং ন খপুষ্পাদিবৎ তুচ্ছং কিন্তু সদেব ইতি। তথাচ অসদিতি সমুদাচরদ্রূপরাগাদিনিষেধপরং ন তু প্রসুপ্তানপি নিরাকরোতি। যুক্ত্যন্তর মাহ—**অসতশ্চে**তি। অসচ্ছব্দবাচ্যস্য তুচ্ছত্বে আসীদিতি অতীতকালসম্বন্ধো ন স্যাৎ, মাভূৎ খপুষ্পমাসীদিতি প্রয়োগঃ। এবম্ **অসদ্ বা ইদমগ্র আসীদি**তি অসৎপদমপি **তৎ আত্মানমি**ত্যাদিবাক্যশেষাৎ সৎপ্রতিপাদকম্, অন্যথা তুচ্ছস্য অকুরুত ইতি ক্রিয়মাণত্ববিশেষণং ন সঙ্গচ্ছতে।১৭

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ।১৮

প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য কারণাত্মনা সত্ত্বং তদনন্যত্বং চ দর্শয়িতুং যুক্তিং শাস্ত্রবাক্যং চ প্রমাণয়তি ভগবান্ সূত্রকারো **যুক্তেরি**ত্যাদি। প্রাগুৎপত্তেঃ কারণাত্মনা কার্য্যস্য অসত্ত্বে কথং রুচকার্থিনা সুবর্ণমুপাদীয়তে দধ্যর্থিনা চ ক্ষীরং ন মৃদাদি, ইত্যাদি যুক্তেঃ, "**সদেব সৌম্য**" ইত্যাদিশব্দান্তরাচ্চ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য কারণাত্মনা সত্ত্বং তদনন্যত্বং চ সিদ্ধম্ ইতি সূত্রার্থঃ। যুক্তিং দর্শয়তি ভাষ্যে **দধিঘটে**তি। **প্রতিনিয়তানি** ইতি। ঘটার্থিভিঃ মৃত্তিকায়া এব উপাদানাৎ অনুপাদানাচ্চ ক্ষীরাদীনাম্, দধ্যর্থিভিশ্চ ক্ষীরস্যৈব উপাদানাৎ অনুপাদানাচ্চ মৃত্তিকাদীনাম্ কারণনৈয়ত্যং কার্য্যস্য জ্ঞেয়ম্। নচৈতৎ অসৎকার্য্যবাদে সম্ভবতি ইত্যাহ—**ন হী**তি। প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যস্য সর্ব্বথা অসত্ত্বে প্রতিনিয়তকারণোপাদানং ন উপপদ্যতে ইত্যর্থঃ। ননু উপাদানাদেব ঘটার্থিনঃ মৃত্তিকায়াং প্রবৃত্তিঃ দধ্যর্থিনশ্চ ক্ষীরে, ন কার্য্যসত্ত্বাৎ, তথাচ ন সৎকার্য্যবাদসিদ্ধিরিত্যত আহ—**অবিশিষ্টে হি** ইতি। উৎপত্তেঃ প্রাক্ মৃত্তিকায়াং যথা সর্ব্বাত্মনা দধি অসৎ, এবং ক্ষীরেঽপি চেৎ সর্ব্বাত্মনা এব অসৎ তদা ইত্যর্থঃ। **ক্ষীরাদেবে**তি। তথাচ কারণাত্মনা ক্ষীরে দধ্নঃ সত্ত্বাদেব দধ্যর্থিনা ক্ষীরম্ উপাদীয়তে ন মৃত্তিকা, অন্যথা মৃত্তিকাঽপি উপাদীয়েত। যদি অসদপি কার্য্যম্ উৎপদ্যেত তর্হি সর্ব্বস্মাদপি সর্ব্বোৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ, যথাহুঃ সাংখ্যাচার্য্যাঃ—

"অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ। শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্যম্" ॥ ইতি

অয়মর্থঃ—উৎপত্তেঃ প্রাগপি কার্য্যং সদেব, তথাচ উৎপত্ত্যনন্তরং কার্য্যসত্ত্বস্য বৈশেষিকাদিসম্মতত্বাৎ ন সিদ্ধসাধনং, তত্র হেতুমাহ—**অসদকরণাদি**তি। উৎপত্তেঃ প্রাক্ কার্য্যম্ অসৎ চেৎ তস্য করণাসম্ভবঃ, ন হি সিকতাস্বসৎ তৈলং ব্যাপারশতেনাপি কর্ত্তুং শক্যতে। দৃশ্যতে চ তিলেষু সদেব তৈলং তৈলযন্ত্রাদিনা পীড়নেন উৎপদ্যমানম্। হেত্বন্তরমাহ—**উপাদানগ্রহণাদি**তি। উপাদীয়ন্তে কার্য্যজননায় বিশেষরূপেণ গৃহ্যন্তে ইতি উপাদানানি কারণানি তেষাং গ্রহণং কার্য্যেণ সম্বন্ধঃ তস্মাৎ ইত্যর্থঃ। কারণসম্বদ্ধং হি কার্য্যম্ উৎপদ্যমানং ভবেৎ, অসতা চ সম্বন্ধাভাবাৎ উৎপত্তেঃ প্রাগপি কার্য্যং সদিতি ভাবঃ। যদি চ কারণৈরসম্বদ্ধমেব কার্য্যম্ উৎপদ্যেত, তদা সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বোৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ, তদভাবাৎ কারণসম্বদ্ধমেব কার্য্যং জায়তে নত্বসম্বদ্ধম্, অতশ্চ সৎকার্য্যম্ ইত্যাহ **সর্ব্বসম্ভবাভাবাদি**তি। সর্ব্বস্মাৎ কারণাৎ সর্ব্বেষাং কার্য্যাণাং সম্ভবঃ উৎপত্তিঃ তদভাবাৎ ইত্যর্থঃ। যথাহুঃ সাংখ্যবৃদ্ধাঃ—

"অসত্ত্বে নাস্তি সম্বন্ধঃ কারণৈঃ সত্ত্বসঙ্গিভিঃ। অসম্বদ্ধস্য চোৎপত্তিমিচ্ছতো ন ব্যবস্থিতিঃ" ॥ ইতি

অয়মর্থঃ—উৎপত্তেঃ প্রাক কার্য্যস্য অসত্ত্বে সত্ত্বসঙ্গিভিঃ সত্ত্বাশ্রয়ৈঃ কারণৈঃ সহ কার্য্যস্য সম্বন্ধো নাস্তি। ইষ্টাপত্তৌ দোষমাহ—**অসম্বদ্ধস্যে**তি। কারণৈঃ সম্বন্ধশূন্যস্য চ কার্য্যস্য উৎপত্তৌ সত্যাং পূর্ব্বোক্তা অব্যবস্থিতিঃ সর্ব্বস্মাৎ কারণাৎ সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তিরূপা অব্যবস্থা স্যাৎ। অথ কার্য্যাসম্বদ্ধমপি কারণং যন্নিরূপিতশক্তিমৎ তৎ তৎকার্য্যমেব করোতি নান্যৎ, শক্তিশ্চ অন্বয়ব্যতিরেকাদনুমীয়তে, অতশ্চ ন সর্ব্বসম্ভবপ্রসঙ্গঃ অত আহ—**শক্তস্যে**তি।

শক্ত্যাশ্রয়ো হি শক্তঃ কারণং, তদ্বিষয়শ্চ শক্যঃ কার্য্যমিত্যর্থঃ। অসতি কার্য্যে কথং শক্তিবিষয়তারূপা শক্যতা কথং বা তদাশ্রয়রূপা শক্ততাপি? অশক্যকরণে চ সর্ব্বসম্ভবপ্রসঙ্গস্তদবস্থ এব। চরমং হেতুমাহ **কারণভাবাদি**তি। কারণাত্মকত্বাৎ কার্য্যস্য কারণাভেদাদিতি যাবৎ। তথাচ ঘটমুকুটাদয়ঃ প্রাগুৎপত্তেঃ মৃৎসুবর্ণাদ্যাত্মনা এব আসন্ ইত্যনুভবাৎ কারণধর্ম্মত্বাৎ উপাদানোপাদেয়ভাবাৎ গুরুত্বদ্বৈগুণ্যানুপলম্ভাচ্চ কার্য্যং ন কারণাৎ ভিন্নং, কার্য্যং যদি কারণাৎ ভিন্নং স্যাৎ ন স্যাৎ তয়োঃ ধর্ম্মধর্ম্মিভাবঃ যথা মৃৎসুবর্ণয়োঃ। কারণধর্ম্মত্বং চ কারণাবস্থাবিশেষাত্মকত্বং কারণসত্তানিয়তসত্তাকত্বং বা। ভিন্নত্বে চ তয়োঃ ঘটপটবৎ উপাদানোপাদেয়ভাব এব ন স্যাৎ, উপাদানং কার্য্যস্য অনাগতাবস্থাবিশেষাশ্রয়রূপং কারণম্, এবং কারণাশ্রিতসূক্ষ্মাবস্থাপন্নং কার্য্যম্ উপাদেয়ং তদভাবাৎ ইত্যর্থঃ। তথাচ কার্য্যস্য অনাগতাবস্থাশ্রয়ত্বমেব উপাদানকারণত্বং, তচ্চ অনাগতাবস্থাপন্নকার্য্যরূপমেব, অন্যস্য দুর্ব্বচত্বাৎ অন্যথা সর্ব্ব এব সর্ব্বজননায় উপাদীয়েরন্, ন চ তথা উপাদীয়ন্তে, উপাদীয়ন্তে চ ঘটাদিজননায় মৃদাদয়ঃ ন তু সুবর্ণাদয়ঃ। ন চ প্রাগভাবঃ তস্য নিয়ামকঃ, তস্য অভাবত্বেন স্বতো বিশেষকত্বাভাবাৎ প্রতিযোগ্যুপরক্তস্য তস্য তথাত্বকল্পনং তু প্রতিযোগ্যসত্ত্বকালে অসম্ভবাৎ উৎপত্তেঃ প্রাক্ প্রতিযোগিনঃ অসত্ত্বেন তেন সহ প্রাগভাবস্য সম্বন্ধানৌচিত্যাৎ। ইতি অনাগতাবস্থাপন্নকার্য্যাত্মকত্বম্ উপাদানস্য যুক্তং, দৃশ্যতে চ রুচকোপাদানত্বং সুবর্ণস্য। কপালয়োর্যাবদ্ গুরুত্বং ঘটস্য ন তদ্ দ্বৈগুণ্যম্ ইত্যাদ্যুপলম্ভাচ্চ কারণাত্মকত্বং কার্য্যস্য ইতি, অতশ্চ কারণাবস্থাবিশেষ এব কার্য্যং ন ততোঽন্যদিতি

সিদ্ধং সৎকার্য্যমিতি। অস্মন্মতে তু কারণবিবর্ত্তঃ কার্য্যং কারণব্যতিরেকেণ কার্য্যং নাম ন কিঞ্চিৎ বস্তুসদস্তি ইতি ন বিস্মর্ত্তব্যম্।

কার্য্যনিয়মার্থং পুনঃ শঙ্কতে **অথেতি**। অতিশয়ো হি ধর্ম্মঃ, স কিং কার্য্যনিষ্ঠঃ কশ্চিৎ বিশেষঃ কারণনিষ্ঠো বা, আদ্যে দূষণমাহ **তর্হি** ইতি। তথাচ অতিশয়স্য কার্য্যধর্ম্মত্বে ধর্ম্মিব্যতিরেকেণ ধর্ম্মবৃত্তিত্বাসম্ভবাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ ধর্ম্মিণঃ কার্য্যস্য সত্ত্বমবশ্যমভ্যুপেয় মিতি সিদ্ধঃ সৎকার্য্যবাদঃ, অসৎকার্য্যবাদব্যাঘাতশ্চ, ইতি এতদেবাহ টীকায়াং **অতিশয়ো হি** ইতি। **প্রাগবস্থা** দধ্যাদিকার্য্যাণাম্ উৎপত্তিপূর্ব্বকালীনাবস্থা, দ্বিতীয়ং দূষয়তি **শক্তিশ্চে**তি।

এতস্য আশয়ং বর্ণয়তি টীকায়াং **নন্বিতি**। তথাচ কার্য্যজননানুকূলঃ কারণনিষ্ঠঃ কশ্চিৎ অতিশয়বিশেষঃ শক্তিরিত্যর্থঃ। **স চ অসত্যপী**তি। তথাচ তন্নিরূপকস্য কার্য্যস্য অসত্ত্বেঽপি তদাশ্রয়স্য কারণস্য সত্ত্বেন ন অসৎকার্য্যসিদ্ধান্তব্যাঘাত ইতি ভাবঃ। **নাপি অসতী**তি। কারণসত্ত্বস্য উভয়সম্মততয়া তেন রূপেণ শক্তেরসত্ত্বস্য বক্তুম্ অশক্যত্বেন পারিশেষ্যাৎ কার্য্যাত্মনা তৎ সম্পদ্যতে তদাহ—**অসতী কার্য্যাত্মনা** ইতি।

ভাষ্যে **অসত্ত্বাবিশেষাদি**তি। অসত্যাঃ শক্তেঃ কার্য্যনিয়ামকত্বে বিনিগমনাভাবাৎ সর্ব্বকার্য্যেষু তৎপ্রসক্ত্যা সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বকার্য্যোৎপাদে অনিয়মঃ, এবমপি ইষ্টাপত্তৌ শক্তিব্যতিরিক্তস্য খপুষ্পাদেঃ নিয়ামকত্বপ্রসঙ্গঃ, কার্য্যকারণভিন্নায়াঃ শক্তের্নিয়ামকত্বে ভিন্নত্বাবিশেষাৎ সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বকার্য্যনিয়মনমিতি অনিয়ম এব, ইষ্টাপত্তৌ গবাশ্বাদীনামপি নিয়ামকত্বপ্রসঙ্গঃ। তস্মাৎ কারণাত্মনা লীনং কার্য্যমেব অভিব্যক্তিনিয়ামকতয়া শক্তিরিতেষ্টব্যং ততশ্চ সৎকার্য্যবাদসিদ্ধিরিতি। কিঞ্চ কার্য্যস্য কারণাদ্ ভিন্নত্বে কুণ্ডলং সুবর্ণমিতি সামানাধিকরণ্যেন প্রতীত্যনুপপত্তিঃ অতস্তয়োস্তাদাত্ম্যম্ অভ্যুপেয়মিত্যাহ ভাষ্যে **অপি চ কার্য্যকারণয়োরি**তি। কার্য্যকারণয়োর্বস্তুতো ভেদেঽপি সমবায়বশাদেব তথাবুদ্ধেরভাবঃ ন তু তাদাত্ম্যাৎ ইতি চেদত আহ—**সমবায়কল্পনায়ামপি** ইতি। তথাচ বৈশিষকসূত্রং—**"ইহেদমিতি যতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ"** ইতি। **"অযুতসিদ্ধানাম্ আধার্য্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধঃ ইহপ্রত্যয়হেতুঃ স সমবায়ঃ"** ইতি প্রশস্তদেবভাষ্যম্।

অস্যার্থঃ—পৃথক্‌স্থানস্থিত্যনন্তরং যে মিলিতাস্তে খলু যুতাঃ, তথা ন ভবন্তি ইতি অযুতাঃ, অযুতাশ্চ তে সিদ্ধাশ্চেতি অযুতসিদ্ধাঃ, মিলিতা এব সন্তি ন বিযুক্তা ইত্যর্থঃ, এতেন অপ্রাপ্তিপূর্ব্বকস্য সংযোগস্য ব্যাবৃত্তিঃ। আধার্য্যাধারভূতানাং স্বাভাবিকাধারাধেয়ভাবাপন্নানাং, ন তু আগন্তুকেন কেনচিৎ ধর্ম্মেণ ইত্যর্থঃ। এতেন বাচ্যবাচকরূপাগন্তুকসম্বন্ধো বারিতঃ, এতেষাং যঃ সম্বন্ধঃ প্রাপ্তিরূপঃ স সমবায়ঃ। তত্র প্রমাণমাহ—**ইহে**তি। কপালে ঘটঃ বীরণেষু কট ইত্যাদিবিশিষ্টবুদ্ধিরেব তাদৃশসম্বন্ধসদ্ভাবে প্রমাণমিতি।

কার্য্যকারণয়োরিত্যুপলক্ষণং গুণগুণিনোঃ, ক্রিয়াক্রিয়াবতোঃ, জাতিব্যক্ত্যোঃ, নিত্যদ্রব্যবিশেষয়োশ্চ আধারাধেয়ভাবনিয়ামকঃ সম্বন্ধঃ সমবায় এব ইতি মন্তব্যম্। সমবায়ে প্রমাণং তু গুণক্রিয়াদিবিশিষ্টবুদ্ধিঃ বিশেষণবিশেষ্যসম্বন্ধবিষয়া বিশিষ্টবুদ্ধিত্বাৎ দণ্ডী পুরুষ ইতি বিশিষ্টবুদ্ধিবৎ ইত্যনুমানং। তত্র চ সংযোগাদিবাধাৎ সমবায়সিদ্ধিঃ। ন চ স্বরূপসম্বন্ধেন অর্থান্তরম্, অনন্তস্বরূপাণাং সম্বন্ধত্বাভ্যুপগমে মহাগৌরবাৎ একনিত্যসমবায়কল্পনে চ লাঘবম্ ইতি।

উপাদানোপাদেয়য়োঃ দ্রব্যগুণাদীনাং চ সমবায়সম্বন্ধে অভ্যুপগম্যমানে স সম্বন্ধঃ দ্রব্যগুণাদিভিঃ সমবায়িভিঃ সম্বদ্ধঃ অসম্বদ্ধো বা ভেদব্যবহারঃ হেতুঃ? সম্বদ্ধশ্চেৎ স সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ স্বরূপং বা? আদ্যে অনবস্থা, দ্বিতীয়ে স্বরূপসম্বন্ধাদেব উপাদানোপাদেয়য়োঃ অভেদবুদ্ধ্যুপপত্তৌ কৃতং সমবায়কল্পনেন। অসম্বদ্ধশ্চেৎ তত্রাহ—**অনভ্যুপগম্যমানে চে**তি।

ভাবে চোপলব্ধেরিত্যস্য দ্বিতীয়ব্যাখ্যায়া এতদ্ব্যাখ্যানস্য কারণাতিরিক্তকার্য্যাভাবস্য পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্য পরিহরতি টীকায়াং **যদ্যপী**তি। ন হি **অসম্বদ্ধ** ইতি। অসম্বদ্ধস্যাপি সম্বন্ধকত্বে হিমবদ্বিন্ধ্যাবপি সম্বদ্ধয়েৎ ইত্যর্থঃ। অসম্বদ্ধস্যৈব সমবায়স্য সম্বন্ধকত্বে যুক্তিমাহ **যথাহি** ইতি। **সন্তি** সত্তাবন্তি, দ্রব্যং সৎ, গুণঃ সন্, কর্ম্ম সৎ ইতি প্রত্যয়ঃ ব্যবহারশ্চ সত্তাজাতৌ প্রমাণং, তথাচ কণভক্ষসূত্রম্ **"সদিতি যতো দ্রব্যগুণকর্ম্মসু সা সত্তা"** ইতি। যতঃ সত্তায়া হেতোঃ দ্রব্যাদিষু সন্ ইতি প্রত্যয়ঃ ব্যবহারশ্চ ভবতি সা সত্তা ইত্যর্থঃ। **স্বভাবত এব সদিতি**। অনবস্থাভয়াদিতি শেষঃ। **তথা সমবায়** ইতি। সত্তায়াঃ সত্তান্তরযোগানপেক্ষত্ববৎ সমবায়োঽপি সম্বন্ধান্তরমনপেক্ষ্যৈব স্বস্য পরস্য চ বিশিষ্টধীনিয়ামকঃ। **স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাদি**তি। তস্যাপি সম্বন্ধান্তরাপেক্ষায়াম্ অনবস্থাপাতাদিতি ভাবঃ। **সিদ্ধান্তান্তরবিরোধাপাদনং** প্রতিবন্দীপ্রদর্শনম্। তথাহি সমবায়স্য

সম্বন্ধরূপত্বাৎ যদি সম্বন্ধান্তরানপেক্ষা তর্হি সংযোগস্যাপি তথাত্বাৎ সম্বন্ধান্তরানপেক্ষা স্যাৎ ইতি, তথাচ সংযোগস্য সম্বন্ধরূপত্বেঽপি সমবায়াপেক্ষায়া ভবদভিমতত্বাৎ সমবায়স্যাপি তথাত্বাৎ সম্বন্ধান্তরাপেক্ষত্বং সুবচমিতি অনবস্থাপাত ইতি ভাবঃ। তামেতাং প্রতিবন্দীং নিরাকর্ত্তুং শঙ্কতে—**ন চ সংযোগস্যে**তি। অয়মাশয়ঃ ত্রিবিধং খলু কারণং ভবতি কার্য্যাণাং, সমবায়্যসমবায়িনিমিত্তভেদাৎ, তত্র—যত্র সমবেতং সৎ উৎপদ্যতে কার্য্যং তৎ সমবায়ি, যথা পটং প্রতি তন্তবঃ, তেষু হি সমবেতঃ পট উৎপদ্যতে, যচ্চ সমবায়িকারণসমবেতং সৎ কার্য্যজনকং তৎ অসমবায়ি, যথা আতানবিতানবতাং তন্তূনাং সংযোগঃ, উভয়ব্যতিরিক্তং চ নিমিত্তং, যথা কুবিন্দাদয়ঃ ইতি। তত্র সংযোগস্য কার্য্যত্বাৎ অবশ্যং সমবায়িকারণেনাপি ভবিতব্যম্ ইতি সমবায়ং বিনা তদনুপপত্তেঃ সংযোগস্য সমবায়কল্পনমিত্যর্থঃ। **অজে**তি। ন জায়তে ইতি অজঃ অনুৎপাদ্যঃ নিত্য ইতি যাবৎ জন্মরহিতভাবমাত্রস্য নিত্যত্বাৎ, নিত্যসংযোগশ্চ আত্মাকাশাদীনাং, তৎসংযোগস্য অজন্যত্বাৎ সমবায়াভাবপ্রসঙ্গঃ, ইষ্টাপত্তৌ স্বাভ্যুপেতহানিরিতি। অজসংযোগশ্চ "ন চ অজসংযোগো নাস্তি" ইত্যাদিনা উপরিষ্টাৎ প্রতিপাদয়িষ্যতে। অনুকূলতর্করাহিত্যাৎ অজসংযোগানুকূলানুমানানভ্যুপগমে আহ—**অপি চে**তি। **সম্বন্ধ্যধীননিরূপণ** ইতি। সম্বন্ধ্যধীনং নিরূপণং জ্ঞানং যস্য স তথোক্তঃ, সম্বন্ধসাক্ষাৎকারং প্রতি সম্বন্ধিসাক্ষাৎকারস্য হেতুত্বাৎ সম্বন্ধ্যধীননিরূপণত্বং তস্য ইতি, এতচ্চ সমবায়সাক্ষাৎকারমতেনোক্তং, তদনুমেয়ত্বনয়ে তু পক্ষতাবচ্ছেদকবিধয়া সম্বন্ধিজ্ঞানমপেক্ষণীয়মিতি বোধ্যম্। **সংযোগোঽপি ভবেদি**তি। তথাচ ভবদভিমতসংযোগঃ অসিদ্ধঃ, সংযোগস্য ত্রৈবিধ্যং জন্যত্বং চ মন্যমানেন সংযোগস্য ঈদৃক্ত্বানভ্যুপগমাৎ, তথাহি বৈশেষিক সূত্রম্—**অন্যতরকর্ম্মজঃ উভয়কর্ম্মজঃ সংযোগজশ্চ সংযোগ** ইতি। অন্যতরকর্ম্মজঃ—শ্যেনশৈলাদিসংযোগঃ, উভয়কর্ম্মজঃ—বৃষদ্বয়সংযোগঃ, করকুসুমসংযোগাৎ তনুকুসুমসংযোগশ্চ—সংযোগজসংযোগঃ ইতি। **প্রতিসম্বন্ধিমিথুন**মিতি। সম্বন্ধস্য প্রতিযোগ্যনুযোগ্যুভয়নিষ্ঠত্বাৎ প্রতিসম্বন্ধিমিথুনং সমবায়স্যাপি সংযোগবৎ ভেদঃ, ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ সমবায়স্য একত্বে যোহি গন্ধসমবায়ঃ স এব রূপসমবায় ইতি বক্তব্যং, তস্য চ জলে বর্ত্তমানতয়া তত্রাপি গন্ধবত্ত্বাপত্তিশ্চ ইতি। **অনিত্যশ্চে**তি। কিঞ্চ যথা সম্বন্ধিবিনাশেন বিনাশাৎ সংযোগস্য অনিত্যতা তথা সমবায়স্যাপি ইত্যপি বোধ্যম্। **একস্মাৎ নিমিত্তকারণাদি**তি। সমবায়স্য সমবায়িকারণাভ্যুপগমে অনবস্থাপাতভিয়া নিমিত্তকারণমাত্রস্বীকারঃ। **সংযোগোঽপী**তি। তথাচ দ্বয়োরেব সম্বন্ধত্বাৎ সমবায়বৎ সংযোগস্যাপি নিমিত্তকারণমাত্রজন্যত্বে ব্যর্থং সমবায়কল্পনম্, তথাচ সংযোগঃ নিমিত্তকারণমাত্রজন্যঃ সম্বন্ধত্বাৎ সমবায়বদিতি প্রয়োগঃ। যদি চ সংযোগস্য সমবায়িকারণমিষ্যতে তর্হি সমবায়স্যাপি তথৈব এর্ষণীয়ত্বাৎ অনবস্থাতাদবস্থ্যমিতি ভাবঃ। অথ সম্বন্ধত্বং ন সংযোগস্য সম্বন্ধাপেক্ষায়াং হেতুঃ, কিন্তু গুণত্বমেব তথাচ সমবায়স্য গুণত্বাভাবাৎ ন সম্বন্ধান্তরাপেক্ষা কিন্তু সংযোগস্যৈব ইতি চেৎ, তর্হি সমবায়স্য গুণত্বাভাবেঽপি ধর্ম্মত্বাদেব সম্বন্ধবত্ত্বপ্রসঙ্গঃ, অসম্বন্ধস্য ধর্ম্মত্বানুপপত্তেঃ, পটে অসম্বন্ধস্য ঘটত্বস্য পটধর্ম্মত্বাদর্শনাদিতি বোধ্যম্।

তাদাত্ম্যপ্রতীতেশ্চেতি। শুক্লঃ কম্বলো রোহিণী ধেনুঃ নীলমুৎপলম্ ইত্যাদৌ গুণগুণিনোঃ সামানাধিকরণ্যপ্রতীতেরিত্যর্থঃ। **তস্য** তাদাত্ম্যস্য, **নানাত্বৈকাশ্রয়ে**তি। নানাত্বেন সহ একঃ আশ্রয়ো যস্য স তথা অনেকত্বাশ্রয়াশ্রিত ইতি যাবৎ, এবম্বিধো যঃ সম্বন্ধঃ তেন সহ বিরোধাৎ সহানবস্থানাদিত্যর্থঃ। ঘটবদ্ভূতলমিত্যাদৌ ভূতলঘটয়োরনেকত্বসত্ত্বাৎ বর্ত্ততে তত্র সম্বন্ধঃ সংযোগঃ ন তাদাত্ম্যং, তথাচ যো যন্নিরূপিতসম্বন্ধবান্ ন তত্র তৎতাদাত্ম্যং গোত্বাশ্বত্ববৎ তয়োর্বিরোধাৎ ইতি। তথাচ সুবর্ণং কুণ্ডলং নীলমুৎপলমিত্যাদৌ তাদাত্ম্যসাক্ষাৎকারাৎ ন তত্র তদ্বিরোধিসমবায়সম্ভবঃ, কপালে ঘটঃ, তন্তুষু পট ইত্যাদিপ্রতীতিস্তু ভবতি বৈশেষিকবাসনাবাসিতানামেব ভ্রান্তানাং, ন পুনঃ নৈসর্গিকবৈনয়িকপ্রেক্ষাবতামন্যেষামিতি বোধ্যম্। বক্ষ্যন্তি চ—"তস্মাৎ মৃৎসুবর্ণে এব তেন তেন আকারেণ পরিণমমানে ঘট ইতি চ, রুচক ইতি চ ব্যাখ্যায়েতে" ইতি "ন তু ঘটাদয়ো বা কপালাদিষু, রুচকাদয়ো বা শকলাদিষু প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে" ইতি। "ন হি কপালাদয়োঽস্য উপাদানং, তৎসংযোগো বা অসমবায়িকারণম্ অপি তু সামান্যমুপাদনম্ ইতি চ উপরিষ্টাৎ মিশ্রাঃ। **বৃত্তিবিকল্পে**তি। বৃত্তিঃ অবস্থানং তস্য বিকল্পঃ বিবিধকল্পনং তেন, অবয়বী অবয়বসমুদায়ে পর্য্যাপ্ত্যা বর্ত্ততে, প্রত্যবয়বং বা তথা, ইত্যেবং বিকল্পেন ইত্যর্থঃ। **অথ সমস্তাবয়বব্যাসজ্যী** ইতি। সম্বন্ধঃ সমস্তেষু অবয়বেষু ব্যাসজ্য একত্বানবচ্ছিন্নানুযোগিতাকপর্য্যাপ্তিসম্বন্ধেন বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। **কতিপয়ে**তি। কতিপয়েষু অবয়বেষু স্থানং স্থিতি র্যস্য স তথোক্তঃ, তথাচ সর্ব্বাবয়বব্যাসক্তোঽপি কতিপয়াবয়বগ্রহণেনাপি অবয়বী জ্ঞানবিষয়ো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। **ন হি বহুত্বমিতী**তি। বহুব্যাসক্তস্যাপি কতিপয়াধারজ্ঞানেন গ্রহণে বহুত্বমপি তথা গৃহ্যেত, ন চ গৃহ্যতে, তথা অবয়বী অপি সর্ব্বাবয়বজ্ঞানেনৈব জ্ঞায়তে ন তু কতিপয়াবয়বজ্ঞানেন, ব্যাসজ্যবৃত্তিপদার্থ-

সাক্ষাৎকারস্য সকলাশ্রয়সাক্ষাৎকারাধীনত্বাৎ। অথ বহুত্ববৎ সকলাবয়বগ্রহণেনৈব অবয়বী গ্রহীষ্যতে ইতি চেৎ এবমপি অবয়ব্যনুপলব্ধিতাদবস্থ্যাৎ, সর্ব্বাবয়বেষু ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাসম্ভবাৎ সকলাবয়বানাম্ অগ্রহণপ্রসঙ্গেন অবয়বিনোঽপ্যনুপলব্ধেরিতি ভাষ্যসন্দর্ভার্থঃ। ভাষ্যে "কিং **সমস্তেষু অবয়বেষু অবয়বী বর্ত্তেত উত প্রত্যবয়বমি**"তি অবয়ববৃত্তিং দ্বিধা বিকল্প্য "**যদি সমস্তেষু**" "**অথ অবয়বশ**" ইতি আদ্যকল্পঃ পুন র্দ্বিধা বিকল্পিতঃ। টীকায়াম্ "**অথ সমস্তাবয়বব্যাসঙ্গী**" ইত্যাদিনা প্রথমকল্পস্য আদিমকল্পং ব্যাখ্যায় তস্যৈব দ্বিতীয়ং ব্যাখ্যাতু মারভতে **বহুত্বসংখ্যা হি** ইতি। **তদ্রূপস্য** ইতি। বহুত্বস্য অনেকত্বাবচ্ছিন্নানুযোগিতাক-পর্য্যাপ্তিকত্বাদিত্যর্থঃ। **অবয়বী তু** ইতি। তথাচ প্রথমস্য আদিমঃ স্বরূপেণ অবয়বেষু অবয়বিনোবৃত্তিত্ব-ব্যবস্থাপনপরঃ, তদ্দ্বিতীয়স্তু ন স্বরূপেণ, কিন্তু একৈকাবয়বদ্বারা অবয়বেষু অবয়বিনো বৃত্তিত্বব্যবস্থাপনপরঃ ইতি ভাবঃ। **তেনে**তি। যথা অবয়বদ্বারা সকলপুষ্পব্যাপি অপি সূত্রং সকলপুষ্পজ্ঞানমন্তরেণাপি কতিপয়পুষ্প-জ্ঞানেনৈব গৃহ্যতে, তথা অবয়বদ্বারা সকলাবয়বব্যাপী অপি অবয়বী সকলাবয়বজ্ঞানমন্তরেণাপি কতিপয়াবয়ব-জ্ঞানেনৈব গৃহীষ্যতে ইত্যর্থঃ।

ভাষ্যে **অথাবয়বশ** ইতি। করণে চশস্। তথাচ অবয়বদ্বারা সমস্তেষু আরম্ভকাবয়বেষু অবয়বী ঘটাদিবর্ত্তেত ইত্যর্থঃ অত্র আরম্ভকাবয়বব্যতিরিক্তাঃ করণীভূতা অবয়বা অবশ্যং কল্পনীয়াঃ করণাধিকরণয়ো-ভিন্নত্বাৎ, তেঽপি অবয়বা ইতি তত্রাপি বৃত্ত্যর্থং করণীভূতাবয়বান্তরকল্পনে, তত্রাপি অবয়বান্তরকল্পনে অনবস্থা-প্রসঙ্গঃ ইতি দূষয়তি—**তদাপী**তি। **উত প্রত্যবয়বমি**তি দ্বিতীয়কল্পং দূষয়তি—**অথ প্রত্যবয়বমি**তি। তথাচ পটস্য একতন্তুবৃত্তিতাদশায়াম্ অন্যতন্তুবৃত্তিতা ন স্যাৎ, যৌগপদ্যেন সকলাবয়ববৃত্তিত্বে অবয়বিনোঽনেকত্ব-প্রসঙ্গঃ। অথ যথা একস্যৈব জাতিপদার্থস্য গোত্বাদেঃ যৌগপদ্যেন অনেকগোব্যক্তিবৃত্তিত্বং, তথা অবয়বিনোঽপি পটাদেঃ একস্যৈব অনেকাবয়বতন্তুজাতবৃত্তিত্বমস্তু ইতি শঙ্কতে—**গোত্বাদিবদি**তি। যথা গোত্বং প্রতি-ব্যক্তিবৃত্তিতয়া দৃশ্যতে ন তথা প্রত্যবয়ববৃত্তিত্বমবয়বিন ইতি দৃষ্টান্তবৈষম্যং দর্শয়ন্ পরিহরতি **নে**তি। অপিচ অবয়বিনঃ প্রত্যবয়ববৃত্তিত্বে যথা কশ্চিৎ গৃহং বহি র্বা অধিষ্ঠায় ভোজনং করোতি তথা অবয়বী শৃঙ্গং পৃষ্ঠং বা অধিষ্ঠায় ক্ষীরং কুর্য্যাৎ ইত্যাহ—**প্রত্যেকপরিসমাপ্তাবি**তি। **অধিকারঃ** সম্বন্ধঃ। প্রকারান্তরেণ অসৎ-কার্য্যবাদং দূষয়তি—**প্রাগুৎপত্তেশ্চে**তি। উৎপত্তেঃ পূর্ব্বং কার্য্যস্য অসত্ত্বে আশ্রয়রূপকারণাভাবাৎ তদাশ্রিতায়া উৎপত্তেরেব অভাব ইত্যর্থঃ। উৎপত্তেঃ সকর্তৃকত্বে অনুমানমাহ—**উৎপত্তিশ্চে**তি। উৎপত্তিঃ সকর্তৃকা ক্রিয়াত্বাৎ গতিবৎ ইতি।

টীকায়াং শঙ্কতে—**যদুচ্যেত** ইতি। তথাচ ঘট উৎপদ্যতে ইত্যুক্তে ঘটো ন উৎপত্তিক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা, কিন্তু অব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তিত্বসম্বন্ধেন অসমবায়িকারণসহকৃতং সমবায়িকারণং কপাল এব, তস্য চ প্রাগুৎপত্তেঃ সত্ত্বাৎ উপপন্নং কর্ত্তৃত্বম্ ইত্যর্থঃ। **পূর্ব্বাপরীভাব** উচ্চাবচীভাবঃ। **তাদর্থ্যনিমিত্তাদি**তি। স ঘট এব অর্থঃ প্রয়োজনং যেষাং তে তদর্থাঃ তেষাং ভাবঃ তাদর্থ্যং তৎ নিমিত্তং যস্য তাদৃশাৎ উপচারাৎ "**ইন্দ্রার্থা স্থূণা ইন্দ্র**" ইতিবৎ। ঘটাব্যবহিতপূর্ব্ববর্ত্তিত্বমেব লক্ষণাকারণমিত্যর্থঃ। পরিহরতি—**উৎপাদনা হি** ইতি। তথাচ ঘটো ভবতি ইতি প্রয়োগে, ঘটপদস্য লক্ষণয়া তৎকারণকপালপরত্বেঽপি উৎপত্তিক্রিয়ান্বয়ঃ, উৎপাদনা-বরুদ্ধত্বাৎ তস্য ইত্যর্থঃ। যদি চ উচ্যতে উৎপাদনৈব উৎপত্তিঃ, তথাচ কপালেষু উৎপাদনাসত্ত্বে উৎপত্তিঃ স্যাদেব ইতি নানুপপত্তিরত আহ—**ন চ উৎপাদনৈবে**তি। ভেদে কারণমাহ—**প্রযোজ্যে**তি। প্রযোজকব্যাপারো হি উৎপাদনা, প্রযোজ্যব্যাপারশ্চ উৎপত্তিঃ, সা চ আদ্যক্ষণসম্বন্ধরূপা। অতএব কুলালো ঘটম্ উৎপাদয়তি ঘটশ্চ উৎপদ্যতে ইতিপ্রয়োগঃ। তয়োরভেদে দোষমাহ—**অভেদে বা** ইতি। তথাচ উৎপাদনায়া ইব উৎপত্তেরপি সকর্ম্মকত্বপ্রসঙ্গঃ। **তস্মাৎ** উৎপত্ত্যুৎপাদনয়ো র্ভেদাৎ। স্বামী ঘটং কারয়তি ভৃত্যশ্চ ঘটং করোতি ইত্যত্র স্বামিভৃত্যসমবেতয়ো র্ঘটবিষয়ককারয়তিকরোত্যর্থয়ো র্যথা আশ্রয়ভেদঃ, তথা উৎপাদনোৎপত্ত্যোরপি, তত্র উৎপাদনাশ্রয়ঃ কপালাদিঃ, উৎপত্ত্যাশ্রয়শ্চ ঘটঃ। এবঞ্চ উৎপত্তেঃ কার্য্যধর্ম্মত্বে ধর্ম্মিব্যতিরেকেণ ধর্ম্মসত্ত্বাসম্ভবাৎ প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যসত্ত্বমবশ্যমভ্যুপেয়ম্ ইতি সিদ্ধঃ সৎকার্য্যবাদঃ ইতি। ঘটস্য উৎপত্তিকর্ত্তৃত্বে পাণিনিস্মৃতিমপি প্রমাণয়তি—**এবঞ্চে**তি। **ধাতুপাত্তঃ কর্ত্তা** ইতি। ধাতূপাত্তো নাম ধাতুনা বোধ্যো যো ব্যাপারঃ তদাশ্রয়ঃ ইত্যর্থঃ। স চ ব্যাপারঃ বক্তুা ইচ্ছয়া বিভিন্নকারকগতঃ ধাতুনা বোধ্যতে, যদীয়শ্চ ব্যাপারঃ ধাতুনা বোধিতঃ তস্যৈব তত্র কর্ত্তৃত্বং ভবতি, অতএব দেবদত্তঃ পচতি, স্থালী পচতি, তণ্ডুলঃ পচ্যতে ইত্যাদয়ঃ প্রয়োগাঃ সিদ্ধন্তি ইতি ভাবঃ। **সতাং** বিক্লিত্তেঃ প্রাক্ বিদ্যমানানাং তদাশ্রয়াণামিতি যাবৎ। তার্কিকমতমাশঙ্কতে—**অথ স্বকারণসত্তাসম্বন্ধ** ইতি। তথাচ উৎপত্তেঃ ক্রিয়ারূপত্বে তস্যাঃ সকর্ত্তৃকত্বেন

তৎপূর্ব্বং কার্য্যসত্ত্বস্য আবশ্যকত্বেঽপি, স্বকারণসমবায়রূপায়াঃ স্বসত্তাসমবায়রূপায়া বা উৎপত্তেঃ প্রাক্ কার্য্যস্য অসত্ত্বেঽপি ন কশ্চিৎ বিরোধ ইত্যাহ—**এতদুক্তং ভবতি** ইতি। **অলব্ধাত্মকম্** অপ্রাপ্তস্বরূপম্। তথাহি স্বকারণে কার্য্যস্য সমবায় উৎপত্তিঃ ইত্যুক্তে উৎপত্তেঃ প্রাক্ অপি কার্য্যমাবশ্যকং, সম্বন্ধস্য প্রতিযোগ্যনুযোগ্যুভয়নিষ্ঠত্বেন তদাশ্রয়রূপস্য প্রতিযোগিনঃ কার্য্যস্য প্রাক্ সত্ত্বমবশ্যমেব স্বীকার্য্যং, ধর্ম্মিব্যতিরেকেণ ধর্ম্মবৃত্তেঃ অসম্ভবাৎ, দৃশ্যতে হি কুণ্ডে বদরম্ ইত্যাদৌ সংযোগসম্বন্ধস্য তৎপূর্ব্বকালীনকুণ্ডবদরোভয়নিষ্ঠত্বমিতি সমবায়স্যাপি সম্বন্ধরূপত্বাৎ তথাত্বং যুক্তম্ ইত্যাশয়ঃ। এবং স্বসত্তাসমবায় উৎপত্তিরিতি দ্বিতীয়কল্পেঽপি কার্য্যস্য অবিদ্যমানস্য সত্তাসমবায়বত্ত্বং ন সম্ভবতি উক্তযুক্তেরিতি ভাবঃ।

ভাষ্যে **অসতো র্বা** ইতি। অসতোঃ অবিদ্যমানয়োঃ খপুষ্পশশশৃঙ্গয়োরিব সদসতোঃ উপাদানোপাদেয়য়োঃ সম্বন্ধো ন সম্ভবতি ইত্যর্থঃ। বাকারঃ ঔপম্যার্থে, তথাচ বিশ্বঃ "বা স্যাৎ বিকল্পোপময়োরেবার্থে চ সমুচ্চয়ে" ইতি।

টীকায়াম্ **অপিচেতি**। **ভাবেন** উৎপত্তিরূপেণ ভাবপদার্থেন। অত্যন্তাভাবস্য ত্রৈকালিকাভাবরূপস্য, বন্ধ্যাসুতপ্রতিযোগিকো যোঽত্যন্তাভাবঃ তস্য অপ্রসিদ্ধপ্রতিযোগিকস্য ইতি যাবৎ। **মাভূন্মর্য্যাদা** ইতি। বন্ধ্যাপুত্রেণেতি শেষঃ। **অনুপাখ্যঃ** তুচ্ছঃ, **সঃ** বন্ধ্যাসুতঃ। **প্রাগভাবস্য তু** ইতি। ঘটো ভবিষ্যতি ইতি ভাবিঘটরূপপ্রতিযোগিনিরূপণীয়স্য ইত্যর্থঃ। **উপাখ্যেয়ঃ** ইতি। উপ সামীপ্যেন খ্যায়তে নিরুচ্যতে ইতি, উপাখ্যেয়ঃ নির্ব্বচনীয় ইত্যর্থঃ। **অধস্তাৎ** ইতি। সত্ত্বাচ্চাবরস্য ইতি সূত্রব্যাখ্যানাবসরে, তস্যাপি উপপত্তিরপি "দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ" ইতি ভাষ্যব্যাখ্যানাবসরে "অসৎস্বভাবং চেৎ কথং কদাচিৎ সৎ" ইত্যাদিগ্রন্থেন ইতি শেষঃ। ভাষ্যে **উপাপৎস্যত** উপপন্নম্ অভবিষ্যৎ। **কার্য্যাভাবঃ** অসৎকার্য্যম্।

টীকায়াম্ **উক্তমেতদিতি**। সৎস্বরূপে মূলকারণে অনাদ্যবিদ্যাবশাৎ কল্পিতং কার্য্যতত্ত্বং বস্তুতঃ কারণস্বরূপাৎ নাতিরিচ্যতে, তচ্চ সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বাচ্যং, সমুদ্রতরঙ্গাদিবৎ কারণাত্মনা অভিন্নমিব, কার্য্যাত্মনা ভিন্নমিব চ প্রতীয়মানং ভবতি ইতি। পটঃ তন্তুভ্যো ভিদ্যতে তদ্বিরুদ্ধবিশেষবত্ত্বাৎ ইত্যনুমানেন বিশেষদর্শনবশাৎ প্রাপ্তে ভেদে আহ—**বিশেষদর্শনমাত্রাদিতি**। বিশেষেণ অনির্ব্বচনীয়ঘটত্বাদিনা সাক্ষাৎকারবিষয়ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। **ন চ বস্তুন্যত্বং ভবতি**—ইতি ভাষ্যং যথাশ্রুতং কার্য্যকারণয়োর্ভিন্নত্বং গময়তি, তেন চ সিদ্ধান্তব্যাহতেঃ ব্যাচষ্টে—**বস্তুতঃ** ইতি। বস্তুত ইত্যস্যার্থঃ পরমার্থতঃ, কেবলং বিশেষদর্শনবশাদেব কার্য্যস্য কারণাৎ পরমার্থতঃ ভেদো ন ভবতি ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—যৎকিঞ্চিৎবিশেষাত্মনা অভিজ্ঞানদশায়াং দেবদত্তাদেঃ তদ্বিশেষবিজ্ঞানদশায়াং যথা ন বাস্তবিকভেদঃ, এবং কার্য্যকল্পনাভাবদশায়াং সতঃ কারণস্য কার্য্যকল্পনাদশায়ামপি ন বস্তুতো ভিন্নত্বম্, ইতি কার্য্যেঽপি কারণস্য অভেদঃ সিধ্যতি, এবং চ কারণাদন্যত্বং ন কার্য্যস্য ইতি। ভেদাভেদয়োস্তু ব্যবহারিকত্বং ন তাত্ত্বিকত্বমিত্যাহ **সাংব্যবহারিকে তু** ইতি। ভেদাভেদব্যবস্থায়াঃ চতুঃসূত্রীব্যাখ্যায়াং দূষিতত্বাৎ **কথঞ্চিদিতি**। **অনয়ৈবেতি**। রজ্জুসর্পদৃষ্টান্তেন বিবর্ত্তবাদরীত্যা ইত্যর্থঃ। অন্যথা পরিণামবাদাপাতঃ স্যাৎ ইতি ভাবঃ।

ভাষ্যে—**অনেকসংস্থানানামিতি**। অনেকানি সংস্থানানি আকৃতয়ো যেষাং তেষামিত্যর্থঃ। **প্রত্যভিজ্ঞানাদিতি**। কৃতসাক্ষাৎকারস্য তদাকারতয়া পুনঃ সাক্ষাৎকারঃ প্রত্যভিজ্ঞা, যথা সোঽয়ং দেবদত্ত ইতি। তথাচ দৃষ্টান্তদ্বয়েন উক্তহেতোর্ব্যভিচারঃ প্রদর্শিতঃ, তথাহি তত্র কার্য্যকারণয়োরভেদস্য সাক্ষাৎকারাৎ হেতোশ্চ বিশেষদর্শনস্য সত্ত্বাৎ সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বরূপো ব্যভিচারঃ ইত্যর্থঃ। শঙ্কতে—**জন্মোচ্ছেদেতি**। জন্ম উৎপত্তিঃ, উচ্ছেদো বিনাশঃ, তাভ্যাং ব্যবধানাভাবাদিত্যর্থঃ। তথাচ দৃষ্টান্তে পিত্রাদিদেহানাম্ উৎপত্তিবিনাশাভ্যাম্ অব্যবধানাৎ অভেদেঽপি, দধিঘটাদিকার্য্যস্য ক্ষীরমৃদাদিবিনাশাদুৎপত্তেঃ, উৎপত্তিবিনাশব্যবধানাৎ ভেদো যুক্ত ইতি ভাবঃ। পরিহরতি—**নেতি**। তথাচ দধ্যাদৌ ক্ষীরাদীনামন্বয়স্য সাক্ষাৎকারেণ নাশাভাবাৎ উক্তহেতুরসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। দধিঘটাদৌ ক্ষীরমৃদাদীনাম্ অন্বয়দর্শনেঽপি, সূক্ষ্মাণাং বটবীজাদীনাং তদঙ্কুরাদৌ অন্বয়াদর্শনাৎ, উৎপত্তিবিনাশরূপহেতোস্তত্র সত্ত্বাৎ কার্য্যকারণয়োর্ভেদো যুক্ত ইত্যত আহ—**অদৃশ্যমানানামপীতি**। তথাচ বীজাবয়বানাম্ অঙ্কুরাদাবন্বয়াৎ উৎপত্তিবিনাশাভাব এব, অবয়বানাম্ উপচয়াপচয়বশাৎ দর্শনাদর্শনাভ্যাম্ উৎপত্তিবিনাশব্যবহারঃ, ন বস্তুন্যত্বম্। উপচয়াপচয়বশাদপি কার্য্যকারণয়োঃ ভেদানুমানেন অসতো ঘটাদেরুৎপত্তিঃ, সতশ্চ বিনাশ, ইত্যভ্যুপগমে ব্যভিচারং দর্শয়তি—**তত্রেদৃগ্জন্মেতি**। তথাচ তাদৃশবালকে উক্তহেতোঃ সত্ত্বাৎ সাধ্যস্য চ ভেদস্য অসত্ত্বাৎ ব্যভিচারঃ, পিত্রাদিদেহস্য উপচয়াপচয়বশাৎ ভেদাভ্যুপগমে ব্যবহারবিরোধমাহ—**পিত্রাদীতি**। এতদুপলক্ষণং প্রত্যভিজ্ঞাবিরোধোঽপি দ্রষ্টব্যঃ। **এতেন** কার্য্যেষু কারণান্বয়স্য সাক্ষাদুপলভ্যমানত্বেন, বস্তুজাতস্য ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধবাদঃ নিরাকর্ত্তব্যঃ। **অভাবস্য** ইতি। তথাচ কারকব্যাপারস্য কার্য্য-

প্রাগভাববিষয়ত্বানুপপত্তিঃ। নাপি সমবায়িকারণবিষয়ত্বং, কারণাৎ কার্য্যস্য ভিন্নত্বে ভিন্নত্বাবিশেষাৎ তন্তুনিষ্ঠেন কারকব্যাপারেণ ঘটোৎপত্তিপ্রসঙ্গ ইত্যাহ—**অন্যবিষয়েণ** ইতি। অভিন্নত্বে চ সৎকার্য্যবাদাপাত ইত্যাহ—**সমবায়িকারণস্যৈবেতি**। **আত্মাতিশয়ঃ** স্বকীয়ধর্ম্মবিশেষঃ। উপাদানকারণানন্যত্বং কার্য্যাণামুপসংহরতি—**তস্মাদিতি**। **নটবদিতি**। যথাহি অবিদিতস্বরূপো নটঃ কল্পিতবেশভূষাদিভির্মিথ্যারাজাদিরূপতয়া প্রতীয়তে, তথা জীবাবিদিতং ব্রহ্ম অনাদ্যবিদ্যয়া আকাশাদিজগদাকারতয়া প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ। ঈশ্বরস্য মূলকারণত্বাভ্যুপগমে মায়াবচ্ছিন্নস্য তস্য পরিচ্ছিন্নত্বেন একবিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাহানিঃ স্যাদত আহ টীকায়াং—**মূলকারণং ব্রহ্ম** ইতি। যুক্তেঃ শব্দাচ্চ ইত্যনভিধায় শব্দান্তরাচ্চ ইত্যন্তরপদস্য প্রয়োজনমাহ—ভাষ্যে **পূর্ব্বসূত্রে** ইতি। তথাচ শ্রুত্যা অসতঃ কারণত্বং নিরস্য সমানবিভক্তিকসদিদংপদাভ্যাং কার্য্যকারণয়োঃ সামানাধিকরণ্যপ্রতিপাদনাৎ তয়োরভিন্নত্বং সাধিতম্ ইতি ভাষ্যসমুদায়ার্থঃ।১৮

পটবচ্চ।১৯

ভেদবাদিনঃ তাবৎ পটঃ তন্তুভ্যো ভিদ্যতে বিলক্ষণপ্রতীতিবিষয়ত্বাৎ অধিকপরিমাণবত্ত্বাচ্চ অজাদিব গজঃ, ইত্যনুমানেন কার্য্যকারণয়োর্ভেদং ব্যবস্থাপয়ন্তি, উক্তহেত্বোর্ব্যভিচারপ্রদর্শনায় সূত্রমিদম্ আরভতে **পটবচ্চেতি**। যথা সংবেষ্টিতপটাৎ প্রসারিতপটস্য বিলক্ষণপ্রতীতিবিষয়ত্বেঽপি ন ভেদঃ, তথা তন্তুপটয়োরপি বেদিতব্য ইতি **সূত্রার্থঃ**।১৯

যথা চ প্রাণাদিঃ।২০

মৃৎপিণ্ডেন জলানয়নাদি ন নিষ্পাদ্যতে ঘটেন তু তন্নিষ্পাদ্যতে, ইতি ভিন্নার্থক্রিয়াকারিত্বাৎ কার্য্যং কারণাদ্ভিন্নং সম্মতবৎ, ইত্যনুমানে হেতোর্ব্যভিচারমাহ—**যথা চেতি**। প্রাণায়ামনিরুদ্ধঃ প্রাণাদি যথা জীবনমাত্রং নিষ্পাদয়তি ন আকুঞ্চনপ্রসারণাদ্যন্যৎ কর্ম্ম; অনিরুদ্ধস্তু আকুঞ্চনাদিকমপি করোতি, নৈতাবতা যথা প্রাণাদের্ভেদঃ, তথা কার্য্যকারণয়োরপি বেদিতব্যঃ। অতশ্চ সিদ্ধং কারণাদনন্যত্বং কার্য্যস্যেতি। ভেদাভেদয়োস্তু ন তাত্ত্বিকত্বং কিন্তু ব্যবহারিকত্বম্। এবং সর্ব্বস্যৈব বস্তুজাতস্য ব্রহ্মানন্যত্বাৎ একবিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাসিদ্ধিরিতি সংক্ষেপঃ। আরম্ভাধিকরণদৃষ্টান্তোল্লেখিতয়া তদঙ্গত্বাৎ নাস্য অধিকরণান্তরারম্ভকত্বং সত্যপি প্রথমান্তপদে ইতি বোধ্যম্।

যমাকৃষ্টকেশঃ সমাবিষ্টচেতাঃ গুরোঃ পাদয়ো র্নন্দয়োশ্চারুকৃষ্ণঃ।
শ্রুতান্তে ধৃতান্তঃ প্রশান্তীকৃতান্তঃ কৃতান্তং ন শঙ্কে হৃনন্তার্পিতান্তঃ॥২০

ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ।২১

অভিন্ননিমিত্তোপাদানং ব্রহ্ম জগতঃ কারণমিতি বদন্ সমন্বয়ো বিষয়ঃ, স কিং জীবাভিন্নং ব্রহ্ম চেৎ জগৎকারণং তদা ন স্বানিষ্টং নরকাদি জনয়েৎ, ন হি স্বতন্ত্রঃ কশ্চিৎ স্বয়মেব স্বাহিতকারী স্যাদিতি ন্যায়েন বিরুধ্যতে ন বা ইতি সংশয়ে, ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বে হিতাকরণাদিপ্রসক্ত্যা, ব্রহ্ম ন জগৎকারণমিত্যাক্ষেপাৎ পূর্ব্বপক্ষমাহ—**ইতরব্যপদেশাদিতি**। অয়মর্থঃ ইতরস্য জীবস্য **"স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"** ইত্যাদিশ্রুতৌ ব্রহ্মাত্মত্বব্যপদেশাৎ। অথবা—ইতরস্য ব্রহ্মণঃ **"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশ"**দিত্যাদিশ্রুতৌ জীবত্বব্যপদেশাৎ জীবাভিন্নব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বে হিতাকরণাদিদোষপ্রসঙ্গঃ, নঞ্‌ব্যত্যাসেন অহিতজরামরণাদিবিবিধানর্থকরত্বদোষপ্রসক্তিঃ স্যাৎ। নচৈতৎ যুক্তম্ অভ্রান্তচেতনস্য স্বতন্ত্রস্য ভগবতঃ পরমেশ্বরস্য। এতদুপলক্ষণং সর্গপ্রলয়কর্তৃত্বসর্ব্বজ্ঞত্বাদিপ্রসক্তিশ্চ জীবস্য। অতঃ প্রোক্তসমন্বয়ো বিরুধ্যতে ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ। তথাহি—

সর্ব্বজ্ঞস্য স্বতন্ত্রস্য জীবাভেদং প্রপশ্যতঃ। কুতে জীবাহিতেঽনিষ্টা নিজাহিতকৃতির্ভবেৎ॥ ইতি।

অত্র প্রথমান্তপদাৎ অধিকরণারম্ভো বোধ্যঃ। নম্ন **"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা আনন্দী ভবতি" "একঃ স্বাদু পিপ্পলমত্তি অন্যঃ অনশ্নন্ অভিচাকশী"** ইত্যাদিশ্রুতয়োঃ জীবস্য ব্রহ্মণো ভেদমেব উপদিশন্তি ন তু অভেদং, তৎ কথম্ ইতরস্য ব্রহ্মণঃ জীবত্বব্যপদেশঃ, জীবস্য বা ব্রহ্মত্বব্যপদেশঃ? অত আহ টীকায়াং—**যদ্যপীতি**। ভেদশ্রুতিবৎ **"তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি"** ইত্যাদিশ্রুতীনামভেদোপদেশাৎ **ভবত্যেব** আক্ষেপ ইত্যাহ—**তথাপীতি**। তর্হি ভবত্বাং শ্রুতিপ্রামাণ্যাৎ তয়োর্ভেদাভেদৌ, অত আহ—**নচেতি**। **বিরোধাৎ** গোত্বাশ্বত্ববৎ সহানবস্থানাৎ। নম্ন দ্বয়োরেব শ্রৌতত্বে সমুদ্রতরঙ্গবৎ অবিরোধ এব ভবতু অত আহ—**ন চ ভেদ** ইতি। জীবব্রহ্মণোর্ভেদস্য অতাত্ত্বিকত্বে কথং ভেদপ্রতীতিঃ অত আহ—**স এব তু** ইতি। তথাচ বস্তুতো ভেদাভাবেঽপি অনাদ্যবিদ্যোপাধিবশাৎ **জীবব্রহ্মণোর্ভেদভ্রমঃ**, পরমার্থতো ভেদাভাবেঽপি গৃহাদ্যুপাধিবশাৎ ভেদপ্রত্যয়বৎ মহাব্যোম্নঃ। **তেন** জীবব্রহ্মণোর্বাস্তবভেদাভাবেন। পরমাত্মনো জীবাভেদস্য

অনুভবঃ অননুভবো বা ইতি বিকল্প্য প্রথম কল্পে ইষ্টাপত্তিং গৃহীত্বা দ্বিতীয়ে দোষমাহ—**অননুভবে** ইতি। তথাচ "**যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স সর্ব্ববিদি**"তি শ্রুতিঃ কুপ্যেৎ। তথাচ অবিদ্যাবশানাং জীবানাং ভ্রমাৎ হিতাকরণাদি সম্ভবেঽপি সর্ব্বজ্ঞস্য ব্রহ্মণস্তদসম্ভবাৎ ন জগৎকারণং ব্রহ্ম ইতি ভাবঃ।২১

অধিকং তু ভেদব্যপদেশাৎ।২২

তু শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। যতো জীবা**দধিকং** ভিন্নং ব্রহ্ম জগন্নিমিত্তোপাদানম্ ইতি বয়ং বদামঃ, অতঃ ন হিতাকরণাদিদোষাণাং ব্রহ্মণি প্রসক্তিঃ, কুতঃ **ভেদব্যপদেশাৎ**। "আত্মা বারে দ্রষ্টব্য" ইত্যাদৌ ঔপাধিকভেদনির্দ্দেশাৎ। ন চাস্তি নিত্যমুক্তস্য বিশুদ্ধস্য ব্রহ্মণঃ হিতম্ অহিতং বা কিঞ্চিৎ, যেন অহিতকরণাদয়স্তস্য প্রসজ্যেরন্ ইত্যর্থঃ। আরব্ধাধিকরণসিদ্ধান্তজ্ঞাপকত্বাৎ নানেন অধিকরণারম্ভঃ।

ভাষ্যে **যৎ সর্ব্বজ্ঞমি**তি। তথাচ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেব্র্ব্রহ্মণঃ স্রষ্টু জীবস্য ঔপাধিকভেদাৎ ন হিতাকরণাদয়ো দোষাঃ ব্রহ্মণি, ন বা সর্গপ্রলয়কর্ত্তৃত্বসর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ো গুণা জীবে প্রসজ্যন্তে, দৃশ্যতে চ বাস্তবাভেদেঽপি অবচ্ছেদকভেদেন ভেদো মহাকাশঘটাকাশয়োঃ, সম্ভবন্তি চ মায়াশক্তিবশাৎ বিশুদ্ধস্যাপি ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বাদয়ঃ গুণাঃ, অবিদ্যাবশাচ্চ জীবস্য ভোক্তৃত্বাদয় ইতি ভাবঃ। জীবেশয়োঃ ঔপাধিকভেদে শ্রুতিং প্রমাণয়তি—"**আত্মা বা**" ইত্যাদি।

টীকায়াং **সত্যময়**মিত্যাদি। সর্ব্বজ্ঞস্য সর্ব্বাত্মনঃ ব্রহ্মণঃ জীবাভেদজ্ঞানেঽপি জীবগতসুখদুঃখাদীনাম্ আবিদ্যকত্বজ্ঞানাৎ ন অহিতকরণং স্বস্য উদাসীনস্য নিত্যমুক্তস্য ইত্যর্থঃ। **ভাবতঃ** তত্ত্বতঃ, **বেদনাসঙ্গঃ** জ্ঞানসম্বন্ধঃ, **তদ্বদভিমানঃ**, সুখদুঃখাদিমত্তয়া জ্ঞানম্ ইতি অপি পরমাত্মা পশ্যতি ইত্যন্বয়ঃ। তথাহি—

গন্ধর্ব্বগৃহবৎ জীবসংসারং পশ্যতঃ প্রভোঃ। অহিতং বা হিতং বাপি ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে॥

ভাষ্যোক্তা অপিচেত্যাদিযুক্তিঃ আরম্ভণসূত্রাবসান এব উক্তা, পুনরত্রাভিধানে পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যাহ—**পূর্ব্বোপপত্তী**তি।

ভাষ্যে **অপি চে**তি। তথাচ ন তাবৎ ঐকাত্ম্যজ্ঞানাৎ পরং ব্রহ্মণঃ স্রষ্টৃত্বং জীবস্য বা অহিতকরণত্বং সম্ভবতি। তদানীং ঐকাত্ম্যজ্ঞানেন দ্বৈতস্য সমূলবাধাৎ, "**যত্র তু সর্বমস্য আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ**" ইতি শ্রুতেঃ। ঐকাত্ম্যজ্ঞানাৎ পূর্ব্বং চ জীবেশ্বরয়োঃ ঔপাধিকভেদস্যৈব সত্ত্বাৎ ন হিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ইত্যাহ—**অবাধিতে তু** ইতি। অন্যৎ সর্ব্বমনবদ্যম্।২২

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ।২৩

অয়মর্থঃ—যথা একস্মাৎ পৃথিবীভূতাৎ অশ্মনাং বজ্রবৈদূর্য্যাদিভেদেন বৈচিত্র্যমেবং ব্রহ্মোপাদেয়ানাম্ আকাশাদীনাং স্বরূপতো বৈচিত্র্যং বোধ্যম্, অতঃ একস্মাৎ ব্রহ্মণো বিচিত্রজগদুৎপত্তের্নানুপপত্তিরিতি। আরব্ধাধিকরণদৃষ্টান্তমাত্রোল্লেখাৎ নানেন অধিকরণারম্ভঃ।

টীকায়াং **সর্ব্বস্যৈবে**তি। মৃত্তিকারস্য ঘটশরাবাদেঃ সর্ব্বস্যৈব জড়ত্ববৎ ব্রহ্মবিবর্ত্তস্য জীবস্য চেতনত্বদর্শনাৎ তদ্বিবর্ত্তস্য সর্ব্বস্যৈব আকাশাদেঃ ভূতজাতস্য চেতনত্বপ্রসঙ্গঃ ইত্যর্থঃ। ভাষ্যে **যথা চে**তি। স্বরূপধর্ম্ম-ক্রিয়াভেদাৎ ত্রিবিধো দৃষ্টান্তঃ। **কিংপাকঃ** মহাতালঃ, তথাচ তত্তৎকার্য্যসংস্কাররূপানাদিশক্তিভেদাৎ বৈচিত্র্যমিতি ভাবঃ। **শ্রুতেশ্চে**তি। জীবাভিন্নস্য ব্রহ্মণো জীববদ্দোষপ্রসক্তিশ্চ নরশিরঃশৌচানুমানবৎ "**নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্**" ইত্যাদিশ্রুত্যা বাধ্যতে। জীবস্যৈব যদি আবিদ্যকসুখদুঃখাদে র্ন বস্তুতঃ সম্বন্ধলেশঃ, তদা কিমু বক্তব্যং মায়াধীশস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বরাগাদিরহিতস্য পরমকারণস্য ব্রহ্মণ ইত্যাহ—**বিকারস্যে**তি। "রাহোঃ শির" ইতিবৎ বিকারস্য আকাশাদে র্বাঙ্মাত্রত্বাৎ ন বিকারঃ বস্তুসন্ ইতি প্রপঞ্চিতং সমনন্তরাধিকরণে। যচ্চাভিধীয়তে—একরূপত্বাৎ ব্রহ্মণঃ তৎকার্য্যস্য জগতো ন বৈচিত্র্যসম্ভবঃ, দৃশ্যতে হি বিভিন্নজাতীয়ানামেব মৃৎসুবর্ণাদীনাং ঘটমুকুটাদিকার্য্যবৈচিত্র্যমিতি, তদেতৎ স্বপ্নদৃষ্টান্তেন পরিহরতি—**স্বপ্নদৃশ্যে**তি। যথা অধিষ্ঠানস্য স্বপ্নদর্শিনঃ একত্বেঽপি তদধিষ্ঠিতানাং স্বাপ্নসুখদুঃখাদিভাবানাং বৈচিত্র্যং, তথা বিবর্ত্তাধিষ্ঠানস্য ব্রহ্মণঃ একত্বেঽপি তদুৎপন্নয়োঃ জীবেশ্বরয়োঃ আকাশাদেশ্চ বৈচিত্র্যং নানুপপন্নম্, অতঃ কারণস্য ঐক্যং ন কার্য্যৈক্যে তন্ত্রম্ ইতি সিদ্ধম্।২৩

উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি।২৪

অদ্বিতীয়াৎ ব্রহ্মণো জগৎসৃষ্টিং বদন্ সমন্বয়ো বিষয়ঃ। স চ অসহায়ং নোপাদানং কর্ত্তৃ বা, কুলালাদিবৎ ইতি ন্যায়েন বিরুধ্যতে ন বা ইতি সংশয়ে, ঔপাধিকভেদবশাৎ হিতাকরণাদিদোষো বারিতঃ পূর্ব্বস্মিন্ সূত্রে, ইহ তু উপাধিতোঽপি ন ঈশ্বরাৎ ভিন্নং সহকারিকারণং কিঞ্চিদস্তি অনেকত্বাভাবাদীশ্বরস্য, অতো ন ব্রহ্ম

জগদুপাদানং সহকার্য্যভাবাদিতি প্রত্যুদাহরণেন আক্ষিপ্য সমাধত্তে—**উপসংহারেতি**। ফলং পূর্ব্ববৎ। অয়মর্থঃ লোকে হি কুলালাদয়ঃ দণ্ডচক্রাদিসামগ্রীসহায়েন ঘটাদিকর্ত্তারঃ দৃশ্যন্তে, উপাদানানাং চ মৃদাদীনাং স্বব্যতিরিক্ত-কুলালাদিসদ্ভাবঃ। অভিন্ননিমিত্তোপাদানস্য চ ব্রহ্মণঃ নাস্তি এতদ্দ্বয়মপি, অতঃ ন ব্রহ্ম জগৎকারণমিতি চেন্ন, **ক্ষীরবদ্ধি** ইতি। **হি** যতঃ, যথা ক্ষীরম্ অনপেক্ষ্যৈব বাহ্যং কিঞ্চিৎসাধনান্তরং দধিভাবেন পরিণমতে, তথা ব্রহ্মাপি ইত্যর্থঃ। প্রথমান্তনঞ্পদাৎ অধিকরণারম্ভো জ্ঞেয়ঃ।

টীকায়াম্**একমিতি**। পূর্ব্বপক্ষে জগদ্বৈবিধ্যভাববীজম্ উপাদানান্তররাহিত্যং দর্শিতম্, **অদ্বিতীয়তয়া** ইতি চ সহকারিকারণাভাবো দর্শিতঃ। **ক্রমেণেতি** কারণক্রমমন্তরেণ কার্য্যক্রমাভাবঃ সূচিতঃ। **বিবিধেতি**। দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদিভেদেন বৈবিধ্যং জগতঃ, বৈচিত্র্যং চ পণ্ডিতমূর্খসুন্দরাসুন্দরপুংস্ত্র্যাদিভেদেন। **ন হি একরূপাদিতি**। দৃশ্যতে হি বিলক্ষণকারণেভ্যো মৃৎসুবর্ণাদিভ্যঃ বিলক্ষণকার্য্যাণাং ঘটশরাবকুণ্ডলরুচকাদীনামুৎপত্তিঃ, অতঃ কারণবৈলক্ষণ্যমেব কার্য্যবৈলক্ষণ্যে হেতুঃ। ব্রহ্মণস্তদ্বিরহাৎ কার্য্যস্যাপি আকাশাদেঃ তদ্বিরহো যুক্ত ইতি ভাবঃ। **আকস্মিকত্বেতি**। কারণং বিনা উৎপন্নত্বম্ আকস্মিকত্বম্। কার্য্যভেদানুপপত্তিবৎ কার্য্যক্রমোঽপি অনুপপন্ন ইত্যাহ—**ন চাক্রমাদিতি**। তথাচ কারণানাং মৃৎসুবর্ণাদীনাং ক্রমাদেব হি নিজাতীয়কার্য্যাণাং ঘটমুকুটাদীনাং ভবতি ক্রমঃ, প্রকৃতে চ মূলকারণস্য ব্রহ্মণঃ একস্য ক্রমাভাবাৎ কার্য্যাণাম্ আকাশাদীনাং ক্রমেণ উৎপত্ত্যভাব ইত্যর্থঃ। **"তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাৎ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ"** ইত্যাদিশ্রুতিস্তু সৃষ্টিক্রমং বোধয়তি। সামর্থ্যাভাবাৎ যুগপদনেককার্য্যোৎপাদাভাবো দৃষ্টঃ কুলালাদৌ, নিরতিশয়ানন্তশক্তিমতশ্চ ভগবতঃ সোঽপি ন সম্ভবতি ইত্যাহ—**সমর্থত্বেতি**। **ক্ষেপো** বিলম্বঃ। উপাদানস্য সুবর্ণাদেঃ একত্বেঽপি সহকারিকারণসমবধানক্রমাৎ ভবতি কটকমুকুটাদিসজাতীয়কার্য্যক্রমঃ, ব্রহ্মণশ্চ অদ্বিতীয়স্য সহকার্য্যভাবাৎ সোঽপি ন সম্ভবতি ইত্যাহ—**অদ্বিতীয়তয়েতি**। **ক্রমবদিতি** মতুবন্তম্।

ভাষ্যে **অনেককারকোপসংহারেণ সংগৃহীতসাধনা** ইতি। অনেকেষাং কারকাণাং দণ্ডচক্রসলিলসূত্রমৃদাদীনাম্ উপসংহারেণ মেলনেন সংগৃহীতং লব্ধং সাধনম্ অখিলকারণসমবধানং যৈঃ তে ইত্যর্থঃ। অত্র কারকসাধনপদয়োঃ পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্যাহ—**একৈকমিতি**। সমগ্রাণাং ভাবঃ সামগ্র্যং, যাবৎকারণসমবধানমিতি যাবৎ। তথাচ ব্যষ্টিসমষ্টিভেদেন তয়োর্ভেদঃ। সাধ্যতে অবশ্যমেব নিষ্পাদ্যতে কার্য্যমনেনেতি সাধনং করণে অনট্, সাধকতমমিত্যর্থঃ। একৈকেন মৃদ্দণ্ডাদিনা ন খলু নিষ্পাদ্যতে কার্য্যং ঘটাদি, সতি চ কারণকূটসমবধানে অবশ্যমেব নিষ্পাদ্যতে তৎ ইত্যাহ—**ততো হি** ইতি। **ততঃ** সাধনাৎ। নিগময়তি **তস্মাদিতি**। তথাহি—নাসহায়মুপাদানং নৈকস্মাৎ কার্য্যসন্ততিঃ। বিয়দাদিক্রমো নাপি দ্বিতীয়রহিতাৎ বিভোঃ॥ ইতি।

ভাষ্যে **ত্বার্য্যতে** শীঘ্রতাং সম্পাদ্যতে। তথাচ স্বত এব ক্ষীরাদীনাং বর্ত্তে দধিভাবসামর্থ্যম্, আতঞ্চনাদিকন্তু শীঘ্রতাসম্পাদকমাত্রম্। স্বত স্তেষাং দধিভাবসামর্থ্যাভাবে সহায়শতেনাপি ন তথা শক্যতে কর্ত্তুমিত্যাহ—**যদি চেতি**। স্বতো বর্ত্তমানায়া এব শক্তেরুৎকর্ষসম্পাদনমেব সহায়সম্পদা কার্য্যং, ন পুনঃ অসত্যা উৎপাদনমিত্যাহ—**সাধনসামগ্র্যা চেতি**।

টীকায়াম্ **উচ্যতে ক্ষীরবদ্ধীতি**। তথাহি—

ব্রহ্মাবিদ্যাসহায়ত্বাৎ বিচিত্রানেককর্ম্মকৃৎ। অবিদ্যাপরিপাকাচ্চ ক্রমোঽপি কার্য্যসঞ্চয়ে॥

ব্যাচষ্টেঽপ্রতিবক্তু। **তাত্ত্বিকম্** অনুপহিতং শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপমিতি যাবৎ। **ইদং** ব্রহ্মণোঽনুপাদানত্বম্। **অনাদিনামেতি**। অনাদি নামরূপাত্মকং বীজং কারণং তৎসহিত মিত্যর্থঃ, তথাচ আন্তরসহকারিকারণসত্ত্বং দর্শিতম্ ঈশ্বরস্য। **কাল্পনিকং** মায়িকং, সর্ব্বশক্তিত্বম্ অপেক্ষ্যেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। তথাচ ব্রহ্ম ন জগদুপাদানং সহায়াভাবাৎ সম্মতবৎ ইত্যনুমানঘটকং ব্রহ্ম বিশুদ্ধম্ অবিশুদ্ধং বা? আদ্যে ইষ্টাপত্তি মাহ—**কিং নামেতি**। তথাচ পরমার্থতঃ কার্য্যাভাবাৎ শুদ্ধস্য ব্রহ্মণঃ অনুপাদানত্বম্ ইষ্টমেবেতি ভাবঃ। শ্রুতৌ করণং সাধনং। দ্বিতীয়ে তু ব্যভিচারাসিদ্ধী দর্শয়তি **যদীতি**। তথাহি অত্যন্তব্যতিরিক্তসহকারিকারণাভাবাৎ বা আন্তরসহকারিকারণাভাবাদ্ বা অনুপাদানত্বং ব্রহ্মণঃ? যদি তাবৎ আদ্যঃ তদা ক্ষীরাদিভির্ব্যভিচারঃ, তথাবিধসহকারিকারণাভাবেঽপি তেষাং দধ্যাদ্যুপাদানত্বদর্শনাৎ। অত্যন্তব্যতিরিক্তত্বং স্বধর্ম্মত্বেন অনন্তর্ভূতত্বম্। **তে** ক্ষীরাদয়ঃ, **পরিবাসঃ** পূর্ব্বকালাদারভ্য উত্তরকালেঽপি বাসঃ, পর্য্যুষিতত্বং। সোঽপি ক্ষীরস্য ধর্ম্ম এব। **পরিণামান্তরং** দধ্যাদিভাবম্ **আসাদয়ন্তি** প্রাপ্নুবন্তি, চৌরাদিকাৎ আঙ্পূর্ব্বকসদের্রূপম্। যদ্যপি "পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি" ইতি সূত্রে ক্ষীরপরিণামেঽপি পরমার্থতঃ ঈশ্বরাধিষ্ঠানরূপং কারণান্তরমস্তি ইতি বক্ষ্যতে, তথাপি অর্বাগ্-

দৃগভিপ্রায়েণেদমুক্তমিতি বোধ্যম্। দ্বিতীয়ে অসিদ্ধিমাহ—**অত্রেতি**। ব্রহ্মণোঽনুপাদানত্বসাধকানুমানে ইত্যর্থঃ। **আন্তরত্বং** স্বধর্ম্মত্বম্, অন্তরঙ্গধর্ম্মত্বমিতি যাবৎ। **তদসিদ্ধমিতি**। অসিদ্ধিঃ স্বরূপাসিদ্ধিঃ, সা চ হেত্বাভাববৎ-পক্ষরূপা তামাহ—**অনির্ব্বাচ্যেতি**। শ্রুতৌ মায়িনং মায়াবিশিষ্টং ন তু মায়াশ্রয়ং ব্রহ্মণস্তদ্বিরহাৎ, মায়ায়াঃ ব্রহ্মধর্ম্মত্বং চ ন সাক্ষাৎ, কিন্তু অবিদ্যাত্মকমায়াবিশিষ্টত্বাৎ পারম্পরিকম্ ইতি জ্ঞেয়ম্।

নন্বু ক্রমরহিতাৎ ব্রহ্মণঃ আকাশাদিকার্য্যক্রমানুপপত্তিরুক্তা পূর্ব্বপক্ষে, ইদানীং মায়ায়াঃ সহকারিত্বোপ-গমেঽপি তদ্দোষতাদবস্থ্যমত আহ—**কার্য্যক্রমেণেতি**। **তৎপরিপাকঃ** তস্যাঃ মায়ায়াঃ পরিণতিঃ, তথাচ কার্য্যক্রমদর্শনাৎ তৎপরিণতিরপি ক্রমেণৈব ভবতি ইতি ফলবলাৎ কল্প্যম্ ইতি ভাবঃ। একরূপাৎ ব্রহ্মণো বিবিধকার্য্যোৎপত্ত্যভাব উক্তঃ পূর্ব্বপক্ষে, তত্র কারণৈকত্বহেতো ব্যভিচারং দর্শয়তি—**একস্মাদপীতি**। যথা চৈত্রসঙ্ঘাতাৎ একস্মাদেব ধাবনাখ্যাৎ কর্ম্মণঃ পূর্ব্বদেশবিভাগঃ, উত্তরদেশসংযোগঃ চৈত্রে চ বেগাখ্যঃ সংস্কারো জায়তে। তথাচ কারণগতশক্তিবৈচিত্র্যমেব একস্মাৎ কারণাৎ নানাকার্য্যোৎপাদপ্রয়োজকম্। প্রকৃতে চ অনির্বাচ্যাবিদ্যাশক্তে বৈচিত্র্যাদেব মূলকারণাৎ ব্রহ্মণ একস্মাদপি বিবিধকার্য্যোৎপাদ ইতি ভাবঃ।২৪

দেবাদিবদপি লোকে।২৫

অচেতনস্য ক্ষীরাদেরসহায়স্য কারণত্বসম্ভবেঽপি চেতনস্য কুলালাদেরসহায়স্য তদদর্শনাৎ ব্রহ্মণশ্চেতনস্য অসহায়স্য ন জগৎকারণত্বমিত্যাশঙ্কা দৃষ্টান্তান্তরেণ পরিহরতি—**দেবাদিবদিতি**। **লোকে** শাস্ত্রে শ্রুতি-স্মৃতীতিহাসাদৌ, **দেবাঃ** পিতরঃ ঋষয়শ্চ মহাপ্রভাবাঃ অনপেক্ষ্যৈব বাহ্যং সাধনান্তরং বিবিধকার্য্যকারিণো দৃশ্যন্তে, তথা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরোঽপি অনপেক্ষ্যৈব বাহ্যং সাধনান্তরং স্রক্ষ্যতীদং বিবিধং জগদিতি। অথবা **লোকে** ইহৈব জগতি "লোকস্তু ভুবনে জনে" ইত্যমরঃ, তথাহি ভবগত্যমাচার্য্যাণাং সূত্রপ্রণয়নকালে যজ্ঞনিমন্ত্রিতানাং দেবানাম্ ইন্দ্রাদীনাম্, ঋষীণাং চ সৌভরিপ্রভৃতীনাং সাধনান্তরনৈরপেক্ষ্যো-ণৈব বিবিধরূপপরিগ্রহঃ প্রত্যক্ষীকৃতঃ লোকে ; তদ্বৎ ব্রহ্মাপি ইত্যর্থঃ। এবঞ্চ দৃষ্টান্তলক্ষণস্য মুখ্যার্থতাপি সঙ্গচ্ছতে, তথাচ ভগবান্ অক্ষপাদঃ—"**যত্র লৌকিকপরীক্ষকাণাং বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ**" ইতি। ইতি সূত্রার্থঃ। তথাচ ব্রহ্ম ন জগৎকারণং চেতনত্বে সতি অসহায়ত্বাৎ কুলালবৎ ইত্যনুমানে হেতৌ চেতনত্ব-বিশেষণেঽপি দেবাদিষু ব্যভিচারতাদবস্থ্যং দর্শিতম্। পূর্ব্বত্র ক্ষীরাদিদৃষ্টান্তেন অসহায়স্য উপাদানত্বং দর্শিতম্, অত্র তু অসহায়স্য নিমিত্তকারণত্বমপীতি। **ঐশ্বর্য্যবিশেষঃ** তপঃপ্রভাবঃ তস্মাৎ **যোগঃ** সাধননৈরপেক্ষ্যেণ কার্য্যকারিত্বম্, **অভিধ্যানং** সঙ্কল্পঃ। বৈদিকপ্রমাণমনিচ্ছতো বরাকান্ প্রত্যাহ—**তন্ত্বনাভশ্চেতি**। দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ বৈষম্যপ্রদর্শনেন শঙ্কতে—**স যদীতি**। নিরাকরোতি—**তং প্রতীতি**। তথাহি কুলালাদীনাং পরম্পরাপ্রাপ্তচিজ্জড়াত্মকপিণ্ডানামেব কর্ত্তৃত্বমকামেনাপি ভবতা বাচ্যং, তাদৃশাশ্চ তে সাধনান্তরাপেক্ষয়ৈব সম্পাদয়ন্তি ঘটাদিকার্য্যজাতং, দেবাদয়স্তু দেহাদিমত্ত্বেঽপি অনপেক্ষ্যৈব সাধনকলাপং প্রাসাদোদ্যানদেহাদি-বিবিধকার্য্যজাতং সঙ্কল্পমাত্রেণৈব প্রভবন্তি নির্ম্মাতুম্, ইতি বজ্রলেপো ব্যভিচারঃ ইতি ভাবঃ। যদি ভগবৎ-প্রসাদলব্ধাদিতশক্তীনাং দেবানাম্ ঈদৃশী দক্ষতা, কিমু বক্তব্যম্ সর্ব্বজ্ঞস্য বিবিধবিচিত্রানন্তশক্তে র্ভগবতঃ পরমেশ্বরস্য সত্যসঙ্কল্পস্য। যথাহুঃ পুরাণবিদঃ—চিকীর্ষিতে কর্ম্মণি চক্রপাণের্নাপেক্ষ্যতে কাপি সহায়সম্পৎ। পাঞ্চালজায়াঃ পটসংবিধানে মধ্যেসভং নৈব তুরী ন বেমা॥ ইতি।

টীকায়াং **যদি তু** ইতি। অসহায়ং ন কারণমিতি ব্যাপ্তৌ অসহায়স্য ক্ষীরাদেঃ দধ্যাদিকারণত্বদর্শনাৎ সত্যাপি ব্যভিচারে চেতনত্বে সতি ইতি হেতুবিশেষণেন ক্ষীরাদ্যচেতনব্যুদাসাৎ, চেতনানাং চ কুলালাদীনাম্ অসহায়ানামকারণত্বদর্শনাৎ ন ব্যভিচার, ইতি চেতনমসহায়ং ব্রহ্ম ন জগন্নিমিত্তোপাদানমিত্যর্থঃ।২৫

কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা।২৬

নিরবয়বং ব্রহ্ম জগন্নিমিত্তোপাদানমিতি বদন্ সমন্বয়ো বিষয়ঃ, "**ক্ষীরবদ্ধি**" ইতি দৃষ্টান্তেন ব্রহ্ম পরিণমতে ইতি ভ্রমে স কিং নিরবয়বং ন পরিণমতে আকাশবৎ ইতি ন্যায়েন বিরুধ্যতে ন বা ইতি সংশয়ে, পরিণামনিরাসেন বিবর্ত্তদৃঢ়ীকরণায় আক্ষেপসঙ্গত্যা কার্য্যত্বসঙ্গত্যা বা পূর্ব্বপক্ষয়তি—**কৃৎস্নপ্রসক্তি**রিতি। তথাহি ব্রহ্ম নিরবয়বং সাবয়বং বা? আদ্যে ব্রহ্মণঃ পরিণামে সর্ব্বাত্মনা পরিণামো বাচ্যঃ, সাবয়বস্যৈব ক্ষীরনীরাদেরেকদেশপরিণাম-সম্ভবাৎ, নিরবয়বস্য চ একদেশবিরহাৎ ন তথা। দ্বিতীয়ে "**নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্**" মিত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ, উভয়ত্রৈব অনিত্যত্বপ্রসঙ্গশ্চ। তথাচ ব্রহ্ম ন জগৎকারণমিত্যর্থঃ। অত্র প্রথমাস্তপদাৎ অধিকরণারম্ভো বেদ্যঃ।

ভাষ্যে **পর্য্যণংস্যৎ** পরিণতোঽভবিষ্যৎ। **নিষ্কলমিতি**। **নিষ্কলং** নিরবয়বং **নিষ্ক্রিয়ং** কূটস্থং, **শান্তং** উপসংহৃতসর্ব্ববিকারং, **নিরবদ্যং** অগর্হণীয়ং, **নিরঞ্জনং** নির্লেপম্। স আত্মা **দিব্যঃ** দ্যোতনবান্ অলৌকিকো

বা, হি যস্মাৎ **অমূর্ত্তঃ** সর্ব্বমূর্ত্তিবিবর্জ্জিতঃ **পুরুষঃ** পূর্ণঃ পুরিশয়ো বা, বাহ্যাভ্যন্তরেণ সহ বর্ত্ততে ইতি **সবাহ্যাভ্যন্তরঃ**, ন জায়তে কুতশ্চিদিতি **অজঃ**। নিষ্কলমিত্যাদিশ্রুত্যুল্লেখফলমাহ—**ততশ্চেতি**। সর্ব্বাত্মনা পরিণামে **"আত্মা বারে দ্রষ্টব্য"** ইতি দ্রষ্টব্যত্বোপদেশবৈয়র্থ্যমাহ—**দ্রষ্টব্যত্বেতি**। তথাচ পরিণতস্য ব্রহ্মণো দ্রষ্টব্যত্বোক্তৌ উপদেশানর্থক্যং স্বতঃসিদ্ধত্বাৎ তস্য। অপরিণতস্য চ অভাবাৎ কিং দ্রক্ষ্যতি। অপি চ জগদাত্মনা জাতে ব্রহ্মণি **"অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্য"** ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধমাহ—**অজত্বেতি**। সূত্রাবশেষং ব্যাখ্যাতু মুপক্রমতে **অথেতি**। তথাচ ব্রহ্মণঃ সাবয়বত্বে শ্রুতিবিরোধঃ। যুক্তিবিরোধমপ্যাহ—**সাবয়বত্বে** ইতি। শ্রুত্যা যুক্ত্যা চ বিরুদ্ধোঽয়ং পরিণামবাদঃ কথমপি নোপপদ্যতে ইত্যাহ—**সর্ব্বথেতি**। তথাহি—

সাকল্যেন জগদ্ভাবে ব্রহ্মণোঽনিত্যতা ভবেৎ। একাংশেন তথাত্বে তু ব্রহ্ম স্যাদংশভাগপি ॥ ইতি

জগতো ব্রহ্মবিবর্ত্তত্বস্য পরমার্থতয়া পরিণামব্যবস্থাপনাক্ষেপকত্বে বৈয়র্থ্যাপত্ত্যা শাস্ত্রার্থপরিশুদ্ধিরেব প্রয়োজনমস্য অধিকরণস্যেতি ভাষ্যতাৎপর্য্যবিবরণায় শঙ্কতে টীকায়াং—**নন্বিতি**। নন্থ ব্রহ্মণস্তাত্ত্বিকপরিণামাভাবে কথং ক্ষীরাদিদৃষ্টান্তেন পরিণামযোগ্যত্বপ্রতিপাদনং তত্রভবতাং সূত্রকৃতাম্ উপপদ্যতে ভাষ্যকৃতাং চ ইত্যত আহ—**অবিদ্যাকল্পিতেন তু** ইতি। তথাচ অবিদ্যাকল্পিতনামরূপাভ্যামেব ব্রহ্মণঃ পরিণামব্যবহারঃ ইত্যর্থঃ। নন্থ অবিদ্যাকল্পিতনামরূপাভ্যাং ব্রহ্মণঃ পরিণামাস্পদত্বে অগ্নিযোগাৎ মৃদ্ঘটাদেরিব রূপবত্ত্বপ্রসঙ্গঃ অত আহ—**ন চেতি**। রূপং কর্ত্তৃ, বস্তু কর্ম্ম, এতদেব প্রতিপাদয়তি—**ন হীতি**। **তৈমিরকস্য** তিমিররোগাক্রান্তস্য। তিমিরোনাম নেত্ররোগবিশেষঃ যেন একমপি পদার্থং দ্বিধা পশ্যতি। তথাচ সুশ্রুতঃ—

দ্বিধা স্থিতে দ্বিধা পশ্যেৎ বহুলং চানবস্থিতে। দোষে দৃষ্ট্যাশ্রিতে তির্য্যক্ স একং মন্যতে দ্বিধা ॥
তিমিরাখ্যঃ স বৈ দোষঃ ॥ ইতি।

তথাচ ফলিতমাহ—**তস্মাদিতি** তথাচ ব্রহ্মণঃ বাস্তবপরিণামাভাবাৎ ন সাকল্যেন পরিণামপ্রসঙ্গঃ নাপি নিরবয়বত্বশ্রুতিবিরোধ ইত্যনারভ্যমিদমধিকরণম্ ইত্যর্থঃ। শ্রুত্যর্থপরিশুদ্ধিপ্রকারমাহ—**যদ্যপি** ইতি। তথাচ **"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্"** ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ অবধারিতাখিলবিকারহীনস্য ব্রহ্মণঃ ক্ষীরাদিদৃষ্টান্তেন কৃৎস্নপরিণামবত্ত্বম্ আপাদ্য তত্র অনিত্যতাদিদোষং প্রদর্শ্য—**"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদি"**তি ব্যাখ্যানাবসরে **নন্থ শব্দেনাপি** ইত্যাদিনা নিরবয়বস্য আংশিকপরিণামং পরিচোদ্য **"নৈষ দোষ"** ইত্যাদিনা তৎ পরিহৃত্য **"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি"** ইত্যত্র চ দৃষ্টান্তেন নির্বিকারে ব্রহ্মণি অবিদ্যাকল্পিতং জগদিতি পরিশোধিতঃ শ্রুত্যর্থঃ ইত্যর্থঃ।২৬

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি।২৭

তু শব্দেন পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্তিঃ, ন তাবদস্তি কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদিদোষপ্রসঙ্গঃ, কস্মাৎ? **শ্রুতেঃ**। **"সেয়ং দেবতা"** ইত্যাদি শ্রুতির্হি ব্রহ্মণো জগদুপাদানত্বং তদব্যতিরেকেণ বিদ্যমানত্বং চ প্রতিপাদয়তি। নন্থ নিরবয়স্য ব্রহ্মণঃ কথং কার্য্যব্যতিরেকেণ সত্ত্বং শ্রুতিবা প্রতিপাদয়েৎ উক্তযুক্তিবিরোধাৎ অত আহ—**শব্দমূলত্বাদিতি**। যতঃ শ্রুত্যেকমূলং ব্রহ্ম, যথাশ্রুতি ব্রহ্মণঃ জগদুপাদানত্বং তদ্ভিন্নতয়া সত্ত্বং চ মন্তব্যমিত্যর্থঃ।

পরিণামাশ্রয়েণ তাবৎ পূর্ব্বকল্পিতাক্ষেপদ্বয়ং পরিহরতি—**তু শব্দেন** ইতি। তৎপ্রকারমাহ—**যথেতি ভেদেন ব্যপদেশাৎ** ইতি। কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ ভিন্নত্বেন ঈক্ষণব্যাকরণবিষয়াৎ জগতো ভিন্নত্বম্ ঈক্ষিতু র্দেবতাপদবাচ্যস্য ব্রহ্মণঃ প্রতীয়তে ইত্যর্থঃ। **তাবানিতি** পুরুষস্য জ্যায়স্ত্বব্যপদেশাৎ মহত্ত্বাল্পত্বাপেক্ষয়াপি তয়োর্ভেদ ইত্যর্থঃ। **"এষ আত্মা হৃদি অন্তর্জ্জ্যোতিঃ"** ইত্যাদিশ্রুতেঃ হৃদয়স্থানত্বং ব্রহ্মণঃ, সংসম্পত্তিশ্চ **"সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি"** ইত্যাদিশ্রুতৌ সৎপদবাচ্যব্রহ্মণা জীবস্য সুষুপ্তিকালে সম্পত্তিরবগম্যতে। শ্রুতিতাৎপর্য্যেণ জগদাত্মতাব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মসত্ত্বং ব্যুৎপাদয়তি—**যদীতি**। **"নৈবাসৌ চক্ষুষা গ্রাহ্যঃ"** ইত্যাদৌ ব্রহ্মণ ইন্দ্রিয়গোচরত্বপ্রতিষেধাৎ বিকারাৎ ঘটপটাদের্ব্যতিরিক্তং অবিকৃতং ব্রহ্ম অস্তি ইতি গম্যতে।

নন্থ ভবতু ব্রহ্মণঃ কৃৎস্নপ্রসক্তিদোষাভাবঃ কিন্তু পরিণামিত্বে তদভাবে চ সাবয়বত্বদোষো দুষ্পরিহরঃ, ন খলু একস্য পরিণামিত্বতদভাবৌ নিরবয়বত্বে সম্ভবতঃ। তথাচ **"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্"** ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ স্যাদেব অত আহ—**ন চেতি**। তথাচ শ্রুতিবলাদেব ব্রহ্মণঃ পরিণামিত্বেঽপি নিরবয়বত্বম্। **কিমিতি বচনং ন কুর্য্যাৎ নাস্তি বচনস্যাতিভার** ইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ। এবমপি কথং বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনং শ্রুতেঃ, একত্র যোগ্যতাবিরহাপাতাদিত্যত আহ—**শব্দমূলমিতি**। তথাচ ইন্দ্রিয়গম্যস্যৈবার্থস্য ইন্দ্রিয়েণৈব বিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকত্বে ভবেদিয়ং শঙ্কা, প্রকৃতে চ বেদৈকগম্যং ব্রহ্ম নিরবয়বং অকৃৎস্নপরিণামি চেতি নাত্র

প্রভবেৎ বৌদ্ধো বিরোধঃ; কিন্তু নরশিরঃশৌচানুমানবৎ তর্কো বাধ্যতে ইতি ভাবঃ। যদি লৌকিকানামেব মন্ত্রাদীনাম্ অতর্ক্যশক্তিত্বং, তর্হি কিমু বক্তব্যং বৈদৈকগম্যস্য ব্রহ্মণ ইত্যাহ, তথাচ বিষ্ণুপুরাণম্—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরা। যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ॥
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ! পাবকস্য যথোষ্ণতা" ॥ ইতি।

অতো ব্রহ্মণঃ বিচিত্রশক্তেঃ বৈদৈকপ্রমাণস্য বিরুদ্ধোভয়বত্ত্বং সঙ্গতম্ ইতি ভাবঃ। অত্র মহাভারতং প্রমাণয়তি—**অচিন্ত্যা** ইতি। প্রকৃতিভ্যঃ ইন্দ্রিয়গোচরেভ্যঃ বস্তুজাতেভ্যঃ যৎ পরম্ অতীতং তৎ অচিন্ত্যস্য স্বরূপম্ ইত্যর্থঃ।

টীকায়াং **তস্মাদিতি**। বস্তুতঃ ব্রহ্মপরিণামাভাবেন জগতঃ বিচিত্রশক্ত্যবিদ্যাকল্পিতত্বাদিত্যর্থঃ। **তত্ত্বতঃ** যাথার্থ্যেন, অবিকৃতং নিরবয়বং নির্বিশেষং গুণাতীতং বিশুদ্ধং ব্রহ্ম অস্তি ইত্যর্থঃ। "**তস্মাদবিকৃতং ব্রহ্ম**" ইতি অস্তিপদরহিতশ্চ ভাষ্যপাঠঃ কল্পতরুসম্মতঃ। ননু অতর্ক্যশক্তিবশেন হি ব্রহ্মণো নিরবয়বস্যাপি উপাদানত্বম্ অকৃৎস্নপ্রসক্তিশ্চ ইত্যুক্তং প্রাগেব, তৎ কথং **ননু শব্দেনাপি** ইতি পুনঃ শঙ্কা অত আহ—**অবিদ্যাকল্পিতত্বোদঘাটনায়েতি**। উদ্‌ঘাটনং স্পষ্টতয়া প্রতিপাদনম্। শঙ্কাতাৎপর্য্যং বিবৃণোতি—**ন হীতি**। **বিধান্তরং** প্রকারান্তরং, প্রকারান্তরাভাবে হেতু মাহ—**একনিষেধস্যেতি**। **নান্তরীয়কত্বম্** সম্পাদকত্বম্, একবিশেষনিষেধস্য অপরবিশেষবিধায়কত্বনিয়মাৎ, তেন একবিশেষনিষেধস্য অপরবিশেষবিধায়কত্বেন **প্রকারান্তরাভাবাৎ** তদতিরিক্তপ্রকারাভাবাৎ ইত্যর্থঃ। **অনুপপত্তেরিতি** বিরোধাদিতি শেষঃ। **গ্রাবপ্লবনং** গিরিলঙ্ঘনম্। যোগ্যতাজ্ঞানস্য শাব্দবোধং প্রতি কারণত্বাৎ তদ্বিরহাৎ তাদৃশঃ শব্দোঽপ্রমাণম্ ইতি ভাবঃ। যোগ্যতা চ তস্মিন্ পদার্থে তৎপদার্থবত্ত্বং, যথা জলেন সিঞ্চতি ইতি জলে সেচনসাধনত্বসত্ত্বাৎ প্রমাণং, বহ্নৌ চ তদভাবাৎ বহ্নিনা সিঞ্চতি ইতি শব্দোঽপ্রমাণম্ ইতি।

ননু নিরবয়বত্বসাবয়বত্বয়োর্বিকল্পেন শ্রুতীনাং সামঞ্জস্যং ভবেদিত্যত আহ—ভাষ্যে **ক্রিয়াবিষয়ে হি** ইতি। ক্রিয়ায়াঃ পুরুষাধীনত্বাৎ গ্রহণস্য চ তথাত্বাৎ কর্ত্তুম্ অকর্ত্তুম্ বা শক্যতে, প্রকৃতে চ ব্রহ্মণঃ ক্রিয়াত্বাভাবেন পুরুষাধীনত্বাভাবাৎ ন বিকল্পসম্ভবঃ। এবং চ সাবয়বত্বনিরবয়বত্বয়োরেকস্মিন্ ব্রহ্মণি বিরোধাৎ বিকল্পস্য চ অসম্ভবাৎ শ্রুতীনাম্ অপ্রামাণ্যম্ ইতি চেৎ অত আহ—**নৈষ দোষ** ইতি। তথাচ নিরবয়বস্যাপি ব্রহ্মণঃ অবিদ্যাকল্পিতনামরূপাভ্যাং সাবয়বত্বকল্পনম্ ইতি ন তেন তস্য নিরবয়বত্বং ব্যাহন্যতে। ন খলু কল্পিতেন অবয়বেন বস্তু বস্তুতঃ সাবয়বং ভবতি, দৃষ্টান্তেনৈতৎ দ্রঢয়তি—**ন হীতি**। **ব্যাকৃতাব্যাকৃতাত্মকেন** ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপেণ। **তত্ত্বান্যত্বাভ্যামিতি**। সত্যত্বেন মিথ্যাত্বেন চ নির্ব্বক্তুম্ অযোগ্যেন। তথাচ অঘটনঘটনপটীয়স্যা মায়য়া ব্রহ্মণঃ পরিণামাস্পদত্বং অকৃৎস্নপ্রসক্তিঃ নিরবয়বত্বং চ সম্পদ্যতে। ন হি কিঞ্চিৎ দশক্যং মায়ায়া ইতি ভাবঃ। বস্তুতঃ সৃষ্টির্নাম ন কিঞ্চিদস্তি যেন ব্রহ্মণঃ পরিণামিত্বাদিঃ প্রসজ্যেত ইত্যাহ—**ন চেয়মিতি**। বিশুদ্ধব্রহ্মসাক্ষাৎকারাঙ্গত্বেন হি পরিণামশ্রুতীনাং সাফল্যং, ন তু তাসাম্ অঙ্গিবিরোধেন স্বার্থে তাৎপর্য্যমস্তি, অতোঽবিবক্ষিতত্বম্ আসাম্ ইত্যর্থঃ। নিগময়তি—**তস্মাদিতি**।২৭

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি।২৮

স্বরূপানুপমর্দ্দেন ভগবতো জগৎস্রষ্টৃত্বং স্বপ্নদৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়তি—**আত্মনীতি**। **হি** যস্মাৎ **এবং** ব্রহ্মণীব **আত্মনি** স্বপ্নদর্শিনি জীবে চ একস্মিন্ নিরয়বে স্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব বিচিত্রা রথাদিসৃষ্টয়ঃ "**অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে**" ইত্যাদিষু শ্রূয়ন্তে। লোকে চ মায়াব্যাদিষু বিচিত্রাঃ হর্ম্ম্যাদিরচনা দৃশ্যন্তে ইত্যর্থঃ। তথাহি—

"মায়াশক্তিবহুত্বাচ্চ ব্রহ্মণো বহুরূপতা। ন সাকল্যাৎ ন চাংশাচ্চ ততঃ সর্ব্বং সমঞ্জসম্" ॥ ইতি।

স্বরূপাব্যাঘাতেন অবস্থান্তরপ্রাপ্তি র্হি বিবর্ত্তঃ। যথাহুর্বেদান্তবিদাচার্য্যাঃ **অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ**" ইতি। স্বপ্নে গজাদীন্ পশ্যামি ইত্যনুভবাৎ স্বপ্নো ন স্মৃতিঃ, কিন্তু প্রত্যক্ষম্, অত এব "**পথঃ সৃজতে**" ইতি সৃষ্টিশ্রুতিরনুগৃহ্যতে, অন্যথা স্মৃতিত্বে তদনুপপত্তিরিত্যভ্যুপগচ্ছতাং মতেনায়ং দৃষ্টান্তঃ, ইতরথা তদানীং সৃষ্ট্যভাবাৎ অদৃষ্টান্ততা স্যাদিতি। রথেষু যুজ্যন্তে যে তে **রথযোগাঃ** অশ্বা ইত্যর্থঃ। অন্যৎ সুগমম্।২৮

স্বপক্ষদোষাচ্চ।২৯

"**যশ্চোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ**" ইতি ন্যায়াদাহ—**স্বপক্ষেতি**। **পূর্ব্বোক্তাঃ** দোষাঃ সাংখ্যপক্ষেঽপি প্রসজ্যেরন্, তৈরপি নিরবয়বপ্রধানস্য জগৎকারণত্বেনাঙ্গীকারাৎ। এবং **পরমাণুবাদেঽপি পরমাণুসংযোগস্য ব্যাপ্যবৃত্তিত্বং লোকবিরুদ্ধং, কার্য্যস্য প্রথিমানুপপত্তিশ্চ**। অব্যাপ্যবৃত্তিত্বং চ **নিরবয়বস্য অনুপপন্নমিতি উপপন্নঃ নির্দ্দোষঃ ব্রহ্মকারণবাদ ইত্যর্থঃ**।

স্বপক্ষঃ সাংখ্যপক্ষঃ, তং দর্শয়তি ভাষ্যে—**প্রধানেতি**। **তত্রাপি** সাংখ্যমতেঽপি। তথাহি প্রকৃতিঃ মহাদাদ্যাকারেণ পরিণমতে ইতি হি তেষাং প্রক্রিয়া, তত্র কার্ৎস্নেন পরিণামে মূলোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ নিরবয়বস্য একদেশেন পরিণামাসম্ভবাৎ, অকার্ৎস্নেন চ পরিণামে সাবয়বত্বদোষো দুষ্পরিহরঃ ইত্যর্থঃ। দোষয়োরেতয়ো নিরাসায় শঙ্কতে—**নন্বিতি**। তথাচ প্রধানস্য সত্ত্বাদিভিঃ সাবয়বত্বাৎ ন কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদিঃ একদেশেন পরিণাম-সম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ। শঙ্কামেতাং পরিহরতি—**নৈবমিতি**। তথাচ প্রধানস্যাবয়বত্বেন গৃহীতাঃ যে সত্ত্বাদয়ো গুণাঃ তেষাং প্রত্যেকনিরবয়বত্বস্য ভবদিষ্টত্বাৎ সাকল্যেন পরিণামে কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ, অসাকল্যেন চ পরিণামে সাবয়বত্বদোষো দুষ্পরিহর ইত্যর্থঃ।

সমুদায়স্য সাবয়বত্বেন একাংশপরিণামে ন মূলোচ্ছেদসম্ভব ইতি শঙ্কতে টীকায়াং—**যদ্যপীতি**। **সমুদায়ঃ সমষ্টিঃ**। পরিহরতি—**তথাপীতি**। ন হি সমুদায়িব্যতিরেকেণ সমুদায়ো নাম কিঞ্চিদ্বস্তু অস্তি যেন সত্ত্বাদীনাং পরিণামেঽপি তেষাং সমুদায়ঃ প্রধানম্ অপরিণতং বর্ত্তেত ইতি ভাবঃ। **ন হি অস্তীতি**। তথাচ সত্ত্বমাত্রস্য পরিণামে অপরয়োঃ সত্ত্বাৎ ন মূলোচ্ছেদপ্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ। **সত্ত্বস্য পরিণামাদিতি**। তেষাম্ অন্যোন্যমিথুনবৃত্তিত্বাৎ ইত্যর্থঃ। তত্ত্বং চ অব্যভিচরিতত্বম্।

সত্ত্বাদীনাম্ একৈকপরিণামে মূলোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ যদ্যৎ পরিণতং তত্তৎ সাবয়বং যথা ক্ষীরম্ ইত্যনুমানাচ্চ গুণানাং সাবয়বত্বমেব; ইতি একদেশপরিণামাৎ ন মূলোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ, ততশ্চ নিরবয়বত্বসাধকঃ তর্কোঽপ্রতিষ্ঠিত ইতি শঙ্কতে ভাষ্যে—**তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি**। পরিহরতি—**এবমপি** ইতি। গুণানাং সাবয়বত্বস্য তেষা-মনভ্যুপগমঃ অপিনা সূচিতঃ। অনভ্যুপগমকারণমাহ—**অনিত্যত্বাদীতি**। তথাচ তেষাং সাবয়বত্বে যৎ যৎ সাবয়বং তৎ তৎ ন মূলকারণম্ অনিত্যঞ্চ, যথা মৃত্তিকা। যন্নৈবং তন্নৈবং যথা স্বাভিমতং প্রধানম্ ইতি ন্যায়াচ্চ প্রধানস্য নিরবয়বত্বসিদ্ধিঃ। ব্যাপকাভাবস্য ব্যাপ্যাভাবসাধকত্বাদিতি ভাবঃ। নন্ গুণানাং অবয়বা পিণ্ডকপালশর্করাদিবৎ ন কার্য্যারম্ভকাঃ কিন্তু কার্য্যবৈচিত্র্যলিঙ্গাৎ শক্তিরূপা এব অনুমীয়ন্তে তথাচ ন অনিত্যত্বাদিপ্রসঙ্গ ইত্যাহ—**অথেতি**। এবং অস্মাভিঃ ব্রহ্মণোঽপি কার্য্যবৈচিত্র্যলিঙ্গাৎ অনির্ব্বচনীয়াঃ শক্তয়ো অভ্যুপেয়ন্তে তৈরেব সাবয়বত্বং তস্য, ইতি সাম্যমাবয়োঃ কো দোষো ব্রহ্মবাদিনাম্ ইত্যাহ—**তাস্ত** ইতি।

টীকায়াং **অব্যাপ্লুবন্** বা ইতি। বাকারঃ পক্ষান্তরে যদি ন ব্যাপ্নুয়াৎ তদা সংযোগস্য অব্যাপ্য-বৃত্তিত্বে ইতি যাবৎ। **তত্র** পরমাণুদ্বয়ে। **ন বর্ত্ততে** ইতি। স্বাধিকরণবৃত্ত্যভাবপ্রতিযোগিত্বং খলু অব্যাপ্য-বৃত্তিত্বং তচ্চ একাংশাবচ্ছেদেন বৃত্তৌ অপরাংশাবচ্ছেদেন চ তদভাবে ভবেৎ, পরমাণূনাং চ নিরংশত্বাৎ নৈবং সম্ভবতি, অতঃ অব্যাপ্যবৃত্তিসংযোগস্য তত্র বৃত্তিত্বমেব ন স্যাদিত্যর্থঃ। এতদেব প্রতিপাদয়তি—**ন হি অস্তীতি**। **তথাচ** পরমাণুসংযোগস্য ব্যাপ্যবৃত্তিত্বে চ, **উপর্য্যধ** ইতি। দ্ব্যণুকারম্ভায় একঃ পরমাণুঃ—উপর্য্যধঃ পার্শ্বতশ্চ চতস্রো দিশঃ, ইতি দিক্‌ষট্‌কানাং কেনচিদ্দিগ্‌ভাগেন অপরপরমাণুনা মিলিতশ্চেৎ, তদা অপরদিগবৃত্তেঃ পরমাণুপঞ্চকৈর্মেলনেঽপি প্রথিমানুপপত্তিঃ, সমানদেশত্বাৎ তেষাং, তে যদি মধ্যবর্ত্তিপরমাণোঃ বিভিন্নদেশস্থাঃ তদা তৎ পরমাণোঃ ষড়ংশত্বাপত্তিঃ, তদুক্তং ন্যায়বার্ত্তিকে—

"ষট্‌কেন যুগপদ্যোগাৎ পরমাণোঃ ষড়ংশতা। ষণ্ণাং সমানদেশত্বে পিণ্ডঃ স্যাদণুমাত্রকঃ"॥ ইতি

এতদেব আহ **অব্যাপনেবা** ইতি। তর্হি ভবতু পরমাণূনাং সাবয়বত্বম্, অত আহ **অশক্যং** চেতি। তত্র হেতুমাহ **তথাসতি** ইতি। পরমাণোঃ সাবয়বত্বে সতি ইত্যর্থঃ। **তস্মাদিতি**। পরমাণোর্নিরবয়বত্বসাবয়বত্বো-ভয়পক্ষে এব প্রক্রিয়ায়া অসঙ্গত্বাৎ ইত্যর্থঃ। দোষসাম্যকথনমাত্রেণ ন স্বস্য নির্দ্দোষতা স্যাৎ, অত আহ **আপাত-মাত্রেণ** ইতি। **ভাবিকং** তাত্ত্বিকং, **পরিণামং** বস্তুনঃ পূর্ব্বাবস্থানাশেন অবস্থান্তরপ্রাপ্তিরূপং, যথাহুঃ **"সতত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ"** ইতি। ইচ্ছতাং সাংখ্যানামিত্যর্থঃ। **কার্য্যকারণ-ভাবমিতি**। কার্য্যং চ কারণং চ ইতি দ্বন্দ্বঃ, তয়োর্ভাবঃ সত্তা, তথাচ "দ্বন্দ্বাৎপরঃ শ্রূয়মাণঃ শব্দঃ প্রত্যেকেনাভি সম্বধ্যতে" ইতি ন্যায়াৎ কার্য্যস্য কারণস্য চ স্বাতন্ত্র্যেণ সত্ত্বম্ ইচ্ছতাম্ আরম্ভবাদিনাম্ ইত্যর্থঃ। **মায়াবাদিনাম্** ইতি। অঘটনঘটনপটীয়স্যা মায়ায়াঃ শক্তিবৈচিত্র্যাদেব জগতো বৈচিত্র্যম্, অতো ব্রহ্মণি ন কশ্চিদ্দোষপাত ইত্যসকৃদাবেদিতম্ ইতি। নবমং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যধিকরণম্।২৯

সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ।৩০

মায়াশক্তিবৈচিত্র্যাৎ উক্তং ব্রহ্মণো জগন্নিমিত্তোপাদানত্বং বিষয়ঃ, তত্র শরীরেন্দ্রিয়শূন্যস্য ব্রহ্মণো মায়া ন সম্ভবতি, দৃষ্টং হি দেবাদীনাং মায়াবিনাং শরীরাদি শাস্ত্রলোকয়োঃ, তদনুমীয়তে—যে মায়াবিনঃ তে শরীরবন্তঃ যথা দেবদত্তঃ ইতি। ব্যাপকাভাবস্য ব্যাপ্যাভাবসাধকত্বনিয়মাৎ অশরীরস্য ব্রহ্মণো ন মায়া। অত উক্ত—

সমন্বয়ো বিরুধ্যতে ন বা ইতি সংশয়ে, বিরুধ্যতে ইতি পূর্ব্বপক্ষে শক্তিমত্ত্বপ্রতিপাদনাৎ বিষয়বিষয়িভাবসঙ্গত্যা সিদ্ধান্তমাহ—**সর্ব্বোপেতেতি**। পরা দেবতা সর্ব্বশক্তিযুতা, কুতঃ? **তদ্দর্শনাৎ, "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকাম"** ইত্যাদিশ্রুতৌ পরদেবতায়াঃ সর্ব্বশক্তিমত্ত্বদর্শনাৎ ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষে সমন্বয়বিরোধঃ ফলং, সিদ্ধান্তে চ তদবিরোধ ইতি। **অভ্যাত্তঃ** অভিতো ব্যাপ্তঃ সর্ব্বব্যাপীতি যাবৎ। **অবাকী** বাগিন্দ্রিয়রহিতঃ, **অনাদরঃ** আদরো রাগঃ তদ্রহিতঃ বিরাগ ইতি যাবৎ। অন্তর্য্যাম্যধিকরণে অশরীরস্যাপি নিয়ামকত্বমুক্তম্, অত্র তু তাদৃশস্য ব্রহ্মণঃ মায়া ন সম্ভবতি ইতি আক্ষিপ্যতে ইতি ন পৌনরুক্ত্যমিতি বোধ্যম্। প্রথমান্তপদাদধি-করণারম্ভো জ্ঞেয়ঃ।৩০

বিকরণত্বান্নেতি চেৎ তদুক্তম্।৩১

দেবাদীনাং চক্ষুরাদীন্দ্রিয়বতামেব বিবিধকার্য্যকারিত্বমবগম্যতে শাস্ত্রেষু, ব্রহ্মণশ্চ **"অচক্ষুঃশ্রোত্রম্"** ইত্যাদিশাস্ত্রাৎ অনিন্দ্রিয়ত্বাবগমাৎ ন কর্ত্তৃত্বমিতি চেৎ? অত্র যৎ বক্তব্যং তৎ **"দেবাদিবদপি লোকে"** ইত্যাদাবভিহিতমিত্যর্থঃ।

করণম্ ইন্দ্রিয়ম্, এতচ্চ শরীরস্যাপি উপলক্ষণং, বিগতং করণং যস্য তদ্বিকরণং তদ্ভাবাৎ, অশরীরে-ন্দ্রিয়ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। তথাচ শরীরেন্দ্রিয়রাহিত্যাৎ ব্রহ্ম ন মায়াবি মায়াভাবাচ্চ ন জগৎকারণম্, তথাহি—

লোকে হি মায়িনঃ সর্ব্বে দৃশ্যন্তে দেহিনঃ সদা। ব্যাপকেন শরীরেণ হীনস্যাস্য ন মায়িতা॥

ইতি পূর্ব্বপক্ষমনূদ্য সমাধত্তে—**তদুক্তমিতি**। এতদেবাহ টীকায়াম্—**এতদাক্ষেপেতি**। পুরস্তাদেবোক্তম্ ইতি ভাষ্যোক্তং ব্যাচষ্টে—**কুলালাদিভ্যঃ** ইতি। **বাহ্যকরণং** বহিরিন্দ্রিয়ং করচরণাদি অপেক্ষন্তে যে তেভ্য ইত্যর্থঃ। তথাচ কুলালাদিভ্যো দেবাদীনাং বিশেষো দৃষ্টঃ শাস্ত্রেষু অশক্যাপহ্নব ইতি ভাবঃ। এতেন **"দেবাদি-বদপি লোকে"** ইতি সূত্রার্থঃ স্মারিতঃ, **যথা তু** ইতি চ **"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি"** ইতি সূত্রার্থঃ স্মারিতঃ। কুলালদেবাদীনাং ব্যক্তিভেদাৎ যথা সাধনভেদঃ, এবম্ অনন্তাচিন্ত্যশক্তের্ভগবতঃ পরমেশ্বরস্যাপি আন্তরকরণানপেক্ষস্যৈব জগৎসৃষ্টিঃ শ্রূয়মাণা উপপদ্যতে ইতি ভাবঃ। শ্রুতিশ্চ অকরণস্যাপি ব্রহ্মণঃ স্বাভাবিকা-নেকশক্তিমত্ত্বং কথয়তি যথা—**"ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চে**"তি। **সামান্যতোদৃষ্টমাত্রেণ** ইতি। দেবাদিষু ব্যক্তিভেদেন শক্তিভেদদর্শনাৎ শরীরেন্দ্রিয়হীনঃ কর্ত্তা ন শক্তিমান্ ইত্যনুমানস্য অপ্রয়োজকত্বেন ইত্যর্থঃ। ব্যক্তিভেদেন কার্য্যকারণভাবভেদাৎ মায়াবিচিত্রাদীনাং শরীরিত্বদর্শনাৎ তথাবিধে ব্রহ্মণি শরীরিত্বং নাপাদনীয়ং, তথা সতি কুলালাদীনাং বাহ্যকরণাপেক্ষকর্ত্তৃত্বদর্শনাৎ দেবাদিষ্বপি তথাপাদনীয়ং স্যাৎ। "তদুক্তম্" ইত্যনেন দেবাদিদৃষ্টান্তস্মারণাৎ নাস্য পৌনরুক্ত্যম্ ইত্যবধেয়ম্। অতঃ সিদ্ধং শরীরেন্দ্রিয়রহিতস্যাপি ব্রহ্মণঃ মায়াশক্তিবশাৎ জগন্নিমিত্তোপাদানত্বম্ ইতি। তথাহি—

দেবানাং বাহ্যকরণহীনানাং কর্ত্তৃতা যথা। প্রমাণাৎ ব্রহ্মণশ্চৈবং মায়া স্যাদশরীরিণঃ। ইতি

দশমং সর্ব্বোপেতাধিকরণম্।৩১

ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ।৩২

পরিতৃপ্তং ব্রহ্ম জগন্নিমিত্তোপাদানং ক্রবন্ সমন্বয়ো বিষয়ঃ, স কিম্ অভ্রান্তচেতনপ্রবৃত্তিঃ সপ্রয়োজনা ইতি ন্যায়েন বিরুধ্যতে ন বা ইতি সন্দেহে, প্রয়োজনাভাবাৎ শক্তমপি অভ্রান্তচেতনং ব্রহ্ম ন সৃষ্ট্যর্থং প্রবর্ত্ততে ইত্যাক্ষেপাৎ পূর্ব্বপক্ষমাহ—**ন প্রয়োজনবত্ত্বাদি**তি। অয়মর্থঃ—ব্রহ্ম ন জগৎকর্ত্তৃ প্রয়োজনাভিসন্ধানাভাবাৎ, অভ্রান্তচেতনপ্রবৃত্তেশ্চ প্রয়োজনব্যাপ্যত্বাৎ ইতি। **"ন"** ইতি প্রথমান্তপদাৎ অধিকরণারম্ভঃ। ভাষ্যে **ন খলু** ইতি প্রতিজ্ঞাবাক্যং, প্রয়োজনবত্ত্বাদিতি চ হেতুঃ। প্রয়োজনং ফলং, তচ্চ সুখপ্রাপ্তিঃ দুঃখনিবৃত্তিশ্চ, তথাহি আদৌ ইচ্ছা, ততঃ কৃতিঃ, ততঃ চেষ্টা, ততশ্চ উপায়প্রাপ্তৌ প্রণাল্যা ফলং ভবতি ইতি প্রক্রিয়া, তদুক্তম্—

"আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা কৃতির্ভবেৎ। কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টয়া ফলমুচ্যতে"॥ ইতি।

ব্যতিরেকেণ উদাহরণমাহ—**চেতনো হি ইতি**। **মন্দোপক্রমাম্** অল্পায়াসাম্। অল্পায়াসামপি নিষ্ফলাং প্রবৃত্তিং ন কুরুতে হি লোক ইত্যর্থঃ। প্রবৃত্তিশ্চাত্র ক্রিয়া, যো হি প্রবর্ত্ততে প্রেক্ষাবান্ স এব ফলার্থমেব প্রবর্ত্ততে, যশ্চ কৃপয়া প্রবর্ত্ততে সোঽপি পরদুঃখাসহিষ্ণুতয়া চিত্তব্যাকুলতানিবৃত্ত্যর্থমেব প্রবর্ত্ততে, ইতি ন ব্যভিচারঃ। **গুরুতরসংরম্ভা** বহ্বায়াসা। নন্বীশ্বরস্যাপি প্রবৃত্তিঃ সপ্রয়োজনা এব ভবতু ইত্যত আহ—**যদীয়মিতি**। তথাচ ঈশ্বরপ্রবৃত্তেঃ সপ্রয়োজনত্বে তস্য পরিতৃপ্তত্বং ব্যাহন্যেত, নিবৃত্তপ্রয়োজনো হি পরিতৃপ্তঃ। **প্রয়োজনাভাবে বা** ইতি। তথাচ প্রয়োজনাভাবে তদ্ব্যাপ্যায়াঃ প্রবৃত্তেরপি অভাবঃ, ব্যাপকাভাবস্য

ব্যাপ্যাভাবহেতুত্বাৎ ইতি ভাবঃ। তথাচ প্রয়োজনাভাবাৎ তদ্ব্যাপকপ্রবৃত্ত্যভাববদ্ ব্রহ্ম স্যাৎ ইত্যর্থঃ। প্রয়োজনাভাবাৎ প্রবৃত্ত্যভাব ইত্যত্র ব্যভিচারং চোদয়তি—**অথেতি**। **বুদ্ধ্যপরাধঃ** বিবেকরাহিত্যম্। সর্ব্বজ্ঞে পরমাত্মনি ব্যভিচারাভাবমাহ—**তথা সতি** ইতি। নিগময়তি—**তস্মাদিতি**। তথাচ প্রয়োজনাভাবাৎ ঈশ্বরো ন জগৎস্রষ্টা ইতি প্রাপ্তম্। তথাহি—

বিনা প্রয়োজনং তাবৎ প্রবৃত্তি র্নহি দৃশ্যতে। ইতি প্রবৃত্তিঃ সর্গার্থং ন তৃপ্তস্য পরাত্মনঃ॥ ইতি

প্রবৃত্তিঃ সপ্রয়োজনা ইতি সামান্যব্যাপ্তৌ উন্মত্তান্তর্ভাবেন ব্যভিচারেঽপি বিবেকিপ্রবৃত্তৌ ন ব্যভিচারঃ, ঈশ্বরস্য চ পরমবিবেকিত্বাৎ তৎ প্রবৃত্তেরপ্যবশ্যং প্রয়োজনেন ভাব্যং, তস্য তু পরিতৃপ্তত্বেন প্রয়োজনাভাবাৎ প্রবৃত্ত্যভাব ইতি—পূর্ব্বপক্ষয়তি টীকায়াং—**ন তাবদিতি**। প্রয়োজনাভাবেঽপি মৃদ্ভক্ষণাদৌ প্রমত্তস্য প্রবৃত্তিদর্শনাৎ তদ্বৎ ব্রহ্মাপি প্রয়োজনাভাবেঽপি জগদ্রচনে প্রবর্ত্ততে, তত্র হেতুমাহ—**মতিবিভ্রমাদিতি**। তথাচ প্রবৃত্তিঃ সপ্রয়োজনা ইতি নিয়মে ব্যভিচারো দর্শিতঃ, ব্যভিচারমুদ্ধরতি—**ভ্রান্তস্যেতি**। তথাচ ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞত্বেন ভ্রমাভাবাৎ প্রয়োজনাভাবে ন প্রবৃত্তিরিতি নিরস্তো ব্যভিচারঃ। **প্রেক্ষাবতা** ইতি।

"যস্যামুৎপদ্যমানায়ামবিদ্যা নাশমর্হতি। বিবেককারিণী বুদ্ধিঃ সা প্রেক্ষেত্যভিধীয়তে"॥

ইত্যুক্তপ্রেক্ষাবৎ প্রেক্ষা চাত্র বিবেকবুদ্ধিঃ তদ্বতা ইত্যর্থঃ। প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তেঃ সপ্রয়োজনত্বে যুক্তিমাহ—**প্রেক্ষবতশ্চেতি**। **স্বপরেতি**। তথাচ যত্র যত্র প্রেক্ষাবান্ প্রবর্ত্ততে তত্র তত্র স্বস্য পরস্য বা হিতপ্রাপ্ত্যর্থম্ অহিতপরিহারার্থং বা প্রবর্ত্ততে ন তু অন্যথা, অল্পায়াসাপি তৎপ্রবৃত্তিঃ ন অপ্রয়োজনা ভবিতুম্ অর্হতি ইত্যর্থঃ। অল্পায়াসায়া অপি প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তেঃ সপ্রয়োজনত্বে বহ্বায়াসায়া এতাদৃশজগদ্বিষয়কপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনাবশ্যত্বাপে কিং বক্তব্যম্ ইতি কৈমুতিকন্যায়েন জগৎপ্রবৃত্তেঃ সপ্রয়োজনত্বং প্রতিপাদয়তি—**কিং পুনরিতি**। অপরিমেয়েত্যাদিবিশেষণং জগতো মহত্ত্বপ্রতিপাদনার্থম্।

নন্ বেয়ং সৃষ্টিঃ ক্রিয়াসামান্যং, কিন্তু ভগবতো লীলৈব, সা চ হাসগানাদিবৎ প্রয়োজনমন্তরেণাপি ভবিতুম্ অর্হতি বিলাসরূপত্বাৎ তস্যাঃ, তথাচ স্মৃতিঃ "**লীলা ক্রিয়া বিলাসশ্চেতি**। তথাচ প্রয়োজনং লীলারূপাং প্রবৃত্তিং ন ব্যাপ্নোতি অত আহ—**অত এবেতি**। যত এব সৃষ্টিরিয়ং মহাপ্রয়াসা অত এব ইত্যর্থঃ, সৃষ্টিতো লীলায়া বৈলক্ষণ্যমাহ—**অল্পায়াসেতি**। **হিঃ** হেতৌ। ভবতু সৃষ্টিলীলৈব, তথাপি ন প্রয়োজনং ব্যভিচরতি ইত্যাহ—**ন চেতি**। তথাচ সুখমেব তস্যাঃ প্রয়োজনং, তর্হি সুখার্থমেব তস্য প্রবৃত্তিরিতি চেৎ? তচ্চ স্বকীয়ং পরকীয়ং বা? নাদ্য ইত্যাহ—**তাদর্থ্যেন** ইতি। **তৎ** সুখমেব **অর্থঃ** প্রয়োজনং যস্য স তদর্থঃ তস্য ভাবঃ তাদার্থ্যং তেন সুখরূপপ্রয়োজনবত্ত্বেন ইতি যাবৎ। পূর্ব্বং স্বপরহিতাহিতপ্রাপ্তিপরিহারৌ প্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনমুক্তম্, ইদানীং সুখস্যৈব তত্ত্বমভিপ্রেত্য ইদমুক্তমিতি বোধ্যম্। অয়ং ভাবঃ—দ্বিবিধং খলু প্রয়োজনং, স্বপরহিতপ্রাপ্তিঃ অহিতনিবৃত্তিশ্চ, তত্র লীলায়াং দ্বিতীয়স্যাভাবেঽপি প্রথমস্য সম্ভবাৎ প্রবৃত্তিঃ সপ্রয়োজনৈব ইতি। বাকারঃ পক্ষান্তরে। **তদভাবে** সুখাভাবে **কৃতার্থত্বানুপপত্তেরিতি**। ব্রহ্মণঃ পরিতৃপ্তত্বেন প্রবৃত্তেরনন্তরং সুখাভাবাৎ প্রবৃত্তিরকৃতার্থা ইত্যর্থঃ। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—**পরেষাং চেতি**। জীবানামিত্যর্থঃ। প্রাক্ সৃষ্টেঃ অদ্বিতীয়ব্রহ্মব্যতিরেকেণ বস্ত্বন্তরাভাবাৎ উপকার্য্যাভাব উক্তঃ। **তদুপকারায়াঃ** জীবোপকারায়াঃ, তথাচ স্বার্থায়াঃ পরার্থায়াশ্চ প্রবৃত্তের্ন সম্ভবঃ ইত্যর্থঃ। অতঃ স্বপরপ্রয়োজনাভাবেন তদ্ব্যাপ্যায়াঃ প্রবৃত্তেরভাবাৎ ন জগৎকারণং ব্রহ্ম ইত্যুপসংহরতি—**তস্মাদিতি**।৩২

লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।৩৩

সিদ্ধান্তয়তি—**লোকবত্তু** ইতি। **তু** ইতি পূর্ব্বোক্তাক্ষেপং ব্যাবর্ত্তয়তি। যথা লোকে রাজতদমাত্যাদীনাং বিনৈব প্রয়োজনং কেবলং লীলারূপাঃ প্রবৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে, যথা বা উচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসাদয়ো বিনা প্রয়োজনং স্বভাবাদেব উৎপদ্যন্তে, এবং বিনৈব প্রয়োজনং ব্রহ্মণো বিবিধবিচিত্ররচনাঃ কেবলং লীলারূপাঃ ভবিষ্যন্তি, রাজাদীনাং প্রবৃত্তৌ কথঞ্চিৎ ফলাভিসন্ধানসম্ভবেঽপি আপ্তকামস্য ভগবতঃ কেবলং লীলৈব ইতি ভাবঃ, ইতি সূত্রার্থঃ। কৈবল্যমিতি ত্রৈলোক্যবৎ স্বার্থে যন্।

পূর্ব্বপক্ষোক্তাং প্রবৃত্তৌ প্রয়োজনব্যাপ্তিং ব্যভিচারয়িতুং দৃষ্টান্তদ্বয়ম্ অবতারয়তি ভাষ্যে—**যথেতি**। **আপ্তৈষণস্য** প্রাপ্তকামস্য, **ব্যতিরিক্তং** লীলাতো ভিন্নং, ক্রীড়ারূপা বিহারা আরামোপবনাদয় স্তেষু ইত্যর্থঃ। রাজ্ঞাং বিলাসরূপলীলায়াম্ আনন্দোৎকর্ষাদিপ্রয়োজনলেশসম্ভবাৎ ব্যভিচারাভাবমাশঙ্ক্য ক্রিয়ারূপলীলায়াং ব্যভিচারমাহ—**যথাচেতি**। তত্রাপি গমনাদিক্রিয়ায়াং প্রয়োজনাভিসন্ধানসম্ভবাৎ তৎপরিহারেণ নিষ্প্রয়োজনক্রিয়ামাশ্রয়তি—**উচ্ছ্বাসেতি**। তথাচ উচ্ছ্বাসাদৌ প্রয়োজনলেশস্যাপি অভাবাৎ সুদৃঢ়ো ব্যভিচারঃ।

স্বভাবাদেবেতি। স্বভাবশ্চ প্রাণস্য তির্য্যগ্‌গতিমত্ত্বং প্রশ্বাসাদিকারণম্, ঈশ্বরস্য চ জীবার্জ্জিতপুণ্যাপাপ-কালাদিসহকৃতাঽবিদ্যা। নমু মহাসংরম্ভাৎ প্রপঞ্চরচনাং কুর্ব্বতো ভগবতঃ কিঞ্চিৎফলমবশ্যং কল্পনীয়ং, তৎ কথং নিষ্ফলমিত্যুচ্যতে অত আহ—**ন হীতি**। **ন্যায়ত** ইতি। আপ্তকামস্য স্বপরপ্রয়োজনাভাবাদিত্যর্থঃ। **শ্রুতিত** ইতি। **সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম** ইত্যাদৌ আনন্দত্বশ্রুতেশ্চ ন সম্ভবতি ইত্যর্থঃ। নমু লীলৈব চেৎ সৃষ্টিহেতুঃ তদা অস্মদাদিবৎ সহসা প্রলয়োঽপি ভবতু, ন বাস্তু সৃষ্টিঃ, কিং নিষ্ফলং সৃজতি অত আহ—**ন চ স্বভাবে**তি। তথাচ কালাদৃষ্টাদিসহকারাদেব অবিদ্যাসচিবস্য ভগবতো দৃষ্টনষ্টস্বরূপেয়ং **সৃষ্টি**রিতি ভাবঃ। যদুক্তং সতি আয়াসে ফলমবশ্যং কল্পনীয়মিতি তত্রাহ—**যদপী**তি। তথাচ অচিন্ত্যানন্তশক্তের্ভগবত আয়াসাভাবাৎ নিষ্ফলৈব প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ। লৌকিকলীলায়াং ফলবত্ত্বেঽপি আপ্তকামস্য তদপি **ন** কল্পনীয়-মিত্যাহ—যদি **নামে**তি। যচ্চোক্তং প্রয়োজনাভাবে সৃষ্টৌ অপ্রবৃত্তিঃ, উন্মত্তবৎপ্রবৃত্তির্বা ইতি তত্রাহ—**নাপী**তি। তথাচ "**যতো বা**" ইত্যাদি সৃষ্টিশ্রুতের্ন অপ্রবৃত্তিঃ, "**যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ**" ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ ন উন্মত্তবৎপ্রবৃত্তিরিতি ক্রমেণ অন্বয়ঃ। **ন চেয়মি**তি। স্বাপ্নসৃষ্টিবৎ অবস্তুত্বাৎ জগতো ন ফলাপেক্ষা ইত্যর্থঃ। নিষ্ফলা চেৎ সৃষ্টিঃ তর্হি তচ্ছ্রুতীনাং বৈয়র্থ্যম্ অত আহ—**ব্রহ্মাত্মভাবে**তি। তথাচ ব্রহ্মজ্ঞানাঙ্গত্বেন সার্থকত্বং সৃষ্টিশ্রুতীনাং, ব্রহ্মজ্ঞানং চ পরমঃ পুমর্থ ইত্যসকৃদাবেদিতং ন বিস্মর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ।

লীলাপদস্য ক্রিয়াসামান্যপরত্বমাদায় ব্যাখ্যাতুমুপক্রমতে টীকায়াং—**ভবেদি**তি। **এতৎ** ব্রহ্মণোঽস্ম-পাদানত্বম্, **এবং** পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ, **প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তিঃ** বিবেকিক্রিয়া, তথাচ প্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনব্যাপ্যত্বে প্রয়োজনাভাবে প্রবৃত্ত্যভাবো ভবেৎ, অত্র দৃষ্টান্তমাহ—**শিংশপাত্বমি**তি। শিংশপাত্বস্য বৃক্ষত্বব্যাপ্যত্বাৎ ব্যাপকীভূতবৃক্ষত্বনিবৃত্তৌ তদ্ব্যাপ্যশিংশপাত্বস্যাপি নিবৃত্তিরিত্যর্থঃ। প্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনব্যাপ্যত্ববিঘটনায় ব্যভিচারং দর্শয়তি—**ন ত্বেতদস্তী**তি। **এতৎ** প্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনব্যাপ্যত্বম্, **অনমুসংহিতপ্রয়োজনানাং** প্রয়োজনাভিসন্ধানশূন্যানাং, বিনাপি প্রয়োজনং প্রবৃত্ত্যুৎপাদে ধর্ম্মসূত্রং প্রমাণয়তি—**অন্যথে**তি। **অন্যথা** বিনা প্রয়োজনং প্রবৃত্ত্যমুৎপাদে, ধর্ম্মসূত্রে বৃথাপদেন প্রয়োজনাভাবো লক্ষ্যতে। **নির্ব্বিষয়** ইতি। বিনা প্রয়োজনং প্রবৃত্ত্যমুৎপাদে প্রতিযোগ্যভাবেন নিষেধো বিফলঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। তথাচ নিষ্প্রয়োজন-প্রবৃত্তিনিষেধেনৈব অর্থবৎ সূত্রম্‌ ইত্যকামেনাপি স্বীকার্য্যং, ততশ্চ প্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনং ব্যভিচরত্যেব। নিষেধস্য কথঞ্চিৎ সার্থকত্বমাশঙ্ক্য পরিহরতি—**ন চে**তি। বিবেকরাহিত্যাৎ বিনাপি প্রয়োজনং প্রবর্ত্ততে উন্মত্তঃ ইতি তং প্রত্যেব অর্থবৎ সূত্রমিত্যর্থঃ। তথাচ বিবেকিপ্রবৃত্তৌ ন ব্যভিচারঃ, ভগবতশ্চ পরমবিবেকিন আপ্তকামস্য প্রয়োজনাভাবাৎ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিরিতি ভাবঃ। **তদর্থবোধে**তি। উন্মত্তস্য বিবেকাভাবাৎ সূত্রার্থ-বোধস্য, তেন নিষ্ফলপ্রবৃত্তিতো নিবৃত্তেশ্চ অসম্ভবাৎ বিফলং সূত্রমিতি বিবেকিনঃ প্রত্যেব তৎ সার্থকং বক্তব্যং, ততশ্চ বজ্রলেপো ব্যভিচার ইতি ভাবঃ। উক্তব্যভিচারে ধর্ম্মসূত্রকৃতাং সম্মতিং প্রদর্শ্য সূত্রোক্ত-ক্রিয়াত্মকলীলায়াং ব্যভিচারং দর্শয়তি—**অপি চে**তি। **অদৃষ্টহেতুকে**তি। অদৃষ্টমেব হেতুর্যস্যা সা তথোক্তা, উৎপত্তিকালমারভ্য প্রবৃত্তা ইতি ঔৎপত্তিকী, জীবাদৃষ্টবশাৎ খলু প্রবর্ত্ততে জন্মতঃ প্রভৃতি শ্বাসপ্রশ্বাসলক্ষণা ক্রিয়া, সা চ নিষ্প্রয়োজনৈব ইতি প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তৌ ব্যভিচারঃ, অথবা ন দৃষ্টঃ প্রয়োজনাভিসন্ধানরূপো হেতুরস্যা ইত্যদৃষ্টহেতুকা স্বাভাবিকীতি যাবৎ। সুষুপ্তপ্রবৃত্তৌ জ্ঞানস্য অনুপযোগেন শ্বাসপ্রশ্বাসলক্ষণক্রিয়ায়াঃ চেতন-কর্ত্তৃকত্বাভাবেন তত্র ব্যভিচারেঽপি ন ক্ষতিঃ, প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্তেরেব উদ্দেশ্যত্বাৎ ইত্যাশঙ্কা পরিহরতি—**ন চে**তি। **অস্যাং** শ্বাসক্রিয়ায়াং ন চ যুক্তমিত্যন্বয়ঃ। **সম্প্রসাদঃ** সুষুপ্তিঃ, **ভাবাৎ** শ্বাসক্রিয়ায়াঃ সত্ত্বাৎ, তথাচ অন্যথাসিদ্ধত্বাৎ চৈতন্যং ন তৎকারণমিতি ভাবঃ। সৌষুপ্তশ্বাসক্রিয়ায়াম্ অপি চৈতন্যোপযোগিত্বং দর্শয়তি—**প্রাজ্ঞস্যাপী**তি। কারণশরীরাভিমানিনঃ সুষুপ্তজীবস্যাপি চৈতন্যস্য বিদ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ। উক্তং চ—

"**সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্**" ইতি।

নমু সৌষুপ্তেঽপি চৈতন্যসত্ত্বে কিং মানমিতি চেৎ অত আহ—**অন্যথে**তি। তথাচ মৃতশরীরে শ্বাসপ্রবৃত্ত্যদর্শনাৎ জীবচ্ছরীরে চ তদ্দর্শনাৎ অন্বয়ব্যতিরেকবশাৎ চৈতন্যস্যৈব তৎকারণত্বং মন্তব্যমিতি ভাবঃ। তদানীং চ শ্বাসক্রিয়াদর্শনেন ফলবলাৎ জীবনযোনিপ্রযত্নোঽপি কল্পনীয় ইতি কর্ত্তৃত্বং পুরুষস্য সিদ্ধমিতি বোধ্যং তথাচ তত্র ব্যভিচারঃ সুপপন্ন ইতি।

সাম্প্রতং লীলাপদস্য বিলাসার্থতামাদায় ব্যভিচারং দর্শয়তি—**যথা চে**তি। **স্বার্থপরার্থে**তি। প্রয়োজনং হি দ্বিবিধং স্বকীয়ং পরকীয়ং চ, এতৎপ্রয়োজনদ্বয়সাধন**সম্পদা আসাদিতাঃ** প্রাপ্তাঃ **সর্ব্বে কামাঃ** কামিনী-কাঞ্চনাদয়ো যৈঃ তেষামিত্যর্থঃ। **আসাদিতা** ইতি চৌরাদিকাৎ আঙ্‌পূর্ব্বকসদের্নিষ্ঠান্তাৎ সিদ্ধম্, "**আঙঃ**

যদকৃচ যদৃচ্ছোশবিষাদে শরণে গতৌ ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ। সুতরাং **কৃতকৃত্যতয়া** নিষ্পাদিতাখিলকর্ত্তব্যতয়া **অনাকুলমনসাং** সুস্থচিত্তানাম্, অতএব **অকামানাং** প্রাপ্তসমস্তকামত্বেন কামনাশূন্যানাং, বিষয়সিদ্ধৌ ইচ্ছায়া অনুৎপাদাৎ, **লীলামাত্রাৎ** কেবলং বিলাসবশাৎ **অনুনিষ্পাদিনি** ইতি শীলার্থে ণিন্, প্রয়োজনানুদ্দেশেন প্রবৃত্তাবপি পশ্চাৎ প্রয়োজনসিদ্ধেরবশ্যম্ভাবে ইত্যর্থঃ। এতেন **ন চেয়মপি অপ্রয়োজনা লীলায়া অপি সুখপ্রয়োজনবত্ত্বাদি**তি পূর্ব্বপক্ষযুক্তিঃ নিরাকৃতা, অত্র প্রয়োজনাভিসন্ধানাভাবেনৈব প্রবৃত্তেরুৎপন্নত্বাৎ। এতদেবাহ—**নৈবে**তি। তথাচ অনভিসংহিতপ্রয়োজনঃ প্রবৃত্ত্যভাববান্ বিবেকিত্বাৎ ইত্যনুমানং লীলাকর্ত্তরি অনৈকান্তং, বিনাপি প্রয়োজনং তস্য প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। এবং দৃষ্টান্তং প্রদর্শ্য লীলাকর্ত্তরি ভগবতি তামুপপাদয়তি—**এবমি**তি। তথাচ সিদ্ধং পরিতৃপ্তস্যাপি ব্রহ্মণঃ বিনৈব প্রয়োজনং লীলামাত্রাৎ প্রবৃত্তিরিতি। বহ্বায়াসসাধ্যকর্ম্মণাং কৈমুতিকেন সপ্রয়োজনত্বং সাধিতং পূর্ব্বপক্ষে, অতো লীলাকর্ত্তরি ব্যভিচারপ্রদর্শনেঽপি বহ্বায়াসসাধ্যে ভগবৎপ্রবৃত্তৌ ন ব্যভিচারঃ অত আহ—**দৃষ্টং চে**তি। তথাচ অস্মাদৃশামশক্যায়া জগৎসৃষ্টেঃ ভগবতো লীলামাত্রত্বাৎ ব্যভিচারোঽব্যাহত ইতি ভাবঃ। **সুশকং** সুখসাধ্যম্ **ঈষৎকরম্** অল্পায়াসসাধ্যম্। দৃশ্যতে চ সঞ্জাতানন্দস্য বিনাপি প্রয়োজনং হাসগানাদৌ প্রবৃত্তিঃ, অতএব হাস্যাদিষু কারণমেব পৃচ্ছ্যতে ন প্রয়োজনমিতি। এবং নিরতিশয়ানন্দস্য ভগবতোঽপি প্রবৃত্তির্নিষ্ফলৈব। তদুক্তং—

"সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য চ। কুরুতে কেবলানন্দাৎ যথা মত্তস্য নর্ত্তনম্" ॥ ইতি।

মারুতিঃ পবনাত্মজো হনূমান্, তৎপ্রভৃতিভিঃ নীলনলাদিভিঃ, **নগৈঃ** পর্ব্বতপাদপাদিভিঃ সাধনৈঃ, **নীরনিধিঃ** সমুদ্রঃ **মহাসত্ত্বানাং** বিলক্ষণবলবতাম্, **অগাধঃ** অধৃষ্যঃ। ন হি ন বদ্ধঃ ইত্যন্বয়ঃ, **"দ্বৌ নঞৌ প্রকৃত্যর্থং গময়তঃ"** ইতি ন্যায়াৎ বদ্ধ এব ইত্যর্থঃ। যে খলু পামরাঃ নিরতিশয়মহিমসমৃদ্ধানাং ভগবতাং দাশরথিপ্রভৃতীনাং লোকাতিগলীলাসু অবিশ্বসন্তঃ সত্যব্রতমহর্ষিপ্রণীতরামায়ণভারতাদীন্ কবিকল্পনামাত্রত্বেন উপহসন্তি তেষামধিক্ষেপায় নঞ্দ্বয়ম্। অতএব **সম্ভাব্যমাননিষেধনিবর্ত্তনে নঞ্‌দ্বয়মি**তি বামনঃ। **পার্থঃ** অর্জ্জুনঃ, **শিলীমুখো** বাণঃ, ইদং শকত্বে নিদর্শনম্। **চুলুকেন** গণ্ডূষেণ, **কলসযোনিঃ** অগস্ত্যঃ, **"অগস্ত্যঃ কুম্ভসম্ভবঃ"** ইত্যমরঃ। ইদং চ ঈষৎকরত্বে নিদর্শনম্। নৃগো নাম কশ্চিৎ মৈথিলো নরপতিঃ কৃপয়া যং কৃতার্থীকৃতবান্ বাচস্পতিঃ, তৎসেবাপরিতুষ্টো নিজামরগ্রন্থে স্নেহাৎ তন্নামাপি নিবেশিতবান্। অনিয়ত নিমিত্তাপ্রবৃত্তিঃ **যদৃচ্ছা** অঙ্গুলীচালনাদিঃ। **স্বভাবাদ্বা** উচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসনিমেষাদিবৎ, তথাহি—

বিনা প্রয়োজনং দৃষ্টা লীলাশ্বাসাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। লীলয়া বা স্বভাবাদ্ বা প্রবৃত্তির্ব্রহ্মণ তথা ॥ ইতি।

অত্রাহ গৌড়পাদঃ--

"ক্রীড়ার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ভোগার্থমপি চাপরে। দেবস্যৈব স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা" ॥ ইতি।

ক্রীড়ার্থমিত্যনেন আনন্দাবাপ্তিঃ সৃষ্টেঃ প্রয়োজনমিতি মতং নিরাকৃতম্। সপ্রয়োজনপ্রমদবনবিহারাদিক্রীড়ানিষেধপরং বা ইদম্।

"স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্" ॥ ইতি।

ইতি (শ্বেঃ ৬।১) শ্রুতৌ স্বভাবনিষেধশ্চ সাংখ্যাদিসম্মতজড়বস্তুস্বভাবপ্রতিষেধপরঃ, শয়নভোজনাদিসপ্রয়োজনস্বাভাবিকক্রিয়াবৎ ভগবতঃ সপ্রয়োজনস্বাভাবিকক্রিয়ানিষেধপরো বা। ন তু হাসগানাদিবৎ নিষ্প্রয়োজনভগবৎস্বভাবস্যাপি ইতি ন বিরোধঃ। **লীলয়া বা** ইতি নৃগনরেন্দ্রাদিবৎ বিলাসাদ্ বা ইত্যর্থঃ। স্বভাবো লীলা চ ভগবতঃ অবিদ্যা এব। কিঞ্চ ভবতি হি সজ্ঞানস্যৈব যাথার্থ্যে প্রয়োজনাপেক্ষা, ন হি কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমুদ্দিশ্য রজ্জুসর্পে প্রবর্ত্ততে লোকঃ, এবং সৃষ্টাবপি মিথ্যাভূতায়াং ন কিঞ্চিৎপ্রয়োজনং ব্রহ্মণঃ, অবিদ্যানিবন্ধনা খলু সা, ব্রহ্ম চ ভ্রমাধিষ্ঠানতয়া কারণং শুক্তিরিব মিথ্যারজতস্য ইত্যাহ—**অপি চ নেয়মি**তি। **সমুদ্দিষ্টপ্রয়োজনাঃ** প্রয়োজনপ্রযোজ্যা ভবন্তি ইত্যর্থঃ। নন্বস্তু মাভূৎ বিভ্রমাণাং প্রয়োজনাপেক্ষা তৎকার্য্যাণাং তু স্যাদেব তদপেক্ষা ইতি চেদত আহ—**ন চ তৎকার্য্যা** ইতি। তথাচ অবিদ্যাবৎ বিয়দাদীনামপি নাস্তি প্রয়োজনাপেক্ষা ইত্যর্থঃ। নন্বস্তু অবিদ্যা চেৎ স্বভাবাদেব প্রবর্ত্ততে তর্হি অলং ব্রহ্মণা, তথাচ শ্রৌতং জগদ্‌যোনিত্বং তস্য ব্যাহন্যেত অত আহ—**সা চে**তি। **ছুরিতা** মিশ্রিতা অধিষ্ঠিতা ইতি যাবৎ, তথাচ সদধিষ্ঠানমন্তরেণ ভ্রমানুৎপত্তেঃ অবিদ্যাবিষয়স্য সৎস্বরূপব্রহ্মণো জগদ্বিভ্রমাধিষ্ঠানতয়া উপাদানত্বসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। তদুক্তং—

"ভ্রমাধিষ্ঠানতোঽস্মাভিঃ প্রকৃতিত্বমুপেয়তে" ইতি।

অপি চেতি। বেদান্তানাং সৃষ্টাবতাৎপর্য্যাৎ তাৎপর্য্যাচ্চ ব্রহ্মাত্মৈকত্বে, **তদাশ্রয়ো দোষঃ** ব্রহ্মণঃ

সষ্টৃত্বানুপপত্তিরূপঃ, **নির্বিষয়ঃ** শ্রৌততাৎপর্য্যাবিষয়ং ব্রহ্মাত্মৈকত্বং স্প্রষ্টুং ন ক্ষমতে ইত্যর্থঃ। ন হি শাস্ত্রাবিষয়ে প্রবৃত্তেন দোষনিবহেন কিঞ্চিচ্ছিন্নং তদ্বিষয়স্য ইতি ভাবঃ। অতএব "**ন চ অবিষয়েঽপ্রামাণ্যং বিষয়েঽপি প্রামাণ্যমুপহন্তি**" ইত্যুক্তমধস্তাৎ। তস্মাৎ অবিদ্যাস্বভাবাৎ অবাস্তবীয়ং বিশ্বসৃষ্টিরিতি সিদ্ধম্।৩৩

বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।৩৪

সূত্রমিদম্ আক্ষেপসমাধানোভয়পরং, তথাহি রাগদ্বেষাদিশূন্যাৎ ব্রহ্মণো জগৎসৃষ্টিং বদন্ সমন্বয়ো বিষয়ঃ, স কিং যো বিষমকারী স রাগাদিমান্ ইতি ন্যায়েন বিরুধ্যতে ন বা ইতি সংশয়ে, পূর্ব্বং লীলয়া যৎ কারণত্বমভিহিতং তদেব জীবকর্ম্মসাপেক্ষং নিরপেক্ষং বা? আদ্যে ঈশ্বরত্বানুপপত্তিঃ, দ্বিতীয়ে চ রাগাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গঃ দেবতির্য্যগাদীন্ সুখদুঃখাদিমত্তয়া সর্জনাৎ, সর্ব্বসংহর্তৃত্বাৎ নৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গশ্চ স্যাতাম্, অতো ন রাগাদিরহিতং ব্রহ্ম জগৎকর্ত্তৃ ইতি আক্ষেপাৎ প্রাপ্তে আহ—**ন সাপেক্ষত্বাদি**তি। ব্রহ্মণি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন স্যাতাং, কুতঃ? সাপেক্ষত্বাৎ, তথাহি জীবকর্ম্মাপেক্ষয়া এব তস্য সষ্টৃত্বম্ অতো ন বৈষম্যং, নিরোধকালে চ সংহর্তৃত্বাৎ ন নৈর্ঘৃণ্যং, হি যতঃ **এষ এব সাধুকর্ম্ম কারয়তি** ইত্যাদি শ্রুতিঃ **যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে** ইত্যাদি—স্মৃতিশ্চ, **তথা** পূর্ব্বোক্তপ্রকারং **দর্শয়তি** ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষে সমন্বয়বিরোধঃ ফলং, সিদ্ধান্তে চ তদবিরোধঃ ইতি। পৌনঃপুন্যেন আক্ষিপ্য সমাধানে পক্ষো দৃঢ়মূলঃ স্যাদতোঽয়মাক্ষেপঃ ইত্যাহ ভাষ্যে—**পুনশ্চে**তি। প্রতিজ্ঞাতশ্চার্থো ব্রহ্মৈব জগন্নিমিত্তোপাদানমিতি। **পৃথগ্জনো** মূঢ়ঃ। শ্রুতিশ্চ—**নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্ত**মিত্যাদিঃ, স্মৃতিশ্চ—**নাদত্তে কস্যচিৎ পাপমি**ত্যাদিঃ। **স্বচ্ছত্বাদিঃ** ইতি আদিশব্দেন নিষ্ক্রিয়ত্বকূটস্থত্বাদিঃ উচ্যতে, এতচ্চ ঈশ্বরস্বভাববিশেষণম্। তথাহি—

বৈষম্যেণ জগৎসৃষ্টের্দেবো রাগাদিমান্ ভবেৎ। কর্ম্মাপেক্ষে ত্বনীশত্বমিতি নো বিশ্বসৃগ্বিভুঃ॥ ইতি।

ননু শুভাশুভাপ্রাণিকর্ম্মফলাদেব উচ্চাবচদেহতৎসুখদুঃখাদিসৃষ্টৌ কিম্ ঈশ্বরেণ? অত আহ—**ঈশ্বরস্তু** ইতি। তথাহি কারণং খলু দ্বিবিধং সাধারণম্ অসাধারণং চ, যথা যবাদ্যঙ্কুরং প্রতি ক্ষিতিজলাদয়ঃ সাধারণ-কারণানি, তদ্বীজং চ অসাধারণম্ ইতি, এবং কার্য্যত্বাবচ্ছিন্নং প্রতি ঈশ্বরত্বেন কারণতা, তত্তৎকার্য্যত্বাবচ্ছিন্নং প্রতি তু তত্তদ্ব্যক্তিত্বেন, ইতি অসাধারণকারণাভাবে কার্য্যানুৎপাদবৎ সাধারণকারণাভাবেঽপি অনুৎপাদঃ কার্য্যস্য, মা ভূৎ ক্ষিত্যাদ্যভাবে বীজানাম্ অঙ্কুরোপধায়কত্বম্। এবং সাধারণকারণাভাবে সৎসু অপি জীবাদৃষ্টেষু ন সৃষ্টিঃ, অতঃ অবশ্যং সাধারণকারণমপেক্ষণীয়ং, তচ্চ ঈশ্বর এবেতি সংক্ষেপঃ। যং পুরুষং **উন্নিনীষতে** ঊর্দ্ধং নেতুমিচ্ছতি, তম্ **এষ** ঈশ্বরঃ সাধুকর্ম্ম যাগদানাদি কারয়তি ইত্যর্থঃ।

টীকায়াম্ **উচ্চাবচে**তি। সুখানি চ দুঃখানি চ ইতি সুখদুঃখানি, প্রাণভৃতাং প্রপঞ্চঃ প্রাণভৃৎপ্রপঞ্চঃ, উচ্চং চ অবচং চ মধ্যমং চ ইতি দ্বন্দ্বঃ, তাদৃশানি সুখদুঃখানি ইতি কর্ম্মধারয়ঃ, তেষাং ভেদবাংশ্চাসৌ প্রাণভৃৎ-প্রপঞ্চশ্চেতি পুনঃ কর্ম্মধারয়ঃ। এতেন ভোগ্যভোক্তৃপ্রপঞ্চো দর্শিতঃ। **বিরচয়ত** ইতি। কর্তৃত্ববাচকশতৃ-প্রত্যয়েন তেষু ভগবতঃ কর্তৃত্বং সূচিতং, তৎসহকারিণ আহ—**পুণ্যপাপে**তি। **প্রাণভৃৎভেদৈঃ** জীববিশেষৈঃ **উপাত্তানি** অর্জিতানি **পাপপুণ্যকর্ম্মাণি আশয়াঃ** বাসনাশ্চ **সহায়াঃ** সহকারিণো যস্য তস্য ইত্যর্থঃ। **অত্রভবতঃ** পরমপূজ্যস্য, **অপি তত্রভবান্ পূজ্যে তথা চাত্রভবানিতি** ইতি কোষঃ। দৃষ্টং চ লোকে কর্তুরেকত্বেঽপি সহকারিভেদেন বিভিন্নকার্য্যজনকত্বং কুলালাদৌ, তত্তৎকার্য্যানুসারেণ শুভাশুভবিধায়কস্য নৈরবদ্যে দৃষ্টান্তমাহ—**ন হি সভ্য** ইতি। তথাচ তাদৃশসভ্যে তত্তৎকর্ম্মবশাৎ নিগ্রহানুগ্রহকারিণি সভাপতৌ চ "যো বিষমকারী স রাগাদিমান্" ইত্যনুমানস্য ব্যভিচারো দর্শিতঃ, তত্র বিষমকারিত্বহেতোঃ সত্ত্বাৎ রাগাদিমত্ত্বস্য চ সাধ্যস্য অভাবাৎ। এবম্ ঈশ্বরস্যাপি নিরবদ্যত্বমাহ—**তদ্বদি**তি। **অতএব** ইতি। যতএব সহকারি পুণ্যাপুণ্যবশাৎ নিগ্রহানুগ্রহং কুর্ব্বতো ন বৈষম্যম্ অতএব ইত্যর্থঃ। **নৈর্ঘৃণ্যমি**তি। ঘৃণা করুণা, **জুগুপ্সাকরুণে ঘৃণে** ইত্যমরঃ। নির্গতা ঘৃণা করুণা যস্য স নির্ঘৃণঃ তস্য ভাবঃ নৈর্ঘৃণ্যম্ অকারুণ্যম্ অতিক্রূরত্বমিতি যাবৎ। **ন ত্বেতদস্তী**তি। "**রমণীয়চরণা রমণীয়াং যোনিমাপদ্যন্তে কপূয়চরণাঃ কপূয়াং যোনিম্। পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন**" ইত্যাদিশ্রুতেরিতি ভাবঃ। সর্ব্বপ্রাণিসংহারে কঃ সহকারী ইত্যপেক্ষায়াং প্রলয়কালস্য সহকারিত্বমাহ—**স হি বৃত্তিনিরোধসময়** ইতি। **সঃ** সংহারকালঃ, **বৃত্তিঃ** সুখদুঃখদানপ্রবণতা। **নিরোধো** নাশঃ। ঈশ্বরস্য কর্ম্মাপেক্ষত্বে স্বরূপপ্রচ্যুতিমাশঙ্ক্যাহ—**ন চে**তি। **ন হী**তি। হি হেতৌ, **সেবাদী**তি আদিনা চৌর্য্যবঞ্চনাদি-প্ররিগ্রহঃ, **ফলভেদঃ** পুরস্কারদণ্ডাদিঃ, **প্রভুঃ** ঈশ্বরঃ ইত্যনর্থান্তরং, তথাচ যঃ সাপেক্ষঃ সঃ সেবকবৎ অনীশ্বরঃ ইত্যনুমানে ব্যভিচারঃ, ভৃত্যকর্ম্মাপেক্ষে স্বামিনি ঈশ্বরত্বসদ্ভাবস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ। তথাহি—

স্যাদীশো নিরবদ্যোঽপি বিশ্বসৃক্ প্রাণিকর্ম্মতঃ। তথাত্বেঽপি ন চেশত্বব্যাঘাতঃ স্যাৎ প্রভোরিব ॥ ইতি শুভাশুভকর্ম্মাপেক্ষয়া নিগ্রহানুগ্রহং কুর্ব্বতো ভগবতঃ বৈষম্যাভাবেঽপি শুভাশুভকর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বাৎ আপতিতং তৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—**ন চেতি**। ন চ বাচ্যম্ ইত্যন্বয়ঃ। তথাহি নিরবদ্যত্বাদীশ্বরস্য শুভাশুভকর্ম্মসম্পাদনদ্বারা বিষমস্রষ্টৃত্বাভাবোঽনুমীয়তে, বিষমস্রষ্টৃত্বাৎ রাগাদিমত্ত্বং বা? আদ্যে দোষমাহ—**বিরোধাদিতি**। বিরোধঃ শ্রুতিবিরোধঃ, তমেব দর্শয়তি—**যস্মাদিতি**। উন্নিনীষতে ইত্যস্যার্থঃ **সুখিনঃ সৃজতীতি**, অধোনিনীষতে ইত্যস্য চ **দুঃখিনঃ সৃজতীতি**। সত্যসঙ্কল্পস্য ভগবতঃ সঙ্কল্পমাত্রেণৈব সাধুকর্ম্মানুষ্ঠাপনেন দেবাদিযোনৌ সৃষ্ট্বা ঊর্দ্ধনয়নং সম্পাদ্যতে, অসাধুকর্ম্মানুষ্ঠাপনেন চ তির্য্যগ্‌যোনৌ সৃষ্ট্বা অধোনয়নম্ ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিবিরোধাৎ নরশিরঃশৌচানুমানবৎ আদ্যো বাধিতঃ, দ্বিতীয়োঽপি ঈশ্বরনিরবদ্যত্বস্য শ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ তদ্বৎ বাধিতঃ এব, ইত্যাহ—**ন চেতি**। ন চ বক্তব্যমিত্যন্বয়ঃ। **কিমত** ইতি। যদি বিষমকারিত্বাৎ রাগাদিমত্ত্বমনুমীয়তে তদা, **অতঃ** অনুমানাৎ **কিম**নিষ্টমস্মাকম্, **নিরবদ্যং নিরঞ্জন**মিত্যাদিশ্রুতিবাধিতত্বাৎ তস্য ইত্যর্থঃ।

ননু নিরবদ্যস্য ব্রহ্মণঃ শুভাশুভকর্ম্মানুষ্ঠাপনেন বিষমস্রষ্টৃত্বং, বিষমস্রষ্টৃত্বং বা রাগাদিরাহিত্যং কথং শ্রুত্যা বিরুদ্ধমভিধীয়তে শাব্দবোধে যোগ্যতাজ্ঞানস্য কারণত্বাৎ; প্রকৃতে চ তদভাবাৎ ইত্যাশঙ্ক্য পরমসমাধানমাহ—**তস্মাদিতি**। যস্মাৎ রাগদ্বেষাদিবিহীনস্য ভগবতো ন বিষমকারিত্বং সম্ভবতি তস্মাদিত্যর্থঃ। বাসনা কর্ম্মসংস্কারঃ, তৎসহিতক্লেশানাম্ অপরামর্শং সম্বন্ধাভাবং, ক্লেশাশ্চ রাগদ্বেষমোহা ইত্যগ্রিমসূত্রে বক্ষ্যতে। তথাচ পূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মানুসারেণৈব সাধ্বসাধুকর্ম্মপ্রবর্ত্তনেন দেবমনুষ্যাদীন্ সৃজতো ভগবতো ন বৈষম্যম্ ইত্যর্থঃ। তাত্ত্বিকত্বে হি সৃষ্টেঃ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যপ্রসঙ্গসম্ভবঃ তদেব তু ন, গন্ধর্ব্বনগরাদিবৎ মায়িকত্বাৎ তস্যা ইত্যাহ—**অভ্যুপেত্য** ইতি। মায়িকবিবিধবিচিত্রসৃষ্টিসংহারে মায়াকারস্য বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভাবাৎ ভগবতোঽপি তথাবিধস্য ন বৈষম্যং নৈর্ঘৃণ্যং বা প্রসজ্যতে ইত্যর্থঃ। তথাচ বিষমকারিত্বাৎ সাবদ্য ইতি ব্যাপ্তেঃ মায়াবিনি ব্যভিচারো দর্শিতঃ, তস্য বিষমস্রষ্টৃত্বেঽপি রাগদ্বেষাদ্যভাবাৎ ইতি। **দর্শয়ত** ইতি বস্তুতঃ অভাবেঽপি গন্ধর্ব্বনগরাদিবৎ অনির্ব্বাচ্যং বিশ্বং সাক্ষাৎকারয়ত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ—**স্বভাবাদ্বা** ইতি।৩৪

ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ।৩৫

শুভাশুভপ্রাণিকর্ম্মবশাৎ বিষমং সৃজন্নপি ঈশ্বরো ন রাগাদিমান্ ইত্যুক্তং, তত্র শঙ্কতে—**ন কর্ম্মেতি**। তথাহি—“**সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ**” ইত্যাদিশ্রুতৌ প্রাক্ সৃষ্টেঃ বিশ্বস্য সংস্বরূপব্রহ্মাত্মনা অবস্থানপ্রতিপাদনাৎ তদানীং শরীরাভাবাৎ ন পুণ্যং নাপি পাপং কর্ম্ম, অতঃ কর্ম্মাপেক্ষয়া বিষমসৃষ্টিরিত্যুক্তং ন সঙ্গচ্ছতে ইতি চেন্ন। **অনাদিত্বাৎ** সংসারস্য সাদিত্বে হি উক্তদোষপ্রসঙ্গঃ, তদেব ন, অতঃ বীজাঙ্কুরন্যায়েন কর্ম্মশরীরয়োঃ কার্য্যকারণভাবোপপত্তিরিত্যর্থঃ। ভাষ্যে—**ইতরেতরাশ্রয়েতি**। স্বগ্রহসাপেক্ষগ্রহসাপেক্ষগ্রহকত্বং তল্লক্ষণম্। তথাচ কর্ম্মাপেক্ষং শরীরং তদপেক্ষং চ কর্ম্ম ইতি কর্ম্মাভাবাৎ ঈশ্বরস্য চ নিরবদ্যত্বাৎ সমানৈব সৃষ্টিপরম্পরা স্যাদিত্যর্থঃ।৩৫

উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ।৩৬

অয়মর্থঃ—সংসারস্যানাদিত্বং সিদ্ধবদুক্তং, যুক্ত্যা শাস্ত্রেণ চ তৎ ব্যবস্থাপয়তি—**উপপদ্যতে চেতি**। চকারঃ উক্তসমুচ্চায়কঃ, তথাচ উক্তস্যৈব সংসারানাদিত্বস্য শ্রুতিযুক্তিভ্যাং ব্যবস্থাপনার্থং সূত্রমিদং, ন পুনঃ যুক্ত্যান্তরার্থম্ ইত্যর্থঃ। সংসারস্য অনাদিত্বম্ উপপদ্যতে, অন্যথা সৃষ্টেরাকস্মিকত্বেন মুক্তানাম্ উৎপত্তিপ্রসঙ্গঃ, পুণ্যাপাপমন্তরেণাপি স্বর্গনরকাদিপ্রাপ্তিপ্রসঙ্গশ্চ। তথাচ বিধিনিষেধমোক্ষশাস্ত্রাণামানর্থক্যম্। শ্রুতৌ স্মৃতৌ চ এতদুপলভ্যতে যথা—“**সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ**”। ইতি শ্রুতিঃ, স্মৃতিশ্চ “**নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা**” ইতি। ভাষ্যে **অকস্মাৎ** বিনাকারণম্।

অকৃতাভ্যাগমেতি ভাষ্যং ব্যাচষ্টে। টীকায়াম্—**অকৃতে কর্ম্মণি** ইতি। পুণ্যাপাপফলং তাবৎ স্বর্গনরকাদি, তদন্তরেণাপি তৎপ্রাপ্তৌ অকৃতকর্ম্মণঃ ফলপ্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ইষ্টাপত্তৌ দোষমাহ—**তথা চেতি**। অকৃতেঽপি কর্ম্মণি তৎফললাভে সতি ইত্যর্থঃ। **বিধিনিষেধেতি**। বিধিশাস্ত্রং তাবৎ “**অশ্বমেধেন যজেত স্বর্গকাম**” ইত্যাদি, নিষেধশাস্ত্রং চ “**ব্রাহ্মণং ন হন্যাৎ**” ইত্যাদি। তথাচ বিনাঽপি অশ্বমেধং স্বর্গপ্রাপ্তৌ, বিনাপি ব্রহ্মহননং নরকপ্রাপ্তৌ চ তত্তৎশাস্ত্রম্ অনর্থকং ভবেদিত্যর্থঃ। হেতুমাহ—**প্রবৃত্তিনিবৃত্তীতি**। ইষ্টসাধনতাজ্ঞানং হি প্রবৃত্তিকারণম্, অনিষ্টসাধনতাজ্ঞানং চ নিবৃত্তিকারণং, বিনাপি যাগাদ্যনুষ্ঠানং স্বর্গাদিপ্রাপ্তৌ, বিনা চ ব্রহ্মহননং নরকপ্রাপ্তৌ তয়োস্তৎসাধনত্বাভাবাৎ “**কষ্টং কর্ম্ম**” ইতি ন্যায়াৎ ন কস্যাপি প্রবৃত্তিঃ অশ্বমেধাদৌ, ন বা নিবৃত্তি ব্রহ্মবধাৎ ইতি অনর্থকং বিধিনিষেধশাস্ত্রমিত্যর্থঃ। এবং মোক্ষশাস্ত্রস্য বেদান্তস্যাপি বৈয়র্থ্যমুক্তং “**মুক্তানামপি**” ইতি ভাষ্যেণ ইতি শেষঃ।

নন্থ মাভূৎ সুখদুঃখাদিনিমিত্তং পুণ্যপাপজনকং কর্ম্ম, কিন্তু ঈশ্বরঃ অবিদ্যা বা তন্নিমিত্তমস্তু ইত্যাশঙ্ক্য আদ্যং পরিহরতি ভাষ্যে—**ন চ ঈশ্বর** ইতি। তস্য পর্জ্জন্যবৎ সাধারণকারণত্বাৎ। দ্বিতীয়ে কেবলা রাগাদ্যপেক্ষা বা অবিদ্যা বৈষম্যহেতুরিতি বিকল্প্য আদ্যং নিরস্যতি—**ন চ অবিদ্যা কেবলে**তি।

অবিদ্যাবৈচিত্র্যেণ কেবলায়া অপি অবিদ্যায়া বৈষম্যকরত্বসম্ভবাৎ **ন চাবিদ্যা** ইতি ভাষ্যং ন সঙ্গচ্ছতে অত আহ টীকায়াং—**লয়াভিপ্রায়মি**তি। তথাচ লয়লক্ষণাবিদ্যাভিপ্রায়েণৈব এতদুক্তং ভাষ্যে ইত্যর্থঃ। নন্থ লয়াত্মিকায়া অবিদ্যায়া বৈষম্যকরত্বাসম্ভবেঽপি অবিদ্যাসংস্কারস্য তৎকরত্বসম্ভবাৎ তত এব সুখদুঃখাদি-বৈষম্যং ভবেৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—**বিক্ষেপলক্ষণে**তি। তথাচ তেনৈব সংসারস্য অনাদিতাঽপি সিধ্যতি ইতি ভাবঃ। **কার্য্যত্বাদি**তি। তথাচ বিক্ষেপসংস্কারং প্রতি বিক্ষেপস্য কারণত্বাৎ কারণস্য চ অব্যবহিতপূর্ব্ববৃত্তিত্ব-নিয়মাৎ তৎপূর্ব্বং বিক্ষেপঃ অবশ্যমপেক্ষণীয় ইত্যর্থঃ। বিক্ষেপস্য রাগাদিহেতুত্বে তেষাং মোহজনকত্বপ্রসিদ্ধি-বিরোধ ইত্যত আহ—**বিক্ষেপশ্চ মিথ্যাপ্রত্যয়** ইতি। তথাচ পারমর্ষং সূত্রম্—"**দুঃখজন্মপ্রবৃত্তি-দোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ**" ইতি। মিথ্যাজ্ঞানং চ "**আত্মনি তাবৎ নাস্তি**"ত্যাদিনা প্রপঞ্চিতং ভগবতা বাৎস্যায়নেন, তত্ত্বজ্ঞানেন বিরোধিনা তিরোহিতে মিথ্যাজ্ঞানে কারণনাশাৎ তৎকার্য্যরাগদ্বেষলক্ষণদোষনিবৃত্তৌ তৎকার্য্যপুণ্যাপুণ্যলক্ষণপ্রবৃত্ত্যনুদয়ে, তৎকার্য্যবিশিষ্টশরীরসম্বন্ধ-রূপজন্মাভাবাৎ, আত্যন্তিকদুঃখাভাব ইত্যর্থঃ। তথাচ মিথ্যাজ্ঞানমেব সর্ব্বানর্থনিদানং, তন্নিবৃত্তৌ চ দোষনিবৃত্তি-ক্রমেণ সর্ব্বদুঃখপ্রহাণমিতি ভাবঃ। এতদেব হৃদি নিধায় বিক্ষেপস্য জন্মসন্ততিকারণত্বং দর্শিতং টীকায়ামিতি বোধ্যম্। **মিথ্যাপ্রত্যয়শ্চ** অবস্তুনি দেহাদৌ বস্তুবুদ্ধিঃ। দেহাত্মলক্ষণমোহাচ্চ তদনুকূলে দর্শনীয়রমণ্যাদৌ রাগঃ, স চ প্রাপ্তেঽপি অভিলষিতে বস্তুনি পুনরধিকে তস্মিন্ চিত্তরঞ্জনাত্মকঃ তৃষ্ণাপরনামা, তস্মাচ্চ প্রবৃত্তিঃ তৎসাধনে দুর্গাপূজাদৌ পুণ্যে কর্ম্মণি তদুক্তং **ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণী**মিতি। পরদারাদৌ চ রাগাৎ প্রবৃত্তিঃ পাপকর্ম্মণি। দেহপ্রতিকূলে চ সপত্নাদৌ দ্বেষাৎ তন্নাশায় প্রবৃত্তিঃ অভিচারাদি-পাপকর্ম্মণ্যলৌকিকে, লৌকিকে চ দণ্ডনিপাতনাদৌ। অভিচারস্য পাপসাধনতা চ **অভিচারো মূলকর্ম্ম চ** ইত্যাদিনা উপপাতকমধ্যে পাঠাৎ মনুনাভিহিতা। শরীরস্য মোহকারণত্বং দর্শয়তি—**স চে**তি। **স** বিক্ষেপঃ, স্বকার্য্যৈঃ রাগাদিভিঃ সহিতো বিক্ষেপঃ সুখদুঃখভোগায়তনং শরীরমন্তরেণ ন সম্ভবতি ইত্যন্বয়ঃ। **রাগাদিভিঃ সহিত** ইতি। তথাচ বিক্ষেপ এব পুণ্যপাপহেতুঃ, রাগাদয়শ্চ পাকসাধনদারূণাং দহন-শিখাবৎ তন্নান্তরীয়কা, ইতি রাগাদীন্ উৎপাদ্য মোহ এব তৎকারণমিত্যর্থঃ। **ভোগায়তনমি**তি, অধ্যস্তদেহাবচ্ছেদেনৈব খলু স্রক্চন্দনবনিতাদিসম্পর্কাৎ সুখদুঃখোপভোগাৎ তদায়তনং শরীরমিতি অধ্যাস-বিষয়বিধয়া শরীরং মোহকারণমিতি ভাবঃ। পূর্ব্বপূর্ব্বশরীরাণাং বর্ত্তমানমোহাদিকারণত্বং দর্শয়তি—**ন চ রাগদ্বেষাবি**তি। সত্যপি মোহে কামিন্যাদিভোগমন্তরেণ তত্র রাগাদ্যনুৎপত্তেঃ তন্নান্তরীয়কভোগ-সাহিত্যেনৈব তস্য কারণত্বং বক্তব্যমিত্যত আহ—**ভোগসহিতমি**তি। **পূর্ব্বশরীরমন্তরেণে**তি। প্রাগ্ভবীয়শরীরে আত্মত্বলক্ষণমোহসংস্কারাদেব এতচ্ছরীরে তাদৃশমোহোৎপত্তেরিতি ভাবঃ। **পূর্ব্বপূর্ব্ব-মোহাদ্যপেক্ষমি**তি। তথাচ পূর্ব্বপূর্ব্বমোহঃ রাগাদিদ্বারা পুণ্যপাপপ্রবৃত্তিমুৎপাদ্য তত্তৎফলভোগার্থম্ উত্তরোত্তরশরীরহেতুরিত্যর্থঃ। এবঞ্চ বর্ত্তমানমোহকারণং পূর্ব্বশরীরং, তৎকারণং চ পুণ্যপাপকর্ম্মপ্রবর্ত্তকরাগাদি-দ্বারা তৎপূর্ব্বভবীয়ো মোহ এব ইত্যনাদিরয়ং জগৎপ্রবাহো বীজাঙ্কুরবৎ ইতি স্থিতম্। উক্তং চ ন্যায়াচার্য্যৈঃ—

"সাপেক্ষত্বাদনাদিত্বাৎ বৈচিত্র্যাৎ বিশ্ববৃত্তিতঃ। প্রত্যাত্মনিয়তাৎ ভুক্তেরস্তি হেতুরলৌকিকঃ॥" ইতি প্রামাণিকী চেয়মনবস্থা বীজাঙ্কুরবৎ ন দোষায় ইতি চ বর্দ্ধমানোপাধ্যায়াঃ। স্বোক্তমোহস্য ভাষ্যোক্তাদিপদ-গ্রাহ্যতামাহ—**রাগদ্বেষমোহ** ইতি।

নন্থ ক্লেশোনাম দুঃখং, তৎ কথং রাগাদীনাং ক্লেশত্বমুক্তং ভাষ্যে অত আহ—**ত এব হি** ইতি। হিঃ হেতৌ, যত এব তে দুঃখমনুভাবয়ন্তি, অতএব তে ক্লেশাঃ, তথাচ ভাষ্যোক্তং ক্লেশপদং তজ্জনকে রাগাদৌ লাক্ষণিকম্ ইত্যর্থঃ। তত্র রাগাদীনাং ক্ষণিকত্বেন বিলম্বভাবিকর্ম্মপ্রবৃত্তিজনকত্বমসম্ভবি, অব্যবহিতপূর্ব্ব-বৃত্তিত্বস্যৈব তত্ত্বাৎ, অত আহ—**বাসনা** ইতি। বাসনা সংস্কারবিশেষঃ, তথাচ তদ্দ্বারা এব কর্ম্মপ্রবৃত্তিজনকত্বং রাগাদীনাং, ব্যাপ্তিজ্ঞানস্যেব পরামর্শদ্বারা অনুমিতিজনকত্বম্। এতদেব সূচয়তি—**কর্ম্মপ্রবৃত্ত্যনুগুণা** ইতি। আক্ষেপস্য স্বারসিকজ্ঞানার্থত্ববারণায় আহ—**প্রবর্ত্তিতানি** ইতি। যত্নবিষয়ীকৃতানি ইত্যর্থঃ। ক্ষণিকত্বং চ তৃতীয়ক্ষণবৃত্তিধ্বংসপ্রতিযোগিত্বম্। **পুরোডাশঃ** পক্বযবাগূঃ, **কপালঃ** পুরোডাশসাধনমৃৎপাত্রবিশেষঃ, তুষান্ অবঘাতনিষ্পন্নান্, **উপবতি** অপসারয়তি। তত্র অবঘাতকালে পুরোডাশপাকাভাবাৎ কপালসম্বন্ধাভাবেঽপি

"ভাবিনি ভূতবদুপচারঃ" ইতি ন্যায়েন ভাবিপাকসম্বন্ধমাদায়ৈব পুরোডাশসম্বন্ধকথনং কপালস্য ইতি। নমু সংসারস্য অনাদিত্বে অবিদ্যালীনরাগাদীনাম্ অবশ্যম্ভাবাৎ **"সদেব সৌম্য"** ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তং প্রাক্ সৃষ্টেঃ একবারপ্রতিপাদ্যত্রিবিধভেদরাহিত্যং সতঃ কথম্ উপপদ্যতে, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—**তদেবমিতি**। **সমুদাচরদ্রূপাঃ** ভেদেন ভাসমানো রূপঃ স্বরূপো যেষাং তথাবিধা যে রাগাদয়ঃ তন্নিষেধপরম্ অবিভাগাবধারণম্ ইত্যর্থঃ। **প্রসুপ্তানিতি**। তথাচ শক্ত্যাত্মনা অবস্থিতানামপি রাগাদীনাং নিষেধে ন তাৎপর্য্যং শ্রুতেরিতি ভাবঃ। **সর্ব্বমবদাতমিতি—সর্ব্বং** ব্রহ্মণোজগদভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বাদি, **"সদেব সৌম্য"** ইতিবৎ **অসদেবেদমি**ত্যাদি শ্রুতিজাতং চ **অবদাতং** বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যেতরেতরাশ্রয়াদিদোষজাতনিরাসেন নিশাকর-করোদ্ভাসিপ্রমৃষ্টমণিকুট্টিমবৎ বিশুদ্ধম্ ইত্যর্থঃ।৩৬

সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ।৩৭

তত্তৎকর্ম্মবশাৎ বিষমকারিত্বমুক্তং ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বেঽধিকরণে, সাম্প্রতং লোকে উপাদানস্য মৃদাদিবৎ সগুণত্ব-দর্শনাৎ ব্রহ্মণশ্চ নির্গুণত্বাৎ ন উপাদানত্বম্ ইতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গত্যা সূত্রমিদমাচষ্টে—**সর্ব্বধর্ম্মে**তি। নির্গুণং ব্রহ্ম জগদভিন্ননিমিত্তোপাদানম্ ইতি বদন্ সমন্বয়ো বিষয়ঃ, স কিং যন্নির্গুণং তন্নোপাদানং যথা রূপম্ ইতি ন্যায়েন বিরুধ্যতে ন বা ইতি সন্দেহে বিরুধ্যতে, তথাহি—যদুপাদানং তৎ সগুণং যথা তন্তুরিতি ব্যাপ্তেঃ উপাদানস্য সগুণত্বং সিদ্ধং, ব্রহ্মণশ্চ নির্গুণত্বাৎ উপাদানত্বস্যাপি অভাবঃ, ব্যাপকাভাবাৎ ব্যাপ্যাভাবসিদ্ধেঃ। তথাহি—

সগুণস্য সুবর্ণাদেরুপাদানত্বদর্শনাৎ। নির্গুণং ন ভবেৎ ব্রহ্ম প্রকৃতির্জ্জগতঃ কিল॥ ইতি।

ইতি প্রাপ্তে আহ—**সর্ব্বধর্ম্মে**তি। পূর্ব্বপক্ষে সমন্বয়বিরোধঃ ফলং, সিদ্ধান্তে তু তদবিরোধঃ। সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ো যে কারণধর্ম্মাঃ শ্রুত্যুক্তাঃ তেষাং ব্রহ্মণি এব উপপত্তেঃ জগৎনিমিত্তোপাদানং ব্রহ্ম ইতি সূত্রার্থঃ। অধ্যাহৃত-প্রথমান্তপদাৎ অধিকরণারম্ভো জ্ঞেয়ঃ। পরোদ্ভাবিতদোষনিরাসেন স্বপক্ষস্থাপনপরোঽয়মাদ্যঃ পাদঃ, ইত্যুপ-সংহারোঽপি আবশ্যকঃ, তদর্থমিদমধিকরণং, সৌত্রচকারস্যাপীদমেব প্রয়োজনং বোধ্যম্।

ভাষ্যে—**যস্মাদিতি**। তথাচ ব্রহ্মবিবর্ত্তো জগদিতি হি অস্মদভিমতং, ব্রহ্ম চ বিবর্ত্তাধিষ্ঠানতয়া উপাদানং, নির্গুণস্যাপি উপাদানত্বম্ অবিরুদ্ধম্ অবিদ্যাকল্পিতসর্ব্বজ্ঞত্বাদিপ্রযুক্তত্বাৎ তস্য; ইতি প্রদর্শিতঃ প্রকারঃ, বাধিতায়াং তু অবিদ্যায়াং ন কার্য্যং, নাপি তদুপাদানত্বং ব্রহ্মণ ইত্যসকৃদাবেদিতম্ ইতি। কিঞ্চ অপ্রয়োজক-শ্চায়ং তর্কো যন্নির্গুণং তন্নোপাদানমিতি। বৈশেষিকৈঃ প্রথমক্ষণে নির্গুণস্যাপি ঘটাদে দ্বিতীয়ক্ষণোৎপন্নগুণো-পাদানত্বস্বীকারাৎ। নির্গুণেঽপি জ্ঞানাদৌ অনিত্যত্বারোপদর্শনাৎ বিবর্ত্তোপাদানত্বে সগুণত্বস্য সর্ব্বথা অনপেক্ষত্বাচ্চ ইতি। তথাহি—

দ্রব্যস্য নির্গুণস্যাপি চোৎপত্তিকালিকস্য তু। উপাদানত্বতো ব্যাপ্তিঃ পূর্ব্বোক্তা ব্যভিচারিণী॥ ইতি।

নমু লোকে সর্ব্বজ্ঞত্বাদীনাং কারণধর্ম্মত্বং ন কচিদুপলভ্যতে, তৎ কথং জগদুপাদনস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকথনং ভাষ্যোক্তং সঙ্গচ্ছতে অত আহ টীকায়াম্—**অত্রেতি**। **চেতনাধিষ্ঠিতত্বে**বেতি। দৃশ্যতে চ কুবিন্দাধিষ্ঠিত-স্যৈব তুরীবেমাদেঃ পটকারণত্বম্, ইতি ব্রহ্মাধিষ্ঠিতায়া অবিদ্যায়া জগৎকারণত্বেন তদধিষ্ঠাতু ব্রহ্মণশ্চাপি চেতনত্বম্ অবশ্যাভ্যুপেয়ং, অতএবোক্তং—**সা চ চৈতন্যচ্ছুরিতা জগদুৎপাদহেতুরি**তি। শ্রুতৌ চ ব্রহ্মণঃ সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্বাবগতেঃ **"তৎকর্ত্তা খলু তজ্জ্ঞাতা"** ইতি ন্যায়েন সর্ব্বকর্ত্তু ব্রহ্মণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বং চ সিদ্ধম্। সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ নিমিত্তং সর্ব্বশক্তিত্বাচ্চ উপাদানমিতি ভাবঃ। নির্গুণস্য কথং নিয়ামকত্বাদি সম্ভবতি অত আহ—**মহামায়ং**, তথাচ মহামায়াবিষয়ীকৃতত্বাৎ উপপদ্যতে সর্ব্বং তস্মিন্ ইত্যর্থঃ।৩৭

রাখালদাসী দেবী যং দেবীব ধৃতসুব্রতা। অসূত তনয়ং তেন রচিতা ভামতীপ্রভা॥

ইতি শ্রীচারুকৃষ্ণস্মৃতিতর্কবেদান্ততীর্থবিরচিতায়াং ভামতীপ্রভায়াং
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ।

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষি-

ভগবৎ-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিরচিত-

বা

বেদান্তদর্শনম্

—·—০:*:০—·—

শাঙ্করভাষ্য-ভামতী-কল্পতরু-ভামতীপ্রভা-সমেতম্।

——:*:——

দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় পাদ

——:০:——

বেদান্ত-তর্ক-স্মৃতিতীর্থোপাধিক

পণ্ডিতপ্রবর—শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিরচিত ভামতীপ্রভাখ্য টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহিত

আচার্য্যশঙ্কর-ও-রামানুজ ও ন্যায়সাহস্রী প্রণেতা, ব্যাপ্তিপঞ্চক তর্কসংগ্রহ-তর্কামৃত ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদক এবং অদ্বৈতসিদ্ধি ও বেদান্তদর্শনপ্রভৃতি বিবিধগ্রন্থের

সম্পাদক বেদান্তভূষণোপাধিক

পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত।

ন্যায়বেদান্তাদিবিবিধগ্রন্থের প্রকাশক

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ প্রকাশিত

৬নং পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা।

কলিকাতা

সন ১৩৪২, শকাব্দ ১৮৫৭, খৃষ্টাব্দ ১৯৩৫।

নিবেদন

ভগবৎকৃপায় ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয়পাদে আমাদের দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই পাদে পরমতখণ্ডন থাকায় এবং সেই সকল মতের গ্রন্থাদি সুলভ নহে বলিয়া অনুবাদে এবং টীকারচনায় অত্যধিক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। নির্ণয়সাগরের মুদ্রিত পুস্তক আজকাল সকলেরই অবলম্বন, কিন্তু তাহাতেও দুরূহস্থলের সকল পাঠ সঙ্গত হয় না। এজন্য অনেক স্থলে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুথির সাহায্য লইয়া পাঠ সঙ্গত করা হইয়াছে, এবং প্রায় সকলক্ষেত্রেই পাঠান্তরও প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় অনুবাদক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত চারুকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয় এজন্য বহু শ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

ভামতীপ্রভা টীকাটী এবার অতি দীর্ঘ হইয়াছে, এজন্য তাহা পৃথক্‌খণ্ডে মুদ্রিত হইবে। এই খণ্ডে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সাংখ্যতীর্থ মহাশয় শোধনাদিব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়া আমাদিগকে চিরবাধিত করিয়াছেন।

রথযাত্রা
১৭ই আষাঢ়
১৩৪২ সাল

সম্পাদক
শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ
৬নং পার্শিবাগন লেন, কলিকাতা।

ভূমিকা

ভগবদিচ্ছায় এই দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের শাঙ্করভাষ্য, ভাষ্যটীকা ভামতী, এবং ভামতীটীকা কল্পতরু ও ভামতীপ্রভা এবং ভাষ্যভামতীর বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি প্রকাশিত হইল। এই দ্বিতীয়-পাদে মহর্ষি বেদব্যাস যুক্তিদ্বারা পরমত খণ্ডন করিয়াছেন, এবং ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাহার বিবৃতি করিয়াছেন। এজন্য দার্শনিক বিচার ও চিন্তার পক্ষে এই পাদটী বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদে অর্থাৎ আমাদের প্রথমখণ্ডে, বিপক্ষের আক্রমণের উত্তর দিয়া স্বপক্ষ স্থাপন করা হইয়াছে, কিন্তু পরমত খণ্ডন না করিলে স্বপক্ষস্থাপন সম্পূর্ণ হয় না, এজন্য এই দ্বিতীয়পাদে পরপক্ষ খণ্ডন করিয়া সেই স্বপক্ষস্থাপনের পূর্ণতা সাধন করা হইয়াছে। অবশ্য এই স্বপক্ষস্থাপন ও পরপক্ষখণ্ডনের উদ্দেশ্য শ্রুতিমূলক মতসমূহের সহিত বেদান্তমতের অবিরোধপ্রদর্শন। কারণ, প্রথম অধ্যায়ে শ্রুত্যর্থের সমন্বয় দ্বারা বেদান্তমত প্রদর্শন করা হইয়াছে, কিন্তু সেই সমন্বয়ের সহিত শ্রুতিমূলক অপর মতগুলির যদি অবিরোধ প্রদর্শন না করা যায়, তাহা হইলে সেই সমন্বয় সুসিদ্ধ হয় না, এই জন্যই এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই সমন্বয়ের সহিত যে শ্রুতিমূলক অপরমতের বিরোধ নাই, তাহাই প্রদর্শিত হইল। আর সেই অবিরোধপ্রদর্শনার্থ তাহারই অন্তর্গত প্রথমপাদে স্বপক্ষস্থাপনের পর দ্বিতীয়পাদে পরপক্ষখণ্ডন করা হইল।

এজন্য যে সব মত একেবারে শ্রুতিবিরুদ্ধ, অর্থাৎ শ্রুতির নিন্দাসহকারে প্রবৃত্ত, যথা—চার্ব্বাকাদির মত, সেই সব মতের খণ্ডন এস্থলে আর আবশ্যক হইল না। বস্তুতঃ চার্ব্বাকাদি যে বেদনিন্দায় প্রসিদ্ধ, তাহা তাহাদের এই জাতীয় বাক্যাবলী হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়। যথা—

ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ।
জর্ভরী তুর্ফরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্॥

অর্থাৎ ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর—এই তিন জন বেদের কর্ত্তা। কারণ, জর্ভরী তুর্ফরী (ঋক্ সং ১০।১০৬।৬) ইত্যাদি অপ্রসিদ্ধ বচন পণ্ডিতগণের স্মরণ করা হয়। এজন্য বেদনিন্দাকারী চার্ব্বাকাদির মত এই দ্বিতীয়পাদে আর খণ্ডিত হয় নাই। এজন্য এস্থলে যে সব মতবাদ খণ্ডিত হইল, তাহারা সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন, মাহেশ্বর এবং ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র মতবাদ। কোথায় বা তাহাদের অংশমাত্র। আর এই সব মত খণ্ডন করায় এই সকল মতই শ্রুতিমূলক মত, অর্থাৎ ইহারা বেদনিন্দাসহকারে প্রবৃত্ত নহে, বুঝিতে হইবে।

অবশ্য আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে সকলপ্রকার মতবাদই বেদ হইতে আবির্ভূত, এজন্য উক্ত সাংখ্যাদির মতের ন্যায় সাধারণ অজ্ঞলোকের মত এবং উক্ত চার্ব্বাকমতও বেদমূলক মত বলিতে হইবে, যেহেতু বেদান্তসার গ্রন্থে বেদবাক্যদ্বারাই তাহাদের মতের মূল প্রদর্শন করা হইয়াছে, যথা—

"অতি প্রাকৃতস্তু 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' ইত্যাদি শ্রুতেঃ ......পুত্র আত্মা বদতি"।

"চার্ব্বাকস্তু 'স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ' (তৈঃ ২।১।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ.........স্থূল-শরীরম্ আত্মা ইতি বদতি" ইত্যাদি।

বস্তুতঃ বর্ণাত্মক ভাষা এবং ব্যবহার সবই আমাদের বেদমূলক। আমরা সেই সর্ব্বজ্ঞ আদিপুরুষ ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদলাভ না করিতে পারিলে আমাদের মানবোচিত ভাষা বা ব্যবহার কিছুই আবির্ভূত হইত না। বস্তুতঃ নানারূপ পরীক্ষার দ্বারাও জানা গিয়াছে, মানবের এই বর্ণাত্মক ভাষা শিক্ষিত ভাষা, কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ইহা না শিখাইলে ইহা মানবের অধিগত হইত না। আর সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের নূতন রচনা বলিলে সর্ব্বজ্ঞত্বের হানি হয় বলিয়া এই সর্ব্বজ্ঞ-উপদিষ্ট ভাষা অনাদি ভাষা। এই ভাষাই বেদের ভাষা বলিয়া বেদকে নিত্য অপৌরুষেয় বলা হয়। মহাভারত, মনু, ও বিষ্ণুপুরাণাদিতে এই কথাই আছে—

অনাদি নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥
নামরূপং চ ভূতানাং কর্ম্মণাং চ প্রবর্ত্তনম্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ॥
সর্ব্বেষাং চৈব নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥

কিন্তু কালের প্রভাবে এই ব্রহ্মসূত্র রচিত হইবার পূর্ব্বেই উক্ত চার্ব্বাকাদি কতিপয় মতবাদীর শিষ্যসম্প্রদায় বেদনিন্দায় প্রবৃত্ত হন বলিয়া তাঁহারাই বেদবাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেন, আর তজ্জন্য এই পরমত খণ্ডন প্রসঙ্গে তাঁহারা স্থান পান নাই। আর এজন্য এই গ্রন্থে যে বৌদ্ধ ও জৈনমত খণ্ডিত হইয়াছে দেখা যায়, তাহা মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণোক্ত বৌদ্ধ ও জৈনমত, তাহা গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর স্বামীর বৌদ্ধ ও জৈনমত নহে। যেহেতু পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ও জৈনমত বেদনিন্দায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধাদি মত বেদনিন্দায় প্রবৃত্ত হয় নাই—প্রত্যুত তাঁহারা স্বমতস্থাপনে বেদের প্রমাণও গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা উপবর্ষাচার্য্যের মীমাংসাবৃত্তি ও বৌদ্ধাচার্য্য শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহে দেখা যায়।

এজন্য যাঁহারা এই গ্রন্থে বৌদ্ধ ও জৈন মতের খণ্ডন দেখিয়া এই ব্রহ্মসূত্রকে গৌতমবুদ্ধের পরবর্ত্তী বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের মত গ্রহণীয় নহে। এই গ্রন্থের মধ্যে পাদটীকায় স্থলে স্থলে এ বিষয়টী কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু বেদনিন্দাকারী চার্ব্বাকাদির বা গৌতম বুদ্ধের পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মত এই গ্রন্থে স্থান না পাইলেও এবং সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাদের মত খণ্ডিত না হইলেও যে, তাঁহাদের মত অখণ্ডিত রহিয়া গিয়াছে, তাহা নহে। কারণ, যে সকল যুক্তিসাহায্যে সাংখ্যাদি বেদমূলক মতগুলির খণ্ডন করা হইয়াছে, সেই সকল যুক্তির দ্বারাই বেদনিন্দক পরবর্ত্তী বৌদ্ধ জৈন, চার্ব্বাকাদিরও মত যে খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভাষ্যকার অবশ্য প্রসঙ্গক্রমে চার্ব্বাকাদির মত যে অখণ্ডিত রাখিয়াছেন, তাহাও নহে। আর তদ্ব্যতীত সাংখ্য ও নৈয়ায়িক প্রভৃতি মনীষিবর্গ সেই সব চার্ব্বাকাদির মত সম্পূর্ণরূপেই খণ্ডন করিয়াছেন। এই সব কারণে শ্রুতিমীমাংসাস্বরূপ এই বেদান্তগ্রন্থে চার্ব্বাকাদির মত স্থান পায় নাই, কিন্তু বৌদ্ধ জৈনমতের স্থান হইয়াছে।

এখন মনে হইতে পারে—পরমত খণ্ডন করিলে, পরমতের সহিত অবিরোধ প্রদর্শনকার্য্য কি করিয়া সম্পন্ন হইতে পারে? অবিরোধ প্রদর্শন করিতে হইলে ত আর সে মতের খণ্ডন করা চলে না? তাহাকে রক্ষা করিয়া তাহার অভিপ্রায় প্রদর্শন করিতে হয়? অতএব এই পাদে পরমত খণ্ডন করায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের অবিরোধপ্রদর্শনের প্রকৃতি সংরক্ষিত হয় কি করিয়া? বস্তুতঃ এই সংশয় এস্থলে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহার উত্তরও খুবই সহজ। যথা—শ্রুতিবাক্যসমূহের মধ্যে সমন্বয়কার্য্য প্রথমাধ্যায়ে করিয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই শ্রুতিমূলক মতসমূহের মধ্যে যদি যুক্তিসাহায্যে অশ্রৌতাংশের খণ্ডন করা যায়, তাহা হইলেই যথার্থ অবিরোধ-প্রদর্শনকার্য্য সমাধা করা হয়। কারণ, উক্ত মতগুলির শ্রুতিকে অনুসরণ করাই অভিপ্রায়, কিন্তু যুক্তির প্রবাহে পড়িয়া তাহারা শ্রুতিবহির্ভূত মতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব যুক্তিসাহায্যে তাহাদের মতের খণ্ডন করিয়া তাহাদের মতমধ্যে বেদবিরোধ প্রদর্শন করাই তাহাদের সহিত যথার্থ অবিরোধপ্রদর্শন। ইহাই ভাষ্যকার—৪র্থ অধিকরণের প্রারম্ভে বৈশেষিকের খণ্ডনপ্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, যথা—(৮৪পৃষ্ঠা)

"বৈশেষিকরাদ্ধান্তো দুর্যুক্তিযোগাৎ বেদবিরোধাৎ শিষ্টাপরিগ্রহাচ্চ ন অপেক্ষিতব্যম্ ইতি উক্তম্" ইত্যাদি। সূত্রকারও বলিয়াছেন—

"অপরিগ্রহাচ্চ অত্যন্তমনপেক্ষা"। (২।২।১৭)

বস্তুতঃ বেদবাক্যের যে অর্থ করিবার পদ্ধতি জৈমিনি মুনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা লৌকিক যুক্তিরই অনুসরণ করিয়া করিয়াছেন। বেদের তত্ত্ব অলৌকিক হইলেও তাহার বাক্যার্থনির্ণয়কৌশল অলৌকিক নহে। এই জন্যই যুক্তি সাহায্যেও বেদমূলক অথচ বেদবিরোধী মতগুলির যুক্তিদোষ এবং বেদবিরোধিতাপ্রদর্শন আবশ্যক হইয়াছে। আর সেই ভাবেই পরমতখণ্ডন এই দ্বিতীয়পাদে করা হইয়াছে, কিন্তু পরমতের দোষ উদ্ঘাটন করিবার উদ্দেশ্যে নহে।

এখন এস্থলে একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভাষ্যকার যদি সূত্রার্থই প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে তিনি এবং ভামতীকার বৌদ্ধ ও জৈনমত পরিষ্কার করিবার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মকীর্ত্তি দিঙ্‌নাগ এবং জৈন সমন্তভদ্রপ্রভৃতি পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতগণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া সূত্রার্থ নির্দ্দেশ করেন কেন? ইহাতে ব্রহ্মসূত্রের আধুনিকতাই প্রমাণিত হয়। ইহার উত্তর এই যে, এই সব বৌদ্ধ ও জৈনপণ্ডিতগণ সেই প্রাচীন মতেরই পরিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া ইহাদের বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহারা এবং বৈদিক সম্প্রদায় সকলেই স্বীকার করেন যে, গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীর স্বামীর পূর্ব্বেও বৌদ্ধ ও জৈনমত ছিল। ব্যাসদেবের সময় ক্রকুচ্ছন্দ বুদ্ধ ছিলেন। (বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য)। ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতির বাক্য উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্য—ইহারাই তত্তৎমতের প্রবর্ত্তক বলিয়া নহে, কিন্তু তৎতৎমতের পরিপোষক বলিয়া। আর প্রাচীন বৌদ্ধাদিমতের সহিত

যে পরবর্ত্তী বৌদ্ধাদি মতের সর্ব্বাংশে ঐক্য আছে তাহাও নহে। এজন্য ২৪ সূত্রের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। পরবর্ত্তী বৌদ্ধাদি মতকে এই বেদান্তমতেরই ছায়া অবলম্বনে উন্নত ও পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। বৈদিকদর্শনে ঋষিগণ মীমাংসা ও ন্যায়াদিশাস্ত্রমধ্যে প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈনমতের যে সব দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, গৌতম বুদ্ধ ও পরবর্ত্তী বৌদ্ধ জৈনগণ সেই সব দোষ পরিহার করিয়া নিজ নিজ মতের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। এই কারণে, ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রভৃতির বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্যকারপ্রভৃতি সূত্রার্থ স্পষ্ট করায় এই ব্রহ্মসূত্রের আধুনিকত্ব প্রমাণিত হয় না।

কিন্তু তথাপি অদ্বৈতবাদকে বৌদ্ধমতের ছায়া বলিবার জন্য ব্রহ্মসূত্রাদির আধুনিকত্ব প্রমাণ করিতে কতকগুলি ব্যক্তির আগ্রহ দেখা যায়। তাঁহারা বলেন, শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে এক গৌড়পাদের মাণ্ডুক্যকারিকা ভিন্ন আর অদ্বৈতমতের কোন প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায় না, কিন্তু বৌদ্ধ অদ্বয়বাদের গ্রন্থ পাওয়া যায়। তাহার পর গৌড়পাদের কারিকার সহিত লঙ্কাবতারসূত্রপ্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থের ভাব ও ভাষাগত ঐক্য আছে। আর গৌড়পাদকে শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু বলা হয়, এবং গৌড়পাদের সহিত শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎকারের প্রবাদও প্রচলিত আছে। তদ্ব্যতীত গৌড়পাদের কারিকায় অদ্বৈতমতের সহিত বৌদ্ধমতের প্রভেদপ্রদর্শনও আছে; অতএব শাঙ্কর অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধমতেরই ছায়াবিশেষ। গৌড়পাদ ও শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমতকে বেদপ্রমাণের দ্বারা পুষ্ট করিয়া বেদান্তমত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন মাত্র, ইত্যাদি।

কিন্তু এই কথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, অদ্বৈতবাদ বুদ্ধের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী বেদমূলক মতবাদ। অভিসন্ধিশূন্য হইয়া সহজভাবে উপনিষৎ পাঠ করিলে অদ্বৈতবাদই হৃদয়ঙ্গম হয়, ইহার অন্যথাসাধন অসম্ভব। তাহার পর অদ্বৈতমতে সৎ চিৎ আনন্দ ব্রহ্মবস্তুই সকলের অধিষ্ঠান, এবং জগৎ তাহাতে কল্পিত বলা হয়। বৌদ্ধমতে তাদৃশ সদ্বস্তুকে অধিষ্ঠান বলা হয় না। পরন্তু নিরুপাখ্য শূন্য তাঁহাদের মতে পরমার্থ সত্য; অথবা অন্য বৌদ্ধমতে বিজ্ঞানই মূল বস্তু ও তাহা ক্ষণিক; কিন্তু বেদান্তমতে তাহা এক স্থির ও নিত্য। বস্তুতঃ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শান্তরক্ষিতের গ্রন্থে (৩৫১১—৩৫১৫ শ্লোক) দেখা যায়, বেদমধ্যে নিমিত্তনামক শাখায় বুদ্ধের কথা আছে বলিয়া বুদ্ধকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিবার জন্য বৈদিকগণকে বলা হইতেছে। মীমাংসাদর্শনের শবরভাষ্যে অনেকরূই মতে গৌতমবুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী পাণিনির গুরু উপবর্ষাচার্য্যের বৌদ্ধমতখণ্ডন-প্রসঙ্গে দেখা যায়, বৌদ্ধগণ তাঁহাদের সম্মত ক্ষণিকবিজ্ঞান সিদ্ধ করিবার জন্য উপনিষৎ প্রমাণ (বৃঃ ২।৪।১২। ৪।৫।১৪) দিতেছেন এবং উপবর্ষাচার্য্য ঠিক তাহার পরবর্ত্তী উপনিষৎ বাক্যদ্বারা বৌদ্ধের প্রদত্ত উপনিষৎ প্রমাণকে খণ্ডন (মীমাংসা দঃ ১।১।৫) করিতেছেন। এখন বেদপ্রমাণদ্বারা যাঁহারা বুদ্ধকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া মান্য করিবেন, অথবা বৌদ্ধপ্রদর্শিত বেদবাক্যদ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম স্বীকার করিবেন, তাঁহারা আর বেদকে অপ্রমাণ বলিতে পারেন না। অতএব তাঁহারা একদল বৈদিক বৌদ্ধই হইতেছেন। এজন্য বৌদ্ধকর্ত্তৃক বেদপ্রমাণপ্রদর্শনকে অভ্যুপগমবাদ বলিয়া বৌদ্ধমতের বেদমূলকত্ব আর অপলাপ করা যায় না। এই বেদমূলক বৌদ্ধমতই ব্যাসাদি ঋষিগণ খণ্ডন করেন এবং তৎপরে গৌড়পাদ তাহাদের প্রদর্শন করেন। এই গৌড়পাদ ব্যাসপুত্র শুকের শিষ্য ও পুত্র; এ বিষয়ে পুরাণ ও সাম্প্রদায়িক গ্রন্থাদি বিস্তর প্রমাণই আছে। প্রবর্ত্তক (১৯।২।৪) ভারতের সাধনা (৬।৪) দ্রষ্টব্য। মহাভারতেও বুদ্ধমতের কথা আছে, কিন্তু গৌতমবুদ্ধের কথা নাই। শুক শিষ্য গৌড়পাদের পর গৌতমবুদ্ধ এই বৈদিক অদ্বৈতবাদকে কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়া বৌদ্ধমত বলিয়া প্রকাশ করায় এই মতদ্বয়ের ভেদ, সাধারণ ব্যক্তির নিকট বা অন্য সম্প্রদায়ের নিকট আবার অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই সময় শঙ্করাচার্য্য আবার সেই প্রভেদ প্রদর্শন করেন। শঙ্করপ্রশিষ্যকর্ত্তৃক রচিত বিদ্যার্ণব তন্ত্রমধ্যে শঙ্কর ও গৌড়পাদের মধ্যে প্রায় ৫৩ পুরুষের ব্যবধান দেখা যায়। তাঁহাদের বিরচিত গ্রন্থাদি বৌদ্ধগণই সম্ভবতঃ বিনষ্ট করিয়া থাকিবেন। তাঁহারা যে বৈদিক গ্রন্থ নানা কৌশলে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তিব্বতী তারানাথ বর্ণনা করিয়াছেন; ভোজরাজ্যেও অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা কামধেনু গ্রন্থ হইতে জানা যায়। উপবর্ষের ব্রহ্মসূত্রবৃত্তির কথা ভাষ্যকার প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার লোপের কারণ বৌদ্ধগণ কিনা, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। আর গৌড়পাদের সহিত শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎ—ইহা সাম্প্রদায়িক কথা। ইহা যদি বিশ্বাস করা হয়, তবে গৌড়পাদ সিদ্ধযোগী, সূক্ষ্মশরীরে শঙ্করের সম্মুখে ব্যাসের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই সাম্প্রদায়িক কথাও বিশ্বাস করিতে হয়। নচেৎ সম্প্রদায়ের কথার এক অংশ বিশ্বাস করিয়া বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় না। তাহার পর লঙ্কাবতারসূত্রপ্রভৃতি গ্রন্থ, যেরূপ বিস্তৃত ও বিচারবহুল এবং গৌড়পাদের কারিকা যেরূপ সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ, তাহাতে গৌড়পাদের কারিকারই

প্রাচীনত্ব সম্ভব, লঙ্কাবতারের নহে। পরিশেষে বৌদ্ধগণ যখন বেদবিরোধী হইলেন এবং বৈদিকগণ যখন বৌদ্ধগণকে বেদবাহ্য বলিয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন, তখন বৈদিকগণ প্রাচীন বেদ থাকিতে বৌদ্ধগণের যুক্তিতর্কের সাহায্য কেন গ্রহণ করিবেন? কুমারিল ভট্ট যে বৌদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা নিজ শিষ্য ধর্ম্মকীর্ত্তি বৌদ্ধ হইলে তাহার সহিত বাদে পরাজিত হইয়া, শ্রদ্ধাবশতঃ নহে; কারণ, পরে সেই কুমারিলই নিজ বৌদ্ধগুরু ও ধর্ম্মকীর্ত্তিকে বাদে পরাজিত করেন, এবং বেদমার্গ স্থাপন করেন। অতএব তিনিও বৌদ্ধমতের দ্বারা প্রভাবিত হইতে পারেন না। তাহার পর বৌদ্ধপণ্ডিতগণ সকলেই প্রথম জীবনে বৈদিক পণ্ডিত ছিলেন; বুদ্ধদেবই সংখ্যাচার্য্য আগড় কালমের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং তাঁহারাই বৈদিক যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হইবেন। আর শঙ্করপ্রভৃতির জীবনে পূর্ব্বে বৌদ্ধভাব, পরে বৈদিকভাব গ্রহণের কথা নাই, সুতরাং তাঁহাদের বৌদ্ধসংস্কারলাভের কোন সম্ভাবনাই নাই। এই সব কারণে বৌদ্ধমতই বেদের ছায়া, কিন্তু বৈদিক অদ্বৈতমত বৌদ্ধমতের ছায়া নহে। আর তজ্জন্য এই ব্রহ্মসূত্রপ্রভৃতি গ্রন্থ বুদ্ধের পরবর্ত্তীও নহে।

তাহার পর এই ব্রহ্মসূত্রের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আজকাল আর একটি আপত্তি শ্রুতিগোচর হয়। সেই আপত্তি এই যে, যখন একই ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রত্যেক সম্প্রদায় বিভিন্নপ্রকার করিয়াছেন, তখন ইহার প্রকৃত অভিপ্রায় জানিবার উপায় নাই। অতএব ইহা প্রমাণ হইলেও ইহার প্রামাণ্যের উপকারিতা লাভের সম্ভাবনা নাই। এজন্য সিদ্ধ বা অবতার পুরুষের শরণগ্রহণ প্রয়োজন, তাঁহাদের মতই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, ইত্যাদি। বাস্তবিক কথাটি আপাতদৃষ্টিতে খুব সঙ্গতই বলিয়া বোধ হয়; কারণ, আমরা ১২খানি ভাষ্যের পাঠ মিলাইয়া দেখিতেছি, মতানৈক্য অত্যন্ত অধিক। এজন্য নিম্নে একটী তালিকা প্রদত্ত হইল, যথা—

অধ্যায়	পাদ	শঙ্কর		ভাস্কর		রামানুজ		শ্রীকর		নিম্বার্ক		শ্রীকণ্ঠ		মধ্ব		বল্লভ		বিজ্ঞান ভিক্ষু		বলদেব		আনন্দ		বৈখানস	
		অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র	অধিঃ	সূত্র
১	১	১১	৩১	১১	৩১	১১	৩২	১১	৩২	১০	৩২	১২	৩২	১২	৩১	১০	৩০	?	৩১	?	৩১	১১	৩২	১১	৩২
	২	৭	৩২	৭	৩২	৬	৩৩	৭	৩২	৭	৩৩	৯	৩৩	৭	৩২	৮	৩২		৩২		৩৩	৭	৩৩	৬	৩১
	৩	১৩	৪৩	১৩	৪৩	১০	৪৪	১৩	৪৩	১০	৪৪	১১	৪৪	১৪	৪৩	১৩	৪৩		৪৩		৪৩	১৩	৪৩	১০	৪৪
	৪	৮	২৮	৮	২৭	৮	২৯	৮	২৮	৫	২৮	৭	২৯	৭	২৯	৮	২৮		২৮		২৮	৮	২৯	৮	৩০
২	১	১৩	৩৭	১৩	৩৭	১০	৩৬	১১	৩৬	১০	৩৫	১১	৩৬	১১	৩৮	১২	৩৭	?	৩৭	?	৩৭	১০	৩৬	১০	৩৬
	২	৮	৪৫	৮	৪০	৮	৪২	৮	৪৫	৬	৪৫	৯	৪২	১২	৪৫	৮	৪৫		৪৫		৪৫	৮	৪৫	৮	৪২
	৩	১৭	৫৩	১৭	৫৩	৭	৫২	১৩	৫০	৬	৫২	১২	৫২	১৯	৫০	১৬	৫৩		৫৩		৫১	৯	৫৩	৭	৫২
	৪	৯	২২	৯	২২	৮	১৯	৭	১৮	৬	২১	৮	১৯	১৩	২৬	১০	২২		২২		২২	৯	২১	৮	১৯
৩	১	৬	২৭	৬	২৬	৬	২৭	৮	২৭	৪	২৭	৬	২৭	২০	২৯	৮	২৭	?	২৭	?	২৮	৬	২৭	৬	২৭
	২	৮	৪১	৮	৪১	৮	৪০	৯	৪০	৫	৪১	৯	৪০	২০	৪২	১১	৪১		৪১		৪২	৮	৪১	৮	৪০
	৩	৩৬	৬৬	৩৬	৬৫	২৬	৬৪	২৮	৬৪	২৫	৬৪	৩৬	৬৪	৪২	৬৮	২৫	৬৬		৬৬		৬৮	২৫	৬৪	২৬	৬৪
	৪	১৭	৫২	১৭	৪৯	১৫	৫১	১৭	৫২	১২	৫২	১৭	৫১	১১	৫১	৯	৫১		৫২		৫২	১৫	৫১	১৫	৫১
৪	১	১৪	১৯	১৩	১৮	১১	১৯	১০	১৯	৯	১৯	১৩	১৯	৮	১৯	৭	১৯	?	১৯	?	১৯	১১	১৯	১১	১৯
	২	১১	২১	৯	২০	১১	২০	১১	২০	৫	২১	৯	২০	১০	২২	৭	২১		২১		২১	১০	২০	১১	২০
	৩	৬	১৬	৫	১৫	৫	১৫	৫	১৬	৫	১৬	৫	১৫	৬	১৬	৫	১৭		১৬		১৬	৫	১৫	৫	১৫
	৪	৭	২২	৭	২২	৬	২২	৬	২২	৬	২২	৮	২২	১১	২৩	৫	২২		২২		২২	৬	২২	৬	২২
সমষ্টি	১৬	১৯১	৫৫৫	১৮৭	৫৪১	১৭২	৫৪৫	১৭২	৫৪৪	১৩১	৫৫০	১৮২	৫৪৫	২২৩	৫৬৪	১৬২	৫৫৪	?	৫৫৫	?	৫৫৮	১৬১	৫৫১	১৫৬	৫৫৬

এই সকল আচার্য্যগণের নাম পারম্পর্য্য অনুসারেই গৃহীত হইয়াছে। তথাপি সকলের সময় ঠিক্ জানিতে পারা যায় নাই। তবে শঙ্করাচার্য্যের সময় ৬৮৬-৭২০ খৃষ্টাব্দ, রামানুজাচার্য্যের সময় ১০১৭—১১৩৭ খৃষ্টাব্দ, মধ্বাচার্য্যের সময় ১১৯৯—১৩০৪ খৃষ্টাব্দ। এই গুলি প্রায় ঠিক্। ইহাদের মধ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য এবং বলদেবভাষ্যের অধিকরণ, নির্দ্দেশসহকারে মুদ্রিত না হওয়ায় উপরে প্রদত্ত হইল না। উহা নির্ণয় করা আবশ্যক।

এই অধিকরণ অর্থ—বিচার বা বিচার্য্য বিষয়। এক বা একাধিক সূত্রে এক একটী অধিকরণ বা বিচার্য্য বিষয় হয়। এই সকল সূত্রের মধ্যে কোথায় কেবল পূর্ব্বপক্ষসূত্র, কোথায় বা কেবল সিদ্ধান্তসূত্র, কোথায় বা উভয়মিশ্রিত সূত্র থাকে। এখন কেবল পূর্ব্বপক্ষ সূত্রদ্বারা কোন অধিকরণ হয় না। উপরি উক্ত আচার্য্যগণের মধ্যে যে কেবল সূত্রের পাঠসম্বন্ধে মতভেদ ঘটিয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু কোথায় সূত্রবর্জ্জন, কোথায় নূতন সূত্রগ্রহণ, কোথায় দুইটী সূত্রকে একটী সূত্রে পরিণতি, কোথায় একটী সূত্রকে দুইটীতে পরিণতি, কোথায় বা নঞ্‌দ্বারা হাঁ কে না, এবং না কে হাঁ করাও হইয়াছে। কোথাও পূর্ব্বপক্ষসূত্রকে সিদ্ধান্তসূত্র এবং সিদ্ধান্তসূত্রকে পূর্ব্বপক্ষসূত্রও করা হইয়াছে। আর এইরূপ সূত্রের দ্বারা যে অধিকরণ রচিত হইয়াছে, তাহাতে আরও ভীষণ মতভেদ ঘটিয়াছে, অর্থাৎ ১৩১ হইতে ২২৩ পর্য্যন্ত অধিকরণ সংখ্যায় মতভেদ ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ, এইরূপ মতভেদ দেখিলে ব্রহ্মসূত্রকারের অভিপ্রায় যে কি, তাহাতে, কোন এক মতে আগ্রহ না থাকিলে কাহারও কোন অর্থে নিশ্চয়তা হইতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি সিদ্ধ বা অবতার পুরুষের ব্যাখ্যাকে ব্যাসাভিপ্রায় বলিতে ইচ্ছা কাহারও হয়, তাহা হইলে ভগবান্ ব্যাসদেবই তাঁহার পরিপন্থী হইবেন; কারণ, তিনি ২।১।১ সূত্রে মনুপ্রভৃতির সহিত বিরোধনিবন্ধন সর্ব্বজ্ঞ কপিলমতের দ্বারা বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় আপত্তি করিয়াছেন। আর এজন্য তিনি তাঁহার নিজমতের উপরও অন্ধবিশ্বাস করিতে নিষেধ করিলেন। বস্তুতঃ এই আপত্তিই কুমারিলভট্ট তাৎকালিক সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধগুরু এবং তাঁহার বৌদ্ধমত গ্রহণকালে তাঁহার নিজেরও গুরু ধর্ম্মপালের নিকট প্রকারান্তরে প্রয়োগ করিয়া বৌদ্ধমতের পরাজয়সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা নানা আচার্য্য নানারূপ করিয়াছেন বলিয়া যে, ব্রহ্মসূত্রের প্রামাণ্যের উপকারিতালাভ অসম্ভব, আর তজ্জন্য শাস্ত্রবিচার বর্জ্জন করিয়া কোন সিদ্ধ মহাত্মার শরণগ্রহণই কর্ত্তব্য—এতাদৃশ মতবাদ অনুমোদনীয় হইতে পারে না।

কিন্তু তাহা হইলেও ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ব্যাখ্যাটী গ্রাহ্য, তাহার ত নির্ণয় হইল না। ব্রহ্মসূত্রার্থনির্ণয়ের উপায় কি? এজন্য আমাদের বোধ হয়—আমাদের নিকট প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয়রূপ তিনটীপথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। প্রথম পথে যাইতে হইলে বেদাদি শাস্ত্র যথাবিধি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া মীমাংসা ও ন্যায়প্রভৃতি শাস্ত্রসম্মত পথে সকল আচার্য্যের ব্যাখ্যা পর্য্যালোচনা করিয়া একটী অর্থ স্থির করা আবশ্যক; কারণ, ব্যাসদেব এই ব্রহ্মসূত্রে নিজমতপ্রকাশে প্রবৃত্ত হন নাই, কিন্তু উপনিষদের কোন্ বিষয়ে তাৎপর্য্য, তাহাই সর্ব্ববাদিসম্মত মীমাংসার কৌশলদ্বারা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অতএব এই ভাবে ব্রহ্মসূত্রের যে অর্থ প্রতিপন্ন হইবে, তাহাই ব্যাসাভিপ্রায় হইবে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় পথে প্রাচীনত্ব এবং ব্যাসসম্প্রদায়ের সহিত সম্বন্ধ বিচার পূর্ব্বক যথাসাধ্য যুক্তি বিচার করিয়া কোন একটী ব্যাখ্যা গ্রহণ করা আবশ্যক। আর তৃতীয়পথে নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে নিজ নিজ আচার্য্যের মত অবলম্বন করিয়া তদনুযায়ী বিচার করিয়া একটী অর্থ গ্রহণই প্রয়োজন। কিন্তু শাস্ত্রার্থবিচার বর্জ্জন করিয়া কেবল সিদ্ধ পুরুষাদির বাক্য অবলম্বনে সন্তুষ্ট থাকা তত্ত্ববুভুৎসুগণের পক্ষে শোভনমার্গ বলিয়া বিবেচিত হয় না। অতএব প্রথমপথে কোন ব্যাখ্যাই নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক, দ্বিতীয়পথে শাঙ্কর ব্যাখ্যাই গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হয়; কারণ, বর্ত্তমানে এই ভাষ্য অপেক্ষা প্রাচীন কোন ভাষ্য আর পাওয়া যায় না, প্রাচীন বিষয়ে প্রাচীনের কথা যত প্রমাণ, এত আর অন্যের কথা হয় না, এবং শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের সকল প্রকার আক্রমণের উত্তরই শাঙ্কর সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণ দিয়া আসিতেছেন এবং ব্যাসের সঙ্গে শাঙ্কর সম্প্রদায়ের সম্বন্ধই সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ। আর তৃতীয়পথেও কোন ব্যাখ্যারই নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হয় না। যেহেতু গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাই সকল ত্রুটী সংশোধন করিয়া যথাকালে প্রকৃত পথে সাধককে আনিয়া দেয়।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের সূত্রপাঠ ও অধিকরণ রচনার দোষগুণ বিচারপ্রভৃতি, সময় ও স্থান সাপেক্ষ, এজন্য এস্থলে আর সে চেষ্টা করা হইল না।

৬নং পার্শিবাগান লেন,
কলিকাতা।

সম্পাদক
শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ঘোষ।

সূচীপত্র

সামান্য সূচী

বিশেষ সূচী

সূত্রানুযায়ী সূচী।

ওঁ তৎসৎব্রহ্মণে নমঃ।

শ্রীশ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাসপ্রণীতং

ব্রহ্মসূত্রং নাম

অথ অবিরোধো নাম

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পরপক্ষখণ্ডনং নাম দ্বিতীয়পাদঃ

সাংখ্যমতখণ্ডনরূপরচনানুপপত্তির্নাম

প্রথমম্ অধিকরণম্।

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ।২।২।১ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদ্যপি ইদং বেদান্তবাক্যানাম্ ঐদম্পর্য্যং নিরূপয়িতুং শাস্ত্রং প্রবৃত্তং, ন তর্কশাস্ত্রবৎ কেবলাভিঃ যুক্তিভিঃ কঞ্চিৎ সিদ্ধান্তং সাধয়িতুং দূষয়িতুং বা প্রবৃত্তম্, তথাপি বেদান্তবাক্যানি ব্যাচক্ষাণৈঃ সম্যগ্‌দর্শনপ্রতিপক্ষভূতানি সাংখ্যাদিদর্শনানি নিরাকরণীয়ানি ইতি, তদর্থঃ পরঃ পাদঃ প্রবর্ত্ততে। বেদান্তার্থনির্ণয়স্য চ সম্যগ্‌দর্শনার্থত্বাৎ তন্নির্ণয়েন স্বপক্ষস্থাপনং প্রথমং কৃতং, তৎ হি অভ্যর্হিতং, পরপক্ষপ্রত্যাখ্যানাৎ ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—**"অনুমানম্"** অর্থাৎ অনুমানসিদ্ধ প্রধান **"ন"** অর্থাৎ জগৎকারণ নয়, কারণ, **"রচনানুপপত্তেঃ"** অর্থাৎ রচনায় অনুপপত্তি হয় বলিয়া অর্থাৎ যেহেতু চেতন ব্রহ্মের সাহায্য ব্যতীত স্বতন্ত্র অচেতন প্রধানকর্ত্তৃক বিচিত্র ও সুবিন্যস্ত জগতের রচনা করা সম্ভব হয় না, অতএব স্বতন্ত্র প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—এরূপ অনুমান অসঙ্গত।

ভাষ্যার্থ—যদিও বেদান্তবাক্যসমূহের ঐদম্পর্য্য অর্থাৎ ব্রহ্মপরত্ব নিরূপণ করিবার জন্য এই শাস্ত্র প্রবৃত্ত অর্থাৎ আরম্ভ করা হইয়াছে; তর্কশাস্ত্রের মত কেবল যুক্তিদ্বারা কোন সিদ্ধান্ত সাধন করিবার জন্য অথবা কোন সিদ্ধান্তে দোষ দিবার জন্য প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহা হইলেও **"বেদান্তবাক্যানি ব্যাচক্ষাণৈঃ"** অর্থাৎ বেদান্তবাক্যসকলকে যিনি ব্যাখ্যা করিতেছেন, পরম পূজনীয় সেই সূত্রকারকর্ত্তৃক সম্যগ্‌দর্শনের প্রতিপক্ষভূত সাংখ্যাদি দর্শনসকল অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী সাংখ্যাদি দর্শনসকল নিরাকরণীয় অর্থাৎ নিরাস করা উচিত।

* এই সূত্র হইতে দ্বিতীয়পাদ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বপাদের প্রথম ও শেষ সূত্রের 'স্মৃতি' 'ধর্ম্ম' ও 'উপপত্তি' শব্দদ্বারা তাহা 'স্বপক্ষস্থাপন পাদ' বলিয়া সিদ্ধ হয়। তাহার পর এই সূত্রের 'অনুপপত্তি' ও 'অনুমান'শব্দদ্বারা ইহা যে তর্কবহুল এবং খণ্ডনবহুল পাদ, তাহাও বুঝা যায়। আর ইহাতে প্রায় সমুদায় অধিকরণে নকারাদি নিষেধবাচক শব্দ থাকায় ইহা যে খণ্ডনপরবাদ, তাহাও স্পষ্ট। তাহার পর "ন অনুমানম্" এই প্রথমান্তপদ থাকায় এই সূত্র হইতে যে অধিকরণ আরম্ভ, তাহাও বুঝা গেল। এতদ্ব্যতীত স্বরদ্বারা পাদশেষের ইঙ্গিত থাকে। ইহা গুরুবক্তৃগম্য। এজন্য এই সূত্রগ্রন্থের অর্থ সম্প্রদায়লভ্যও বুঝিতে হইবে। সূত্ররচনার নিয়ম ও সম্প্রদায়লব্ধ অর্থ হইতেই সূত্রকারের অভিপ্রেত অর্থ লাভ হয়। এই সূত্র হইতে ১০টী সূত্রদ্বারা এই অধিকরণটী রচিত।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ।২।২।১]

ভাষ্যানুবাদ।

সেইজন্য পরপাদ অর্থাৎ দ্বিতীয়পাদ আরম্ভ করা হইতেছে। আর সম্যগ্‌দর্শনার্থ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের জন্য বেদান্তার্থের নির্ণয় করা হয় বলিয়া সেই বেদান্তার্থনির্ণয়দ্বারা প্রথমে স্বপক্ষস্থাপন করিয়াছেন। যেহেতু তাহা পরপক্ষপ্রত্যাখ্যান হইতে অর্থাৎ পরমতখণ্ডন অপেক্ষা অভ্যর্হিত অর্থাৎ অন্তরঙ্গ।

ভামতী।

স্যাদেতৎ, ইহ হি পাদে স্বতন্ত্রা বেদনিরপেক্ষাঃ প্রধানাদিসিদ্ধিবিষয়াঃ সাংখ্যাদিযুক্তয়ঃ নিরাকরিষ্যন্তে। তৎ অযুক্তম্, অশাস্ত্রাঙ্গত্বাৎ। নহি ইদং শাস্ত্রম্ উচ্ছৃঙ্খলতর্কশাস্ত্রবৎ প্রবৃত্তম্, অপি তু বেদান্তবাক্যানি ব্রহ্মপরাণি ইতি পূর্ব্বপক্ষোত্তরপক্ষাভ্যাং বিনিশ্চেতুম্। তত্র কঃ প্রসঙ্গঃ শুষ্কতর্কবৎ স্বতন্ত্রযুক্তিনিরাকরণস্য, ইত্যত আহ—"যদ্যপি ইদং বেদান্তবাক্যানাম্" ইতি। ন হি বেদান্তবাক্যানি নির্ণেতব্যানি ইতি নির্ণীয়ন্তে, কিন্তু মোক্ষমাণানাং তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদনায়। যথা চ বেদান্তবাক্যেভ্যঃ জগদুপাদানং ব্রহ্ম অবগম্যতে, এবং সাংখ্যাদ্যনুমানেভ্যঃ প্রধানাদ্যচেতনং জগদুপাদানম্ অবগম্যতে। ন চ এতদেব চেতনোপাদানম্ অচেতনোপাদানং চ ইতি সমুচ্চেতুং শক্যং, বিরোধাৎ। ন চ ব্যবস্থিতে বস্তুনি বিকল্পো যুজ্যতে। ন চ আগমবাধিতবিষয়তয়া অনুমানমেব ন উদীয়তে ইতি সাম্প্রতম্। সর্ব্বজ্ঞপ্রণীততয়া সাংখ্যাদ্যাগমস্য বেদাগমতুল্যত্বাৎ, তদ্‌ভাবিতস্য অনুমানস্য প্রতিকৃতিসিংহতুল্যতয়া অবাধ্যত্বাৎ। তস্মাৎ তদ্‌বিরোধাৎ ন ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ বেদান্তানাং সিধ্যতি ইতি ন ততঃ তত্ত্বজ্ঞানং সেদ্ধুম্ অর্হতি। ন চ তত্ত্বজ্ঞানাৎ ঋতে মোক্ষ ইতি স্বতন্ত্রাণাম্ অপি অনুমানানাম্ আভাসীকরণম্ ইহ শাস্ত্রে সঙ্গতমেব ইতি। যদ্যেবং ততঃ পরকীয়ানুমাননিরাস এব কস্মাৎ প্রথমং ন কৃতঃ, ইত্যত আহ—"বেদান্তার্থনির্ণয়স্য চ" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

উদ্দণ্ডৈর্বাহুদণ্ডৈঃ পৃথুতরপরিঘপ্রাংশুভির্ভিন্নগাত্রাঃ, কেচিৎ কেচিচ্চ বজ্রপ্রতিমনখমুখৈর্দীর্ণদেহোপদেহাঃ।
আকর্ণ্যৈকে চ যস্য প্রলয়ঘনঘনধ্বানগম্ভীরনাদং, বিধ্বস্তা দৈত্যমুখ্যাস্তমহমতিবলং শ্রীনৃসিংহং প্রপদ্যে॥
স্ববোধদলিতাবোধতদ্ভূতজগদ্‌ভ্রমম্। সদানন্দঘনাদ্বৈতং পরং ব্রহ্মাস্মি নির্ম্মলম্॥

"স্বতন্ত্রা" ইত্যস্য ব্যাখ্যানং বেদনিরপেক্ষা ইতি। বিলক্ষণত্বাদয়ো হি প্রধানাদিপরত্বেন বেদান্তব্যাখ্যায়াম্ অনুগ্রাহিকাঃ, ইমাস্তু যুক্তয়ঃ স্বাতন্ত্র্যেণ প্রধানাদিসাধিকা ইতি। অনেন আক্ষেপাবসরে এব পাদার্থঃ বিবেচিতঃ। "মোক্ষমাণানাং" মোক্ষম্ ইচ্ছতাম্। মুচেঃ সনন্তস্য লুপ্তাভ্যাসস্য রূপম্। বেদান্তৈরেব জ্ঞানজননাৎ কিং পরপক্ষাক্ষেপেণ? তত্রাহ "যথা চ" ইতি। নমু প্রমাণাবগতানি উপাদানানি জগতি সমুচ্চীয়ন্তাং, তন্তব ইব পটে অত আহ—"ন চ এতদেব" ইতি। চেতনম্ উপাদানম্ অস্য ইতি তথা উক্তম্। বেদো হি ব্রহ্মপ্রণীতঃ, ইতি সাংখ্যাদ্যাগমস্য তত্তুল্যতা। তথাচ কপিলাদ্যাগমো বেদেন ন বাধ্যতে, সিংহ ইব সমবলসিংহান্তরেণ। এবং কপিলাদ্যাগমং দৃষ্ট্বা কৃতম্ অনুমানম্ অপি ন বাধ্যতে, যথা সিংহং দৃষ্ট্বা কৃতে দার্ব্বাদিময়ে প্রতিকৃতিসিংহে দৃশ্যমানায়াঃ ঈদৃশঃ সিংহ ইতি সিংহাকারপ্রতীতেঃ অবাধঃ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

যাউক, এই পাদ "স্বতন্ত্র" অর্থাৎ বেদনিরপেক্ষ, অর্থাৎ বেদের অপেক্ষা না করিয়া প্রধানাদি-সিদ্ধিবিষয়ক, অর্থাৎ যে সকল যুক্তির দ্বারা প্রধানাদির সিদ্ধি হয়, সাংখ্যাদিশাস্ত্রের সেই সকল যুক্তি নিরাকরণ অর্থাৎ খণ্ডন করা হইবে। কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, তাহা অশাস্ত্রাঙ্গ অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রের অঙ্গ নহে। কারণ, এই শাস্ত্র উচ্ছৃঙ্খল অর্থাৎ অপ্রতিষ্ঠিত তর্কশাস্ত্রের মত প্রবৃত্ত হয় নাই, কিন্তু বেদান্তবাক্য-সকলের ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য—ইহা পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষদ্বারা বিশেষ করিয়া নিশ্চয় করিবার জন্য প্রবৃত্ত। অতএব সেস্থলে শুষ্কতর্কের মত (সাংখ্যাদিশাস্ত্রের) স্বতন্ত্রযুক্তি খণ্ডন করিবার প্রসঙ্গ অর্থাৎ সম্বন্ধ কি? এইজন্য বলিতেছেন—"**যদ্যপি ইদম্**" ইত্যাদি। কারণ, বেদান্তবাক্যসকল নির্ণয় অর্থাৎ বিচার করিতে হইবে—এইজন্যই বিচার করা হইতেছে না; কিন্তু যাঁহারা মোক্ষলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইবার জন্য। আর যেমন ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ—ইহা বেদান্তবাক্য হইতে জানা যাইতেছে, এইরূপ সাংখ্যাদিশাস্ত্রের অনুমান হইতে জানা যাইতেছে যে, অচেতনপ্রধানাদি জগতের উপাদানকারণ। আর এই জগৎই চেতনোপাদান এবং অচেতনোপাদান, অর্থাৎ ইহার উপাদানকারণ চেতন ব্রহ্মও বটেন, আবার অচেতন-প্রধানও বটেন, এইরূপ সমুচ্চয় করিতে পারা যায় না; কারণ, চেতন ও অচেতন বিরুদ্ধ বস্তু। আর ব্যবস্থিত অর্থাৎ সিদ্ধ বস্তুতে বিকল্প হইতে পারে না। আর আগমদ্বারা বাধিতবিষয় হয় বলিয়া অনুমানই উদয় হয়

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ।২।২।১]

ভামতীর অনুবাদ।

না—ইহা সঙ্গত নহে। কারণ, সাংখ্যাদিশাস্ত্র সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি কপিলপ্রভৃতির নির্ম্মিত বলিয়া বেদরূপ আগমের সমান, অতএব সাংখ্যাদিশাস্ত্র যে অনুমান বলিয়াছেন, তাহা সিংহের প্রতিমার তুল্য বলিয়া অর্থাৎ সিংহ দেখিয়া তাহার মত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলে তাহাতে প্রকৃত সিংহ ইহার মত এইরূপ প্রতীতির যেমন বাধ হয় না, সেইরূপ বাধিত হইবার যোগ্য নহে। অতএব সেই সকল শাস্ত্রের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া বেদান্তসকলের ব্রহ্মে সমন্বয় সিদ্ধ হয় না, এই হেতু তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না। আর তত্ত্বজ্ঞানব্যতীত মোক্ষ হয় না, অতএব সাংখ্যাদিশাস্ত্রের স্বতন্ত্র অনুমানসকলকেও দোষযুক্ত করা এই শাস্ত্রে নিশ্চয়ই সঙ্গত হইয়াছে। যদি ইহাই হয়, তবে পরকীয় অনুমানখণ্ডনই প্রথমে করেন নাই কেন? এইজন্য বলিতেছেন—**"বেদান্তার্থ-নির্ণয়স্য চ"** ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্।

নন্বু মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধনত্বেন সম্যগ্দর্শননিরূপণায় স্বপক্ষস্থাপনমেব কেবলং কর্ত্তুং যুক্তম্, কিং পরপক্ষনিরাকরণেন পরদ্বেষকরেণ? বাঢ়মেবম্, তথাপি মহাজনপরিগৃহীতানি মহান্তি সাংখ্যাদিতন্ত্রাণি সম্যগ্দর্শনাপদেশেন প্রবৃত্তানি উপলভ্য ভবেৎ কেষাঞ্চিৎ মন্দমতীনাম্ এতান্যপি সম্যগ্দর্শনায় উপাদেয়ানি ইতি অপেক্ষা। তথা যুক্তিগাঢ়ত্ব-সম্ভবেন, সর্ব্বজ্ঞভাষিতত্বাচ্চ শ্রদ্ধা চ তেষু, ইত্যতঃ তদসারতোপপাদনায় প্রযত্যতে।

নন্বু "ঈক্ষতে র্নাশব্দম্" (ব্রঃ সূঃ ১।১।৫) **"কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা"** (ব্রঃ ১।১।১৮)

"এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ" (ব্রঃ ১।৪।২৮) **ইতি চ—**

পূর্ব্বত্রাপি সাংখ্যাদিপক্ষপ্রতিক্ষেপঃ কৃতঃ, কিং পুনঃ কৃতকরণেন ইতি? তদুচ্যতে—সাংখ্যাদয়ঃ স্বপক্ষস্থাপনায় বেদান্তবাক্যান্যপি উদাহৃত্য স্বপক্ষানুগুণ্যেনৈব যোজয়ন্তঃ ব্যাচক্ষতে, তেষাং যদ্-ব্যাখ্যানং তদ্ ব্যাখ্যানাভাসং, ন সম্যক্ ব্যাখ্যানম্ ইতি এতাবৎ পূর্ব্বং কৃতম্, ইহ তু বাক্যনিরপেক্ষঃ স্বতন্ত্রঃ তদ্যুক্তিপ্রতিষেধঃ ক্রিয়তে ইতি এষ বিশেষঃ।

তত্র সাংখ্যাঃ মন্যন্তে, যথা ঘটশরাবাদয়ঃ ভেদাঃ মৃদাত্মনা অন্বীয়মানাঃ মৃদাত্মক-সামান্যপূর্ব্বকা লোকে দৃষ্টাঃ, তথা সর্ব্বে এব বাহ্যাধ্যাত্মিকাঃ ভেদাঃ সুখদুঃখমোহাত্মতয়া অন্বীয়মানাঃ সুখদুঃখমোহাত্মকসামান্যপূর্ব্বকা ভবিতুম্ অর্হন্তি। যৎ তৎ সুখদুঃখ-মোহাত্মকং সামান্যং তৎ ত্রিগুণং প্রধানং মৃদ্বৎ অচেতনং চেতনস্য পুরুষস্য অর্থং সাধয়িতুং স্বভাবেনৈব বিচিত্রেণ বিকারাত্মনা বিবর্ত্ততে ইতি। তথা পরিমাণাদিভিরপি লিঙ্গৈঃ তদেব প্রধানম্ অনুমিমতে।

ভাষ্যানুবাদ।

যদি বল—মুমুক্ষুগণের মোক্ষের সাধন বলিয়া সম্যগ্দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান নিরূপণ করিবার জন্য নিজমত স্থাপন করাই কেবল উচিত, পরবিদ্বেষকর পরপক্ষনিরাকরণ করিয়া কি হইবে? হাঁ, ইহা সত্য বটে। তাহা হইলেও মহাজনপরিগৃহীত অর্থাৎ মহাত্মগণ যাহাকে আদর করেন, এইরূপ মহৎ সাংখ্যাদি শাস্ত্রসকল সম্যগ্দর্শনের উপদেশ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছে মনে করিয়া, এই সকল শাস্ত্রও সম্যগ্দর্শনের জন্য উপাদেয়, অর্থাৎ আদরণীয় বলিয়া কোন কোন মন্দমতি অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির ইহাতে অপেক্ষা অর্থাৎ প্রয়োজনবোধ হইতে পারে। আর যুক্তিগাঢ়ত্ব সম্ভব বলিয়া অর্থাৎ প্রচুরযুক্তিপূর্ণ বলিয়া এবং সর্ব্বজ্ঞভাসিত অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ কপিলপ্রভৃতি মুনিগণ বলিয়াছেন বলিয়া, সেই সকল শাস্ত্রে শ্রদ্ধাও হইতে পারে, এইজন্য তাহাদের অসারতা উপপাদনের জন্য অর্থাৎ তাহাতে কোন উৎকৃষ্ট বিষয় নাই বলিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রযত্ন করা হইতেছে।

যদি বল—**"ঈক্ষতে র্নাশব্দম্"** (১।১।৫) **"কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা"** (১।১।১৮)

"এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ" (১।৪।২৮) ইত্যাদি

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রেও সাংখ্যাদিপক্ষের প্রতিক্ষেপ অর্থাৎ সাংখ্যাদিমতের খণ্ডন করা হইয়াছে, কৃতকরণ করিয়া আর কি হইবে? অর্থাৎ যাহা করা হইয়াছে, তাহা পুনর্ব্বার করিয়া কি হইবে? তাহা হইলে বলিতেছি—

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ।২।২।১]

ভাষ্যানুবাদ।

সাংখ্যাদি আচার্য্যগণ স্বপক্ষস্থাপনের জন্য বেদান্তবাক্যসকলও উল্লেখ করিয়া স্বপক্ষের আনুগুণ্যে অর্থাৎ নিজমতের অনুকূলেই যোজনা করিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের যে ব্যাখ্যা, তাহা ব্যাখ্যানাভাস অর্থাৎ দোষযুক্ত ব্যাখ্যা, নির্দ্দোষ ব্যাখ্যা নহে, এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বে করা হইয়াছে; কিন্তু এখানে বাক্যনিরপেক্ষ অর্থাৎ বেদান্তবাক্যের অপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাদের (স্বাধীনবুদ্ধিদ্বারা কল্পিত) যুক্তি সকলের প্রতিষেধ অর্থাৎ নিরাস করা হইতেছে—ইহাই বিশেষ।

তাঁহাদের মধ্যে সাংখ্যাচার্য্যগণ মনে করেন—যেমন ঘটশরাবাদি ভেদসকল, অর্থাৎ বিভিন্ন বিকারসকল মৃত্তিকারূপে অন্বীয়মান হইয়া অর্থাৎ মৃত্তিকারূপে অনুগত হইয়া মৃত্তিকারূপ সামান্যপূর্ব্বক হয়, অর্থাৎ মৃত্তিকারূপ সাধারণ কারণসমুৎপন্ন বলিয়া লোকমধ্যে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সমুদায় বাহ্য ও আধ্যাত্মিক ভেদসকল অর্থাৎ বিভিন্নবস্তু-সকল, সুখদুঃখমোহরূপে অন্বীয়মান হইয়া অর্থাৎ অনুগত হইয়া, সুখদুঃখমোহাত্মকসামান্যপূর্ব্বক হওয়াই উচিত, অর্থাৎ সুখদুঃখমোহরূপ একটী সাধারণ কারণসমুৎপন্ন হওয়াই উচিত। সেই যে সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ সাধারণবস্তু, তাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক প্রধান, আর তাহা মৃত্তিকার মত অচেতন, তাহা চেতন পুরুষের অর্থ অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গরূপ প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য স্বভাবতঃই অর্থাৎ কোনরূপ চেতনকর্তৃক প্রেরিত না হইয়া নানাবিধ মহদহঙ্কারাদি বিকাররূপে বিবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ পরিণত হয়। আর পরিমাণাদি হেতুদ্বারাও তাঁহারা সেই প্রধানেরই অনুমান করেন।

ভামতী।

নমু বীতরাগকথায়াং তত্ত্বনির্ণয়মাত্রম্ উপযুজ্যতে, ন পুনঃ পরপক্ষাধিক্ষেপঃ। স হি সরাগতাম্ আবহতি, ইতি চোদয়তি—"নমু মুমুক্ষূণাম্" ইতি। পরিহরতি—"বাঢ়মেবম্, তথাপি" ইতি। তত্ত্বনির্ণয়াবসানা "বীতরাগকথা"। ন চ পরপক্ষদূষণম্ অন্তরেণ তত্ত্বনির্ণয়ঃ শক্যঃ কর্ত্তুম্ ইতি তত্ত্বনির্ণয়ায় বীতরাগেণাপি পরপক্ষঃ দূষ্যতে, ন তু পরপক্ষতয়া, ইতি ন বীতরাগকথাত্বব্যাহতিঃ ইত্যর্থঃ।

পুনরুক্ততাং পরিচোদ্য সমাধত্তে—"নমু ঈক্ষতেঃ" ইতি। "তত্র সাংখ্যা" ইতি। (যানি হি যেন রূপেণ আ স্থৌল্যাৎ আ চ সৌক্ষ্ম্যাৎ সমন্বীয়ন্তে, তানি তৎকারণানি দৃষ্টানি, যথা ঘটাদয়ঃ রুচকাদয়শ্চ আ স্থৌল্যাৎ আ চ সৌক্ষ্ম্যাৎ মৃৎসুবর্ণান্বিতাঃ তৎকারণাঃ, তথাচ ইদং বাহ্যম্ আধ্যাত্মিকং চ ভাবজাতং সুখদুঃখমোহাত্মনা অন্বিতম্ উপলভ্যতে, তস্মাৎ তৎ অপি সুখদুঃখ-মোহাত্মসামান্যকারণকং ভবিতুম্ অর্হতি। তত্র জগৎকারণস্য যা ইয়ং সুখাত্মতা, তৎ সত্ত্বং, যা দুঃখাত্মতা তৎ রজঃ, যা চ মোহাত্মতা তৎ তমঃ, ইতি ত্রৈগুণ্যকারণসিদ্ধিঃ।)

তথাহি প্রত্যেকং ভাবাঃ ত্রৈগুণ্যবন্তঃ অনুভূয়ন্তে। যথা মৈত্রদারেষু পদ্মাবত্যাং মৈত্রস্য সুখম্, তৎ কস্য হেতোঃ? তং প্রতি সত্ত্বগুণসমুদ্ভবাৎ। তৎসপত্নীনাং চ দুঃখং, তৎ কস্য হেতোঃ? তাঃ প্রতি অস্যা রজোগুণসমুদ্ভবাৎ। চৈত্রস্য তু স্ত্রৈণস্য তাম্ অবিন্দতঃ মোহঃ বিষাদঃ, তৎ কস্য হেতোঃ, তং প্রতি অস্যাঃ তমোগুণসমুদ্ভবাৎ। পদ্মাবত্যা চ ভাবাঃ ব্যাখ্যাতাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বং সুখদুঃখমোহান্বিতং জগৎ তৎকারণং গম্যতে। তচ্চ ত্রিগুণং প্রধানম্। প্রধীয়তে ক্রিয়তে অনেন জগৎ ইতি, প্রধীয়তে নিধীয়তে অস্মিন্ প্রলয়সময়ে জগৎ ইতি বা প্রধানম্। তচ্চ মৃৎসুবর্ণবৎ অচেতনং চেতনস্য পুরুষস্য ভোগাপবর্গলক্ষণম্ অর্থং সাধয়িতুং স্বভাবত এব প্রবর্ত্ততে, ন তু কেনচিৎ প্রবর্ত্ত্যতে। তথাচ আহুঃ—

"পুরুষার্থ এব হেতুর্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্" (সাংখ্য কাঃ ৩১) ইতি

"পরিমাণাদিভিঃ" ইত্যাদিগ্রহণেন

* * * "শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।

কারণকার্য্যবিভাগাদবিভাগাদ্ বৈশ্বরূপ্যস্য" ॥ ইতি (সাংখ্যকাঃ ১৫)

অব্যক্তসিদ্ধিহেতবঃ গৃহ্যন্তে। এতাংশ্চ উপরিষ্টাৎ ব্যাখ্যায় নিরাকরিষ্যতে ইতি।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ।২।২।১]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

চেতনপ্রকৃতিকং জগৎ ইতি প্রতিপাদকস্য বেদস্য প্রতিরোধকম্ অনুমানম্ আহ—"যানি হি" ইতি। সংযোগাদৌ ব্যভিচারবারণার্থম্ "আ স্থৌল্যাৎ" ইতি উক্তম্। সংযোগাদয়ো হি ন স্থূলপিণ্ডাৎ আরভ্য কণপর্যান্তম অনুযন্তি। কুম্ভোপাদানত্বং সত্ত্বাদিগুণাশ্রিতং মৃদ্গতত্বাৎ সত্ত্ববৎ ইতি চ বক্রনীত্যা অনুমানম্। নন্ু "সুপং ঘটঃ" ইত্যাদ্যনুপলম্ভাৎ কথং তদাত্মত্বেন অনুগতিঃ, অতঃ আহ -"উপলভ্যতে" ইতি। ঘটবিষয়া হি বুদ্ধিঃ তম্ অনুকূলং প্রতিকূলং বা গোচরয়তি ইতি অস্তি এব অনুগতিঃ ইত্যর্থঃ। অন্বিতত্বাৎ এব সুখদুঃখমোহাত্মকং সামান্যম্। সুখদুঃখাদ্যারব্ধত্বেঽপি জগতঃ কথং সত্ত্বাদ্যাত্মকপ্রধানারভ্যত্বম্ অত আহ—"তত্র" ইতি; যা ইয়ং জগৎকারণস্য কার্য্যবশোন্নীতা সুখাদ্যাত্মতা সা সত্ত্বম্ ইত্যর্থঃ। বিধেয়াপেক্ষয়া নপুংসকপ্রয়োগঃ। "উপলভ্যতে" ইতি যৎ উক্তং তৎ ব্যক্তীকরোতি -"তথাহি" ইতি। নিরন্তরতরত্বম্ অধ্যান্তবনে অনেকান্তবারণায় "প্রত্যেকম্" ইতি উক্তম্। নন্ু চেতনোপকারকত্বেন তং প্রতি গুণীভূতগুণত্রয়স্য কথং প্রধানত্বম্ অত আহ—"তচ্চ ত্রিগুণম্" ইতি। চেতনং প্রতি গুণভূতস্যাপি গুণত্রয়স্য সিদ্ধান্তসিদ্ধমায়য়া বৈলক্ষণ্যম্ আহ—"ন তু কেনচিৎ" ইতি। করণম্ ইন্দ্রিয়ম্ কেনচিৎ চেতনেন ন কার্য্যতে ন প্রেৰ্য্যতে. কিন্তু করণানাং প্রবৃত্তৌ অনাগতাবস্থোপভোগাপবর্গরূপঃ পুরুষার্থ এব হেতুঃ, স চ ন্যায়ঃ গুণানাম্ অপি তুল্যঃ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

যদি বল, বীতরাগকথায় অর্থাৎ যাঁহাদের রাগ অর্থাৎ আসক্তি নষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের অর্থাৎ সন্ন্যাসী-দিগের বাদবিচারে কেবল তত্ত্বনির্ণয়ই উপযোগী হয়, কিন্তু পরপক্ষের অধিক্ষেপ অর্থাৎ নিন্দা উপযোগী হয় না; কারণ, তাহা অর্থাৎ সেই অধিক্ষেপ সরাগতা অর্থাৎ বিষয়াসক্তি আনিয়া দেয়—ইহাই **"নন্বু মুমুক্ষূণাং"** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন। **"বাঢ়মেবং, তথাপি"** এই গ্রন্থদ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন, অর্থাৎ তাহা সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও এস্থলে পরপক্ষদূষণ দোষাবহ নহে। বীতরাগকথা অর্থাৎ সন্ন্যাসীর বাদবিচার তত্ত্বনির্ণয় করিয়া অবসানপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুর নিশ্চয় করিয়া দিয়া শেষ হইয়া যায়। আর পরমতখণ্ডন ব্যতীত তত্ত্বনিশ্চয় করিতে পারা যায় না, অতএব তত্ত্বনির্ণয় করিবার জন্য বীতরাগকর্ত্তৃকও পরমতে দোষ দিতে হয়। কিন্তু পরমত বলিয়া নহে, অর্থাৎ পরমত বলিয়াই পরমতে দোষ দেওয়া হয় না। এইজন্য ইহার অর্থাৎ পরপক্ষখণ্ডনের বীতরাগকথাত্বের কোন ব্যাঘাত হইল না, অর্থাৎ পরপক্ষখণ্ডন তত্ত্বনির্ণয়ের উপযোগী বলিয়া বীতরাগ কথা হইতে পারিল।

"নন্বু ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা ইহা পুনরুক্ত হইতেছে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধান করিতেছেন। **"তত্র সাংখ্যা"** ইত্যাদি ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল বস্তু যে রূপের সহিত অর্থাৎ যে বস্তুর সহিত স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত সমন্বিত হয়, অর্থাৎ রীতিমতভাবে অনুগত হয়, সে সকল বস্তু তৎকারণ অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ঘট ও রুচকাদি-অর্থাৎ ঘট ও কণ্ঠহার প্রভৃতি বস্তুসকল স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত যথাক্রমে মৃত্তিকা ও সুবর্ণের দ্বারা অন্বিত অর্থাৎ অনুগত হয়, অতএব তাহারা তৎকারণ হয়, অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক ভাবজাত অর্থাৎ বস্তুসমূহ, সুখ, দুঃখ ও মোহরূপ বস্তুর দ্বারা অনুগত—ইহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়, অতএব তাহাও সুখদুঃখমোহরূপ সাধারণ কারণ হইতে উৎপন্ন—এইরূপ হওয়াই উচিত। তন্মধ্যে জগৎকারণের যে সুখস্বরূপতা, তাহা সত্ত্বগুণ; যাহা দুঃখস্বরূপতা, তাহা রজোগুণ এবং যাহা মোহস্বরূপতা, তাহা তমোগুণ—এই প্রকারে ত্রৈগুণ্যের কারণতা সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণ যে জগৎ-কারণ তাহা সিদ্ধ হইল।

যথা—প্রত্যেক ভাবসকল অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই ত্রৈগুণ্যবন্ত অর্থাৎ তিন গুণযুক্ত বলিয়া অনুভব হয়, যেমন মৈত্রের পত্নীসকলের মধ্যে পদ্মাবতীতে মৈত্রের সুখ হয়। কেন তাহা হয়? কারণ, তাহার প্রতি সত্ত্বগুণের সমুদ্ভব হয়, অর্থাৎ তাহাকে দেখিলে সত্ত্বগুণের উদয় হয়। আর তাহার সপত্নীগণের দুঃখ হয়। কেন তাহা হয়? তাহার কারণ, তাহাদের প্রতি ইহার রজোগুণের সমুদ্ভব হয়; এবং সেই পদ্মাবতীকে না পাইয়া চৈত্রের মোহ অর্থাৎ বিষাদ হয়। কেন তাহা হয়? তাহার কারণ, চৈত্রের প্রতি পদ্মাবতীর তমোগুণের সমুদ্ভব হয়। পদ্মাবতীর দৃষ্টান্তদ্বারা সকল বস্তুর কথাই বলা হইল। অতএব সুখ দুঃখ ও মোহযুক্ত সমস্ত জগৎ সুখ দুঃখ ও মোহরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—ইহা বুঝা যাইতেছে। আর সেই কারণটী সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক প্রধান বস্তু। প্রধান অর্থ—প্রধীয়তে অর্থাৎ ইহা কর্ত্তৃক জগৎ সৃষ্ট হয় এইজন্য ইহাকে প্রধান বলা হয়, অথবা প্রলয়কালে ইহাতে জগৎ সূক্ষ্মভাবে প্রধীয়তে অর্থাৎ থাকে, এইজন্য ইহাকে প্রধান বলে। আর তাহা মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদির মত অচেতন, চেতন পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষরূপ প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য স্বভাববশতঃই প্রবৃত্তিযুক্ত হয়, কিন্তু কোন ব্যক্তিকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় না। যথা—সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন—

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ।২।২।১]

ভামতীর অনুবাদ।

[স্বাং স্বাং প্রতিপদ্যন্তে পরস্পরাকূতহেতুকাং বৃত্তিম্।]

পুরুষার্থ এব হেতু র্ন কেনচিৎ কার্য্যতে করণম্ ॥৩১ (সাং কাঃ ৩১)

পুরুষার্থই অর্থাৎ অনাগতাবস্থ ভোগ ও অপবর্গই করণ অর্থাৎ প্রকৃতির প্রবৃত্তির প্রতি হেতু, করণকে কেহই প্রবৃত্ত করে না। **"পরিণামাদিভিঃ"** এই আদিপদ উল্লেখদ্বারা—

["ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ] শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ"।

"কারণকার্য্যবিভাগাদবিভাগাদ্ বৈশ্বরূপ্যস্য" ॥ (সাং কাঃ ১৫)

ইত্যাদি অব্যক্তসিদ্ধির হেতুসমূহ গ্রহণ করা হইতেছে। এ গুলিকেও পরে ব্যাখ্যা করিয়া খণ্ডন করিব।

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্র বদামঃ—যদি দৃষ্টান্তবলেনৈব এতন্নিরূপ্যেত, ন অচেতনং লোকে চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং কিঞ্চিদ্বিশিষ্টপুরুষার্থনির্বর্ত্তনসমর্থান্ বিকারান্ বিরচয়ৎ দৃষ্টম্। গেহপ্রাসাদ-শয়নাসনবিহারভূম্যাদয়ো হি লোকে প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ শিল্পিভিঃ যথাকালং সুখদুঃখপ্রাপ্তি-পরিহারযোগ্যাঃ রচিতাঃ দৃশ্যন্তে। তথা ইদং জগৎ অখিলং পৃথিব্যাদি নানাকর্ম্ম-ফলোপভোগযোগ্যং বাহ্যম্, আধ্যাত্মিকং চ শরীরাদি নানাজাত্যন্বিতং প্রতিনিয়তাবয়ব-বিন্যাসম্ অনেককর্ম্মফলানুভবাধিষ্ঠানং দৃশ্যমানং প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ সম্ভাবিততমৈঃ শিল্পিভিঃ মনসাঽপি আলোচয়িতুম্ অশক্যং সৎ, কথম্ অচেতনং প্রধানং রচয়েৎ? লোষ্ট-পাষাণাদিষু অদৃষ্টত্বাৎ। মৃদাদিষু অপি কুম্ভকারাদ্যধিষ্ঠিতেষু বিশিষ্টাকারা রচনা দৃশ্যতে, তদ্বৎ প্রধানস্যাপি চেতনান্তরাধিষ্ঠিতত্বপ্রসঙ্গঃ।

ন চ মৃদাদ্যুপাদানস্বরূপব্যপাশ্রয়েণৈব ধর্ম্মেণ মূলকারণম্ অবধারণীয়ং, ন বাহ্য-কুম্ভকারাদিব্যপাশ্রয়েণ, ইতি কিঞ্চিৎ নিয়ামকম্, অস্তি। ন চ এবং সতি কিঞ্চিৎ বিরুধ্যতে, প্রত্যুত শ্রুতিঃ অনুগৃহ্যতে; চেতনকারণসমর্পণাৎ। অতঃ রচনানুপপত্তেশ্চ হেতোঃ ন অচেতনং জগৎকারণম্ অনুমাতব্যম্ ভবতি। অন্বয়াদ্যনুপপত্তেশ্চ ইতি। চ-শব্দেন হেতোঃ অসিদ্ধিং সমুচ্চিনোতি। ন হি বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানাং সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া অন্বয় উপপদ্যতে, সুখাদীনাং চ আন্তরত্বপ্রতীতেঃ, শব্দাদীনাং চ অতদ্রূপত্বপ্রতীতেঃ, তন্নিমিত্তত্বপ্রতীতেশ্চ। শব্দাদ্যবিশেষেঽপি চ ভাবনাবিশেষাৎ সুখাদিবিশেষোপলব্ধেঃ। তথা পরিমিতানাং ভেদানাং মূলাঙ্কুরাদীনাং সংসর্গপূর্ব্বকত্বং দৃষ্ট্বা বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানাং পরিমিতত্বাৎ সংসর্গপূর্ব্বকত্বম্ অনুমিমানস্য সত্ত্বরজস্তমসামপি সংসর্গপূর্ব্বকত্ব-প্রসঙ্গঃ, পরিমিতত্বাবিশেষাৎ। কার্য্যকারণভাবস্তু প্রেক্ষাপূর্ব্বকনির্ম্মিতানাং শয়নাসনাদীনাং দৃষ্ট, ইতি ন কার্য্যকারণভাবাৎ বাহ্যাধ্যাত্মিকানাং ভেদানাম্ অচেতনপূর্ব্বকত্বং শক্যং কল্পয়িতুম্।১

ভাষ্যানুবাদ।

সাংখ্যের এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে আমরা বলি—আপনারা যদি কেবল দৃষ্টান্তবলেই ইহা নিরূপণ করেন, অর্থাৎ প্রধানকে জগতের মূলকারণ বলিয়া স্থির করেন, তাহা হইলে চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত অর্থাৎ পরিচালিত না হইয়া কোনও অচেতন বস্তু স্বতন্ত্রভাবে বিশিষ্টপুরুষার্থনির্ব্বর্ত্তনসমর্থ বিকারসমূহ, অর্থাৎ পুরুষের বিশেষ প্রয়োজন সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় এরূপ কোন কার্য্যসমূহ বিরচিত করে, ইহা লোকে দেখা যায় না। কারণ, জগতে দেখা যায় যে, গৃহ প্রাসাদ অর্থাৎ অট্টালিকা, শয়ন অর্থাৎ খাট, আসন ও বিহারভূমি অর্থাৎ উদ্যান ভবন প্রভৃতি, প্রজ্ঞাবানকর্ত্তৃক অর্থাৎ বিশেষবিবেচনাসম্পন্ন শিল্পিগণকর্ত্তৃক যথাকালে সুখপ্রাপ্তির ও

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ।২।২।১]

ভাষ্যানুবাদ।

দুঃখপরিহারের যোগ্যরূপে অর্থাৎ উপযুক্ত করিয়া রচিত হয়; সেইরূপ এই অখিল জগৎ, পুণ্যপাপাদি নানাবিধ কর্ম্ম এবং সুখদুঃখরূপ ফলভোগের যোগ্য বাহ্যিক পৃথিবী ইত্যাদি, এবং মনুষ্যত্বাদি নানাবিধ জাতিযুক্ত প্রতিনিয়ত অর্থাৎ হস্তপদাদি বিভিন্ন অবয়বযুক্ত, এবং অনেক কর্ম্ম ও তাহার ফলভোগের আশ্রয়রূপে দৃশ্যমান—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান যে শরীরাদি, যাহা প্রজ্ঞাবান্ অর্থাৎ অতি বিচক্ষণ, এবং সম্ভাবিততম অর্থাৎ অতিবিখ্যাত শিল্পিগণ মনে মনেও আলোচনা করিতে সমর্থ হয় না, তাহাকে অচেতন প্রকৃতি কি করিয়া নির্ম্মাণ করিবে? কারণ, ইষ্টক বা পাষাণ ইত্যাদিতে তাহা দেখা যায় না। কুম্ভকারাদি পরিচালিত মৃত্তিকাপ্রভৃতিতে ঘট শরাব ইত্যাদি বিশেষ আকারযুক্ত রচনা যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপ অচেতন-প্রধানেরও কোন চেতনকর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়া উচিত।

আর মৃত্তিকাদি যে উপাদানস্বরূপ অর্থাৎ উপাদানকারণ, তাহার আশ্রিত অর্থাৎ স্বাভাবিক যে ধর্ম্ম, অর্থাৎ অচেতনত্ব, অর্থাৎ তাহার দ্বারা মূলকারণ অর্থাৎ প্রকৃতিকে অনুমান করিতে হইবে। (কিন্তু) বাহ্যিক অর্থাৎ তদ্ভিন্ন কুম্ভকারাদি সাপেক্ষ অর্থাৎ ঔপাধিক চেতনাধিষ্ঠিতত্বধর্ম্মদ্বারা অনুমান করা হইবে না—এরূপ কোন নিয়ামক নাই।

আর এরূপ হইলে কোন কিছু বিরুদ্ধও হয় না, বরং শ্রুতিই অনুগৃহীত হন, অর্থাৎ শ্রুতির অনুসরণ করা হয়, কারণ, শ্রুতি চেতনকে জগৎকারণ বলিয়া সমর্পণ অর্থাৎ উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব রচনার অনুপপত্তিরূপ হেতুবশতঃ অচেতন প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিয়া অনুমান করা উচিত হয় না। জগতে সুখদুঃখাদির অন্বয় অসঙ্গত বলিয়া সূত্রোক্ত "চ" শব্দদ্বারা "সমন্বয়" হেতুর অসিদ্ধিকে সমুচ্চয় করিতেছেন অর্থাৎ সমন্বয়ত্ব হেতুটী জগদ্রূপ পক্ষে নাই—ইহাই বলিতেছেন। কারণ, বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক ভেদ সকলের অর্থাৎ বিকার সকলের সুখ দুঃখ ও মোহরূপে অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ হওয়া সঙ্গত হয় না, যেহেতু সুখাদি আন্তর অর্থাৎ মনের ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হয়; আর শব্দাদির অতদ্রূপত্ব প্রতীত হয়, অর্থাৎ শব্দাদি সুখদুঃখাদিস্বরূপ নয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহাদের নিমিত্তত্ব অর্থাৎ তাহাদিগকে সুখদুঃখাদির কারণ বলিয়াই বোধ হয়।

আর শব্দাদির কোন বিশেষ অর্থাৎ তারতম্য না থাকিলেও বিশেষ ভাবনা অর্থাৎ সংস্কারবশতঃ বিভিন্ন সুখদুঃখাদির জ্ঞান হয়। সেইরূপ মূল ও অঙ্কুরাদি পরিমিত বিকার সকল সম্বন্ধপূর্ব্বক অর্থাৎ অনেকের মিলন-জন্য হয় দেখিয়া বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বিকার সকল পরিমিত বলিয়া তাহারাও সম্বন্ধপূর্ব্বক, অর্থাৎ অনেকের মিলনবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া যিনি অনুমান করেন, তাঁহার মতে সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণেরও সম্বন্ধপূর্ব্বকত্ব হইয়া পড়ে। কারণ, তাহারাও পরিমিত। কার্য্যকারণভাব কিন্তু, পুরুষের বিবেচনাপূর্ব্বক নির্ম্মিত হয় যে খাট ও আসন প্রভৃতি বস্তুসকল, তাহাদেরই দেখা যায়। অতএব কার্য্যকারণরূপ হেতুবশতঃ বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক বিকার সকল যে অচেতনপূর্ব্বক অর্থাৎ অচেতনপ্রধান হইতে উৎপন্ন, তাহা অনুমান করিতে পার না।১

ভামতী।

তদেতৎ প্রধানানুমানং দূষয়তি—"তত্র বদাম" ইতি। যদি তাবৎ অচেতনং প্রধানম্ অনধিষ্ঠিতং চেতনেন প্রবর্ত্ততে, স্বভাবত এব ইতি সাধ্যতে, তৎ অযুক্তং, সমন্বয়াদেঃ হেতোঃ চেতনানধিষ্ঠিতত্ববিরুদ্ধচেতনাধিষ্ঠিতত্বেন মৃৎসুবর্ণাদৌ দৃষ্টান্তধর্ম্মিণি ব্যাপ্তেঃ উপলব্ধেঃ বিরুদ্ধত্বাৎ। নহি মৃৎসুবর্ণদার্ব্বাদয়ঃ কুলালহেমকাররথকারাদিভিঃ অনধিষ্ঠিতাঃ কুম্ভরুচকরথাদি উপাদদতে। তস্মাৎ কৃতকত্বমিব নিত্যত্বসাধনায় প্রযুক্তং, সাধ্যবিরুদ্ধেন ব্যাপ্তং বিরুদ্ধম্, এবং সমন্বয়াদি চেতনানধিষ্ঠিতত্বে সাধ্যে, ইতি রচনানুপপত্তেঃ ইতি দর্শিতম্।

যদি উচ্যেত দৃষ্টান্তধর্ম্মিণি অচেতনং তাবৎ উপাদানং দৃষ্টং, তত্র যদ্যপি তৎ চেতনপ্রযুক্তমপি দৃশ্যতে, তথাপি তৎপ্রযুক্তত্বং হেতোঃ অপ্রযোজকং বহিরঙ্গত্বাৎ, অন্তরঙ্গং তু অচৈতন্যমাত্রম্ উপাদানানুগতং হেতোঃ প্রযোজকম্। যথাহুঃ—

"ব্যাপ্তেশ্চ দৃশ্যমানায়াঃ কশ্চিৎ ধর্ম্মঃ প্রযোজকঃ", ইতি।

তত্রাহ—"ন চ মৃদাদি" ইতি। স্বভাবপ্রতিবন্ধাৎ হি ব্যাপ্যং ব্যাপকম্ অবগময়তি। স চ স্বভাবপ্রতিবন্ধঃ শঙ্কিতসমারোপিতোপাধিনিরাসে সতি নিশ্চীয়তে। তন্নিশ্চয়শ্চ অন্বয়ব্যতি-

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ।২।২।১]

ভামতী।

রেকয়োঃ আযততে। তৌ চ অন্বয়ব্যতিরেকৌ ন তথা উপাদানাচৈতন্যে যথা চেতনপ্রযুক্তত্বে অতিপরিস্ফুটৌ। তৎ অলম্ অত্র অন্তরঙ্গত্বেন, ইতি ভাবঃ। এবমপি চেতনপ্রযুক্তত্বং ন অভ্যুপেয়েত, যদি প্রমাণান্তরবিরোধো ভবেৎ, প্রত্যুত শ্রুতিঃ অনুগুণতরা অত্র ইতি আহ—"ন চ এবং সতি" ইতি। চ-কারেণ সুখদুঃখাদিসমন্বয়লক্ষণস্য হেতোঃ অসিদ্ধত্বং সমুচ্চিনোতি ইতি আহ—"অন্বয়াদ্যনুপপত্তেশ্চ" ইতি। (আন্তরাঃ খলু অমী সুখদুঃখমোহবিষাদাঃ বাহ্যেভ্যঃ চন্দনাদিভ্যঃ অতিবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়প্রবেদনীয়েভ্যঃ ব্যতিরিক্তাঃ অধ্যক্ষম্ ঈক্ষ্যন্তে। যদি পুনঃ এতে এব সুখদুঃখাদিস্বভাবাঃ ভবেয়ুঃ ততঃ স্বরূপত্বাৎ হেমন্তেঽপি চন্দনঃ সুখঃ স্যাৎ। ন হি চন্দনঃ কদাচিৎ অচন্দনঃ। তথা নিদাঘেষু অপি কুঙ্কুমপঙ্কঃ সুখঃ ভবেৎ। ন হি অসৌ কদাচিৎ অকুঙ্কুমপঙ্কঃ ইতি। এবং কণ্ঠকঃ ক্রমেলকস্য সুখ ইতি মনুষ্যাদীনামপি প্রাণভৃতাং সুখঃ স্যাৎ। ন হি অসৌ কাংশ্চিৎ প্রতি এব কণ্টকঃ ইতি। তস্মাৎ অসুখাদিস্বভাবাঃ অপি চন্দনকুঙ্কুমাদয়ঃ জাতি-কালাবস্থাদ্যপেক্ষয়া সুখদুঃখাদিহেতবঃ, ন তু স্বয়ং সুখাদিস্বভাবা ইতি রমণীয়ম্।) তস্মাৎ সুখাদি-রূপসমন্বয়ঃ ভাবানাম্ অসিদ্ধ ইতি ন অনেন তদ্রূপং কারণম্ অব্যক্তম্ উন্নীয়তে ইতি। তৎ ইদম্ উক্তম্—"শব্দাদ্যবিশেষেঽপি চ ভাবনাবিশেষাৎ" ইতি। ভাবনা বাসনা সংস্কারঃ তদ্বিশেষাৎ। করভজন্মসম্বর্ত্তকং হি কর্ম্ম করভোচিতাম্ এব ভাবনাম্ অভিব্যনক্তি, যথা অস্মৈ কণ্টকাঃ এব রোচন্তে। এবম্ অন্যত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। পরিণামাৎ ইতি সাংখ্যীয়ং হেতুম্ উপন্যস্যতি—"তথা পরিমিতানাং ভেদানাম্" ইতি। সংসর্গপূর্ব্বকত্বে হি সংসর্গস্য একস্মিন্ অদ্বয়ে অসম্ভবাৎ নানাত্বৈকার্থসমবেতত্বস্য নানাকারণানি সংসৃষ্টানি কল্পনীয়ানি, তানি চ সত্ত্বরজস্তমাংসি এব ইতি ভাবঃ। তৎ এতৎ পরিমিতত্বং সাংখ্যীয়রাদ্ধান্তালোচনেন অনৈকান্তিকম্ ইতি দূষয়তি—"সত্ত্বরজ-স্তমসাম্" ইতি। যদি তাবৎ পরিমিতত্বম্ ইয়ত্তা, সা নভসোঽপি নাস্তি ইতি অব্যাপকঃ হেতুঃ পরিমাণাৎ ইতি। অথ ন যোজনাদিমিতত্বং পরিমাণম্ ইয়ত্তাং নভসঃ ক্রমঃ, কিন্তু অব্যাপিতাম্। অব্যাপি চ নভঃ তন্মাত্রাদেঃ। নহি কার্য্যং কারণব্যাপি, কিন্তু কারণং কার্য্যব্যাপি ইতি পরিমিতং নভঃ তন্মাত্রাদ্যব্যাপিত্বাৎ। হন্ত সত্ত্বরজঃস্তমাংসি অপি ন পরস্পরং ব্যাপ্নুবন্তি, ন চ তত্ত্বান্তর-পূর্ব্বকত্বম্ এতেষাম্ ইতি ব্যভিচারঃ। ন হি যথা তৈঃ কার্য্যজাতম্ আবিষ্টম্ এবং তানি পরস্পরং বিশন্তি, মিথঃ কার্য্যকারণভাবাভাবাৎ। পরস্পরসংসর্গস্তু আবেশঃ চিতিশক্তৌ নাস্তি। (ন হি চিতিশক্তিঃ কূটস্থনিত্যা তৈঃ সংসৃজ্যতে, ততশ্চ তদব্যাপকাঃ গুণা ইতি পরিমিতাঃ। এবং চিতি-শক্তিরপি গুণৈঃ অসংসৃষ্টা ইতি সাপি পরিমিতা ইতি অনৈকান্তিকত্বং পরিমিতত্বস্য হেতোঃ ইতি। তথা কার্য্যকারণবিভাগোঽপি সমন্বয়বৎ বিরুদ্ধঃ ইতি আহ—"কার্য্যকারণভাবস্তু" ইতি।১)

বেদান্তকল্পতরুঃ।

নন্বনুমানাৎ অচেতনোপাদানত্বে জগতঃ সিদ্ধে জগদুপাদানস্য চেতনাধিষ্ঠিতত্বাপত্ত্যা কিং দূষণম্ উক্তং ভবতি? সাধ্যসিদ্ধিম্ অঙ্গীকৃত্য দৃষ্টান্তদৃষ্টধর্ম্মান্তরসঞ্চারো হি উৎকর্ষসমাজাতিঃ স্যাৎ, যথা—যদি কৃতকত্বেন ঘটবৎ অনিত্যঃ শব্দঃ, তর্হি তদ্বৎ মূর্ত্তঃ স্যাৎ ইতি, তত্রাহ—"যদি তাবৎ" ইতি। অয়ম্ অত্র দূষণাভিপ্রায়ঃ কিং গুণত্রয়ং চেতনানধিষ্ঠিতম্ উপাদানং সাধ্যতে, উত তস্য উপাদানত্বমাত্রম্। আদ্যে বিরুদ্ধত্বং, দ্বিতীয়ে সিদ্ধসাধনং, ত্রিগুণমায়ায়া ঈশ্বরাধিষ্ঠিতায়াঃ প্রকৃতিত্বেষ্টেঃ ইতি। মূর্ত্তত্বাপাদনাৎ বৈষম্যম্ আহ—"ব্যাপ্তেঃ" ইতি। কৃতকত্বং হি ন ব্যাপ্তম্ ইত্যর্থঃ। "উপাদদতে" উৎপাদয়ন্তি কৃতকত্বমিব বিরুদ্ধম্ ইতি অন্বয়ঃ। ইব শব্দঃ যথা-শব্দসমানার্থঃ উপমামাত্রপরঃ ন তু উপমীয়মানপরঃ, এবং শব্দস্য পৃথক্ প্রয়োগাৎ। যদি সত্ত্বাদ্যন্বিতত্বাৎ জগৎ তৎপ্রকৃতিকং মৃদন্বিতকুম্ভবৎ, তর্হি তৎ চেতনাধিষ্ঠিতং তৎপ্রকৃতিকং স্যাৎ তত এব তদ্বৎ এব ইতি উক্তম্। তত্র উপাধিম্ আশঙ্কতে—"যদি উচ্যেত" ইতি। যথা একস্মিন্ সাধ্যে সাধনদ্বয়-সন্নিপাতে সতি একতরসাধনপ্রযুক্তা ব্যাপ্তিঃ ইতরত্র আরোপ্যতে ইতি সোপাধিকতা, তৎ যথা নিষিদ্ধত্বপ্রযুক্তা ব্যাপ্তিঃ অধর্ম্মত্বস্য হিংসাত্বে সমারোপ্যতে, এবম্ একস্মিন্ সাধনে সমন্বয়াদৌ প্রকৃতিগতাচেতনত্বচেতনাধিষ্ঠিতত্বরূপসাধ্যদ্বয়বত্যান্তরঙ্গা চেতনত্বপ্রযুক্তা হেতু-সাধ্যয়োঃ ব্যাপ্তিঃ বহিরঙ্গচেতনাধিষ্ঠিতত্বে সমারোপ্যতে ইতি ভবতি সাধ্যম্ অপি সোপাধিকম্ ইত্যর্থঃ। কশ্চিৎ ধর্ম্ম অন্তরঙ্গত্বাদিঃ। ন অন্তরঙ্গবহিরঙ্গত্বকৃতে ব্যাপকত্বে, কিন্তু অব্যভিচারকৃতে, অন্তরঙ্গস্যাপি মহানসাদিস্বরূপস্য ব্যভিচারাৎ ধূমবত্বং প্রতি অব্যাপকত্বাৎ বহিরঙ্গস্যাপি বহ্নিসংযোগস্য অব্যভিচারেণ ব্যাপকত্বাৎ ইতি মত্বা পরিহরতি—"স্বভাবে"তি। স্বভাবপ্রতিবদ্ধাম্ অনৌপাধিকত্বেন সম্বন্ধম্। নন্বু স্বভাবসম্বন্ধোঽপি অন্তরঙ্গত্বাৎ জ্ঞেয়ঃ তত্রাহ—"স চ" ইতি। সাধনাব্যাপকঃ উপাধিঃ যথা প্রপঞ্চঃ সত্যঃ প্রতিভাসমানত্বাৎ ইত্যত্র

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ।২।২।১]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ব্রহ্মবৎ ইত্যত্র চেতনত্বম্ উপাধিঃ। অয়ং হি সাধ্যব্যাপকঃ সত্যব্রহ্মব্যাপনাৎ। ন চ সাধনব্যাপকঃ পক্ষে সাধনবতি অপি অপ্রবৃত্তেঃ। সাধ্যব্যাপকঃ ইতি উক্তে শৈলে অনলস্য অনুমায়াম্ ইন্ধনবত্ত্বস্যাপি উপাধিতা স্যাৎ, তদ্ বারণায় সাধনাব্যাপক ইতি উক্তম্। এতাবতি উক্তে কারীষবহ্নিমত্ত্বাদেরপি উপাধিত্বং ভবেৎ তৎ মাভূৎ ইতি সাধ্যব্যাপক ইতি অভিহিতম্।

নন্বু এবং পক্ষেতরত্বস্যাপি উপাধিতা স্যাৎ তদ্‌ব্যাবৃত্ত্যর্থং সাধ্যসমব্যাপ্তিঃ ইতি বিশেষণীয়ম্ ইতি তন্ন। যতঃ—

"সাধ্যাভাবেন সাকং স্বাভাবব্যাপ্তেরনিশ্চয়াৎ। কুতঃ পক্ষেতরত্বস্য সাধ্যব্যাপকতা মতা" ॥

যদি হি যত্র পক্ষান্যত্বং নাস্তি, নাস্তি তত্র সাধ্যম্ ইতি ব্যতিরেকব্যাপ্তিঃ অবধার্য্যেত অবধার্য্যেত তদা যত্র সাধ্যং তত্র পক্ষান্যত্বম্ ইতি অন্বয়ঃ। অন্যথা পক্ষেতরত্বং তাক্ত্বাপি সাধ্যসত্ত্বে কুতঃ তস্য তদ্‌ব্যাপকতা? ন চ অবধারয়িতুং শক্যতে, যত্র পক্ষান্যত্বং নাস্তি পক্ষে, তত্র সাধ্যাভাবস্য সন্দিগ্ধত্বাৎ। এবঞ্চ সাধ্যব্যাপকত্বেন এব পক্ষেতরত্বস্য ব্যাবৃত্তেঃ সমপদং মুধা ইতি। দ্বিধা চ উপাধিঃ, শঙ্কিতঃ নিশ্চিতশ্চেতি। তত্র শঙ্কিতঃ অনুকূলতর্কাভাবাদিনা অবগম্যতে, নিশ্চিতস্তু যথাযোগং প্রমাণৈঃ অবধার্য্যতে। সদনুমানে তু সমারোপিত উপাধিঃ সাধনব্যাপ্ত্যাদিভিঃ উদ্ধ্রিয়তে, শঙ্কিতস্তু অনুকূলতর্কৈঃ। শঙ্ক্যমানশ্চ সাধ্যব্যাপকঃ সাধনাব্যাপকশ্চ বাচ্যঃ, তত্র সাধ্যব্যাপকত্বে সাধনব্যাপকত্বং সাধ্যং ব্যাপকং প্রতি ব্যাপকস্য ব্যাপ্যং প্রতি ব্যাপকতায়াঃ অবশ্যম্ভাবাৎ সাধনাব্যাপকত্বে চ সাধ্যাব্যাপকত্বং ভবেৎ ব্যাপ্যং প্রতি অব্যাপকস্য তদ্‌ব্যাপকং প্রতি অব্যাপকত্ব-নিয়মাৎ ইত্যাদিভিশ্চ তদুদ্ধারঃ ইতি।

নন্বু এবম্ উপাধিসিদ্ধৌ নিরুপাধিকসম্বন্ধরূপব্যাপ্তিসিদ্ধিঃ, তৎসিদ্ধৌ চ সাধনাব্যাপকত্বাদিরূপলক্ষণসিদ্ধিঃ, সিদ্ধে চ লক্ষণে উপাধিসিদ্ধিরিতি চক্রকং স্যাৎ। "ন" ইতি নবীনাঃ—সাধ্যবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বরূপত্বাৎ সাধ্যব্যাপকত্বস্য, সাধনবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বাত্মকত্বাচ্চ সাধনাব্যাপকত্বস্য ইতি। নবীনতরাস্তু ন সাধ্যত্বং সপক্ষে যত্র উপাধ্যবধারণম্। অথ সাধ্যত্বেন সম্ভাব্যমানত্বং, তদেব কুতঃ? যদি ব্যাপকত্বাদিতি মন্বীরন্, তদেব তর্হি চক্রকম্ আপতিতম্ ইতি ঘট্টকুট্যাং প্রভাতম্ ইতি। অস্মাকং তু অনির্ব্বচনীয়বাদিনাম্ অত্র অনাস্থা ইতি।

অস্তু তর্হি অনৌপাধিকসম্বন্ধনিশ্চয়ঃ অন্তরঙ্গত্বেন এব, ন ইতি আহ—"তন্নিশ্চয়শ্চ অন্বয়ে"তি। সাধ্যব্যাপকত্বাৎ ইত্যুক্তধর্ম্মান্তরস্য অনুপলব্ধৌ সত্যাং সতোশ্চ অন্বয়ব্যতিরেকয়োঃ ব্যাপ্তিনিশ্চয় আয়ত্ততে সিদ্ধ্যতি প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ। অচেতনস্য চেতনাপ্রেরিতস্য কার্য্যজনকত্বাভাবাচ্চ চেতনপ্রযুক্তান্বয়ব্যতিরেকয়োঃ অতিস্ফুটত্বম্। অন্বয়ব্যতিরেকবন্মাত্রানুমানে এতৎপর্ব্বতেরত্বাদেরপি অনুমানং স্যাৎ, অত আহ "এবমপি" ইতি। আন্তরাঃ প্রমাতৃবুদ্ধ্যোকাধ্যাস্তচৈতন্যধর্ম্মাঃ, এতদ্বৈপরীত্যং বাহ্যত্বম্। এতস্য চ ব্যাখ্যানং—"বিচ্ছিন্নে"তি। চন্দনাদ্যন্বয়েঽপি সুখাদিব্যভিচারাচ্চ ন ঐক্যম্ ইতি আহ—"যদি পুন"রিতি। সুখয়তি ইতি "সুখঃ"। "ক্রমেলকঃ" উষ্ট্রঃ। প্রধানে হেতোঃ অপর্য্যবসানাৎ অর্থান্তরতাম্ আশঙ্ক্য আহ—"সংসর্গপূর্ব্বকত্বে হি" ইতি। নানাত্বেন সহ একস্মিন্ অর্থে সমবেতঃ সংসর্গঃ স ত্বপোক্তঃ। পরিমিতত্বং কিং যোজনাদিমিতত্বম্, উত স্বসত্তাম্ অতিক্রম্য বর্ত্তমানেন বস্তুনা সহ বর্ত্তমানত্বম্, অথবা স্বাসংসৃষ্টবস্তুমত্ত্বম্। নাদ্যঃ ইত্যাহ "যদি তাবৎ" ইতি। দ্বিতীয়ম্ আশঙ্কতে—"অথ" ইত্যাদিনা। কারণং হি কার্য্যান্তরম্ অপি ব্যাপ্নোতি ন কার্য্যম্, অতঃ যাবৎ কারণং শব্দতন্মাত্রং তাবৎ ন ব্যাপ্নোতি নভঃ, গন্ধাদ্যব্যাপ্তিঃ তস্য প্রসিদ্ধৈব ইতি। পরিহরতি "হন্ত" ইতি। ন তৃতীয়ঃ ইত্যাহ—"পরস্পরসংসর্গস্তু" ইতি। সত্ত্বাদীনাং চিতিশক্ত্যা আত্মনা পরস্পরং চ সংসর্গঃ নাস্তি ইত্যর্থঃ।১

ভামতীর অনুবাদ।

"তত্র বদাম" এই গ্রন্থদ্বারা এই প্রধানসাধক অর্থাৎ প্রকৃতিসাধক অনুমানে দোষ দিতেছেন। যদি কোন চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত হইয়া অর্থাৎ পরিচালিত না হইয়া অচেতন প্রধান স্বভাবতঃই প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ সৃষ্টি করে, ইহা সাধন করা হয়, তাহা হইলে তাহা অসঙ্গত হইবে—কারণ, চেতনানধিষ্ঠিতত্বের অর্থাৎ চেতনকর্ত্তৃক পরিচালিত না হওয়ার বিরুদ্ধ চেতনাধিষ্ঠিতত্বের সহিত অর্থাৎ চেতনকর্ত্তৃক পরিচালিত হওয়ার সহিত দৃষ্টান্তধর্ম্মী মৃৎসুবর্ণাদিতে অর্থাৎ দৃষ্টান্তের আশ্রয় মৃত্তিকা বা সুবর্ণাদিতে সমন্বয়াদি হেতুর ব্যাপ্তির উপলব্ধি অর্থাৎ জ্ঞান হয় বলিয়া উক্ত সমন্বয়াদিহেতুর বিরুদ্ধত্ব হয়, অর্থাৎ উক্ত সমন্বয়াদিহেতু বিরোধনামক দোষগ্রস্ত হয় অর্থাৎ সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হয়। যেহেতু মৃৎসুবর্ণদার্ব্বাদি অর্থাৎ মৃত্তিকা সুবর্ণ ও কাষ্ঠপ্রভৃতি বস্তুসকল কুলালহেমকাররথকারাদিকর্ত্তৃক অর্থাৎ কুম্ভকার স্বর্ণকার ও কর্ম্মকারকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত হইয়া অর্থাৎ পরিচালিত না হইয়া কুম্ভরুচকরথাদি অর্থাৎ কলস কণ্ঠহার ও রথাদি উপাদান করে না, অর্থাৎ কলশাদিরূপে পরিণত হয় না। অতএব নিত্যত্বসাধনের জন্য প্রযুক্ত কৃতকত্বহেতুর ন্যায় সাধ্যবিরুদ্ধকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইয়া বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ যেমন **"শব্দঃ নিত্যঃ কৃতকত্বাৎ"** এইস্থলে সাধ্য—নিত্যত্বের বিরুদ্ধ অনিত্যত্বকর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইয়া কৃতকত্ব হেতুটী বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস হয়, এইরূপ প্রধানে চেতনানধিষ্ঠিতত্ব সাধ্য করিলে অর্থাৎ জগতে চেতনানধিষ্ঠিতাচেতনপ্রকৃতিকত্ব সাধ্য করিলে সমন্বয়াদি হেতু বিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ চেতনাধিষ্ঠিতত্বের ব্যাপ্য হয়—ইহাই **"রচনানুপপত্তেঃ"** এই সূত্রদ্বারা দেখান হইয়াছে।

যদি বল, দৃষ্টান্তধর্ম্মীতে অর্থাৎ মৃৎসুবর্ণাদিতে অচেতনকে উপাদানরূপে দেখা যায়, সেখানে যদিও তাহা অর্থাৎ দৃষ্টান্তধর্ম্মী মৃৎসুবর্ণাদিকে সেই চেতনপ্রযুক্তও দেখা যায়, অর্থাৎ চেতনপুরুষকর্ত্তৃক পরিচালিত দেখা যায়, তাহা হইলেও তৎপ্রযুক্তত্ব অর্থাৎ চেতনপুরুষপরিচালিতত্বটী হেতুর অপ্রযোজক, অর্থাৎ মুখ্যভাবে হেতুর

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ।২।২।১]

ভামতীর অনুবাদ।

হেতুতাসাধক নহে; কারণ, তাহা বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ কিন্তু অচৈতন্যমাত্র, আর তাহাই উপাদানকারণে অনুগত হয়। অতএব উপাদানে অনুগত অচৈতন্যমাত্রই হেতুর প্রযোজক।* যেমন আচার্য্যগণ বলেন—

"ব্যাপ্তেশ্চ দৃশ্যমানায়াঃ কশ্চিৎ ধর্ম্মঃ প্রযোজকঃ। যস্মিন্ সত্যমুনাভাব্যমিতি শক্যা নিরূপ্যতে" ॥

অর্থাৎ যেখানে একটী সাধ্যের সহিত অনেক ধর্ম্মের আপাততঃ ব্যাপ্তি দেখা যায়, সেখানে সেই সকল ধর্ম্মের মধ্যে কোন একটী ধর্ম্মই প্রয়োজক বলিয়া নিরূপিত হয়—যে ধর্ম্মের সহিত সেই সাধ্যের অন্বয়ব্যতিরেকরূপ শক্তি থাকে।

এতদুত্তরে বলিতেছেন—"**ন চ মৃদাদি**"। যেহেতু স্বভাবপ্রতিবন্ধ, অর্থাৎ স্বাভাবিকসম্বন্ধযুক্ত ব্যাপ্যই ব্যাপকের বোধ জন্মাইয়া দেয়। আর সেই স্বভাবপ্রতিবন্ধ অর্থাৎ ব্যাপ্তি, শঙ্কিত অথবা সমরারোপিত উপাধির নিরাস হইলে নিশ্চিত হয়, অর্থাৎ উপাধির সন্দেহের অথবা সমারোপের অর্থাৎ ভ্রমনিশ্চয়ের নিরাস হইলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়। †

আর সেই নিশ্চয় অন্বয়ব্যতিরেক থাকিলে আয়ত্ত অর্থাৎ সিদ্ধ হয়; অর্থাৎ বহ্নি থাকিলেই তবে ধূম থাকে—এইরূপ অন্বয়, এবং বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না—এইরূপ ব্যতিরেক—এই উভয় থাকিলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয়। (অর্থাৎ উপাধির অভাববশতঃ ব্যভিচারগ্রহাভাব ও অন্বয়ব্যতিরেকবশতঃ সহচারজ্ঞান এই দুইটী ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের প্রতি হেতু, ইহা স্থির হইল।) আর সেই অন্বয় ও ব্যতিরেক যেমন চেতনপ্রযুক্তত্বের উপর অতি পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তেমন উপাদানাচৈতন্যে অর্থাৎ উপাদানের অচেতনত্বের উপর পরিস্ফুট নহে, অর্থাৎ চেতনপুরুষাদি থাকিলেই মৃত্তিকা হইতে ঘট হয়, না থাকিলে হয় না। অতএব উপাদানাচেতনত্ব হেতুর অন্তরঙ্গ নহে; অর্থাৎ মৃৎসুবর্ণাদিস্থানীয় প্রধানের অচেতনত্বই উপাদানে অনুগত বলিয়া সমন্বয়হেতুর অন্তরঙ্গ হইয়া তাহার প্রয়োজক হইতে পারিল না।

এরূপ হইলেও অর্থাৎ অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা প্রধানের চেতনাধিষ্ঠিতত্ব সিদ্ধ হইলেও প্রধানের চেতনপ্রযুক্তত্ব অভ্যুপায় করিতাম না, অর্থাৎ স্বীকার করিতাম না—যদি অন্য প্রমাণের সহিত বিরোধ হইত, বরং ইহাতে শ্রুতি অনুগুণতরা হয়, অর্থাৎ অতিশয় অনুকূল হয়, ইহাই "**ন চৈবং সতি**" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন।

সূত্রস্থ "চ"কার দ্বারা সুখদুঃখাদির সমন্বয়রূপ হেতুর অসিদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাসের সমুচ্চয় করিতেছেন। "**অন্বয়াদ্যনুপপত্তেশ্চ**" এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন। ঐ সকল সুখ দুঃখ মোহ ও বিষাদ নিশ্চিতই আন্তরধর্ম্ম, অর্থাৎ মনোধর্ম্ম, এবং ইহারা অতিবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়প্রবেদনীয় অর্থাৎ অত্যন্ত বিলক্ষণজ্ঞানদ্বারা বেদ্য বাহ্যিক চন্দনাদি পদার্থ হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ পৃথক্, ইহা অধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ঈক্ষণ করা যায় অর্থাৎ দেখা যায়। আর যদি ইহারাই সুখদুঃখাদিস্বভাব হইত, তাহা হইলে স্বরূপত্ব-প্রযুক্ত অর্থাৎ স্বভাববশতঃ হেমন্তেও অর্থাৎ শীতকালেও চন্দন সুখকর হইত; কারণ, চন্দন ত কখনও অচন্দন হয় না, অর্থাৎ চন্দনভিন্ন নহে। সেইরূপ নিদাঘেও অর্থাৎ গ্রীষ্মকালেও কুঙ্কুমপঙ্ক অর্থাৎ কুঙ্কুমপ্রলেপ সুখকর হইত। কারণ, সেই কুঙ্কুমপঙ্ক কখনও অকুঙ্কুমপঙ্ক হয় না, অর্থাৎ কুঙ্কুমভিন্ন নহে। এইরূপ কণ্টক ক্রমেলক অর্থাৎ উষ্ট্রের সুখকর হয়, এইজন্য মনুষ্যাদি প্রাণীরও তাহা সুখকর হউক; কারণ, তাহা কেবল কোন কোন প্রাণীর পক্ষেই যে কণ্টক তাহা ত নয়। অতএব চন্দন কুঙ্কুমাদি বস্তু সকল অসুখাদিস্বভাব অর্থাৎ সুখদুঃখাদিস্বরূপ না হইয়াও জাতি কাল ও অবস্থাদি অপেক্ষায় অর্থাৎ কোন কোন জাতি, কাল ও অবস্থা অনুসারে সুখদুঃখাদির হেতু হয়, কিন্তু তাহারা নিজে সুখদুঃখাদিস্বরূপ নহে—ইহাই রমণীয় অর্থাৎ বেশ ভাল বোধ হয়। অতএব ভাবসকলের অর্থাৎ বস্তুসকলের সুখাদিরূপসমন্বয় অর্থাৎ সুখাদিস্বরূপের সহিত সম্যক্রূপে

---

* মৃৎসুবর্ণাদি হইতে যে ঘটকুণ্ডলাদি জন্মে, তাহার প্রতি মৃৎসুবর্ণাদি উপাদানকারণ, আর কুম্ভকার ও স্বর্ণকার নিমিত্তকারণ। কার্য্যমাত্রের প্রতি উপাদানকারণ যত প্রয়োজন, নিমিত্তকারণ তত প্রয়োজন নহে। এজন্য উপাদানকারণ অন্তরঙ্গকারণ, আর কুম্ভকারাদিকে বহিরঙ্গকারণ বলে। অন্তরঙ্গকারণতাই এস্থলে প্রযোজক বলা হইল। যেহেতু মৃত্তিকা না থাকিলে কুম্ভকারের ইচ্ছাসত্ত্বেও ঘট হয় হয় না, আর মৃত্তিকা থাকিলেই তাহা হয়।

† যাহা সাধ্যের ব্যাপক হইয়া হেতুর অব্যাপক হয়, তাহাই উপাধি। যথা "ধূমবান্ বহ্নেঃ" এস্থলে "আর্দ্রেন্ধনসংযোগটী" উপাধি হয়; কারণ, তাহা রন্ধনশালার অগ্নিতে সাধ্য—ধূমের ব্যাপক হইয়াছে, অথচ অয়োগোলকে হেতু বহ্নির ব্যাপক হয় নাই। অর্থাৎ রন্ধনশালাপ্রভৃতি যেখানে ধূম থাকে সেখানে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ থাকে, কিন্তু অয়োগোলকপ্রভৃতি যেখানে বহ্নি থাকে, সেখানে আর্দ্রেন্ধন-সংযোগ থাকে না। এইরূপে হেতুতে উপাধিব্যভিচার হইতে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারের অনুমান হয়। অতএব উপাধিনিরাস না হইলে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইতে পারে না।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

প্রবৃত্তেশ্চ ।২ *

ভামতীর অনুবাদ।

অনুগত হওয়াটী সিদ্ধ হয় না, এই জন্য এই সমন্বয় হেতুদ্বারা সুখদুঃখাদিস্বরূপ কারণ—অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান বা প্রকৃতিকে উন্নয়ন করা যায় না, অর্থাৎ অনুমান করা হয় না। এইজন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন—**"শব্দাদ্যবিশেষেঽপি চ ভাবনাবিশেষাৎ"** ইত্যাদি। ভাবনা অর্থাৎ বাসনা, অর্থাৎ সংস্কার, তাহার বিশেষবশতঃ অর্থাৎ বিশেষ সংস্কারবশতঃ। করভজন্মসম্বর্ত্তক কর্ম্ম অর্থাৎ যে কর্ম্মবশতঃ উষ্ট্র হইয়া জন্ম হয়, সেই কর্ম্মই করভোচিত ভাবনাকে অভিব্যক্ত করে অর্থাৎ উষ্ট্র জন্মের উপযুক্ত বাসনাই প্রকাশ করে, যাহাতে তাহার কাঁটা খাইতেই রুচি হয়। এইরূপ অন্যান্যস্থলেও দেখিয়া লইতে হইবে।

"পরিমাণাৎ" অর্থাৎ **"ভেদানাং পরিমাণাৎ"** (সাং কাঃ ১৫)

এই সাংখ্যীয় হেতুর উপন্যাস করিবার জন্য ভাষ্যকার **"তথা পরিমিতানাং ভেদানাং"** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্যসকলের সংসর্গপূর্ব্বকত্ব হইলে, অর্থাৎ অনেক কারণের মিলনের ফলে বিকার সকল উৎপন্ন হইলে নানাত্বৈকার্থসমবেত সংসর্গের অর্থাৎ অনেকত্বের সহিত একবস্তুতে সমবেত সংসর্গের এক অদ্বয়ে অর্থাৎ অদ্বিতীয় একমাত্র ব্রহ্মে, থাকা সম্ভব নহে বলিয়া, সংসর্গযুক্ত নানাকারণ কল্পনা করিতে হইবে এবং তাহারাই সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ। সেই এই পরিমিতত্ব হেতুটি সাংখ্যীয় রাদ্ধান্তের অর্থাৎ সাংখ্যসিদ্ধান্তের আলোচনাদ্বারা অনৈকান্তিক হয়, অর্থাৎ ব্যভিচারী হয়। **"সত্ত্বরজস্তমসাম্"** এই গ্রন্থদ্বারা এই দোষ দিতেছেন। যদি পরিমিতত্ব শব্দের অর্থ ইয়ত্তা হয়, তাহা হইলে তাহা আকাশেরও নাই, অতএব **"পরিমাণাৎ"** এই হেতুটী অব্যাপক হইল অর্থাৎ সকল পক্ষে না থাকায় ভাগাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস দ্বারা দুষ্ট হইল।

আর যদি বল—যোজনাদিমিতত্ব অর্থাৎ যোজন বা ক্রোশ ইত্যাদি দ্বারা পরিমিত হওয়ারূপ পরিমাণকে আকাশের ইয়ত্তা বলি না, কিন্তু অব্যাপিতাকে অর্থাৎ ব্যাপক না হওয়াকে আকাশের ইয়ত্তা বলি, এবং আকাশ তন্মাত্রাদির ব্যাপক হয় না; কারণ, কার্য্য কারণের ব্যাপক হয় না, কিন্তু কারণই কার্য্যের ব্যাপক হয়, অতএব আকাশ পরিমিত, যেহেতু তাহা তন্মাত্রাদির ব্যাপক নহে। **হন্ত** অর্থাৎ হায় হায়! সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—ইহারাও পরস্পরের ব্যাপক নহে, অতএব পরিমিত বলিতে হইবে। আর ইহাদের তত্ত্বান্তরপূর্ব্বকত্ব নাই অর্থাৎ অন্য কারণের মিলনবশতঃ ইহারা উৎপন্ন হয় নাই, (কারণ তোমার মতে তাহারা নিত্য), অতএব তোমার নিয়মে ব্যভিচার হইল। কারণ, তাহারা যেমন কার্য্যসমূহে আবিষ্ট অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ তাহারা পরস্পর আবিষ্ট অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয় না; কারণ, তাহাদের পরস্পরের কার্য্যকারণভাব নাই, অর্থাৎ তাহারা পরস্পর পরস্পরের কার্য্যও নহে, কারণও নহে।

আর পরস্পর সংসর্গরূপ আবেশ, চিতিশক্তিতে নাই। কারণ, চিতিশক্তি কূটস্থনিত্যা অর্থাৎ নির্ব্বিকার ও নিত্য; তাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকর্ত্তৃক সংসৃষ্ট হয় না অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয় না সেইজন্য গুণসকল চিতিশক্তির অব্যাপক, অতএব পরিমিত। এইরূপ চিতিশক্তিও গুণগণকর্ত্তৃক অসংসৃষ্ট অর্থাৎ ব্যাপ্ত নহে, অতএব তাহাও পরিমিত; অতএব পরিমিতত্ব অর্থাৎ পরিমাণরূপ হেতুর অনৈকান্তিকত্ব অর্থাৎ ব্যভিচার হইল। সেইরূপ কার্য্যকারণবিভাগরূপ হেতুও সমন্বয়ের মত বিরুদ্ধ হয়। ইহাই বলিতেছেন—**"কার্য্য-কারণভাবস্তু"** ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রবৃত্তেশ্চ ।২

আস্তাং তাবদিয়ং রচনা। তৎসিদ্ধ্যর্থা যা প্রবৃত্তিঃ সাম্যাবস্থানাৎ প্রচ্যুতিঃ সত্ত্ব-রজস্তমসাম্ অঙ্গাঙ্গিভাবরূপাপত্তিঃ বিশিষ্টকার্য্যাভিমুখপ্রবৃত্তিতা সাঽপি ন অচেতনস্য প্রধানস্য স্বতন্ত্রস্য উপপদ্যতে, মৃদাদিষু অদর্শনাৎ রথাদিষু চ। ন হি মৃদাদয়ো রথাদয়ো বা

* এই সূত্রে প্রথমান্তপদ না থাকায় এবং 'প্রবৃত্তেঃ' এই পঞ্চম্যন্তপদের পর "চ"কার থাকায় ইহা আরব্ধ অধিকরণেরই অন্তর্গত সূত্রবিশেষ হইল। "চ"কার দ্বারা পূর্ব্ব সূত্রের অনুপপত্তেঃ পদের অনুবৃত্তি বুঝাইতেছে। ইহা এই অধিকরণের দ্বিতীয় সূত্র। রামানুজ-ভাষ্য মধ্যে ইহা প্রথম সূত্রের অংশবিশেষ বলা হইয়াছে। কিন্তু ভাস্কর নিম্বার্ক মধ্ববল্লভভাষ্যে ইহা এই অধিকরণের দ্বিতীয় সূত্র বলা হইয়াছে। এক বিষয়ে দুইটী পৃথক্ এক আকারের হেতু হওয়ায় পৃথক্ সূত্র হওয়াই সঙ্গতবোধ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে রামানুজভাষ্যে বোধায়নের প্রমাণ প্রদর্শন আবশ্যক; কিন্তু তাহা নাই।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[প্রবৃত্তেশ্চ ।২]

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্বয়ম্ অচেতনাঃ সন্তঃ চেতনৈঃ কুলালাদিভিঃ অশ্বাদিভির্বা অনধিষ্ঠিতা বিশিষ্টকার্য্যাভিমুখ-প্রবৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে। দৃষ্টাচ্চ অদৃষ্টসিদ্ধিঃ। অতঃ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরপি হেতোঃ ন অচেতনং জগৎকারণম্ অনুমাতব্যং ভবতি।

ননু চেতনস্যাপি প্রবৃত্তিঃ কেবলস্য ন দৃষ্টা? সত্যমেতৎ। তথাপি চেতনসংযুক্তস্য রথাদেঃ অচেতনস্য প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা, ন তু অচেতনসংযুক্তস্য চেতনস্য প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা। কিং পুনরত্র যুক্তম্। যস্মিন্ প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা তস্য সা, উত যৎসংপ্রযুক্তস্য দৃষ্টা তস্য সা ইতি।

ননু যস্মিন্ দৃশ্যতে প্রবৃত্তিঃ তস্যৈব সা ইতি যুক্তম্, উভয়োঃ প্রত্যক্ষত্বাৎ। ন তু প্রবৃত্ত্যাশ্রয়ত্বেন কেবলশ্চেতনো রথাদিবৎ প্রত্যক্ষঃ, প্রবৃত্ত্যাশ্রয়দেহাদিসংযুক্তস্যৈব তু চেতনস্য সদ্ভাবসিদ্ধিঃ কেবলাচেতনরথাদিবৈলক্ষণ্যং জীবদ্দেহস্য দৃষ্টমিতি। অতএব চ প্রত্যক্ষে দেহে সতি দর্শনাৎ, অসতি চ অদর্শনাৎ, দেহস্যৈব চৈতন্যমপীতি লোকায়তিকাঃ প্রতিপন্নাঃ। তস্মাৎ অচেতনস্যৈব প্রবৃত্তিরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—"চ" অর্থ 'এবং' **"প্রবৃত্তেঃ"** অর্থ 'প্রবৃত্তিহেতু'। অর্থাৎ অচেতন প্রধানের প্রবৃত্তি অর্থাৎ সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা হইতে প্রচ্যুতি অর্থাৎ বৈষম্যও হইতে পারে না; কারণ, জগতে চেতনের সহায়তা ব্যতীত অচেতন রথাদির প্রবৃত্তি অর্থাৎ চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। চকারদ্বারা পূর্ব্বসূত্র হইতে অনুপপত্তিপদের অধ্যাহার করিতে হইবে।

ভাষ্যার্থ—এই বিশ্বরচনা দূরে থাকুক, তৎসিদ্ধার্থা অর্থাৎ সেই বিশ্বরচনা নির্ব্বাহের জন্য, যে প্রবৃত্তি অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থান হইতে প্রচ্যুতি অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের অঙ্গাঙ্গিভাব-রূপাপত্তি অর্থাৎ কেহ প্রধান কেহ অপ্রধান এইরূপে পরিণত হওয়া, এবং তাহা হইলে বিশিষ্টকার্য্যাভি-মুখপ্রবৃত্তিতা অর্থাৎ বিশেষ কার্য্য করিবার জন্য উদ্যোগী হওয়া ইত্যাদি, তাহাও স্বতন্ত্র অর্থাৎ চেতন-নিরপেক্ষ অচেতন প্রধানের উপপন্ন হয় না। কারণ, তাহা অর্থাৎ চেতননিরপেক্ষতা, মৃত্তিকাতে দেখা যায় না এবং রথপ্রভৃতিতেও দেখা যায় না। মৃত্তিকাদি কিংবা রথপ্রভৃতি বস্তুসকল নিজে অচেতন হইয়া চেতন কুলাল অর্থাৎ কুম্ভকার ও অশ্বপ্রভৃতিকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত হইয়া অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া বিশিষ্টকার্য্যাভিমুখপ্রবৃত্তিযুক্ত দেখা যায় না, অর্থাৎ বিশেষ কার্য্য করিবার জন্য উদ্যোগী হয়—ইহা দেখা যায় না। আর দৃষ্ট অর্থাৎ যাহা দেখা যায়, তাহা হইতেই অর্থাৎ দৃষ্টান্তবশতঃই অদৃষ্ট অর্থাৎ যাহা দেখা যায় না, তাহার সিদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয় হয়। অতএব উক্তপ্রবৃত্তির অনুপপত্তিরূপ হেতুবশতঃও অচেতনকে জগৎকারণ বলিয়া অনুমান করা উচিত হয় না।

যদি বল, কেবল-চেতনেরও প্রবৃত্তি ত দেখা যায় না? হাঁ, ইহা সত্য বটে। তাহা হইলেও চেতনযুক্ত অচেতন রথাদির প্রবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু অচেতনসংযুক্ত চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না। (যেমন কোন শয়িত চেতন ব্যক্তির অঙ্গে বস্ত্রাদি অচেতন বস্তুর সংযোগ হইলে সেই শয়িত চেতন পুরুষ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক চলিতে আরম্ভ করে না।) অতএব এস্থলে কি যুক্ত? অর্থাৎ কি বলা উচিত? যাহাতে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহার কি সেই প্রবৃত্তি, উত অর্থাৎ কিম্বা যাহার সহিত সংপ্রযুক্ত হওয়ায় অচেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহার সেই প্রবৃত্তি? (অর্থাৎ রথের সহিত অশ্বের যোগে যে রথের প্রবৃত্তি হয়, তাহা রথের না অশ্বের?)।

যদি বল যাহাতে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহারই তাহা হওয়া উচিত। (যেমন রথের প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া তাহা রথেরই হওয়া উচিত, রথের প্রবৃত্তি অশ্বের প্রবৃত্তি নহে।) কারণ, উভয়ের প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও তাহার আশ্রয় এতদুভয়ের প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু প্রবৃত্তির আশ্রয়রূপে রথাদির মত কেবল কোন চেতন ত প্রত্যক্ষ হয় না। জীবদ্দেহের অর্থাৎ জীবনবিশিষ্ট দেহের কেবল অচেতন রথাদি হইতে বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ প্রাণসত্তারূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয়, এইজন্য প্রবৃত্তির আশ্রয় দেহাদিসংযুক্ত চেতনের অর্থাৎ আত্মার সদভাব অর্থাৎ অস্তিত্বমাত্রই সিদ্ধি হয়। এই জন্যই দেহ প্রত্যক্ষ হইলে চৈতন্য দেখা যায়, দেহ প্রত্যক্ষ

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[প্রবৃত্তেশ্চ ।২]

ভাষ্যানুবাদ।

না হইলে চৈতন্য দেখা যায় না বলিয়া দেহেরই চৈতন্য, ইহা লোকায়তিকগণ অর্থাৎ নাস্তিক চার্ব্বাকগণ স্বীকার করেন। এই হেতু অচেতনেরই প্রবৃত্তি হয়, ইহা স্থির হইল। (ইহা পূর্ব্বপক্ষ)

ভামতী।

ন কেবলং রচনাভেদা ন চেতনাধিষ্ঠানম্ অন্তরেণ ভবন্তি, অপি তু সাম্যাবস্থায়াঃ প্রচ্যুতিঃ বৈষম্যম্, তথাচ যৎ উদ্ভূতং বলীয়ঃ তৎ অঙ্গি, অভিভূতং চ তদনুগুণতয়া স্থিতম্ অঙ্গম্। এবং হি গুণপ্রধানভাবে সতি অস্য মহদাদৌ কার্য্যে যা প্রবৃত্তিঃ, সাঽপি চেতনাধিষ্ঠানমেব গময়তি। ন হি চেতনাধিষ্ঠানম্ অন্তরেণ মৃৎপিণ্ডে প্রধানে অঙ্গভাবেন চক্রদণ্ডসলিলসূত্রাদয়ঃ অবতিষ্ঠন্তে। তস্মাৎ প্রবৃত্তেরপি চেতনাধিষ্ঠানসিদ্ধিরিতি, "শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ" ইতি অয়মপি হেতুঃ সাংখ্যীয়ো বিরুদ্ধ এব ইত্যুক্তং বক্রোক্ত্যা।

অত্র সাংখ্যঃ চোদয়তি—"নমু চেতনস্যাপি প্রবৃত্তিরি"তি। অয়মভিপ্রায়ঃ—ত্বয়া কিল ঔপনিষদেন অস্মদ্ধেতূন্ দূষয়িত্বা কেবলস্য চেতনস্যৈব অন্যনিরপেক্ষস্য জগদুপাদানত্বং নিমিত্তত্বং চ সমর্থনীয়ম্। তৎ অযুক্তম্। কেবলস্য চেতনস্য প্রবৃত্তেঃ দৃষ্টান্তধর্ম্মিণি অনুপলব্ধেরিতি।

ঔপনিষদস্তু চেতনহেতুকাং তাবদেষ সাংখ্যঃ প্রবৃত্তিম্ অভ্যুপগচ্ছতু, পশ্চাৎ স্বপক্ষম্ অতএব সমাধাস্যামি ইত্যভিসন্ধিমান্ আহ—"সত্যমেতৎ"—"ন কেবলস্য চেতনস্য প্রবৃত্তির্দৃষ্টা" ইতি।

সাংখ্য আহ—"ন তু অচেতনসংযুক্তস্যে"তি। "তু"শব্দঃ ঔপনিষদপক্ষং ব্যাবর্ত্তয়তি। অচেতনাশ্রয়ৈব সর্ব্বা প্রবৃত্তিঃ দৃশ্যতে, ন তু চেতনাশ্রয়া কাচিদপি। তস্মাৎ ন চেতনস্য জগৎসর্জনে প্রবৃত্তিঃ ইত্যর্থঃ।

অত্র ঔপনিষদো গূঢ়াভিসন্ধিঃ প্রশ্নপূর্ব্বকং বিমৃশতি—"কিং পুনরত্রে"তি। অত্রান্তরে সাংখ্যো ব্রূতে—"নমু যস্মিন্" ইতি। ন তাবৎ চেতনঃ প্রবৃত্ত্যাশ্রয়তয়া তৎপ্রয়োজকতয়া বা প্রত্যক্ষম্ ঈক্ষ্যতে, কেবলং প্রবৃত্তিঃ তদাশ্রয়শ্চ অচেতনো দেহরথাদিঃ প্রত্যক্ষেণ প্রতীয়তে। তত্র অচেতনস্য প্রবৃত্তিঃ তন্নিমিত্তৈব, ন তু চেতননিমিত্তা। সদ্ভাবমাত্রং তু তত্র চেতনস্য গম্যতে, রথাদিবৈলক্ষণ্যাৎ জীবদ্দেহস্য। ন চ সদ্ভাবমাত্রেণ কারণত্বসিদ্ধিঃ। মা ভূৎ আকাশঃ উৎপত্তিমতাং ঘটাদীনাং নিমিত্তকারণম্ অস্তি হি সর্ব্বত্র ইতি। তদনেন দেহাতিরিক্তে সত্যপি চেতনে তস্য ন প্রবৃত্তিং প্রতি নিমিত্তভাবঃ অস্তি ইত্যুক্তম্। যতশ্চ অস্য ন প্রবৃত্তি-হেতুভাবোঽস্তি অতএব প্রত্যক্ষে দেহে সতি প্রবৃত্তিদর্শনাৎ অসতি চ অদর্শনাৎ দেহস্যৈব চৈতন্যম্ ইতি লোকায়তিকাঃ প্রতিপন্নাঃ, তথাচ ন চিদাত্মনিমিত্তা প্রবৃত্তিরিতি সিদ্ধম্। তস্মাৎ ন রচনায়াঃ প্রবৃত্তের্বা চিদাত্মকারণত্বসিদ্ধিঃ জগত ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

রচনায়াঃ প্রবৃত্তেঃ সকাশাৎ ভেদমাহ—"রচনাভেদা" ইতি, কার্য্যগতবিন্যাসবিশেষা ইত্যর্থঃ। অপি তু ইত্যস্য যা প্রবৃত্তিঃ সাপি চেতনাধিষ্ঠানমেব গময়তি ইতি বক্ষ্যমাণেন অন্বয়ঃ। প্রবৃত্তেঃ হেতুমাহ "সাম্যেতি"। বৈষম্যং ভবতি ইতি শেষঃ। বৈষম্যে সতি অঙ্গাঙ্গিত্বং ভবতি ইত্যাহ "তথাচে"তি। অঙ্গাঙ্গিত্বাৎ কার্য্যোৎপাদনরূপা প্রবৃত্তিঃ ভবতি ইত্যাহ—"এবং হি" ইতি। "এবং অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ" ইত্যস্য সূত্রস্য প্রবৃত্তেশ্চ ইত্যনেন পৌনরুক্ত্যং অর্থাৎ নিরস্তম্। চেতনানধিষ্ঠিতপ্রধানসাধকত্বেন পরোক্তস্য প্রবৃত্তেরিতি হেতোরেব চেতনাধিষ্ঠিতাচেতনসিদ্ধৌ হেতুত্বেন অভিধানাৎ সাধ্যবিরুদ্ধোক্তিঃ বক্রোক্তিঃ। ঔপনিষদেন ন দৃষ্টান্তানুসারেণ ব্রহ্মকারণত্বং সমর্থ্যতে, অতঃ কেবলস্য চেতনস্য প্রবৃত্তি র্ন দৃষ্টা ইতি অচোদ্যম্, ইত্যাশঙ্ক্যাহ "ত্বয়া কিলে"তি। উপনিষদর্থসম্ভাবনায়াং অনুমানং সামান্যতো দৃষ্টং বাচ্যম্ ইত্যর্থঃ। "অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতেত্যাদি"ভাষ্যেণ স্বপক্ষং সমাধাস্যামি ইত্যভিসন্ধিমান্ ইত্যর্থঃ। ন কেবলস্য চেতনস্য প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা ইত্যেতৎ সত্যম্ ইত্যর্থঃ। অত্র চ শেষত্বেন তথাপি চেতনসংযুক্তস্য রথাদেঃ অচেতনস্য প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা ইতি ভাষ্যম্ অনুসন্ধেয়ম্। ইত্থং কেবলস্য প্রবৃত্ত্যভাবম্ অভ্যুপগম্য অচেতনস্য প্রবৃত্তিঃ চেতনাধীনা ইতি সমর্থিতে সাংখ্য আহ ইত্যর্থঃ। ন চেতনস্য প্রবৃত্ত্যাশ্রয়ত্বম্ ইত্যত্র লোকায়তিকভ্রমোঽপি লিঙ্গম্ ইত্যাহ "যতশ্চে"তি। রচনায়াঃ প্রবৃত্তে র্বা হেতোঃ চিদাত্মকারণকত্বসিদ্ধিঃ জগতো ন ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

চেতনের অধিষ্ঠান অর্থাৎ সহায়তা ব্যতীত যে কেবল রচনাভেদ অর্থাৎ বিবিধ সৃষ্টি হয় না, তাহা

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[প্রবৃত্তেশ্চ।২]

ভামতীর অনুবাদ।

নহে, কিন্তু সাম্যাবস্থার যে প্রচ্যুতি অর্থাৎ বৈষম্য অর্থাৎ ন্যূনাধিকভাব। আর তাহা হইলে যে উদ্ভূত অর্থাৎ বলবান্ হয়, সেই অঙ্গী অর্থাৎ প্রধান হয় এবং সেই অঙ্গিকর্তৃক অভিভূত হইয়া এবং তাহার অনুগুণ অর্থাৎ অনুকূল হইয়া যে থাকে, সে অঙ্গ অর্থাৎ অপ্রধান। এইরূপে গুণপ্রধানভাব হইলে অর্থাৎ কেহ গুণ অর্থাৎ অপ্রধান এবং কেহ প্রধান হইলে ইহার অর্থাৎ প্রকৃতির মহদাদি কার্য্যে যে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিও চেতনাধিষ্ঠানকেই প্রমাণিত করে, অর্থাৎ চেতন প্রকৃতির সহায় হইলে তবে প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়—ইহাই বুঝাইয়া দেয়। কারণ, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত মৃৎপিণ্ডরূপ প্রধান কারণে অঙ্গভাবে অর্থাৎ অপ্রধানভাবে দণ্ড চক্র সলিল সূত্র প্রভৃতি (নিমিত্তকারণ সকল) অবস্থিত হয় না। অতএব প্রবৃত্তিরূপ হেতু হইতেও চেতনরূপ অধিষ্ঠান সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ প্রবৃত্তিরূপহেতুবশতঃও প্রধানের চেতনরূপ অধিষ্ঠান সিদ্ধ হইল, এই হেতু **"শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ"** "অর্থাৎ কারণের শক্তিবশতঃ কার্য্যের প্রবৃত্তি হয়", প্রধান সাধক সাংখ্যোক্ত এই হেতুটীও বিরুদ্ধ হইল, ইহা ভাষ্যকার বক্রোক্তিদ্বারা বলিলেন, অর্থাৎ প্রধানের চেতনানধিষ্ঠিতত্বের সাধকরূপে সাংখ্যাচার্য্য যে প্রবৃত্তিরূপ হেতু প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রধানের চেতনাধিষ্ঠিতত্বের সাধক হইয়া পড়িল বলিয়া বিরুদ্ধ হইল। ভাষ্যকার প্রকারান্তরে এই কথাই বলিয়াছেন (এইরূপে বিপক্ষের অনুকূল যুক্তিকে স্বপক্ষে আনয়ন করাই বক্র উক্তি।) ।

এস্থলে সাংখ্য **"ননু চেতনস্যাপি প্রবৃত্তি"** এই গ্রন্থদ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন। তাহার অভিপ্রায় এই—ঔপনিষদ অর্থাৎ বেদান্তমতবাদী তুমি আমাদের (অর্থাৎ সাংখ্যের) কল্পিত হেতুগুলিকে দোষ দিয়া অন্য-নিরপেক্ষ অর্থাৎ যিনি অন্যের অপেক্ষা করেন না, এইরূপ কেবল চেতনই জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ, ইহা সমর্থন অর্থাৎ স্বীকার করিবে, তাহা কিন্তু ঠিক্ নহে; কারণ, কেবল চেতনের প্রবৃত্তি দৃষ্টান্তরূপ কোন ধর্ম্মীতে দেখা যায় না।

ঔপনিষদ অর্থাৎ বেদান্তমতবাদী চেতনহেতুকাপ্রবৃত্তি অর্থাৎ চেতনবশতঃ প্রবৃত্তি হয়—এই নিয়ম, অগ্রে সাংখ্য অভ্যুপগম করুন অর্থাৎ স্বীকার করুন, পরে 'অতএব' অর্থাৎ ইহা হইতেই স্বপক্ষ অর্থাৎ নিজমতের সমাধান করিব, এইরূপ অভিসন্ধিমান হইয়া অর্থাৎ এই অভিপ্রায় করিয়া বলিতেছেন—**"সত্য মেতৎ ন কেবলস্য চেতনস্য প্রবৃত্তিঃ দৃষ্টা ইতি"** অর্থাৎ ইহা সত্য—কেবল চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না।

সাংখ্য **ন তু অচেতনসংযুক্তস্য** ইত্যাদি গ্রন্থে বলিতেছেন। **তু** শব্দ ঔপনিষদ্ পক্ষের ব্যাবৃত্তি করিতেছেন. অর্থাৎ বেদান্তবাদীর মত বারণ করিতেছেন। যথা অচেতনাশ্রয়াই অর্থাৎ অচেতনেই সমস্ত প্রবৃত্তি দেখা যায়, কিন্তু চেতনাশ্রয়া অর্থাৎ চেতনে কোন প্রবৃত্তিই দেখা যায় না। অতএব জগৎসৃষ্টিতে চেতনের কোন প্রবৃত্তি নাই—ইহাই এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য।

এ বিষয়ে উপনিষৎপক্ষ অর্থাৎ বেদান্তবাদী গূঢ়াভিসন্ধি হইয়া অর্থাৎ নিজ অভিপ্রায় গোপন করিয়া প্রশ্নপূর্ব্বক অর্থাৎ জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক বিবেচনা করিতেছেন **"কিং পুনঃ অত্র"** ইত্যাদি। এই অবসরে **"ননু যস্মিন্"** এই গ্রন্থদ্বারা সাংখ্য বলিতেছেন। প্রবৃত্তির আশ্রয়রূপে অথবা তাহার প্রযোজকরূপে চেতনকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় না, কেবল প্রবৃত্তি এবং তাহার আশ্রয় অচেতন দেহ ও রথাদি প্রত্যক্ষ দেখা যায়। সেখানে অচেতনের প্রবৃত্তি অচেতনবশতঃই হয়, কিন্তু চেতনবশতঃ নহে। সেখানে চেতনের সদ্ভাবমাত্র অর্থাৎ কেবল বর্ত্তমান থাকাই বুঝা যাইতেছে; কারণ, জীবিতব্যক্তির দেহ, রথাদি অপেক্ষা বিলক্ষণ, অর্থাৎ জীবিতব্যক্তির দেহে প্রাণ আছে, কিন্তু রথাদির প্রাণ নাই। (এ কারণ জীবিতব্যক্তির দেহ রথাদি অপেক্ষা বিলক্ষণ অর্থাৎ পৃথক্—ইহাও তথায় বুঝা যায়।) আর বস্তুর সদ্ভাববশতঃই অর্থাৎ অস্তিত্ববশতঃই কারণত্বসিদ্ধি অর্থাৎ কারণতার নিশ্চয় হয় না। যেমন আকাশ উৎপত্তিমান্ ঘটাদির নিমিত্তকারণ হয় না, অথচ তাহা সর্ব্বত্র আছে। অতএব এই গ্রন্থদ্বারা ইহাই বলা হইল যে, দেহ ভিন্ন চেতন থাকিলেও প্রবৃত্তির প্রতি তাহার নিমিত্তভাবরূপ কারণতা নাই। আর যেহেতু প্রবৃত্তির প্রতি চেতনের হেতুভাব অর্থাৎ কারণতা নাই, অতএব প্রত্যক্ষ দেহ থাকিলে প্রবৃত্তি দেখা যায়, এবং দেহ না থাকিলে প্রবৃত্তি দেখা যায় না বলিয়া দেহেরই চৈতন্য—ইহা লোকায়তিক অর্থাৎ নাস্তিক বা চার্ব্বাকগণ প্রতিপত্তি করেন অর্থাৎ স্বীকার করেন। আর তাহা হইলে চিদাত্মনিমিত্তা প্রবৃত্তি নহে অর্থাৎ প্রবৃত্তির প্রতি চিদাত্মা কারণ নহেন—ইহা সিদ্ধ হইল। অতএব জগতের রচনার বা প্রবৃত্তির চিদাত্মকারণত্ব সিদ্ধ হইল না, অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি বা প্রবৃত্তির প্রতি চেতন আত্মা কারণ—ইহা সাব্যস্ত হইল না।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[প্রবৃত্তেশ্চ ।২]

শাঙ্করভাষ্যম্।

তৎ অভিধীয়তে—ন ব্রূমো যস্মিন্ অচেতনে প্রবৃত্তিঃ দৃশ্যতে ন তস্য সা ইতি। ভবতু তস্যৈব সা। সা তু চেতনাৎ ভবতি ইতি ব্রূমঃ। তদ্ভাবে ভাবাৎ তদভাবে চ অভাবাৎ যথা কাষ্ঠাদিব্যপাশ্রয়াপি দাহপ্রকাশলক্ষণা বিক্রিয়া, অনুপলভ্যমানাপি চ কেবলে জ্বলনে, জ্বলনাদেব ভবতি, তৎসংযোগে দর্শনাৎ তদ্বিয়োগে চ অদর্শনাৎ তদ্বৎ। লোকায়তিকানামপি চেতন এব দেহঃ অচেতনানাং রথাদীনাং প্রবর্ত্তকো দৃষ্টঃ ইতি অবিপ্রতিষিদ্ধং চেতনস্য প্রবর্ত্তকত্বম্।

ননু তব দেহাদিসংযুক্তস্যাপি আত্মনঃ বিজ্ঞানস্বরূপমাত্রব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ অনুপপন্নং প্রবর্ত্তকত্বমিতি চেৎ? ন; অয়স্কান্তবৎ রূপাদিবচ্চ প্রবৃত্তিরহিতস্যাপি প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ। যথা অয়স্কান্তো মণিঃ স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিতোঽপি অয়সঃ প্রবর্ত্তকো ভবতি, যথা বা রূপাদয়ো বিষয়াঃ স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিতা অপি চক্ষুরাদীনাং প্রবর্ত্তকা ভবন্তি, এবং প্রবৃত্তিরহিতোঽপি ঈশ্বরঃ সর্ব্বগতঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিশ্চ সন্ সর্ব্বং প্রবর্ত্তয়েৎ ইতি উপপন্নম্। একত্বাৎ প্রবর্ত্ত্যাভাবে প্রবর্ত্তকত্বানুপপত্তিঃ ইতি চেৎ? ন, অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতনামরূপমায়াবেশবশেন অসকৃৎপ্রত্যুক্তত্বাৎ। তস্মাৎ সম্ভবতি প্রবৃত্তিঃ সর্ব্বজ্ঞকারণত্বে, ন তু অচেতনকারণত্বে।২

ভাষ্যানুবাদ।

এতদুত্তরে বলা হয়—আমরা এমন কথা বলি না, যে অচেতনে প্রবৃত্তি দেখা যায়, সেই প্রবৃত্তি তাহার নহে। তাহারই সে প্রবৃত্তি হউক, কিন্তু তাহা চেতন হইতে হয়—ইহাই আমরা বলি। কারণ, চেতন থাকিলে প্রবৃত্তি হয়, আর চেতন না থাকিলে প্রবৃত্তি হয় না। যেমন দাহ ও প্রকাশরূপ বিক্রিয়া কাষ্ঠাদি আশ্রিত হইলেও এবং কেবল অগ্নিতে অর্থাৎ কাষ্ঠাদিসম্বন্ধশূন্য অগ্নিতে অনুপলভ্যমান অর্থাৎ দেখিতে পাওয়া না গেলেও সেই দাহ ও প্রকাশলক্ষণ বিক্রিয়া অগ্নি হইতেই হয়; কারণ, অগ্নিসংযোগ হইলে তাহা দেখা যায় এবং অগ্নিসংযোগ না হইলে তাহা দেখা যায় না—ইহাও সেইরূপ। অর্থাৎ অগ্নি কাষ্ঠাদিতে আশ্রিতরূপে দেখা গেলেও যেমন অগ্নি কাষ্ঠের ধর্ম্ম নহে, তদ্রূপ চৈতন্য দেহের সহিত দৃষ্ট হইলেও দেহের ধর্ম্ম নহে, উহারা পৃথক্। লোকায়তিকগণের অর্থাৎ নাস্তিকগণের মতেও চেতন-দেহই অচেতন রথাদির প্রবর্ত্তক হয়—দেখা যায়। অতএব চেতন যে প্রবর্ত্তক হয়—ইহা অবিপ্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ নিষিদ্ধ নহে।

যদি বল, তোমার মতে দেহাদিযুক্ত আত্মারও কেবল বিজ্ঞানস্বরূপ ব্যতীত প্রবৃত্তির অভাবহেতু প্রবর্ত্তকত্ব অনুপপন্ন অর্থাৎ অসঙ্গত। না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, অয়স্কান্ত অর্থাৎ চুম্বক পাথর ও রূপাদির মত প্রবৃত্তি রহিতেরও প্রবর্ত্তকত্ব উপপন্ন হয়। যেমন অয়স্কান্তমণি নিজে প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও অয়সের অর্থাৎ লৌহের প্রবর্ত্তক হয়, অথবা যেমন রূপাদি বিষয়সকল নিজে প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও চক্ষুরাদির প্রবর্ত্তক হয়। এইরূপ ঈশ্বর প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও সর্ব্বব্যাপী সকলের আত্মা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি হওয়ায় সকলকে প্রবৃত্তিমান্ করিবেন—ইহা যুক্তিসঙ্গত হইল।

যদি বল, একত্বপ্রযুক্ত প্রবর্ত্ত্যের অভাবে অর্থাৎ ঈশ্বরভিন্ন দ্বিতীয়বস্তু নাই বলিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তকত্ব অসঙ্গত, অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় তিনি কাহার প্রবর্ত্তক হইবেন? না ইহা বলিতে পার না। কারণ, অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিত অর্থাৎ অবিদ্যাকর্ত্তৃক কল্পিত নাম ও রূপাত্মক মায়ার সম্বন্ধবশতঃ দ্বিতীয়বস্তু হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরও প্রবর্ত্তক হন—ইহা আমরা বহুবার বলিয়াছি। অতএব সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর জগৎকারণ হইলে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়, অচেতনপ্রধান জগৎকারণ হইলে তাহা হয় না।২

ভামতী।

ঔপনিষদঃ পরিহরতি—"তদভিধীয়তে"। "ন ব্রূম" ইতি। ন তাবৎ প্রত্যক্ষানুমানাগমসিদ্ধঃ শারীরঃ বা পরমাত্মা বা অস্মাভিঃ ইদানীং সাধনীয়ঃ, কেবলম্ অস্য প্রবৃত্তিং প্রতি

(যুক্তি দ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[প্রবৃত্তেশ্চ ।২]

ভামতী।

কারণত্বং বক্তব্যম্। তত্র মৃতশরীরে বা রথাদৌ বা অনধিষ্ঠিতে চেতনেন প্রবৃত্তেঃ অদর্শনাৎ তদ্‌বিপর্য্যয়ে চ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং চেতনহেতুকত্বং প্রবৃত্তেঃ নিশ্চীয়তে, ন তু চেতনসদ্ভাবমাত্রেণ, যেন অতিপ্রসঙ্গো ভবেৎ। ভূতচৈতনিকানামপি চেতনাধিষ্ঠানাৎ অচেতনানাং প্রবৃত্তিঃ ইত্যত্র অবিবাদ ইত্যাহ—"লোকায়তিকানামপি" ইতি।

স্যাদেতৎ। দেহঃ স্বয়ং চেতনঃ করচরণাদিমান্ স্বব্যাপারেণ প্রবর্ত্তয়তি ইতি যুক্তম্, ন তু তদতিরিক্তঃ কূটস্থনিত্যশ্চেতনঃ ব্যাপাররহিতঃ জ্ঞানৈকস্বভাবঃ প্রবৃত্ত্যভাবাৎ প্রবর্ত্তকো যুক্তঃ ইতি চোদয়তি—"নন্বু তবে"তি। পরিহরতি,—"ন, অয়স্কান্তবৎ রূপাদিবচ্চে"তি। "যথাচ রূপাদয়ঃ" ইতি। সাংখ্যানাং হি স্বদেশস্থা রূপাদয়ঃ ইন্দ্রিয়ং বিকুর্ব্বতে, তেন তদিন্দ্রিয়ম্ অর্থং প্রাপ্তম্ অর্থাকারেণ পরিণমতে ইতি স্থিতিঃ। সম্প্রতি চোদকঃ স্বাভিপ্রায়ম্ আবিষ্করোতি—"একত্বাদি"তি। যেষাম্ অচেতনং চেতনং চ অস্তি তেষাম্ এতৎ যুজ্যতে বক্তুং 'চেতনাধিষ্ঠিতম্ অচেতনং প্রবর্ত্ততে' ইতি। যথা যোগিনাম্ ঈশ্বরবাদিনাম্। যেষাং তু চেতনাতিরিক্তং নাস্তি অদ্বৈতবাদিনাং, তেষাং প্রবর্ত্ত্যাভাবে কং প্রতি প্রবর্ত্তকত্বং চেতনস্য ইত্যর্থঃ। পরিহরতি—"ন অবিদ্যে"তি। কারণভূতয়া লয়লক্ষণয়া অবিদ্যয়া প্রাক্‌সর্গোপচিতেন চ বিক্ষেপসংস্কারেণ যৎ প্রত্যুপস্থাপিতং নামরূপং তদেব মায়া, তদাবেশেন অস্য চোদ্যস্য অসকৃৎ প্রত্যুক্তত্বাৎ।

এতদুক্তং ভবতি—নেয়ং সৃষ্টিঃ বস্তুসতী যেন অদ্বৈতিনো বস্তুসতঃ দ্বিতীয়স্য অভাবাৎ অনুযুজ্যেত। কাল্পনিক্যাং তু সৃষ্টৌ অস্তি কাল্পনিকং দ্বিতীয়ং সহায়ং মায়াময়ম্। যথাহুঃ—

"সহায়াস্তাদৃশা এব যাদৃশী ভবিতব্যতা"। ইতি

নচৈবং ব্রহ্মোপাদানত্বব্যাঘাতঃ, ব্রহ্মণ এব মায়াবেশেন উপাদানত্বাৎ তদধিষ্ঠানত্বাৎ জগদ্‌বিভ্রমস্য, রজতবিভ্রমস্যেব শুক্তিকাধিষ্ঠানস্য শুক্তিকোপাদানত্বম্ ইতি নিরবদ্যম্ ।২

বেদান্তকল্পতরু।

যদুক্তং ন চেতনঃ প্রবৃত্ত্যাশ্রয়তয়া ইষ্যতে ইতি, তত্র কিং স্বরূপস্য অসিদ্ধিঃ অভিমতা? উত প্রবৃত্তিসম্বন্ধস্য? নাদ্য ইত্যাহ—"ন তাবদি"তি। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—"তত্রে"তি। আকাশস্য প্রবৃত্ত্যন্বয়মাত্রং, চেতনস্য তু ব্যতিরেকোঽপি অস্তি ইতি বৈষম্যম্ ইত্যর্থঃ। লোকায়তিকোঽপি চেতনতন্ত্রাম্ অচেতনপ্রবৃত্তিং মন্যতে, সাংখ্যস্তু ততোঽপি অবিবেকী ইত্যাহ—"ভূতে"তি। ভূতানাং চেতনা ইতি যেষাং মতং তে তথোক্তাঃ। এবং তাবৎ রথাদিবৎ মূলকারণস্যাপি অচেতনস্য চেতনাধীনপ্রবৃত্তিকত্বং সাধিতং, তত্র দৃষ্টান্তাসিদ্ধিম্ আশঙ্কতে—"স্যাদেতদি"তি। রথাদিপ্রবর্ত্তকো দেহ এব, স তু চেতন ইত্যবিবেকিনাং প্রসিদ্ধিঃ অনূদিতা, সাক্ষাৎ যঃ চেতনঃ সঃ অসঙ্গত্বাৎ অপ্রবর্ত্তক ইত্যর্থঃ। "তবে"তি। তথাপি ইত্যর্থঃ। রূপাদীনাং সন্নিধিমাত্রেণ ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকত্বে চেতনাধিষ্ঠিতাৎ অচেতনাৎ কার্য্যরচনা ইতি নিয়মভঙ্গম্ আশঙ্ক্য পরসিদ্ধম্ উদাহৃতম্ ইতি পরিহরতি—"সাংখ্যানাং হি" ইতি। "অর্থাকারেণ" ইতি। অর্থবিষয়জ্ঞানাকারেণ ইত্যর্থঃ। উক্তং হি শব্দাদিষু পঞ্চানাম্ আলোচনমাত্রম্ ইষ্যতে—"বৃত্তিরি"তি ।২

ভামতীর অনুবাদ।

ঔপনিষদ "**তদভিধীয়তে**" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন, অর্থাৎ বেদান্তমতের উপর সাংখ্য যে দোষ দিলেন, "**তদভিধীয়তে**" এই গ্রন্থদ্বারা বেদান্তবাদী তাহার পরিহার অর্থাৎ নিবারণ করিতেছেন। "**ন ক্রমঃ**" এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ অর্থাৎ অবধারিত শারীর অর্থাৎ জীবাত্মা অথবা পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরকে, আমরা এক্ষণে সাধন করিব না, অর্থাৎ এখন আমাদের সাধন করিবার উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু কেবল ইহার অর্থাৎ আত্মার যে প্রবৃত্তির প্রতি কারণতা আছে, তাহাই আমাদের বক্তব্য। সে বিষয়ে চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত অর্থাৎ অপ্রযুক্ত মৃতশরীর অথবা রথাদিতে প্রবৃত্তি দেখা যায় না বলিয়া এবং তাহার বিপরীতস্থানে অর্থাৎ চেতনাধিষ্ঠিত জীবিত শরীরে অথবা রথাদিতে প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া অন্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা প্রবৃত্তির চেতনহেতুকত্ব অর্থাৎ চেতনই যে প্রবৃত্তির কারণ—ইহা নিশ্চয় করা হয়, কিন্তু কেবল চেতনের সদ্ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতাবশতঃই প্রবৃত্তির চেতনহেতুকত্ব নিশ্চয় করা হয় না; যে জন্য অতিপ্রসঙ্গ হইবে, অর্থাৎ আকাশের প্রবৃত্তিহেতুকত্ব সিদ্ধ হইয়া পড়িবে। (অর্থাৎ আকাশের সহিত প্রবৃত্তির অন্বয় থাকিলেও ব্যতিরেক না থাকায় আকাশ তাহার কারণ হইবে না। ভূতচৈতনিক অর্থাৎ জড়পঞ্চভূতের চেতনা আছে, ইহা যাঁহারা স্বীকার করেন, অর্থাৎ দেহই

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

পয়োম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি।৩

ভামতীর অনুবাদ।

চেতন—এই মতবাদী চার্বাকের মতেও 'চেতনের (দেহের) অধিষ্ঠানবশতঃ অচেতনের (রথাদির) প্রবৃত্তি হয়', এ বিষয়ে বিবাদ নাই, ইহাই—**"লোকায়তিকানামপি"** এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার বলিতেছেন।

আচ্ছা, বেশ, দেহ নিজে চেতন ও করচরণাদিযুক্ত (অতএব) নিজ ব্যাপার অর্থাৎ চেষ্টার দ্বারা অপরকে প্রবৃত্তিযুক্ত করে, ইহা যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তদতিরিক্ত কূটস্থনিত্য ব্যাপাররহিত ও জ্ঞানৈকস্বভাব অর্থাৎ কেবল জ্ঞানস্বরূপ চেতন (আত্মা) প্রবর্ত্তক হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, তাহার প্রবৃত্তি নাই—ইহাই **"ননু তব"** এই গ্রন্থদ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন। **"ন অয়স্কান্তবৎ রূপাদিবচ্চ"** এই গ্রন্থদ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন। **"যথা চ রূপাদয়ঃ"** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে, রূপাদি বিষয় স্বদেশস্থ হইয়া অর্থাৎ নিজের স্থানে থাকিয়া ইন্দ্রিয়কে বিকৃত করে, অর্থাৎ আকর্ষণ করে, সেই হেতু সেই ইন্দ্রিয় অর্থকে অর্থাৎ বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাকারে অর্থাৎ অর্থবিষয়ক জ্ঞানাকারে পরিণত হয়, ইহাই সাংখ্যগণের স্থিতি, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত। সম্প্রতি চোদক অর্থাৎ যিনি আশঙ্কা করিতেছেন, তিনি **"একত্বাৎ"** এই গ্রন্থদ্বারা নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহাদের মতে অচেতন ও চেতন এই দ্বিবিধ বস্তু আছে, তাঁহাদের ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত হয় যে, চেতনাধিষ্ঠিত অচেতন প্রবৃত্তিযুক্ত হয়। যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব-স্বীকারকারী যোগমতাবলম্বিগণের মতে বলা হয়। কিন্তু যে অদ্বৈতবাদিগণের মতে চেতন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ নাই, তাঁহাদের মতে প্রবর্ত্ত্য অর্থাৎ যাহাকে প্রবৃত্ত করা হয়, তাহার অভাবে কাহার প্রতি চেতনের প্রবর্ত্তকত্ব হইবে? **"ন অবিদ্যা"** এই গ্রন্থদ্বারা ইহার পরিহার করিতেছেন। যেহেতু কারণস্বরূপ লয়লক্ষণ অর্থাৎ লয়াত্মক অবিদ্যাদ্বারা প্রাক্‌সর্গোপচিত অর্থাৎ পূর্ব্ব সৃষ্টিতে সঞ্চিত যে বিক্ষেপসংস্কার, তাহার দ্বারা প্রত্যুপস্থাপিত অর্থাৎ কল্পিত যে নাম ও রূপ তাহাই মায়া, তাহার আবেশ অর্থাৎ সম্বন্ধবশতঃ (ঈশ্বরের অন্তর্য্যামিত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া) এই চোদ্য অর্থাৎ আপত্তির অসকৃৎ অর্থাৎ একাধিকার প্রত্যুক্তি অর্থাৎ নিরাস করা হইয়াছে।

ইহাই বলা হইল যে—এই সৃষ্টি বস্তুসতী নহে, অর্থাৎ বাস্তবিক সত্য নহে, যে জন্য অদ্বৈতবাদীর বস্তুসৎ অর্থাৎ বাস্তবিক সত্য দ্বিতীয় বস্তুর অভাবে তুমি অনুযোগ অর্থাৎ আপত্তি করিবে। কিন্তু কাল্পনিক সৃষ্টিতে মায়াময় কাল্পনিক দ্বিতীয় বস্তু সহায় আছে। যেমন লোকে বলে—

"সহায়াস্তাদৃশা এব যাদৃশী ভবিতব্যতা"।

অর্থাৎ যেমন বস্তু উৎপন্ন হইবে, তাহার সহায়ও সেইরূপ বস্তুই হইবে। আর এইরূপ হইলে ব্রহ্মোপাদানত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ, ইহার কোন ব্যাঘাত হয় না; কারণ, মায়াবেশবশতঃ অর্থাৎ মায়াসম্বন্ধ-বশতঃ ব্রহ্মই জগতের উপাদানকারণ হন, যেহেতু তিনি শুক্তিকাধিষ্ঠানরজতবিভ্রমের শুক্তিকোপাদানত্বের ন্যায়, জগৎরূপ বিভ্রমের অধিষ্ঠান। অর্থাৎ শুক্তিরূপ অধিষ্ঠান অর্থাৎ অধিকরণে উৎপন্ন হয় যে রৌপ্যভ্রম, তাহার উপাদানকারণ যেমন শুক্তি, ইহাও সেইরূপ। এইরূপে সমস্ত নির্দ্দোষ হইল।২

শাঙ্করভাষ্যম্।

পয়োম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি।৩

স্যাদেতৎ, যথা ক্ষীরম্ অচেতনং স্বভাবেনৈব বৎসবিবৃদ্ধ্যর্থং প্রবর্ত্ততে, যথা চ জলম্ অচেতনং স্বভাবেনৈব লোকোপকারায় স্যন্দতে, এবং প্রধানম্ অচেতনং স্বভাবেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধয়ে প্রবর্ত্তিষ্যতে ইতি। নৈতৎ সাধু উচ্যতে। যতঃ তত্রাপি পয়োম্বুনোঃ চেতনাধিষ্ঠিতয়োরেব প্রবৃত্তিঃ ইতি অনুমিমীমহে; উভয়বাদিপ্রসিদ্ধে রথাদৌ অচেতনে কেবলে প্রবৃত্ত্যদর্শনাৎ। শাস্ত্রং চ—

"যোঽপ্সু তিষ্ঠন্ যোঽপোঽন্তরো যময়তি" (বৃঃ উঃ ৩।৭।৪)

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে"॥ (বৃঃ উঃ ৩।৮।৭)

---

* এই সূত্রে প্রথমাস্তপদ থাকিলেও 'চেৎ" শব্দ থাকায় এবং "তত্রাপি" পদদ্বারা তদুত্তর থাকায় ইহা পৃথক্ অধিকরণের সূচক হইল না। যেমন "গৌণশ্চেৎ নাত্মশব্দাৎ" এই ১।১।৬ সূত্র অধিকরণারম্ভক হয় নাই, ইহাও তদ্রূপ।

(যুক্তি দ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[পয়োম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি ।৩]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইতি এবং জাতীয়কং সমস্তস্য লোকপরিস্পন্দিতস্য ঈশ্বরাধিষ্ঠিততাং শ্রাবয়তি। তস্মাৎ সাধ্যপক্ষনিক্ষিপ্তত্বাৎ পয়োম্বুবৎ ইতি অনুপন্যাসঃ, চেতনায়াশ্চ ধেন্বাঃ স্নেহেচ্ছয়া পয়সঃ প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তেঃ, বৎসচোষণেন চ পয়সঃ আকৃষ্যমাণত্বাৎ।

ন চ অম্বুনোঽপি অত্যন্তম্ অনপেক্ষা, নিম্নভূম্যাদ্যপেক্ষত্বাৎ স্যন্দনস্য। চেতনাপেক্ষত্বং তু সর্ব্বত্র উপদর্শিতম্।

"উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি"। (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৪)

ইত্যত্র তু বাহ্যনিমিত্তনিরপেক্ষমপি স্বাশ্রয়ং কার্য্যং ভবতি ইতি এতল্লোকদৃষ্ট্যা নিদর্শিতম্। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু পুনঃ সর্ব্বত্রৈব ঈশ্বরাপেক্ষত্বম্ আপদ্যমানং ন পরাণুদ্যতে।৩

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—পয়ঃ অর্থাৎ দুগ্ধ ও **অম্বুবৎ** অর্থাৎ জলবৎ **চেৎ** অর্থাৎ যদি বল, অর্থাৎ যদি বল অচেতন দুগ্ধ যেমন বৎসবৃদ্ধির জন্য স্বয়ং ক্ষরিত হয়, এবং জল যেমন স্বয়ং পতিত হয়, সেইরূপ অচেতন প্রধানও স্বয়ংই প্রবৃত্ত হয়, **তত্রাপি** অর্থাৎ তাহা হইলে বলিব সেখানেও ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়াই তাহাদের প্রবৃত্তি হয়; কারণ, "যোঽপ্সু তিষ্ঠন্" ইত্যাদি শ্রুতি হইতে তাহাই বুঝা যায়।

ভাষ্যার্থ—আচ্ছা বেশ, যেমন অচেতন দুগ্ধ স্বভাবতঃই বৎসবৃদ্ধির জন্য প্রবৃত্ত হয় এবং যেমন অচেতন জল স্বভাবতঃই লোকের উপকারের জন্য ক্ষরিত হয়, এইরূপ অচেতন প্রধান স্বভাবতঃই পুরুষের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য প্রবৃত্ত হইবে? তাহা হইলে বলিব, ইহা ঠিক্ বলা হইতেছে না। যেহেতু সেখানেও চেতন ঈশ্বরকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রেরিত দুগ্ধ ও জলেরই প্রবৃত্তি হয়, ইহা আমরা অনুমান করি; কারণ,উভয়বাদি-প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বাদী ও প্রতিবাদী উভয়সম্মত কেবল অচেতন রথাদিতে প্রবৃত্তি দেখা যায় না। আর শাস্ত্রে আছে—

"যঃ অপ্সু তিষ্ঠন্ যঃ অপঃ অন্তরঃ যময়তি"। (বৃঃ ৩।৭।৪)

অর্থাৎ যিনি জলমধ্যে থাকিয়া যিনি জলের অন্তরকে সংযত করেন।

"এতস্য বৈ অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যঃ অন্যাঃ নদ্যঃ স্যন্দন্তে"। (বৃঃ ৩।৮।৯)

অর্থাৎ হে গার্গি! এই অক্ষরের শাসনে প্রাচ্য অর্থাৎ যে সকল নদী পূর্ব্বদিকে গিয়াছে সেই অন্য নদীসকল প্রবাহিত হইতেছে।

এই জাতীয় শ্রুতিসকল, সমস্ত লোকপরিস্পন্দিত অর্থাৎ জগতে ক্রিয়াশীল সমস্ত বস্তুই যে ঈশ্বরাধিষ্ঠিত, ইহা দেখাইতেছেন। অতএব সাধ্যপক্ষনিক্ষিপ্ত হইতেছে বলিয়া অর্থাৎ আমরা সমুদায় অচেতনের প্রবৃত্তি চেতনাধিষ্ঠিত বলিয়া অনুমান করিতেছি বলিয়া 'পক্ষসম' হওয়ায় দুগ্ধ ও জলের দৃষ্টান্ত অনুপন্যাস হয়, অর্থাৎ উল্লেখ করা ঠিক্ নহে অর্থাৎ ইহা আমাদের অনুমানের ব্যভিচারের স্থল নহে। আর যেহেতু চেতন ধেনুর স্নেহের ইচ্ছাবশতঃ দুগ্ধের প্রবৃত্তি হয়, ইহা উপপন্ন হইতে পারে, এবং বৎসের চোষণদ্বারা দুগ্ধের আকর্ষণ হয়, সেই হেতু পয়োম্বু দৃষ্টান্ত ঠিক্ নহে।

আর জলেরও যে একবারেই অন্যের অপেক্ষা থাকে না, তাহা নহে; কারণ, স্যন্দন অর্থাৎ পতন নিম্নভূমি ইত্যাদিকে অপেক্ষা করে। আর সর্ব্বত্রই যে চেতনের অপেক্ষা থাকে, ইহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। আর—

"উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি"। (ব্রঃ সূঃ ২।১।২৪)

এই সূত্রে কিন্তু বাহ্যনিমিত্তনিরপেক্ষ হইয়াও অর্থাৎ বাহ্যিক কোন কারণের অপেক্ষা না করিয়াও স্বাশ্রয় কার্য্য হয়, অর্থাৎ কার্য্য কারণকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, ইহা লৌকিক দৃষ্টিতে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্র দৃষ্টিতে আবার সর্ব্বত্রই ঈশ্বরাপেক্ষত্ব আপদ্যমান হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেরণাবশতই সর্ব্বকার্য্য হয় ইহা পাওয়া যায়, ইহাকে পরানোদন অর্থাৎ নিবারণ করা যাইতে পারে না।

ভামতী।

যথা পয়োঽম্বুনোঃ চেতনানধিষ্ঠিতয়োঃ স্বত এব প্রবৃত্তিঃ, এবং প্রধানস্যাপি ইতি শঙ্কার্থঃ। তত্রাপি চেতনাধিষ্ঠিতত্বং সাধ্যম্। ন চ সাধ্যেন এব ব্যভিচারঃ, তথা সতি অনুমান-

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ।৪ *

ভামতী।

মাত্রোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ। সর্ব্বত্র অস্য সুলভত্বাৎ। † ন বা সাধ্যম্, অত্রাপি চেতনাধিষ্ঠানস্য আগমসিদ্ধত্বাৎ। ন চ সপক্ষেণ ব্যভিচারঃ, ইতি শঙ্কানিরাকরণস্য অর্থঃ। "সাধ্যপক্ষেতি" উপলক্ষণম্। সপক্ষনিক্ষিপ্তত্বাৎ ইতি অপি দ্রষ্টব্যম্।

নমু "উপসংহারদর্শনাৎ" ইত্যত্র অনপেক্ষস্য প্রবৃত্তিঃ দর্শিতা, ইহ তু সর্ব্বস্য চেতনাপেক্ষা প্রবৃত্তিঃ প্রতিপাদ্যতে ইতি কুতঃ ন বিরোধঃ ইত্যত আহ—"উপসংহারদর্শনাৎ" ইতি। স্থূলদর্শিলোকাভিপ্রায়ানুরোধেন তৎ উক্তং ন তু পরমার্থতঃ ইত্যর্থঃ।৩

বেদান্তকল্পতরুঃ।

যদি পয়োম্বুনোঃ সপক্ষত্বমপি, কথং তর্হি "সাধ্যপক্ষনিক্ষিপ্তত্বাৎ" ইতি ভাষ্যম্ অতঃ আহ—"সাধ্যপক্ষেতি উপলক্ষণম্" ইতি।৩

ভামতীর অনুবাদ।

যেমন চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত পয়ঃ অর্থাৎ দুগ্ধ ও অম্বু অর্থাৎ জলের স্বতই প্রবৃত্তি হয়, এইরূপ প্রধানেরও হইয়া থাকে, ইহা আশঙ্কার অর্থ। সেখানেও অর্থাৎ দুগ্ধে এবং জলেও চেতনাধিষ্ঠিতত্ব সাধ্য হইয়াছে। আর সাধ্যদ্বারাই ব্যভিচার হয় না; কারণ, তাহা হইলে অনুমানমাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া পড়ে; যেহেতু সর্ব্বত্রই তাহা সুলভ। অর্থাৎ পক্ষে যাহার সন্দেহ হয় তাহাই সাধ্য, অতএব সন্দেহ অবস্থায় পক্ষে সাধ্যাভাব থাকায় সর্ব্বত্রই ব্যভিচার সুলভ হইয়া পড়ে। (যাঁহারা সাধ্যসংশয়কে পক্ষতা বলেন তাঁহাদের মত অনুসারে ইহা বলা হইল। সিসাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধ্যভাবকে পক্ষতা বলিয়া স্বীকার করিলে সিষাধয়িষাকালীন সিদ্ধিসত্ত্বে যখন অনুমিতি হয়, তখন ব্যভিচারজ্ঞান হইবার সম্ভাবনা না থাকায় অনুমানমাত্রের উচ্ছেদ হইবেনা জানিবে।) অথবা চেতনাধিষ্ঠিতত্ব সাধ্য নহে, অর্থাৎ তাহাকে সাধন করিতে হইবে না; অর্থাৎ ইহা সন্দেহের বিষয় নহে। কারণ, এখানেও অর্থাৎ পয়োম্বুস্থলেও চেতনাধিষ্ঠান আগমসিদ্ধ অর্থাৎ পয়োম্বু সপক্ষ, যেহেতু এখানে সাধ্যের নিশ্চয় আছে। আর সপক্ষদ্বারা ব্যভিচার হয় না। ইহাই শঙ্কানিবারণগ্রন্থের অর্থ। "সাধ্যপক্ষ" অর্থাৎ সাধ্যপক্ষনিক্ষিপ্ততাপ্রযুক্ত—এই বাক্যটি সপক্ষনিক্ষিপ্ততাপ্রযুক্ত, এই বাক্যের উপলক্ষণ। সুতরাং সপক্ষনিক্ষিপ্ত অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট উপলক্ষিত হইতেছে বলিয়া, পয়োম্বুবৎ—এই দৃষ্টান্ত দেওয়া ঠিক্ হয় নাই, ইহাও বুঝিতে হইবে। যদি বল "উপসংহারদর্শনাৎ" এই সূত্রে অন্যনিরপেক্ষদুগ্ধাদির প্রবৃত্তি দেখান হইয়াছে, কিন্তু এখানে ব্যাখ্যা করা হইতেছে যে, সর্ব্বত্রই চেতনকে অপেক্ষা করিয়া প্রবৃত্তি হয়, অতএব বিরোধ হইবে না কেন? এইজন্য উপসংহারদর্শনাৎ ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থাৎ নির্ব্বোধ লোককে লক্ষ্য করিয়া তাহা বলিয়াছেন, কিন্তু পরমার্থতঃ অর্থাৎ বাস্তবিক তাহা ঠিক্ নহে—ইহা তাৎপর্য্য।৩

শাঙ্করভাষ্যম্।

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ।৪

সাংখ্যানাং ত্রয়ো গুণাঃ সাম্যেন অবতিষ্ঠমানাঃ প্রধানম্। ন তু তদ্ব্যতিরেকেণ প্রধানস্য প্রবর্ত্তকং নিবর্ত্তকং বা কিঞ্চিদ্ বাহ্যম্ অপেক্ষ্যম্ অবস্থিতম্ অস্তি। পুরুষস্তু উদাসীনো ন প্রবর্ত্তকো ন নিবর্ত্তক ইতি, অতঃ অনপেক্ষং প্রধানম্। অনপেক্ষত্বাচ্চ কদাচিৎ প্রধানং মহদাদ্যাকারেণ পরিণমতে কদাচিৎ ন পরিণমতে ইতি, এতৎ অযুক্তম্। ঈশ্বরস্য তু সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ সর্ব্বশক্তিত্বাৎ মহামায়ত্বাচ্চ প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী ন বিরুধ্যেতে।৫

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—ব্যতিরেকানবস্থিতেঃ অর্থাৎ ব্যতিরেকে অবস্থিত হয় না বলিয়া অর্থাৎ সমভাবে অবস্থিত সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়কে সাংখ্যাচার্য্যগণ প্রধান বলেন, সেই প্রধান ব্যতীত অন্য কোন সহকারিকারণ না থাকায়, **চ** এবং **অনপেক্ষত্বাৎ** অর্থাৎ অনপেক্ষত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ পুরুষ উদাসীন বলিয়া প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে তাহারও কোন সাহায্য প্রধান পায় না বলিয়া, সৃষ্টি বা প্রলয়ে প্রধান কারণ হইতে পারে না।

---

* এই সূত্রে প্রথমান্তপদ না থাকায় ইহাও আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গবিশেষই হইল।

† যদ্যপি মুদ্রিতগ্রন্থেষু "ন চাসাধ্যম্" ইতি পাঠো দৃশ্যতে, তথাপি তস্য অসঙ্গতত্বাৎ প্রামাণিকহস্তলিখিতগ্রন্থে চ "ন বা সাধ্যম্" ইতি দর্শনাচ্চ অয়মেব পাঠোঽস্মাভিরাদৃতঃ। ব্যাখ্যানং চাস্য "প্রভা" টীকায়াং দ্রষ্টব্যং বিস্তরিতি।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[**ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ।৪**]

ভাষ্যানুবাদ।

ভাষ্যার্থ—সাংখ্যগণের মতে সমভাবে অবস্থিত তিনটি গুণ প্রধান পদবাচ্য। কিন্তু তদ্‌ব্যতীত প্রধানের প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক কোন বাহ্য অপেক্ষ্য অর্থাৎ সাহায্য পাইবার যোগ্য বস্তু অবস্থিত অর্থাৎ বিদ্যমান নাই, এবং পুরুষ উদাসীন, প্রবর্ত্তকও নহে, নিবর্ত্তকও নহে, এই হেতু প্রধান অনপেক্ষ অর্থাৎ কাহারও অপেক্ষা করে না। আর অনপেক্ষত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ প্রধান কাহাকেও অপেক্ষা করে না বলিয়া প্রধান কখনও (অর্থাৎ সৃষ্টিকালে) মহদাদিরূপে পরিণত হয়, কখনও (অর্থাৎ প্রলয়কালে) পরিণত হয় না, ইহা বলা অসঙ্গত। কিন্তু আমাদের মতে ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তি ও মহামায়াবী বলিয়া তাঁহার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিরুদ্ধ হয় না।৪

ভামতী।

যদ্যপি সাংখ্যানামপি বিচিত্রকর্ম্মবাসনাবাসিতং প্রধানং সাম্যাবস্থায়ামপি, তথাপি ন কর্ম্মবাসনাঃ সর্গস্য ঈশতে, কিন্তু প্রধানমেব স্বকার্য্যে প্রবর্ত্তমানম্ অধর্ম্মপ্রতিবদ্ধং সৎ ন সুখময়ীং সৃষ্টিং কর্ত্তুম্ উৎসহতে, ইতি ধর্ম্মেণ অধর্ম্মপ্রতিবন্ধঃ অপনীয়তে। এবম্ অধর্ম্মেণ ধর্ম্মপ্রতিবন্ধঃ অপনীয়তে দুঃখময্যাং সৃষ্টৌ। স্বয়মেব চ প্রধানম্ অনপেক্ষ্য সৃষ্টৌ প্রবর্ত্ততে। যথাহুঃ—

"নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ" ইতি।

ততশ্চ প্রতিবন্ধকাপনয়সাধনে ধর্ম্মাধর্ম্মবাসনে অপি সন্নিহিতে ইতি আগন্তোঃ অপেক্ষণীয়স্য অভাবাৎ সদৈব সাম্যেন পরিণমেত বৈষম্যেণ বা, ন তু অয়ং কাদাচিৎকঃ পরিণামভেদ উপপদ্যেত। (ঈশ্বরস্য তু মহামায়স্য চেতনস্য লীলয়া বা যদৃচ্ছয়া বা স্বভাববৈচিত্র্যাদ্ বা কর্ম্মপরিপাকাপেক্ষস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তী উপপদ্যেতে এব ইতি।৪)

বেদান্তকল্পতরুঃ।

প্রধানস্য সহকার্য্যভাবাসিদ্ধেঃ সূত্রভাষ্যাযোগম্ আশঙ্ক্য আহ—"যদ্যপি" ইতি। সর্গস্য নির্ম্মাণে কর্ম্মবাসনা ন প্রভবতি ইতি চেৎ ক তর্হি তাসাম্ উপযোগঃ তত্র আহ—"প্রধানমেব" ইতি। "নিমিত্তং" ধর্ম্মাদি। প্রকৃতীনাং মূলপ্রকৃতেঃ মহদাদিপ্রকৃতি-বিকৃতীনাং চ অপ্রযোজকং স্বকার্য্যে সর্গে, কিন্তু "বরণস্য" প্রতিবন্ধকস্য "ভেদো" ভঙ্গঃ "ততঃ" নিমিত্তাদ্ ভবতি, "ক্ষেত্রিকবৎ" যথা হি ক্ষেত্রকারী কেদারাৎ অপাং পূর্ণাৎ কেদারান্তরং সমং নিম্নং বা পিপ্লাবয়িষুঃ অপো ন পাণিনা অপকর্ষতি, কিন্তু বরণং তাসাং ভিনত্তি, ভিন্নে তস্মিন্ স্বয়মেব আপঃ কেদারান্তরং প্লাবয়ন্তি, তদ্বৎ ইতি পাতঞ্জলসূত্রার্থঃ। তর্হি অপনীতে প্রতিবন্ধে সৃজতু প্রধানম্ অত আহ "ততশ্চ" ইতি। সদাতনাৎ অপনায়কাৎ সদা অপনীতঃ প্রতিবন্ধঃ ইতি সদৈব সর্গঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। ঈশ্বরস্য তু সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ প্রাণিকর্ম্মপরিপাকাবসরাভিজ্ঞস্য লীলাদিনা কদাচিৎ স্রষ্টৃত্বং ন সর্ব্বদা ইতি আহ "ঈশ্বরস্য তু" ইতি। "যদৃচ্ছয়া" ইতি। যথা অস্মদাদেঃ তৃণচ্ছেদাদৌ নিয়তনিমিত্তানপেক্ষা প্রবৃত্তিঃ এবম্ ইত্যর্থঃ।৪

ভামতীর অনুবাদ।

যদিও সাংখ্যাচার্য্যগণের মতে বিচিত্রকর্ম্মবাসনাবাসিত অর্থাৎ নানাপ্রকার কর্ম্মসংস্কারযুক্ত প্রধান সাম্যাবস্থাতেও আছে, তাহা হইলেও কর্ম্মবাসনাসমূহ অর্থাৎ কর্ম্মসংস্কার সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু প্রধানই নিজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অধর্ম্মদ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া অর্থাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সুখময় সৃষ্টি করিতে পারে না, অতএব ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধক অর্থাৎ বাধাকে দূর করিয়া দেয়। এইরূপ দুঃখময় সৃষ্টিতে অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপ বাধাকে দূর করে। আর প্রধান নিজেই অপরের অপেক্ষা না করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যেমন যোগশাস্ত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন—

"নিমিত্তমপ্রযোজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্তু ক্ষেত্রিকবৎ" (পাঃ দঃ ৪।৩)

অর্থাৎ ধর্ম্মাদি নিমিত্ত প্রকৃতির প্রযোজক অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে সহকারী নহে, কিন্তু ধর্ম্মাদিনিমিত্তবশতঃ অধর্ম্মাদি আবরণভেদ অর্থাৎ বাধা নষ্ট হয়, যেমন ক্ষেত্রিক অর্থাৎ কৃষক ক্ষেত্রে জল লইয়া যাইতে হইলে জলকে আকর্ষণ করে না, কিন্তু পুকুরের বাঁধ কাটিয়া দেয়, তাহাতেই জল আপনি যাইয়া ক্ষেত্রকে প্লাবন করিয়া দেয়, সেইরূপ ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপ বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলে প্রকৃতি স্বয়ংই উৎকৃষ্ট সৃষ্টি করিয়া থাকে, এইরূপ অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপ বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিলে প্রকৃতি স্বয়ংই অপকৃষ্ট সৃষ্টি করিয়া দেয়, আর তাহা হইলে—

প্রতিবন্ধকাপনয়নসাধনদ্বয় অর্থাৎ বাধা নিবারণের উপায় ধর্ম্মবাসনা ও অধর্ম্মবাসনা অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-সংস্কারও সন্নিহিত অর্থাৎ নিকটেই থাকে, অতএব অপেক্ষণীয় অর্থাৎ অপেক্ষা করিবার যোগ্য কোন আগন্তুকের অর্থাৎ সাহায্য করিতে আসিবার কেহ না থাকায় সর্ব্বদাই সমভাবে পরিণত হইবে, অথবা বিষমভাবে পরিণত হইবে, কিন্তু কাদাচিৎক পরিণামভেদ অর্থাৎ কদাচিৎ কোন পরিণামবিশেষের উপপত্তি

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ।৫

ভামতীর অনুবাদ।

হইতে পারে না, অর্থাৎ প্রলয়কালে সমভাবে ও সৃষ্টিকালে বিষমভাবে পরিণাম হইতে পারে না। কিন্তু (আমাদের মতে) মহামায়াবী চেতন কর্ম্মপরিপাকাপেক্ষ অর্থাৎ জীবের কর্ম্মের পরিপাকের অপেক্ষাকারী ঈশ্বরের লীলাবশতঃ অথবা যদৃচ্ছাবশতঃ অথবা বিচিত্রস্বভাববশতঃ সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে।৪

শাঙ্করভাষ্যম্।

অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ।৫

স্যাদেতৎ, যথা তৃণপল্লবোদকাদি নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষং স্বভাবাদেব ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমতে, এবং প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণ পরিণংস্যতে ইতি। কথং চ নিমিত্তান্তর-নিরপেক্ষং তৃণাদি ইতি গম্যতে? নিমিত্তান্তরানুপলম্ভাৎ। যদি হি কিঞ্চিৎ নিমিত্তম্ উপলভেমহি, ততো যথাকামং তেন তৃণাদি উপাদায় ক্ষীরং সম্পাদয়েমহি, ন তু সম্পাদয়ামহে। তস্মাৎ স্বাভাবিকঃ তৃণাদেঃ পরিণামঃ। তথা প্রধানস্যাপি স্যাদিতি।

অত্রোচ্যতে—ভবেৎ তৃণাদিবৎ স্বাভাবিকঃ প্রধানস্যাপি পরিণামঃ, যদি তৃণাদেরপি স্বভাবিকঃ পরিণামঃ অভ্যুপগম্যেত, ন তু অভ্যুপগম্যতে নিমিত্তান্তরোপলব্ধেঃ। কথং নিমিত্তান্তরোপলব্ধিঃ? অন্যত্র অভাবাৎ। ধেন্বা এব হি উপযুক্তং তৃণাদি ক্ষীরীভবতি। ন প্রহীণম্ অনডুদাদ্যুপযুক্তং বা। যদি হি নির্নিমিত্তম্ এতৎ স্যাৎ, ধেনুশরীরসম্বন্ধাৎ অন্যত্রাপি তৃণাদি ক্ষীরীভবেৎ। ন চ যথাকামং মানুষৈঃ ন শক্যং সম্পাদয়িতুম্ ইতি এতাবতা নির্নিমিত্তং ভবতি। ভবতি হি কিঞ্চিৎ কার্য্যং মানুষসম্পাদ্যং কিঞ্চিৎ দৈবসম্পাদ্যম্। মনুষ্যা অপি শক্নুবন্তি এব উচিতেন উপায়েন তৃণাদি উপাদায় ক্ষীরং সম্পাদয়িতুম্। প্রভূতং হি ক্ষীরং কাময়মানাঃ প্রভূতং ঘাসং ধেনুং চারয়ন্তি। ততশ্চ প্রভূতং ক্ষীরং লভন্তে। তস্মাৎ ন তৃণাদিবৎ স্বাভাবিকঃ প্রধানস্য পরিণামঃ।৫

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—**অন্যত্রাভাবাৎ চ** অর্থাৎ আর অন্যত্র অভাব হয় বলিয়া **ন তৃণাদিবৎ** অর্থাৎ তৃণাদিবৎ নহে। অর্থাৎ যদি বল তৃণাদি অর্থাৎ ঘাস খড় প্রভৃতি যেমন অন্যনিমিত্তকে অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃই দুগ্ধাদিরূপে পরিণত হয়, প্রধানও সেইরূপ মহদাদিরূপে পরিণত হইবে, তাহা হইলে বলিব, না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, গাভীভিন্ন বৃষপ্রভৃতিতে তৃণাদি দুগ্ধরূপে পরিণত হয় না।

ভাষ্যার্থ—আচ্ছা বেশ, যেমন তৃণ পল্লব ও জল প্রভৃতি অন্য কোন নিনিত্তকে অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃই দুগ্ধাদিরূপে পরিণত হয়, এইরূপ প্রধানও মহদাদিরূপে পরিণত হইবে। আর যদি বল তৃণাদি যে, অন্য কোন নিমিত্তকে অপেক্ষা করে না, তাহা কি করিয়া জানা যায়? তাহা হইলে বলিব তাহার কারণ, অন্য কোন নিমিত্ত দেখা যায় না। যদি কোন নিমিত্ত উপলব্ধি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে যথাকাম অর্থাৎ ইচ্ছামত তৃণাদি লইয়া তাহার দ্বারা দুগ্ধ প্রস্তুত করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা ত পারি না। অতএব তৃণাদির পরিণাম স্বভাবসিদ্ধ। প্রধানেরও সেইরূপ হইবে?

এ বিষয়ে (সিদ্ধান্ত) বলা হয়, তৃণাদির মত প্রধানেরও স্বাভাবিক পরিণাম হইত, যদি তৃণাদিরও স্বাভাবিক পরিণাম স্বীকার করা হইত? কিন্তু তাহা ত স্বীকার করা হয় না; যেহেতু, তাহার অন্য নিমিত্ত উপলব্ধি হয়। যদি বল—কি করিয়া বুঝিলে—তাহার অন্যনিমিত্ত আছে? তাহা হইলে বলিব—**অন্যত্র অভাবাৎ**; অর্থাৎ যেহেতু বৃষপ্রভৃতি অন্য প্রাণীতে তাহা হয় না। কারণ, ধেনুকর্ত্তৃকই উপযুক্ত অর্থাৎ

* এই সূত্রে "ন তৃণাদিবৎ" এই প্রথমান্তপদ থাকায় ইহা অধিকরণ আরম্ভক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু "চ" শব্দদ্বারা পূর্ব্বাধিকরণের কথারই অঙ্গ হইতেছে বলিয়া এ সূত্রটীও পূর্ব্বাধিকরণের অঙ্গসূত্র হইল। এতদ্ব্যতীত ইহার পর সূত্রে "অপি" শব্দ থাকায় ইহাই সুদৃঢ়ীকৃত হইল। মাধ্বমত ইহাতেই দ্বিতীয়াধিকরণ হইয়াছে। তন্মতে সাংখ্যমতটী ৫টী অধিকরণে খণ্ডিত, কিন্তু অন্যমতগুলি এক একটী অধিকরণে খণ্ডিত। এজন্য শঙ্করাদিভাষ্যে এই ৫টী অধিকরণকে যে একটী অধিকরণ করা হইয়াছে, তাহাই সঙ্গত মনে হয়।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ।৬

ভাষ্যানুবাদ।

ভুক্ত তৃণাদি দুগ্ধ হয়, প্রহীণ অর্থাৎ বিনষ্ট, অথবা বৃষাদিভুক্ত তৃণাদি তাহা হয় না। যদি নির্নিমিত্ত অর্থাৎ নিমিত্তব্যতীত ইহা হইত, তাহা হইলে ধেনুশরীরের সম্বন্ধ ভিন্ন অর্থাৎ বৃষাদিতেও তৃণাদি দুগ্ধ হইত। আর মানুষ যথাকাম অর্থাৎ ইচ্ছামত ইহা সম্পাদন করিতে অর্থাৎ প্রস্তুত করিতে পারে না, এইজন্য তাহা নির্নিমিত্ত অর্থাৎ বিনা কারণে হয়, অর্থাৎ স্বাভাবিক হয়, তাহা নহে। কোন কার্য্যমানুষের সাধ্য হয় এবং কোন কার্য্য দেবতার সাধ্য হয়। মানুষও উপযুক্ত উপায়দ্বারা তৃণাদি সংগ্রহ করিয়া নিশ্চয় দুগ্ধ উৎপাদন করিতে পারে। কারণ, যাহারা প্রভূত অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা প্রচুর পরিমাণে গরুকে ঘাস খাওয়ায় এবং তাহা হইতেই প্রচুর দুগ্ধ লাভ করে। অতএব তৃণাদির মত প্রধানেরও পরিণাম স্বাভাবিক নহে, অর্থাৎ তৃণাদির যেমন স্বাভাবিক পরিণাম হয় না, তেমনই প্রধানেরও পরিণাম স্বাভাবিক নহে।৫

ভামতী।

ধেনূপযুক্তং হি তৃণপল্লবাদি যথা স্বভাবত এব চেতনানপেক্ষং ক্ষীরভাবেন পরিণমতে ন তু তত্র ধেনুচৈতন্যম্ অপেক্ষতে, উপযোগমাত্রে তদপেক্ষত্বাৎ। এবং প্রধানম্ অপি স্বভাবত এব পরিণংস্যতে, কৃতম্ অত্র চেতনেন ইতি শঙ্কার্থঃ। ধেনূপযুক্তস্য তৃণাদেঃ ক্ষীর-ভাবে কিং নিমিত্তান্তরমাত্রং নিষিধ্যতে, উত চেতনম্? ন তাবৎ নিমিত্তান্তরং, ধেনুদেহস্থস্য ঔদর্য্যস্য বহ্ন্যাদিভেদস্য নিমিত্তান্তরস্য সম্ভবাৎ। বুদ্ধিপূর্ব্বকারী তু তত্রাপি ঈশ্বর এব সর্ব্বজ্ঞঃ সম্ভবতি ইতি শঙ্কানিরাকরণস্য অর্থঃ। তৎ ইদম্ উক্তং—"কিঞ্চিৎ দৈবসম্পাদ্যমিতি।৫

বেদান্তকল্পতরু।

"বহ্ন্যাদীতি"। পিত্তধাতুঃ আদিশব্দস্য অর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

যেমন ধেনুকর্ত্তৃক উপযুক্ত অর্থাৎ ভুক্ত তৃণপল্লবপ্রভৃতি চেতনের অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃই দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, কিন্তু তাহাতে ধেনুর চৈতন্যকে অপেক্ষা করে না, কারণ, উপযোগমাত্রে অর্থাৎ কেবল ভক্ষণকার্য্যে তাহাকে অর্থাৎ ধেনুর চৈতন্যকে অপেক্ষা করে। এইরূপ প্রধানও স্বভাবতঃই পরিণত হইবে, এবিষয়ে চেতনের কোন আবশ্যক নাই। ইহাই আশঙ্কার অর্থ। এতদুত্তরে বক্তব্য—ধেনুভুক্ত তৃণাদির ক্ষীরভাবে অর্থাৎ দুগ্ধরূপে পরিণত হওয়াতে অন্য নিমিত্তমাত্রকেই কি নিষেধ করিতেছ? অথবা কেবল চেতনকে নিষেধ করিতেছ? অন্যনিমিত্তমাত্রকে নিষেধ করিতে পার না; কারণ, ধেনুদেহস্থিত ঔদর্য্য বহ্নিভেদ অর্থাৎ উদরজাত অগ্নিবিশেষ অর্থাৎ পাচক অগ্নিরূপ নিমিত্তান্তরের সম্ভব আছে। কিন্তু সেখানেও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই বুদ্ধিপূর্ব্বকারী অর্থাৎ নিমিত্তকারণ সম্ভব হন। ইহা শঙ্কানিবারণের অর্থ। সেইজন্য **"কিঞ্চিদ্দৈব-সম্পাদ্যম্"** এইরূপ বলিয়াছেন।৫

শাঙ্করভাষ্যম্।

সূত্রে।

* অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ।৬

স্বাভাবিকী প্রধানপ্রবৃত্তিঃ ন ভবতি ইতি স্থাপিতম্। তথাপি নাম ভবতঃ শ্রদ্ধাম্ অনুরুধ্যমানাঃ স্বাভাবিকীমেব প্রধানস্য প্রবৃত্তিম্ অভ্যুপগচ্ছেম, তথাপি দোষঃ অনুষজ্যেত এব। কুতঃ? অর্থাভাবাৎ। যদি তাবৎ স্বাভাবিকী প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ ন কিঞ্চিৎ অন্যৎ ইহ অপেক্ষতে ইতি উচ্যেত, ততঃ যথৈব সহকারি কিঞ্চিৎ ন অপেক্ষতে এবং প্রয়োজনমপি কিঞ্চিৎ ন অপেক্ষিষ্যতে ইতি, অতঃ প্রধানং পুরুষস্য অর্থং সাধয়িতুং প্রবর্ত্ততে ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা হীয়েত। স যদি ব্রূয়াৎ—সহকারি এব কেবলং ন অপেক্ষতে, ন প্রয়োজনমপি ইতি, তথাপি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনং বিবেক্তব্যং, ভোগো বা স্যাৎ, অপবর্গো বা, উভয়ং বা ইতি? ভোগশ্চেৎ? কীদৃশঃ অনাধেয়া-

* এই সূত্রে প্রথমান্তপদ নাই, সুতরাং ইহা পূর্ব্বাধিকরণের অঙ্গ হইল।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ।৬]

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিং চাত্র অধিক: অনাধেয়াতিশয়স্য পুরুষস্য ভোগঃ ভবেৎ? অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গশ্চ। অপবর্গশ্চেৎ? প্রাক্ অপি প্রবৃত্তেঃ অপবর্গস্য সিদ্ধত্বাৎ প্রবৃত্তিঃ অনর্থিকা স্যাৎ। শব্দাদ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গশ্চ। উভয়ার্থতাভ্যুপগমেঽপি ভোক্তব্যানাং প্রধানমাত্রাণাম্ আনন্ত্যাৎ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ এব। ন চ ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থা প্রবৃত্তিঃ। ন হি প্রধানস্য অচেতনস্য ঔৎসুক্যং সম্ভবতি। ন চ পুরুষস্য নির্মলস্য নিষ্কলস্য ঔৎসুক্যম্। দৃক্শক্তিসর্গশক্তিবৈয়র্থ্যভয়াৎ চেৎ প্রবৃত্তিঃ, তর্হি সর্গশক্ত্যনুচ্ছেদবৎ দৃক্শক্ত্যনুচ্ছেদাৎ সংসারানুচ্ছেদাৎ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ এব, তস্মাৎ প্রধানস্য পুরুষার্থা প্রবৃত্তিঃ ইতি এতৎ অযুক্তম্।৬

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—অভ্যুপগমেঽপি অর্থাৎ স্বীকার করিলেও **অর্থাভাবাৎ** অর্থাৎ অর্থাভাবপ্রযুক্ত প্রধান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয় না। অর্থাৎ এখানে যদি প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে পুরুষার্থের অপেক্ষা হইতে পারে না, এখানে ইষ্টাপত্তি করিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে অচেতন প্রধান পুরুষের প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়, তোমার এই অভ্যুপগম বিরুদ্ধ হয়। অথবা অর্থাভাব শব্দের অর্থ প্রয়োজনাভাব, যথা—প্রধানের প্রবৃত্তি পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের জন্য হইতে পারে না, কারণ ভোগ অনন্ত বলিয়া মোক্ষের অভাব হইয়া পড়ে। এইরূপ মোক্ষের জন্যও হইতে পারে না; কারণ, ভোগের অভাব হইয়া পড়ে এবং প্রধানের প্রবৃত্তিরও অভাব হইয়া পড়ে। কারণ, পুরুষের স্বরূপে অবস্থিতিরূপ মোক্ষ প্রধানের অপ্রবৃত্তি দ্বারাই সিদ্ধ হয়। অতএব প্রয়োজন না থাকায় প্রধান জগৎকারণ নহে।

ভাষ্যার্থ—প্রধানের প্রবৃত্তি স্বাভাবিক হয় না, ইহা স্থাপন করা হইয়াছে। তাহা হইলেও যদি আপনার শ্রদ্ধার অনুরোধে প্রধানের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই স্বীকার করি, তাহা হইলেও দোষ হইবেই। যদি বল, কেন? তাহ হইলে বলি—যেহেতু পুরুষার্থের অভাব হইয়া পড়ে অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজনের অপেক্ষা করার অভাব হইয়া পড়ে। যদি বল, প্রধানের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, ইহাতে অন্য কিছুই অপেক্ষা করে না, তাহা হইলে যেমন সহকারী কিছুই অপেক্ষা করে না, এইরূপ প্রয়োজনও কিছুই অপেক্ষা করিবে না, অতএব প্রধান পুরুষের প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়, এই প্রতিজ্ঞা তোমার নষ্ট হইবে। তিনি যদি বলেন—প্রধান কেবল সহকারীই অপেক্ষা করে না, প্রয়োজনও যে অপেক্ষা করে না, তাহা নহে। তাহা হইলেও প্রধানপ্রবৃত্তির প্রযোজন কি তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। তাহা ভোগ অথবা মোক্ষ অথবা উভয়ই হইবে? যদি বল, ভোগ প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অনাধেয়াতিশয় অর্থাৎ যাহার অতিশয় অর্থাৎ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনাধেয় অর্থাৎ উৎপাদ্য নহে, সেই পুরুষের কিরূপ ভোগ হইবে? আর অনির্মোক্ষ-প্রসঙ্গ অর্থাৎ মোক্ষের অভাব হইয়া পড়ে। (অর্থাৎ যদি ভোগের জন্যই প্রধানের প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে মোক্ষের হেতু বিবেকবিজ্ঞান না হওয়ায় মোক্ষ হইতে পারে না)। যদি বল, মোক্ষই প্রধানপ্রবৃত্তির প্রয়োজন হইবে? তাহা হইলে প্রবৃত্তির পূর্ব্বেও অপবর্গ ছিল বলিয়া প্রবৃত্তি অনর্থক হইবে, (কারণ স্বস্বরূপে অবস্থানরূপ মুক্তি স্বাভাবিক বলিয়া প্রবৃত্তির কোন প্রয়োজন থাকে না)। আর শব্দাদি বিষয়ের উপলব্ধির অভাব হইয়া পড়ে। (কারণ তাহার জন্যও প্রধান প্রবৃত্ত হয় নাই।) উভয়ার্থতাভ্যুপগমেও অর্থাৎ ভোগ ও মোক্ষ এই উভয় প্রযোজনের জন্যই প্রধানের প্রবৃত্তি হয়, ইহা স্বীকার করিলেও ভোগ্য প্রধানকার্য্যসকল অনন্ত বলিয়া মোক্ষাভাব হইয়া পড়েই, (কারণ ভোগ্য অনন্ত বলিয়া তাহাদের ভোগ কখনই শেষ হইবে না)। আর ঔৎসুক্য অর্থাৎ ইচ্ছা নিবৃত্তির জন্য প্রধানের প্রবৃত্তি হয়—ইহা বলিতে পার না; কারণ, অচেতন প্রধানের ঔৎসুক্য হইতে পারে না। আর নির্ম্মল নিষ্কল অর্থাৎ নির্লিপ্ত পুরুষের ঔৎসুক্য হয় না। পুরুষের দৃষ্টিশক্তি ও প্রকৃতির সৃষ্টিশক্তি ব্যর্থ হইয়া যায়; এই ভয়ে (অর্থাৎ দৃশ্য না থাকিলে পুরুষে দৃক্শক্তি বৃথা হয়, এবং সৃষ্টি না থাকিলে প্রধানের সৃষ্টিশক্তি বৃথা হয় এই ভয়ে) যদি প্রধানপ্রবৃত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে (শক্তিদ্বয় নিত্য বলিয়া) দৃক্শক্তির যেমন অনুচ্ছেদ অর্থাৎ লোপ হয় না, তেমনই সৃষ্টিশক্তিরও উচ্ছেদ না হওয়ায় সংসারের উচ্ছেদ না হওয়াবশতঃ নিশ্চয়ই মোক্ষাভাব হইয়া পড়িবে। অতএব পুরুষের প্রয়োজনের জন্য প্রধানের প্রবৃত্তি হয়, ইহা ঠিক্ নহে।৬

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ।৬]

ভামতী।

পুরুষার্থাপেক্ষাভাবপ্রসঙ্গাৎ। তৎ ইদম্ উক্তম্—"এবং প্রয়োজনম্ অপি কিঞ্চিৎ ন অপেক্ষিষ্যতে" ইতি। অথবা পুরুষার্থাভাবাৎ ইতি যোজ্যম্। তৎ ইদম্ উক্তম্—"তথাপি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনং বিবেক্তব্য"মিতি। ন কেবলং তাত্ত্বিকঃ ভোগঃ অনাধেয়াতিশয়স্য কূটস্থনিত্যস্য পুরুষস্য ন সম্ভবতি, অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গশ্চ। যেন হি প্রযোজনেন প্রধানং প্রবর্ত্তিতং তৎ অনেন কর্ত্তব্যং, ভোগেন চ এতৎ প্রবর্ত্তিতম্ ইতি তম্ এব কুর্য্যাৎ ন মোক্ষং, তেন অপ্রবর্ত্তিতত্বাৎ ইত্যর্থঃ। "অপবর্গশ্চেৎ প্রাক্ অপি" ইতি। চিতেঃ সদা বিশুদ্ধত্বাৎ ন এতস্যাং জাতু কর্ম্মানুভববাসনাঃ সন্তি, প্রধানং তু তাসাম্ অনাদীনাম্ আধারঃ। তথাচ প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রাক্ চিতিঃ মুক্তা এব ইতি ন অপবর্গার্থম্ অপি তৎপ্রবৃত্তিঃ ইতি। "শব্দাদ্যনুপলব্ধি-প্রসঙ্গশ্চ", তদর্থম্ অপ্রবৃত্তত্বাৎ প্রধানস্য। "উভয়ার্থতাভ্যুপগমেঽপি" ইতি। ন তাবৎ অপবর্গঃ সাধ্যঃ, তস্য প্রধানাপ্রবৃত্তিমাত্রেণ সিদ্ধত্বাৎ। ভোগার্থং তু প্রবর্ত্তেত। ভোগস্য চ সকৃৎ শব্দাদ্যুপলব্ধিমাত্রাদেব সমাপ্তত্বাৎ ন তদর্থং পুনঃ প্রধানং প্রবর্ত্তেত ইতি অযত্নসাধ্যঃ মোক্ষঃ স্যাৎ। নিঃশেষশব্দাদ্যুপভোগস্য চ আনন্ত্যেন সমাপ্তেঃ অনুপপত্তেঃ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ। কৃতভোগম্ অপি প্রধানম্ আসত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতেঃ ক্রিয়াসমভিহারেণ ভোজয়তি ইতি চেৎ, অথ পুরুষার্থায় প্রবৃত্তং কিমর্থং সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিং করোতি। অপবর্গার্থমিতি চেৎ, হন্ত অয়ং সকৃৎ শব্দাদ্যুপভোগেন কৃতপ্রযোজনস্য প্রধানস্য নিবৃত্তিমাত্রাৎ এব সিধ্যতি ইতি কৃতং সত্ত্বান্যতাখ্যাতিপ্রতীক্ষণেন। ন চ অস্যাঃ স্বরূপতঃ পুরুষার্থত্বম্। তস্মাৎ উভয়ার্থমপি ন প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ উপপদ্যতে ইতি সিদ্ধঃ অর্থাভাবঃ। সুগমম্ ইতরৎ।

শঙ্কতে—"দৃক্শক্তী"তি। পুরুষো হি দৃক্শক্তিঃ। সা চ দৃশ্যম্ অন্তরেণ অনর্থিকা স্যাৎ, ন চ স্বাত্মনি অর্থবতী, স্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাৎ। প্রধানং চ সর্গশক্তিঃ। সা চ সর্জনীয়ম্ অন্তরেণ অনর্থিকা স্যাৎ ইতি যৎ প্রধানেন শব্দাদি সৃজ্যতে তদেব দৃক্শক্তেঃ দৃশ্যং ভবতি ইতি তদুভয়ার্থবত্ত্বায় সর্জনম্ ইতি শঙ্কার্থঃ। নিরাকরোতি "সর্গশক্ত্যনুচ্ছেদবদি"তি। যথা হি প্রধানস্য সর্গশক্তিঃ একং পুরুষং প্রতি চরিতার্থাপি পুরুষান্তরং প্রতি প্রবর্ত্ততে অনুচ্ছেদাৎ, এবং দৃক্শক্তিঃ অপি তং পুরুষং প্রতি অর্থবত্ত্বায় অনুচ্ছেদাৎ সর্ব্বদা প্রবর্ত্তেত ইতি অনির্মোক্ষ-প্রসঙ্গঃ। সকৃৎ দৃশ্যদর্শনেন বা চরিতার্থত্বে ন ভূয়ঃ প্রবর্ত্তেত, ইতি সর্ব্বেষাম্ একপদে নির্মোক্ষঃ প্রসজ্যেত ইতি সহসা সংসারঃ সমুচ্ছিদ্যেত ইতি ।৬

বেদান্তকল্পতরুঃ।

কীদৃশঃ অনাধেয়াতিশয়স্য ভোগ ইত্যাদিভাষ্যং ব্যাচষ্টে "ন কেবল"মিতি। সিদ্ধান্তেঽপি অতাত্ত্বিকভোগাভ্যুপগমাৎ অবাস্তবস্য ন নিষেধ ইত্যর্থঃ। উভয়ার্থতাভ্যুপগমেঽপি ভোক্তব্যানাং প্রধানমাত্রাণাম্ আনন্ত্যাৎ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ এব ইতি ভাষ্যং, তৎ অনুপপন্নম্ ইব, অপবর্গার্থম্ অপি প্রধানপ্রবৃত্তৌ সত্যাং ক্রমেণ ভোগমোক্ষোপপত্তেঃ, যোগৈশ্বর্য্যাচ্চ অনন্তবিকারাণাং যুগপৎ উপভোগসম্ভবাৎ ইতি আশঙ্ক্য আহ "ন তাবৎ অপবর্গ ইতি"। কিং নিঃশেষবিকারান্ ভোজয়িতুং প্রধানং প্রবর্ত্ততে উত কিয়তোঽপি। নাদ্য ইত্যাহ "ভোগস্য চে"তি। আদ্যে নিষেধভাষ্যম উপপাদয়তি "নিঃশেষে"তি। যদ্যপি সকৃৎশব্দাদ্যুপলম্ভাৎ ভোগঃ সমাপ্তঃ, তথাপি ন পুনঃ অপ্রবৃত্তিঃ। তত্ত্বজ্ঞানম্ অন্তরেণ মোক্ষাসিদ্ধেঃ, প্রাক্ চ মোক্ষাৎ ভোগস্য আবশ্যকত্বাৎ ইতি শঙ্কতে—"কৃতভোগমপী"তি। "সত্ত্বং" বুদ্ধিঃ, "ক্রিয়াসমভিহারঃ" অভ্যাসঃ। অপবর্গঃ কিং শব্দাদ্যনুপলব্ধিঃ বুদ্ধিক্ষেত্রজ্ঞভেদখ্যাতির্বা? যদি আদ্যঃ তত্রাহ—"হন্তেতি"। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—"ন চাস্যা" ইতি। "উভয়ার্থমি"তি। ভোগমোক্ষার্থম্ ইত্যর্থঃ। শক্তিশক্তিমতোঃ অভেদাৎ পুরুষঃ দৃক্শক্তিঃ, দৃক্শক্ত্যনুচ্ছেদবৎ ইতি ইদানীং ভাষ্যপাঠো দৃশ্যতে। নিবন্ধে তু সর্গশক্ত্যনুচ্ছেদবৎ ইতি পাঠং দৃষ্ট্বা ব্যাচষ্টে—সর্গেতি। দৃক্শক্তিঃ কিং সর্ব্বপ্রধানকার্য্যবিষয়া, একদেশবিষয়া বা? আদ্যে দোষমাহ "যথা হি" ইতি। যথা একেন পুংসা স্ববিকারদর্শনেন কৃতার্থাঽপি সর্গশক্তিঃ পুরুষান্তরং প্রতি দর্শয়িতুম্ অনুচ্ছেদাৎ অনুচ্ছেদেন প্রবর্ত্ততে' এবং দৃক্শক্তিঃ অপি সকৃৎদৃশ্যদর্শনেন চরিতার্থাঽপি তং পুরুষং প্রতি সর্ব্বপ্রধানবিকারাণাম্ অর্থবত্ত্বায় সর্ব্বান্ দ্রষ্টুম্ অনুচ্ছেদেন প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রতি আহ--"সকৃৎদৃশ্যে"তি। "একপদে" একপদন্যাসাবচ্ছিন্নক্ষণে।৬

ভামতীর অনুবাদ।

"অর্থাভাবাৎ" এই সূত্রাংশের অর্থ—যেহেতু পুরুষার্থাপেক্ষাভাবপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ যেহেতু প্রধানের স্বাভাবিকপ্রবৃত্তি স্বীকার করিলে তাহার পক্ষে পুরুষার্থের অপেক্ষারও অভাব হইয়া পড়ে; (অতএব প্রধানের

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ।৬]

ভামতীর অনুবাদ।

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হয়, ইহা বলিতে পার না।) সেইজন্য **এবং প্রয়োজনমপি কিঞ্চিৎ ন অপেক্ষিষ্যতে** এই গ্রন্থ বলিয়াছেন। অথবা **"অর্থাভাবাৎ"** এই সূত্রাংশের অর্থ—যেহেতু পুরুষের কোন প্রয়োজন নাই। (অতএব পুরুষের প্রয়োজনবশতঃ প্রধান প্রবৃত্ত হয়, ইহা বলিতে পার না।) এইরূপে গ্রন্থযোজনা করিতে হইবে। সেইজন্য **তথাপি প্রধানপ্রবৃত্তেঃ প্রয়োজনং বিবেক্তব্যং**, এই গ্রন্থ বলিয়াছেন। কেবল যে তাত্ত্বিকভোগ অর্থাৎ বাস্তবিকভোগ, অনাধেয়াতিশয় অর্থাৎ যাহার কোন অতিশয় অর্থাৎ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনাধেয় অর্থাৎ জন্মে না, এইরূপ কূটস্থ এবং নিত্য পুরুষের সম্ভব হয় না তাহা নহে, অনির্মোক্ষ প্রসঙ্গও হয়, অর্থাৎ মোক্ষাভাবও হইয়া পড়ে। কারণ, যে প্রয়োজনকর্ত্তৃক প্রধান প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই প্রধানের করা উচিত। ভোগকর্ত্তৃকই এই প্রধান প্রেরিত হইয়াছে, অতএব তাহাই করিবে অর্থাৎ প্রধান সেই ভোগই উৎপাদন করিবে, মোক্ষকে করিবে না। যেহেতু মোক্ষকর্ত্তৃক প্রেরিত হয় নাই—ইহাই তাৎপর্য্য।

অপবর্গশ্চেৎ প্রাগপি এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—চিতি অর্থাৎ পুরুষ সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বলিয়া ইহাতে কখনও কর্ম্মানুভববাসনা অর্থাৎ কর্ম্ম ও তাহার অনুভব এবং তাহার সংস্কার থাকে না। কিন্তু প্রধান সেই সকল অনাদি—বাসনাপ্রভৃতির আধার অর্থাৎ আশ্রয়। আর তাহা হইলে প্রধানপ্রবৃত্তির পূর্ব্বে চিতি অর্থাৎ পুরুষ মুক্তই থাকে, অতএব অপবর্গের জন্যও প্রধানের প্রবৃত্তি হয় না।

শব্দাদ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গশ্চ অর্থাৎ "মুক্তিই যদি প্রধানপ্রবৃত্তির প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে শব্দাদিবিষয়ের অনুভবের অভাব হইয়া পড়ে" এই ভাষ্যগ্রন্থের হেতু এই যে, যেহেতু প্রধান সেজন্য অর্থাৎ শব্দাদিবিষয়ভোগের জন্য প্রবৃত্ত হয় নাই।

উভয়ার্থতাঽভ্যুপগমেঽপি এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ সাধ্য অর্থাৎ উৎপাদ্য নহে; কারণ, কেবল প্রধানের অপ্রবৃত্তিবশতঃই তাহা সিদ্ধ, অর্থাৎ চিরদিন থাকে। প্রধান কিন্তু ভোগের জন্য প্রবৃত্ত হয়, বলিতে হইবে। আর কেবল একবার শব্দাদিবিষয়ের জ্ঞান হইলেই ভোগ সমাপ্ত হয় বলিয়া তাহার জন্য প্রধান আর প্রবৃত্ত হইবে না, অতএব মোক্ষ অনায়াসেই হইয়া যাইবে। আর নিঃশেষ শব্দাদি উপভোগের আনন্ত্যপ্রযুক্ত অর্থাৎ অনন্তশব্দাদিবিষয়ের উপভোগ কখনও শেষ হইবার নহে বলিয়া, তাহার সমাপ্তির অনুপপত্তিবশতঃ অর্থাৎ সমাপ্তির সম্ভাবনা নাই বলিয়া অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ কখনও মোক্ষ হইতে পারে না।

যদি বল, কৃতভোগ হইলেও অর্থাৎ পুরুষ ভোগ করিলেও আসত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতেঃ অর্থাৎ সত্ত্বরূপ বুদ্ধি ও পুরুষের অন্যতাখ্যাতি পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ভেদজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত প্রধান ক্রিয়াসমভিব্যাহারে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ তাহাকে ভোগ করাইবে, তাহা হইলে বলিব—প্রধান পুরুষার্থের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া কি জন্য সত্ত্বপুরুষান্য-খ্যাতি করিবে অর্থাৎ সত্ত্ব ও পুরুষের ভেদজ্ঞান করে?

যদি বল—মোক্ষের জন্য? তাহা হইলে একবার মাত্র শব্দাদিবিষয়ভোগের দ্বারা কৃতপ্রয়োজন অর্থাৎ প্রয়োজন নিষ্পাদন করিয়াছে যে প্রধান, তাহার কেবল নিবৃত্তি হইতেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়, অতএব সত্ত্ব ও পুরুষের ভেদজ্ঞানের অপেক্ষা করিবার দরকার নাই। আর ইহা অর্থাৎ সত্ত্ব ও পুরুষের অন্যতাখ্যাতি স্বয়ং পুরুষার্থ নহে। অতএব উভয়ার্থ অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গের জন্য ও প্রধানের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, অতএব **অর্থাভাব** অর্থাৎ প্রয়োজনাভাব সিদ্ধ হইল।

এতদ্ভিন্ন ভাষ্যগ্রন্থ সুগম অর্থাৎ অনায়াসে বোঝা যাইবে। **দৃক্‌শক্তি** এই ভাষ্য গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। পুরুষকে দৃক্‌শক্তি বলে অর্থাৎ পুরুষ দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট হইলেও তাহাকে দৃক্‌শক্তি বলা হয়, (কারণ, শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন) এবং সেই শক্তি দৃশ্য ব্যতীত অনর্থক হইবে। আর নিজেতেও তাহা অর্থবতী নহে, অর্থাৎ সার্থক হয় না; কারণ, নিজস্বরূপে বৃত্তি হওয়া বিরুদ্ধ। আর প্রধান সর্গশক্তি অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তি এবং তাহা সর্জনীয় অর্থাৎ যাহা সৃষ্টি করা হয়, তাহা ব্যতীত অনর্থক হইয়া পড়ে, এইজন্য প্রধানকর্ত্তৃক শব্দাদি যাহা সৃষ্ট হয়, তাহাই দৃক্‌শক্তি অর্থাৎ পুরুষের দৃশ্য হয়, অতএব সেই উভয়ের প্রয়োজনের জন্য সর্জ্জন হয় অর্থাৎ সৃষ্টি হয়—ইহাই শঙ্কার অর্থ। **সর্গশক্ত্যনুচ্ছেদবৎ** এই গ্রন্থদ্বারা এই শঙ্কা নিরাস করিতেছেন। যেমন প্রধানের সৃষ্টিশক্তি এক পুরুষের প্রতি চরিতার্থ অর্থাৎ সার্থক হইলেও অন্য পুরুষের প্রতি প্রবৃত্ত হয়; কারণ, তাহার উচ্ছেদ অর্থাৎ লোপ হয় নাই; সেইরূপ দৃক্‌শক্তিও সেই পুরুষের প্রতি অর্থবত্ত্বের

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি।৭

ভামতীর অনুবাদ।

জন্য অর্থাৎ প্রয়োজনের জন্য সর্ব্বদা প্রবৃত্ত হইবে, কারণ তাহার উচ্ছেদ হয় নাই। অতএব অনির্ম্মোক্ষ-প্রসঙ্গ হইবে অর্থাৎ মোক্ষাভাব হইয়া পড়িবে। অথবা একবার মাত্র দৃশ্যবস্তু দেখাইয়া সার্থক হইলে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইবে না। অতএব সকলেরই একপদে অর্থাৎ একসঙ্গে মোক্ষ হইয়া পড়িবে। অতএব হঠাৎ সংসার লোপ পাইবে।৬

শাঙ্করভাষ্যম্।

পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তথাপি।৭

স্যাদেতৎ—যথা কশ্চিৎ পুরুষো দৃক্‌শক্তিসম্পন্নঃ প্রবৃত্তিশক্তিবিহীনঃ পঙ্গুঃ অপরং পুরুষং প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্নং দৃক্‌শক্তিবিহীনম্ অন্ধম্ অধিষ্ঠায় প্রবর্ত্তয়তি, যথা বা অয়স্কান্তঃ অশ্মা স্বয়ম্ অপ্রবর্ত্তমানোঽপি অয়ঃ প্রবর্ত্তয়তি, এবং পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্ত্তয়িষ্যতীতি দৃষ্টান্ত-প্রত্যয়েন পুনঃ প্রত্যবস্থানম্।

অত্রোচ্যতে—তথাপি নৈব দোষাৎ নির্ম্মোক্ষোঽস্তি। অভ্যুপেতহানং তাবদ্দোষঃ আপততি, প্রধানস্য স্বতন্ত্রস্য প্রবৃত্ত্যভ্যুপগমাৎ, পুরুষস্য চ প্রবর্ত্তকত্বানভ্যুপগমাৎ। কথং চ উদাসীনঃ পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্ত্তয়েৎ? পঙ্গুরপি হি অন্ধং বাগাদিভিঃ পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি। নৈবং পুরুষস্য কশ্চিদপি প্রবর্ত্তনব্যাপারোঽস্তি; নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ নির্গুণত্বাচ্চ। নাপি অয়স্কান্তবৎ সন্নিধিমাত্রেণ প্রবর্ত্তয়েৎ। সন্নিধিনিত্যত্বেন প্রবৃত্তিনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। অয়স্কান্তস্য তু অনিত্যসন্নিধেঃ অস্তি স্বব্যাপারঃ সন্নিধিঃ, পরিমার্জ্জনাদ্যপেক্ষা চ অস্য অস্তি, ইতি অনুপন্যাসঃ পুরুষাশ্মবদিতি।

১)তথা প্রধানস্য অচৈতন্যাৎ পুরুষস্য চ ঔদাসীন্যাৎ তৃতীয়স্য চ তয়োঃ সংবন্ধয়িতুঃ অভাবাৎ সম্বন্ধানুপপত্তিঃ।২)যোগ্যতানিমিত্তে চ সম্বন্ধে যোগ্যতানুচ্ছেদাৎ অনির্মোক্ষ-প্রসঙ্গঃ। পূর্ব্ববচ্চ ইহাপি ৩)অর্থাভাবো বিকল্পয়িতব্যঃ। পরমাত্মনস্তু স্বরূপব্যপাশ্রয়ম্ ঔদাসীন্যং মায়াব্যপাশ্রয়ং চ প্রবর্ত্তকত্বমিতি অস্তি অতিশয়ঃ।৭

ভাষ্যানুবাদ।

১সূত্রার্থ—**পুরুষাশ্মবৎ** অর্থাৎ পুরুষ ও অশ্মের ন্যায় **ইতি চেৎ** অর্থাৎ যদি বল—**তথাপি** তাহা হইলেও। অর্থাৎ যদি বল লোকে যেমন কোন পঙ্গুপুরুষ স্বয়ং প্রবৃত্তিমান্ না হইয়াও প্রবৃত্তিমান্ কোন অন্ধকে প্রেরণা করে, অথবা যেমন অয়স্কান্তমণি অর্থাৎ চুম্বক পাথর কেবল নিকটে থাকিয়াই লৌহকে প্রেরণা করে, এইরূপ পুরুষ প্রবৃত্তিমান্ না হইয়াও কেবল নিকটে থাকিয়াই প্রকৃতিকে প্রেরণা করিবে। তাহা হইলেও তুমি যে স্বীকার করিয়াছ প্রধান স্বয়ংই প্রবৃত্তিমান হয়, এবং পুরুষ প্রবৃত্তিমান্ হয় না, ইহা তাহার বিরুদ্ধ হয়। কিন্তু আমাদের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও অবিদ্যাবশতঃ প্রবৃত্তিমান্ হন।

ভাষ্যার্থ—আচ্ছা, যেমন কোন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন অথচ প্রবৃত্তিশক্তিহীন পঙ্গুপুরুষ দৃক্‌শক্তিবিহীন, অথচ প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্ন অপর কোন অন্ধপুরুষে অধিষ্ঠান করিয়া অর্থাৎ তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তাহাকে প্রবর্ত্তিত করে অর্থাৎ পরিচালিত করে, অথবা যেমন অয়স্কান্ত অর্থাৎ চুম্বক অশ্মা অর্থাৎ পাথর স্বয়ং প্রবৃত্তিমান্ না হইয়াও অয়ঃকে অর্থাৎ লৌহকে প্রবর্ত্তিত করে, এইরূপ পুরুষ প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করিবে, এই দৃষ্টান্তপ্রত্যয়দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যবস্থান অর্থাৎ বিরোধ হয়?

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলেও দোষ হইতে নির্ম্মোক্ষ হয় না অর্থাৎ সাংখ্যমত দোষ হইতে মুক্ত হয় না। কারণ, অভ্যুপেতহান অর্থাৎ যাহা স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার ত্যাগরূপ দোষ আসিয়া পড়ে,

* ইহাতে প্রথমান্তপদ থাকিলেও "ইতি চেৎ" বলিয়া সিদ্ধান্ত বর্ণন করায় ১।১।১৩ সূত্রের ন্যায় ইহা অধিকরণান্তর্গত সূত্রই হইল।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ।৮

ভাষ্যানুবাদ।

যেহেতু স্বতন্ত্র প্রধানের প্রবৃত্তি স্বীকার করা হইয়াছে, এবং পুরুষের প্রবর্ত্তকত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে। আর উদাসীন পুরুষ কি করিয়া প্রধানকে প্রেরণা করিবেন ? পঙ্গুও অন্ধলোককে বাক্যপ্রভৃতিদ্বারা প্রবর্ত্তিত করে। পুরুষের এইরূপ কোনও প্রবর্ত্তনব্যাপার নাই অর্থাৎ প্রবর্ত্তিত করিবার উপায় নাই। কারণ, তিনি নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিহীন, তাহার কোন পুরুষ নির্গুণ অর্থাৎ তাহার কোন গুণ নাই, অথবা নির্গুণ অর্থাৎ তাহাতে প্রযত্নরূপ গুণ নাই। আর অয়স্কান্তের মত সন্নিধিমাত্রেই অর্থাৎ কেবল নিকটে থাকিয়াই যে প্রবর্ত্তিত করিবে, তাহাও নহে। কারণ, সন্নিধিনিত্যতাবশতঃ অর্থাৎ নিকটে থাকা রূপ সন্নিধি নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদাই সম্ভব বলিয়া প্রবৃত্তিনিত্যত্বপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ প্রবৃত্তিও নিত্য হইয়া পড়ে (অর্থাৎ তাহা হইলে আর প্রলয় হইতে পারে না)। কিন্তু অনিত্যসন্নিধি চুম্বক পাথরের অর্থাৎ তাহার সন্নিধি সর্ব্বদা থাকে না বলিয়া স্বব্যাপাররূপ সন্নিধি হয়, অর্থাৎ তাহার নিজের ব্যাপাররূপ নৈকট্য হইতে পারে, এবং চুম্বকের পরিমার্জ্জনাদির অর্থাৎ পরিষ্কার করা প্রভৃতি কার্য্যের অপেক্ষাও আছে, অতএব পুরুষাশ্মবৎ এই দৃষ্টান্ত দেওয়া উচিত নহে। অর্থাৎ দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক সমান হইল না।

তাহার পর প্রধান অচেতন বলিয়া এবং পুরুষ উদাসীন বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধ করিয়া দিবার মত কোন তৃতীয় হেতু না থাকায় সম্বন্ধের অনুপপত্তি হয় অর্থাৎ সম্বন্ধ হইতে পারে না। আর যোগ্যতানিমিত্ত সম্বন্ধ হইলে অর্থাৎ প্রধান অচেতন বলিয়া দৃশ্য হইবার যোগ্য এবং পুরুষ চেতন বলিয়া দ্রষ্টা হইবার যোগ্য, এই যোগ্যতাবশতঃ উভয়ের দ্রষ্টৃদৃশ্যভাব সম্বন্ধ হইলে অর্থাৎ একজনের দ্রষ্টা হওয়া ও অপরের দৃশ্য হওয়া রূপ সম্বন্ধ হইলে যোগ্যতার অনুচ্ছেদ অর্থাৎ লোপ না হওয়ায় মোক্ষাভাব হইয়া পড়ে। আর পূর্ব্বসূত্রের মত এখানেও অর্থাভাব শব্দের বিকল্প করিবে। কিন্তু আমাদের মতে স্বরূপব্যপাশ্রয় ঔদাসীন্য অর্থাৎ পরমাত্মার আশ্রিত ঔদাসীন্য অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়তা, এবং মায়াব্যপাশ্রয় অর্থাৎ মায়াশ্রিত প্রবর্ত্তকতা আছে, এই অতিশয় অর্থাৎ সাংখ্যসম্মত পুরুষ অপেক্ষা ইহাই বিশেষ আছে।৭

ভামতী।

পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ তথাপি। নৈব দোষাৎ প্রচ্যুতিরিতি শেষঃ। মাভূৎ পুরুষার্থস্য শক্ত্যর্থবত্ত্বস্য বা প্রবর্ত্তকত্বম্, পুরুষ এব দৃক্‌শক্তিসম্পন্নঃ পঙ্গুরিব প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্নং প্রধানম্ অন্ধমিব প্রবর্ত্তয়িষ্যতি ইতি শঙ্কা। দোষাৎ অনির্ম্মোক্ষম্ আহ—"অভ্যুপেতহানং তাবদি"তি। ন কেবলম্ অভ্যুপেতহানম্, অযুক্তং চ এতদ্ ভবদ্দর্শনালোচনেন ইত্যাহ—"কথং চ উদাসীনঃ" ইতি। নিষ্ক্রিয়ত্বে সাধনম্—"নির্গুণত্বাদি"তি। শেষম্ অতিরোহিতার্থম্।৭

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অর্থাভাবসূত্রোক্তং দূষণম্ অনুজানাতি—"মা ভূদি"তি। শক্ত্যর্থবত্ত্বং দৃক্‌শক্তিসর্গশক্ত্যর্থবত্ত্বম্। শঙ্কা ইত্যত্র গ্রন্থচ্ছেদঃ।৭

ভামতীর অনুবাদ।

নৈব দোষাৎপ্রচ্যুতিঃ ইতি শেষঃ অর্থাৎ তাহা হইলেও দোষ হইতে মুক্তি হয় না—ইহা সূত্রের শেষ অংশ হইবে। পুরুষার্থের বা শক্ত্যর্থবত্ত্বের প্রবর্ত্তকত্ব না হউক অর্থাৎ পুরুষের দৃক্‌শক্তির অনুরোধে অথবা প্রধানের সৃষ্টিশক্তির অনুরোধে প্রধানের প্রবৃত্তি না হউক, দৃষ্টিশক্তিযুক্ত পঙ্গুর মত পুরুষই প্রবৃত্তিশক্তিযুক্ত অন্ধের মত প্রধানকে প্রবৃত্ত করিবে— ইহাই আশঙ্কা। **অভ্যুপেতহানং তাবৎ** এই গ্রন্থদ্বারা দোষ হইতে অনির্ম্মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি হয় না, ইহা বলিতেছেন। কেবল অভ্যুপেতহান অর্থাৎ স্বীকৃতপদার্থের পরিত্যাগই দোষ নহে, আপনার দর্শনের আলোচনা দ্বারা বুঝা যায়—ইহা অসঙ্গতও বটে। **কথং চ উদাসীন** এই গ্রন্থদ্বারা ইহাই বলিতেছেন। **নির্গুণত্বাৎ** এই পদটী পুরুষ যে নিষ্ক্রিয়, তাহার সাধন অর্থাৎ হেতু। অবশিষ্ট ভাষ্যের অর্থ অতিরোহিত অর্থাৎ দুর্বোধ নহে।৭

শাঙ্করভাষ্যম্।

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ।৮

ইতশ্চ ন প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ অবকল্পতে। যদ্ধি সত্ত্বরজস্তমসাম্ অন্যোন্যগুণপ্রধানভাবম্ উৎসৃজ্য সাম্যেন স্বরূপমাত্রেণ অবস্থানং সা প্রধানাবস্থা। তস্যাম্ অবস্থায়াম্ অনপেক্ষ-

* এ সূত্রে প্রথমান্তপদ নাই, সুতরাং আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গ মাত্র।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ।৮]

শাঙ্করভাষ্যম্।

স্বরূপাণাং স্বরূপপ্রণাশভয়াৎ পরস্পরং প্রতি অঙ্গাঙ্গিভাবানুপপত্তেঃ। বাহ্যস্য চ কস্যচিৎ ক্ষোভয়িতুঃ অভাবাৎ গুণবৈষম্যনিমিত্তঃ মহদাদ্যুৎপাদো ন স্যাৎ ।৮

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—অঙ্গিত্বের অনুপপত্তিবশতঃও প্রধানের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না অর্থাৎ সাংখ্যমতে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রধান, তাহা নির্ব্বিকার নিত্য, অথবা পরিণামি নিত্য ? প্রথমকল্পে পরস্পর নিরপেক্ষ গুণ সকলের সাম্যাবস্থা ত্যাগ না হওয়ায় অঙ্গাঙ্গিভাব অর্থাৎ কেহ প্রধান কেহ অপ্রধান এইরূপ হইতে না পারায় সৃষ্টি হইতে পারে না। দ্বিতীয় কল্পে যাহা চিরকাল সমান অবস্থায় ছিল, তাহা বিনা কারণে সমান অবস্থা ত্যাগ করিবে কেন ? তাহার ত কোন কারণ দেখা যায় না।

ভাষ্যার্থ—এজন্যও প্রধানের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না ; কারণ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের পরস্পর গুণ-প্রধানভাব অর্থাৎ কেহ প্রধান ও কেহ গুণ অর্থাৎ অপ্রধান এইরূপ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া সমান হইয়া স্বরূপমাত্রে অর্থাৎ নিজের যাহা স্বরূপ কেবল সেইরূপ হইয়া যে বর্ত্তমান থাকা তাহা প্রধান অবস্থা। সেই অবস্থাতে অনপেক্ষস্বরূপ অর্থাৎ পরস্পর নিরপেক্ষ তাহাদের নিজের (কূটস্থ নিত্যতার) বিনাশভয়ে পরস্পরের প্রতি অঙ্গাঙ্গিভাব অর্থাৎ গুণপ্রধানভাব হইতে পারে না। আর বাহ্যিক ক্ষোভয়িতা অর্থাৎ সাম্যাবস্থার বিঘটক কেহ না থাকায় গুণের বৈষম্যবশতঃ অর্থাৎ সমান অবস্থার নাশহেতুক মহদাদি কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না ।৮

ভামতী।

যদি প্রধানাবস্থা কূটস্থনিত্যা, ততঃ ন তস্যাঃ প্রচ্যুতিঃ, অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। যথাহুঃ—

"নিত্যং তমাহু র্বিদ্বাংসো যঃ স্বভাবো ন নশ্যতি" ইতি।

তদিদম্ উক্তম্—"স্বরূপপ্রণাশভয়াদি"তি। অথ পরিণামিনিত্যা। যথাহুঃ—

"যস্মিন্ বিক্রিয়মাণেঽপি যৎ তত্ত্বং ন বিহন্যতে তদপি নিত্যম্"। ইতি

তত্রাহ—"বাহ্যস্য চে"তি। যৎ সাম্যাবস্থয়া সুচিরং পর্য্যণমৎ, কথং তদেব অসতি বিলক্ষণপ্রত্যয়োপনিপাতে বৈষম্যম্ উপৈতি ? অনপেক্ষস্য স্বতো বাপি বৈষম্যে ন কদাচিৎ সাম্যং ভবেৎ ইত্যর্থঃ ।৮

বেদান্তকল্পতরুঃ।

প্রধানাবস্থানাশেঽপি অবস্থাবতাং গুণানাম্ অনাশাৎ স্বরূপপ্রণাশভয়াদিতি ভাষ্যাযোগমাশঙ্ক্য বিকল্পমুখেন ব্যাচষ্টে—"যদি প্রধানাবস্থে"তি। ভাষ্যে "অনপেক্ষস্বরূপাণামি"তি। ইতরেতরম্ অনপেক্ষমাণানাং গুণপ্রধানত্বহীনানামিত্যর্থঃ। ননু প্রাচীনবৈষম্য-পরিণামসংস্কার এব পুনঃ বৈষম্যহেতুঃ অস্তু কিং বাহ্যক্ষোভয়িত্রা ? তত্রাহ "যৎ সাম্যাবস্থয়ে"তি। প্রলয়সময়ে যৎ সাম্যাকারেণ সুচিরং পরিণতং তৎ সংস্কারপ্রাচুর্য্যাৎ পুনরপি সাম্যাকারেণ পরিণমতে. তৎ দ্বয়োঃ সংস্কারয়োঃ সমত্বেঽপি প্রাচীনবৈষম্যসংস্কারস্য অভিনব-সাম্যসংস্কারেণ ব্যবধানাৎ সাম্যপরিণাম এব যুক্তঃ ইত্যর্থঃ। বিলক্ষণশ্চ অসৌ কার্য্যং জনয়িতুং প্রত্যয়তে আগচ্ছতি ইতি তথোক্তঃ ।৮।৯

ভামতীর অনুবাদ।

যদি প্রধানাবস্থা কূটস্থনিত্য অর্থাৎ নির্ব্বিকার নিত্য হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে তাহার প্রচ্যুতি হয় না ; কারণ, তাহা হইলে প্রধান অনিত্য হইয়া যাইবে। যেমন পণ্ডিতগণ বলেন—

"নিত্যং তমাহু র্বিদ্বাংসো যঃ স্বভাবো ন নশ্যতি"।

অর্থাৎ পণ্ডিতগণ তাহাকে নিত্যবস্তু বলেন—যে স্বভাবটি বিনষ্ট হয় না। সেইজন্য **স্বরূপপ্রণাশভয়াৎ এই** গ্রন্থ বলিয়াছেন। আর যদি প্রধানাবস্থাকে পরিণামিনিত্য বল, যেমন পণ্ডিতগণ বলেন—

"যস্মিন্ বিক্রিয়মাণেঽপি যৎ তত্ত্বং ন বিহন্যতে তদপি নিত্যম্"।

অর্থাৎ যাহা বিকৃত হইলেও যে তত্ত্ব নষ্ট হয় না তাহাও নিত্য। এ বিষয়ে **বাহ্যস্য চ** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। যাহা চিরকাল ধরিয়া সাম্যাবস্থায় অর্থাৎ সমানভাবে পরিণত হইল, তাহা বিলক্ষণপ্রত্যয়োপনিপাত না হইলে অর্থাৎ বিশেষকারণের উপস্থিতি না থাকিলে কি করিয়া বৈষম্য অর্থাৎ গুণপ্রধানভাব প্রাপ্ত হয় ? আর অনপেক্ষের অর্থাৎ অপরের অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃ বৈষম্যের অর্থাৎ নিজেই নিজের বৈষম্য হেতু হইলে তাহার সাম্যাবস্থা কখনও হইবে না, ইহা তাৎপর্য্য ।৮

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ।৯ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ।

অথাপি স্যাৎ অন্যথা বয়ম্ অনুমিমীমহে যথা ন অয়ম্ অনন্তরো দোষঃ প্রসজ্যেতে। ন হি অনপেক্ষস্বভাবাঃ কূটস্থাশ্চ অস্মাভিঃ গুণা অভ্যুপগম্যন্তে প্রমাণাভাবাৎ। কার্য্যবশেন তু গুণানাং স্বভাবঃ অভ্যুপগম্যতে। যথা যথা কার্য্যোৎপাদ উপপদ্যতে তথা তথা এষাং স্বভাবঃ অভ্যুপগম্যতে। চলং গুণবৃত্তম্ ইতি চ অস্তি অভ্যুপগমঃ। তস্মাৎ সাম্যাবস্থায়াম্ অপি বৈষম্যোপগমযোগ্যা এব গুণা অবতিষ্ঠন্তে ইতি। এবম্ অপি প্রধানস্য জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ রচনানুপপত্ত্যাদয়ঃ পূর্ব্বোক্তা দোষাঃ তদবস্থা এব। জ্ঞশক্তিম্ অপি তু অনুমিমানঃ প্রতিবাদিত্বাৎ নিবর্ত্তেত; চেতনম্ একম্ অনেকপ্রপঞ্চস্য জগতঃ উপাদানম্ ইতি ব্রহ্মবাদপ্রসঙ্গাৎ।১ বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি গুণাঃ সাম্যাবস্থায়াং নিমিত্তাভাবাৎ নৈব বৈষম্যং ভজেরন্।২ ভজমানা বা নিমিত্তাভাবাবিশেষাৎ সর্ব্বদৈব বৈষম্যং ভজেরন্ ইতি প্রসজ্যতে এব অয়ম্ অনন্তরো দোষঃ।৯

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—আর অন্যথা অনুমিতিতে জ্ঞানশক্তির বিয়োগ হয় অর্থাৎ গুণসকলকে পরস্পরনিরপেক্ষস্বভাব না বলিয়া যাহাতে তাহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব হইতে পারে, তাহার জন্য যদি তাহাদিগকে অন্যপ্রকারে অর্থাৎ তাহারা পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া অনুমান কর, তাহা হইলেও প্রধানের জ্ঞান শক্তি না থাকায় পূর্ব্বোক্ত রচনানুপপত্তি প্রভৃতি দোষ থাকিয়া যায়।

ভাষ্যার্থ—অথাপি স্যাৎ অর্থাৎ গুণসকলের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব সম্ভব না হইলেও আমরা অন্যপ্রকারে অনুমান করি, যে প্রকার অনুমান করিলে অনন্তর দোষের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা হইবে না। গুণসকল অনপেক্ষস্বভাব অর্থাৎ পরস্পরনিরপেক্ষ অথবা কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার—ইহা আমরা স্বীকার করি না; কারণ, তাহার কোন প্রমাণ নাই। কার্য্যবশতঃ গুণের স্বভাব স্বীকার করা হয়। যেমন যেমন কার্য্যোৎপত্তি হয়, তেমন তেমন গুণসকলের স্বভাব স্বীকার করা হয়। গুণের স্বভাব চঞ্চল—ইহা আমাদের স্বীকার করা আছে। অতএব সাম্য অবস্থাতেও গুণসকল বৈষম্যোপগমযোগ্য অর্থাৎ বিষম হইবার যোগ্য হইয়াই অবস্থান করে। এইরূপ হইলেও অর্থাৎ সাংখ্য যদি এইরূপ বলেন, তাহা হইলেও প্রধানের জ্ঞানশক্তি না থাকায় রচনানুপপত্তি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দোষ সকল তদবস্থই থাকে অর্থাৎ থাকিয়াই যায়। আর প্রধানের জ্ঞানশক্তি অনুমান করিলেও সাংখ্য প্রতিবাদীপক্ষ হইতে নিবৃত্ত হইবেন, অর্থাৎ তাঁহার আর প্রতিবাদীপক্ষে থাকা চলিবে না; কারণ, তাহা হইলে, একমাত্র চেতনই বহুপ্রপঞ্চযুক্ত জগতের কারণ—এই ব্রহ্মবাদ অর্থাৎ বেদান্তমত হইয়া পড়ে। আর গুণসকল বৈষম্যোপগমযোগ্য হইলেও অর্থাৎ অঙ্গাঙ্গিভাবপ্রাপ্তির যোগ্য হইলেও সাম্য অবস্থাতে কোন নিমিত্ত না থাকায় বৈষম্যকে ভজনা করে না অর্থাৎ বিষম হয় না। আর যদি ভজনা করে অর্থাৎ বিষম হয়, তাহা হইলে নিমিত্তাভাবের অবিশেষবশতঃ অর্থাৎ সেখানে যেমন নিমিত্ত না থাকিলেও কার্য্য হইয়াছে এখানেও সেইরূপ নিমিত্ত না থাকিলে কার্য্য হইবে, অতএব সর্ব্বদাই বৈষম্য ভজনা করিবে অর্থাৎ বিষম হইবে, অতএব অনন্তর দোষ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা হইবেই।৯

ভামতী।

"এবমপি প্রধানস্যে"তি। অঙ্গিত্বানুপপত্তিলক্ষণো দোষঃ তাবৎ ন ভবদ্ভিঃ শক্যঃ পরিহর্ত্তুম্ ইতি বক্ষ্যামঃ, অভ্যুপগম্যাপি অস্য অদোষত্বম্ উচ্যতে ইত্যর্থঃ। সম্প্রতি অঙ্গিত্বানুপপত্তিম্ উপপাদয়তি "বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি" ইতি।৯

ভামতীর অনুবাদ।

এবমপি প্রধানস্য ইহার তাৎপর্য্য—অঙ্গিত্বানুপপত্তিরূপদোষ আপনারা পরিহার করিতে পারেন না, ইহা পরে বলিব, আপাততঃ ইহার অর্থাৎ অঙ্গিত্বানুপপত্তিরূপ দোষের অদোষত্ব অর্থাৎ ইহা দোষ হইতে

* ইহাতেও প্রথমান্তপদ না থাকায় ইহাও অধিকরণান্তর্গত সূত্র হইল।

(যুক্তি দ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০ *

ভামতীর অনুবাদ।

পারে না, ইহা স্বীকার করিয়াও দোষ বলিতেছি। **বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা এক্ষণে অঙ্গিত্বানুপপত্তি দেখাইতেছেন।৯

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০

পরস্পরবিরুদ্ধশ্চায়ং সাংখ্যানাম্ অভ্যুপগমঃ। ক্বচিৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণি অনুক্রামন্তি, ক্বচিৎ একাদশ। তথা ক্বচিৎ মহতঃ তন্মাত্রসর্গম্ উপদিশন্তি, ক্বচিৎ অহঙ্কারাৎ। তথা ক্বচিৎ ত্রীণি অন্তঃকরণানি বর্ণয়ন্তি, ক্বচিৎ একমিতি। প্রসিদ্ধ এব তু শ্রুত্যা ঈশ্বরকারণবাদিন্যা বিরোধঃ তদনুবর্ত্তিন্যা চ স্মৃত্যা। তস্মাদপি অসমঞ্জসং সাংখ্যানাং দর্শনমিতি।

অত্রাহ—নমু ঔপনিষদানাম্ অপি অসমঞ্জসমেব দর্শনম্; তপ্যতাপকয়োঃ জাত্যন্তরভাবানভ্যুপগমাৎ। একং হি ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য কারণম্ অভ্যুপগচ্ছতাম্ একস্যৈব আত্মনো বিশেষৌ তপ্যতাপকৌ ন জাত্যন্তরভূতৌ ইতি অভ্যুপগন্তব্যং স্যাৎ। যদি চ এতৌ তপ্যতাপকৌ একস্য আত্মনঃ বিশেষৌ স্যাতাং, স তাভ্যাং তপ্যতাপকাভ্যাং ন নির্ম্মুচ্যতে ইতি তাপোপশান্তয়ে সম্যগ্দর্শনম্ উপদিশৎ শাস্ত্রম্ অনর্থকং স্যাৎ। ন হি ঔষ্ণ্যপ্রকাশধর্ম্মকস্য প্রদীপস্য তদবস্থস্যৈব তাভ্যাং নির্ম্মোক্ষ উপপদ্যতে। যোঽপি জলতরঙ্গবীচিফেনাদ্যুপন্যাসঃ, তত্রাপি জলাত্মন একস্য বীচ্যাদয়ো বিশেষা আবির্ভাবতিরোভাবরূপেণ নিত্যা এব ইতি সমানো জলাত্মনো বীচ্যাদিভিঃ অনির্ম্মোক্ষঃ।

প্রসিদ্ধশ্চায়ং তপ্যতাপকয়োর্জাত্যন্তরভাবো লোকে। তথাহি—অর্থী চ অর্থশ্চ অন্যোন্যভিন্নৌ লক্ষ্যেতে। যদি অর্থিনঃ স্বতঃ অন্যঃ অর্থঃ ন স্যাৎ, যস্য অর্থিনঃ যদ্বিষয়ম্ অর্থিত্বং স তস্য অর্থো নিত্যসিদ্ধ এব ইতি ন তস্য তদ্বিষয়ম্ অর্থিত্বং স্যাৎ। যথা প্রকাশাত্মনঃ প্রদীপস্য প্রকাশাখ্যঃ অর্থো নিত্যসিদ্ধ এব ইতি, ন তস্য তদ্বিষয়ম্ অর্থিত্বং ভবতি। অপ্রাপ্তে হি অর্থে অর্থিনঃ অর্থিত্বং স্যাদিতি। তথা অর্থস্যাপি অর্থত্বং ন স্যাৎ। যদি স্যাৎ স্বার্থত্বমেব স্যাৎ। ন চ এতদস্তি। সম্বন্ধিশব্দৌ হি এতৌ অর্থী চ অর্থশ্চেতি। দ্বয়োশ্চ সম্বন্ধিনোঃ সম্বন্ধঃ স্যাৎ ন একস্যৈব। তস্মাদ্ ভিন্নৌ এতৌ অর্থার্থিনৌ।

তথা অনর্থানর্থিনৌ অপি। অর্থিনঃ অনুকূলঃ অর্থঃ প্রতিকূলঃ অনর্থঃ, তাভ্যাম্ একঃ পর্য্যায়েণ উভাভ্যাং সম্বধ্যতে। তত্র অর্থস্য অল্পীয়স্ত্বাৎ ভূয়স্ত্বাচ্চ অনর্থস্য উভাবপি অর্থানর্থৌ অনর্থ এব ইতি তাপকঃ স উচ্যতে। তপ্যস্তু পুরুষো য একঃ পর্য্যায়েণ উভাভ্যাং সম্বধ্যতে ইতি তয়োঃ তপ্যতাপকয়োঃ একাত্মতায়াং মোক্ষানুপপত্তিঃ। জাত্যন্তরভাবে তু তৎসংযোগহেতুপরিহারাৎ স্যাৎ অপি কদাচিৎ মোক্ষোপপত্তিরিতি।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—আরও বিপ্রতিষেধবশতঃ অসমঞ্জস হয় অর্থাৎ সাংখ্যশাস্ত্রসকল পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় অসঙ্গত।

ভাষ্যার্থ—সাংখ্যাচার্য্যগণ যাহা স্বীকার করিয়াছেন তাহা পরস্পরবিরুদ্ধ। যথা—কোন গ্রন্থে আছে সাতটি ইন্দ্রিয় অনুক্রমণ করে, অর্থাৎ মৃত্যুর পর এক দেহ হইতে অপর দেহে গমন করে, কোন গ্রন্থে আছে—একাদশ ইন্দ্রিয় অনুক্রমণ করে। কোন গ্রন্থে—মহৎ হইতে তন্মাত্রের সৃষ্টি উপদেশ করেন, কোথাও অহঙ্কার হইতে। কোন গ্রন্থে অন্তঃকরণ তিনটি বলেন, কোথাও একটি। ঈশ্বরকারণবাদিনী অর্থাৎ যে

* এই সূত্রে প্রথমান্তপদ থাকায় ইহা অধিকরণারম্ভকসূত্র হওয়া উচিত; কিন্তু "চ"কার থাকায় পূর্ব্বের সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। এজন্য বিশেষ নিয়মদ্বারা সামান্য নিয়মের ব্যতিক্রম হইল।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০]

ভাষ্যানুবাদ।

শ্রুতি ঈশ্বরকে জগৎকারণ বলিয়াছেন, সেই শ্রুতির সহিত এবং তদনুবর্ত্তিনী অর্থাৎ সেই শ্রুতি অনুসারে লিখিত স্মৃতির সহিতও সাংখ্যশাস্ত্রের বিরোধ ত প্রসিদ্ধই আছে। সেইজন্যও সাংখ্যাচার্য্যগণের দর্শন অসমঞ্জস অর্থাৎ অসঙ্গত।

এস্থলে সাংখ্য বলিতেছেন—আচ্ছা, ঔপনিষদ অর্থাৎ বেদান্তবাদী আচার্য্যগণের দর্শনও অসঙ্গতই; কারণ, তপ্য অর্থাৎ যে দুঃখভোগ করে অর্থাৎ জীব, তাপক অর্থাৎ যে দুঃখ দেয় অর্থাৎ সংসার, এই উভয়ের জাত্যন্তরভাব অর্থাৎ ভেদ স্বীকার করা হয় না। সর্ব্বাত্মক অর্থাৎ সকল বস্তুর স্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই সমস্ত প্রপঞ্চের কারণ, ইহা যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে এক আত্মারই বিশেষ অর্থাৎ ভেদ তপ্য ও তাপক, পদার্থান্তর নহে—ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আর যদি এই তপ্য ও তাপক এক আত্মার বিশেষ অর্থাৎ স্বভাব বা ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে আত্মা সেই তপ্য ও তাপক হইতে মুক্ত হয় না। অতএব তাপনিবারণের জন্য যে শাস্ত্র সম্যক্‌দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিতেছেন, সে শাস্ত্র অনর্থক হইবে। কারণ, উষ্ণতা ও প্রকাশ যাহার ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বভাব, সেই প্রদীপ সেই অবস্থাযুক্ত হইয়াই উষ্ণতা ও প্রকাশ হইতে মুক্ত হয় না। আর জলের তরঙ্গ বীচী অর্থাৎ ক্ষুদ্রতরঙ্গ ও ফেণাদির যে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়, অর্থাৎ তরঙ্গাদি জলের ধর্ম্ম, ও তদ্ভিন্ন জল তাহাদের ধর্ম্মী, অতএব তাহা তরঙ্গাদি শূন্য হইতে পারে, সেখানেও জলস্বরূপ এক বস্তুর তরঙ্গাদি বিশেষ অর্থাৎ ধর্ম্মসকল আবির্ভাব ও তিরোভাবরূপে নিত্যই, অতএব জলের বীচীপ্রভৃতি কর্ত্তৃক মুক্ত না হওয়া সমান হয়, অর্থাৎ জলে ফেনা ও তরঙ্গাদির আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, তাহারা কখনও জলকে ছাড়িয়া থাকে না, সেইরূপ তপ্য ও তাপকের আত্মাতে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় বলিয়া তাহারা নিত্য, এজন্য আত্মার এই উভয়কর্ত্তৃক মুক্ত না হওয়ায় মোক্ষশাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া যায়।

তপ্য ও তাপক যে জাত্যন্তর অর্থাৎ ভিন্নপদার্থ ইহা লোকে প্রসিদ্ধ আছে। যথা অর্থী অর্থাৎ প্রার্থনাকারী ও অর্থ অর্থাৎ প্রার্থিত বস্তু (অর্থ উপার্জন ও রক্ষণাবেক্ষণাদি করিতে কষ্ট হয় বলিয়া তাহা তাপক এবং অর্থী—তপ্য) অন্যোন্যভিন্ন অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন দেখা যায়। যদি অর্থিব্যক্তির স্বরূপ হইতে অর্থ ভিন্ন না হইত, তাহা হইলে যে অর্থীর যদ্‌বিষয়ক অর্থিত্ব অর্থাৎ যে বস্তুর প্রার্থনা থাকে, তাহার সেই অর্থ অর্থাৎ প্রার্থিতবস্তু নিত্যসিদ্ধই আছে, অর্থাৎ সর্ব্বদাই প্রাপ্ত আছে, অতএব তাহার তদ্বিষয়ক অর্থিত্ব থাকিত না অর্থাৎ সে বস্তুর আর প্রার্থনা হইত না। যেমন প্রকাশস্বভাব প্রদীপের প্রকাশ নামক অর্থ নিত্যসিদ্ধ, অর্থাৎ সর্ব্বদা প্রাপ্তই আছে, অতএব তাহার তদ্বিষয়ক অর্থিত্ব অর্থাৎ প্রার্থনা হয় না। কারণ, অপ্রাপ্ত বস্তুতে অর্থীর অর্থিত্ব অর্থাৎ প্রার্থনা হয়। সেইরূপ অর্থও অর্থাৎ প্রার্থনীয় বস্তুও অর্থ হইত না। যদি হইত, তাহা হইলে স্বার্থ ই হইত অর্থাৎ নিজের জন্যই হইত। ইহা ত হয় না। অর্থী ও অর্থ এই দুইটী সম্বন্ধিশব্দ, অর্থাৎ সম্বন্ধবাচক শব্দ—(যে শব্দ অপর শব্দকে অপেক্ষা করে তাহাকে সম্বন্ধিশব্দ বলে, যেমন অর্থশব্দ অর্থীশব্দকে অপেক্ষা করে, অর্থশব্দের অর্থ কাম্যবস্তু তাহা অর্থী অর্থাৎ কামনাকর্ত্তাকে অপেক্ষা করে; কারণ, কামনার কর্ত্তা না থাকিলে সে কাম্যবস্তু হইতে পারে না)। দুইটি সম্বন্ধী বস্তুর সম্বন্ধ হয়, কেবল একটির হয় না। অতএব অর্থ ও অর্থী ভিন্নবস্তু।

সেইরূপ অনর্থ ও অনর্থী—এই দুইটিও ভিন্ন বস্তু। অর্থ অর্থীর অনুকূল, এবং অনর্থ প্রতিকূল, তাহাদের দ্বারা এক অর্থাৎ অর্থী পর্য্যায়ক্রমে এই দুইটি কর্ত্তৃক সম্বদ্ধ হয়। তাহার মধ্যে অর্থ খুব অল্প হয় বলিয়া ও অনর্থ খুব বেশী হয় বলিয়া, অর্থ ও অনর্থ উভয়েই অনর্থই, অতএব তাহাকে অর্থাৎ অর্থকে তাপক অর্থাৎ দুঃখদায়ক বলা হয়। আর পুরুষকে তপ্য বলা হয়—যিনি একাকী ক্রমশঃ উভয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হন, অতএব সেই তপ্য ও তাপকের একাত্মতাতে অর্থাৎ তাহারা এক হইলে মোক্ষ সম্ভব হয় না। কিন্তু জাত্যন্তর অর্থাৎ ভিন্ন বস্তু হইলে তৎসংযোগহেতুর পরিহারে অর্থাৎ তাপকের সহিত তপ্যের সম্বন্ধের কারণ যে বুদ্ধিরূপ সত্ত্বের সহিত পুরুষের অবিবেক অর্থাৎ ভেদবুদ্ধির অভাব, তাহার পরিত্যাগবশতঃ কখন মোক্ষ সম্ভবও হইতে পারে, অর্থাৎ পুরুষ নিত্য মুক্ত হইলেও অবিবেকবশতঃ বদ্ধ বলিয়া যে ভ্রম হইতেছিল তাহার উচ্ছেদ হওয়ায় তখন মুক্ত বলিয়া মনে হয়।

ভামতী।

"ক্বচিৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণি" ইতি। ত্বঙ্‌মাত্রমেব হি বুদ্ধীন্দ্রিয়ম্ অনেকরূপাদিগ্রহণসমর্থম্ একম্, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, সপ্তমং চ মনঃ ইতি সপ্তেন্দ্রিয়াণি। "ক্বচিৎ ত্রীণি অন্তঃকরণানি"। বুদ্ধিঃ অহঙ্কারঃ মন ইতি। "ক্বচিৎ একং" বুদ্ধিঃ ইতি। শেষম্ অতিরোহিতার্থম্। অত্রাহ

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০]

ভামতী।

সাংখ্যঃ—"ননু ঔপনিষদানামপি" ইতি। ((তপ্যতাপকভাবঃ তাবৎ একস্মিন্ ন উপপদ্যতে। ন হি তপিঃ অস্তিঃ ইব কর্ত্তৃস্থভাবকঃ, কিন্তু পচিঃ ইব কর্ম্মস্থভাবকঃ। পরসমবেতক্রিয়াফলশালি চ কর্ম্ম। তথাচ তপ্যেন কর্ম্মণা তাপকসমবেতক্রিয়াফলশালিনা তাপকাৎ অন্যেন ভবিতব্যম্, অনন্যত্বে চৈত্রস্য ইব গন্তুঃ স্বসমবেতগমনক্রিয়াফলনগরপ্রাপ্তিশালিনোঽপি অকর্ম্মত্বপ্রসঙ্গাৎ। অন্যত্বে তু তপ্যস্য তাপকাৎ চৈত্রসমবেতগমনক্রিয়াফলভাজঃ গম্যস্য ইব নগরস্য তপ্যত্বোপপত্তিঃ। তস্মাৎ অভেদে তপ্যতাপকভাবঃ ন উপপদ্যতে ইতি।)

দূষণান্তরম্ আহ—"যদি চে"তি। ন হি স্বভাবাদ্ ভাবঃ বিযোজয়িতুং শক্য ইতি ভাবঃ। জলধেশ্চ বীচিতরঙ্গফেনাদয়ঃ স্বভাবাঃ সন্তঃ আবির্ভাবতিরোভাবধর্ম্মাণঃ, ন তু তৈঃ জলধিঃ কদাচিৎ অপি মুচ্যতে। ন কেবলং কর্ম্মভাবাৎ তপ্যস্য তাপকাৎ অন্যত্বম্, অপি তু অনুভবসিদ্ধমেব ইত্যাহ—"প্রসিদ্ধশ্চ অয়মি"তি। তথাহি—অর্থোঽপি উপার্জনরক্ষণক্ষয়রাগবৃদ্ধিহিংসাদোষদর্শনাৎ অনর্থঃ সন্ অর্থিনং দুনোতি। তৎ অর্থী তপ্যঃ, তাপকশ্চ অর্থঃ, তৌ চ ইমৌ লোকে প্রতীতভেদৌ। অভেদে চ দূষণানি উক্তানি। তৎ কথম্ একস্মিন্ অদ্বয়ে ভবিতুম্ অর্হত ইত্যর্থঃ। তদেবম্ ঔপনিষদং মতম্ অসমঞ্জসম্ উক্ত্বা সাংখ্যঃ স্বপক্ষে তপ্যতাপকয়োঃ ভেদে মোক্ষম্ উপপাদয়তি—"জাত্যন্তরভাবে তু" ইতি। দৃগ্দর্শনশক্ত্যোঃ কিল সংযোগঃ তাপনিদানং, তস্য হেতুঃ অবিবেকদর্শনসংস্কারঃ অবিদ্যা, সা চ বিবেকখ্যাত্যা বিদ্যয়া বিরোধিত্বাৎ বিনিবর্ত্ত্যতে, তন্নিবৃত্তৌ তদ্ধেতুকঃ সংযোগঃ নিবর্ত্ততে, তন্নিবৃত্তৌ চ তৎকার্য্যঃ তাপঃ নিবর্ত্ততে। তৎ উক্তম্ পঞ্চশিখাচার্য্যেণ—

"তৎসংযোগহেতুবিবর্জনাৎ স্যাৎ অয়ম্ আত্যন্তিকঃ দুঃখপ্রতীকারঃ" ইতি।

অত্র চ ন সাক্ষাৎ পুরুষস্য অপরিণামিণঃ বন্ধমোক্ষৌ, কিন্তু বুদ্ধিসত্ত্বস্য এব চিতিচ্ছায়াপত্ত্যা লব্ধচৈতন্যস্য। তথাহি—ইষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণম্ অবিভাগাপন্নম্ অস্য ভোগঃ ভোক্তৃস্বরূপাবধারণম্ অপবর্গঃ, তেন হি বুদ্ধিসত্ত্বম্ এব হি অপবৃজ্যতে, তথাপি যথা জয়ঃ পরাজয়ো বা যোধেষু বর্ত্তমানঃ প্রাধান্যাৎ স্বামিনি অপদিশ্যতে, এবং বন্ধমোক্ষৌ বুদ্ধিসত্ত্বে বর্ত্তমানৌ কথঞ্চিৎ পুরুষে অপদিশ্যতে, স হি অবিভাগাপত্ত্যা তৎফলস্য ভোক্তা ইতি। তৎ এতৎ অভিসন্ধায় আহ—"স্যাৎ অপি কদাচিৎ মোক্ষোপপত্তিরি"তি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

একাদশেন্দ্রিয়াণাং কথং সপ্তত্বম্ ইতি আশঙ্ক্য বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি ত্বগিন্দ্রিয়ে অন্তর্ভাবয়তি—"ত্বঙ্মাত্রমেবে"তি। অনেকরূপাদিগ্রহণসমর্থং যৎ ত্বঙ্মাত্রং তদেব বুদ্ধীন্দ্রিয়ং তচ্চ একম্ ইত্যর্থঃ। ননু তপ্য এব মাভূৎ যথা অস্তি ইত্যত্র, তথাচ কথম্ অদ্বৈতব্যাঘাতকৃৎ তপ্যতাপকাভাবঃ, তত্রাহ "ন হি তপিরি"তি। কর্ত্তৃস্থঃ ভাবঃ ফলং যস্য স তথোক্তঃ। "পরসমবেতে"তি। কর্ম্মত্বব্যাপকোক্তিঃ ইয়ম্। তদ্ব্যাবৃত্ত্যা তদ্ব্যাবৃত্ত্যৈব ন লক্ষণোক্তিঃ। তথা সতি বৃক্ষাৎ পতিতে পর্ণে পর্ণসমবেতপতনক্রিয়াফলবিভাগভাজঃ বৃক্ষস্য অপাদানস্যাপি কর্ম্মত্বপ্রসঙ্গাৎ। ননু "আত্মানং জানাতি" "পচ্যতে ফলং স্বয়মেব" ইত্যত্র একস্যাপি কর্ম্মকর্ত্তৃভাবাৎ কথম্ অস্য কর্ম্মত্বব্যাপকত্বম্? উচ্যতে সোপাধ্যাত্মনি উপাধিভেদাৎ এব ভেদাৎ নিরুপাধৌ যাং বৃত্তিং প্রতি কর্ম্মত্বং তস্যা এব উপাধিত্বস্য বর্ণিতত্বাৎ, পচ্যতে ফলং স্বয়মেব ইত্যত্র কর্ম্মত্বোপচারাৎ। পাণিনির্হি কর্ম্মবৎ ইত্যাহ। তস্মাৎ যৎ কর্ম্ম তৎ পরসমবেতক্রিয়াফলভাগী ইত্যর্থঃ ন তু যৎ উক্তবিধং তৎ কর্ম্ম ইতি। ননু ক্রিয়াফলশালিত্বমাত্রব্যাপ্তং কর্ম্মত্বং, বৃথা পরবিশেষণং, তথাচ তপ্তুরেব তপ্যত্বম্ অস্তু, তত্রাহ—'অনন্যত্বে' ইতি। তপ্যস্য তাপকাৎ অনন্যত্বে সতি অকর্ম্মত্বপ্রসঙ্গাৎ ইত্যন্বয়ঃ। নিদর্শনং—'চৈত্রস্যেবে'তি। স্বসমবেতা গমনক্রিয়া তস্যাঃ ফলং নগরপ্রাপ্তিঃ তচ্ছালিনোঽপি চৈত্রস্য পরত্বাভাবাৎ অকর্ম্মত্ববৎ তপ্যস্যাপি অভেদাভ্যুপগতৌ অকর্ম্মত্বপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ। ননু যথা জলধিঃ স্বভাবভূতৈঃ অপি বীচ্যাদিভিঃ মুচ্যতে তথা তপ্যতাপকাভ্যাম্ আত্মা, তত্রাহ—'জলধেশ্চ' ইতি। অর্থস্যাপি স্বর্গাদেঃ তাপকত্বং ভাষ্যোক্তম্ উপপাদয়তি—'অর্থোঽপি' ইতি। 'দুনোতি'—পরিতাপয়তি। 'দৃক্শক্তিঃ' পুরুষঃ। দর্শয়তি স্ববিকারান্ পুংস ইতি দর্শনশক্তিঃ প্রধানং, তস্য চ বুদ্ধিরূপেণ পরিণতস্য চিচ্ছায়াপত্তিঃ 'সংযোগ'। অবিবিক্তয়োঃ প্রধানপুরুষয়োঃ দর্শনম্ 'অবিবেকদর্শনম্'। ভাষ্যে স্যাদপি ইত্যাপিনা ন সাক্ষাৎ পুংসঃ মোক্ষঃ ইতি অসূচি, তদাহ—'অত্র চে'তি। বন্ধমোক্ষস্বরূপালোচনেন তয়োঃ সাক্ষাৎ বুদ্ধিধর্ম্মত্বমাহ "তথাহি" ইতি। অবিভাগঃ বুদ্ধিসত্ত্বস্য পুরুষাৎ অবিবেকঃ তেন বুদ্ধেঃ জড়ায়া অপি আপন্নং গুণস্বরূপাবধারণম্। অনুকূলপ্রতিকূলশব্দাদিজ্ঞানস্য বিবিক্তপুরুষজ্ঞানস্য চ বুদ্ধিপরিণামত্বাৎ বুদ্ধেরেব বন্ধমোক্ষৌ ইত্যর্থঃ। মোক্ষনিরূপণায় চ বন্ধনিরূপণম্। অতএব অপবৃজ্যতে ইত্যেবাহ। ইদানীং স্বামিনি পুরুষে বন্ধাদ্যুপচারং সদৃষ্টান্তম্ আহ—'তথাপী'তি। অবিভাগস্য অবিবেকস্য আপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ তয়া ইত্যর্থঃ।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০]

ভামতীর অনুবাদ।

[সাংখ্যমত পরস্পর বিরুদ্ধ ; কারণ, তন্মতে কখন সাত ইন্দ্রিয় কখন এক বা তিনটী অন্তঃকরণ এইরূপ নানাকথা বলা হয়। ইহাই প্রদর্শনার্থ ভামতীকার ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতেছেন—] **ক্বচিৎ সপ্তেন্দ্রিয়াণি**—ইহার অর্থ—কোথাও বলা হয়—রূপাদি অনেকবস্তু গ্রহণ করিতে পারে এইরূপ একমাত্র ত্বক্ ইন্দ্রিয়ই বুদ্ধীন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী ও সপ্তম মন—এই প্রকারে ইন্দ্রিয় সাতটি। **ক্বচিৎ ত্রীণি অন্তঃকরণানি**, কোথাও বলা হয়, অন্তঃকরণ তিনটী, যথা—বুদ্ধি, অহংকার ও মন। **ক্বচিদেকং** অর্থাৎ কোথাও বলা হয় অন্তঃকরণ একটিমাত্র, ইহা কেবল বুদ্ধি। অবশিষ্ট ভাষ্য দুর্বোধ নহে। এস্থলে **নমু ঔপনিষদানামপি** এই গ্রন্থদ্বারা সাংখ্য বলিতেছেন। তপ্যতাপকভাব এক ব্যক্তিতে হইতে পারে না। কারণ, তপ্ ধাতু অস্ ধাতুর মত কর্ত্তায় থাকিয়া ভাবক অর্থাৎ অর্থবোধক হয় না, কিন্তু পচ্ ধাতুর মত কর্ম্মে থাকিয়া অর্থবোধক হয়। আর পরসমবেতক্রিয়াফলশালিই কর্ম্ম, পরসমবেত অর্থাৎ কর্ম্মভিন্ন কর্ত্তাতে বিদ্যমান যে ক্রিয়া, সেই ক্রিয়াজন্য ফলবিশিষ্টকে কর্ম্ম বলে। তাহা হইলে তাপকসমবেত যে ক্রিয়া, তজ্জন্য ফলবিশিষ্ট তপ্যরূপ যে কর্ম্ম, তাহা তাপক অপেক্ষা ভিন্ন হওয়া উচিত ; কারণ, তাপক হইতে তপ্য যদি অনন্য অর্থাৎ অভিন্ন হয়, তাহা হইলে "স্বসমবেতগমনক্রিয়াফলনগরপ্রাপ্তিশালীরও" অর্থাৎ স্ব অর্থাৎ চৈত্রসমবেত যে গমনক্রিয়া তজ্জন্য নগর-প্রাপ্তিরূপ যে ফল সেইফলবিশিষ্ট হইলেও গমন কর্ত্তা চৈত্রের যেমন কর্ম্মত্ব হয় না, সেইরূপ তপ্যেরও অকর্ম্মত্ব প্রসঙ্গ হইত, অর্থাৎ তপ্যও কর্ম্ম হইত না। কিন্তু তপ্যেরও তাপক হইতে অন্যত্ব হইলে অর্থাৎ তপ্য যদি তাপক হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে চৈত্রসমবেত গমনক্রিয়াজন্য ফলভাগী গম্য অর্থাৎ গন্তব্য নগরের মত (তপ্যের) তপ্যত্ব অর্থাৎ তাপকের কর্ম্ম হওয়া সম্ভব হয়। অতএব অভেদ হইলে তপ্য-তাপকভাব হয় না।

যদি চ এই গ্রন্থদ্বারা অন্য দোষ বলিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—স্বভাব হইতে ভাব অর্থাৎ বস্তুকে পৃথক্ করিতে পারা যায় না। (যে ধর্ম্ম ধর্ম্মী হইতে পৃথক্ হয় না, সেই ধর্ম্মকে স্বভাব বলে।) যেমন বীচি, তরঙ্গ ও ফেণাদি, জলধির স্বভাব হইয়া আবির্ভাব ও তিরোভাবরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট হয়, কিন্তু তাহাদের কর্ত্তৃক জলধি কখনও মুক্ত হয় না। কেবল কর্ম্ম বলিয়াই যে তপ্য তাপক হইতে ভিন্ন তাহা নহে, কিন্তু তাহা অনুভবসিদ্ধই, **প্রসিদ্ধশ্চায়ং** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা ইহা বলিতেছেন। যেমন দেখুন—উপার্জ্জন রক্ষা ক্ষয় রাগ অর্থাৎ আসক্তি, বৃদ্ধি ও হিংসারূপ দোষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া অর্থও অনর্থ অর্থাৎ অনিষ্টকর হইয়া অর্থীকে কষ্ট দেয়। অতএব অর্থী তপ্য ও অর্থ তাপক হয়, এবং সেই দুই বস্তু জগতে প্রতীতভেদ অর্থাৎ ইহারা যে ভিন্ন বস্তু তাহা অনুভবসিদ্ধ। এই দুইয়ের অভেদ হইলে যে সকল দোষ হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মে কি করিয়া তপ্য ও তাপক এই দুইটী থাকিতে পারে—ইহাই অর্থ। সেইজন্য ঔপনিষদ অর্থাৎ বেদান্তমতকে এই প্রকারে অসঙ্গত বলিয়া সাংখ্য নিজের মতে তপ্য ও তাপকের ভেদ হইলে মোক্ষ সম্ভব হয়—ইহা **জাত্যন্তরভাবে তু** এই গ্রন্থদ্বারা দেখাইতেছেন। দৃক্‌শক্তি অর্থাৎ পুরুষ, ও দর্শনশক্তি অর্থাৎ প্রধান, এই উভয়ের সংযোগ অর্থাৎ চিচ্ছায়াপত্তিই তাপনিদান অর্থাৎ সমস্ত দুঃখের মূলকারণ, তাহার কারণ—অবিবেকদর্শনসংস্কাররূপ অবিদ্যা, অর্থাৎ অভেদভাবাপন্ন প্রধান ও পুরুষের যে দর্শন অর্থাৎ সাক্ষাৎকার তাহার সংস্কাররূপ অবিদ্যা, এবং তাহা বিবেকখ্যাতিরূপ অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানরূপ বিদ্যাকর্ত্তৃক নিবর্ত্তিত হয় ; কারণ, তাহা বিরোধী ; অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে তদ্ধেতুক অর্থাৎ অবিদ্যাবশত উৎপন্ন হয় যে প্রধান ও পুরুষের সংযোগ, তাহা নিবৃত্ত হয় এবং সংযোগ নিবৃত্ত হইলে তাহার কার্য্য দুঃখ নিবৃত্ত হয়। তাহাই পঞ্চশিখাচার্য্যকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে, যথা—

তৎসংযোগহেতুবিবর্জ্জনাৎ স্যাৎ অয়ম্ আত্যন্তিকঃ দুঃখপ্রতীকারঃ।

অর্থাৎ প্রধান ও পুরুষের সংযোগের হেতু অবিদ্যাবর্জ্জনবশতঃ আত্যন্তিক দুঃখ প্রতীকার হয়, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে দুঃখ ধ্বংস হয়।

আর এমতে পরিণামশূন্য পুরুষের সাক্ষাৎ বন্ধ ও মোক্ষ হয় না, কিন্তু চিচ্ছায়াপত্তিবশতঃ অর্থাৎ প্রধানের সহিত পুরুষের অভেদভাবপ্রাপ্তিবশতঃ লব্ধচৈতন্য অর্থাৎ চেতনাপ্রাপ্ত যে বুদ্ধিসত্ত্ব তাহারই হয়। তাহাই দেখাইতেছি, যথা—অবিভাগাপন্ন অর্থাৎ প্রধান ও পুরুষের অবিভাগবশতঃ প্রাপ্ত হইয়াছে যে ইষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধারণ অর্থাৎ ইষ্ট অর্থাৎ অভিলষিত, এবং অনিষ্ট অর্থাৎ যাহা অভিলষিত নহে, এইরূপ গুণস্বরূপের যে অবধারণ, অর্থাৎ জ্ঞান, তাহাই ইহার ভোগ, এবং ভোক্তৃস্বরূপাবধারণ অর্থাৎ ভোক্তার স্বরূপের

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০]

ভামতীর অনুবাদ।

অবধারণ ইহার অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ। সেই হেতু, অর্থাৎ সেই অবধারণবশতঃ বুদ্ধিসত্ত্বই মুক্ত হয়। তাহা হইলেও অর্থাৎ বুদ্ধিসত্ত্বের বন্ধ ও মোক্ষ হইলেও যেমন যোধ অর্থাৎ সৈন্যে বর্ত্তমান জয় বা পরাজয়, প্রাধান্যবশতঃ স্বামী অর্থাৎ রাজাতে অপদিষ্ট অর্থাৎ আরোপিত হয়, এইরূপ বুদ্ধিসত্ত্বে বর্ত্তমান বন্ধ ও মোক্ষ কোন রকমে পুরুষে আরোপিত হয়; কারণ, পুরুষ প্রধানের সহিত অবিভাগ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাহার অর্থাৎ প্রধানের ফল ভোগ করে। এই অভিপ্রায়ে **স্যাদপি কদাচিৎ মোক্ষাপপত্তি** এই গ্রন্থ বলিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অত্রোচ্যতে—ন, একত্বাদেব তপ্যতাপকভাবানুপপত্তেঃ। ভবেদেষ দোষো যদ্যেকাত্মতায়াং তপ্যতাপকৌ অন্যোন্যস্য বিষয়বিষয়িভাবং প্রতিপদ্যেয়াতাম্। ন তু এতদস্তি; একত্বাদেব। ন হি অগ্নিরেকঃ সন্ স্বমাত্মানং দহতি প্রকাশয়তি বা, সত্যপি ঔষ্ণ্যপ্রকাশাদিধর্ম্মভেদে পরিণামিত্বে চ। কিং কূটস্থে ব্রহ্মণি একস্মিন্ তপ্যতাপকভাবঃ সংভবেৎ? ক্ব পুনরয়ং তপ্যতাপকভাবঃ স্যাদিতি? উচ্যতে—কিং ন পশ্যসি কর্ম্মভূতো জীবদেহঃ তপ্যঃ তাপকঃ সবিতেতি?

ননু তপ্তির্নাম দুঃখং, সা চেতয়িতুঃ ন অচেতনস্য দেহস্য। যদি হি দেহস্যৈব তপ্তিঃ স্যাৎ সা দেহনাশে স্বয়মেব নশ্যতি ইতি তন্নাশায় সাধনং ন এষিতব্যং স্যাদিতি।

উচ্যতে—দেহাভাবেঽপি কেবলস্য চেতনস্য তপ্তির্ন দৃষ্টা। ন চ ত্বয়াপি তপ্তির্নাম বিক্রিয়া চেতয়িতুঃ কেবলস্য ইষ্যতে। নাপি দেহচেতনয়োঃ সংহতত্বম্; অশুদ্ধ্যাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তপ্তেরেব তপ্তিম্ অভ্যুপগচ্ছসি।

কথং তবাপি তপ্যতাপকভাবঃ? সত্ত্বং তপ্যং, তাপকং রজ ইতি চেৎ? ন; তাভ্যাং চেতনস্য সংহতত্বানুপপত্তেঃ। সত্ত্বানুরোধিত্বাৎ চেতনোঽপি তপ্যতে ইতি চেৎ? পরমার্থতঃ তর্হি নৈব তপ্যতে ইতি আপততি; ইব-শব্দপ্রয়োগাৎ। ন চেৎ তপ্যতে, ন ইবশব্দো দোষায়। ন হি ডুণ্ডুভঃ সর্প ইব ইত্যেতাবতা সবিষো ভবতি। সর্পো বা ডুণ্ডুভ ইব ইত্যেতাবতা নির্বিষো ভবতি। অতশ্চ অবিদ্যাকৃতোঽয়ং তপ্যতাপকভাবো ন পারমার্থিক ইতি অভ্যুপগন্তব্যমিতি। নৈবং সতি মমাপি কিঞ্চিৎ দুষ্যতি।

অথ পারমার্থিকমেব চেতনস্য তপ্যত্বম্ অভ্যুপগচ্ছসি, তবৈব সুতরাম্ অনির্ম্মোক্ষঃপ্রসজ্যেত, নিত্যত্বাভ্যুপগমাচ্চ তাপকস্য। তপ্যতাপকশক্ত্যোঃ নিত্যত্বেঽপি সনিমিত্তসংযোগাপেক্ষত্বাৎ তপ্তেঃ সংযোগনিমিত্তাদর্শননিবৃত্তৌ আত্যন্তিকঃ সংযোগোপরমঃ, ততশ্চ আত্যন্তিকমোক্ষ উপপন্নঃ ইতি চেৎ?

ন, অদর্শনস্য তমসো নিত্যত্বাভ্যুপগমাৎ। গুণানাং চ উদ্ভবাভিভবয়োঃ অনিত্যত্বাৎ অনিয়তঃ সংযোগনিমিত্তোপরমঃ ইতি বিয়োগস্যাপি অনিত্যত্বাৎ সাংখ্যস্যৈব অনির্ম্মোক্ষঃ অপরিহার্য্যঃ স্যাৎ।

ঔপনিষদস্য তু আত্মৈকত্বাভ্যুপগমাৎ একস্য চ বিষয়বিষয়িভাবানুপপত্তেঃ বিকারভেদস্য চ বাচারম্ভণমাত্রত্বশ্রবণাৎ অনির্ম্মোক্ষশঙ্কা স্বপ্নেঽপি নোপজায়তে। ব্যবহারে তু যত্র যথা দৃষ্টঃ তপ্যতাপকভাবঃ তত্র তথৈব স ইতি ন চোদয়িতব্যঃ পরিহর্ত্তব্যো বা ভবতি ।১০।

ইতি প্রথমং রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০]

ভাষ্যানুবাদ।

এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত বলিতেছি—না পূর্ব্বোক্ত দোষ হয় না। একত্ববশতঃই তপ্যতাপকভাব হইতে পারে না। এই দোষ হইত, যদি আত্মার একত্ব অবস্থাতে তপ্য ও তাপক পরস্পরের বিষয়বিষয়িভাব প্রাপ্ত হইত। ইহা ত হয় না, কারণ, (আত্মার একত্ব অবস্থায়) একমাত্র ব্রহ্মভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই। যেমন উষ্ণতা ও প্রকাশাদি বিভিন্ন ধর্ম্ম ও পরিণাম থাকিলেও অগ্নি একাকী থাকিয়া নিজেকে দাহ বা প্রকাশ করে না। কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার একমাত্র ব্রহ্মে তপ্য ও তাপকভাব কি সম্ভব হয়? তবে কোথায় তপ্যতাপক ভাব হইবে? বলিতেছি—ইহা কি দেখিতে পাইতেছ না যে, কর্ম্মস্বরূপ জীবের দেহ তপ্য আর সূর্য্য তাহার তাপক।

যদি বল—তপ্তিশব্দের অর্থ দুঃখ, তাহা চেতনের হয়, অচেতন দেহের হয় না। যদি অচেতন দেহেরই দুঃখ হইত, তাহা হইলে দেহনাশ হইলে তাহা নিজেই নষ্ট হইত, অতএব তাহার নাশের জন্য উপায় অনুসন্ধান করিতে হইত না।

ইহার উত্তর এই যে,—দেহ না থাকিলেও কেবল চেতনের তপ্তি অর্থাৎ দুঃখ দেখা যায় না। আর তুমিও দুঃখরূপ বিকার কেবল চেতনের হয়—ইহা ইচ্ছা কর না। আর দেহ ও চেতনের সংহতত্ত্ব অর্থাৎ মিশ্রণ হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে (চেতনের) অশুদ্ধিপ্রভৃতি দোষ হইয়া পড়ে। আর দুঃখেরই দুঃখ হয়, ইহা তুমি স্বীকার কর না।

তোমার মতেও তপ্যতাপকভাব কি করিয়া হয়? যদি বল—সত্ত্বগুণ তপ্য ও রজোগুণ তাপক, না তাহা বলিতে পার না; কারণ, সত্ত্ব ও রজোগুণের সহিত চেতনের সংঘাত অর্থাৎ মিশ্রণ হইতে পারে না। যদি বল সত্ত্বানুরোধী অর্থাৎ সত্ত্বগুণে প্রতিবিম্বিত বলিয়া চেতন ও দুঃখিতের ন্যায় হয়? তাহা হইলে বাস্তবিক দুঃখিত হয় না, ইহাই আসিয়া পড়িল। কারণ, ইব-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। যদি দুঃখিত না হয়, তাহা হইলে ইব-শব্দ দোষের হেতু হয় না। "ডুণ্ডুভ অর্থাৎ ঢোঁরাসাপ বিষধর সর্পের মত" এই কথা বলিলে সে সবিষ হয় না। এবং "বিষধরসর্প ডুণ্ডুভের ন্যায়" এই কথা বলিলে সর্পও নির্বিষ হয় না। অতএব এই তপ্যতাপকভাব অবিদ্যাকর্ত্তৃক কল্পিত, বাস্তবিক নহে, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। আর এরূপ হইলে আমারও কোন দোষ হয় না।

আর বাস্তবিকই চেতনের দুঃখ হয়, ইহা যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে সুতরাং তোমার মতেই মোক্ষাভাব হইয়া পড়ে, যেহেতু তাপক অর্থাৎ রজোগুণকে নিত্য বলিয়া তুমি স্বীকার করিয়াছ।

যদি বল তপ্যশক্তি পুরুষ ও তাপকশক্তি রজোগুণ নিত্য হইলেও তপ্তি অর্থাৎ দুঃখ সনিমিত্ত সংযোগকে অপেক্ষা করে বলিয়া অর্থাৎ নিমিত্ত অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের অবিবেকরূপ অজ্ঞান, তাহার সহিত বর্ত্তমান যে প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ অর্থাৎ পুরুষের গুণের প্রতি স্বামিত্ব, তাহাকে অপেক্ষা করে বলিয়া উক্ত সংযোগের নিমিত্ত যে অদর্শনরূপ তমোগুণ তাহার নিবৃত্তি হইলে সম্পূর্ণরূপে মোক্ষ হয়? তাহা হইলে বলিব—না তাহা বলিতে পার না। কারণ, অদর্শনরূপ তমোগুণকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছ। এবং গুণসকলের উৎপত্তি ও বিনাশের নিয়ম না থাকায় প্রকৃতিপুরুষের সংযোগের নিমিত্ত যে অদর্শনরূপ তমঃ তাহার উপরম অর্থাৎ বিনাশ অনিয়ত, অতএব উভয়ের বিয়োগ অর্থাৎ সংযোগের বিচ্ছেদ ও অনিয়ত বলিয়া সাংখ্যের মতেই মোক্ষাভাব অপরিহার্য্য হইবে।

কিন্তু ঔপনিষদ অর্থাৎ বেদান্তীর মতে আত্মার একত্ব স্বীকার করায় (বাস্তবিক দ্বিতীয় বস্তু না থাকায়) এবং একটি বস্তুই বিষয় ও বিষয়ী এই উভয়রূপ হওয়া অসম্ভব বলিয়া, এবং বিভিন্ন বিকার (ঘটপটাদি) বাচারম্ভণ-মাত্র—ইহা শ্রুতি হইতে জানা যায় বলিয়া, মোক্ষাভাবের আশঙ্কা স্বপ্নেও জন্মে না। কিন্তু লৌকিকব্যবহারস্থলে যেখানে যেরূপ তপ্যতাপকভাব দেখা গিয়াছে, সেখানে তাহা সেইরূপই; অতএব তাহা চোদয়িতব্য অথবা পরিহর্ত্তব্য নহে, অর্থাৎ তাহা কি করিয়া তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নষ্ট হইবে এই বলিয়া আশঙ্কা করিবার যোগ্যও নহে, অথবা পরিহার করিতেও হইবে না।১০

ভামতী।

অত্রোচ্যতে—"ন একত্বাদেব তপ্যতাপকভাবানুপপত্তেঃ"। যত একত্বে তপ্যতাপকভাবঃ ন উপপদ্যতে একত্বাদেব, তস্মাৎ সাংব্যবহারিকভেদাশ্রয়ঃ তপ্যতাপকভাবঃ অস্মাভিঃ অভ্যুপেয়ঃ। তাপো হি সাংব্যবহারিক এব, ন পারমার্থিক ইতি অসকৃৎ আবেদিতম্। "ভবেৎ এষ দোষঃ

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০]

ভামতী।

যদি একাত্মতায়াং তপ্যতাপকৌ অন্যোন্যস্য বিষয়বিষয়িভাবং প্রতিপদ্যেয়াতাম্” ইতি অস্মদভ্যুপগম ইতি শেষঃ। সাংখ্যোঽপি হি ভেদাশ্রয়ং তপ্যতাপকভাবং ব্রুবাণো ন পুরুষস্য তপিকর্ম্মতাম্ আখ্যাতুম্ অর্হতি; তস্য অপরিণামিতয়া তপিক্রিয়াজনিতফলশালিত্বানুপপত্তেঃ, কেবলম্ অনেন সত্ত্বং তপ্যম্ অভ্যুপেয়ং, তাপকং চ রজঃ। দর্শিতবিষয়ত্বাৎ তু বুদ্ধিসত্ত্বে তপ্যে তদবিভাগাপত্ত্যা পুরুষোঽপি অনুতপ্যতে ইব, ন তু তপ্যতে অপরিণামিত্বাৎ ইত্যুক্তং; তদবিভাগাপত্তিশ্চ অবিদ্যা, তথা চ অবিদ্যাকৃতঃ তপ্যতাপকভাবঃ ত্বয়া অভ্যুপেয়ঃ, সোঽয়মস্মাভিঃ উচ্যমানঃ কিমিতি ভবতঃ পরুষ ইব আভাতি। অপি চ নিত্যত্বাভ্যুপগমাচ্চ তাপকস্য অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ।

শঙ্কতে—“তপ্যতাপকশক্ত্যোঃ নিত্যত্বেঽপি” ইতি। সহ অদর্শনেন নিমিত্তেন বর্ত্ততে ইতি সনিমিত্তঃ সংযোগঃ তদপেক্ষত্বাৎ ইতি। নিরাকরোতি—“ন। অদর্শনস্য তমসঃ” ইতি। ন তাবৎ পুরুষস্য তপ্তিঃ ইতি উক্তম্। কেবলম্ ইয়ং বুদ্ধিসত্ত্বস্য তাপকরজোজনিতা, তস্য চ বুদ্ধিসত্ত্বস্য তামসবিপর্য্যাসাৎ আত্মনঃ পুরুষাৎ ভেদম্ অপশ্যতঃ পুরুষঃ তপ্যতে ইতি অভিমানঃ, ন তু পুরুষো বিপর্য্যাসতুষেণাপি যুজ্যতে। তস্য তু বুদ্ধিসত্ত্বস্য সাত্ত্বিক্যা বিবেকখ্যাত্যা তামসীয়ম্ অবিবেকখ্যাতিঃ নিবর্ত্তনীয়া। ন চ সতি তমসি মূলে শক্যা অত্যন্তম্ উচ্ছেত্তুম্। তথা বিচ্ছিন্নাপি ছিন্নবদরী ইব পুনঃ তমসা উদ্ভূতেন সত্ত্বম্ অভিভূয় বিবেকখ্যাতিম্ অপোহ্য শতশিখরা অবিদ্যা আবির্ভাব্যেত ইতি বত ইয়ম্ অপবর্গকথা তপস্বিনী দত্তজলাঞ্জলিঃ প্রসজ্যেত।

অস্মৎপক্ষে তু অদোষঃ ইত্যাহ—“ঔপনিষদস্য তু” ইতি। যথা হি মুখম্ অবদাতমপি মলিনাদর্শতলোপাধিকল্পিতপ্রতিবিম্বভেদং মলিনতাম্ উপৈতি, ন চ তৎ বস্তুতো মলিনং, ন চ বিম্বাৎ প্রতিবিম্বং বস্তুতঃ ভিদ্যতে। অথ তস্মিন্ প্রতিবিম্বে মলিনাদর্শোপধানাৎ মলিনতাপদং লভতে। তথা চ আত্মনো মলিনং মুখং পশ্যন্ দেবদত্তস্তপ্যতে। যদা তু উপাধ্যপনয়াদ্ বিম্বমেব কল্পনাবশাৎ প্রতিবিম্বং তচ্চ অবদাতম্ ইতি তত্ত্বম্ অবগচ্ছতি, তদা অস্য তাপঃ প্রশাম্যতি, ন চ মলিনং মে মুখমিতি। এবম্ অবিদ্যোপাধানকল্পিতাবচ্ছেদো জীবঃ পরমাত্মপ্রতিবিম্বকল্পঃ কল্পিতৈরেব শব্দাদিভিঃ সম্পর্কাৎ তপ্যতে, ন তু তত্ত্বতঃ পরমাত্মনঃ অস্তি তাপঃ। যদা তু ‘তত্ত্বমসি’ ইতি বাক্যশ্রবণমননধ্যানাভ্যাসপরিপাকপ্রকর্ষপর্য্যন্তজঃ অস্য সাক্ষাৎকারঃ উপজায়তে, তদা জীবঃ শুদ্ধবুদ্ধতত্ত্বস্বভাবম্ আত্মনঃ অনুভবন্, নির্মৃষ্টনিখিলসবাসনক্লেশজালঃ কেবলঃ স্বস্থো ভবতি, ন চাস্য পুনঃ সংসারভয়মস্তি, তদ্ধেতোঃ অবাস্তবত্বেন সমূলকাষং কষিতত্বাৎ, সাংখ্যস্য তু সতঃ তমসঃ অশক্যসমুচ্ছেদত্বাৎ ইতি। তৎ ইদম্ উক্তম্—“বিকারভেদস্য চ বাচারম্ভণমাত্রত্বশ্রবণাৎ” ইতি।১০ ইতি প্রথমং রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ঔপনিষদদর্শনাসামঞ্জস্যং নিষেধতি—“ন” ইতি। কিং বস্তুতঃ তপ্যতাপকবিভাগানুপপত্তিঃ উচ্যতে, ব্যবহারতো বা? আদ্যে ইষ্টপ্রসঙ্গঃ, ইত্যাহ “একত্বাদেব” ইতি। উপাত্তং ভাষ্যং ব্যাখ্যাতি—“যতঃ” ইতি। দ্বিতীয়ে ন অনুপপত্তিঃ ব্যবহারতঃ ভেদস্বীকারাৎ ইত্যাহ—‘তস্মাৎ” ইতি। পরোক্তদোষানুবাদ এব ভাষ্যে ভাতি, ন দূষণম্ ইতি আশঙ্ক্য অধ্যাহারেণ ইষ্টপ্রসঙ্গকথনপরতাং স্ফোটয়তি—‘ইত্যস্মদ্” ইতি। যদি ভ্রান্তত্বং তপ্যতাপকভাবস্য, তর্হি এষ এব দোষঃ ইত্যাশঙ্ক্য সাম্যপ্রতিপাদনার্থং তত্র ত্বয়াপি ইতি ভাষ্যম্, তদ্ ব্যাচষ্টে—‘সাংখ্যোঽপি হি” ইতি। ব্রুবাণোঽপি ইতি অন্বয়ঃ। সত্ত্বং বুদ্ধিগতঃ সত্ত্বগুণঃ। দর্শিতঃ বিষয়ঃ যস্য পুংসঃ স তথা তস্য ভাবঃ তত্ত্বং তুতঃ ইতি। অবিভাগাপত্তিঃ তর্হি ক্ষীরবৎ সত্যেতি তন্নিমিত্তা তপ্তিঃ পুংসঃ সত্যা স্যাৎ, অতঃ আহ—“তদবিভাগাপত্তিশ্চ” ইতি। “অবিবেকো হ্যবিভাগঃ” ইতি। নিত্যত্বাভ্যুপগমাচ্চ তাপকস্য ইতি ভাষ্যম্ উপাত্তম্। “অনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ” ইতি তস্য অতীতানন্তরপদানুষঙ্গেন ব্যাখ্যা। ন দৃশ্যতে অনেন পুরুষত্বম্ ইতি “অদর্শনং” তমঃ। তস্য তপ্তিহেতুত্বম্ উপপাদয়তি—“ন তাবৎ” ইত্যাদিনা। তমসঃ তপ্তস্য নিবৃত্ত্যযোগাৎ পরস্য তন্নিমিত্ততপ্তেঃ অনাশঃ উক্তঃ। সিদ্ধান্তে তু অবিদ্যায়া অবস্তুনঃ তপ্তিহেতোঃ বিদ্যয়া নিবৃত্তেঃ মোক্ষোপপত্তিম্ আহ—“যথা হি” ইতি। “সাংখ্যস্য তু” ইতি। তু শব্দঃ ন শব্দসমানার্থঃ।১০ ইতি প্রথমং রচনানুপপত্ত্যধিকরণম্।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন ।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০]

ভামতীর অনুবাদ ।

ন একত্বাদেব তপ্যতাপকভাবানুপপত্তেঃ ইত্যাদি গ্রন্থে এ বিষয়ে উত্তর দিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য—যেহেতু বস্তুর একত্ব হইলে তপ্যতাপকভাব হয় না, তাহার একমাত্র কারণ একত্ব, সেই হেতু সাংব্যবহারিকভেদাশ্রয় অর্থাৎ ব্যবহারিকভেদকে আশ্রয় করিয়া যে তপ্যতাপকভাব হয় তাহা আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, তাপ অর্থাৎ দুঃখ কেবল ব্যবহারকালেই হয়, পরমার্থকালে হয় না—ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। **ভবেদেষ দোষঃ** ইত্যাদি গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ—"অস্মদভ্যুপগমঃ" অর্থাৎ ইহা যদি আমাদের স্বীকৃত হইত—এইরূপ। ভেদকে অর্থাৎ বিভিন্ন পদার্থকে আশ্রয় করিয়া তপ্যতাপকভাব থাকে এই কথা বলেন যে সাংখ্য, তিনিও পুরুষ যে তপ্ ধাতুর কর্ম্ম হয়—ইহা বলিতে পারেন না ; কারণ, পুরুষ পরিণামশীল নহে বলিয়া তপিক্রিয়া যে ফল জন্মায় সেই ফলবিশিষ্ট হইতে পারেন না। কেবল ইহাদ্বারা (সাংখ্যকে) স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণ তপ্য এবং রজোগুণ তাহার তাপক। কিন্তু দর্শিতবিষয়ত্ববশতঃ অর্থাৎ অবিদ্যাকর্তৃক পুরুষ বিষয় দেখিয়াছে বলিয়া বুদ্ধিগত সত্ত্ব তাপযুক্ত হইলে তাহার সহিত অভেদভাব প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া পুরুষও যেন তাহার পর তাপযুক্ত হয়, কিন্তু (বাস্তবিক) তাপযুক্ত হয় না ; কারণ, পুরুষ অপরিণামী—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আর সেই তদবিভাগাপত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিসত্ত্বের সহিত অভেদভাবপ্রাপ্তিই অবিদ্যা, তাহা হইলে অবিদ্যাবশতঃ তপ্যতাপকভাব হয়—ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। আর আমরা তাহা বলিলে (অর্থাৎ অন্তঃকরণের সুখদুঃখাদি অবিদ্যাবশতঃ আত্মাতে আরোপিত হয়, বাস্তবিক কিন্তু আত্মা অসঙ্গ, তাহার কোন সুখদুঃখাদি নাই) ইহা বলিলে আপনার পরুষবোধ অর্থাৎ কঠোর বলিয়া মনে হয় কেন ? আরও আপনারা তাপককে অর্থাৎ রজোগুণকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মোক্ষাভাব হইয়া পড়ে।

তপ্যতাপকশক্ত্যোঃ নিত্যত্বেঽপি এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। **সনিমিত্তসংযোগাপেক্ষত্বাৎ**—ইহার অর্থ—অদর্শনরূপ নিমিত্তের সহিত যাহা থাকে তাহা সনিমিত্ত, এইরূপ যে সংযোগ তাহাকে অপেক্ষা করে বলিয়া। **ন অদর্শনস্য তমসঃ** এই গ্রন্থদ্বারা উক্ত শঙ্কার নিরাস করিতেছেন। পুরুষের তপ্তি অর্থাৎ দুঃখ নাই ইহা বলিয়াছি। ইহা কেবল বুদ্ধিগত সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম, তাপক রজোগুণকর্ত্তৃক উৎপাদিত হয়, এবং সেই বুদ্ধিগত সত্ত্বগুণের তামসবিপর্য্যাস অর্থাৎ তমোগুণের কার্য্য বিপরীত প্রত্যয়বশতঃ পুরুষ হইতে আত্মার ভেদদর্শন না হওয়ায় পুরুষ দুঃখিত হয়—এইরূপ মনে হয়, কিন্তু পুরুষ বিপরীত প্রত্যয়ের তুষ অর্থাৎ কণার সহিতও লিপ্ত হন না। কিন্তু সেই বুদ্ধিগত সত্ত্বগুণের সাত্ত্বিক অর্থাৎ বিবেকখ্যাতিদ্বারা অর্থাৎ বুদ্ধিসত্ত্ব অপেক্ষা পুরুষ পৃথক্—এইরূপ জ্ঞানদ্বারা, তামসী অর্থাৎ তমোগুণের কার্য্য যে অবিবেকখ্যাতি, অর্থাৎ পুরুষ ও বুদ্ধিসত্ত্বের অভেদবুদ্ধি তাহাকে নিবারণ করিতে হয়। কিন্তু তাহার মূলকারণ তমোগুণ থাকিতে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিতে পারা যাইবে না। অবিদ্যা বিচ্ছিন্না অর্থাৎ মূলব্যতীত শাখাদি নষ্ট হইলেও ছিন্নবদরী অর্থাৎ ছেদন করা কুলগাছের মত উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ প্রবল তমোগুণদ্বারা সত্ত্বগুণকে পরাভব করিয়া বিবেক-বিজ্ঞাননাশপূর্ব্বক শতশিখরযুক্ত অর্থাৎ অসংখ্য বৃত্তিযুক্ত হইয়া ইহা আবির্ভূতা হইবে, অতএব ইহা অতিদুঃখের বিষয় যে, তাহা হইলে তপস্বিনী অর্থাৎ হতভাগিনী এই মোক্ষকথা দত্তজলাঞ্জলি অর্থাৎ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে।

কিন্তু আমাদের মতে কোন দোষ নাই, **ঔপনিষদস্য তু** এই গ্রন্থদ্বারা ইহা বলিতেছেন। যেমন মুখ অবদাত অর্থাৎ পরিষ্কার থাকিলেও মলিন আদর্শতলরূপ উপাধিদ্বারা কল্পিত প্রতিবিম্ববিশেষযুক্ত হওয়ায় মলিন হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা মলিন নহে ; কারণ, বিম্ব হইতে প্রতিবিম্ব বাস্তবিক ভিন্ন নয়। তাহার পর সেই প্রতিবিম্বে মলিন আদর্শরূপ উপাধি হইতে মলিনতা স্থান লাভ করে। আর তাহা হইলে নিজের মুখ মলিন দেখিয়া দেবদত্ত দুঃখিত হয়। কিন্তু যখন উপাধি অর্থাৎ আদর্শ অপনয়ন করায় বিম্ব অর্থাৎ মুখই কল্পনাবশতঃ প্রতিবিম্ব হইয়াছে, এবং তাহা পরিষ্কার, এই তত্ত্ব অর্থাৎ যথার্থ ব্যাপার অবগত হন, তখন ইহার দুঃখ প্রশমিত হয় ; কারণ, সে বুঝিতে পারে যে, আমার মুখ মলিন নহে। এইরূপ অবিদ্যারূপ উপাধিদ্বারা কল্পিতাবচ্ছেদক অর্থাৎ যাহার ভেদ কল্পিত হইয়াছে, পরমাত্মার প্রতিবিম্বতুল্য সেই জীব একান্ত কল্পিত শব্দাদির সহিত সম্পর্কবশতঃ দুঃখিত হয়, কিন্তু বাস্তবিক পরমাত্মার তাপ নাই। কিন্তু যখন তত্ত্বমসি এই বাক্যের শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের অভ্যাসের পরিণতির চরম উন্নতি হইতে এই জীবের সাক্ষাৎকার জন্মে, তখন জীব নিজের বিশুদ্ধচৈতন্যরূপ ব্রহ্মস্বরূপকে অনুভব করিয়া নির্মৃষ্টনিখিলবাসন

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০]

ভামতীর অনুবাদ।

ক্লেশজাল অর্থাৎ বাসনার সহিত যাহার নিখিল ক্লেশরাশি বিনষ্ট হইয়াছে, এইরূপ হইয়া কেবল অর্থাৎ সকলবস্তুর সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া স্বস্থ অর্থাৎ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আর কখনও ইহার সংসারভয় হয় না, কারণ তাহার হেতু—অবিদ্যা মিথ্যা বলিয়া সমূলে ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যের মতে তমোগুণ সত্য, অতএব জ্ঞানদ্বারা সত্যতমোগুণের সমূলে উচ্ছেদ করা অসাধ্য বলিয়া পুনর্ব্বার সংসার হইবার ভয় থাকিয়া যায়। এইজন্যই বিকারভেদস্য চ ইত্যাদি গ্রন্থ বলিয়াছেন। ইতি প্রথম রচনানুপপত্ত্যধিকরণ ।১০

প্রথমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

সাংখ্যমতের আচার্য্যগণ বলেন যে বেদান্তসকল প্রধানকে প্রতিপাদন করিতেছে, ব্রহ্মকে নহে; কারণ, ব্রহ্ম জগদ্বিলক্ষণ, কিন্তু প্রধান জগৎসলক্ষণ; এইরূপে বেদান্তের প্রধানেই তাৎপর্য্য—এই বলিয়া বেদান্তব্যাখ্যার অনুকূলরূপে যে সকল যুক্তি উল্লেখ করা হয় সেই সকল যুক্তি পূর্ব্বপাদে নিরাস করা হইয়াছে, এক্ষণে প্রধানসিদ্ধি করিবার জন্য বেদের কোন অপেক্ষা না রাখিয়া স্বাধীনভাবে তাঁহারা যে সকল যুক্তির অবতারণা করেন, এই পাদে সেই যুক্তিসকল উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করা হইতেছে—তন্মধ্যে সাংখ্যমত তর্কবহুল ও অতিপ্রবল বলিয়া প্রথমে তাহাকেই খণ্ডন করিবার জন্য রচনানুপপত্ত্যধিকরণনামক প্রথম অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন। ইহাতে ১০ সূত্র আছে—ইহার সকল সূত্রগুলিই পরমতখণ্ডনপর। সেই সূত্রগুলি এই—

১।	রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্।	৬।	অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ।
২।	প্রবৃত্তেশ্চ।	৭।	পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ তথাপি।
৩।	পয়োম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি।	৮।	অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ।
৪।	ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ।	৯।	অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ।
৫।	অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ।	১০।	বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্।

ইহাদের অক্ষরার্থ—

১। [জগদ্] রচনার অনুপপত্তি হয় বলিয়া এবং [হেতুর স্বরূপাসিদ্ধি হয় বলিয়া জগৎকারণ প্রধানের] অনুমান সিদ্ধ হয় না।

২। এবং [চেতনাধীন অচেতনের] প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া [প্রধানের অনুমান সিদ্ধ হয় না।]

৩। দুগ্ধ এবং জলের ন্যায় [প্রবৃত্তি হয় বলিলে] সেস্থলেও [চেতনাধীনই অচেতনের প্রবৃত্তি হয়।]

৪। এবং [প্রধান-] ব্যতিরেকে [অন্যসহকারীর] অনবস্থিতিবশতঃ [প্রবৃত্তিনিবৃত্তিতে অপরের] অপেক্ষা না করায় [জগৎকারণ প্রধানের অনুমান সিদ্ধ হয় না।]

৫। অন্যত্র অর্থাৎ বৃষ প্রভৃতিতে [তৃণাদির ক্ষীরে পরিণতির] অভাব দেখা যায় বলিয়া তৃণাদির ন্যায় নহে।

৬। [প্রধানের স্বতঃপ্রবৃত্তির] অভ্যুপগম করিলেও [পুরুষার্থরূপ] অর্থের অপেক্ষার অভাব হয় বলিয়া অথবা ভোগ ও মোক্ষ প্রয়োজন হয় বলিয়া [প্রধানের স্বতঃ প্রবৃত্তি সিদ্ধ হয় না]।

৭। [পঙ্গু] পুরুষ [ও] চুম্বকপ্রস্তরের ন্যায় যদি বলা হয় তথাপি [পুরুষপ্রেরকত্ব সিদ্ধ হয় না]।

৮। আরও [প্রেরক না থাকায় গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার প্রচ্যুতির অভাবে] অঙ্গিত্বের অনুপপত্তি হয় বলিয়া [প্রধানের প্রবৃত্তি স্বতঃসিদ্ধ হয় না]।

৯। আর অন্যথা [গুণসকল পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া অঙ্গাঙ্গিভাব] অনুমিত হইলেও জ্ঞানশক্তি না থাকায় [রচনানুপপত্তি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দোষ হয়]।

১০। [সাংখ্যগণ কখন মহৎ হইতে কখন অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র সৃষ্টি হয় ইত্যাদি বলেন] বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ তাহা পরস্পরবিরুদ্ধ হয় বলিয়া [সাংখ্যমত] অসমঞ্জস হয়। এই অধিকরণের সঙ্গতিগুলি এইরূপ—

(১) **সঙ্গতি—**

প্রথম শ্রুতিসঙ্গতি—অবিরোধ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের পরমতখণ্ডনরূপ এই দ্বিতীয় পাদে, ইহার মূলস্বরূপ প্রথমাধ্যায়ের শ্রৌতসমন্বয়ের যুক্তিদ্বারা দৃঢ়তাসাধন করাই উদ্দেশ্য বলিয়া এই পাদে শ্রুতিসঙ্গতি থাকিল। অর্থাৎ ইহার প্রথমপাদের যে ভাবে শ্রুতিসঙ্গতি ছিল, ইহাতেও সেইভাবে শ্রুতিসঙ্গতি থাকিবে।

দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি—এইপাদে জগতের উপাদানকারণ প্রধান নহে, কিন্তু ব্রহ্ম, যুক্তির সাহায্যে ইহা বলায় ব্রহ্মবিচারাখ্য এই শাস্ত্রের সহিত এই পাদের শাস্ত্রসঙ্গতিও থাকিল।

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০]

প্রথমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি—প্রথম অধ্যায়ে বেদান্তবাক্যসকল ব্রহ্মেই সমন্বিত বলায়, এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেই সমন্বয়ে যে সকল বিরোধ হয় তাহার মীমাংসা করায়, আর এই পাদে যুক্তির দ্বারা সেই বিরোধ পরিহার করায়, এই পাদে অধ্যায়সঙ্গতিও থাকিল।

চতুর্থ পাদসঙ্গতি —পূর্ব্বপাদে স্বপক্ষস্থাপন করিয়া অবিরোধ প্রদর্শন করায়, এবং এই পাদে যুক্তির দ্বারা তাহাদের মত খণ্ডন করিয়া সেই অবিরোধ প্রদর্শন করায়, পূর্ব্বপাদের সহিত এই পাদের উপজীব্য উপজীবকভাবরূপ পাদসঙ্গতিও থাকিল। কারণ, স্বপক্ষস্থাপন ব্যতীত পরপক্ষখণ্ডন করা সম্ভব হয় না।

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—পূর্ব্বাধিকরণে ব্রহ্মে কারণধর্ম্মের উপপত্তি কথিত হইয়াছে। সেই কারণধর্ম্মের উপপত্তি প্রধানে কেন হইবে না—এইরূপ আক্ষেপ করিয়া এই অধিকরণ আরম্ভ করিয়া পরমতখণ্ডন করায়, ইহাতে পূর্ব্বাধিকরণের সহিত আক্ষেপসঙ্গতি ও পাদসঙ্গতি প্রভৃতি সবই থাকিল।

(২) **বিষয়**—অচেতনপ্রধান জগদুপাদান এই সাংখ্য সিদ্ধান্ত এস্থলে বিষয়।

(৩) **সংশয়**—জগৎ চেতনপ্রকৃতিক অর্থাৎ চেতনরূপ উপাদানকারণ হইতে উৎপন্ন, ইহার প্রতিপাদক যে বেদ, তাহার সাংখ্যশাস্ত্রের অনুমানদ্বারা বিরোধ হয় কি না?

(৪) **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে বিরোধ হয়, সিদ্ধান্তমতে বিরোধ হয় না।

(৫) **পূর্ব্বপক্ষ**—এইরূপ সন্দেহ হইলে ইহা পাওয়া গেল যে—

সুখদুঃখবিষাদৈর্হি ভাবাঃ প্রত্যেকমন্বিতাঃ।
তস্মাৎ তে তদুপাদানাঃ পরিমাণাদিভিস্তথা॥

অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থই সুখদুঃখ ও বিষাদযুক্ত, অতএব তাহারা তদুপাদান অর্থাৎ সুখ দুঃখ ও বিষাদ হইতে উৎপন্ন, এবং পরিমাণাদিহেতুদ্বারাও তাহাই সিদ্ধ হয়।

যে সকল বস্তু, অনেকবৃত্তিযুক্ত যে সকল পদার্থের সহিত প্রত্যেকে অন্বিত অর্থাৎ যুক্ত হয়, তাহারা তৎ-প্রকৃতিক অর্থাৎ সেই সকল পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, যেমন মৃত্তিকাযুক্ত শরাবাদিপদার্থসকল। চৈত্র-পত্নী পদ্মাবতী সেইরূপ অর্থাৎ অনেকবৃত্তিযুক্ত সুখ দুঃখ ও মোহযুক্ত— কারণ চৈত্রের তাহাতে প্রীতি হয়, তাহার সপত্নীগণের দুঃখ জন্মে, এবং তাহাকে না পাওয়ায় মৈত্রের মোহরূপ বিষাদের উদয় হয়। পদ্মাবতী দৃষ্টান্ত-দ্বারা সমস্ত জগৎ বুঝান হইল। রূপাদিতে ব্যভিচার বারণের জন্য অনেকবৃত্তিযুক্ত এই পদটি বলা হইয়াছে বৃক্ষাদিতে ব্যাসক্ত হইয়া অর্থাৎ কেবল একে না থাকিয়া অনেকে অনুগত অর্থাৎ বর্ত্তমান বনে অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচার বারণের জন্য প্রত্যেক এই পদটি বলা হইয়াছে। কারণ, প্রত্যেক তরুতে অর্থাৎ বৃক্ষে বন আছে এ বুদ্ধি হয় না। ইহার অনুমান প্রণালীএই প্রকার যথা—

সুখ দুঃখ ও মোহ—সকল কার্য্যের উপাদান	প্রতিজ্ঞা
কারণ প্রত্যেক কার্য্যে অনুগত হইয়া অনেকে বর্ত্তমান থাকে	হেতু
যেমন মৃত্তিকাদি	দৃষ্টান্ত

এই প্রকারে ঘটাদিবস্তু সুখাদিপ্রকৃতিক অর্থাৎ সুখ দুঃখ ও মোহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা স্থির হইলে—

আকাশাদিমহাভূতসকল সুখাদিপ্রকৃতিক অর্থাৎ সুখাদি উপাদান হইতে উৎপন্ন	প্রতিজ্ঞা
যেহেতু তাহারা কার্য্যবস্তু	হেতু
যেমন ঘট	দৃষ্টান্ত

অতএব সেখানেও তৎপ্রকৃতিকত্ব অর্থাৎ আকাশাদি যে সুখ দুখ ও মোহরূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ইহা অনুমান করা উচিত, যদি বল তবে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উপাদান হইল, না তাহা বলিতে পার না কারণ—

বিবাদের বিষয় কার্য্যপদার্থ সংসৃজ্যমানবস্তুপ্রকৃতিক অর্থাৎ মিলিত অনেকবস্তুজাত	প্রতিজ্ঞা
কারণ তাহা পরিমিত	হেতু
যেমন মৃত্তিকাজলপ্রভৃতিমিলিতবস্তুদ্বারা উৎপন্ন অঙ্কুরাদি	দৃষ্টান্ত

(যুক্তিদ্বারা সাংখ্যমতের খণ্ডন।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ।১০]

প্রথমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

"শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ, কারণকার্য্যবিভাগাৎ, অবিভাগাৎ বৈশ্বরূপস্য," সৎকার্য্যবাদে এই সকল পৃথক্ পৃথক্ অনুমান আছে, যথা—

(ক)	কারণের শক্তি বিদ্যমানবস্তুবিষয়ক অর্থাৎ বর্ত্তমানবস্তুই তাহার বিষয়	প্রতিজ্ঞা
	কারণ তাহা বিষয়ী	হেতু
	যেমন জ্ঞান	দৃষ্টান্ত
(খ)	কারণত্ব বিদ্যমানবস্তুপ্রতিযোগিক অর্থাৎ বিদ্যমান কার্য্যবস্তু তাহার প্রতিযোগি হয়	প্রতিজ্ঞা
	কারণ তাহা সপ্রতিযোগি অর্থাৎ তাহা প্রতিযোগি কার্য্যবস্তুর সহিত থাকে	হেতু
	যেমন বাচ্যত্ব	দৃষ্টান্ত
(গ)	প্রলয়কাল কার্য্যবস্তুযুক্ত	প্রতিজ্ঞা
	যেহেতু তাহা কাল	হেতু
	যেমন স্থিতিকাল	দৃষ্টান্ত

(৬) **সিদ্ধান্ত**—এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত বলিতেছি—

গুণানাং প্রকৃতিকত্বে স্যাৎ মায়য়া সিদ্ধসাধনম্।
চেতনেনানধিষ্ঠানে তেষাং হেতোর্বিরুদ্ধতা॥

তাৎপর্য্য এই যে, কার্য্যান্বয়িত্ব হেতুদ্বারা সত্ত্বাদিগুণের কেবল প্রকৃতিত্ব অথবা চেতনানধিষ্ঠিত প্রকৃতিত্ব সাধ্য? প্রথমপক্ষে সিদ্ধসাধন দোষ হয়; কারণ, ঈশ্বরাধীন ত্রিগুণমায়া জগতের প্রকৃতি—ইহা সিদ্ধান্তীরও স্বীকার্য্য। দ্বিতীয়পক্ষে সমন্বয়হেতু বিরুদ্ধ হয়; কারণ, ঘটাদিতে অনুগত মৃত্তিকাদিতে চেতনাধিষ্ঠিতত্বের ব্যাপ্তি থাকে।

আর তাহা হইলে বিবাদের বিষয় জগৎ, চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত অচেতনপ্রকৃতিক অর্থাৎ ঐরূপ অচেতন হইতে উৎপন্ন নহে; কারণ, তাহা কার্য্যবস্তু যেমন—কুম্ভ। এই প্রকার সৎপ্রতিপক্ষিত হয় অর্থাৎ উক্ত হেতু সৎপ্রতিপক্ষনামক দোষযুক্ত হয়। আর সুখাদিবস্তু আত্মনিষ্ঠ বলিয়া তাহাদের ঘটাদিতে অন্বয় হওয়া অসিদ্ধ। পদ্মাবতীপ্রভৃতি সুখাদির কারণই হয়, কিন্তু সুখাদিস্বরূপ হয় না; কারণ, তাহা অনুভববিরুদ্ধ, পরিমিতত্বহেতুও সংসৃষ্টবস্তুপ্রকৃতিকত্বকে সাধন করে না। কারণ, দেশবশতঃ যে পরিমিতত্ব অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন হওয়া তাহা আকাশে অব্যাপ্ত অর্থাৎ আকাশে তাহা নাই। বস্তুবশতঃ যে পরিমিতত্ব তাহা আত্মাতে অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী হয়; কারণ, আত্মা অন্যবস্তু অপেক্ষা পরিচ্ছিন্ন বটে, কিন্তু তাহাতে সংসৃজ্যমান-বস্তুপ্রকৃতিকত্বরূপ সাধ্য নাই; কারণ, আত্মা নিত্য। কালবশতঃ যে পরিমিতত্ব তাহা সাবয়বত্বদ্বারা উপাধিযুক্ত অর্থাৎ এই হেতুতে সাবয়বত্ব উপাধি আছে। কারণ, নানা বস্তু হইতে উৎপন্ন অঙ্কুরাদি সকল বস্তুই সাবয়ব এবং এই সাবয়বত্ব হেতুর ব্যাপক নহে; কারণ, ক্রিয়াদিতে তাহার অনুমান করিলে বাধ হয়; যেহেতু সেখানে সাধ্য থাকে না, এবং বিষয়িত্বহেতু ও অতীতাদি বস্তুর জ্ঞানে অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী হয়। তাহার কারণ, যাহা অতীত বা ভবিষ্যৎ তাহাও যদি বর্ত্তমান হয়, তাহা হইলে অতীতাদির জ্ঞান নিরালম্বন হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহা হইলে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলিয়া কোন বস্তু না থাকায় উক্ত জ্ঞান বিষয়শূন্য হইয়া পড়ে; অর্থাৎ সকল বস্তুই তাহা হইলে বর্ত্তমান হইয়া যায়, এবং সপ্রতিযোগিত্বহেতু ও অভাবে ব্যভিচার হয়। কারণ, অভাবেরও প্রতিযোগী থাকে, অথচ তাহা বিদ্যমানপ্রতিযোগিক নহে অর্থাৎ তাহার প্রতিযোগী বর্ত্তমান থাকে না; কারণ, তাহা হইলে ব্যাঘাতরূপ দোষ হয়। অর্থাৎ যাহার অভাব তাহাই যদি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে অভাব হইল কি করিয়া? আর কালত্বাদি হেতু বাধিত বিষয় অর্থাৎ উক্ত হেতুর সাধ্য-কার্য্যত্বের বাধ হয়, অর্থাৎ প্রলয়কালরূপ পক্ষে সে সাধ্য নাই। কারণ, প্রলয়ে যে সাধ্য থাকে না, তাহা ধর্ম্মি-গ্রাহক প্রমাণদ্বারা প্রমাণিত, অর্থাৎ যে প্রমাণদ্বারা প্রলয়রূপ পক্ষের জ্ঞান হয়, তাহার দ্বারাই জ্ঞান হয় যে, প্রলয়ে কোন কার্য্য থাকে না। আর ইহাও বলিতে পার না যে, প্রলয়ে কার্য্য থাকে বটে, কিন্তু তাহার অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশ হয় না। কারণ, কার্য্যের মত অভিব্যক্তিও যদি বর্ত্তমান:থাকে, তাহা হইলে তাহার অনভিব্যক্তি বলা ব্যাঘাত হয়, আর যদি অভিব্যক্তি বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে কার্য্যও অসৎ হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের মতে যাহা সর্ব্বদাই সৎ তাহা কখনও অসৎ হইবে না, কিন্তু যাহা কদাচিৎ উৎপন্ন হয়, তাহা (কার্য্য) সৎও নয় অসৎও নয় অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়—ইহা আমরা আরম্ভণাধিকরণে বলিয়া দিয়াছি।

মহদ্দীর্ঘাধিকরণং নাম

দ্বিতীয়াধিকরণম্

(বৈশেষিককর্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্।১১ *

প্রথমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই অধিকরণটী শ্রীমদ্ ভারতীতীর্থ মুনি যে দুইটী শ্লোকদ্বারা প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা এই—

প্রধানং জগতো হেতুর্ন বা সর্ব্বে ঘটাদয়ঃ।
অন্বিতাঃ সুখদুঃখাদ্যৈর্যতো হেতুরতো ভবেৎ॥১
ন হেতুর্যোগ্যরচনাপ্রবৃত্ত্যাদেরসম্ভবাৎ।
সুখাদ্যা আন্তরা বাহ্যা ঘটাদ্যাস্তু কুতোঽন্বয়ঃ॥২

অন্বয়ঃ—প্রধানং জগতঃ হেতুঃ ন বা ? যতঃ সর্ব্বে ঘটাদয়ঃ সুখদুঃখাদ্যৈঃ অন্বিতাঃ অতঃ হেতুঃ ভবেৎ।১ যোগ্যরচনাপ্রবৃত্ত্যাদেঃ অসম্ভবাৎ ন হেতুঃ সুখাদ্যাঃ আন্তরাঃ, ঘটাদয়স্তু বাহ্যাঃ, অন্বয়ঃ কুতঃ ? ।২

শাঙ্করভাষ্যম্।

মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্।

প্রধানকারণবাদো নিরাকৃতঃ পরমাণুকারণবাদ ইদানীং নিরাকর্ত্তব্যঃ। তত্রাদৌ তাবদ্ যঃ অণুবাদিনা ব্রহ্মবাদিনি দোষঃ উৎপ্রেক্ষ্যতে, স প্রতিসমাধীয়তে। তত্রায়ং বৈশেষিকাণাম্ অভ্যুপগমঃ—কারণদ্রব্যসমবায়িনো গুণাঃ কার্য্যদ্রব্যে সমানজাতীয়ং গুণান্তরম্ আরভন্তে, শুক্লেভ্যঃ তন্তুভ্যঃ শুক্লস্য পটস্য প্রসবদর্শনাৎ তদ্‌বিপর্য্যয়াদর্শনাচ্চ। তস্মাৎ চেতনস্য ব্রহ্মণঃ জগৎকারণত্বে অভ্যুপগম্যমানে কার্য্যেঽপি জগতি চৈতন্যং সমবেয়াৎ। তদদর্শনাৎ তু ন চেতনং ব্রহ্ম জগৎকারণং ভবিতুম্ অর্হতি।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—**হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্** অর্থাৎ 'হ্রস্ব হইতে' অর্থাৎ দ্ব্যণুকরূপ অণু হইতে এবং 'পরিমণ্ডল হইতে' অর্থাৎ পরমাণু হইতে; **মহদ্দীর্ঘবৎ** অর্থাৎ মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুকের ন্যায়; **বা** অর্থ এবং; অর্থাৎ হ্রস্ব ও অণু দ্ব্যণুকের ন্যায় [চেতনব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ উৎপন্ন হয়।] অর্থাৎ যেমন তোমার মতে মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুকাদি হ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে উৎপন্ন হয়, তাহারা নিজের কারণের মহত্ত্ব বা দীর্ঘত্বকে অপেক্ষা করে না। কারণ, দ্ব্যণুকে উহা নাই, (বা শব্দের অর্থ অনুক্ত সমুচ্চয় অর্থাৎ যাহা বলা হয় নাই, তাহাও ধরিয়া লইতে হইবে।) অর্থাৎ পরিমণ্ডল অর্থাৎ পরমাণু হইতে যেমন অণু ও হ্রস্ব দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, তাহা পরমাণুর অণুত্ব বা হ্রস্বত্বকে অপেক্ষা করে না; কারণ, পরমাণুতে তাহা নাই। এইরূপ আমার মতে চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন আকাশাদি জগৎ উৎপন্ন হয়, তাহা কারণের অচেতনত্বকে অপেক্ষা করে না।

ভাষ্যার্থ—প্রধানকারণবাদ অর্থাৎ যাঁহারা প্রধানকে জগতের কারণ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতের নিরাকরণ অর্থাৎ খণ্ডন করা হইল, এক্ষণে পরমাণুকারণবাদ অর্থাৎ যাঁহারা পরমাণুকে জগতের কারণ বলেন, তাঁহাদের মত অর্থাৎ বৈশেষিকাদিদর্শনের মত খণ্ডন করিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথমে পরমাণুবাদী বৈশেষিক ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ বেদান্তমতবাদীর প্রতি যে দোষের উৎপ্রেক্ষা অর্থাৎ আরোপ করেন, তাহার প্রতিসমাধান অর্থাৎ উদ্ধার করিতেছেন। বৈশেষিকগণের অভ্যুপগম এই যে, অর্থাৎ বৈশেষিকগণের নিয়ম এই যে, কারণদ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে যে গুণসকল থাকে, তাহারা কার্য্যদ্রব্যে সমানজাতীয় অর্থাৎ নিজের তুল্যজাতীয় গুণসকলকে আরম্ভ করে, অর্থাৎ উৎপন্ন করে; কারণ, দেখা যায়, শুক্লবর্ণ তন্তু হইতে শুক্লবর্ণ বস্ত্র উৎপন্ন হয়, ইহার বিপর্য্যয়ও দেখা যায় না। অতএব চেতন ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে কার্য্যস্বরূপ জগতেও চৈতন্য সমবেত হইত। কিন্তু তাহা দেখা যায় না বলিয়া চেতন ব্রহ্ম জগৎকারণ হইতে পারেন না।

* এখানে "মহদ্দীর্ঘবৎ" এই প্রথমান্তপদ থাকায় এতদ্বারা অধিকরণ আরম্ভ করা হইল। এই অধিকরণে স্বপক্ষস্থাপন করায়

(বৈশেষিককর্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

[মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥১১]

ভামতী।

("প্রধানকারণবাদ" ইতি। যথৈব প্রধানকারণবাদঃ ব্রহ্মকারণবাদবিরোধী এবং পরমাণু-কারণবাদোঽপি, অতঃ সোঽপি নিরাকর্ত্তব্যঃ। [এতেন] "এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ" ইত্যস্য প্রপঞ্চ আরভ্যতে। তত্র বৈশেষিকা ব্রহ্মকারণত্বং দূষয়াম্বভূবুঃ। চেতনং চেৎ আকাশাদীনাম্ উপাদানং তদারব্ধম্ আকাশাদি চেতনং স্যাৎ। কারণগুণপ্রক্রমেণ হি কার্য্যে গুণারম্ভো দৃষ্টঃ, যথা শুক্লৈঃ তন্তুভিঃ আরব্ধঃ পটঃ শুক্লঃ, ন জাতু অসৌ কৃষ্ণো ভবতি। এবং চেতনারব্ধম্ আকাশাদি চেতনং ভবেৎ, ন তু অচেতনম্। তস্মাদ্ অচেতনোপাদানম্ এব জগৎ। তচ্চ অচেতনং পরমাণবঃ। সূক্ষ্মাৎ খলু স্থূলস্য উৎপত্তিঃ দৃশ্যতে, যথা তন্তুভিঃ পটস্য, এবম্ অংশুভ্যঃ তন্তূনাম্, এবম্ অপকর্ষপর্য্যন্তং কারণদ্রব্যম্ অতিসূক্ষ্মম্ অনবয়বম্ অবতিষ্ঠতে, তচ্চ পরমাণুঃ। তস্য তু সাবয়বত্বে অভ্যুপগম্যমানে অনন্তাবয়বত্বেন সুমেরুরাজসর্ষপয়োঃ সমান-পরিমাণত্বপ্রসঙ্গঃ ইত্যুক্তম্।)

তত্র চ প্রথমং তাবৎ অদৃষ্টবৎক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ পরমাণৌ কর্ম্ম, ততঃ অসৌ পরমাণ্বন্তরেণ সংযুজ্য দ্ব্যণুকম্ আরভতে। বহবস্তু পরমাণবঃ সংযুক্তা ন সহসা স্থূলম্ আরভন্তে, পরমাণুত্বে সতি বহুত্বাৎ; ঘটোপগৃহীতপরমাণুবৎ। যদি হি ঘটোপগৃহীতাঃ পরমাণবঃ ঘটম্ আরভেরন্, ন ঘটে প্রবিভজ্যমানে কপালশর্করাদ্যুপলভ্যেত, তেষাম্ অনারব্ধত্বাৎ ঘটস্যৈব তু তৈঃ আরব্ধত্বাৎ। তথা সতি মুদ্গরপ্রহারাদ্ ঘটবিনাশে ন কিঞ্চিৎ উপলভ্যেত, তেষাম্ অনারব্ধত্বাৎ। তদবয়বানাং পরমাণূনাম্ অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ। তস্মাৎ ন বহূনাং পরমাণূনাং দ্রব্যং প্রতি সমবায়িকারণত্বম্, অপি তু দ্বাবেব পরমাণূ দ্ব্যণুকম্ আরভেতে। তস্য চ অণুত্বং পরিমাণং পরমাণুপরিমাণাৎ পারিমাণ্ডল্যাৎ অন্যৎ ঈশ্বরবুদ্ধিম্ অপেক্ষ্য উৎপন্না দ্বিত্বসংখ্যা আরভতে।

ন চ দ্ব্যণুকাভ্যাং দ্রব্যস্য আরম্ভঃ, বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। তদপি হি দ্ব্যণুকমেব ভবেৎ, ন তু মহৎ। কারণবহুত্বমহত্ত্বপ্রচয়বিশেষেভ্যো হি মহত্ত্বস্য উৎপত্তিঃ। ন চ দ্ব্যণুকয়োঃ মহত্ত্বম্ অস্তি, যতঃ তাভ্যাম্ আরব্ধং মহদ্ ভবেৎ। নাপি তয়োঃ বহুত্বং, দ্বিত্বাদেব। ন চ প্রচয়ভেদঃ তুলপিণ্ডানামিব, তদবয়বানাম্ অনবয়বত্বেন প্রশিথিলাবয়বসংযোগভেদবিরহাৎ। তস্মাৎ তেনাপি তৎকারণদ্ব্যণুকবদ্ অণুনৈব ভবিতব্যম্। তথা চ পুরুষোপভোগাতিশয়াভাবাৎ অদৃষ্ট-নিমিত্তত্বাচ্চ বিশ্বনির্ম্মাণস্য ভোগার্থত্বাৎ তৎকারণেন চ দ্ব্যণুকেন তন্নিষ্পত্তেঃ, কৃতং দ্ব্যণুকাশ্রয়েণ দ্ব্যণুকান্তরেণ, ইতি আরম্ভবৈয়র্থ্যম্। আরম্ভার্থবত্বায় বহুভিরেব দ্ব্যণুকৈঃ ত্র্যণুকং চতুরণুকং বা দ্রব্যং মহদ্দীর্ঘম্ আরব্ধব্যম্। অস্তি হি তত্র তত্র ভোগভেদঃ। অস্তি চ বহুত্বসংখ্যা

ইহাতে পাদসঙ্গতির ব্যাঘাত হইয়াছে। কারণ এটী পরপক্ষখণ্ডনপাদ। ভাস্করভাষ্যও এই মতাবলম্বী। রামানুজাদি ভাষ্যে এই অধিকরণটীকে খণ্ডনপরই করিয়া পাদসঙ্গতি রক্ষা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই একটী সূত্রে একটী অধিকরণ—ইহা শঙ্কর ও ভাস্কর-ভাষ্যের মত। অন্যমতে ইহা পরবর্ত্তী অধিকরণের প্রথম সূত্র মাত্র। শাঙ্করমতে পাদসঙ্গতির ব্যতিক্রম দেখিলে মনে হয়, ইহা তিনি ব্যাসের সাম্প্রদায়িকব্যাখ্যানুরোধেই করিয়াছেন। নচেৎ অপর বহু পরবর্ত্তী আচার্য্যের ন্যায় সূত্রের অন্যথা পাঠ করিলে অথবা উহাকে প্রথমপাদে শিষ্টাপরিগ্রহাধিকরণে পাঠ করিলে কে বাধা দিত? স্বমতস্থাপন করিয়া পরমতখণ্ডন করিতে হয়, কিন্তু ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিরোধ-পরিহাররূপ স্বমতস্থাপনপাদে বৈশেষিকের নিকট স্বমতবিরোধ পরিহার না করিয়া, তাহাদের আক্ষেপের উত্তর না দিয়া "এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ" এই পূর্ব্বপাদের সূত্রে সংক্ষেপে বৈশেষিকাদির মত খণ্ডনই করা হইয়াছে, স্বমতস্থাপনে বিরোধ পরিহার করা হয় নাই। এজন্য এস্থলে অবান্তরসঙ্গতিলোভে বিস্তৃতরূপে বিরোধপরিহারপূর্ব্বক বৈশেষিক মতের খণ্ডন করা যাইতেছে। ইহাই পাদসঙ্গতিলঙ্ঘনে শঙ্করমতের সমর্থনে যুক্তি। রামানুজাদিভাষ্যে এই সূত্রের পূর্ব্ব সূত্রের "অসমঞ্জসম্" পদের অনুবৃত্তি করিয়া ইহাকে খণ্ডনপর করা হইয়াছে, কিন্তু অধিকরণারম্ভক সূত্রে অনুবৃত্তি করিতে হইলে পূর্ব্বাধিকরণের প্রথম সূত্রের কোন পদের অনুবৃত্তি করা আবশ্যক। বস্তুতঃ পশুপত্যধিকরণে রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি তাহাই করিয়াছেন। তাহার পর এই পাদের সমস্ত অধিকরণের প্রথম সূত্রে নিষেধার্থক পদ আছে। কিন্তু এই অধিকরণে তাহা নাই, এজন্য ইহাকে স্থাপনপর করাই আবশ্যক। সূত্রকারের অভিপ্রায় এক্ষেত্রে আর অন্যরূপ হইতে পারে না। অতএব এই সূত্রকে খণ্ডনপর করিয়া ব্যাখ্যা করা অপর আচার্য্যগণের সূত্রকারের অধিাভিপ্রায়ানুসরণ করিয়া হয় নাই।

(বৈশেষিককর্ত্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

[মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ।১১।]

ভামতী।

ঈশ্বরবুদ্ধিম্ অপেক্ষ্য উৎপন্না মহত্ত্বপরিমাণযোনিঃ। ত্র্যণুকাদিভিঃ আরব্ধং তু কার্য্যদ্রব্যং কারণ-বহুত্বাদ্ বা কারণপ্রচয়ভেদাদ্ বা কারণমহত্ত্বাদ্ বা মহদ্ ভবতি ইতি প্রক্রিয়া।

তৎ এতয়া এব প্রক্রিয়য়া কারণসমবায়িনঃ গুণাঃ কার্য্যদ্রব্যে সমানজাতীয়মেব গুণান্তরম্ আরভন্তে ইতি দূষণম্ অদূষণীক্রিয়তে, ব্যভিচারাৎ ইত্যাহ। যথা মহদ্ দ্রব্যং ত্র্যণুকাদি হ্রস্বাৎ দ্ব্যণুকাৎ জায়তে, ন তু মহত্ত্বগুণোপজননে দ্ব্যণুকগতং মহত্ত্বম্ অপেক্ষতে, তস্য হ্রস্বত্বাৎ। যথা বা তদেব ত্র্যণুকাদি দীর্ঘং হ্রস্বাৎ দ্ব্যণুকাৎ জায়তে, ন তু তদ্গতং দীর্ঘত্বম্ অপেক্ষতে তদভাবাৎ। বা—শব্দঃ চার্থে, অনুক্তসমুচ্চয়ার্থঃ। যথা দ্ব্যণুকম্ অণুহ্রস্বপরিমাণং পরিমণ্ডলাৎ পরমাণোঃ অপরিমণ্ডলং জায়তে, এবং চেতনাদ্ ব্রহ্মণঃ অচেতনং জগৎ নিষ্পদ্যতে ইতি সূত্রযোজনা।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

যদ্যপি অস্য স্বপক্ষদোষপরিহারস্য স্মৃতিপাদে এব সঙ্গতিঃ, তথাপি যদি প্রধানগুণানন্বয়াৎ জগৎ ন তৎপ্রকৃতিকং, তর্হি ব্রহ্ম-বিশেষগুণানন্বয়াৎ ন তদুপাদানকম্ ইতি অবান্তরসঙ্গতিলোভাৎ ইহ লিখিতঃ। তত্ত্বজ্ঞানপ্রধানস্য অস্য শাস্ত্রস্য পরমতনিরাসপরত্বা-ভাবাৎ "নিরাকৃতঃ" "নিরাকর্ত্তব্যঃ" ইতি চ ভাষ্যনির্দ্দেশাযোগম্ আশঙ্ক্য আহ—"যথৈব" ইতি। শ্রৌতব্রহ্মধীসিদ্ধ্যৈ তন্নিরাস ইত্যর্থঃ। "এতেন" ইত্যত্র কারণং কার্য্যাৎ ন্যূনপরিমাণম্ ইতি নিয়মো ভগ্নঃ। ইহ কারণবিশেষগুণস্য কার্য্যে গুণারম্ভনিয়মো ভজ্যতে ইতি সত্যপি ভেদে রীতিসাম্যকৃতজামিত্বপরিহারঃ। "প্রপঞ্চ আরভ্যতে" ইতি। কারণগুণস্য প্রক্রমঃ উপক্রমঃ নিয়তপূর্ব্বসত্ত্বং তেন তম্ অসমবায়ি-কারণং কৃত্বা ইত্যর্থঃ। তর্কস্য বিপর্য্যয়ম্ অনুমানম্ আহ "তস্মাৎ" ইতি। বিমতম্ অচেতনোপাদানকং, কার্য্যদ্রব্যত্বাৎ, সম্মতবৎ ইত্যর্থঃ। জ্ঞানাদৌ ব্যভিচারবারণায় দ্রব্যপদম্। মায়াশবলব্রহ্মোপাদানত্বেন সিদ্ধসাধনত্বং ব্যাবর্ত্তয়িতুম্ এব-কারঃ। প্রধানসিদ্ধ্যা অর্থান্তরত্বম্ আশঙ্ক্য আহ—"তচ্চ" ইতি। "ইত্যুক্তম্" ইতি। "এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা" (২।১।১২) ইত্যত্র পূর্ব্বপক্ষে ইত্যর্থঃ। মহাপ্রলয়ে প্রযত্নাভিঘাতাদ্যভাবাৎ কথম্ অণুষু কর্ম্ম? তত্রাহ—"অদৃষ্টবৎ" ইতি। ননু কিং দ্ব্যণুকারম্ভব্যবধিনা, অতঃ আহ—"বহবস্তু" ইতি। অসংযুক্তানাম্ আরম্ভানভ্যুপগমাৎ সিদ্ধসাধনম্ আশঙ্ক্য আহ—"সংযুক্তা" ইতি। "সহসা" ইতি। দ্ব্যণুকম্ অনারভ্য ইত্যর্থঃ। অনেন বাধঃ অপোদিতঃ। তত্ত্বাদিষু ব্যভিচারবারণার্থম্ "অণুত্ব" ইতি। দ্ব্যণুকেষু অনৈকান্তিকত্ববারণার্থং "পরমে"তি। পরমাণ্বোঃ স্বাপেক্ষয়া স্থূলদ্ব্যণুকারম্ভকয়োঃ অব্যভিচারায় "বহুত্বাদি"তি। সাধ্যবৈকল্যম্ আশঙ্ক্য আহ "যদি হি" ইতি। পরমাণবঃ কিম্ অনারভ্য দ্ব্যণুকাদীনি কুম্ভম্ আরভন্তে ইতি উত আরভ্য। নাদ্যঃ ইত্যাহ—"ন ঘটে" ইতি। সত্যেব ঘটে বুদ্ধ্যা বিভজ্যমানে কপালাদিখণ্ডাবয়বিনো ন উপলভ্যেরন্। তথাচ ত্রসরেণুবৎ অনুপলব্ধরেখোপরেখে ঘটে সংস্থানবিশেষানুপপত্তেঃ * ব্যঞ্জকাভাবাৎ ঘটত্বানুপলব্ধিপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—"ঘটস্যৈব তু" ইতি। যদি হি পরমাণব এব খণ্ডাবয়বিনম্ আরভ্য মহাবয়বিনঃ আরভেরন্ তথা সতি সর্ব্ব এব তে পরমাণুষু সম্ভবেয়ুঃ। তচ্চ ন, মূর্ত্তানাম্ অবয়বাবয়বিভাববিরহিণাম্ একদেশত্বাভাবনিয়মাৎ। অবয়বাবয়বিনৌ হি তন্তুপটৌ একত্র সংযোগিভূভাগে ভবতঃ, ন তু পরমাণুষু সমবয়তাম্ অবয়বিনাম্ অস্তি পরস্পরম্ অবয়বাবয়বিভাবঃ ইতি ন সমানদেশতা। তস্মাৎ যদি পরমাণুভিঃ স্থূলম্ আরভ্যেত ঘট এব বা আরভ্যঃ স্যাৎ ন কপালাদীনি ইত্যর্থঃ। যদি চ ঘট এব পরমাণুভিঃ আরব্ধঃ তদা ন কেবলং বিদ্যমানে ঘটে সংস্থানানুপলম্ভপ্রসঙ্গঃ, কিন্তু নাশাৎ ঊর্দ্ধম্ অপি কপালাদ্যনুপলম্ভপ্রসঙ্গঃ ইত্যাহ—"তথা সতি" ইতি। ন চ বাচ্যং কুম্ভভঙ্গসমনন্তরম্ অবস্থিতসংযোগসচিবাঃ পরমাণবঃ কপালকণাদীন্ আরভন্তে, সতি তু কুম্ভে তেন প্রতিবন্ধাৎ অসন্তোঽপি সংযোগা নারভন্তে ইতি, যতঃ কপালাদীনামেব সহসা আরম্ভে সংস্থানানুপলম্ভঃ স্যাৎ, দ্ব্যণুকাদীনি আরভ্য তদারম্ভে মূর্ত্তানাং সমানদেশত্বাযোগঃ, দ্ব্যণুকাদিপ্রক্রমেণ তদারম্ভে কুম্ভারম্ভোঽপি তথা ভবতু ইতি বৃথা চ শুষ্কবর্ণমিতি +। ননু দ্ব্যণুকৈরপি যদি বহুভিঃ কার্য্যম্ আরভ্যতে, তর্হি ঘটাদয়ঃ অপি আরভ্যন্তাং, তথা চ আন্তরালিককার্য্যানুপলম্ভপ্রসঙ্গঃ। অথ তৈঃ ত্রসরেণুরেব আরভ্যতে, তর্হি পরমাণুভিরপি স এব আরভ্যতাং, মুধা দ্ব্যণুকং, বিশেষো বা বাচ্যঃ, উচ্যতে—কিং সর্ব্বত্র পরমাণূনাম্ আরম্ভকত্বম্ উত ক্বচিৎ দ্ব্যণুকাদিপ্রক্রমোঽপি। নাদ্যঃ, যতঃ এবং অস্তি লোষ্টমূলাবয়বপরমাণুসংখ্যাপেক্ষয়া লোষ্টাবয়বমূলপরমাণূনাং সংখ্যাপকর্ষঃ। অন্যথা লোষ্টতদবয়বয়োঃ গুরুত্বাদিসাম্যপ্রসঙ্গাৎ। তাবৎ তদপেক্ষয়া তদবয়বতদবয়বানাং মূলাবয়বপরমাণুসংখ্যাপকর্ষঃ দ্রষ্টব্যঃ। ন চ অয়ং নিরবধিঃ, একত্বাৎ পরং ন্যূনসংখ্যাসম্ভবাৎ। ন চ ত্রিত্বম্ আরম্ভকসংখ্যাবধিঃ, ততঃ পরমপি একত্বদ্বিত্বভাবাৎ। ন চ একত্বম্, একস্য সংযোগানুপপত্তৌ অসমবায়িকারণবিধুরস্য অনারম্ভকত্বাৎ। তস্মাৎ সজাতীয়সংযুক্তপরমাণুগতদ্বিত্বম্ আরম্ভকসংখ্যাপকর্ষাবধিঃ ইতি সিদ্ধং দ্ব্যণুকম্। তথাচ ন সর্ব্বত্র পরমাণুভিঃ ত্র্যণুকারম্ভঃ। নাপি দ্বিতীয়ঃ, সিদ্ধং হি পরমাণোঃ ত্র্যণুককারণং দ্ব্যণুকং প্রতি কারণত্বম্। তথাচ ন তস্য ক্বাপি ত্র্যণুককারণত্বসম্ভবঃ, কারণ-কারণজাতীয়স্য কার্য্য-কার্য্যজাতীয়ং প্রতি অনারম্ভকত্বাৎ। ন হি অংশুজাতীয়ঃ তন্তুকার্য্যং পটজাতীয়ম্ আরভতে ইতি। বহুত্বং প্রতি বহূনাং পরমাণূনাং সমবায়িকারণত্বাৎ দ্রব্যং প্রতি ইতি উক্তম্। প্রলয়ে অস্মদাদীনাম্ অপেক্ষাবুদ্ধ্যভাবম্ আশঙ্ক্য ঈশ্বরবুদ্ধিম্ ইত্যুক্তম্। "তদপি হি" ইতি। পরিমাণস্য সজাতীয়পরিমাণারম্ভকত্বনিয়মাৎ ইত্যর্থঃ। "কারণবহুত্ব" ইতি। সমপরিমাণদৃঢ়সংযোগবৎ-তন্ত্বারব্ধপটয়োঃ মধ্যে যদ্ অন্যতরস্মিন্ মহত্ত্বম্ উদ্রিক্তং তস্য কারণবহুত্বাৎ উৎপত্তিঃ। সমসংখ্যদৃঢ়সংযোগবৎতন্ত্বারব্ধয়োস্তু কারণমহত্ত্বাৎ, সমপরিমাণসমসংখ্য-তন্ত্বারব্ধয়োঃ পুনঃ কারণপ্রচয়াৎ ইত্যর্থঃ। যথা তূলপিণ্ডানাং প্রচয়ঃ তথা দ্ব্যণুকয়োঃ নাস্তি ইত্যত্র হেতুম্ আহ—"তদবয়বানাম্" ইতি। প্রচয়ঃ হি আরম্ভকাবয়বগতঃ শিথিলসংযোগঃ, সমতুলিততূলপিণ্ডদ্বয়াভ্যাম্ আরব্ধয়োঃ মহৎতূলপিণ্ডয়োঃ অন্যতরমহত্ত্বাতিশয়কারণম্।

* সংস্থানবিশেষানিষ্পত্তেঃ। ইতি পাঠান্তর। + শুষ্কচর্ব্বণমিতি। ইতি পাঠান্তর।

(বৈশেষিককর্ত্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

[মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ।১১]

বেদান্তকল্পতরু।

ন চ দ্ব্যণুকয়োঃ অবয়বানাং পরমাণূনাং ভাগেন লগ্নত্বং ভাগেন অলগ্নত্বম্ ইত্যেবংরূপঃ শিথিলসংযোগঃ, নিরবয়বত্বাৎ ইত্যর্থঃ। যদি দ্ব্যণুকগতা সংখ্যৈব ত্র্যণুকগতমহত্ত্বকারণং, তর্হি ত্র্যণুকাদিগতা সংখ্যৈব তৎকার্য্যমহত্ত্বহেতুঃ অস্তু, ইতি আশঙ্ক্য তত্র মহত্ত্বাদিসম্ভবাৎ অনিয়মঃ ইত্যাহ—"ত্র্যণুকাদিভিঃ" ইতি। সমানজাতীয়গুণান্তরম্ আরভন্তে ইতি দূষণং ব্যভিচারাৎ হেতোঃ অদূষণীক্রিয়তে সূত্রকারেণ ইত্যাহ—ভাষ্যকারঃ "ইমম অভ্যুপগমং তদীয়য়ৈব প্রক্রিয়য়া" ইত্যাদি ভাষ্যেণ ইতি শেষঃ। সূত্রম্ উদাহৃত্য ব্যাচষ্টে—"যথা" ইত্যাদিনা। যথাশ্রুতসূত্রে পরিমণ্ডলাদপি মহদারম্ভো ভাতি, স চ অযুক্তঃ ইতি মত্বা বক্তি—"অণুক্তে"তি। অণুত্বমেব দর্শয়তি—"যথা দ্ব্যণুকম্" ইতি। সূত্রে বত্তোঃ * অধস্তাৎ অণু ইতি অধ্যাহর্ত্তব্যম্। তথা চ যথাক্রমং হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং মহদ্দীর্ঘাণুবৎ ইতি সূচনায় বা-শব্দঃ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

প্রধানকারণবাদ ইত্যাদির অর্থ—যেমন প্রধানকারণবাদ অর্থাৎ সাংখ্যমত ব্রহ্মকারণবাদ অর্থাৎ বেদান্তমতের বিরোধী, পরমাণুকারণবাদও অর্থাৎ বৈশেষিকমতও সেইরূপ বিরোধী, অতএব তাহাও খণ্ডনকরা উচিত। এই সূত্রদ্বারা **"এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ"** এই পূর্ব্বোক্ত সূত্রের প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিস্তার আরম্ভ করা হইতেছে। এখন বৈশেষিকগণ ব্রহ্মকারণবাদে দোষ দিয়াছেন যে—চেতন যদি আকাশাদি কার্য্যের উপাদানকারণ হইতেন, তাহা হইলে তদারব্ধ অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন আকাশাদিও চেতন হইত। যেহেতু কারণগুণপ্রক্রমে অর্থাৎ সমবায়িকারণের গুণ অনুসারেই তাহার কার্য্যে গুণের উৎপত্তি হয়—দেখা যায়। যেমন শুক্লবর্ণ তন্তু হইতে উৎপন্ন বস্ত্র শুক্লবর্ণ হয়, তাহা কখনও কৃষ্ণবর্ণ হয় না। এইরূপে চেতন হইতে উৎপন্ন আকাশাদিও চেতন হইবে, কিন্তু অচেতন হইবে না। অতএব জগতের উপাদানকারণ অচেতনই। আর সেই অচেতন বস্তু হইতেছে পরমাণুসকল। দেখা যায়—সূক্ষ্ম হইতে স্থূলবস্তুর উৎপত্তি হয়, যেমন তন্তুদ্বারা বস্ত্রের, এবং অংশু (আঁশ) হইতে তন্তুর উৎপত্তি হয়, এইরূপ অপকর্ষ অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত কারণদ্রব্য অতিশয় সূক্ষ্ম নিরবয়ব হইয়া দাঁড়ায়, আর তাহাই পরমাণু। কিন্তু পরমাণুকে সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করিলে অবয়ব অনন্ত হওয়ায় পর্ব্বতরাজ সুমেরু ও সর্ষপ উভয়ের পরিমাণ সমান হইয়া পড়ে—ইহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এখন প্রথমে অদৃষ্টবৎক্ষেত্রসংযোগবশতঃ অর্থাৎ অদৃষ্টযুক্ত জীবাত্মার সংযোগবশতঃ পরমাণুতে কর্ম্ম হয়, তাহার পর সেই পরমাণু অন্য পরমাণুর সহিত সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুককে আরম্ভ করে, অর্থাৎ উৎপন্ন করে। কিন্তু বহু পরমাণু সংযুক্ত হইয়া সহসা অর্থাৎ দ্ব্যণুক আরম্ভ না করিয়া একবারেই স্থূল আরম্ভ করে না; কারণ, তাহারা বহু পরমাণু, যেমন—ঘটোপগৃহীত অর্থাৎ ঘট প্রস্তুত করিবার জন্য সংগৃহীত পরমাণুসকল। যদি ঘটোপগৃহীত পরমাণু সকল (দ্ব্যণুক আরম্ভ না করিয়া) ঘট প্রস্তুত করিত, তাহা হইলে বর্ত্তমান ঘট প্রবিভজ্যমান হইলে অর্থাৎ ঘট থাকা অবস্থায় ঘটকে বুদ্ধিদ্বারা বিভাগ করিলে কপাল ও শর্করাদি অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকল উপলব্ধি হইত না; কারণ, তাহাদের দ্বারা ত কপাল ও শর্করাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ হয় নাই, কিন্তু পরমাণু সকল দ্বারা একেবারে ঘটই উৎপন্ন হইয়াছে। আর তাহা হইলে অর্থাৎ কেবল ঘট আরব্ধ হইলে মুদ্গরপ্রহারে ঘটধ্বংস হইলে (শর্করা চূর্ণ প্রভৃতি) কিছুই দেখা যাইত না; কারণ, উহারা পরমাণু দ্বারা আরব্ধ হয় নাই। আর তাহার অবয়ব পরমাণু সকল অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। অতএব বহু পরমাণু দ্রব্যের প্রতি সমবায়িকারণ নহে, কিন্তু দুইটি পরমাণুই দ্ব্যণুক উৎপাদন করে। তাহার পরিমাণ অণুত্ব, উহা পরমাণুর পরিমাণ পারিমাণ্ডিল্য হইতে ভিন্ন। ঈশ্বরের অপেক্ষা বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন পরমাণুগত দ্বিত্ব সংখ্যাই এই পরিমাণকে সৃষ্টি করে।

আর দুইটি দ্ব্যণুক হইতেও দ্রব্যের আরম্ভ হয় না; কারণ, তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। যেহেতু তাহাও দ্ব্যণুকই হইবে, মহৎ হইবে না। কারণ, কারণের বহুত্ব, কারণের মহত্ত্ব ও প্রচয়বিশেষ হইতে মহত্ত্বের উৎপত্তি হয়। (ইহার ব্যাখ্যা ভামতীপ্রভাটীকাতে দ্রষ্টব্য)। আর দ্ব্যণুকদ্বয়েরও মহত্ত্ব নাই যে, তাহা হইতে উৎপন্ন বস্তু মহৎ হইবে। তাহাদের বহুত্বও নাই; কারণ, তাহারা দুইটী মাত্র। আর তুলপিণ্ডের ন্যায় প্রচয়বিশেষ অর্থাৎ অবয়ব সকলের শিথিলসংযোগও নাই; কারণ, তাহার অবয়ব সকল নিরবয়ব বলিয়া প্রশিথিলাবয়বসংযোগভেদ অর্থাৎ অবয়ব সকলের ফাঁক ফাঁক সংযোগ বিশেষ নাই। অতএব তাহাও তাহার কারণ দ্ব্যণুকের মত অণুপরিমাণই হইবে, এবং তাহা হইলে পুরুষোপভোগাতিশয়াভাববশতঃ অর্থাৎ পুরুষের ভোগবিশেষ না হওয়ায় এবং অদৃষ্টরূপ নিমিত্তবশতঃ বিশ্বনির্ম্মাণ হয় বলিয়া এবং ভোগই তাহার

---

* বত্তেঃ। ইতি পাঠান্তর।

(বৈশেষিককর্ত্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

[মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ।১১]

ভামতীর অনুবাদ।

প্রয়োজন বলিয়া, তৎকারণদ্বারা অর্থাৎ দ্ব্যণুকের কারণীভূত দ্ব্যণুকের দ্বারাই তাহা নিষ্পন্ন হইয়া যায় বলিয়া দ্ব্যণুকাশ্রয় অর্থাৎ দ্ব্যণুক হইতে উৎপন্ন দ্ব্যণুকের কোন প্রয়োজন নাই—এইরূপে তাহার আরম্ভ ব্যর্থ হয়। আরম্ভার্থবত্ত্বের জন্য অর্থাৎ আরম্ভকে সার্থক করিবার জন্য বহু দ্ব্যণুকদ্বারা মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুক বা চতুরণুক দ্রব্য আরম্ভ করা উচিত। কারণ, সেই সেই দ্রব্যেই ভোগভেদ হয়, অর্থাৎ বিশেষ ভোগ হয়। আর ঈশ্বরের অপেক্ষাবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন বহুত্বসংখ্যা মহত্ত্বপরিমাণের যোনি অর্থাৎ অসমবায়িকারণ। কিন্তু ত্র্যণুকাদির দ্বারা আরব্ধ কার্যদ্রব্য কারণের বহুত্ববশতঃ অথবা কারণের প্রচয়ভেদবশতঃ অথবা কারণের মহত্ত্ববশতঃ মহৎ হয়—ইহা কণাদসম্প্রদায়ের প্রক্রিয়া।

(সূত্রকার) এই প্রক্রিয়াদ্বারাই "কারণসমবায়ী গুণসকল কার্য্যদ্রব্যে সমানজাতীয় অর্থাৎ তুল্যগুণ সৃষ্টি করে"—এই দোষকে নির্দ্দোষ করিতেছেন, কারণ ব্যভিচার হয়, অর্থাৎ উক্ত নিয়মবশতঃ তাঁহারা যে দোষ দেন, সেই নিয়মে ব্যভিচার দেখাইয়া দিয়া দোষ উদ্ধার করিয়া দিতেছেন। ইহা (ভাষ্যকার 'ইমমভ্যুপগমং' ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা) বলিতেছেন। যেমন মহৎ দ্রব্য ত্র্যণুকাদি, হ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু মহত্ত্বগুণ উৎপন্ন হইতে দ্ব্যণুকের মহত্ত্বকে অপেক্ষা করে না ; কারণ, তাহা হ্রস্ব। অথবা যেমন সেই দীর্ঘ ত্র্যণুকাদি দ্রব্যই হ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহার দীর্ঘত্বকে অপেক্ষা করে না ; কারণ, তাহার দীর্ঘত্ব নাই। চ-কারের অর্থে বা-শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহার অর্থ—অনুক্তের সমুচ্চয়, অর্থাৎ যাহা বলা হয় নাই তাহাও ধরিয়া লইতে হইবে। যেমন পরিমণ্ডল পরমাণু হইতে অপরিমণ্ডল অণু ও হ্রস্ব পরিমাণ দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়, এইরূপ চেতনব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ উৎপন্ন হয়, এইরূপে সূত্রের যোজনা করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইমম্ অভ্যুপগমং তদীয়য়ৈব প্রক্রিয়য়া ব্যভিচারয়তি। এষা তেষাং প্রক্রিয়া—পরমাণবঃ কিল কঞ্চিৎ কালম্ অনারব্ধকার্য্যাঃ যথাযোগং রূপাদিমন্তঃ পারিমাণ্ডল্যপরিমাণাশ্চ তিষ্ঠন্তি। তে চ পশ্চাৎ অদৃষ্টাদিপুরঃসরাঃ সংযোগসচিবাশ্চ সন্তঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ কৃৎস্নং কার্য্যজাতম্ আরভন্তে, কারণগুণাশ্চ কার্য্যে গুণান্তরম্। যদা দ্বৌ পরমাণূ দ্ব্যণুকম্ আরভেতে, তদা পরমাণুগতা রূপাদিগুণবিশেষাঃ শুক্লাদয়ঃ দ্ব্যণুকে শুক্লাদীন্ অপরান্ আরভন্তে। পরমাণুগুণবিশেষস্তু পারিমাণ্ডল্যং ন দ্ব্যণুকে পারিমাণ্ডল্যম্ অপরম্ আরভতে; দ্ব্যণুকস্য পরিমাণান্তরযোগাভ্যুপগমাৎ। অণুত্বহ্রস্বত্বে হি দ্ব্যণুকবর্ত্তিনী পরিমাণে বর্ণয়ন্তি। যদাপি দ্বে দ্ব্যণুকে চতুরণুকম্ আরভেতে, তদাপি সমানং দ্ব্যণুকসমবায়িনাং শুক্লাদীনাম্ আরম্ভকত্বম্। অণুত্বহ্রস্বত্বে তু দ্ব্যণুকসমবায়িনী অপি নৈব আরভেতে; চতুরণুকস্য মহত্ত্বদীর্ঘত্বপরিমাণযোগাভ্যুপগমাৎ। যদাপি বহবঃ পরমাণবঃ, বহূনি বা দ্ব্যণুকানি, দ্ব্যণুকসহিতো বা পরমাণুঃ, কার্য্যম্ আরভতে, তদাপি সমানা এষা যোজনা। তদেবং যথা পরমাণোঃ পরিমণ্ডলাৎ সতঃ অণু হ্রস্বং চ দ্ব্যণুকং জায়তে মহদ্ দীর্ঘং চ ত্র্যণুকাদি ন পরিমণ্ডলম্; যথা বা দ্ব্যণুকাৎ অণোঃ হ্রস্বাচ্চ সতঃ মহৎ দীর্ঘং চ ত্র্যণুকং জায়তে ন অণু, নো হ্রস্বম্, এবং চেতনাৎ ব্রহ্মণঃ অচেতনং জগৎ জনিষ্যতে ইতি অভ্যুপগমে কিং তব ছিন্নম্

ভাষ্যানুবাদ।

এই **অভ্যুপগমকে** অর্থাৎ বৈশেষিকগণের স্বীকৃত এই নিয়মকে তাঁহাদেরই প্রক্রিয়া দ্বারা সূত্রকার ব্যভিচারযুক্ত করিতেছেন। তাঁহাদের প্রক্রিয়া এই—পরমাণু সকল কিছু কালযাবৎ অর্থাৎ যতদিন প্রলয়কাল থাকে ততদিন, **অনারব্ধকার্য্য** অর্থাৎ কার্য্য আরম্ভ না করিয়া যথাযোগ অর্থাৎ যথাসম্ভব রূপাদিগুণবিশিষ্ট হইয়া পারিমাণ্ডল্যপরিমাণ হইয়া অর্থাৎ পরমাণুর যে অতি সূক্ষ্মপরিমাণ তদ্‌যুক্ত হইয়া থাকে। তাহার পর তাহারা অদৃষ্টাদিপুরঃসর অর্থাৎ অদৃষ্টবিশিষ্ট জীবের সম্বন্ধবশতঃ সংযোগসচিব হইয়া অর্থাৎ পরস্পর

(বৈশেষিককর্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

[মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ।১১]

ভাষ্যানুবাদ।

সংযোগসহকারে, দ্ব্যণুকাদিক্রমে সমস্ত কার্য্যবস্তুকে সৃষ্টি করে, এবং কারণগুণসকল অর্থাৎ কারণসমবেত গুণসকল কার্য্যে (সজাতীয়) অন্যগুণের সৃষ্টি করে। যখন দুইটী পরমাণু দ্ব্যণুক সৃষ্টি করে, তখন পরমাণুগত শুক্লবর্ণপ্রভৃতি রূপাদি গুণসকল দ্ব্যণুকে অন্য শুক্লাদি গুণসকলের সৃষ্টি করে। কিন্তু পরমাণুর গুণবিশেষ যে পারিমাণ্ডল্য অর্থাৎ তাহার সূক্ষ্মপরিমাণ, তাহা দ্ব্যণুকে অন্য পারিমাণ্ডল্য সৃষ্টি করে না; কারণ, তাঁহারা দ্ব্যণুকে অন্যপরিমাণের যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধ স্বীকার করেন। যেহেতু অণুত্ব ও হ্রস্বত্ব দ্ব্যণুকগত পরিমাণ বলিয়া তাঁহারা বর্ণনা করেন। আর যখন দুইটি দ্ব্যণুক, একটী চতুরণুক সৃষ্টি করে, তখনও দ্ব্যণুকে সমবেত শুক্লাদি গুণসকল সৃষ্টি পূর্ব্বের মতই করে, কিন্তু অণুত্ব ও হ্রস্বত্ব দ্ব্যণুকে সমবেত হইলেও তাহারা চতুরণুকে অণুত্ব ও হ্রস্বত্ব সৃষ্টি করে না; কারণ, চতুরণুকে মহত্ত্ব ও দীর্ঘত্ব পরিমাণের যোগ স্বীকার করা হয়। আর যখন বহু পরমাণু, বহু দ্ব্যণুক, অথবা দ্ব্যণুকের সহিত পরমাণু কার্য্য ত্র্যণুকাদি উৎপাদন করে, তখনও এই নিয়ম তুল্য অর্থাৎ ঠিক থাকে। সেই প্রক্রিয়াতে এইরূপে যেমন পরিমণ্ডল পরমাণু হইতে অণু ও হ্রস্ব দ্ব্যণুক জন্মে এবং মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুকাদি জন্মে, কিন্তু পরিমণ্ডল জন্মে না; অথবা অণু ও হ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুক জন্মে, কিন্তু অণুও জন্মে না, হ্রস্বও জন্মে না। এইরূপ চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ জন্মিবে—ইহা স্বীকার করিলে তোমার কি ক্ষতি হয়?।

ভামতী।

ভাষ্যে—"পরমাণুগুণবিশেষস্তু" ইতি। পারিমাণ্ডল্যগ্রহণম্ উপলক্ষণম্। ন দ্ব্যণুকে অণুত্বমপি পরমাণুবর্ত্তি পারিমাণ্ডল্যম্ আরভতে, তস্য হি দ্বিত্বসংখ্যাযোনিত্বাৎ ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ইতি সূত্রং গুণিপরম্, ন গুণপরম্। "যদাপি দ্বে দ্বে দ্ব্যণুকে" ইতি পঠিতব্যে প্রমাদাৎ একং দ্বে-পদং ন পঠিতম্। এবং চতুরণুকম্ ইত্যাদি উপপদ্যতে। ইতরথা হি দ্ব্যণুকমেব তদপি স্যাৎ ন তু মহৎ ইতি উক্তম্; অথবা দ্বে ইতি দ্বিত্বে, যথা "দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে" ইতি। অত্র হি দ্বিত্বৈকত্বয়োঃ ইত্যর্থঃ। অন্যথা দ্ব্যেকেষু ইতি স্যাৎ সংখ্যেয়ানাং বহুত্বাৎ। তদেবং যোজনীয়ম্—দ্ব্যণুকাধিকরণে যে দ্বিত্বে তে যদা চতুরণুকম্ আরভেতে, সংখ্যেয়ানাং চতুর্ণাং দ্ব্যণুকানাম্ আরম্ভকত্বাৎ তত্তদ্গতে দ্বিত্বসংখ্যে অপি আরম্ভিকে ইত্যর্থঃ। এবং ব্যবস্থিতায়াং বৈশেষিকপ্রক্রিয়ায়াং তদ্দূষণস্য ব্যভিচারঃ উক্তঃ। অথ অব্যবস্থিতা, তথাপি তদবস্থো ব্যভিচার ইত্যাহ—"যদাপি বহবঃ পরমাণবঃ" ইতি। 'ন অণু জায়তে নো হ্রস্বং জায়তে' ইতি যোজনা।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

পরিমাণবিশেষস্তু পারিমাণ্ডল্যং ন দ্ব্যণুকে পারিমাণ্ডল্যম্ অপরম্ আরভতে ইতি ভাষ্যে পরমাণুপারিমাণ্ডল্যাৎ দ্ব্যণুকে পারিমাণ্ডল্যারম্ভনিষেধাৎ। অর্থাৎ দ্ব্যণুকগতাণুত্বস্য পারিমাণ্ডল্যাৎ আরম্ভ ইতি ভ্রমঃ স্যাৎ তং নিরস্যতি—"পারিমাণ্ডল্যগ্রহণম্" ইতি। নন্বু সূত্রে হ্রস্বপরিমাণস্য মহদ্দীর্ঘারম্ভকত্বং পরিমণ্ডলপরিমাণস্য হ্রস্বপরিমাণারম্ভকত্বং চ ভাতি, তৎ অযুক্তম্। অনন্তরনিষেধাৎ অতঃ আহ—"গুণিপরম্" ইতি। পরিমাণবদ্দ্রব্যাভ্যাং দ্রব্যান্তরারম্ভ উচ্যতে, ন তু গুণারম্ভ ইত্যর্থঃ। "দ্ব্যণুকে" ইতি নপুংসকৈকবচনং কৃত্বা বাক্যার্থম্ আহ "দ্ব্যণুকাধিকরণে" ইতি। নন্বু দ্ব্যণুকগতদ্বিত্বয়োঃ কথং চতুরণুকারম্ভকত্বম্, সংখ্যায়া দ্রব্যারম্ভকত্বাযোগাৎ অতঃ আহ—"সংখ্যেয়ানাম্" ইতি। 'জায়তে' পদানুষঙ্গম্ আহ—"ইতি যোজনা" ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

ভাষ্যে **পরমাণুগুণবিশেষস্তু** ইত্যাদি গ্রন্থে পারিমাণ্ডল্যশব্দের যে উল্লেখ আছে, তাহা উপলক্ষণ, অর্থাৎ ইহা ভিন্ন অপরকেও বুঝাইবে। যথা—দ্ব্যণুকগত অণুত্বকেও পরমাণুগত পারিমাণ্ডল্য আরম্ভ করে না। যেহেতু, তাহার কারণ দ্বিত্ব সংখ্যা—ইহাও বুঝিতে হইবে। **হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং** এই সূত্রটি গুণি পর অর্থাৎ দ্ব্যণুক ও পরমাণুপ্রভৃতি দ্রব্যকে বুঝাইবে; গুণপর অর্থাৎ হ্রস্বত্ব ও পারিমাণ্ডল্য প্রভৃতি গুণ বুঝাইবে না। ভাষ্যে **যদাপি দ্বে দ্বে দ্ব্যণুকে** এইরূপ পাঠ করিতে হইবে, ভ্রমবশতঃ একটি **দ্বে** পদ পাঠ করা হয় নাই। তাহা হইলেই চতুরণুকং ইত্যাদি গ্রন্থ সঙ্গত হয়। অন্যথা তাহাও দ্ব্যণুকই হইয়া যাইবে, কিন্তু মহৎ হইবে না, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অথবা **দ্বে** এই শব্দের অর্থ—দুইটি দ্বিত্বসংখ্যা। যেমন **দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে** এই সূত্রে দ্বি ও এক শব্দের অর্থ দ্বিত্ব ও একত্ব। তাহা না হইলে **দ্ব্যেকেষু** এইরূপ বহুবচনান্ত হইত; কারণ, সংখ্যেয় অর্থাৎ যাহার সংখ্যা করা হয়, তাহার এখানে বহু। অতএব এইরূপে গ্রন্থযোজনা

(বৈশেষিককর্ত্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

[মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ।১১]

ভামতীর অনুবাদ।

করিতে হইবে। যথা—দ্ব্যণুকরূপ অধিকরণে যে দুইটি দ্বিত্ব থাকে, (অর্থাৎ দুই জোড়া দ্ব্যণুকে যে দুইটি দ্বিত্ব থাকে) তাহারা যখন চতুরণুক আরম্ভ করে তখন সংখ্যেয় চারিটি দ্ব্যণুক চতুরণুকের আরম্ভক অর্থাৎ কারণ হয় বলিয়া তদ্গত দিত্ব সংখ্যাদ্বয়ও আরম্ভক হইয়া থাকে। এইরূপে ব্যবস্থিত অর্থাৎ নিয়মিত বৈশেষিক প্রক্রিয়াতে তাঁহাদের কল্পিত দোষের ব্যভিচার বলা হইল। আর যদি অব্যবস্থিত অর্থাৎ অনিয়মিত প্রক্রিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলেও ব্যভিচার সেইরূপ থাকিয়া যায়—**যদাপি বহবঃ পরমাণবঃ** এই গ্রন্থে তাহাই বলিতেছেন। অণু জন্মে না, হ্রস্ব জন্মে না—এইরূপ যোজনা করিতে হইবে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথ মন্যসে বিরোধিনা পরিমাণান্তরেণ আক্রান্তং কার্য্যদ্রব্যং দ্ব্যণুকাদি, ইত্যতঃ ন আরম্ভকাণি কারণগতানি পারিমাণ্ডল্যাদীনি ইতি অভ্যুপগচ্ছামি, ন তু চেতনা-বিরোধিনা গুণান্তরেণ জগতঃ আক্রান্তত্বম্ অস্তি, যেন কারণগতা চেতনা কার্য্যে চেতনান্তরং ন আরভেত। ন হি অচেতনা নাম চেতনাবিরোধী কশ্চিদ্ গুণঃ অস্তি, চেতনাপ্রতি-ষেধমাত্রত্বাৎ। তস্মাৎ পারিমাণ্ডল্যাদিবৈষম্যাৎ প্রাপ্নোতি চেতনায়া আরম্ভকত্বম্ ইতি। নৈবং মংস্থাঃ। যথা কারণে বিদ্যমানানামপি পারিমাণ্ডল্যাদীনাম্ অনারম্ভকত্বম্, এবং চৈতন্যস্যাপি ইত্যস্য অংশস্য সমানত্বাৎ।

ন চ পরিমাণান্তরাক্রান্তত্বং পারিমাণ্ডল্যাদীনাম্ অনারম্ভকত্বে কারণম্; প্রাক্ পরিমাণান্তরারম্ভাৎ পারিমাণ্ডল্যাদীনাম্ আরম্ভকত্বোপপত্তেঃ, আরব্ধমপি কার্য্যদ্রব্যং প্রাক্ গুণারম্ভাৎ ক্ষণমাত্রম্ অগুণং তিষ্ঠতি ইতি অভ্যুপগমাৎ। ন চ পরিমাণান্তরারম্ভে ব্যগ্রাণি পারিমাণ্ডল্যাদীনি ইত্যতঃ স্বসমানজাতীয়ং পরিমাণান্তরং ন আরভন্তে পরি-মাণান্তরস্য অন্যহেতুত্বাভ্যুপগমাৎ।

"কারণবহুত্বাৎ কারণমহত্ত্বাৎ প্রচয়বিশেষাচ্চ মহৎ" (বৈঃ সূঃ ৭।১।৯) "তদ্বিপরীতমণু" (৭।১।১০) "এতেন দীর্ঘত্বহ্রস্বত্বে ব্যাখ্যাতে" (৭।১।১৭) ইতি হি কাণভুজানি সূত্রাণি।

ন চ সন্নিধানবিশেষাৎ কুতশ্চিৎ কারণবহুত্বাদীনি এব আরভন্তে ন পারিমাণ্ডল্যা-দীনি ইতি উচ্যেত; দ্রব্যান্তরে গুণান্তরে বা আরভ্যমাণে সর্ব্বেষামেব কারণগুণানাং স্বাশ্রয়সমবায়াবিশেষাৎ। তস্মাৎ স্বভাবাদেব পারিমাণ্ডল্যাদীনাম্ অনারম্ভকত্বম্, তথা চেতনায়া অপি ইতি দ্রষ্টব্যম্।

সংযোগাচ্চ দ্রব্যাদীনাং বিলক্ষণানাম্ উৎপত্তিদর্শনাৎ সমানজাতীয়োৎপত্তিব্যভিচারঃ। দ্রব্যে প্রকৃতে গুণোদাহরণম্ অযুক্তম্ ইতি চেৎ? ন, দৃষ্টান্তেন বিলক্ষণারম্ভমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ।

ন চ দ্রব্যস্য দ্রব্যমেব উদাহর্ত্তব্যং, গুণস্য বা গুণ এব—ইতি কশ্চিৎ নিয়মে হেতুঃ অস্তি। সূত্রকারোঽপি ভবতাং দ্রব্যস্য গুণম্ উদাজহার—

"প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণামপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংযোগস্য পঞ্চাত্মকং ন বিদ্যতে" (বৈঃ সূঃ ৪।২।২) ইতি। যথা প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষয়োঃ ভূম্যাকাশয়োঃ সমবয়ন্ সংযোগঃ অপ্রত্যক্ষঃ, এবং প্রত্যক্ষাঽ-প্রত্যক্ষেষু পঞ্চসু ভূতেষু সমবয়ৎ শরীরম্ অপ্রত্যক্ষং স্যাৎ। প্রত্যক্ষং হি শরীরম্। তস্মাৎ ন পাঞ্চভৌতিকম্ ইতি। এতদুক্তং ভবতি—"গুণশ্চ সংযোগো দ্রব্যং শরীরম্"। "দৃশ্যতে তু" (ব্রঃ সূঃ ২।১।৬) ইতি চ অত্রাপি বিলক্ষণোৎপত্তিঃ প্রপঞ্চিতা।

(বৈশেষিককর্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

[মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ।১১]

শাঙ্করভাষ্যম্।

নম্বু এবং সতি তেনৈব এতদ্ গতম্? নেতি ব্রূমঃ; তৎ সাংখ্যং প্রতি উক্তম্, এতৎ তু বৈশেষিকং প্রতি। নম্বু অতিদেশোঽপি সমানন্যায়তয়া কৃতঃ "এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ" (ব্রঃ সূঃ ২।১।১২) ইতি। সত্যম্ এতৎ। তস্যৈব তু অয়ং বৈশেষিকপ্রক্রিয়ারম্ভে তৎপ্রক্রিয়ানুগতেন নিদর্শনেন প্রপঞ্চঃ কৃতঃ।১১ ইতি দ্বিতীয়ং মহদ্দীর্ঘাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ।

আর যদি মনে কর, বিরোধী অন্যপরিমাণদ্বারা কার্য্যদ্রব্য দ্ব্যণুকাদি আক্রান্ত হয়, এই জন্য কারণগত পারিমাণ্ডল্য প্রভৃতি আরম্ভক হয় না, ইহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু চেতনাবিরোধী অন্য গুণের দ্বারা জগৎ আক্রান্ত হয় না, যে জন্য কারণগত চেতনা কার্য্যে অন্য চেতনাকে উৎপন্ন করিবে না। কারণ, অচেতনা নামক চেতনাবিরোধী কোন গুণ নাই। কারণ, তাহা কেবল চেতনার অভাবমাত্র। অতএব পারিমাণ্ডল্যাদির বৈষম্যবশতঃ অর্থাৎ পারিমাণ্ডল্যাদিদৃষ্টান্তের সহিত সমান না হওয়ায়, চেতনা আরম্ভক হয় অর্থাৎ কার্য্যগত চেতনার জনক হয়, এরূপ মনে করিও না। কারণ, যেমন কারণে থাকিলেও পারিমাণ্ডল্যাদি কার্য্যগত গুণের জনক হয় না, এইরূপ চৈতন্যও কার্য্যজগতের গুণের জনক হয় না—এই অংশটি সমান।

আর অন্য পরিমাণদ্বারা আক্রান্ত হওয়া, পারিমাণ্ডল্যাদির আরম্ভক না হওয়ার প্রতি কারণ—ইহা বলিতে পার না। কারণ, অন্য পরিমাণ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে পারিমাণ্ডল্যাদি আরম্ভক হইতে পারে, যেহেতু কার্য্য উৎপন্ন হইলেও গুণোৎপত্তির পূর্ব্বে ক্ষণকালমাত্র গুণহীন হইয়া থাকে, ইহা তোমরা স্বীকার করিয়া থাক। আর পারিমাণ্ডল্যাদি অন্য পরিমাণ উৎপন্ন করিবার জন্য ব্যগ্র অর্থাৎ আগ্রহযুক্ত থাকে বলিয়া স্বসমানজাতীয় পরিমাণান্তরের আরম্ভক হয় না, ইহাও বলিতে পার না। যেহেতু পরিমান্তরের কারণ অন্য অর্থাৎ দ্বিত্ব সংখ্যা, ইহা তোমরা বলিয়া থাক।

কারণবহুত্বাৎ, কারণমহত্ত্বাৎ প্রচয়বিশেষাচ্চ মহৎ (৭।১।৯)

তদ্বিপরীতমণু (বৈঃ সূঃ ৭।১।১০)

অর্থাৎ কারণের বহুত্ব, কারণের মহত্ত্ব (গুণ) ও প্রচয়বিশেষবশতঃ, মহৎ পরিমাণ উৎপন্ন হয়। অণু অর্থাৎ দ্ব্যণুক তাহার বিপরীত। অর্থাৎ মহৎ দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয়, অণুর তাহা হয় না, এবং বহুত্বপ্রভৃতি মহত্ত্বের কারণ এবং অণুত্বের কারণ ঈশ্বরের অপেক্ষা বুদ্ধিজন্যা দ্বিত্বসংখ্যা।

এতেন দীর্ঘত্বহ্রস্বত্বে ব্যাখ্যাতে (৭।১।১৭)

অর্থাৎ ইহার দ্বারা দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব ব্যাখ্যা করা হইল। অর্থাৎ মহত্ত্বের অসমবায়িকারণ যে কারণমহত্ত্বাদি, তাহারাই দীর্ঘত্বেরও কারণ, অণুত্বের অসবায়িকারণ যে দ্বিত্বসংখ্যা, তাহাই হ্রস্বত্বের কারণ। এই গুলি কণাদ সূত্র।

আর বিশেষ কোন সন্নিধানবশতঃ কারণবহুত্বাদিই, কার্য্যে মহত্ত্বের উৎপাদন করে, পারিমাণ্ডল্যাদি তাহা করে না—ইহা বলিতে পার না। কারণ, অন্যদ্রব্য বা অন্যগুণ আরম্ভ হইতে থাকিলে কারণগত সকল গুণই নিজের আশ্রয়ে সমবেত হইয়া থাকে, অর্থাৎ কারণগত সকলগুণই সমানভাবে তাহাতে থাকে, কোন তারতম্য থাকে না। অতএব স্বভাবশতঃই পারিমণ্ডল্যাদি কার্য্যগত গুণের জনক হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মের চেতনাও স্বভাববশতঃই কার্য্যজগতের চেতনার জনক হয় না।

আর সংযোগ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ বিজাতীয় দ্রব্যাদির উৎপত্তি হয় দেখা যায় বলিয়া, সমানরূপ বস্তুর উৎপত্তি হয়, এই নিয়মে ব্যভিচার হয়।

যদি বল—দ্রব্যের কথাই চলিতেছে, এখানে গুণের উদাহরণ দেওয়া উচিত নয়? না, ইহা বলিতে পার না। কারণ, এস্থলে দৃষ্টান্তদ্বারা কেবল বিলক্ষণের উৎপত্তিই বিবক্ষিত। আর দ্রব্যের দ্রব্যই উদাহরণ দিতে হইবে, অথবা গুণের গুণই উদাহরণ দিতে হইবে—এরূপ নিয়মে কোন হেতু নাই। আপনাদের সূত্রকারও গুণকে দ্রব্যের উদাহরণ দিয়াছেন। যথা—

প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণামপ্রত্যক্ষত্বাৎ সংযোগস্য পঞ্চাত্মকং ন বিদ্যতে। (বৈঃ সূঃ ৪।২।২)

অর্থাৎ যেমন প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভূমি ও আকাশে সমবেত সংযোগ অপ্রত্যক্ষ, এইরূপ কোনটি প্রত্যক্ষ ও

(বৈশেষিককর্ত্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

[মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ।১১]

ভাষ্যানুবাদ।

কোনটি অপ্রত্যক্ষ, এইরূপ পঞ্চভূতে সমবেত শরীরও অপ্রত্যক্ষ হইত; অথচ শরীর প্রত্যক্ষ হয়, অতএব শরীর পাঞ্চভৌতিক নহে। ইহাতে এই বলা হইল যে, সংযোগটী গুণ ও শরীরটী দ্রব্য। **"দৃশ্যতে তু"** এই সূত্রে বিলক্ষণের উৎপত্তি বিস্তার করিয়া বলা হইয়াছে।

আচ্ছা, তাহা হইলে সেই সূত্রদ্বারাই ত ইহা বলা হইয়া গিয়াছে? আমরা বলি—না, ইহা বলা হয় নাই; কারণ, তাহা সাংখ্যের প্রতি বলা হইয়াছে, আর ইহা বৈশেষিকের প্রতি বলা হইতেছে—এই ভেদ আছে। যদি বল, উভয় মত খণ্ডনের যুক্তি সমান বলিয়া **এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ** এই সূত্রদ্বারা অতিদেশও করা হইয়াছে, হাঁ—ইহা সত্য বটে। বৈশেষিকপ্রক্রিয়ার আরম্ভে অর্থাৎ বৈশেষিক মতখণ্ডনের আরম্ভে, তাঁহারই মতানুসারী দৃষ্টান্তদ্বারা এখানে তাহারই বিস্তার করা হইয়াছে মাত্র।১১। এইরূপে এই মহদ্দীর্ঘ অধিকরণ নামক দ্বিতীয় অধিকরণ সমাপ্ত হইল।

ভামতী।

চোদয়তি—"অথ মন্যসে বিরোধিনা পরিমাণান্তরেণ" স্বকারণদ্বারেণ আক্রান্তত্বাৎ ইতি। পরিহরতি—"মৈবং মংস্থা" ইতি। কারণগতা গুণা ন কার্য্যে সমানজাতীয়ং গুণান্তরম্ আরভন্তে ইতি এতাবতা এব ইষ্টসিদ্ধৌ ন তদ্ধেত্বনুসরণে খেদনীয়ং মনঃ ইত্যর্থঃ। অপি চ সৎ পরিমাণান্তরম্ আক্রামতি, ন উৎপত্তেশ্চ প্রাক্ পরিমাণান্তরং সৎ—ইতি কথম্ আক্রামেৎ?

ন চ তৎকারণম্ আক্রামতি। পারিমাণ্ডল্যস্যাপি সমানজাতীয়স্য কারণস্য আক্রমণহেতোঃ ভাবেন সমানবলতয়া উভয়কার্য্যানুৎপাদপ্রসঙ্গাৎ, ইত্যাশয়বান্ আহ—"ন চ পরিমাণান্তরাক্রান্তত্বম্" ইতি।

ন চ পরিমাণান্তরারম্ভে ব্যাপৃততা পারিমাণ্ডল্যাদীনাম্। ন চ কারণবহুত্বাদীনাং সন্নিধানম্, অসন্নিধানং চ পারিমাণ্ডল্যস্য, ইত্যাহ—"ন চ পরিমাণান্তরারম্ভে" ইতি। ব্যভিচারান্তরম্ আহ—"সংযোগাচ্চ" ইতি। শঙ্কতে—"দ্রব্যে প্রকৃতে" ইতি। নিরাকরোতি—ন। দৃষ্টান্তেন ইতি। ন চ অস্মাকম্ অয়ম্ অনিয়মঃ, ভবতামপি ইতি আহ—"সূত্রকারোঽপি" ইতি। সূত্রং ব্যাচষ্টে—"যথা প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষয়োঃ" ইতি। শেষম্ অতিরোহিতার্থম্।১১ ইতি দ্বিতীয়ং মহদ্দীর্ঘাধিকরণম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

পারিমাণ্ডল্যাৎ আরম্ভে অপোদিতে বিরোধিপরিমাণান্তরাক্রান্তিঃ অসিদ্ধা ইতি আশঙ্ক্য আহ—"স্বকারণে"তি। স্বকারণং সংখ্যা। ব্যাপ্তেঃ ব্যভিচারে উক্তে যত্র ব্যভিচারঃ, তত্র অস্তি অনারম্ভে কারণম্ ইতি এতাবদ্ উচ্যতে, উত তৎকারণরাহিত্যেন ব্যাপ্তিঃ বিশিষ্যতে? নাদ্য ইত্যাহ—"কারণগতা" ইতি। দ্বিতীয়েঽপি কিম্ অণুমহৎপরিমাণাভ্যাং দ্ব্যণুকত্র্যণুকয়োঃ স্বরূপেণ ব্যাপ্তিঃ পারিমাণ্ডল্যাণুত্বয়োঃ অনারম্ভে হেতুঃ, উত তৎকারণেন? নাদ্য ইত্যাহ—"অপি চ" ইতি। ন চরম ইত্যাহ—"ন চ" ইতি। পরমাণ্বাদৌ পারিমাণ্ডল্যাদিগুণবতি সতি তদারব্ধদ্ব্যণুকাদৌ অণুমহত্ত্বাদ্যনুপপত্তিঃ উক্তা, সম্প্রতি পারিমাণ্ডল্যাদেরেব স্বরাবিশেষাৎ অণুমহত্ত্বাদ্যারম্ভকত্বং পরমাণুদ্ব্যণুকগতদ্বিত্ববহুত্বয়োর্ব্বা সন্নিধানবিশেষাৎ অণুমহত্ত্বাদ্যারম্ভকত্বম্ ইত্যাশঙ্কানিরাসার্থং ভাষ্যং তদ্ ব্যাচষ্টে—"ন চ পরিমাণান্তরারম্ভে" ইতি। ন চ পরিমাণান্তরে ব্যাপৃততা, পারিমাণ্ডল্যাদীনাং ব্যাপৃতত্বে পারিমাণ্ডল্যাদ্যারম্ভেঽপি ব্যাপৃততায়াঃ তুল্যত্বাৎ ইত্যর্থঃ। কারণবহুত্বাদীনাং সন্নিধানং, পারিমাণ্ডল্যাদীনাম্ অসন্নিধানম্ ইতি এতচ্চ নাস্তি, কারণৈকার্থসমবায়স্য তুল্যত্বাৎ ইত্যর্থঃ। কারণাবস্থা দ্রব্যম্ ইতি, যুতদ্রব্যত্বং বক্ষ্যমাণম্ * অভিপ্রেত্য ভাষ্যে দ্রব্যস্য সংযোগঃ উদাহৃতঃ। ননু—

"আরভেত গুণঃ কার্য্যে সজাতিং সমবায়িগঃ। বিশেষগুণ ইত্যস্যা ব্যাপ্তেঃ কা নু প্রতিক্রিয়া" ॥

উচ্যতে—ন তাবদ্ অস্তি বিশেষগুণঃ ইতি। যৎ তু উদয়নেন তত্র লক্ষণম্ অভাণি "স্বাশ্রয়ব্যবচ্ছেদোচিতাবান্তরসামান্যবিশেষবন্তঃ বিশেষগুণাঃ" ইতি। নবসু মধ্যে যস্মিন্ দ্রব্যে বর্ত্তন্তে তস্য ইতরাষ্টদ্রব্যেভ্যঃ ব্যাবর্ত্তকা ইতি উক্তং ভবতি। এবং চ নবান্যতমমাত্রবৃত্তিগুণত্বং লক্ষণম্। তত্র কিং নবান্যতমমাত্রবৃত্তিত্বং নবসু মধ্যে একৈকমাত্রবৃত্তিত্বং বা নবব্যতিরিক্তব্যতিরিক্তমাত্রবৃত্তিত্বং বা পৃথিব্যাদিনবলক্ষণব্যতিরিক্তব্যতিরিক্তানেকসমানাধিকরণত্বানাপাদকসামান্যবত্ত্বং বা? ন অগ্রিমঃ, অব্যাপ্তেঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, অতিব্যাপ্তেঃ। ন তৃতীয়ঃ, স হি এবম্। পৃথিব্যাদীনাং যানি নবলক্ষণানি তেভ্যঃ যানি ব্যতিরিক্তানি তেভ্যশ্চ ব্যতিরিক্তানি তান্যেব নবলক্ষণানি তৈঃ অনেকৈঃ সমানাধিকরণত্বানাপাদকানি যানি যানি সামান্যানি গন্ধত্বাদীনি তদ্বত্ত্বং বিশেষগুণত্বম্। তথাচ বিশেষগুণস্য একৈকপৃথিব্যাদিনিষ্ঠত্বসিদ্ধিঃ ইতি। তৎ ন, কিম্ ইদং নবলক্ষণব্যতিরিক্তব্যতিরিক্তত্বম্? নবত্ববিশিষ্টব্যতিরিক্তত্বং বা? তদুপলক্ষিতব্যতিরিক্তব্যতিরিক্তত্বং বা নাদ্যঃ, নবত্ববিশিষ্টব্যতিরিক্তসমুদিতাতিরিক্তৈকৈকপৃথিব্যাদিলক্ষণেভ্যো ব্যতিরিক্তানি যানি গুণাদিলক্ষণানি তৈঃ অনেকৈঃ সমানাধি-

* পাঠান্তর—ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণাং যুতদ্রব্যাবস্থাম।

(বৈশেষিককর্ত্তৃক আক্ষেপের উত্তর।)

[মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ।১১]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

করণত্বানাপাদকপরিমাণত্বসামান্যবতঃ পরিমাণস্যাপি বিশেষগুণত্বাপত্ত্যা অতিব্যাপ্তেঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, উপলক্ষিতৈকৈকাতিরিক্তনবত্ববিশিষ্ট-পৃথিব্যাদিলক্ষণব্যতিরিক্তানেকগুণাদিলক্ষণসমানাধিকরণত্বানাপাদকপরিমাণত্বসামান্যবতি পরিমাণেঽপি গতত্বেন উক্তদোষতাদবস্থ্যাৎ। গুণত্বাবান্তরজাতিদ্বারৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যসজাতীয়া যে রূপাদয়ঃ যানি চ ধর্ম্মাধর্ম্মভাবনাসাংসিদ্ধিকদ্রবত্বানি তেভ্যঃ ব্যতিরিক্তব্যতিরিক্তত্বং বিশেষ-গুণত্বম্ ইতি চেৎ? ন, মিলিতব্যতিরিক্তৈকৈকব্যতিরিক্তে একৈকব্যতিরিক্তমিলিতব্যতিরিক্তে চ সংখ্যাদৌ অতিব্যাপ্তেঃ। "স্বসমবেত-বিশেষণবিশিষ্টত্বে সতি স্বাশ্রয়ৈকজাতীয়ব্যবচ্ছেদকত্বং বিশেষগুণত্বম্" ব্যোমশিবোক্তম্ অশিবম্। স্বগতসংখ্যাত্বাদিবিশেষিতৈঃ দ্রব্যজাতীয়-পৃথিব্যাদিব্যবচ্ছেদকৈঃ সংখ্যাদিভিঃ অতিব্যাপ্তেঃ, গগনত্বস্যজাতিবিরহেণ একজাতীয়কস্বাশ্রয়াব্যবচ্ছেদকশব্দাব্যাপ্তেশ্চ। স্বাশ্রয়ৈকজাতিপদেন নবান্যতমবিবক্ষায়াম্ উক্তদোষাৎ ইতি। এবম্ অন্যদপি সম্ভবল্লক্ষণং খণ্ডনীয়ম্ ইতি। কিং চ কারণৈকার্থসমবায়াবিশেষাৎ মহত্ত্বমিব মহত্ত্বান্তরম্ অণুত্বমপি কারণগতং কার্য্যে অণুত্বং কিম্ ইতি ন আরভতে? কার্য্যস্যাপি অণুত্বে ভোগাতিশয়াসিদ্ধেঃ ন আরভতে ইতি চেৎ? তর্হি ইহাপি সর্ব্বত্র জগতি চেতনারম্ভে শেষশেষিভাবাভাবাদ্ ভোগঃ ন স্যাৎ, অতঃ মায়াশবলব্রহ্মণঃ উপাদানত্বাৎ মায়াগতং জাড্যং জগতি জাড্যম্ আরভতে ন ব্রহ্মচেতনা চেতনাম্। জীবেষু তু ব্রহ্মাবচ্ছেদেষু চেতনা বৎস্য'তীতি তুল্যম্। তদুক্তম্ আচার্য্যবার্ত্তিককৃতা—

তমঃ প্রধানঃ ক্ষেত্রাণাং চিৎপ্রধানশ্চিদাত্মনাম্। পরঃ কারণতামেতি ভাবনাজ্ঞানকর্ম্মভিঃ॥ ইতি

ইতি দ্বিতীয়ং মহদ্দীর্ঘাধিকরণম্।

ভামতীর অনুবাদ।

"আর যদি মনে কর, কার্য্যদ্রব্য নিজের কারণকে দ্বার করিয়া বিরোধী অন্য পরিমাণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় বলিয়া" এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। অর্থাৎ যদি মনে কর, বিরোধী অন্য পরিমাণকর্ত্তৃক কার্য্যদ্রব্য দ্ব্যণুকাদি আক্রান্ত হয়। **নৈবং মংস্থা** অর্থাৎ এরূপ মনে করিও না—এই গ্রন্থদ্বারা উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন। কারণগত গুণসকল কার্য্যে সমানজাতীয় গুণের আরম্ভক হয় না, এইটুকু দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি হইলে অর্থাৎ আমাদের অভিপ্রেত কার্য্য সিদ্ধি হইলে, তাহার হেতুর অনুসন্ধান করিয়া মনকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নহে। আরও বিদ্যমান যে অন্য পরিমাণ, তাহাই আক্রমণ করে, কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে অন্যপরিমাণ ত বিদ্যমান নাই, অতএব কি করিয়া আক্রমণ করিবে?

আর তাহার কারণও আক্রমণ করে না। কারণ, আক্রমণের হেতু—কার্য্যের সজাতীয় কারণ—পারিমাণ্ডল্যও বিদ্যমান থাকায়, তুল্যবল বলিয়া উভয়কার্য্যেরই উৎপত্তির অভাব হইয়া পড়ে, এই অভিপ্রায়ে **ন চ পরিমাণান্তরাক্রান্তত্বম্** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন।

আর পারিমাণ্ডল্য অন্যপরিমাণ সৃষ্টি করিতেও ব্যাপৃত অর্থাৎ আগ্রহযুক্ত হয় না। আর যে কারণবহুত্বাদির সন্নিধান আছে ও পারিমাণ্ডল্যের সন্নিধান নাই, তাহা নহে, ইহা **ন চ পরিমাণান্তরারম্ভে** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। **সংযোগাচ্চ** এই গ্রন্থে অন্য একটি ব্যভিচার বলিতেছেন। **দ্রব্যে প্রকৃতে** এই বলিয়া শঙ্কা করিতেছেন। **ন দৃষ্টান্তেন** এই গ্রন্থদ্বারা সেই শঙ্কার পরিহার করিতেছেন। আর এই অনিয়ম কেবল আমাদের নহে, কিন্তু আপনাদেরও, ইহা **সূত্রকারোঽপি** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। **যথা প্রত্যক্ষা-প্রত্যক্ষয়োঃ** এই গ্রন্থদ্বারা সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন। অবশিষ্ট ভাষ্য দুর্ব্বোধ নহে।১১ মহদ্দীর্ঘাধিকরণ নামক দ্বিতীয় অধিকরণ শেষ হইল।

দ্বিতীয়াধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই দ্বিতীয়াধিকরণটী একটী মাত্র সূত্রদ্বারা রচিত। ইহার অর্থ—পরিমণ্ডল হইতে হ্রস্ব ও অণু দ্ব্যণুকের ন্যায় এবং অণু ও হ্রস্ব দ্ব্যণুক হইতে মহৎ ও দীর্ঘ ত্র্যণুকের ন্যায় চেতনব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ উৎপন্ন হয়। জগৎ ব্রহ্মরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মধর্ম্ম জগতে আসিবেনা কেন? এই অধিকরণে এই বৈশেষিকের আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইল। অবশ্য এজন্য ইহা স্মৃতিপাদে আলোচ্য বিষয় হইলেও সূত্রকারের ইচ্ছানুসারেই এখানে ইহা আলোচিত হইল।

(১) সঙ্গতি—

প্রথম শ্রুতিসঙ্গতি—প্রথম অধিকরণবৎ

দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি— ঐ

তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি— ঐ

চতুর্থ পাদসঙ্গতি— ঐ

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—দৃষ্টান্তসঙ্গতি। পূর্ব্বে, প্রপঞ্চে প্রধাননিষ্ঠ অশব্দত্বাদিগুণের অন্বয় হয় না বলিয়া প্রধানের যেমন প্রপঞ্চের উপাদানত্ব সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ প্রপঞ্চে ব্রহ্মগুণ—চেতনত্বের অন্বয় হয় না বলিয়া প্রপঞ্চের ব্রহ্মোপাদানকত্ব না থাকুক—এইরূপ দৃষ্টান্ত সঙ্গতির দ্বারা এই অধিকরণটী আরব্ধ হইয়াছে।

পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণং নাম

তৃতীয়াধিকরণম্

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ।১২ *

দ্বিতীয়াধিকরণের তাৎপর্য্য।

(২) **বিষয়**—চেতনব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্টি হয়, ইহা সমন্বয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে, উক্ত সমন্বয় এস্থলে বিষয়

(৩) **সংশয়**—তাহা "কারণগুণসকল কার্য্যে স্বসমানজাতীয় গুণের আরম্ভক হয়," এই ন্যায়ের দ্বারা বিরুদ্ধ হয় কি না ?

(৪) **পূর্ব্বপক্ষ**—বিরুদ্ধ হয়—ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

(৫) **ফলভেদ**—পূর্ব্ববৎ।

অর্থাৎ চেতন ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ, এই কথা সমন্বয়াধ্যায়ে কথিত হওয়ায় সেই সমন্বয়ের "কারণগত বিশেষগুণ কার্য্যে গুণত্বব্যাপ্য জাতির সহিত নিজের সমানজাতীয় অন্যগুণকে আরম্ভ করে" এই নিয়মের সাধক বৈশেষিক অনুমানের সহিত বিরোধের সন্দেহ হইলে, পূর্ব্ব অধিকরণে প্রধানগুণের অন্বয় না হওয়ায় জগতের উপাদান প্রধান নহে—ইহা বলা হইয়াছে, তাহা হইলে ব্রহ্মবিশেষগুণ চৈতন্যের অন্বয় না হওয়ায় চেতনব্রহ্ম জগতের উপাদান নহে—ইহা পাওয়া যায়। এই জন্যই নিজের মতে ন্যায়বিরোধপরিহারপর অর্থাৎ অন্যদর্শনের যুক্তির সহিত যে বিরোধ হয়, তাহার পরিহারের জন্য কল্পিত এই বিচার, স্মৃতিপাদে বলা উচিত হইলেও অবান্তর সঙ্গতির লোভে এখানে করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম চেৎ জগতো যোনিস্তদ্‌বিশেষগুণান্বিতম্।
জগৎ স্যান্ন তু তৎ তস্মাৎ তস্য ন প্রকৃতির্ভবেৎ॥

অর্থাৎ ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদানকারণ হইতেন, তাহা হইলে জগৎ তাঁহার বিশেষগুণ চৈতন্যযুক্ত হইত, কিন্তু তাহা ত হয় নাই, অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ নহেন।

(৬) **সিদ্ধান্তপক্ষ**—বিরুদ্ধ হয় না—ইহাই সিদ্ধান্তপক্ষ।

অর্থাৎ এখানে প্রতিবন্দীদ্বারা উত্তর বলিতেছেন—

পরমাণুগতা ন পরিমণ্ডলতা দ্ব্যণুকে করোতি পরিমণ্ডলতাম্।
দ্ব্যণুকাণুগতা চ মহতি ত্র্যণুকে জনয়েন্ন তদণুতামপরাম্॥

অর্থাৎ পরমাণুগত পারিমাণ্ডল্য দ্ব্যণুকে অপর পারিমাণ্ডল্যের সৃষ্টি করে না, এবং দ্ব্যণুকে অনুগত অণুত্ব, মহত্ত্বযুক্ত ত্র্যণুকে অপর অণুত্বকে সৃষ্টি করে না। অতএব বৈশেষিকের উক্ত নিয়মে ব্যভিচার হইল। পরিমণ্ডল পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হইলেও তাহাতে যেমন পারিমাণ্ডল্য হয় না, সেইরূপ চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ।১২

ইদানীং পরমাণুকারণবাদং নিরাকরোতি। স চ বাদ ইত্থং সমুত্তিষ্ঠতে—পটাদীনি হি লোকে সাবয়বানি দ্রব্যাণি স্বানুগতৈরেব সংযোগসচিবৈঃ তন্ত্বাদিভিঃ দ্রব্যৈঃ আরভ্যমাণানি দৃষ্টানি। তৎসামান্যেন যাবৎ কিঞ্চিৎ সাবয়বং তৎ সর্ব্বং স্বানুগতৈরেব সংযোগসচিবৈঃ তৈস্তৈঃ দ্রব্যৈঃ আরব্ধম্ ইতি গম্যতে। স চ অয়ম্ অবয়বাবয়বিবিভাগঃ যতো নিবর্ত্ততে সঃ অপকর্ষপর্য্যন্তগতঃ পরমাণুঃ। সর্ব্বং চ ইদং জগৎ গিরিসমুদ্রাদিকং

---

* এখানে "ন কর্ম্ম" এবং "অভাব" এই তিনটী প্রথমান্ত পদ থাকায় এখানে অধিকরণ আরম্ভ হইল বুঝিতে হইবে। আর এখানে এই পদের সমস্ত অধিকরণে যেমন নিষেধবাচক শব্দ আছে, সেই রীতি অনুসারে নিষেধবাচক শব্দ "ন"-কার এবং "অভাব" পদ থাকায় পূর্ব্বাধিকরণের অঙ্গ হইতে পারিল না। কিন্তু পৃথক্ অধিকরণই হইল। তদ্রূপ পূর্ব্বসূত্রে নিষেধবাচক শব্দ না থাকায় তাহা খণ্ডনসূচক অধিকরণও হইতে পারে নাই। এক ভাস্করভাষ্য ভিন্ন সকলেই এই সূত্রকে পূর্ব্বাধিকরণের অঙ্গ করিয়াছেন। তাহা কিন্তু অসঙ্গত। এই অধিকরণে সূত্রারম্ভক শব্দদ্বারা অধিকরণের নাম করা হয় নাই—ইহাও একটী লক্ষ্য করিবার বিষয়।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ।১২]

শাঙ্করভাষ্যম্।

সাবয়বং সাবয়বত্বাচ্চ আদ্যন্তবৎ। ন চ অকারণেন কার্য্যেণ ভবিতব্যম্ ইত্যতঃ পরমাণবঃ জগতঃ কারণমিতি কণভুগভিপ্রায়ঃ। তানি ইমানি চত্বারি ভূতানি ভূম্যুদকতেজঃ-পবনাখ্যানি সাবয়বানি উপলভ্য চতুর্ব্বিধাঃ পরমাণবঃ পরিকল্প্যন্তে। তেষাং চ অপকর্ষ-পর্য্যন্তগতত্বেন পরতঃ বিভাগাসম্ভবাৎ বিনশ্যতাং পৃথিব্যাদীনাং পরমাণুপর্য্যন্তঃ বিভাগঃ ভবতি, স প্রলয়কালঃ। ততঃ স্বর্গকালে চ বায়বীয়েষু অণুষু অদৃষ্টাপেক্ষং কর্ম্ম উৎপদ্যতে, তৎ কর্ম্ম স্বাশ্রয়ম্ অণুম্ অণ্বন্তরেণ সংযুনক্তি। ততঃ দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ বায়ুঃ উৎপদ্যতে। এবম্ অগ্নিঃ এবম্ আপঃ এবং পৃথিবী। এবমেব শরীরং সেন্দ্রিয়ম্ ইতি। এবং সর্ব্বম্ ইদং জগৎ অণুভ্যঃ সম্ভবতি। অণুগতেভ্যশ্চ রূপাদিভ্যঃ দ্ব্যণুকাদিগতানি রূপাদীনি সম্ভবন্তি, তন্তুপটন্যায়েন ইতি কাণাদা মন্যন্তে।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—পরমাণুসকলের সংযোগজনক কর্ম্ম স্বীকার করিলে অথবা না করিলে **উভয়থাপি** অর্থাৎ এই উভয় প্রকারেই **ন কর্ম্ম** অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে পারে না। **অতঃ** অর্থাৎ অতএব **তদভাবঃ** অর্থাৎ তাহার অর্থাৎ সৃষ্টির অভাব অর্থাৎ সৃষ্টি হইতে পারে না, ইহা একপ্রকার ব্যাখ্যা।

অথবা সেই কর্ম্মের নিমিত্ত যদি অদৃষ্ট স্বীকার কর, তাহা হইলে তাহা যদি অচেতন আত্মসমবায়ি হয় অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে অচেতন আত্মায় থাকে, অথবা পরমাণুতে থাকে, **উভয়থাপি** অর্থাৎ উভয়প্রকারেই অচেতন অদৃষ্টের স্বতঃপ্রবৃত্তি হইতে পারে না। এইজন্য **ন কর্ম্ম** অর্থাৎ কর্ম্মও হইতে পারে না। অতএব **তদভাবঃ** অর্থাৎ সৃষ্টির অভাব হয়, ইহা দ্বিতীয়প্রকার ব্যাখ্যা।

আর একপ্রকার ব্যাখ্যা যথা—সৃষ্টিকালে পরমাণুসংযোগের জন্য এবং প্রলয়কালে পরমাণুসকলের বিভাগের জন্য **উভয়থাপি** অর্থাৎ এই উভয় প্রকারেই পরমাণুসকলের **ন কর্ম্ম** অর্থাৎ কর্ম্ম হইতে পারে না। অতএব হেতু না থাকায় সংযোগ ও বিভাগ হইতে পারে না, **অতঃ তদভাবঃ** অর্থাৎ সেইজন্য সৃষ্টি ও প্রলয় হইতে পারে না—ইহা তৃতীয়প্রকার ব্যাখ্যা।

ভাষ্যার্থ—সম্প্রতি ভগবান্ সূত্রকার পরমাণুকারণবাদ নিরাস করিতেছেন। সেই বাদ এই প্রকারে উত্থিত হয়, যথা—জগতে বস্ত্রপ্রভৃতি সাবয়ব দ্রব্যসকল স্বানুগত অর্থাৎ নিজের সহিত সমবায়সম্বন্ধযুক্ত সংযোগ সহকৃত তন্তুপ্রভৃতি বস্তুদ্বারা আরব্ধ অর্থাৎ উৎপন্ন হয়, দেখা যায়। তৎসামান্য অর্থাৎ তাহার সমান বলিয়া যত কিছু সাবয়ব বস্তু আছে, সেই সমস্তই স্বানুগত অর্থাৎ নিজের সহিত সমবায় সম্বন্ধযুক্ত সংযোগ সহকৃত সেই সেই দ্রব্যের দ্বারা আরব্ধ অর্থাৎ উৎপন্ন হয়, ইহা বুঝা যাইতেছে, এবং সেই অবয়ব ও অবয়বীর বিভাগ যেখানে নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ যেখানে ঐ বিভাগ হয় না, অপকর্ষ পর্য্যন্তগত অর্থাৎ সূক্ষ্মের চরমসীমায় উপনীত সেই বস্তুই পরমাণু, এবং গিরি সমুদ্রপ্রভৃতি এই সমস্ত জগৎ সাবয়ব, এবং সাবয়ব বলিয়া আদি ও অন্তযুক্ত, এবং কার্য্য কখনও কারণব্যতীত হইতে পারে না, এইজন্য পরমাণুসকল জগতের কারণ—ইহাই মহর্ষি কণাদের অভিপ্রায়।

সেই এই পৃথিবী জল তেজঃ ও বায়ু নামক চারিটী ভূতকে সাবয়ব দেখিয়া চারিপ্রকার পরমাণু পরিকল্পনা করা হয়। সেই পরমাণুসকল অপকর্ষপর্য্যন্তগত বলিয়া অর্থাৎ সূক্ষ্মের চরম সীমায় গিয়াছে বলিয়া তাহার পরে বিভাগ হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া বিনাশশীল পৃথিবী প্রভৃতির পরমাণুপর্য্যন্ত বিভাগ হয়, তাহাই প্রলয়কাল, এবং তাহার পর সৃষ্টিকালে বায়বীয় পরমাণুতে অদৃষ্টবশতঃ কর্ম্ম উৎপন্ন হয়। সেই কর্ম্ম নিজের আশ্রয় পরমাণুকে অন্যপরমাণুর সহিত সংযোগ করিয়া দেয়, তাহার পর দ্ব্যণুকাদিক্রমে বায়ু উৎপন্ন হয়। এইরূপে অগ্নি, এইরূপে জল, এবং এইরূপে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এইরূপেই ইন্দ্রিয়ের সহিত শরীর উৎপন্ন হয়। এইরূপে এই সমস্ত জগৎই পরমাণু হইতে উৎপন্ন হয়, এবং তন্তুপটন্যায় অনুসারে পরমাণুস্থিত রূপাদি গুণ হইতে দ্ব্যণুকাদিস্থিত রূপাদি গুণ উৎপন্ন হয়—ইহা কণাদসম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতগণ মনে করেন।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ।১২]

ভামতী।

পরমাণূনাম্ আদ্যস্য কর্ম্মণঃ কারণাভ্যুপগমে অনভ্যুপগমে বা ন কর্ম্ম, অতঃ তদভাবঃ, তস্য দ্ব্যণুকাদিক্রমেণ সর্গস্য অভাবঃ। অথবা যদি অণুসমবায়ি অদৃষ্টম্, অথবা ক্ষেত্রজ্ঞসমবায়ি, উভয়থাপি তস্য অচেতনস্য চেতনানধিষ্ঠিতস্য অপ্রবৃত্তেঃ কর্ম্মাভাবঃ, অতঃ তদভাবঃ সর্গাভাবঃ। নিমিত্তকারণতামাত্রেণ তু ঈশ্বরস্য অধিষ্ঠাতৃত্বম্ উপরিষ্টাৎ নিরাকরিষ্যতে। অথবা সংযোগোৎপত্ত্যর্থং বিভাগোৎপত্ত্যর্থম্ উভয়থাপি ন কর্ম্ম, অতঃ সর্গহেতোঃ সংযোগস্য অভাবাৎ প্রলয়হেতোঃ বিভাগস্য অভাবাৎ তদভাবঃ। তয়োঃ সর্গপ্রলয়য়োঃ অভাবঃ ইত্যর্থঃ। তদেতৎ সূত্রং তাৎপর্য্যতঃ ব্যাচষ্টে—"ইদানীং পরমাণুকারণবাদম্"ইতি। নিরাকার্য্যস্বরূপম্ উপপত্তিসহিতম্ আহ—"স চ বাদ" ইতি। স্বানুগতৈঃ—স্বসম্বন্ধৈঃ। সম্বন্ধশ্চ আধার্য্যাধারভাব * ইহ প্রত্যয়হেতুঃ সমবায়ঃ। পঞ্চমভূতস্য অনবয়বত্বাৎ "তানি ইমানি চত্বারি ভূতানি" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অস্য প্রাসঙ্গিকেন অনন্তরাধিকরণেন ন সঙ্গতিঃ, ইতি ব্যবহিতেন উচ্যতে। প্রধানং চেতনানধিষ্ঠিতত্বাৎ ন কারণং চেৎ, তর্হি অণবঃ তদধিষ্ঠিতা ভবন্তু কারণম্ ইতি সুখবোধায় সূত্রম্ আদৌ ত্রেধা যোজয়তি—"পরমাণূনাম্" ইত্যাদিনা। অনববোধরূপঃ আত্মা অদৃষ্টাশ্রয় ইতি বদতাম্ অণবঃ কিং ন স্যুঃ ইতি "অণুসমবায়ি" ইত্যুক্তম্। নমু কর্ম্মণঃ চেতনানধিষ্ঠিতত্বম্ অসিদ্ধম্ ঈশ্বরাধিষ্ঠিতত্বাৎ অত আহ—"নিমিত্তে"তি। "উপরিষ্টাৎ" ইতি। পত্যুঃ (ব্রঃ ২।২।৩৭) ইত্যত্র ইত্যর্থঃ। ভাষ্যে স্বানুগতৈঃ ইতি ন জাত্যেরিব ব্যক্তীনাম্ অনুগতত্বম্ উচ্যতে ইত্যাহ—"স্বসম্বন্ধৈঃ" ইতি। সম্বন্ধোঽপি ন সংযোগ ইত্যাহ—"সম্বন্ধশ্চ" ইতি। আধারী ইতি ইন্প্রত্যয়ঃ নিত্যযোগে। অতশ্চ অযুতসিদ্ধিসিদ্ধেঃ ন কুণ্ডবদরসংযোগে অতিব্যাপ্তিঃ। সমবায়ে প্রমাণম্ আহ—"ইহ" ইতি। ইহ প্রত্যয়কার্য্যাগম্য ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

পরমাণুসকলের আদ্যকর্ম্মের কোন কারণ স্বীকার করিলে, অথবা না করিলে, কর্ম্ম হয় না। অতএব তাহার অভাব অর্থাৎ দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্টির অভাব অর্থাৎ সৃষ্টি হইতে পারে না। অথবা অদৃষ্ট যদি অণুসমবায়ি অর্থাৎ পরমাণুতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, অথবা ক্ষেত্রজ্ঞসমবায়ি অর্থাৎ জীবসমবায়ি অর্থাৎ জীবে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, এই উভয় প্রকারেই চেতনকর্ত্তৃক অনধিষ্ঠিত অর্থাৎ অপ্রেরিত অচেতন অদৃষ্টের প্রবৃত্তি হয় না বলিয়া কর্ম্ম হয় না, অতএব তাহার অভাব অর্থাৎ সৃষ্টির অভাব অর্থাৎ সৃষ্টি হইতে পারে না। এবং কেবল নিমিত্তকারণভাবশতঃ ঈশ্বর অধিষ্ঠাতা হন, এই মতকে পরগ্রন্থে (পশুপত্যধিকরণে) নিরাস করিব। অথবা সংযোগোৎপত্তির জন্য বিভাগোৎপত্তির জন্য এই উভয় প্রকারেই কর্ম্ম হইতে পারে না, অতএব সৃষ্টির হেতু সংযোগ না হওয়ায়, এবং প্রলয়ের হেতু বিভাগ না হওয়ায় সৃষ্টি ও প্রলয়ের অভাব অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয় হইতে পারে না। এই সূত্রটীকে তাৎপর্য্যতঃ অর্থাৎ সূত্রের তাৎপর্য্যনির্ণয়সহকারে **ইদানীং পরমাণুকারণবাদম্** এই গ্রন্থদ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন।

স চ বাদঃ এই গ্রন্থদ্বারা উপপত্তির সহিত অর্থাৎ যুক্তির সহিত নিরাকার্য্য অর্থাৎ যাহার নিরাকরণ করা হইবে, তাহার স্বরূপ বলিতেছেন। স্বানুগত শব্দের অর্থ—স্বসম্বন্ধ অর্থাৎ স্বশব্দের অর্থ পটাদি সাবয়বদ্রব্য তাহাদের সহিত সমবায়সম্বন্ধবিশিষ্ট যে তন্তুপ্রভৃতিদ্রব্য তাহাই স্বসম্বন্ধ। ইহপ্রত্যয় অর্থাৎ দ্রব্যে গুণ, কপালে ঘট ইত্যাদি যে প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞান হয়, তাহার কারণ যে আধারাধেয়ভাবসম্বন্ধ অর্থাৎ সমবায় তাহাই এস্থলে সম্বন্ধ। পঞ্চমভূত অর্থাৎ আকাশ নিরবয়ব বলিয়া **তানি ইমানি চত্বারি ভূতানি** এই গ্রন্থ বলিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

তত্র ইদম্ অভিধীয়তে—বিভাগাবস্থানাং তাবৎ অণূনাং সংযোগঃ কর্ম্মাপেক্ষঃ অভ্যুপগন্তব্যঃ, কর্ম্মবতাং তন্ত্বাদীনাং সংযোগদর্শনাৎ। কর্ম্মণশ্চ কার্য্যত্বাৎ নিমিত্তং কিমপি অভ্যুপগন্তব্যম্। অনভ্যুপগমে নিমিত্তাভাবাৎ ন অণুষু আদ্যং কর্ম্ম স্যাৎ। অভ্যুপগমেঽপি যদি প্রযত্নঃ অভিঘাতাদির্বা যথাদৃষ্টং কিমপি কর্ম্মণো নিমিত্তম্ অভ্যুপগম্যেত, তস্য অসম্ভবাৎ নৈব অণুষু আদ্যং কর্ম্ম স্যাৎ। ন হি তস্যাম্ অবস্থায়াম্ আত্মগুণঃ প্রযত্নঃ সম্ভবতি শরীরাভাবাৎ। শরীরপ্রতিষ্ঠে হি মনসি আত্মনঃ সংযোগে সতি আত্মগুণঃ প্রযত্নঃ জায়তে।

* পাঠান্তর—ভূত।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ।১২]

শাঙ্করভাষ্যম্।

এতেন অভিঘাতাদি অপি দৃষ্টং নিমিত্তং প্রত্যাখ্যাতব্যম্। সর্গোত্তরকালং হি তৎ সর্ব্বং ন আদ্যস্য কর্ম্মণঃ নিমিত্তং সম্ভবতি।

অথ অদৃষ্টম্ আদ্যস্য কর্ম্মণঃ নিমিত্তম্ ইতি উচ্যেত। তৎ পুনঃ আত্মসমবায়ি বা স্যাৎ অণুসমবায়ি বা। উভয়থাপি ন অদৃষ্টনিমিত্তম্ অণুষু কর্ম্ম অবকল্পেত, অদৃষ্টস্য অচেতনত্বাৎ। ন হি অচেতনং চেতনেন অনধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং প্রবর্ত্ততে প্রবর্ত্তয়তি বা ইতি সাংখ্যপ্রক্রিয়ায়াম্ অভিহিতম্। আত্মনশ্চ অনুৎপন্নচৈতন্যস্য তস্যাম্ অবস্থায়াম্ অচেতনত্বাৎ। আত্মসমবায়িত্বাভ্যুপগমাচ্চ ন অদৃষ্টং অণুষু কর্ম্মণঃ নিমিত্তং স্যাৎ, অসম্বন্ধাৎ। অদৃষ্টবতা পুরুষেণ অস্তি অণূনাং সম্বন্ধ ইতি চেৎ? সম্বন্ধসাতত্যাৎ প্রবৃত্তিসাতত্যপ্রসঙ্গঃ নিয়ামকান্তরাভাবাৎ। তদেবং নিয়তস্য কস্যচিৎ কর্ম্মনিমিত্তস্য অভাবাৎ ন অণুষু আদ্যং কর্ম্ম স্যাৎ। কর্ম্মাভাবাৎ তন্নিবন্ধনঃ সংযোগঃ ন স্যাৎ। সংযোগাভাবাচ্চ তন্নিবন্ধনং দ্ব্যণুকাদি কার্য্যজাতং ন স্যাৎ। সংযোগশ্চ অণোঃ অণ্বন্তরেণ সর্ব্বাত্মনা বা স্যাৎ একদেশেন বা? সর্ব্বাত্মনা চেৎ, উপচয়ানুপপত্তেঃ অণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গঃ, দৃষ্টবিপর্য্যয়প্রসঙ্গশ্চ, প্রদেশবতঃ দ্রব্যস্য প্রদেশবতা দ্রব্যান্তরেণ সংযোগস্য দৃষ্টত্বাৎ। একদেশেন চেৎ সাবয়বত্বপ্রসঙ্গঃ। পরমাণূনাং কল্পিতাঃ প্রদেশাঃ স্যুঃ ইতি চেৎ? কল্পিতানাম্ অবস্তুত্বাৎ অবস্তু এব সংযোগ ইতি বস্তুনঃ কার্য্যস্য অসমবায়িকারণং ন স্যাৎ। অসতি চ অসমবায়িকারণে দ্ব্যণুকাদিকার্য্যদ্রব্যং ন উৎপদ্যেত।

ভাষ্যানুবাদ।

তত্র অর্থাৎ পরমাণুবাদ বিষয়ে এই সূত্র বলা হইতেছে—প্রলয়কালে বিভক্ত অবস্থায় স্থিত পরমাণু সকলের যে সংযোগ হয়, তাহা কর্ম্মবশতঃ, ইহা আপনাকে স্বীকার করিতে হইবে; কারণ, কর্ম্মবিশিষ্ট তন্তুপ্রভৃতির সংযোগ হয়, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এবং কর্ম্মপদার্থ কার্য্য অর্থাৎ জন্য বস্তু বলিয়া তাহার কোনও নিমিত্ত স্বীকার করিতে হইবে, স্বীকার না করিলে নিমিত্ত অর্থাৎ হেতু না থাকায় অণু সকলে প্রাথমিক কর্ম্ম হইবে না। এবং যদি স্বীকার করেন, তাহা হইলে যথাদৃষ্ট অর্থাৎ যেরূপ কারণ দেখা যায়, সেইরূপ প্রযত্ন অথবা অভিঘাতাদি কোন একটিকে কর্ম্মের নিমিত্ত বলিয়া যদি স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহার সম্ভব না থাকায় পরমাণুসকলে প্রাথমিক কর্ম্ম হইতেই পারে না। কারণ, সেই অবস্থায় অর্থাৎ প্রলয়কালে আত্মগুণ প্রযত্ন হওয়া সম্ভব নহে; কারণ, শরীর নাই, যেহেতু শরীরস্থিত মনে আত্মার সংযোগ হইলে আত্মগুণ প্রযত্ন জন্মে। ইহার দ্বারা অভিঘাতাদি দৃষ্টনিমিত্তও প্রত্যাখ্যান করিবে। কারণ, সৃষ্টির পরকালে সে সকল হইয়া থাকে বলিয়া তাহারা আদ্য কর্ম্মের নিমিত্ত হইতে পারে না।

আর যদি অদৃষ্ট প্রাথমিক কর্ম্মের নিমিত্ত ইহা বল, তাহা হইলে তাহা আত্মসমবায়ি হইবে? অথবা পরমাণুসমবায়ি হইবে? উভয়প্রকারেই অদৃষ্টবশতঃ পরমাণুতে কর্ম্ম হয়, ইহা কল্পনা করা যায় না। কারণ, অদৃষ্ট অচেতন। অচেতন চেতনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রেরিত না হইয়া স্বাধীনভাবে প্রবৃত্ত হয় না, এবং (অন্যকেও) প্রবৃত্ত করে না, ইহা সাংখ্যপ্রক্রিয়ায় বলিয়াছি। এবং অনুৎপন্নচৈতন্য অর্থাৎ যাহার চৈতন্য উৎপন্ন হয় নাই এইরূপ আত্মা অর্থাৎ জীব সে অবস্থায় অর্থাৎ প্রলয়কালে অচেতন থাকে, এবং অদৃষ্টকে আত্মসমবায়ি বলিয়া স্বীকার করায় অদৃষ্ট পরমাণুতে কর্ম্মের নিমিত্ত হইতে পারে না; কারণ, তাহাতে তাহার সম্বন্ধ নাই। যদি বল অদৃষ্টবান্ পুরুষের সহিত অণুসকলের সম্বন্ধ আছে, তাহা হইলে সর্ব্বদা সম্বন্ধ থাকায় সর্ব্বদাই প্রবৃত্তি হইয়া পড়ে, কারণ, তাহার অন্য কেহ নিয়ামক নাই। অতএব এইরূপে পরমাণুকর্ম্মের কোন নিয়মিত নিমিত্ত না থাকায় পরমাণুতে প্রাথমিক কর্ম্ম হইবে না, কর্ম্ম না হওয়ায় কর্ম্ম নিবন্ধন অর্থাৎ কর্ম্মবশতঃ যে সংযোগ হয়, তাহাও হইবে না। এবং সংযোগ না হওয়ায় তন্নিবন্ধন অর্থাৎ সংযোগবশতঃ হয় যে দ্ব্যণুকাদি কার্য্যসমূহ, তাহাও হইবে না। আর অন্য পরমাণুর সহিত পরমাণুর যে সংযোগ হয়, তাহা সমস্তাংশের সহিত

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ।১২]

ভাষ্যানুবাদ।

হয়, অথবা এক অংশের সহিত হয়। যদি বল সমস্তাংশের সহিত হয়, তাহা হইলে উপচয় অর্থাৎ বড় না হওয়ায় পরমাণুমাত্রই হইবে, এবং দৃষ্টবিপর্য্যয় অর্থাৎ লোকে যাহা দেখা যায়, তাহার বিপরীতও হইয়া পড়িবে, কারণ, দেখা যায়, প্রদেশ অর্থাৎ অবয়ববিশিষ্ট দ্রব্যের সহিত অবয়ববিশিষ্ট দ্রব্যের সংযোগ হয়। আর যদি বল পরমাণুর একদেশের সহিত অন্য পরমাণুর একদেশের সংযোগ হয়, তাহা হইলে পরমাণু সাবয়ব হইয়া পড়িবে। যদি বল পরমাণুর প্রদেশ কল্পিত হইবে, তাহা হইলে কল্পিত প্রদেশসকল অবস্তু অর্থাৎ তুচ্ছ হওয়ায় সংযোগও অবস্তুই হইবে, অতএব বস্তু অর্থাৎ সত্য কার্য্যের অসমবায়িকারণ হইবে না। এবং অসমবায়িকারণ না থাকিলে দ্ব্যণুকাদি কার্য্যদ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে না।

ভামতী।

"তত্র" পরমাণুকারণবাদে ইদম্ অভিধীয়তে সূত্রম্। তত্র প্রথমাং ব্যাখ্যাম্ আহ—"কর্ম্মবতাম্" ইতি। অভিঘাতাদি—ইত্যাদিগ্রহণেন নোদনসংস্কারগুরুত্বদ্রবত্বানি গৃহ্যন্তে। নোদনসংস্কারৌ অভিঘাতেন সমানযোগক্ষেমৌ, গুরুত্বদ্রবত্বে চ পরমাণুগতে সদাতনে ইতি কর্ম্মসাতত্যপ্রসঙ্গঃ। দ্বিতীয়ং ব্যাখ্যানম্ আশঙ্কাপূর্ব্বম্ আহ—"অথ অদৃষ্টং" ধর্ম্মাধর্ম্মৌ। "আত্মস্থ কর্ম্মণ" ইতি। "আত্মনশ্চ" ক্ষেত্রজ্ঞস্য "অনুৎপন্নচৈতনস্য" ইতি। "অদৃষ্টবতা পুরুষেণ" ইতি। "সংযুক্তসমবায়সম্বন্ধ" ইত্যর্থঃ। "সম্বন্ধস্য সাতত্যাৎ" ইতি। যদ্যপি পরমাণুক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগঃ পরমাণুকর্ম্মজঃ তথাপি তৎপ্রবাহস্য সাতত্যম্ ইতি ভাবঃ। সর্ব্বাত্মনা চেৎ, উপচয়াভাবঃ। একদেশেন হি সংযোগে যৌ অণ্বোঃ একদেশৌ নিরন্তরৌ তাভ্যাম্ অন্যে একদেশাঃ সংযোগেন অব্যাপ্তা ইতি প্রথিমা উপপদ্যতে। সর্ব্বাত্মনা তু নৈরন্তর্য্যে পরমাণৌ একস্মিন্ পরমাণ্বন্তরাণি অপি সংমান্তি ইতি ন প্রথিমা স্যাৎ ইত্যর্থঃ। শঙ্কতে—যদ্যপি নিষ্প্রদেশাঃ পরমাণবঃ, তথাপি সংযোগঃ তয়োঃ অব্যাপ্যবৃত্তিঃ এবংস্বভাবত্বাৎ। কা এষা বাচোযুক্তিঃ নিষ্প্রদেশং সংযোগঃ ন ব্যাপ্নোতি ইতি। এষা এব বাচোযুক্তিঃ যৎ যথা প্রতীয়তে তৎ তথা অভ্যুপেয়তে ইতি। তাম্ ইমাং শঙ্কাং সুদ্ধারাম্ আহ—"পরমাণূনাং কল্পিতা" ইতি। ন হি অস্তি সম্ভবঃ নিরবয়বঃ একঃ তদেব তেনৈব সংযুক্তশ্চ অসংযুক্তশ্চ ইতি। ভাবাভাবয়োঃ একস্মিন্ অদ্বয়ে বিরোধাৎ। অবিরোধে বা ন কচিদপি বিরোধঃ অবকাশম্ আসাদয়েৎ। প্রতীতিস্তু প্রদেশকল্পনয়াপি কল্প্যতে। তৎ ইদম্ উক্তম্—"কল্পিতাঃ প্রদেশা" ইতি। তথাচ সুদ্ধারা ইয়ম্ ইতি তাম্ উদ্ধরতি—"কল্পিতানাম্ অবস্তুত্বাৎ" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"সংস্কারঃ" বেগাদিঃ। "অভিঘাতঃ" ক্রিয়াবিশিষ্টদ্রব্যস্য দ্রব্যান্তরেণ সংযোগবিশেষঃ। যথা উদ্যমিতনিপাতিতমুষলস্য উলূখলেন। নোদনং তু সংযুক্তস্য স এব সংযোগঃ প্রযত্নবিশেষাপেক্ষঃ, যথা সংনদ্ধকরশরসংযোগঃ ক্ষেপানুকূলপ্রযত্নাপেক্ষঃ। নিমিত্তাপেক্ষত্বেন সমানযোগক্ষেমৌ নোদনসংস্কারৌ ইত্যর্থঃ। তদাপি ঈশ্বরস্য চৈতন্যম্ অস্তি ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"ক্ষেত্রজ্ঞস্য" ইতি। "শঙ্কতে" ইতি। পরমাণূনাং কল্পিতা ইতি বক্ষ্যমাণপ্রতীকগ্রহণেন অস্য অনুষঙ্গঃ। ননু পরৈঃ কল্পিতাঃ প্রদেশা ন ইষ্যন্তে কিন্তু পরামাণৌ সংযোগস্য বৃত্ত্যবৃত্তী ইতি আশঙ্ক্য বৃত্ত্যবৃত্তিপক্ষে ব্যাঘাতাৎ নিরস্তে, গত্যভাবাৎ বৈশেষিকঃ যদি পরমাণৌ সংযোগস্য অব্যাপ্যবৃত্তয়ে কল্পিতং প্রদেশং মন্যেত, স ভাষ্যে আশঙ্ক্য নিরস্যতে ইতি বক্তুম্ বৃত্ত্যবৃত্তিপক্ষং তাবৎ আহ—"যদ্যপি" ইতি। ব্যাখ্যাতম্ আহ সিদ্ধান্তী—"কা এষা" ইতি। পরিহরতি বৈশেষিকঃ "এষা" ইতি। ঘটাদিষু হি সংযোগস্য বৃত্ত্যবৃত্তী দৃশ্যেতে, যদি তত্রাপি অবয়ববিভাগেন, তর্হি যাবৎ পরমাণু তথাত্বে পরমাণোশ্চ নিরংশত্বে সংযোগঃ এব ন স্যাৎ ইতি বৃত্ত্যবৃত্তী এব তস্য অব্যাপ্যবৃত্তিতা ইত্যর্থঃ। "সুদ্ধারাম্" সুপরিহারাম্ আপাদ্য ইত্যর্থঃ। শঙ্কায়াঃ সুদ্ধারত্বসিদ্ধ্যর্থং বৃত্ত্যবৃত্তিপক্ষং দূষয়তি "ন হি অস্তি" ইতি। যদি ভাবাভাবয়োঃ একত্র অবিরোধঃ, তর্হি ন কচিৎ অপি ভেদঃ অবকাশম্ আসাদয়েৎ, স হি বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসরূপঃ, বিরোধায় চ ত্বয়া জলাঞ্জলিঃ দত্তঃ ইত্যর্থঃ। প্রদেশকল্পনয়াপি কল্প্যা ইতি পরেণাপি অঙ্গীকার্য্যম্ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

তত্র অর্থাৎ পরমাণুকারণবাদবিষয়ে এই সূত্র বলা হইতেছে। কর্ম্মবতাং ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা প্রথম ব্যাখ্যা বলিতেছেন। অভিঘাতাদি এই আদি শব্দ গ্রহণ দ্বারা নোদন সংস্কার গুরুত্ব ও দ্রবত্ব গ্রহণ করা হয়। নোদন ও সংস্কার অভিঘাতের সহিত 'সমানযোগক্ষেম' অর্থাৎ ইহারা সৃষ্টির পরকালে হয় বলিয়া তুল্যধর্ম্মা।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ।১২]

ভামতীর অনুবাদ।

এবং পরমাণুগত গুরুত্ব ও দ্রবত্ব সনাতন অর্থাৎ নিত্য, অতএব কর্ম্ম সাতত্যপ্রসঙ্গ অর্থাৎ সর্ব্বদাই কর্ম্ম হইতে থাকুক অর্থাৎ তাহা হইলে আর প্রলয় হইতে পারে না। **যথাদৃষ্টং** এই গ্রন্থদ্বারা আশঙ্কাপূর্ব্বক দ্বিতীয় ব্যাখ্যা বলিতেছেন। অদৃষ্টশব্দের অর্থ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, **অনুৎপন্নচৈতন্য আত্মাশব্দের** অর্থ ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীব। **অদৃষ্টবতাপুরুষেণ** এই গ্রন্থে অণুর সহিত অদৃষ্টের যে সম্বন্ধ তাহা সংযুক্তসমবায়। **সম্বন্ধসাতত্যাৎ** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—যদিও পরমাণু ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ পরমাণুকর্ম্মজন্য তাহা হইলেও তাহার প্রবাহ সতত হয়। সমস্তের সহিত যদি সংযোগ হয়, তাহা হইলে উপচয় হয় না, ইহার তাৎপর্য্য এই যে একদেশের সহিত সংযোগ হইলে পরমাণুদ্বয়ের যে অবয়ব দুইটি নিরন্তর অর্থাৎ মিলিত হইয়াছে, সেই দুইটি ভিন্ন অন্য অবয়বসকল সংযোগের দ্বারা ব্যাপ্ত নহে। অতএব প্রথিমা অর্থাৎ স্থূলতা হইতে পারে। কিন্তু সমস্তটার সহিতই যদি মিলিত হইত তাহা হইলে এক পরমাণুতে অন্য পরমাণুসকলও অন্তর্ভূত হইয়া যাইত অতএব প্রথিমা অর্থাৎ স্থূলতা হইত না। **পরমাণূনাং কল্পিতা** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন, যদিও পরমাণুসকল নিষ্প্রদেশ অর্থাৎ অবয়বশূন্য, তাহা হইলেও তাহাদের সংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি, কারণ, সংযোগের স্বভাবই এইরূপ। (প্রশ্ন) একি যুক্তি যে নিরবয়ববস্তুকে সংযোগ ব্যাপিয়া থাকে না। (উত্তর) ইহাই যুক্তি যে, যে বস্তু যেমন ভাবে অনুভূত হয়, তাহা সেইরূপই স্বীকার করা হয়। **পরমাণূনাং কল্পিতা।** এই গ্রন্থের দ্বারা সুদ্ধার অর্থাৎ অনায়াসে পরিহারের যোগ্য সেই এই আশঙ্কাকে বলিতেছেন। ইহা সম্ভব নহে যে, নিরবয়ব একটি বস্তুই একই সময়ে একই বস্তুদ্বারা সংযুক্তও হয়, অসংযুক্তও হয়। কারণ, অদ্বিতীয় একমাত্র বস্তুতে ভাব ও অভাব বিরুদ্ধ হয়। আর যদি বিরোধ না হয়, তাহা হইলে কুত্রাপি বিরোধ অবকাশ পাইবে না, অর্থাৎ জগৎ হইতে বিরোধ বস্তুটির উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। কিন্তু অব্যাপ্যবৃত্তিত্বপ্রতীতি পরমাণুর প্রদেশ কল্পনা করিয়া তাহার দ্বারাও কল্পনা করা যায়। সেইজন্য **কল্পিতাপ্রদেশা** এই গ্রন্থ বলিয়াছেন। এবং তাহা হইলে এই আশঙ্কা সুদ্ধার অর্থাৎ অনায়াসে পরিহারের যোগ্য, অতএব **কল্পিতানাম্ অবস্তুত্বাৎ** এই গ্রন্থদ্বারা তাহাকে পরিহার করিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

যথা চ আদিসর্গে নিমিত্তাভাবাৎ সংযোগোৎপত্ত্যর্থং কর্ম্ম ন অণূনাং সম্ভবতি, এবং মহাপ্রলয়েঽপি বিভাগোৎপত্ত্যর্থং কর্ম্ম নৈব অণূনাং সম্ভবেৎ। ন হি তত্রাপি কিঞ্চিৎ নিয়তং তন্নিমিত্তং দৃষ্টম্ অস্তি। অদৃষ্টম্ অপি ভোগসিদ্ধ্যর্থং ন প্রলয়প্রসিদ্ধ্যর্থম্ ইত্যতঃ নিমিত্তাভাবাৎ ন স্যাৎ অণূনাং সংযোগোৎপত্ত্যর্থং বিভাগোৎপত্ত্যর্থং বা কর্ম্ম। অতশ্চ সংযোগবিভাগাভাবাৎ তদায়ত্তয়োঃ সংযোগপ্রলয়োঃ অভাবঃ প্রসজ্যেত। তস্মাৎ অনুপপন্নোঽয়ং পরমাণুকারণবাদঃ।১২

ভাষ্যানুবাদ।

যেমন সৃষ্টির প্রথমে কোন হেতু না থাকায় সংযোগ উৎপত্তির জন্য পরমাণুসকলের কর্ম্ম হওয়া সম্ভব হয় না, এইরূপ মহাপ্রলয়েও বিভাগ উৎপত্তির জন্য পরমাণুসকলের কর্ম্ম হওয়াও সম্ভব হইবে না। কারণ, তাহাতেও অর্থাৎ মহাপ্রলয়েও নিয়মিত কোন বিভাগের নিমিত্ত দেখা যায় না। অদৃষ্টও ভোগসিদ্ধির জন্য, প্রলয় হওয়ার জন্য নহে, অতএব নিমিত্ত না থাকায় অণুসকলের সংযোগ উৎপত্তির জন্য অথবা বিভাগ উৎপত্তির জন্য কর্ম্ম হইবে না। এইজন্য সংযোগ ও বিভাগ না হওয়ায় তাহাদের অধীন সৃষ্টি ও প্রলয়ের অভাব হইয়া পড়িবে। সেইজন্য এই পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত।১২

ভামতী।

তৃতীয়াং ব্যাখ্যাম্ আহ—"যথা চ আদিসর্গে" ইতি। নন্বু অভিঘাতাদয়ঃ প্রলয়ারম্ভসময়ে কস্মাৎ বিভাগারম্ভককর্ম্মহেতবঃ ন সম্ভবন্তি অত আহ—"ন হি তত্রাপি কিঞ্চিৎ নিয়তম্" ইতি। সংভবন্তি অভিঘাতাদয়ঃ কদাচিৎ কচিৎ, ন তু অপর্য্যায়েণ সর্ব্বস্মিন্, নিয়মহেতোঃ অভাবাৎ ইত্যর্থঃ। "ন প্রলয়প্রসিদ্ধ্যর্থম্"ইতি। যদ্যপি শরীরাদিপ্রলয়ারম্ভে অস্তি দুঃখভোগঃ, তথাপি অসৌ পৃথিব্যাদিপ্রলয়ে নাস্তি ইতি অভিপ্রেত্য ইদম্ উদিতম্ ইতি মন্তব্যম্।১২

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ।১৩ *

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"নম্ন অভিঘাতাদয়ঃ" ইতি। প্রাক্ প্রলয়াৎ অভিঘাতাদীনাং হেতুত্বসম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ। সর্ব্বস্মিন্ অণৌ অপর্য্যায়েণ অভিঘাতাদয়ঃ ন সম্ভবন্তি ইত্যত্র হেতুম্ আহ—"নিয়মে"তি। সত্যপি পৃথিব্যাদৌ শরীরাদিলয়াদেব দুঃখচ্ছেদসিদ্ধেঃ অপ্রয়োজকঃ তস্মিন্ পৃথিব্যাদিলয় ইত্যাহ—"তথাপি" ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

যথা চ আদিসর্গে এই গ্রন্থদ্বারা তৃতীয় ব্যাখ্যা বলিতেছেন। যদি বল—প্রলয়ারম্ভসময়ে অভিঘাতাদি বিভাগারম্ভক অর্থাৎ বিভাগের জনক কর্ম্মের হেতু হয় না কেন? এইজন্য **ন হি তত্রাপি কিঞ্চিৎ নিয়তং** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। ইহার অর্থ এই যে, অভিঘাতাদি কোনও সময়ে কোন কোন স্থলে হেতু হয় বটে, কিন্তু একসঙ্গে সকল বস্তুতে হয় না; কারণ, এরূপ নিয়মের কোন হেতু নাই। যদিও শরীরাদির প্রলয়ারম্ভে অর্থাৎ নাশের সময় দুঃখভোগ আছে, তাহা হইলেও পৃথিব্যাদির প্রলয় হইলে সে দুঃখভোগ নাই—এই অভিপ্রায় করিয়া **ন প্রলয়প্রসিদ্ধ্যর্থং** এই গ্রন্থ বলা হইয়াছে, ইহা জানিবে।১২

শাঙ্করভাষ্যম্।

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ।১৩

"সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ" তদভাব ইতি প্রকৃতেন অণুবাদনিরাকরণেন সংবধ্যতে। দ্বাভ্যাং চ অণুভ্যাং দ্ব্যণুকম্ উৎপদ্যমানম্ অত্যন্তভিন্নম্ অণুভ্যাম্ অণ্বোঃ সমবৈতি ইতি অভ্যুপগম্যতে ভবতা। ন চ এবম্ অভ্যুপগচ্ছতা শক্যতে অণুকারণতা সমর্থয়িতুম্। কুতঃ? "সাম্যাৎ অনবস্থিতেঃ"। যথৈব হি অণুভ্যাম্ অত্যন্তভিন্নং সৎ দ্ব্যণুকং সমবায়লক্ষণেন সম্বন্ধেন তাভ্যাং সংবধ্যতে, এবং সমবায়োঽপি সমবায়িভ্যঃ অত্যন্তভিন্নঃ সন্ সমবায়লক্ষণেন অন্যেনৈব সম্বন্ধেন সমবায়িভিঃ সংবধ্যেত, অত্যন্তভেদসাম্যাৎ। ততশ্চ তস্য তস্য অন্যঃ অন্যঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্য ইতি অনবস্থা এব প্রসজ্যেত।

নমু ইহপ্রত্যয়গ্রাহ্যঃ সমবায়ঃ নিত্যসম্বন্ধ এব সমবায়িভিঃ গৃহ্যতে, ন অসংবদ্ধঃ সম্বন্ধান্তরাপেক্ষো বা। ততশ্চ ন তস্য অন্যঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্যঃ যেন অনবস্থা প্রসজ্যেত ইতি। ন ইতি উচ্যতে—সংযোগোঽপি এবং সতি সংযোগিভিঃ নিত্যসংবদ্ধ এব ইতি সমবায়বৎ ন অন্যং সম্বন্ধম্ অপেক্ষেত।

অথ অর্থান্তরত্বাৎ সংযোগঃ সম্বন্ধান্তরম্ অপেক্ষেত, সমবায়োঽপি তর্হি অর্থান্তরত্বাৎ সম্বন্ধান্তরম্ অপেক্ষেত। ন চ গুণত্বাৎ সংযোগঃ সম্বন্ধান্তরম্ অপেক্ষতে ন সমবায়ঃ অগুণত্বাৎ ইতি যুজ্যতে বক্তুম্। অপেক্ষাকারণস্য তুল্যত্বাৎ, গুণপরিভাষায়াশ্চ অতন্ত্রত্বাৎ। তস্মাৎ অর্থান্তরং সমবায়ম্ অভ্যুপগচ্ছতঃ প্রসজ্যেত এব অনবস্থা। প্রসজ্যমানায়াং চ অনবস্থায়াম্ একাসিদ্ধৌ সর্ব্বাসিদ্ধেঃ দ্বাভ্যাম্ অণুভ্যাং দ্ব্যণুকং নৈব উৎপদ্যেত। তস্মাৎ অপি অনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ ।১৩

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—**চ** এবং **সমবায়াভ্যুপগমাৎ** অর্থাৎ সমবায় স্বীকার করা হয় বলিয়া **তদভাবঃ** অর্থাৎ দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্টি হইতে পারে না; কারণ, **সাম্যাৎ** অর্থাৎ সাম্যবশতঃ **অনবস্থিতেঃ** অর্থাৎ অনবস্থাদোষ হয়, অর্থাৎ পরমাণু হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া দ্ব্যণুক যেমন পরমাণুতে সমবায়সম্বন্ধে থাকে, সেইরূপ সমবায়ও সমবায়ী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় অন্য এক সমবায় সম্বন্ধে থাকিবে, তাহার আবার অন্য সমবায় হইবে, এইরূপে অনবস্থা দোষ হয়।

* এই সূত্রে প্রথমান্ত পদ না থাকায় ইহা অধিকরণ আরম্ভক সূত্র হইল না। অগত্যা আরব্ধ তৃতীয় অধিকরণেরই অঙ্গসূত্র হইয়া গেল।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ।১৩]

ভাষ্যানুবাদ।

ভাষ্যার্থ—সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ এই পদটি প্রকৃত অর্থাৎ পরমাণুবাদখণ্ডনের জন্য পূর্ব্বসূত্রে বলা হইয়াছে যে তদভাবপদ, তাহার সহিত সম্বন্ধ হইতেছে। দুইটি পরমাণু হইতে উৎপন্ন অথচ পরমাণুদ্বয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন দ্ব্যণুক পরমাণুদ্বয়ে সমবেত হয়—ইহা আপনি স্বীকার করেন। যিনি এইরূপ স্বীকার করেন, তিনি পরমাণুকারণবাদ সমর্থন করিতে পারেন না। ইহার কারণ কি? যেহেতু সাম্যবশতঃ অনবস্থাদোষ হয়। অর্থাৎ দ্ব্যণুক যেমন পরমাণুদ্বয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া সমবায়রূপ সম্বন্ধদ্বারা তাহাদের সহিত সম্বদ্ধ হয়, এইরূপ সমবায়ও সমবায়ী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইয়া সমবায়রূপ অন্য সম্বন্ধদ্বারা সমবায়ীর সহিত সম্বদ্ধ হইবে। কারণ, অত্যন্ত ভেদ উভয়েরই সমান। এবং তাহা হইলে সেই সমবায়ের অন্য সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে, এইরূপে অনবস্থাই হইয়া পড়ে।

যদি বল—ইহপ্রত্যয়গ্রাহ্য অর্থাৎ কপালে ঘট, দ্রব্যে গুণ ইত্যাদি ইহপ্রতীতিদ্বারা যাহাকে জানা যায়, সেই সমবায়, সমবায়ীর সহিত নিত্যসম্বন্ধরূপেই গৃহীত হয়, অর্থাৎ জ্ঞাত হয়, অসম্বন্ধরূপে গৃহীত হয় না বা সম্বন্ধান্তরাপেক্ষ হইয়াও গৃহীত হয় না অর্থাৎ অন্যসম্বন্ধকে অপেক্ষা করিয়াও জ্ঞাত হয় না, এবং তাহা হইলে তাহার আর অন্য সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে না, যেজন্য অনবস্থা হইয়া পড়িবে। আমি বলি—না, তাহা বলিতে পার না, এরূপ হইলে সংযোগও সংযোগীর সহিত নিত্যসম্বন্ধযুক্তই থাকে, অতএব সমবায়ের মত অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে না।

যদি বল—অর্থান্তর অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ বলিয়া সংযোগ অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে, তাহা হইলে সমবায়ও পদার্থান্তর বলিয়া অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে। আর সংযোগ গুণ বলিয়া অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে, কিন্তু সমবায় করিবে না; কারণ, তাহা গুণ নহে, ইহা বলা উচিত নহে। কারণ, অপেক্ষা-কারণ উভয়ের সমান অর্থাৎ সংযোগী হইতে ভিন্ন হইয়াছে বলিয়া সংযোগ যেমন অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে, সেইরূপ সমবায়ী হইতে ভিন্ন বলিয়া সমবায়ও অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করিবে। আর বৈশেষিক রূপ রস প্রভৃতি কতিপয় বস্তুকে গুণ বলিয়া যে পরিভাসা করিয়াছেন, তাহা তন্ত্র নহে, অর্থাৎ সংযোগের অন্য সম্বন্ধ অপেক্ষার প্রতি ইহা হেতু নহে। সুতরাং যাঁহারা সমবায়কে ভিন্নপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহার মতে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়িবেই, এবং অনবস্থার প্রসক্তি হইলে একের অসিদ্ধিতে সকলের অসিদ্ধি হয় বলিয়া দুইটী পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হইবে না। সেজন্যও পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত।১৩

ভামতী।

ব্যাচষ্টে—"সমবায়াভ্যুপগমাচ্চে"তি। ন তাবৎ স্বতন্ত্রঃ সমবায়ঃ অত্যন্তং ভিন্নঃ সমবায়িভ্যাং সমবায়িনৌ ঘটয়িতুম্ অর্হতি। অতিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ অনেন সমবায়িসম্বন্ধিনা সতা সমবায়িনৌ ঘটনীয়ৌ, তথাচ সমবায়স্য সম্বন্ধান্তরেণ সমবায়িসম্বন্ধে অভ্যুপগম্যমানে অনবস্থা।

অথ অসৌ সম্বন্ধিভ্যাং সম্বন্ধে ন সম্বন্ধান্তরম্ অপেক্ষতে সম্বন্ধিসম্বন্ধনপরমার্থত্বাৎ। তথাহি—নাসৌ ভিন্নোঽপি সম্বন্ধিনিরপেক্ষঃ নিরূপ্যতে। ন চ তস্মিন্ সতি সম্বন্ধিনৌ অসম্বন্ধিনৌ ভবতঃ। তস্মাৎ স্বভাবাদেব সমবায়ঃ সমবায়িনোঃ ন সম্বন্ধান্তরেণ ইতি চোদয়তি—"নন্বিহপ্রত্যয়গ্রাহ্য" ইতি। পরিহরতি—"ন ইতি উচ্যতে"। "সংযোগোঽপি এবম্" ইতি। সংযোগোঽপি সম্বন্ধিসম্বন্ধনপরমার্থঃ। ন চ ভিন্নোঽপি সংযোগিভ্যাং বিনা নিরূপ্যতে। ন চ তস্মিন্ সতি সংযোগিনৌ অসংযোগিনৌ ভবত ইতি তুল্যচর্চঃ।

যদি উচ্যতে গুণঃ সংযোগঃ, ন চ দ্রব্যাসমবেতো গুণো ভবতি, ন চ অস্য সমবায়ং বিনা সমবেতত্বং, তস্মাৎ সংযোগস্য অস্তি সমবায়ঃ ইতি শঙ্কাম্ অপাকরোতি—"ন চ গুণত্বাদি"তি। যদি অসমবায়ে অস্য অগুণত্বং ভবতি, কামং ভবতু, ন নঃ কাচিৎ ক্ষতিঃ। তদিদম্ উক্তম্—"গুণপরিভাষায়াশ্চ" ইতি। পরমার্থতস্তু দ্রব্যাশ্রয়ী ইতি উক্তম্। তচ্চ বিনাপি সমবায়ং স্বরূপতঃ সংযোগস্য উপপদ্যতে এব।

ন চ কার্য্যত্বাৎ সমবায্যসমায়িকারণাপেক্ষিতয়া সংযোগঃ সমবায়ী ইতি যুক্তম্।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ।১৩]

ভামতী।

অজসংযোগস্য অতথাত্বপ্রসঙ্গাৎ। অপি চ সমবায়স্যাপি সম্বন্ধাধীনসদ্ভাবস্য সম্বন্ধিনশ্চ একস্য দ্বয়োর্বা বিনাশিত্বেন বিনাশিত্বাৎ কার্য্যত্বম্। ন হি অস্তি সম্ভবঃ গুণো বা গুণগুণিনৌ বা অবয়বো বা অবয়বাবয়বিনৌ বা নষ্টঃ অপি অস্তি চ তয়োঃ সম্বন্ধ ইতি। তস্মাৎ কার্য্যঃ সমবায়ঃ। তথাচ যথা এষ নিমিত্তকারণমাত্রাধীনোৎপাদ এবং সংযোগোঽপি।

অথ সমবায়োঽপি সমবায্যসমবায়িকারণে অপেক্ষতে, তথাপি সৈব অনবস্থা ইতি। তস্মাৎ সমবায়বৎ সংযোগোঽপি ন সম্বন্ধান্তরম্ অপেক্ষতে। যদি উচ্যেত সম্বন্ধিনৌ অসৌ ঘটয়তি ন আত্মানম্ অপি সম্বন্ধিভ্যাং, তৎ কিম্ অসৌ অসম্বদ্ধ এব সম্বন্ধিভ্যাম্? এবং চেৎ অত্যন্তভিন্নঃ অসম্বদ্ধঃ কথং সম্বন্ধিনৌ সম্বন্ধয়েৎ। সম্বন্ধনে বা হিমবদ্‌বিন্ধ্যাবপি সম্বন্ধয়েৎ, তস্মাৎ সংযোগঃ সংযোগিনোঃ সমবায়েন সম্বদ্ধ ইতি বক্তব্যম্। তদেতৎ সমবায়স্যাপি সমবায়িসম্বন্ধে সমানম্ অন্যত্র অভিনিবেশাৎ। তথাচ অনবস্থা ইতি ভাবঃ।১৩

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ত্বন্মতে তাবৎ ন সমবায়ঃ সম্বন্ধিভ্যাং কল্পিততাদাত্ম্যবান্। তথাচ স্বতন্ত্রঃ অসম্বদ্ধঃ সন্ সম্বন্ধিনৌ ন ঘটয়িতুম্ অর্হতি ইত্যর্থঃ। সমবায়ঃ তন্তুপটাভ্যাং সম্বদ্ধঃ তন্নিয়ামকত্বাৎ কারণবৎ ইত্যত্র অসম্বদ্ধত্বম্ উপাধিম্ আশঙ্কতে—"অথ অসৌ" ইতি। অনবস্থয়া পক্ষে সাধ্যাভাবনিশ্চয়াৎ পক্ষেতরস্যাপি উপধিতা সম্বন্ধিনোঃ ন ঘটয়িতুম্ অর্হতি ইত্যর্থঃ। পরস্পরং যস্য চ তাভ্যাং সম্বন্ধনম্ অবিশ্লিষ্টতাপাদনং পরমার্থঃ স্বভাবো যস্য স তথা তত্বাৎ ইত্যর্থঃ। যস্য সম্বন্ধিভ্যাং সম্বন্ধনাৎ সত্বং নিত্যপরতন্ত্রত্বাৎ ইত্যাহ—"ন অসৌ" ইতি। সম্বন্ধিনোঃ সম্বন্ধনাত্মত্বে হেতুম্ আহ-"ন তস্মিন্" ইতি। স্বসত্তায়াং সম্বন্ধিনোঃ অসম্বন্ধাভাবাৎ ন সমবায়স্য তৎসম্বন্ধনে ব্যতিরিক্তসম্বন্ধাপেক্ষা ইত্যর্থঃ। সমবায়ঃ সমবায়িনোঃ ইতি যৎ তৎ স্বভাবাৎ ইতি যোজনা। কিম্ অসম্বদ্ধত্বম্ উপাধিঃ অসমবায়ত্বং বা। নাদ্যঃ সংযোগে সাধ্যাব্যাপ্তেঃ ইত্যাহ—"সংযোগোঽপি" ইতি। সমবায়েন তুল্যন্যায়ত্বাৎ সংযোগোঽপি অসম্বদ্ধঃ প্রসজ্যেত। ন চ এবং ত্বয়া ইষ্যতে অতঃ সাধ্যাব্যাপ্তিঃ ইত্যর্থঃ। পক্ষদ্বয়েঽপি পক্ষেতরত্বং চ। যঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ো বা সম্বন্ধানপেক্ষ ইতি উপাধিব্যতিরেকে দৃষ্টান্তাভাবাৎ। ন চ অনবস্থয়া পক্ষে সাধ্যাভাবনিশ্চয়াপদোষঃ। তথা সতি সমবায়স্য লোপাৎ। ন চ এবং সমবায়স্য সম্বন্ধাপেক্ষানুমানং আশ্রয়াসিদ্ধম্। পরসিদ্ধম্ আশ্রিত্য পরেষাম্ অনিষ্টাপাদনাৎ ইতি। অগুণত্বে সতি অসম্বদ্ধত্বং সম্বন্ধাপেক্ষয়াম্ উপাধিঃ তথাচ ন সাধ্যাব্যাপ্তিঃ ইতি আশঙ্কতে—"যদি উচ্যেত" ইতি। সংযোগস্য গুণত্বম্ অসিদ্ধম্ ইতি সাধ্যাব্যাপ্তিঃ তদবস্থা ইত্যাহ—"যদি অসমবায়ে" ইতি। সম্বন্ধান্তরসাপেক্ষেঽপি সংযোগে নাস্তি অগুণত্বে সতি অসম্বদ্ধত্বম্, অস্মন্মতে অস্য অগুণত্বাৎ সম্বদ্ধত্বাচ্চ অতঃ সাধ্যাব্যাপ্তিঃ ইত্যর্থঃ।

নন্বু উভয়সিদ্ধস্থলে সাধ্যাব্যাপ্তিঃ ন্যায়মতে চ সংযোগস্য অগুণত্বম্ অসিদ্ধম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"পরমার্থতস্তু" ইতি। অয়ং পরিহার ইতি শেষঃ। "দ্রব্যাশ্রয়ী ইতি উক্তম্" ইতি। ন চ দ্রব্যাসমবেতো গুণো ভবতি ইতি গ্রন্থ ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—অগুণত্বে সতি অসম্বদ্ধত্বম্ ইত্যুপাধেঃ ব্যতিরেক এবং বাচ্যঃ। সমবায়ঃ সম্বন্ধানপেক্ষঃ অগুণত্বে সতি সম্বদ্ধত্বাৎ ইতি। অত্র তাবৎ দৃষ্টান্তাভাবাৎ অনধ্যবসিতত্বম্। ন চ ব্যতিরেকিত্বম্; অভাবে সাধ্যবত্যাপি হেতোঃ অবৃত্তেঃ। বিশেষণবৈয়র্থ্যং চ। সংযোগস্য প্রাগুক্তরীত্যা স্বাভাবিকদ্রব্যাশ্রিতত্বপ্রযুক্তেঃ অগুণত্বোপপত্তৌ অব্যবচ্ছেদ্যত্বাৎ। সমবায়ঃ সমবেতঃ সম্বদ্ধত্বাৎ সংযোগবৎ ইত্যপি অনুমানং দ্রষ্টব্যম্। সংযোগে সম্বদ্ধত্বে সতি সম্বন্ধাপেক্ষত্বে কার্য্যত্বম্ উপাধিঃ। জাত্যাদৌ সাধ্যাব্যাপ্তিবারণায় সম্বদ্ধত্বে সতি ইতি সাধ্যবিশেষণম্। তথাচ কার্য্যত্বং সমবায়াৎ ব্যাবর্ত্তমানং স্বব্যাপ্যাং সম্বদ্ধত্বে সতি সম্বন্ধাপেক্ষাং বারয়েৎ, সম্বদ্ধত্বং চ সমবায়ে উভয়বাদিসিদ্ধম্। অতঃ অর্থাৎ সম্বন্ধাপেক্ষাব্যাবৃত্তিসিদ্ধিঃ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"ন চ কার্য্যত্বাৎ" ইতি। আত্মাকাশসংযোগে সাধ্যাব্যাপ্তিম্ আহ—"অজসংযোগস্য" ইতি। অজসংযোগশ্চ সাধয়িষ্যতে। সম্বদ্ধত্বেন হেতুনা সংযোগবৎ সমবায়স্যাপি কার্য্যত্বং সাধয়ন্ সাধনব্যাপ্তিম্ আহ—"অপি চ" ইতি। যে তু সমবায়স্য কার্য্যত্বং স্বীকৃত্যৈব সমবায়িকারণানপেক্ষত্বেন সমবায়ান্তরাপেক্ষাং ন মন্যন্তে প্রাভাকরাঃ তান্ প্রতি প্রতিবন্দ্যা সমবায়ান্তরাপেক্ষাম্ উপপাদয়তি—"তথাচ" ইতি। সংযোগপ্রতিবন্দীম্ উপসংহরতি—"তস্মাৎ" ইতি। নন্বু সংযোগস্যাপি সংযোগিভ্যাম্ অসম্বদ্ধ এব ভবতু, তথাচ কুতঃ প্রতিবন্দী ইতি কশ্চিৎ শঙ্কতে—"যদি উচ্যেত" ইতি। দূষয়তি—"তৎ কিম্" ইতি। সংযোগিনোঃ" ইতি সপ্তমী।১৩।১৪

ভামতীর অনুবাদ।

সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ এই গ্রন্থদ্বারা সূত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন। সমবায়ী হইতে অত্যন্ত ভিন্ন অতএব স্বতন্ত্র অর্থাৎ সম্বন্ধশূন্য হইয়া সমবায় সমবায়িদ্বয়কে ঘটাইতে অর্থাৎ সম্বদ্ধ করিতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ হয়। (অর্থাৎ জলে গন্ধবত্ত্ব প্রতীতি হইয়া পড়ে।) সেই হেতু এই সমবায় সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সমবায়িদ্বয়কে সম্বদ্ধ করিবে। আর তাহা হইলে সমবায়ের সম্বন্ধান্তরদ্বারা সমবায়ীর সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিলে অনবস্থা দোষ হইল। আর যদি বল—সমবায় সম্বন্ধিদ্বয়ের সহিত সম্বদ্ধ হইতে অন্যসম্বন্ধকে অপেক্ষা করে না, কারণ, সম্বন্ধিদ্বয়ের ও সেই সম্বন্ধিদ্বয়ের সহিত নিজের সম্বন্ধন অর্থাৎ মিলন করাই তাহার স্বভাব। তাহাই বুঝান হইতেছে—সমবায় সম্বন্ধী অপেক্ষা ভিন্ন হইলেও সম্বন্ধীকে অপেক্ষা না করিয়া নিরূপিত হয় না।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

নিত্যমেব চ ভাবাৎ।১৪ *

ভামতীর অনুবাদ।

এবং সমবায় থাকিলে সম্বন্ধিদ্বয়ও অসম্বন্ধী অর্থাৎ অমিলিত হয় না। সেইজন্য স্বভাববশতই সমবায় সমবায়িদ্বয়ে থাকে, অন্যসম্বন্ধে নহে, অতএব অনবস্থাদোষ হইল না। **নন্বু ইহপ্রত্যয়গ্রাহ্যঃ** এই গ্রন্থদ্বারা ইহা শঙ্কা করিতেছেন। **ন ইত্যুচ্যতে** এই গ্রন্থদ্বারা পরিহার করিতেছেন। **সংযোগোঽপ্যেবং** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য বুঝান হইতেছে। সংযোগও সম্বন্ধিসম্বন্ধনপরমার্থ অর্থাৎ সম্বন্ধিদ্বয়ের মিলন করাই সংযোগের স্বভাব। আর ভিন্ন হইয়াও সংযোগী ব্যতীত নিরূপিত হয় না, এবং সংযোগ থাকিলে সংযোগিদ্বয় অসংযোগীও হয় না, অতএব **তুল্যচর্চ্চ**, অর্থাৎ সমবায় ও সংযোগ এই উভয়ের বিচারই সমান।

যদি বল—সংযোগ গুণ পদার্থ, এবং গুণ দ্রব্যে সমবেত না হইয়া থাকে না এবং সমবায় বিনা গুণ সমবেতও হয় না, সেইজন্য সংযোগের সমবায় আছে। **ন চ গুণত্বাৎ** এই গ্রন্থদ্বারা এই শঙ্কা নিরাস করিতেছেন। যদি সমবায় না হইলে সংযোগের গুণত্ব না হয়, না হউক তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নাই, সেইজন্য **গুণপরিভাষায়াশ্চ** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। পরমার্থতঃ কিন্তু দ্রব্যাশ্রয়ী অর্থাৎ দ্রব্যবৃত্তি পদার্থ, ইহা বলা হইয়াছে। আর সংযোগের তাহা অর্থাৎ দ্রব্যবৃত্তিত্ব সমবায়ব্যতীতও স্বরূপসম্বন্ধে নিশ্চয়ই হইতে পারে।

আর কার্য্যপদার্থ হওয়ায় সমবায়ি ও অসমবায়িকারণকে অপেক্ষা করে বলিয়া সংযোগ সমবায়ী হয়—ইহা বলা ঠিক্ নহে ; কারণ, তাহা হইলে অজসংযোগ অর্থাৎ আত্মা ও আকাশ প্রভৃতি বিভুদ্বয়ের সংযোগ অতথা হইয়া পড়ে, অর্থাৎ অসমবায়ী হইয়া পড়ে। আরও **সম্বন্ধ্যধীনসদ্ভাব** অর্থাৎ সম্বন্ধিবশতঃ সদ্ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব হইয়াছে যাহার, অর্থাৎ সম্বন্ধী থাকিলে সমবায় হয়, না থাকিলে নহে এইরূপ বলিয়া, এবং একটী বা দুইটী সম্বন্ধী নষ্ট হইলে নষ্ট হয় বলিয়া, সমবায় কার্য্য পদার্থ। ইহা সম্ভব নহে যে—গুণ বা গুণ ও গুণী, অবয়ব অথবা অবয়ব ও অবয়বী নাই, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধ আছে। সেই জন্য সমবায় কার্য্য পদার্থ। এবং তাহা হইলে ইহা যেমন কেবল নিমিত্তকারণবশতঃ উৎপন্ন হয়, এইরূপ সংযোগও হইবে।

আর যদি বল, সমবায় ও সমবায়িকারণকে অপেক্ষা করে, তাহা হইলেও সেই অনস্থাদোষই হয়। সেইজন্য সমবায়ের মত সংযোগও অন্য সম্বন্ধকে অপেক্ষা করে না। যদি বল—সংযোগ সম্বন্ধিদ্বয়কে মিলিত করিয়া দেয়, কিন্তু নিজেকেও সম্বন্ধিদ্বয়ের সহিত মিলিত করে না, (উত্তর) তাহা হইলে কি সংযোগ সম্বন্ধিদ্বয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়ই না? এইরূপই যদি হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত ভিন্ন এবং অসম্বন্ধ সংযোগ কি করিয়া সম্বন্ধিদ্বয়কে সম্বন্ধযুক্ত করিবে? আর যদি সম্বন্ধযুক্ত করে, তাহা হইলে হিমালয়ও বিন্ধ্যাচলকেও সম্বন্ধযুক্ত করিবে। সেইজন্য সংযোগ সংযোগিদ্বয়ে সমবায়সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত হয়, ইহা বলিতে হইবে। তবে ইহা সমবায়ের ও সমবায়ির সহিত সম্বন্ধবিষয়ে সমান, কেবল অভিনিবেশ অর্থাৎ জেদ ব্যতীত। আর তাহা হইলে অনবস্থাদোষ হইল, ইহাই অভিপ্রায়।১৩

শাঙ্করভাষ্যম্।

নিত্যমেব চ ভাবাৎ।১৪

অপি চ অণবঃ প্রবৃত্তিস্বভাবা বা নিবৃত্তিস্বভাবা বা উভয়স্বভাবা বা অনুভয়স্বভাবা বা অভ্যুপগম্যন্তে গত্যন্তরাভাবাৎ। চতুর্ধাঽপি ন উপপদ্যতে। প্রবৃত্তিস্বভাবত্বে নিত্যমেব প্রবৃত্তের্ভাবাৎ প্রলয়াভাবপ্রসঙ্গঃ। নিবৃত্তিস্বভাবত্বেঽপি নিত্যমেব নিবৃত্তেঃ ভাবাৎ সর্গাভাবপ্রসঙ্গঃ। উভয়স্বভাবত্বং চ বিরোধাৎ অসমঞ্জসম্। অনুভয়স্বভাবত্বে তু নিমিত্তবশাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোঃ অভ্যুপগম্যমানয়োঃ অদৃষ্টাদেঃ নিমিত্তস্য নিত্যসন্নিধানাৎ নিত্যপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। অতন্ত্রত্বেঽপি অদৃষ্টাদেঃ নিত্যাপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ অপি অনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ।১৪

* এস্থলে প্রথমান্তপদের অভাবে ইহা আরব্ধ অধিকরণেরই অঙ্গ সূত্র হইল। নিত্যম্ পদটী ক্লীবলিঙ্গের দ্বিতীয়ার একবচন, প্রথমান্ত নহে। অতএব অধিকরণারম্ভের সম্ভাবনা নাই। এতদ্ব্যতীত এই পাদে অধিকরণারম্ভার্থ নিষেধবোধক শব্দ সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, এধানে তাহাও নাই। অতএব ইহা আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গ সূত্রই হইবে।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ।১৫ *

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—পরমাণুসকল যদি প্রবৃত্তিস্বভাব হয়, তাহা হইলে **নিত্যম্ এব ভাবাৎ** অর্থাৎ সর্ব্বদাই প্রবৃত্তি হওয়ায় প্রলয়ের অভাব হইয়া পড়ে, **চ** অর্থাৎ আর যদি নিবৃত্তিস্বভাব হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদাই নিবৃত্তি হওয়ায় সৃষ্টির অভাব হইয়া পড়ে।

ভাষ্যার্থ—আরও তাঁহারা পরমাণুসকলকে প্রবৃত্তিস্বভাব, অথবা নিবৃত্তিস্বভাব, অথবা উভয়স্বভাব অথবা অনুভয়স্বভাব স্বীকার করেন, যেহেতু ইহা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই, কিন্তু এই চারিপ্রকারই হইতে পারে না। তন্মধ্যে যদি প্রবৃত্তিস্বভাব হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদাই প্রবৃত্তি হওয়ায় প্রলয়ের অভাব হইয়া পড়ে। এবং যদি নিবৃত্তিস্বভাব হয়, তাহা হইলেও সর্ব্বদাই নিবৃত্তি হওয়ায় সৃষ্টির অভাব হইয়া পড়ে। আর যদি বল—উভয়স্বভাব, তাহা হইলে তাহা বিরুদ্ধ হওয়ায় সামঞ্জস্য হয় না। আর যদি বল—উভয়স্বভাব নহে, তাহা হইলে কিন্তু কেবল নিমিত্তবশতঃ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইলে অদৃষ্টাদি নিমিত্ত সর্ব্বদাই নিকটে থাকায় সর্ব্বদাই প্রবৃত্তি হইয়া পড়ে, আর যদি অদৃষ্টাদি নিমিত্ত না হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদাই নিবৃত্তি হইয়া পড়ে। এজন্যও পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত।১৪

ভামতী।

প্রবৃত্তেঃ অপ্রবৃত্তের্বা ইতি শেষঃ। অতিরোহিতার্থম্ অস্য ভাষ্যম্।১৪

ভামতীর অনুবাদ।

এই সূত্রে প্রবৃত্তেঃ অপ্রবৃত্তেঃ অর্থাৎ প্রবৃত্তির বা নিবৃত্তির এই অংশটুকু উহ্য করিতে হইবে, অর্থাৎ নিত্যই প্রবৃত্তি হওয়ায় সর্ব্বদাই সৃষ্টি হইবে, অথবা সর্ব্বদাই নিবৃত্তি হওয়ায় সর্ব্বদাই প্রলয় হইবে। ইহার ভাষ্য দুর্ব্বোধ নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্

রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ।১৫

সাবয়বানাং দ্রব্যাণাম্ অবয়বশো বিভজ্যমানানাম্ যতঃ পরো বিভাগো ন সম্ভবতি, তে চতুর্বিধাঃ রূপাদিমন্তঃ পরমাণবঃ চতুর্বিধস্য রূপাদিমতঃ ভূতভৌতিকস্য আরম্ভকা নিত্যাশ্চ ইতি যৎ বৈশেষিকা অভ্যুপগচ্ছন্তি স তেষাম্ অভ্যুপগমো নিরালম্বন এব। যতঃ রূপাদিমত্ত্বাৎ পরমাণূনাম্ অণুত্বনিত্যত্ববিপর্য্যয়ঃ প্রসজ্যেত। পরমকারণাপেক্ষয়া স্থূলত্বম্ অনিত্যত্বং চ তেষাম্ অভিপ্রেতবিপরীতম্ আপদ্যেত ইত্যর্থঃ। কুতঃ? এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। যদ্ধি লোকে রূপাদিমদ্বস্তু তৎ স্বকারণাপেক্ষয়া স্থূলম্ অনিত্যং চ দৃষ্টম্। তৎ যথা পটঃ তন্তূন্ অপেক্ষ্য স্থূলঃ অনিত্যশ্চ ভবতি, তন্তবশ্চ অংশূন্ অপেক্ষ্য স্থূলা অনিত্যাশ্চ ভবন্তি; তথাচ অমী পরমাণবঃ রূপাদিমন্তঃ তৈঃ অভ্যুপগম্যন্তে, তস্মাৎ তেঽপি কারণবন্তঃ তদপেক্ষয়া স্থূলা অনিত্যাশ্চ প্রাপ্নুবন্তি। যচ্চ নিত্যত্বে কারণং তৈঃ উক্তম্—

সদকারণবন্নিত্যম্। (বৈঃ সূঃ ৪।১।১) ইতি।

তদপি এবং সতি অণুষু ন সম্ভবতি। উক্তেন প্রকারেণ অণূনাম্ অপি কারণবত্ত্বোপপত্তেঃ। যদপি নিত্যত্বে দ্বিতীয়ং কারণম্ উক্তম্।

অনিত্যম্ ইতি চ বিশেষতঃ প্রতিষেধাভাবঃ (বৈঃ সূঃ ৪।১।৪) ইতি।

তদপি ন অবশ্যং পরমাণূনাং নিত্যত্বং সাধয়তি। অসতি হি যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ নিত্যে বস্তুনি নিত্যশব্দেন নঞঃ সমাসো ন উপপদ্যতে, ন পুনঃ পরমাণুনিত্যত্বমেব অপেক্ষ্যতে। তচ্চ অস্তি এব নিত্যং পরমকারণং ব্রহ্ম। ন চ শব্দার্থব্যবহারমাত্রেণ কস্যচিৎ অর্থস্য প্রসিদ্ধির্ভবতি, প্রমাণান্তরসিদ্ধয়োঃ শব্দার্থয়োঃ ব্যবহারাবতারাৎ।

---

* এখানে "বিপর্য্যয়ঃ" এই প্রথমান্তপদ থাকা সত্ত্বেও ইহা অধিকরণারম্ভক হইল না। কারণ, এই পাদে নিষেধবোধক শব্দ দিয়া সমস্ত অধিকরণ আরম্ভ করা হইয়াছে। অতএব ইহাও প্রচলিত অধিকরণের অঙ্গ সূত্র মাত্র।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ।১৫]

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ আর বৈশেষিকমতে জগৎকারণ পরমাণুসকলের **রূপাদিমত্ত্বাৎ** অর্থাৎ রূপাদিমত্ত্বপ্রযুক্ত নিরবয়বত্ব অণুত্ব ও নিত্যত্বের **বিপর্য্যয়** অর্থাৎ সাবয়বত্বাদি প্রসক্ত হয়, **দর্শনাৎ** অর্থাৎ যেহেতু লোকে রূপাদিযুক্ত পটাদি সেই রূপ দেখা যায়।

ভাষ্যার্থ—অবয়বযুক্ত দ্রব্যসকলের প্রত্যেক অবয়ব বিভাগ করিতে করিতে যাহা অপেক্ষা আর বিভাগ করা সম্ভব হয় না, রূপাদিবিশিষ্ট সেই চারিপ্রকার পরমাণু রূপাদিবিশিষ্ট পৃথিব্যাদি চারিপ্রকার ভূত ও ভৌতিক অর্থাৎ পৃথিব্যাদিবিকারের আরম্ভক অর্থাৎ কারণ ও নিত্য, বৈশেষিকগণ যে ইহা স্বীকার করেন, তাঁহাদের সেই স্বীকার করা নিরালম্বন অর্থাৎ আশ্রয়হীন; যেহেতু রূপাদিযুক্ত হওয়ায় পরমাণু-সকল অণু ও নিত্যের বিপরীত হইয়া পড়ে অর্থাৎ পরমকারণ অপেক্ষা পরমাণু স্থূল ও নিত্য হওয়া তাঁহাদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কেননা জগতে এইরূপ দেখা যায়,—জগতে যে বস্তুটি রূপাদিযুক্ত, তাহা নিজের কারণ অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য হয় দেখা যায়, তাহা যেমন—বস্ত্র সূত্র অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য হইয়া থাকে, এবং সূত্রসকল অংশু অর্থাৎ আঁশ অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য হইয়া থাকে, এবং সেইরূপ এই পরমাণুসকল রূপাদিযুক্ত, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন, সেইজন্য তাহারাও কারণবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহাদেরও কারণ আছে, এবং সেই কারণ অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য হয়। আর নিত্য হওয়ার প্রতি তাঁহারা যে কারণ বলিয়াছেন,—

সৎ অকারণবৎ নিত্যম্ (বৈঃ সূঃ ৪।১।১)।

অর্থাৎ সৎ অর্থাৎ যাহা ভাবপদার্থ ও কারণশূন্য অর্থাৎ যাহার কারণ নাই, তাহাই নিত্য। তাহাও এইরূপ হইলে অর্থাৎ পরমাণু রূপাদিবিশিষ্ট হইলে অণুতে সম্ভব হয় না, উক্তপ্রকারে পরমাণুসকলও সকারণ হইতে পারে। আর নিত্বত্বের প্রতি যে দ্বিতীয় কারণ বলিয়াছেন—

অনিত্যমিতি চ বিশেষতঃ প্রতিষেধাভাবঃ (বৈঃ সূঃ ৪।১।৪)। *

অর্থাৎ যদি কারণও অনিত্য হয়, তাহা হইলে কার্য্য অনিত্য এইরূপে বিশেষ করিয়া কার্য্যে নিত্যত্বের নিষেধ করা যাইবে না, অতএব পরমাণুরূপ কারণ—নিত্য, ইহাই বৈশেষিকের অভিপ্রায়। তাহাও নিশ্চিতরূপে পরমাণু-সকলের নিত্যত্ব সাধন করে না; কারণ, যে কোন নিত্যবস্তু না থাকিলে নিত্যশব্দের সহিত নঞের সমাস হইতে পারে না, কিন্তু তাহা কেবল পরমাণুরই নিত্যত্বকে অপেক্ষা করে না, সেই নিত্যবস্তু ত পরমকারণ ব্রহ্মই রহিয়াছেন। আর কেবল শব্দার্থ ব্যবহার দ্বারাও অর্থাৎ ঘট অনিত্য এইরূপ লোকের কথাবশতঃ ঘটাদি-পদার্থে যে অনিত্য বলিয়া ব্যবহার হয়, কেবল তাহার দ্বারা কোন পদার্থের প্রসিদ্ধি হয় না; কারণ, অন্যপ্রমাণ-দ্বারা সিদ্ধ শব্দ ও অর্থেরই ব্যবহার হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল ব্যবহারের দ্বারা কোন বস্তুর সিদ্ধ হয় না, কিন্তু প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণদ্বারা সিদ্ধবস্তুরই ব্যবহার হইয়া থাকে।

ভামতী।

যৎ কিল ভূতভৌতিকানাং মূলকারণং তৎ রূপাদিমান্ পরমাণুঃ নিত্য ইতি ভবদ্ভিঃ অভ্যুপেয়তে, তস্য চেৎ রূপাদিমত্ত্বম্ অভ্যুপেয়েত পরমাণুত্বনিত্যত্ববিরুদ্ধে স্থৌল্যানিত্যত্বে প্রসজ্যেয়াতাং, সোঽয়ং প্রসঙ্গঃ। একধর্ম্মাভ্যুপগমে ধর্ম্মান্তরস্য নিয়তা প্রাপ্তি র্হি প্রসঙ্গলক্ষণং, তৎ অনেন প্রসঙ্গেন জগৎকারণপ্রসিদ্ধয়ে প্রবৃত্তং সাধনং রূপাদিমন্নিত্যপরমাণুসিদ্ধেঃ প্রচ্যাব্য ব্রহ্মগোচরতাং নীয়তে। তৎ এতৎ বৈশেষিকাভ্যুপগমোপন্যাসপূর্ব্বকম্ আহ—"সাবয়বানাং দ্রব্যাণাম্" ইতি। পরমাণুনিত্যত্বসাধনানি চ তেষাম্ উপন্যস্য দূষয়তি—"যচ্চ নিত্যত্বে কারণম্" ইতি। "সৎ" ইতি প্রাগভাবাৎ ব্যবচ্ছিনত্তি। "অকারণবৎ" ইতি ঘটাদেঃ। "যদপি

---

* এই সূত্রটি বর্ত্তমানে মুদ্রিত গ্রন্থে "অনিত্য ইতি বিশেষতঃ প্রতিষেধভাবঃ" এইরূপ দেখা যায়। এবং শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতি এই প্রকারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—অনিত্য অর্থাৎ নিত্য নহে বলিয়া যে প্রতিষেধভাব অর্থাৎ নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা বিশেষবস্তুকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছে। অর্থাৎ কোন বস্তুই নিত্য নহে, এইরূপ সাধারণভাবে নিষেধ করা সম্ভব নহে; কারণ, কোন বস্তুই যদি নিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ না থাকে, তাহা হইলে তাহার নিষেধ হইবে কিরূপে? অতএব ঘট অনিত্য, পট অনিত্য এইরূপ বিশেষ বিশেষ জন্য বস্তুকে ধরিয়াই ইহা নিত্য নহে, ইহা বলিতে হইবে, এবং তাহা হইলে এই অভাবের প্রতিযোগিরূপে নিত্য পরমাণু সিদ্ধ হইবে। অতএব কোন বস্তুই নিত্য নহে, ইহা বলিতে পার না।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ।১৫]

ভামতী।

দ্বিতীয়ম্" ইতি। লব্ধরূপং হি ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ অন্যত্র নিষিধ্যতে। তেন অনিত্যম্ ইতি লৌকিকেন নিষেধেন অন্যত্র নিত্যত্বসদ্ভাবঃ কল্পনীয়ঃ,—তে চ অন্যে পরমাণব ইতি, তন্ন। আত্মনি অপি নিত্যত্বোপপত্তেঃ, ব্যপদেশস্য চ প্রতীতিপূর্ব্বকস্য তদভাবে নির্মূলস্যাপি দর্শনাৎ। যথা ইহ বটে যক্ষ ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

যদি পরমাণূন্ পক্ষীকৃত্য রূপাদিমত্ত্বেন সাবয়বত্বম্ অনিত্যত্বং চ সাধ্যতে তর্হি আশ্রয়াসিদ্ধিঃ ইতি আশঙ্ক্য আহ—"যৎ কিলে"তি। মূলকারণম্ উভয়সম্মতং পক্ষঃ, তৎ যদি রূপাদিমৎ তর্হি সাবয়বত্বাদি আপাদ্যম্ ইতি ন আশ্রয়াসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ। নমু এবম্ অপি পক্ষধর্ম্মতাসিদ্ধিঃ স্যাৎ, সিদ্ধান্তে মূলকারণস্য রূপাদিমত্ত্বানভ্যুপগমাৎ অত আহ—"একে"তি। যদি পর্ব্বতেঽনগ্নিমত্ত্বম্ অভ্যুপগম্যতে, তর্হি অধূমবত্ত্বং স্যাৎ ইত্যাদৌ অপ্রমিতস্যৈব অভ্যুপগমমাত্রেণ আপাদকত্বদর্শনাৎ ইতি ভাবঃ। প্রসঙ্গেঽপি আপাদ্যাপাদকয়োঃ ব্যাপ্তিঃ প্রমিতা বক্তব্যা, যৎ অনগ্নিমৎ তৎ অধূমবৎ ইতি ব্যাপ্তেঃ প্রমিতত্বাৎ, তৎ ইদম্ উক্তং "নিয়তে"তি। নমু "ব্যাপ্যারোপাৎ ব্যাপকারোপস্তর্কঃ" কথম্ অনেন বস্তুসিদ্ধিঃ অত আহ—"তৎ অনেন" ইতি। "তৎ" ইতি তত্র ইত্যর্থঃ। বিমতং সোপাদানং ভাবকার্য্যত্বাৎ সম্মতবৎ ইতি সামান্যতঃ প্রবৃত্তানুমানম্ এতত্তর্কোপবৃংহিতং নিত্যব্যাপকব্রহ্মবিষয়ং ক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। জগদুপাদানং ন স্পর্শবৎ ন চ অণু নিত্যত্বাৎ—অত্যন্তাভাববৎ ইতি অনুমানপর্য্যবসানম্। সত্যপি স্পর্শাদিমত্ত্বে মূলকারণস্য নিত্যত্বম্ অনুমানাৎ সিধ্যতি ইতি অর্থাৎ সৎপ্রতিপক্ষতাম্ আশঙ্ক্য দূষয়তি ইতি আহ—"পরমাণুনিত্যত্বে"তি।

ভামতীর অনুবাদ।

পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ও ভৌতিক অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন শরীরাদিবস্তুর মূল কারণ বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, তাহা রূপাদিবিশিষ্ট নিত্য পরমাণু, ইহা আপনারা স্বীকার করেন, তাহাদিগকে যদি রূপাদিবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাহারা পরমাণুত্ব ও নিত্যত্বের বিরুদ্ধ স্থূলত্ব ও অনিত্যত্ব হইয়া পড়িবে। ভাষ্যে যে প্রসঙ্গ বলা হইয়াছে—ইহাই সেই প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপত্তি, কারণ, এক ধর্ম্মের অর্থাৎ ব্যাপ্যপদার্থের অভ্যুপগম অর্থাৎ আরোপ করিলে ধর্ম্মান্তরের অর্থাৎ ব্যাপকধর্ম্মের নিয়তপ্রাপ্তি অর্থাৎ অবশ্য সম্ভাবনাকে প্রসঙ্গ অর্থাৎ তর্ক বা আপত্তি বলে। অতএব এই প্রসঙ্গ জগৎকারণসিদ্ধি করিবার জন্য প্রবৃত্ত হেতুকে রূপাদিবিশিষ্ট নিত্যপরমাণুসিদ্ধি হইতে বিচ্যুত করিয়া ব্রহ্মবিষয়ে লইয়া যায়। অর্থাৎ জগতের মূলকারণ-সিদ্ধি করিবার জন্য যে হেতু নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা এই তর্কের সাহায্যে পরমাণুকে সিদ্ধি না করিয়া ব্রহ্মকেই সিদ্ধি করিয়া দেয়। ভাষ্যকার বৈশেষিকের স্বীকৃত বস্তুর উল্লেখ করিয়া **সাবয়বানাং দ্রব্যাণাং** এই গ্রন্থদ্বারা এই কথাই বলিতেছেন। বৈশেষিক পরমাণুর নিত্যত্বসিদ্ধি করিবার জন্য যে সকল সূত্র বলিয়াছেন, তাহাদের সেই সূত্রগুলি উল্লেখ করিয়া **যচ্চ নিত্যত্বে কারণম্** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা দোষ দিতেছেন। **সৎ** শব্দদ্বারা প্রাগভাব হইতে ব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ পৃথক্ করিতেছেন অর্থাৎ প্রাগভাবে অতিব্যাপ্তি বারণ করিতেছেন। **অকারণবৎ** এই শব্দদ্বারা ঘটাদি কার্য্যবস্তু হইতে ব্যবচ্ছেদ করিতেছেন অর্থাৎ ঘটাদিতে অতিব্যাপ্তি বারণ করিতেছেন। **যদপি দ্বিতীয়ম্** ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—কোন স্থানে কোন বস্তু লব্ধরূপ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ থাকিলেই অন্য স্থানে তাহার নিষেধ করা যায়। সেইজন্য অনিত্য এই লৌকিক নিষেধদ্বারা অন্য কোন স্থানে নিত্যবস্তু আছে, ইহা কল্পনা করিতে হইবে এবং তাহারা অনিত্য ভিন্ন পরমাণু। তাহা ঠিক্ নহে; কারণ, আত্মাও নিত্য হইতে পারে। কারণ, প্রতীতিপূর্ব্বক যে ব্যপদেশ অর্থাৎ ব্যবহার হয় কিন্তু কোন কোন স্থলে প্রতীতি না হইলে তাহা নির্মূলও দেখা যায়, যেমন এই বটগাছে ভূত আছে, ইত্যাদি।

শাঙ্করভাষ্যম্।

যৎ অপি নিত্যত্বে তৃতীয়ং কারণম্ উক্তম্—"অবিদ্যা চ" (বৈঃ সূঃ ৪।১।৫) ইতি। তৎ যদি এবং বিব্রীয়েত, সতাং পরিদৃশ্যমানকার্য্যাণাম্ কারণানাং প্রত্যক্ষেণ অগ্রহণম্ অবিদ্যা ইতি। ততঃ দ্ব্যণুকনিত্যতাঽপি আপদ্যেত। অথ অদ্রব্যত্বে সতি ইতি বিশিষ্যেত অকারণবত্ত্বমেব নিত্যতানিমিত্তম্ আপদ্যেত। তস্য চ প্রাগেব উক্তত্বাৎ "অবিদ্যা চ" ইতি পুনরুক্তং স্যাৎ। অথাপি কারণবিভাগাৎ কারণবিনাশাচ্চ অন্যস্য তৃতীয়স্য বিনাশহেতোঃ অসম্ভবঃ অবিদ্যা, সা পরমাণূনাং নিত্যত্বং খ্যাপয়তি ইতি ব্যাখ্যায়েত। ন অবশ্যং বিনশ্যৎ বস্তু দ্বাভ্যাম্ এব হেতুভ্যাং বিনষ্টুম্ অর্হতি ইতি নিয়মঃ অস্তি। সংযোগ-

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ।১৫]

শাঙ্করভাষ্যম্।

সচিবে হি অনেকস্মিন্ দ্রব্যে দ্রব্যান্তরস্য আরম্ভকে অভ্যুপগম্যমানে এতৎ এবং স্যাৎ। যদা তু অপাস্তবিশেষং সামান্যাত্মকং কারণং বিশেষবদবস্থান্তরম্ আপদ্যমানম্ আরম্ভকম্ অভ্যুপগম্যতে, তদা ঘৃতকাঠিন্যবিলয়নবৎ মূর্ত্ত্যবস্থাবিলয়নেনাপি বিনাশ উপপদ্যতে। তস্মাৎ রূপাদিমত্ত্বাৎ স্যাৎ অভিপ্রেতবিপর্য্যয়ঃ পরমাণূনাম্। তস্মাৎ অপি অনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ ।১৫ //

ভাষ্যানুবাদ।

আরও **অবিদ্যা চ** বলিয়া পরমাণুর নিত্যত্ব বিষয়ে যে তৃতীয় কারণ বলিয়াছেন—তাহার যদি এইরূপ ব্যাখ্যা করা হয়, পরিদৃশ্যমান কার্য্য অর্থাৎ যাহাদের কার্য্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ সৎ, অর্থাৎ ভাবপদার্থ পরমাণুসকলের কারণের প্রত্যক্ষদ্বারা জ্ঞান না হওয়াই অবিদ্যা, তাহা হইলে দ্ব্যণুকেরও নিত্যত্ব হইয়া পড়ে, অর্থাৎ কারণ দ্ব্যণুকের কারণ পরমাণুরও প্রত্যক্ষ না হওয়ায় দ্ব্যণুকও নিত্য হইয়া পড়ে আর অদ্রব্যত্বে সতি অর্থাৎ যাহার কারণস্বরূপ কোন দ্রব্য নাই, হেতুতে এই বিশেষণ দাও, অর্থাৎ দ্ব্যণুকের কারণস্বরূপ পরমাণুদ্রব্য থাকায় তাহাতে ব্যভিচার বারণ হইল বটে, কিন্তু তাহা হইলেও অকারণবত্ত্ব অর্থাৎ কারণ না থাকাই নিত্যতার নিমিত্ত অর্থাৎ নিত্য হওয়ার হেতু হইয়া পড়িবে, এবং তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হওয়ায় **অবিদ্যা চ** এই সূত্রটী পুনরুক্ত হইয়া যাইবে।

আর যদি বল, কারণবিভাগ অর্থাৎ অসমবায়িকারণনাশ এবং কারণবিনাশ অর্থাৎ সমবায়িকারণের বিনাশ ভিন্ন বিনাশের তৃতীয় হেতুর সম্ভব না থাকাই অবিদ্যা, তাহাই পরমাণুসকলের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিবে। (ইহা খণ্ডন করিতেছেন, যথা—) বিনশ্যদ্বস্তু অর্থাৎ যাহা বিনাশ হইয়া থাকে, তাহা দুইটি কারণবশতঃই অবশ্য বিনষ্ট হয়, এই নিয়ম নাই, সংযোগসহকৃত অনেক দ্রব্য অন্যদ্রব্যের আরম্ভক অর্থাৎ কারণ হয়, ইহা স্বীকার করিলে এইরূপ হয় অর্থাৎ সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণের নাশ হইলে কার্য্য নাশ হয়। কিন্তু যখন অপাস্তবিশেষ অর্থাৎ যাহা স্বয়ং নির্বিশেষ অর্থাৎ যাহার কোন বিশেষ ধর্ম্ম নাই, এইরূপ সামান্যাত্মক অর্থাৎ যাহা ঘটরুচকাদি সকল কার্য্যে সমানভাবে অনুগত হইয়া থাকে, এমন মৃত্তিকা ও সুবর্ণপ্রভৃতি কারণ, অন্য বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আরম্ভক অর্থাৎ জনক হয়, ইহা স্বীকার করা হয়, তখন ঘৃতকাঠিন্য বিলয়ন অর্থাৎ গলিয়া যাওয়ার মত মূর্ত্তিযুক্ত অবস্থা অর্থাৎ বিশেষ অবস্থা বিনাশের দ্বারাও বিনাশ হইতে পারে। সেই হেতু রূপাদিবিশিষ্ট হওয়ায় পরমাণুসকল অভিপ্রেত বিরুদ্ধ অর্থাৎ অণু ও নিত্য-বিরুদ্ধ স্থূল ও অনিত্য হইবে। সেইজন্যও পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত ।১৫

ভামতী।

"যৎ অপি নিত্যত্বে তৃতীয়ং কারণম্ অবিদ্যা" ইতি। যদি সতাং পরমাণূনাং পরিদৃশ্যমানস্থূলকার্য্যাণাং প্রত্যক্ষেণ কারণাগ্রহণম্ অবিদ্যা, তয়া নিত্যত্বম্, এবং সতি দ্ব্যণুকস্যাপি নিত্যত্বম্। "অথ অদ্রব্যত্বে সতি ইতি বিশিষ্যেত" তথা সতি ন দ্ব্যণুকে ব্যভিচারঃ,(তস্য অনেকদ্রব্যত্বেন অবিদ্যমানদ্রব্যত্বানুপপত্তেঃ) তথাপি অকারণবত্ত্বমেব নিত্যতানিমিত্তম্ আপদ্যেত, যতঃ অদ্রব্যত্বম্ অবিদ্যমানকারণভূতদ্রব্যত্বম্ উচ্যতে, তথাচ পুনরুক্তম্ ইতি আহ—"তস্য চ" ইতি। অপি চ অদ্রব্যত্বে সতি সত্ত্বাৎ ইত্যত এব ইষ্টার্থসিদ্ধেঃ "অবিদ্যা" ইতি ব্যর্থম্।

অথ অবিদ্যাপদেন দ্রব্যবিনাশকারণদ্বয়াবিদ্যমানত্বম্ উচ্যতে, দ্বিবিধঃ হি দ্রব্যনাশহেতুঃ অবয়ববিনাশঃ অবয়বব্যতিষঙ্গবিনাশশ্চ, তদুভয়ং পরমাণৌ নাস্তি, তস্মাৎ নিত্যঃ পরমাণুঃ। ন চ সুখাদিভিঃ ব্যভিচারঃ, তেষাম্ অদ্রব্যত্বাৎ ইতি আহ—"অথাপি" ইতি। নিরাকরোতি—"ন অবশ্যম্" ইতি। যদি হি সংযোগসচিবানি বহূনি দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরম্ আরভেরন্—ইতি প্রক্রিয়া সিধ্যেৎ, সিধ্যেৎ তদ্দ্বয়মেব তদ্বিনাশকারণম্ ইতি। ন তু এতৎ অস্তি, দ্রব্যস্বরূপাপরিজ্ঞানাৎ। ন তাবৎ তন্ত্বাধারঃ তদ্ব্যতিরিক্তঃ পটো নাম অস্তি, যঃ সংযোগসচিবৈঃ তন্তুভিঃ আরভ্যেত ইতি উক্তম্ অধস্তাৎ। ষট্পদার্থাংশ্চ দূষয়ন্ অগ্রে বক্ষ্যতি। (কিন্তু কারণম্ এব বিশেষবদবস্থান্তরম্

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ।১৫]

ভামতী।

আপদ্যমানং কার্য্যং, তচ্চ সামান্যাত্মকম্। তথাহি মৃদ্ বা সুবর্ণং বা সর্ব্বেষু ঘটরুচকাদিষু অনুগতং সামান্যম্ অনুভূয়তে।

ন চ এতে ঘটরুচকাদয়ঃ মৃৎসুবর্ণাভ্যাং ব্যতিরিচ্যন্তে ইতি উক্তম্, অগ্রে চ বক্ষ্যামঃ। তস্মাৎ মৃৎসুবর্ণে এব তেন তেন আকারেণ পরিণমমাণে ঘট ইতি চ রুচক ইতি চ কপাল-শর্করাকণম্ ইতি চ শকলকণিকাচূর্ণম্ ইতি চ ব্যাখ্যায়েতে। তত্র তত্র উপাদানয়োঃ মৃৎসুবর্ণয়োঃ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। ন তু ঘটাদয়ো বা কপালাদিষু কপালাদয়ো বা ঘটাদিষু চ, রুচকাদয়ো বা শকলাদিষু, শকলাদয়ো বা রুচকাদিষু প্রত্যভিজ্ঞায়ন্তে, যত্র কার্য্যকারণভাবঃ ভবেৎ।))

ন চ বিনশ্যন্তম্ এব ঘটক্ষণং প্রতীত্য কপালক্ষণঃ অনুপাদান এব উৎপদ্যতে, তৎ কিম্ উপাদানপ্রত্যভিজ্ঞানেন ইতি বক্তব্যম্। এতস্যা অপি বৈনাশিকপ্রক্রিয়ায়া উপরিষ্টাৎ নিরাকরিষ্য-মাণত্বাৎ। তস্মাৎ উপজনাপায়ধর্ম্মাণো বিশেষাবস্থাঃ সামান্যস্য উপাদেয়াঃ সামান্যাত্মা তু উপাদানম্। এবং ব্যবস্থিতে যথা সুবর্ণদ্রব্যং কাঠিন্যাবস্থাম্ অপহায় দ্রবাবস্থয়া পরিণতং, ন চ তত্র অবয়ববিভাগঃ সন্ অপি দ্রবত্বে কারণং, পরমাণূনাং ভবন্মতে তদভাবেন দ্রবত্বানুপপত্তেঃ, তস্মাৎ যথা পরমাণুদ্রব্যম্ অগ্নিসংযোগাৎ কাঠিন্যম্ অপহায় দ্রবত্বেন পরিণমতে, ন চ কাঠিন্যদ্রবত্বে পরমাণোঃ অতিরিচ্যেতে। ((এবং মৃদ্ বা সুবর্ণং বা সামান্যং পিণ্ডাবস্থাম্ অপহায় কুলালহেম-কারাদিব্যাপারাৎ ঘটরুচকাদ্যবস্থাম্ আপদ্যতে। ন তু অবয়ববিনাশাৎ তৎসংযোগবিনাশাৎ বা বিনষ্টুম্ অর্হন্তি ঘটরুচকাদয়ঃ। ন হি কপালাদয়ঃ অস্য উপাদানং, তৎসংযোগো বা অসম-বায়িকারণম্, অপি তু সামান্যম্ উপাদানং, তচ্চ নিত্যম্। ন চ তৎ সংযোগসচিবম্, একত্বাৎ, সংযোগস্য দ্বিষ্ঠত্বেন একস্মিন্ অভাবাৎ।)) তস্মাৎ সামান্যস্য পরমার্থসতঃ অনির্ব্বাচ্যাঃ বিশেষাবস্থাঃ ধিষ্ঠানা, ভুজঙ্গাদয় ইব রজ্জ্বাদ্যুপাদানা উপজনাপায়ধর্ম্মাণ ইতি সাম্প্রতম্। প্রকৃতম্ উপসংহরতি—"তস্মাদি"তি ।১৫

বেদান্তকল্পতরুঃ।

কারণাভাবাদেব নিত্যত্বসিদ্ধেঃ কারণগ্রহণোক্তিঃ ব্যর্থা ইত্যাহ—"অপি চ" ইতি। পরমাণুঃ নিত্যঃ অবয়ববিনাশাবয়ববিভাগ-রহিতত্বাৎ আত্মবৎ ইতি এতৎ সুখাদিভিঃ ন সব্যভিচারং দ্রব্যত্বে সতি ইতি বিশেষণাৎ ইত্যাহ—"ন চ সুখাদিভিঃ" ইতি। নমু স্থিতে ঘৃতে কাঠিন্যনাশঃ ভাষ্যে উদাহৃতঃ উত ঘৃতস্যাপি। ন আদ্যে দ্রবালয়স্য উদাহরণম্। অন্ত্যে তু অবয়ববিভাগপূর্ব্বকত্বাৎ তত্রাপি ঘৃতনাশস্য সাধ্যসমত্বম্ ইতি। তত্র সাধ্যসমত্বম্ উপরি পরিহরিষ্যতি কাঠিন্যং। তাবৎ ঘৃতস্য অবস্থা, ন চ দার্ষ্টান্তিকেন অসঙ্গতিঃ, পটাদীনাম্ অপি তন্ত্বাদ্যবস্থাবিশেষত্বেন তত্ত্বান্তরত্বাভাবাৎ ইত্যাহ—"দ্রব্যস্বরূপাপরিজ্ঞানাৎ" ইতি। অধস্তাৎ আরম্ভণাধিকরণে (ব্রঃ অঃ ২ পাঃ১ সূঃ১৪)। নমু বিশেষাবস্থাঽপি সংযোগপূর্ব্বা ইতি, ন ইত্যাহ—"তচ্চে"তি। একং হি অনুগতদ্রব্যং কারণভূতং সামান্যং ন তস্য সংযোগ ইত্যর্থঃ। কারণস্য সামান্যাত্মত্বম্ উপপাদয়তি—"মৃদ্বা" ইতি। কারণস্যৈব কার্য্যরূপসংস্থানাত্মকত্বম্ আহ—"ন চ এতে" ইতি। শকলম্ ইতি আরভ্য রুচকাবান্তরো বিকার উক্তঃ। নমু কিম্ অনুগতদ্রব্যকল্পনয়া, ব্যাবৃত্তাঃ কপালশকলাদয় এব ঘটরুচকাদীন্ আরপ্স্যন্তে, ইত্যত আহ—"তত্র তত্রে"তি। সত্যপি জনকত্বাবিশেষে কুম্ভকারহেমকারাদয়ঃ ন কুম্ভরুচকাদীনাম্ উপাদানম্। ন হি তে তান্ তাদাত্ম্যেন উপাদদানা দৃশ্যন্তে। মৃৎকনকে তু উপাদানম্ ইতি ব্যবস্থা তাদাত্ম্যাকারিতা, সমবায়স্য প্রাক্ নিরস্তত্বাৎ। তাদাত্ম্যং চ অনুবৃত্তয়োঃ এব মহীহেম্নোঃ ঘটরুচকাদিষু অনুভূয়তে, ন ইতরেতরব্যাবৃত্তানাম্ ইতি অনুগতদ্রব্যমেব উপাদানম্ ইত্যর্থঃ।

নমু সতি উপাদানে অনুবৃত্তিব্যাবৃত্তিচিন্তা তদেব ন ইতি বৌদ্ধমতম্ আশঙ্ক্য আহ—"ন চ বিনশ্যন্ত"মিতি। "প্রতীত্য"—প্রাপ্য। এবং যদা তু অপাস্তবিশেষং সামান্যাত্মকং কারণং বিশেষবদবস্থান্তরম্ আপদ্যমানম্ আরম্ভকম্ অভ্যুপগম্যতে ইতি ভাষ্যম্ উপপাদিতম্। ইদানীং তু তদা ঘৃতকাঠিন্যবিলয়নবৎ ইত্যাদিভাষ্যম্ কৃতোপোদ্ঘাতং ব্যাচষ্টে—"এবং ব্যবস্থিতে" ইতি। যৎ তু ঘৃতস্যাপি নাশাভ্যুপগমে অবয়ববিভাগস্য সদ্ভাবাৎ সাধ্যসমত্বম্ ইতি তত্র ঘৃতনাশঃ ন উপেয়তে, কাঠিন্যসংস্থাননাশস্তু ন চ তত্র বিদ্যমানোঽপি অবয়ববিভাগ-প্রয়োজকঃ, পরমাণুগতকাঠিন্যনাশে দ্রবত্বোদয়ে চ তদভাবাৎ ইত্যাহ—"ন চ তত্রে"তি। যথা—কার্য্যদ্রবত্বাৎ পরমাণোঃ দ্রবত্বকল্পনা এবং কাঠিন্যম্ অপি কল্প্যং ন চেৎ ন ইতরৎ অপি। ন কেবলং পরমাণুদৃষ্টান্তে অবয়ববিভাগাদ্যভাব উপজীব্যঃ, কিন্তু কার্য্যকারণ-ভেদাভাবোঽপি ইত্যাহ—"ন চ কাঠিন্যদ্রবত্বে" ইতি ।১৫

ভামতীর অনুবাদ।

যদপি নিত্যত্বে তৃতীয়ং কারণং এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই—যদি যাহাদের স্থূলকার্য্যসকল দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ সৎ অর্থাৎ ভাবপদার্থরূপ পরমাণুসকলের প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা কারণের জ্ঞান না

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ।১৫]

ভামতীর অনুবাদ।

হওয়াই অবিদ্যা, তাহার দ্বারা নিত্যত্বসিদ্ধ হইবে; এইরূপ হইলে দ্ব্যণুকেরও নিত্যত্ব হইয়া পড়িল, অর্থাৎ দ্ব্যণুকে ব্যভিচার হইল। যদি **অদ্রব্যত্বে সতি** এই বলিয়া বিশেষিত কর, তাহা হইলে দ্ব্যণুকে ব্যভিচার হইল না; কারণ, দ্ব্যণুক অনেকদ্রব্য বলিয়া অবিদ্যমান-দ্রব্য হইতে পারে না, (অর্থাৎ এখানে অদ্রব্য বলিতে যাহার কারণস্বরূপ কোন দ্রব্য নাই, তাহাকে বুঝিতে হইবে, কিন্তু দ্ব্যণুকের কারণস্বরূপ দুইটি পরমাণুদ্রব্য থাকায় ইহা অদ্রব্য হইল না) তাহা হইলেও অকারণত্বই নিত্যতার নিমিত্ত হইয়া পড়িবে, যেহেতু অদ্রব্যত্ব শব্দের অর্থ—অবিদ্যমান-কারণীভূত-দ্রব্যত্ব বলা হয়, অর্থাৎ যাহার কারণস্বরূপ কোন দ্রব্য নাই, তাহাকে এখানে অদ্রব্য বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং তাহা হইলে পুনরুক্ত হইল—ইহাই **তস্ম চ** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। আরও **অদ্রবত্বে সতি সত্ত্বাৎ** অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বোক্ত অদ্রব্য হইয়া সৎ অর্থাৎ ভাবপদার্থ হইবে, তাহাই নিত্য, ইহা বলিলেই ইষ্টসিদ্ধি অর্থাৎ পরমাণুর নিত্যত্বসিদ্ধি হয় বলিয়া অবিদ্যা এই সূত্রটি ব্যর্থ হইল।

আর যদি বল—অবিদ্যাপদদ্বারা দ্রব্যবিনাশের কারণ দুইটির অবিদ্যমানতা বলা হইতেছে, যেহেতু দ্রব্য-নাশের হেতু দুই প্রকার, একটী—অবয়বের বিনাশ অর্থাৎ সমবায়িকারণের নাশ, এবং অন্যটী—অবয়ব-ব্যতিষঙ্গবিনাশ অর্থাৎ অবয়বদ্বয়ের সংযোগনাশ, পরমাণুতে সেই দুইটিই নাই, সেইজন্য পরমাণু নিত্য। আর সুখাদির দ্বারা ব্যভিচারও হয় না, কারণ, তাহারা দ্রব্য নহে, অর্থাৎ "দ্রব্যত্বে সতি" এই বিশেষণ দেওয়ায় সুখাদি দ্রব্য নহে বলিয়া তাহার দ্বারা ব্যভিচার হইবে না, ইহাই **অথাপি** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। **ন অবশ্যং** এই গ্রন্থদ্বারা পরিহার করিতেছেন। যদি সংযোগসহকৃত বহু দ্রব্য অন্যদ্রব্যকে আরম্ভ করে, এই প্রক্রিয়া সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে সেই দুইটিই অর্থাৎ সমবায়িকারণনাশ ও অসমবায়িকারণনাশ দ্রব্য-বিনাশের কারণ হয়—ইহা সিদ্ধ হইত। কিন্তু তাহা হয় না। যেহেতু দ্রব্যস্বরূপের জ্ঞান হয় না। আর তন্ত্বাধার অর্থাৎ তন্তুতে বর্ত্তমান এবং তন্তু হইতে ভিন্ন—বস্ত্র বলিয়া কিছুই নাই, যাহা সংযোগসহকৃত তন্তুদ্বারা আরব্ধ অর্থাৎ উৎপন্ন হইবে, ইহা আমি পূর্ব্বে (আরম্ভাধিকরণে) বলিয়াছি। আর দ্রব্যগুণপ্রভৃতি ছয়টি পদার্থকে দোষ দিয়া অগ্রে বলিবেন। কিন্তু কারণই বিশেষবিশিষ্ট অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য হয় এবং তাহা সামান্যস্বরূপ বটে। যেমন—সমুদায় ঘট ও রুচকাদিতে অনুগত মৃত্তিকা বা সুবর্ণ সামান্যরূপেই অনুভূত হয়। আর এই ঘটরুচকাদিবস্তুসকল মৃত্তিকা ও সুবর্ণ হইতে ব্যতিরিক্ত অর্থাৎ ভিন্ন নহে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং অগ্রেও বলিব। সেইজন্য মৃত্তিকা ও সুবর্ণই সেই সেই আকারে পরিণত হইয়া ঘট, রুচক, কপাল শর্করা কণা, শকলকণিকাচূর্ণ অর্থাৎ খণ্ড কণা চূর্ণ ইত্যাদি বলিয়া কথিত হয়। কারণ, সেই সেই কার্য্যে উপাদানমৃত্তিকা ও সুবর্ণের প্রত্যভিজ্ঞান হয়, অর্থাৎ সেই সুবর্ণই এই রুচক ইত্যাদি প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু ঘটপ্রভৃতি কপালপ্রভৃতিতে, অথবা কপালাদি ঘটাদিতে, রুচকাদি খণ্ডপ্রভৃতিতে অথবা খণ্ডাদি রুচকাদিতে প্রত্যভিজ্ঞাত হয় না, যেজন্য (তাহাদের) কার্য্যকারণভাব হইবে।

আর কপালক্ষণ উপাদান না হইলেও বিনাশস্বভাব ঘটক্ষণকে পাইয়া উৎপন্ন হইতে পারে, সুতরাং উপাদানপ্রত্যভিজ্ঞানের আর আবশ্যক কি?—ইহা বলিতে পার না। কারণ, এই বৈনাশিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ বৌদ্ধমতকেও পরে খণ্ডন করা হইবে। সেইজন্য উপজনাপায়ধর্ম্মা অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশস্বভাববিশেষ অবস্থা-সকল সামান্যের অর্থাৎ মৃত্তিকাদির উপাদেয় অর্থাৎ কার্য্য, এবং যাহা সামান্যস্বরূপ তাহা উপাদান অর্থাৎ কারণ। এইরূপ স্থির হইলে যেমন সুবর্ণদ্রব্য কাঠিন্য অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া তরল অবস্থায় পরিণত হয়, এবং সেখানে অবয়ববিভাগ থাকিলেও তাহা দ্রবত্বের কারণ নহে, কারণ, আপনার মতে পরমাণুসকলের তদভাব অর্থাৎ অবয়ব না থাকায় তাহার বিভাগ অসম্ভব বলিয়া দ্রবত্ব হইতে পারে না। সেই হেতু যেমন পরমাণুদ্রব্য অগ্নিসংযোগবশতঃ কাঠিন্য অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া দ্রবত্বরূপে পরিণত হয়, এবং কাঠিন্য ও দ্রবত্ব যেমন পরমাণু হইতে অতিরিক্ত নহে, এইরূপ মৃত্তিকা বা সুবর্ণরূপ সামান্য পিণ্ডাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া কুম্ভকার স্বর্ণকার প্রভৃতির চেষ্টাবশতঃ ঘট ও রুচকাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অবয়ববিনাশ বা অবয়ব-সংযোগবিনাশবশতঃ ঘট ও রুচকাদি বিনষ্ট হইতে পারে না। তাহার কারণ, কপালাদি অবয়ব তাহার উপাদান নহে, এবং তাহার সংযোগও অসমবায়িকারণ নহে, কিন্তু সামান্য অর্থাৎ মৃত্তিকা বা সুবর্ণই তাহার উপাদান, এবং তাহা নিত্য। আর তাহা সংযোগসহকৃত নহে; কারণ, উপাদান একমাত্র বস্তু; সংযোগসম্বন্ধ দুইটী বস্তুতে

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

উভয়থা চ দোষাৎ।১৬ *

ভামতীর অনুবাদ।

থাকে বলিয়া একে থাকিতে পারে না। অতএব পরমার্থ সৎ অর্থাৎ বাস্তবিক সত্য সামান্যবস্তুর ঘটরুচকাদি যে বিশেষ অবস্থা, তাহা অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ সৎ বা অসৎ তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না, এবং তদধিষ্ঠান অর্থাৎ সামান্যরূপ উপাদানেই উৎপন্ন হয়, এবং রজ্জু-উপাদান ভুজঙ্গপ্রভৃতির ন্যায় উপজনাপায়ধর্ম্মা অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশস্বভাব, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। তস্মাৎ এই গ্রন্থদ্বারা প্রকৃতের অর্থাৎ পরমাণু রূপাদিযুক্ত হওয়ায় নিত্য ও অণুর বিপরীত অনিত্য ও স্থূল হইবে—এই বিচারের উপসংহার অর্থাৎ শেষ করিতেছেন।১৫

শাঙ্করভাষ্যম্।

উভয়থা চ দোষাৎ।১৬

গন্ধরসরূপস্পর্শগুণা স্থূলা পৃথিবী, রূপরসস্পর্শগুণাঃ সূক্ষ্মা আপঃ, রূপস্পর্শগুণং সূক্ষ্মতরং তেজঃ, স্পর্শগুণঃ সূক্ষ্মতমো বায়ুঃ ইত্যেবম্ এতানি চত্বারি ভূতানি উপচিতাপচিতগুণানি স্থূলসূক্ষ্মসূক্ষ্মতরসূক্ষ্মতমতারতম্যোপেতানি চ লোকে লক্ষ্যন্তে। তদ্বৎ পরমাণবোঽপি উপচিতাপচিতগুণাঃ কল্প্যেরন্ ন বা। উভয়থাপি চ দোষানুষঙ্গঃ অপরিহার্য্য এব স্যাৎ। কল্প্যমানে তাবৎ[1] উপচিতাপচিতগুণত্বে উপচিতগুণানাং মূর্ত্ত্যুপচয়াৎ অপরমাণুত্বপ্রসঙ্গঃ। ন চ অন্তরেণাপি মূর্ত্ত্যুপচয়ং গুণোপচয়ো ভবতি ইতি উচ্যতে, কার্য্যেষু ভূতেষু গুণোপচয়ে মূর্ত্ত্যুপচয়দর্শনাৎ।[2] অকল্প্যমানে তু উপচিতাপচিতগুণত্বে পরমাণুত্বসাম্যপ্রসিদ্ধয়ে যদি তাবৎ সর্ব্বে একৈকগুণা এব কল্প্যেরন্ ততঃ তেজসি স্পর্শস্য উপলব্ধি র্ন স্যাৎ, অপ্সু রূপস্পর্শয়োঃ পৃথিব্যাং চ রূপরসস্পর্শানাম্; কারণগুণপূর্ব্বকত্বাৎ কার্য্যগুণানাম্।[3] অথ সর্ব্বে চতুর্গুণা এব কল্প্যেরন্ ততঃ অপ্সু অপি গন্ধস্য উপলব্ধিঃ স্যাৎ, তেজসি গন্ধরসয়োঃ, বায়ৌ গন্ধরূপরসানাম্। ন চ এবং দৃশ্যতে। তস্মাৎ অপি অনুপপন্নঃ পরমাণুকারণবাদঃ।১৬

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—**চ** অর্থ আর, **উভয়থা** অর্থ উভয়প্রকারেই, অর্থাৎ পৃথিবী—গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শস্বরূপ হয়, জল—রস, রূপ ও স্পর্শস্বরূপ হয়, তেজঃ—রূপ ও স্পর্শস্বরূপ হয়, এবং বায়ু—স্পর্শস্বরূপ হয় বলিয়া পার্থিবাদি পরমাণু স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম হইবে কি না? যদি হয়, তাহা হইলে তাহা আর পরমাণু হইতে পারে না; আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে অর্থাৎ যদি পার্থিবাদি পরমাণু এক একটি গুণযুক্ত হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে রসাদির অনুভব না হউক, জলে রূপ ও স্পর্শের অনুভব না হউক, তেজে স্পর্শের উপলব্ধি না হউক; আর যদি চারিটিই চারিটি গুণযুক্ত হয়, তাহা হইলে জলপ্রভৃতিতে গন্ধপ্রভৃতির উপলব্ধি হউক, এইরূপে উভয় প্রকারেই **দোষাৎ** অর্থাৎ দোষ হয় বলিয়া পরমাণু কারণবাদ অনুপপন্ন হয়।

ভাষ্যার্থ—গন্ধ রস রূপ ও স্পর্শগুণযুক্ত পৃথিবী—স্থূল, রূপ রস ও স্পর্শগুণযুক্ত জল—সূক্ষ্ম, রূপ ও স্পর্শগুণযুক্ত তেজ—সূক্ষ্মতর, এবং কেবল স্পর্শগুণযুক্ত বায়ু—সূক্ষ্মতম। এইরূপে এই চারিটি ভূত উপচিতাপচিতগুণ অর্থাৎ অধিক ও অল্পগুণযুক্ত, এবং স্থূল সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতমরূপ তারতম্যযুক্ত লোকে দেখা যায়। সেইরূপ পরমাণুসকলও উপচিতাপচিতগুণ অর্থাৎ অধিক ও অল্পগুণযুক্ত হয়—ইহা কল্পনা করিতে হইবে। উভয় প্রকারেই দোষযুক্ত হওয়া অপরিহার্য্য হইবেই। যদি অধিক ও অল্পগুণযুক্ততা কল্পনা করা হয়—তাহা হইলে যাহারা উপচিতগুণ অর্থাৎ অধিক গুণযুক্ত, তাহাদের মূর্ত্তির অর্থাৎ দ্রব্যস্বরূপের উপচয়বশতঃ অপরমাণুত্বপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ পরমাণুত্ব ব্যাঘাত হয়। আর মূর্ত্তির (দ্রব্যস্বরূপের) উপচয় অর্থাৎ আধিক্য ব্যতীতও গুণের উপচয় হয়—ইহা বলিতে পার না; যেহেতু, কার্য্যস্বরূপ ভূতসমূহে অর্থাৎ উৎপন্ন পৃথিব্যাদি ভূতে গুণোপচয় হইলে (গুণগুণী অভিন্ন বলিয়া) মূর্ত্তির উপচয় অর্থাৎ আধিক্য হয়—দেখিতে পাওয়া যায়। আর যদি পরমাণুর গুণের আধিক্য ও ন্যূনতা কল্পনা না কর, তাহা হইলে পরমাণুসকলে সাম্যপ্রসিদ্ধির জন্য যদি পরমাণুসকল এক একটি গুণযুক্ত বলিয়া কল্পনা কর, তাহা হইলে তেজে স্পর্শের জ্ঞান না হউক, জলে রূপ ও স্পর্শের

---

* এখানে প্রথমাঙ্কপদ না থাকায় ইহাও আরব্ধ অধিকরণের সূত্র বুঝিতে হইবে।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[উভয়থা চ দোষাৎ।১৬]

ভাষ্যানুবাদ।

জ্ঞান না হউক এবং পৃথিবীতে রস, রূপ ও স্পর্শের জ্ঞান না হউক, যেহেতু কারণগুণপূর্ব্বক কার্য্যগুণ হয় অর্থাৎ কারণগুণ হইতে কার্য্যগুণ উৎপন্ন হয়। আর যদি সকলেই চারিটি গুণযুক্তই এইরূপ কল্পনা কর, তাহা হইলে জলেও গন্ধের জ্ঞান হউক, তেজে গন্ধ ও রসের জ্ঞান হউক এবং বায়ুতে গন্ধ, রূপ ও রসের জ্ঞান হউক। কিন্তু এরূপ ত দেখা যায় না। সেইজন্যও পরমাণুকারণবাদ অসঙ্গত।১৬

ভামতী।

অনুভূয়তে হি পৃথিবী গন্ধরূপরসস্পর্শাত্মিকাঃ স্থূলা, আপঃ রসরূপস্পর্শাত্মিকাঃ সূক্ষ্মাঃ, রূপস্পর্শাত্মকং তেজঃ সূক্ষ্মতরং, স্পর্শাত্মকো বায়ুঃ সূক্ষ্মতমঃ। পুরাণেঽপি স্মর্য্যতে—

"আকাশং শব্দমাত্রং তু স্পর্শমাত্রং সমাবিশৎ।
দ্বিগুণস্তু ততো বায়ুঃ শব্দস্পর্শাত্মকোঽভবৎ॥
রূপং তথৈবাবিশতঃ শব্দস্পর্শগুণাবুভৌ।
ত্রিগুণস্তু ততো বহ্নিঃ স শব্দস্পর্শবান্ ভবেৎ॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসমাত্রং সমাবিশৎ।
তস্মাচ্চতুর্গুণা আপো বিজ্ঞেয়াস্তু রসাত্মিকাঃ॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসশ্চেৎ গন্ধমাবিশৎ।
সংহতান্ গন্ধমাত্রেণ তানাচষ্টে মহীমিমাম্॥
তস্মাৎ পঞ্চগুণা ভূমিঃ স্থূলা ভূতেষু দৃশ্যতে।
শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ॥
পরস্পরানুপ্রবেশাৎ ধারয়ন্তি পরস্পরম্"॥ ইতি।

তেন গন্ধাদয়ঃ পরস্পরং সংহন্যমানা পৃথিব্যাদয়ঃ। তথাচ যথা যথা সংহন্যমানানাম্ উপচয়ঃ, তথা তথা সংহতস্য স্থৌল্যম্, যথা যথা অপচয়ঃ তথা তথা সৌক্ষ্ম্যতারতম্যম্। তদেবম্ অনুভবাগমাভ্যাম্ অবস্থিতম্ অর্থং বৈশেষিকৈঃ অনিচ্ছদ্ভিরপি অশক্যাপহ্নবম্ আহ—"গন্ধে"তি। অস্তু তাবৎ শব্দঃ বৈশেষিকৈঃ তস্য পৃথিব্যাদিগুণত্বেন অনভ্যুপগমাৎ ইতি চত্বারি ভূতানি চতুস্ত্রিদ্ব্যেকগুণানি উদাহৃতবান্। অনুভবাগমসিদ্ধম্ অর্থম্ উক্ত্বা বিকল্প্য দূষয়তি—"তদ্বৎ" স্থূলপৃথিব্যাদিবৎ "পরমাণবোঽপী"তি। "উপচিতগুণানাং মূর্ত্ত্যুপচয়াৎ" উপচিতসংহন্যমানানাং সংঘাতোপচয়াৎ "অপরমাণুত্বপ্রসঙ্গঃ" স্থূলত্বাৎ ইতি।

যস্তু ব্রূতে ন গন্ধাদিসঙ্ঘাতঃ পরমাণুঃ, অপি তু গন্ধাদ্যাশ্রয়ো দ্রব্যং, ন চ গন্ধাদীনাং, তদাশ্রয়াণাম্ উপচয়েঽপি দ্রব্যস্য উপচয়ো ভবিতুম্ অর্হতি, অন্যত্বাৎ ইতি, তং প্রতি আহ—"ন চ অন্তরেণাপি মূর্ত্ত্যুপচয়ং" দ্রব্যস্বরূপোচয়ম্ ইত্যর্থঃ। কুতঃ? "কার্য্যেষু ভূতেষু গুণোপচয়ে মূর্ত্ত্যুপচয়দর্শনাৎ"। ন তাবৎ পরমাণবো রূপতঃ গৃহ্যন্তে, কিন্তু কার্য্যদ্বারা, কার্য্যং চ ন গন্ধাদিভ্যো ভিন্নং যদা, ন তদা আধারতয়া গৃহ্যতে, অপি তু তদাত্মকতয়া। তথাচ তেষাম্ উপচয়ে তদুপচিতং দৃষ্টম্ ইতি পরমাণুভিরপি তৎকারণৈঃ এবং ভবিতব্যম্। তথাচ অপরমাণুত্বং স্থূলত্বাৎ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং বিকল্প্য দূষয়তি—"অকল্প্যমানে তু উপচিতাপচিতগুণত্বে" ইতি। "অথ সর্ব্বে চতুর্গুণা" ইতি। যদ্যপি অস্মিন্ কল্পে সর্ব্বেষাং স্থৌল্যপ্রসঙ্গঃ, তথাপি অতিস্ফুটতয়া উপেক্ষ্য দূষয়তি—"ততঃ অপ্সু অপি" ইতি। বায়োঃ রূপবত্ত্বেন চাক্ষুষত্বপ্রসঙ্গঃ ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্।১৬

বেদান্তকল্পতরুঃ।

পরমাণুষু গুণোপচয়াপচয়াভ্যাম্ উপচিতাপচিতাবয়বত্বপ্রসঞ্জনম্ অযুক্তম্, অন্যত্বাৎ গুণানাং দ্রব্যস্য নিরবয়বত্বাবিঘাতাৎ ইতি আশঙ্ক্য গুণসমুদায়ত্বং পরমাণূনাং বক্তুং কার্য্যস্য গুণসমুদায়ত্বং তদ্বৃদ্ধিহ্রাসাভ্যাং চ স্থৌল্যসৌক্ষ্ম্যে দর্শয়তি—"অনুভূয়তে হি" ইত্যাদিনা। যেন অমিলিতা গুণাঃ তেন কারণেন স্থূলাঃ সন্তঃ তে বিশেষাঃ ব্যাবৃত্তব্যবহারবন্তঃ, তে চ সাত্ত্বিকত্বাদিনা শান্তত্বাদিযোগিন ইত্যর্থঃ।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[উভয়থা চ দোষাৎ।১৬]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"পরস্পরে"তি। পরস্পরে গন্ধাদীনাম্ অনুপ্রবেশাৎ দ্রব্যসংজ্ঞাং লব্ধ্বা রসাদয়ঃ পৃথিবী ভূত্বা গন্ধং ধারয়ন্তি, রূপাদয়ঃ আপো ভূত্বা রসং ধারয়ন্তি, স্পর্শাদয়ঃ তেজো ভূত্বা রূপং ধারয়ন্তি, শব্দস্পর্শসমুদায়শ্চ বায়ু র্ভূত্বা স্পর্শং ধারয়ন্তি ইত্যর্থঃ। "উপচিতগুণানাং মূর্ত্ত্যুপচয়াদি"তি তাত্তোপাদানম্। উপচয়মাত্রেণ ন সঙ্ঘাতাত্মকমূর্ত্ত্যাধিক্যম্ অতো ব্যাখ্যা "সংহন্যমানানাম্" ইতি। "সংঘাতে"তি মূর্ত্তশব্দব্যাখ্যা। "বস্তু ত্রূতে" ইতি। আগমম্ অনাদৃত্য ইত্যর্থঃ। গুণসংঘাতোপচয়াপাদনে ইষ্টপরতাম্ আশঙ্ক্য আহ—"দ্রব্যস্বরূপে"তি। পরমাণুষু গুণোপচয়াৎ মূর্ত্ত্যুপচয়ে সাধ্যে কার্য্যেষু তদুপচয়াৎ মূর্ত্ত্যুপচয়প্রদর্শনং ন তাবৎ দৃষ্টান্তত্বেন, সাধ্যসমত্বাৎ, নাপি হেতুত্বেন, ব্যধিকরণত্বাৎ, ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"ন তাবৎ" ইতি। দৃষ্টান্তোক্তিঃ তাবৎ ইয়ম্। তত্র সাধ্যসমতাং পরিহরতি—"কার্য্যং চে"তি। "ভাবে চোপলব্ধেঃ" (ব্রঃ অঃ ২ পাঃ ১ সূ ১৫) ইত্যত্র চ উক্তরীত্যা ইত্যর্থঃ। সৌগতমতে সঙ্ঘাতঃ অনধিষ্ঠাতৃকঃ সিদ্ধান্তে তু ঈশ্বরাধীনঃ, উপাদানং চ গন্ধাদীনাম্ অস্তি অব্যাকৃতম্ ইতি ভেদঃ।১৬

ভামতীর অনুবাদ।

দেখা যায় যে,—গন্ধ রূপ রস ও স্পর্শগুণাত্মক পৃথিবী স্থূল; রস রূপ ও স্পর্শগুণাত্মক জল সূক্ষ্ম; রূপ ও স্পর্শগুণাত্মক তেজঃ সূক্ষ্মতর, এবং কেবল স্পর্শগুণাত্মক বায়ু সূক্ষ্মতম। পুরাণেও স্মরণ করা হয়—

"আকাশং শব্দমাত্রং তু স্পর্শমাত্রং সমাবিশৎ।
দ্বিগুণস্তু ততো বায়ুঃ শব্দস্পর্শাত্মকোঽভবৎ॥১
রূপং তথৈবাবিশতঃ শব্দস্পর্শগুণাবুভৌ।
ত্রিগুণস্তু ততো বহ্নিঃ স শব্দস্পর্শবান্ ভবেৎ॥২
শব্দঃ স্পর্শং চ রূপং চ রসমাত্রং সমাবিশৎ।
তস্মাচ্চতুর্গুণা আপো বিজ্ঞেয়াস্তু রসাত্মিকাঃ॥৩
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসশ্চেৎ গন্ধমাবিশৎ।
সংহতান্ গন্ধমাত্রেণ তানাচষ্টে মহীমিমাম্॥৪
তস্মাৎ পঞ্চগুণা ভূমিঃ স্থূলা ভূতেষু দৃশ্যতে।
শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ বিশেষাস্তেন তে স্মৃতাঃ॥৫
পরস্পরানুপ্রবেশাৎ ধারয়ন্তি পরস্পরম্"॥ ইতি

ইহার অর্থ—শব্দতন্মাত্র আকাশ স্পর্শতন্মাত্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল, সেই স্পর্শতন্মাত্র সহকৃত আকাশ তন্মাত্র হইতে শব্দ ও স্পর্শরূপ দুইটি গুণযুক্ত শব্দস্পর্শাত্মক বায়ু হইয়াছে, সেইরূপে শব্দতন্মাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র রূপতন্মাত্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল, এবং তাহা হইতে তিনটি গুণযুক্ত বহ্নি হইয়াছে, তাহা শব্দ ও স্পর্শগুণযুক্ত হইবে। শব্দ, স্পর্শ ও রূপতন্মাত্র রসতন্মাত্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাহা হইতে চারিটি গুণযুক্ত জল হইয়াছে জানিবে এবং তাহা রসাত্মক। শব্দ স্পর্শ রূপ ও রসতন্মাত্র গন্ধতন্মাত্রের সহিত মিলিত হইয়াছিল, গন্ধতন্মাত্রের সহিত সংহত অর্থাৎ মিলিত পূর্ব্বোক্ত তন্মাত্রসকলকে এই পৃথিবী বলে। সেইজন্য পাঁচটি গুণযুক্ত পৃথিবী মহাভূতের মধ্যে স্থূল দেখা যায়। সেইজন্য সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণপ্রযুক্ত শান্ত ঘোর ও মূঢ়স্বভাব সেই তন্মাত্রসমূহকে বিশেষ অর্থাৎ পরস্পর বিভিন্ন বলা হয়। পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া তত্তৎ দ্রব্য নাম ধারণ করিয়া পরস্পরকে ধারণ করে।

সেই হেতু গন্ধাদিগুণসকল পরস্পর সংহন্যমান অর্থাৎ মিলিত হইয়া পৃথিবীপ্রভৃতি হইয়া থাকে। আর তাহা হইলে তাহারা যেমন যেমন সংহন্যমান অর্থাৎ মিলিত হইয়া উপচিত অর্থাৎ অধিক হয়, তেমন তেমন সংহতের অর্থাৎ মিলিতের ও স্থূলতা হয়, আর যেমন যেমন তাহাদের অপচয় অর্থাৎ অল্পতা হয়, তেমন তেমন সূক্ষ্মতার তারতম্য হয়। সেই হেতু এই প্রকারে অনুভব ও শাস্ত্র হইতে অবগত অর্থ অর্থাৎ বস্তুকে বৈশেষিকগণ ইচ্ছা না করিলেও অস্বীকার করিতে পারেন না, ইহা গন্ধরস ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। শব্দের কথা থাকুক; কারণ, বৈশেষিকগণ পৃথিব্যাদির গুণরূপে তাহাকে স্বীকার করেন না, এইজন্য ক্রমশঃ চার তিন দুই ও একটি গুণযুক্ত পৃথিবীপ্রভৃতি ভূতকে উদাহরণ দিয়াছেন। অনুভব ও আগমপ্রসিদ্ধ বস্তুর কথা বলিয়া তদ্বৎপরমাণবোঽপি ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বিকল্প করিয়া দোষ দিতেছেন। তদ্বৎ শব্দের অর্থ—স্থূলপৃথিব্যাদির মত। উপচিতগুণানাং মূর্ত্ত্যুপচয়াৎ এই গ্রন্থের

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭

ভামতীর অনুবাদ।

অর্থ—উপচিত হইয়া অর্থাৎ সংখ্যায় অধিক হইয়া সংহন্যমান অর্থাৎ যাহারা মিলিত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্ঘাতোপচয়প্রযুক্ত অর্থাৎ সমষ্টির আধিক্যবশতঃ, **অপরমাণুত্বপ্রসঙ্গ** হয় অর্থাৎ পরমাণুত্বব্যাঘাত হয়; কারণ তাহা স্থূল।

কিন্তু যিনি বলেন—গন্ধাদিসমষ্টি পরমাণু নহে, কিন্তু গন্ধাদির আশ্রয়দ্রব্যই পরমাণু, এবং **তদাশ্রয়** অর্থাৎ দ্রব্যাশ্রিত যে গন্ধাদি তাহাদের আধিক্য হইলেও দ্রব্যের আধিক্য হইতে পারে না; কারণ, তাহা ভিন্নবস্তু; তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—**ন চান্তরেণাপি মূর্ত্ত্যুপচয়ম্** ইত্যাদি। মূর্ত্ত্যুপচয়শব্দের অর্থ দ্রব্যস্বরূপের বৃদ্ধি। যদি বল কেন? তাহা হইলে বলিব—**কার্য্যেষু ভূতেষু গুণোপচয়ে মূর্ত্ত্যুপচয় দর্শনাৎ** অর্থাৎ যেহেতু কার্য্যে অর্থাৎ উৎপন্নপঞ্চভূতে গুণের বৃদ্ধি হইলে মূর্ত্তির বৃদ্ধি হয়, দেখা যায়। আর পরমাণুসকল স্বরূপতঃ জানা যায় না, কিন্তু কার্য্যদ্বারা জানা যায়, অর্থাৎ অনুমান হয়, এবং কার্য্য যখন গন্ধাদি হইতে ভিন্ন হয় না, তখন গন্ধাদির আধাররূপে জানা যায় না, কিন্তু তদাত্মকরূপে অর্থাৎ তাহার সহিত অভিন্নরূপে জানা যায়। আর তাহা হইলে গন্ধাদির আধিক্যে পৃথিব্যাদিরও আধিক্য দেখা যায়, অতএব তাহাদের কারণ পরমাণুরও এইরূপ হওয়া উচিত। আর তাহা হইলে তাহারা স্থূল বলিয়া তাহাদের পরমাণুত্বের ব্যাঘাত হইল—ইহাই অর্থ। দ্বিতীয়কল্পে দোষ দিতেছেন—**অকল্প্যমানে তু উপচিতাপচিতগুণত্বে** ইত্যাদি। **অথ সর্ব্বে চতুর্গুণা** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই—যদিও এই পক্ষে সকলের স্থূলত্বের আপত্তি হয়, তাহা হইলেও তাহা অতিস্পষ্ট বলিয়া উপেক্ষা করিয়া দোষ দিতেছেন—**ততঃ অপ্সু অপি** ইত্যাদি। বায়ু রূপবান্ হওয়ায় চাক্ষুষত্বের আপত্তি হয়, ইহাও দেখিতে হইবে।১৬

শাঙ্করভাষ্যম্।

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭

প্রধানকারণবাদঃ বেদবিদ্ভিরপি কৈশ্চিৎ মন্বাদিভিঃ সৎকার্য্যত্বাদ্যংশোপজীবনাভি-প্রায়েণ উপনিবদ্ধঃ। অয়ং তু পরমাণুকারণবাদঃ ন কৈশ্চিদপি শিষ্টৈঃ কেনচিদপি অংশেন পরিগৃহীত ইতি অত্যন্তম্ এব অনাদরণীয়ঃ বেদবাদিভিঃ।

অপি চ বৈশেষিকাঃ তন্ত্রার্থভূতান্ ষট্‌পদার্থান্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াখ্যান্ অত্যন্তভিন্নান্ ভিন্নলক্ষণান্ অভ্যুপগচ্ছন্তি। যথা মনুষ্যঃ অশ্বঃ শশঃ ইতি। তথাত্বং চ অভ্যুপগম্য তদ্বিরুদ্ধং দ্রব্যাধীনত্বং শেষাণাম্ অভ্যুপগচ্ছন্তি। তৎ ন উপপদ্যতে, কথম্? যথা হি লোকে শশকুশপলাশপ্রভৃতীনাম্ অত্যন্তভিন্নানাং সতাং ন ইতরেতরাধীনত্বং ভবতি, এবং দ্রব্যাদীনাম্ অত্যন্তভিন্নত্বাৎ নৈব দ্রব্যাধীনত্বং গুণাদীনাং ভবিতুম্ অর্হতি।

অথ ভবতি দ্রব্যাধীনত্বং গুণাদীনাম্, ততো দ্রব্যভাবে ভাবাৎ দ্রব্যাভাবে অভাবাৎ দ্রব্যমেব সংস্থানাদিভেদাৎ অনেকশব্দপ্রত্যয়ভাক্ ভবতি। যথা দেবদত্ত এক এব সন্ অবস্থান্তরযোগাৎ অনেকশব্দপ্রত্যয়ভাক্ ভবতি তদ্বৎ। তথা সতি সাংখ্যসিদ্ধান্তপ্রসঙ্গঃ স্বসিদ্ধান্তবিরোধশ্চ আপদ্যেয়াতাম্।

ননু অগ্নেঃ অন্যস্যাপি সতো ধূমস্য অগ্ন্যধীনত্বং দৃশ্যতে? সত্যং দৃশ্যতে। ভেদপ্রতীতেস্তু তত্র অগ্নিধূময়োঃ অন্যত্বং নিশ্চীয়তে। ইহ তু শুক্লঃ কম্বলঃ, রোহিণী ধেনুঃ, নীলম্ উৎপলম্ ইতি দ্রব্যস্যৈব তস্য তস্য তেন তেন বিশেষণেন প্রতীয়মানত্বাৎ নৈব দ্রব্যগুণয়োঃ অগ্নিধূময়োঃ

* এখানে "অনপেক্ষা" এই প্রথমান্তপদ থাকায় অধিকরণ আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই পাদে "ন"কারাদি নিষেধার্থক শব্দদ্বারা অধিকরণ আরম্ভই বিশেষভাবে রীতি হওয়ায় এবং পরসূত্রে "অপ্রাপ্তিঃ" এই নিষেধার্থক প্রথমান্ত পদ থাকায় এই সূত্রকে আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গসূত্রই বলিতে হইল। আর এই সূত্রে "অনপেক্ষ"পদ এবং পরসূত্রে "অপ্রাপ্তিঃ"পদ থাকায় এই দুই মতও প্রায় একরূপ তাহাও বলা হইল। আর এই সূত্রে "চ"কার থাকায় ইহাতে অধিকরণ আরম্ভ করা হইল না। কারণ, এতদ্দ্বারা আরব্ধ বিষয়েরই হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে। এজন্য পরসূত্রেই ৪র্থ অধিকরণ আরম্ভ করা হইল।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ।১৭]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইব ভেদপ্রতীতিঃ অস্তি, তস্মাৎ দ্রব্যাত্মকতা গুণস্য। এতেন কর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং দ্রব্যাত্মককতা ব্যাখ্যাতা।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ অর্থ আর, **অপরিগ্রহাৎ** অর্থাৎ পরমাণুকারণবাদ শিষ্টগণকর্ত্তৃক অনাদৃত বলিয়া **অত্যন্তম্** অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে **অনপেক্ষা** অর্থাৎ অগ্রাহ্য জানিবে।

ভাষ্যার্থ—মনুপ্রভৃতি কোন কোন বেদবিদ্ সাংখ্যের সৎকার্য্যত্বাদি অংশের উপজীবন অর্থাৎ সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে প্রধানকারণবাদকে অর্থাৎ প্রকৃতি জগতের মূল কারণ, এই মতকে উপনিবন্ধন করিয়াছেন, অর্থাৎ নিজগ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই পরমাণুকারণবাদ অর্থাৎ ক্ষিত্যাদির পরমাণু হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এই মত, কোন শিষ্ট অর্থাৎ কোন আচার্য্য কোন অংশেই গ্রহণ করেন নাই, এইজন্য বেদবাদী পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক ইহা অতিশয় অনাদরণীয় হওয়া উচিত।

আরও বৈশেষিকপণ্ডিতগণ তন্ত্রার্থভূত অর্থাৎ উক্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ ও সমবায় নামক ছয়টী পদার্থ অত্যন্ত ভিন্ন এবং ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন, অর্থাৎ তাহারা পরস্পর অত্যন্তভিন্ন, (কারণ) তাহাদের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন—মনুষ্য, অশ্ব ও শশক ইত্যাদি। আর ঐরূপ স্বীকার করিয়া তাহার বিরুদ্ধ অর্থাৎ পরস্পর ভিন্ন হওয়ার বিরুদ্ধ অবশিষ্ট গুণকর্ম্মপ্রভৃতি পাঁচটি পদার্থকে দ্রব্যের অধীন বলিয়া স্বীকার করেন। তাহা কিন্তু সঙ্গত হয় না। যদি বল কেন? (বলিতেছি—) যেমন লোকমধ্যে শশক কুশ পলাশ প্রভৃতি পদার্থসকল অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় ইতরেতরাধীন অর্থাৎ পরস্পরের অধীন হয় না, এইরূপ দ্রব্যাদিপদার্থ অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় গুণাদিপদার্থ দ্রব্যের অধীন হইতে পারে না।

আর যদি বল—গুণ আদি পদার্থ দ্রব্যের অধীন হয়, তাহা হইলে দ্রব্য থাকিলে তাহারা থাকে, এবং দ্রব্য না থাকিলে থাকে না বলিয়া দ্রব্যই সংস্থানভেদে অর্থাৎ আকারাদিভেদে অনেক শব্দ অর্থাৎ নাম ও জ্ঞানের বিষয় হয়। যেমন দেবদত্ত এক হইয়াই অন্যান্য অবস্থাযোগে অনেক নাম ও জ্ঞানের বিষয় হয় সেইরূপ। (যথা—পিতা ভ্রাতা পুত্র শ্রোত্রিয় বদান্য সাধু ইত্যাদি।) তাহা হইলে সাংখ্য সিদ্ধান্ত হইয়া পড়িল এবং নিজ সিদ্ধান্তবিরোধও হইয়া পড়িল।

যদি বল—ধূম অগ্নি অপেক্ষা ভিন্ন হইলেও তাহাকেও অগ্নির অধীন দেখা যায়? হাঁ দেখা যায়—ইহা সত্য, কিন্তু সেখানে ভেদপ্রতীতি হয় বলিয়া অর্থাৎ অগ্নি অপেক্ষা ধূমকে ভিন্ন বলিয়া প্রত্যক্ষ দেখা যায় বলিয়া অগ্নি ও ধূমের ভেদ আছে—ইহা নিশ্চয় করা যায়। কিন্তু এখানে—সাদা কম্বল, লাল গাভী, নীল উৎপল, ইত্যাদি সেই দ্রব্যেরই সেই সেই বিশেষণদ্বারা প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া অগ্নি ও ধূমের মত দ্রব্য ও গুণের ভেদ বোধ হয় না। সেইজন্য গুণ দ্রব্যস্বরূপই। এই যুক্তিদ্বারা কর্ম্ম, সামান্য অর্থাৎ জাতি, বিশেষ ও সমবায়—ইহারা দ্রব্যস্বরূপ, ইহা ব্যাখ্যা করা হইল।

ভামতী।

নিগদব্যাখ্যাতেন ভাষ্যেণ ব্যাখ্যাতম্। সম্প্রতি উৎসূত্রং ভাষ্যকৃৎ বৈশেষিকতন্ত্রং দূষয়তি—"অপিচ বৈশেষিকা" ইতি। "দ্রব্যাধীনত্বং" দ্রব্যাধীননিরূপণত্বম্। ন হি যথা গবাশ্ব-মহিষমাতঙ্গাঃ পরস্পরানধীননিরূপণাঃ স্বতন্ত্রা নিরূপ্যন্তে, বহ্ন্যাদ্যধীনোৎপত্তয়ো বা ধূমাদয়ঃ যথা বহ্ন্যাদ্যনধীননিরূপণাঃ স্বতন্ত্রা নিরূপ্যন্তে, এবং গুণাদয়ঃ দ্রব্যাদ্যনধীননিরূপণাঃ, অপি তু যদা যদা নিরূপ্যন্তে তদা তদা তদাকারতয়া এব প্রথন্তে, ন তু প্রথায়াম্ এষাম্ অস্তি স্বাতন্ত্র্যম্, তস্মাৎ নাতিরিচ্যন্তে দ্রব্যাৎ, অপি তু দ্রব্যমেব সামান্যরূপং তথা তথা প্রথতে ইত্যর্থঃ। দ্রব্য-কার্য্যত্বমাত্রং গুণাদীনাং দ্রব্যাধীনত্বম্ ইতি মন্বানঃ চোদয়তি—"নমু অগ্নেঃ অন্যস্যাপি" ইতি। পরিহরতি—"ভেদপ্রতীতেঃ" ইতি। ন তদধীনোৎপাদতাং তদধীনত্বম্ আচক্ষ্মহে কিন্তু তদাকারতাং, তথাচ ন ব্যভিচারঃ ইত্যর্থঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"উৎসূত্রম্" ইতি। উৎসূত্রবাক্যম্ ইত্যর্থঃ। সৌত্র-চ-শব্দব্যাখ্যানত্বাৎ ষট্‌পদার্থীদূষণস্য। ভাষ্যে—"দ্রব্যাধীনত্বং" দ্রব্যাধীন-নিরূপণত্বমিতি, ন তু তদুৎপাদ্যত্বম্। কেষাঞ্চিৎ গুণানাং সামান্যাদীনাং চ তদভাবাৎ। দ্রব্যাধীনত্বম্ উপপাদয়তি—"ন হি যথা" ইতি।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

পূর্ব্বং স্বমতে স্থিত্বা দ্রব্যস্য গুণসঙ্ঘাতমাত্রত্বম্ উক্তম্ ইদানীং বৈশেষিকদৃষ্ট্যা দ্রব্যং কিঞ্চিৎ অভ্যুপেত্য দ্রব্যসামানাধিকরণ্যপ্রতীত্যা গুণাদেঃ দ্রব্যমাত্রত্বম্ উচ্যতে ইতি ন পূর্ব্বাপরবিরোধঃ। নম্বু ন তাদাত্ম্যেন দ্রব্যাধীননিরূপণত্বং কিন্তু তদুৎপত্ত্যা ইতি আশঙ্ক্য আহ—"বহ্ন্যাদ্যধীনে"তি। নম্বু তাদাত্ম্যেন প্রতীয়মানত্বম্ অভেদহেতুঃ ইতি উক্তে কথং ভাষ্যে অগ্নিধূময়োঃ ব্যভিচারশঙ্কা অত আহ—"দ্রব্য-কার্য্যমাত্রত্বম্" ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

অপরিগ্রহাচ্চ অত্যন্তম্ অনপেক্ষা—এই সূত্র নিগদব্যাখ্যাত অর্থাৎ সরলব্যাখ্যাযুক্ত ভাষ্যদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। **সম্প্রতি উৎসূত্র** অর্থাৎ বৈশেষিকের যে সকল সিদ্ধান্ত সূত্রকার উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করেন নাই, **"অপি চ বৈশেষিকা"**—এই গ্রন্থদ্বারা ভাষ্যকার স্বয়ং সেই সকল বৈশেষিক সিদ্ধান্তে দোষ দিতেছেন। **দ্রব্যাধীনত্বং** ইহার অর্থ—দ্রব্যাধীননিরূপণত্ব অর্থাৎ দ্রব্যের জ্ঞান হইলে যাহার জ্ঞান হয়। গো, অশ্ব, মহিষ ও হস্তী যেমন পরস্পরানধীননিরূপণ অর্থাৎ কেহ কাহারও অধীন হইয়া নিরূপিত না হইয়া স্বাধীনভাবে নিরূপিত হয়, অথবা বহ্ন্যাদির অধীনে উৎপন্ন হয় যে ধূমাদি, তাহারা যেমন বহ্ন্যাদির অধীনে নিরূপিত না হইয়া স্বাধীনভাবে নিরূপিত হয়, এইরূপ গুণাদি পদার্থসকল দ্রব্যাদির অধীনে না থাকিয়া নিরূপিত হয় না, কিন্তু যখন যখন নিরূপিত হয়, তখন তখন তদাকারেই অর্থাৎ দ্রব্যাকারেই নিরূপিত হয়; প্রথাতে অর্থাৎ নিরূপণবিষয়ে ইহাদের স্বাধীনতা নাই, সেইজন্য তাহারা দ্রব্য অপেক্ষা অতিরিক্ত নহে, কিন্তু সামান্যরূপ দ্রব্যই সেই সেই রূপে অর্থাৎ গুণকর্ম্মাদিরূপে প্রতীয়মান হয়—ইহাই তাৎপর্য্য। দ্রব্যের কার্য্য হওয়াই গুণাদীর দ্রব্যাধীনতা—ইহা মনে করিয়া **নম্বু অগ্নেঃ অন্যস্যাপি** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। **ভেদপ্রতীতেঃ** এই গ্রন্থদ্বারা পরিহার করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য—তাহার অধীনে উৎপন্ন হওয়াকে আমরা তাহার অধীন হওয়া বলি না, কিন্তু তাহার মত আকার হওয়াকে তাহার অধীন হওয়া বলি, তাহা হইলে আর ব্যভিচার হইল না।

শাঙ্করভাষ্যম্।

গুণাদীনাং দ্রব্যাধীনত্বং দ্রব্যগুণয়োঃ অযুতসিদ্ধত্বাৎ ইতি যদি উচ্যেত, তৎ পুনঃ অযুতসিদ্ধত্বম্ অপৃথগ্‌দেশত্বং বা স্যাৎ অপৃথক্‌কালত্বং বা অপৃথক্‌স্বভাবত্বং বা? সর্ব্বথাপি নোপপদ্যতে। অপৃথগ্‌দেশত্বে তাবৎ স্বাভ্যুপগমঃ বিরুধ্যেত। কথম্? তন্ত্বারব্ধো হি পটঃ তন্তুদেশঃ অভ্যুপগম্যতে ন পটদেশঃ। পটস্য তু গুণাঃ শুক্লত্বাদয়ঃ পটদেশা অভ্যুপ-গম্যন্তে ন তন্তুদেশাঃ। তথাচ আহুঃ—

"দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরম্ আরভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরম্" (বৈ সূঃ ১।১।১০) ইতি।

তন্তবো হি কারণদ্রব্যাণি কার্য্যদ্রব্যং পটম্ আরভন্তে, তন্তুগতাশ্চ গুণাঃ শুক্লাদয়ঃ কার্য্যদ্রব্যে পটে শুক্লাদিগুণান্তরম্ আরভন্তে ইতি হি তে অভ্যুপগচ্ছন্তি। সোঽভ্যুপগমঃ দ্রব্যগুণয়োঃ অপৃথক্‌দেশত্বে অভ্যুপগম্যমানে বাধ্যেত। অথ অপৃথক্‌কালত্বম্ অযুতসিদ্ধত্বম্ উচ্যেত, সব্যদক্ষিণয়োরপি গোবিষাণয়োঃ অযুতসিদ্ধত্বং প্রসজ্যেত। তথা অপৃথক্‌স্বভাবত্বে তু অযুতসিদ্ধত্বে ন দ্রব্যগুণয়োঃ আত্মভেদঃ সম্ভবতি। তস্য তাদাত্ম্যেনৈব প্রতীয়মানত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।

গুণসকল যে দ্রব্যের অধীন, ইহার কারণ—দ্রব্য ও গুণ অযুতসিদ্ধ অর্থাৎ গুণ দ্রব্যকে ছাড়িয়া থাকে না—ইহা যদি বল, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, তোমার অযুতসিদ্ধি পদার্থটি কি? তাহা কি অপৃথক্‌দেশত্ব? অর্থাৎ অপৃথক্ স্থানে বর্ত্তমান থাকা, অথবা অপৃথক্‌কালত্ব অর্থাৎ অপৃথক্ সময়ে উৎপন্ন হওয়া, অথবা অপৃথক্-স্বভাবত্ব অর্থাৎ উভয়েই অপৃথক্ পদার্থ হওয়া? কিন্তু কোন রকমেই সঙ্গত হয় না। যদি বল, অপৃথক্-দেশত্বই অযুতসিদ্ধি? তাহা হইলে তুমি স্বয়ং যাহা স্বীকার করিয়াছ, তাহা বিরুদ্ধ হয়। কেননা, সূত্র হইতে উৎপন্ন হয় যে বস্ত্র, তাহা তন্তুদেশ অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে তন্তুতে থাকে বলিয়া তুমি স্বীকার কর, **ন পটদেশ** অর্থাৎ তাহা কাপড়ে থাকে না। কিন্তু বস্ত্রের গুণ—শুক্লত্বাদি পটদেশ অর্থাৎ কাপড়ে থাকে বলিয়া স্বীকার কর, **ন তন্তুদেশ** অর্থাৎ তন্তুতে থাকে না। ইহার দ্বারা বলা হইল এই যে—বস্ত্রের

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭]

ভাষ্যানুবাদ।

তন্তুতে থাকে এবং বস্ত্রের গুণ—শুক্লত্বাদি বস্ত্রে থাকে, অতএব বস্ত্র ও তাহার গুণ এক স্থানে থাকিল না, অতএব অপৃথক্‌দেশত্ব অর্থাৎ এক স্থানে বর্ত্তমান থাকাকে অযুতসিদ্ধি বলিলে বস্ত্র ও তাহার গুণ অযুতসিদ্ধ হইতে পারিল না। আর তাঁহারা তাহাই বলেন যথা—

দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরম্ আরভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরম্ (বৈ ১।১।১০ সূত্র)

অর্থাৎ দ্রব্যসকল অন্য দ্রব্যকে আরম্ভ করে অর্থাৎ উৎপন্ন করে, এবং গুণসকল অন্য গুণকে আরম্ভ করে অর্থাৎ উৎপন্ন করে। কারণদ্রব্য তন্তুসকল কার্য্যদ্রব্য পটকে উৎপন্ন করে, এবং তন্তুগত শুক্লাদি গুণসকল কার্য্যদ্রব্য বস্ত্রে শুক্লাদি অন্য গুণকে উৎপন্ন করে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন। সেই স্বীকৃত বিষয় দ্রব্য ও গুণের অপৃথগ্‌দেশত্ব স্বীকার করিলে বাধিত হয়। আর যদি বল,—অপৃথক্‌কালত্ব অর্থাৎ এক সময়ে উৎপন্ন হয় যে বস্তু তাহাই অযুতসিদ্ধ, তাহা হইলে বাম ও দক্ষিণদিকের গো-শৃঙ্গদ্বয়ের অযুতসিদ্ধি হইয়া পড়িবে? আর অপৃথক্‌স্বভাব যদি অযুতসিদ্ধি হয়? তাহা হইলে দ্রব্য ও গুণের আত্মভেদ অর্থাৎ স্বরূপগত ভেদ সম্ভব হয় না। কারণ, গুণ দ্রব্যের তাদাত্ম্যরূপেই অর্থাৎ দ্রব্যস্বরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে।

ভামতী।

শঙ্কতে "গুণানাং দ্রব্যাধীনত্বং দ্রব্যগুণয়োঃ অযুতসিদ্ধত্বাদিতি যদি উচ্যেত"। যত্র হি দ্বৌ আকারিণৌ বিভিন্নাভ্যাম্ আকারাভ্যাম্ অবগম্যেতে তৌ সম্বদ্ধৌ অসম্বদ্ধৌ বা বৈয়ধিকরণ্যেন প্রতিভাসেতে, যথা ইহ কুণ্ডে দধি, যথা বা গৌঃ অশ্ব ইতি। ন তথা গুণকর্ম্মসামান্যবিশেষ-সমবায়াঃ, তেষাং দ্রব্যাকারতয়া আকারান্তরাযোগেন দ্রব্যাৎ আকারিণঃ অন্যত্বেন আকারিতয়া ব্যবস্থানাভাবাৎ। সেয়ম্ অযুতসিদ্ধিঃ। তথাচ সামানাধিকরণ্যেন প্রথা ইত্যর্থঃ। তাম্ ইমাম অযুতসিদ্ধিং বিকল্প্য দূষয়তি "তৎ পুনঃ অযুতসিদ্ধত্বম্" ইতি। তত্র অপৃথগ্‌দেশত্বম্ তদভ্যুপগমেন বিরুধ্যতে ইত্যাহ—'অপৃথগ্‌দেশত্বে' ইতি। যদি তু সংযোগিনোঃ কার্য্যয়োঃ সম্বন্ধিভ্যাম্ অন্যদেশত্বং যুতসিদ্ধিঃ ততঃ অন্যা অযুতসিদ্ধিঃ, নিত্যয়োস্তু সংযোগিনোঃ দ্বয়োঃ অন্যতরস্য বা পৃথগ্‌গতিমত্ত্বং যুতসিদ্ধিঃ ততঃ অন্যা অযুতসিদ্ধিঃ, তথাচ আকাশপরমাণ্বোঃ পরমাণ্বোশ্চ সংযুক্তয়োঃ যুতসিদ্ধিঃ সিদ্ধা ভবতি। গুণগুণিনোশ্চ শৌক্ল্যপটয়োঃ অযুতসিদ্ধিঃ সিদ্ধা ভবতি। ন হি তত্র শৌক্ল্যপটাভ্যাং সম্বন্ধিভ্যাম্ অন্যদেশৌ শৌক্ল্যপটৌ। সত্যপি পটস্য তদন্য-তন্তুদেশত্বে শৌক্ল্যস্য সম্বন্ধিপটদেশত্বাৎ।

তন্ন, নিত্যয়োঃ আত্মাকাশয়োঃ অজসংযোগে উভয়স্যা অপি যুতসিদ্ধেঃ অভাবাৎ। ন হি তয়োঃ পৃথগাশ্রয়াশ্রিতত্বম্, অনাশ্রয়ত্বাৎ। নাপি দ্বয়োঃ অন্যতরস্য বা পৃথগ্‌গতিমত্ত্বম্, অমূর্ত্তত্বেন উভয়োরপি নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ। ন চ অজসংযোগো নাস্তি; তস্য অনুমানসিদ্ধত্বাৎ। তথাহি—আকাশম্ আত্মসংযোগি, মূর্ত্তদ্রব্যসঙ্গিত্বাৎ, ঘটাদিবৎ ইতি অনুমানম্। পৃথগাশ্রয়া-শ্রয়িত্বপৃথগ্‌গতিমত্ত্বলক্ষণযুতসিদ্ধেঃ অন্যা তু অযুতসিদ্ধিঃ যদ্যপি ন অভ্যুপেতবিরোধম্ আবহতি, তথাপি ন সামানাধিকরণ্যপ্রথাম্ উপপাদয়িতুম্ অর্হতি। এবংলক্ষণেঽপি হি সমবায়ে গুণগুণিনোঃ অভ্যুপগম্যমানে সংবদ্ধ ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ ন তাদাত্ম্যপ্রত্যয়ঃ। অস্য চ উপপাদনায় সমবায় আস্থীয়তে ভবদ্ভিঃ। স চেৎ আস্থিতোঽপি ন প্রত্যয়ম্ ইমম্ উপপাদয়েৎ কৃতং তৎকল্পনয়া। ন চ প্রত্যক্ষঃ সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয়ঃ সমবায়গোচরঃ, তদ্বিরুদ্ধার্থত্বাৎ। তদ্‌গোচরত্বে হি পটে শুক্ল ইত্যেবমাকারঃ স্যাৎ, ন তু পটঃ শুক্ল ইতি।

ন চ—শুক্লপদস্য গুণবিশিষ্টগুণিপরত্বাৎ এবং প্রথা ইতি সাম্প্রতম্; ন হি শব্দবৃত্ত্যনুসারি প্রত্যক্ষম্। ন হি অগ্নির্মাণবক ইতি উপচরিতাগ্নিভাবো মাণবকঃ প্রত্যক্ষেণ দহনাত্মনা প্রথতে। ন চ অয়ম্ অভেদবিভ্রমঃ সমবায়নিবন্ধনঃ ভিন্নয়োরপি ইতি বাচ্যং; গুণাদিসদ্ভাবে তদ্ভেদে চ প্রত্যক্ষানুভবাৎ অন্যস্য প্রমাণস্য অভাবাৎ, তস্য চ ভ্রান্তত্বে সর্ব্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ.

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭]

ভামতী।

তদাশ্রয়স্য তু ভেদসাধনস্য তদ্‌বিরুদ্ধতয়া উত্থানাসম্ভবাৎ। তদিদম্ উক্তম্ "তস্য তাদাত্ম্যেনৈব প্রতীয়মানত্বাৎ" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"শঙ্কতে" ইতি। শুক্লত্বং ঘটবৃত্তি শৌক্ল্যাবৃত্তিত্বাৎ সত্ত্ববৎ * ইত্যনুমানম্ অভিপ্রেত্য তদনুকূলত্বেন সামানাধিকরণ্যপ্রতীতিঃ উক্তা, তস্যা অন্যথাসিদ্ধিং শঙ্কতে ইত্যর্থঃ। অযুতসিদ্ধত্বসম্বন্ধেঽপি ভেদে সতি ন সামানাধিকরণ্যম্ উপপদ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য অযুতসিদ্ধত্বং নির্বক্তি—"যত্র হি" ইতি। আকারিণৌ স্বতন্ত্রৌ স্বতন্ত্রবস্তুনোঃ অসমানাধিকরণ্যং ন স্বতন্ত্রপরতন্ত্রয়োঃ, দ্রব্যতন্ত্রাশ্চ গুণাদয় ইতি ভেদেঽপি সামানাধিকরণ্যম্ ইত্যর্থঃ। "দ্রব্যাকারতয়া" দ্রব্যধর্ম্মতয়া। "আকারান্তরাযোগেন" স্বাতন্ত্র্যপ্রয়োজকধর্ম্মযোগেন ইত্যর্থঃ। ভবেৎ ইয়ম্ অযুতসিদ্ধিঃ সামানাধিকরণ্যোপপাদিকা, এষৈব তু ন ভেদে ঘটতে, ন হি ভিন্নানাং বিন্ধ্যহিমবদাদীনাং ধর্ম্মধর্ম্মিভাব উপলভ্যতে, অথ ভিন্নানাম্ অপি অপৃথগ্‌দেশত্বাদিভিঃ প্রকারৈঃ ধর্ম্মধর্ম্মিভাব উচ্যেত, তর্হি তান্ বিকল্প্য দূষয়তি ইত্যাহ—"তামিমাম্" ইতি। তদর্থ-বিকল্পোঽপি তদ্বিকল্প ইতি তাম্ ইত্যুক্তম্। একদেশত্বম্ অপৃথগ্‌দেশত্বম্ ভাষ্যদূষিতং, স্বয়ং তু প্রকারান্তরেণ অপৃগ্‌দেশত্বম্ আশঙ্কতে, তত্র তাবৎ প্রতিযোগিভূতং পৃথগ্‌দেশত্বম্ আহ—"যদি তু সংযোগিনোঃ" ইতি। কুণ্ডবদরে হি সংযোগিনী তাভ্যাম্ অন্যঃ স্বস্বাবয়ব এব তয়োর্দেশ ইতি। নমু পরমাণ্বোঃ আকাশপরমাণ্বোশ্চ সংযোগে কথং সম্বন্ধিভ্যাম্ অন্যদেশত্বং যুতসিদ্ধিঃ তেষাম্ অনাশ্রিতত্বাৎ অত আহ—"নিত্যয়োস্তু" ইতি। অবিভুনোঃ দ্বয়োঃ বিভুনোস্তু অন্যতরস্য অবিভুন ইত্যর্থঃ। "তথা চাকাশে"তি। অত্র ন যথাসংখ্যম্। "সত্যপি" ইতি। একতরস্য সম্বন্ধিদেশত্বাদেব ন তয়োঃ সম্বন্ধিভ্যাম্ অন্যদেশত্বমিত্যর্থঃ। "আত্মসংযোগি" ইতি। "আত্মাশ্রিতসংযোগেন সংযোগী"ত্যর্থঃ। তথাচ ন মূর্ত্তত্বম্ উপাধিঃ স্যাৎ আত্মনি এব সাধ্যাব্যাপ্তেঃ। তস্য আত্মাশ্রিতসংযোগেন সংযোগিত্বাৎ অমূর্ত্তত্বাচ্চ। যথাশ্রুতে তু ভবত্যেব উপাধিঃ, যত্র আত্মসংযোগিত্বং তত্র মূর্ত্তত্বম্ ইতি ব্যাপ্তেরিতি। "সঙ্গিত্বাৎ" সংযোগিত্বাৎ ইত্যর্থঃ। সম্বন্ধিত্বমাত্রস্য গুণাদৌ ব্যভিচারাৎ। এতাবান্ এব হেতুঃ, সুখবোধার্থং তু মূর্ত্তদ্রব্যগ্রহণম্। যদ্যপি আকাশাত্মসংযোগে অস্তি বিপ্রতিপত্তিঃ, তথাপি ন তস্য মূর্ত্তসংযোগে অস্তি ইতি। অভ্যুপেত্যাপি বর্ণিতাম্ অযুতসিদ্ধিং দোষান্তরম্ আহ -"পৃথগাশ্রয়াশ্রয়িত্বম্" ইত্যাদিনা। স্যাদেতৎ ন তাদাত্ম্যপ্রত্যয়োপপাদকঃ সমবায়ঃ, কিন্তু সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয়বিষয় এব ইতি, ন ইত্যাহ -"ন চ প্রত্যক্ষ" ইতি। নমু শুক্লত্বমিত্যাদি ত্বতলাদিভিঃ নিকৃষ্টো গুণঃ অভিধীয়তে, শুক্লশব্দস্তু দ্রব্যনিলীনগুণবাচী লক্ষয়তি দ্রব্যম্ অতঃ লাক্ষণিকং সামানাধিকরণ্যম্, ততঃ কথং দ্রব্যগুণয়োঃ অভেদপ্রতিভানম্ অত আহ "ন চে"তি। শাব্দো হি ব্যবহারঃ লাক্ষণিকঃ স্যাৎ, ন প্রত্যক্ষপ্রত্যয় ইত্যর্থঃ। অভেদপ্রত্যয়স্য ভ্রমত্বং ভেদগ্রাহিপ্রমাণাৎ ভবতি, তচ্চ লক্ষণরূপম্ অনুমানম্, দ্রব্যং গুণাদিভ্যো ভিদ্যতে সমবায়িকারণত্বাৎ ইত্যাদি. তচ্চ ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রত্যক্ষবিরোধাৎ আভাস ইত্যাহ -"ন চায়ম্" ইতি। তস্য ভ্রান্তিত্বে সর্ব্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ আশ্রয়াসিদ্ধিঃ। প্রমাণত্বে চ অভেদবিষয়েণ তেন বিরোধাৎ অনুমানোত্থানাসম্ভব ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

গুণানাং দ্রব্যাধীনত্বং দ্রব্যগুণয়োঃ অযুতসিদ্ধত্বাদিতি যদি উচ্যেত—এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। অর্থাৎ যেখানে আকার(ধর্ম্ম)বিশিষ্ট দুইটি বস্তু ভিন্ন ভিন্ন দুইটি আকার(ধর্ম্ম)দ্বারা জানা যায়, সেই দুইটি বস্তু সম্বন্ধযুক্তই হউক অথবা সম্বন্ধযুক্ত নাই হউক, ব্যধিকরণ হইয়া অর্থাৎ বিভিন্নস্থানে থাকিয়া প্রতিভাত হয়। যেমন এই কুণ্ডে দধি, অথবা যেমন গোরু অশ্ব ইত্যাদি। গুণ, কর্ম্ম, জাতি, বিশেষ ও সমবায় তেমন নহে; কারণ, তাহারা দ্রব্যাকার অর্থাৎ দ্রব্যের ধর্ম্ম বলিয়া অন্য আকার না থাকায় অর্থাৎ নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রয়োজক কোন ধর্ম্ম না থাকায়, আকারবিশিষ্ট দ্রব্য হইতে অন্য আকারবিশিষ্ট পদার্থরূপে (ধর্ম্মিরূপে) ব্যবস্থিত হয় না অর্থাৎ থাকে না। ইহাই সেই অযুতসিদ্ধি। আর তাহা হইলে দ্রব্য ও গুণাদির যে সামানাধিকরণ্যে অর্থাৎ উভয়ের অভিন্নরূপে বোধ হয়, সেই অভিন্নরূপে থাকাই অযুতসিদ্ধি। সেই এই অযুতসিদ্ধিকে বিকল্প করিয়া **তৎ পুনঃ অযুতসিদ্ধত্বং** এই গ্রন্থদ্বারা দোষ দিতেছেন। তাহার মধ্যে অপৃথগ্‌-দেশত্বরূপ অযুতসিদ্ধি তাঁহাদের অভ্যুপগম অর্থাৎ স্বীকৃত নিয়মদ্বারা বিরুদ্ধ হয়; ইহাই **অপৃথক্‌দেশত্বে** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। আর যদি সংযোগী দুইটি জন্যপদার্থের সম্বন্ধিদ্বয় ভিন্ন অন্যদেশত্ব অর্থাৎ বিভিন্নস্থানে বিদ্যমান থাকাই যুতসিদ্ধি হয়, এবং নিত্য সংযোগিদ্বয়ের অথবা অন্যতরের অর্থাৎ দুইয়ের মধ্যে একটির পৃথগ্‌গতিমত্ত্ব অর্থাৎ পৃথক্‌ক্রিয়া থাকাই যুতসিদ্ধি হয়, এবং এই উভয় ভিন্নই অযুতসিদ্ধি হয়, তাহা হইলে সংযুক্ত আকাশ ও পরমাণুর এবং পরমাণুদ্বয়ের যুতসিদ্ধি সিদ্ধ হইল। (জন্যপদার্থদ্বয়ের বিভিন্নস্থানে থাকাই যুতসিদ্ধি, তদ্ভিন্ন অযুতসিদ্ধি, এই কথা বলিলে পরমাণুদ্বয় অথবা পরমাণু ও আকাশাদি বিভুপদার্থের অযুতসিদ্ধি হইয়া পড়ে। কারণ, তাহারা কেহই জন্যপদার্থ নহে, এইজন্য নিত্যপদার্থের জন্য পৃথক্ যুতসিদ্ধির লক্ষণ করা হইল।) আর গুণ ও গুণী এবং শৌক্ল্য ও বস্ত্রের অযুতসিদ্ধি সিদ্ধ হইল। কারণ, সেখানে শৌক্ল্য এবং বস্ত্র, শৌক্ল্য ও বস্ত্ররূপ সম্বন্ধিভিন্ন অন্যদেশে বর্ত্তমান হয় না। বস্ত্র সম্বন্ধিদ্বয়ভিন্ন তন্তুরূপস্থানে থাকিলেও শৌক্ল্য

* সত্ত্ববৎ = ঘটবৎ ইতি পাঠান্তরম্।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭]

ভামতীর অনুবাদ।

স্বসম্বন্ধী বস্ত্রেই থাকে, অর্থাৎ একটি সম্বন্ধিভিন্নদেশে থাকিলেও উভয়েই সম্বন্ধিভিন্ন দেশে থাকে না। একাভাববশতঃ উভয়াভাব সিদ্ধ হইল।

তাহা ঠিক্ নহে। কারণ, নিত্য আত্মা ও আকাশের অজসংযোগে অর্থাৎ নিত্যসংযোগে উভয় যুতসিদ্ধিই থাকে না। কারণ, তাহাদের পৃথগাশ্রয়াশ্রিতত্ব নাই অর্থাৎ প্রত্যেকে বিভিন্ন অধিকরণে বিদ্যমান থাকারূপ যুতসিদ্ধি নাই; কারণ, তাহারা অনাশ্রয় অর্থাৎ তাহাদের কোন আশ্রয় নাই। আর তাহাদের দুইটির অথবা অন্যতরের অর্থাৎ দুইটির মধ্যে একটিরও পৃথক্‌গতিমত্ত্ব অর্থাৎ ক্রিয়াও নাই; কারণ, উভয়ে অমূর্ত্ত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নপরিমাণবান্ নহে বলিয়া নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়াহীন। আর অজসংযোগ যে নাই, তাহাও নহে; কারণ, তাহা অনুমানদ্বারা সিদ্ধ হয়। সেই অনুমান যথা—আকাশ আত্মার সহিত সংযুক্ত; কারণ, তাহা মূর্ত্তদ্রব্যের সহিত সংযোগবিশিষ্ট, যেমন ঘটাদি—ইহাই সেই অনুমান। পৃথগাশ্রয়াশ্রয়িত্ব অর্থাৎ বিভিন্ন অধিকরণে বিদ্যমান থাকা, এবং পৃথগ্‌গতিমত্ত্ব অর্থাৎ পৃথক্ ক্রিয়া থাকা রূপ যুতসিদ্ধিভিন্ন অযুতসিদ্ধি যদিও অভ্যুপেত অর্থাৎ স্বীকৃত নিয়মে কোন বিরোধ উৎপন্ন করে না বটে, তাহা হইলেও সামানাধিকরণ্য প্রথা উপপাদন করিতে পারে না, অর্থাৎ গুণ ও গুণীর অভেদপ্রত্যয় ঘটাইতে পারে না। কারণ, গুণ ও গুণী অর্থাৎ দ্রব্যের এই প্রকার সমবায় স্বীকার করিলেও গুণ ও দ্রব্য সম্বদ্ধ—এইরূপ বুদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু তাদাত্ম্যপ্রত্যয় অর্থাৎ **শুক্লঃ পটঃ** এইরূপ অভেদবুদ্ধি হয় না। ইহারই অর্থাৎ এই অভেদ বুদ্ধিরই উপপাদনের জন্য আপনারা সমবায় স্বীকার করেন। সেই সমবায় স্বীকার করিলেও যদি এই বুদ্ধি অর্থাৎ শুক্ল পট এই অভেদবুদ্ধির উপপাদন করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই সমবায় কল্পনা করা বৃথা। আর প্রত্যক্ষাত্মক যে সামানাধিকরণ্যপ্রত্যয় অর্থাৎ গুণ ও দ্রব্যের অভেদপ্রতীতি, তাহা সমবায়গোচর অর্থাৎ সমবায়বিষয়কও নহে। কারণ, তাহা তদ্বিরুদ্ধার্থ অর্থাৎ ভেদের বিরুদ্ধ অভেদই তাহার বিষয়। কারণ, উক্ত প্রত্যক্ষ যদি সমবায়বিষয়ক হইত, তাহা হইলে বস্ত্রে শুক্লবর্ণ রহিয়াছে, এই প্রকার ভেদবিষয়ক প্রত্যক্ষই হইত, কিন্তু বস্ত্র শুক্লবর্ণ এই প্রকার অভেদবিষয়ক প্রত্যক্ষ হইত না।

আর শুক্লপদে লক্ষণাদ্বারা শুক্লগুণবিশিষ্ট গুণী অর্থাৎ দ্রব্যকে বুঝায় বলিয়া এইরূপ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ **শুক্লঃ পটঃ** এইরূপ অভেদ প্রত্যয় হয়—ইহা বলা ঠিক নহে। কারণ, শব্দবৃত্তি অনুসারে প্রত্যক্ষ হয় না, অর্থাৎ লক্ষণা শব্দেরই সম্বন্ধ, প্রত্যক্ষের নহে। অতএব লক্ষণাদ্বারা উক্তবিধ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না; কারণ, মাণবক অর্থাৎ ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণকুমার অগ্নি, এইরূপে উপচরিতাগ্নিভাব মাণবক, অর্থাৎ যে মাণবকে অগ্নিত্বের আরোপ করা হইয়াছে, সেই বালক অগ্নিরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না। আর গুণ ও দ্রব্য ভিন্ন হইলেও সমবায়বশতঃ অভেদভ্রম হয়—ইহাও বলিতে পার না; কারণ, গুণাদির সদ্‌ভাবে অর্থাৎ বিদ্যমানতায়, এবং গুণ ও গুণীর ভেদে প্রত্যক্ষ অনুভব ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ নাই। তাহাও যদি ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে সকল বস্তুরই অভাব হইয়া পড়ে। আর প্রত্যক্ষাশ্রিত যে ভেদসাধন অনুমান, তাহা প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ হয় বলিয়া তাহার উৎপত্তিই হইতে পারে না, অর্থাৎ সাধ্য ও হেতুর সহচারদর্শনপ্রভৃতি হইয়া পরে অনুমান হয়। অতএব প্রত্যক্ষ অনুমানের উপজীব্য, এ কারণ প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ হইলে অনুমান হইতে পারে না। সেইজন্য **তস্য তাদাত্ম্যেনৈব প্রতীয়মানত্বাৎ**—এই গ্রন্থ বলিয়াছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

যুতসিদ্ধয়োঃ সম্বন্ধঃ সংযোগঃ, অযুতসিদ্ধয়োস্তু সমবায় ইত্যয়ম্ অভ্যুপগমঃ মৃষা এব তেষাম্, প্রাক্‌সিদ্ধস্য কার্য্যাৎ কারণস্য অযুতসিদ্ধত্বানুপপত্তেঃ।/ অথ অন্যতরাপেক্ষ এব অয়ম্ অভ্যুপগমঃ স্যাৎ, অযুতসিদ্ধস্য কার্য্যস্য কারণেন সম্বন্ধঃ সমবায় ইতি। এবম্ অপি প্রাগসিদ্ধস্য অলব্ধাত্মকস্য কার্য্যস্য কারণেন সম্বন্ধঃ নোপপদ্যতে দ্বয়ায়ত্তত্বাৎ সম্বন্ধস্য। সিদ্ধং ভূত্বা সম্বধ্যতে ইতি চেৎ, প্রাক্ কারণসম্বন্ধাৎ কার্য্যস্য সিদ্ধৌ অভ্যুপগম্যমানায়াম্

"যুতসিদ্ধ্যভাবাৎ কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগবিভাগৌ ন বিদ্যেতে।" (বৈঃ সূঃ ৭।২।১৩)

ইতি ইদং দুরুক্তং স্যাৎ। যথাচ উৎপন্নমাত্রস্য অক্রিয়স্য কার্য্যদ্রব্যস্য বিভুভিঃ আকাশাদিভিঃ

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭]

শাঙ্করভাষ্যম্।

দ্রব্যান্তরৈঃ সম্বন্ধঃ সংযোগ এব অভ্যুপগম্যতে, ন সমবায়ঃ, এবং কারণদ্রব্যেণাপি সম্বন্ধঃ সংযোগ এব স্যাৎ ন সমবায়ঃ।

ভাষ্যানুবাদ।

যুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধ সংযোগ এবং অযুতসিদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধ সমবায়, তাঁহাদের এই অভ্যুপগম অর্থাৎ স্বীকৃত পদার্থ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ, কার্য্যের পূর্ব্বে সিদ্ধ কারণের অযুতসিদ্ধত্ব হইতে পারে না; কারণ, (এক সঙ্গে উৎপন্ন পদার্থদ্বয়কেই অযুতসিদ্ধ বলে।) যদি বল কার্য্য ও কারণ উভয়ের মধ্যে অন্যতর অর্থাৎ কার্য্যেরই ইহা অর্থাৎ অযুতসিদ্ধি স্বীকার করা হইবে, অযুতসিদ্ধ কার্য্যের কারণের সহিত সম্বন্ধ সমবায়। এইরূপ হইলেও পূর্ব্বে অসিদ্ধ অতএব অলব্ধাত্মক অর্থাৎ যাহা স্বরূপই প্রাপ্ত হয় নাই, সেই কার্য্যের কারণের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ, সম্বন্ধ দ্বয়ায়ত্ত অর্থাৎ উভয়ের অধীন। যদি বল—কার্য্য সিদ্ধ হইয়া সম্বন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে কারণের সহিত সম্বন্ধের পূর্ব্বে কার্য্যের সিদ্ধি স্বীকার করিলে "যুতসিদ্ধি না থাকায় কার্য্য ও কারণের সংযোগ ও বিভাগ হয় না"। আপনাদের ইহা বলা অতিশয় দুষ্কর হইয়া পড়ে, এবং যেমন উৎপন্নমাত্র ক্রিয়াশূন্য কার্য্যদ্রব্যের বিভু অর্থাৎ অতি মহৎ পরিমাণ আকাশাদি অন্য দ্রব্যের সহিত সম্বন্ধ সংযোগই স্বীকার কর—সমবায় নহে, এইরূপ কারণদ্রব্যের সহিতও সম্বন্ধ সংযোগ হইবে—সমবায় নহে;

ভামতী।

অপি চ অযুতসিদ্ধশব্দঃ অপৃথগুৎপত্তৌ মুখ্যঃ, সা চ ভবন্মতে ন দ্রব্যগুণয়োঃ অস্তি দ্রব্যস্য প্রাক্‌সিদ্ধেঃ গুণস্য চ পশ্চাৎ উৎপত্তেঃ, তস্মাৎ মিথ্যাবাদোঽয়ম্ ইত্যাহ—"যুতসিদ্ধয়োঃ" ইতি। অথ ভবতু কারণস্য যুতসিদ্ধিঃ কার্য্যস্য তু অযুতসিদ্ধিঃ, কারণাতিরেকেণ অভাবাৎ ইত্যাশঙ্ক্য অন্যথা দূষয়তি—"এবমপি" ইতি। সম্বন্ধিদ্বয়াধীনসদ্‌ভাবো হি সম্বন্ধঃ, ন অসতি একস্মিন্ অপি সম্বন্ধিনি ভবিতুম্ অর্হতি। ন চ সমবায়ঃ নিত্যঃ স্বতন্ত্র ইতি চ উক্তম্ অধস্তাৎ। ন চ কারণসমবায়াৎ অনন্যা * কার্য্যস্য উৎপত্তিঃ ইতি শক্যং বক্তুম্; এবং হি সতি সমবায়স্য নিত্যত্বাভ্যুপগমাৎ কারণবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গঃ, উৎপত্তৌ চ সমবায়স্য সৈব কার্য্যস্য অস্তু কিং সমবায়েন? সিদ্ধয়োস্তু সম্বন্ধে যুতসিদ্ধিপ্রসঙ্গঃ। ন চ অন্যা অযুতসিদ্ধিঃ সম্ভবতি ইতি এতৎ উক্তম্। ততশ্চ যদুক্তং বৈশেষিকৈঃ "যুতসিদ্ধ্যভাবাৎ কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগবিভাগৌ ন বিদ্যেতে ইতি ইদং দুরুক্তং স্যাৎ", যুতসিদ্ধ্যভাবস্যৈব অভাবাৎ। এতেন অপ্রাপ্তিসংযোগৌ যুতসিদ্ধিঃ ইত্যপি লক্ষণম্ অনুপপন্নম্। মা ভূৎ অপ্রাপ্তিঃ কার্য্যকারণয়োঃ, প্রাপ্তিস্তু অনয়োঃ সংযোগ এব কস্মাৎ ন ভবতি, তত্র অস্যা অসংযোগত্বায় অন্যা যুতসিদ্ধিঃ বক্তব্যা, তথাচ সৈব উচ্যতাং কিম্ অনয়া পরস্পরাশ্রয়দোষগ্রস্তয়া। ন চ অন্যা সম্ভবতি ইত্যুক্তম্। ((যদি উচ্যেত অপ্রাপ্তি-পূর্ব্বিকা প্রাপ্তিঃ, অন্যতরকর্ম্মজা উভয়কর্ম্মজা বা সংযোগঃ, যথা স্থাণুশ্যেনয়োঃ মল্লয়োর্বা। ন চ তন্তুপটয়োঃ সম্বন্ধঃ তথা, উৎপন্নমাত্রস্যৈব পটস্য তন্তুসম্বন্ধাৎ। তস্মাৎ সমবায় এব অয়ম্ ইতি অত আহ—"যথাচ উৎপন্নমাত্রস্য" ইতি। সংযোগজোঽপি সংযোগঃ ভবদ্ভিঃ অভ্যুপেয়তে ন ক্রিয়াজ এব ইত্যর্থঃ। ন চ অপ্রাপ্তিপূর্ব্বিকৈব প্রাপ্তিঃ সংযোগঃ, আত্মাকাশসংযোগে নিত্যে তদভাবাৎ, কার্য্যস্য চ উৎপন্নমাত্রস্য একস্মিন্ ক্ষণে কারণপ্রাপ্তিবিরহাচ্চ ইতি।))

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ননু সম্বন্ধিনি অসতি সমবায়ঃ ন ভবতি ইতি কথম্? উৎপত্তির্হি সমবায়ঃ, উৎপত্তিশ্চ অসতি এব কার্য্যে ভবতি, ইতরথা তদ্বৈয়র্থ্যাৎ অত আহ—"ন চ কারণসমবায়াৎ অনন্যা" ইতি। অন্যেতি বা পাঠঃ। তত্র চ ন কারণসমবায়াৎ অন্যা উৎপত্তিঃ, কিন্তু উৎপত্তিরেব সমবায়ঃ ইতি পূর্ব্বপক্ষিণ এব গ্রন্থঃ। এবং হি সতি ইত্যারভ্য সিদ্ধান্তঃ। নিত্যসমবায়স্য উৎপত্তিত্বে কার্য্যোৎপত্ত্যর্থং কারণ-বৈয়র্থ্যং চেৎ তর্হি অনিত্যোঽস্তু, তত্রাহ—"উৎপত্তৌ চ" ইতি। অথ সমবায়াৎ অন্যা কার্য্যস্য উৎপত্তিঃ উৎপন্নস্য চ সমবায়ঃ তত্রাহ—"সিদ্ধয়োস্তু" ইতি। ননু সিদ্ধয়োরপি সম্বন্ধিভ্যাম্ অন্যদেশত্বাভাবাদিভিঃ অযুতসিদ্ধিঃ স্যাৎ ইতি, ন ইত্যাহ—"ন চ অন্যা" ইতি। "এতেন" ইতি। যুতসিদ্ধ্যভাবাৎ যৎ সংযোগাভাবঃ তদযোগেন ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বম্ অপ্রাপ্তিঃ ততঃ সংযোগঃ। এতেন ইত্যেতৎ বিবৃণোতি "মাভূৎ"

* অনন্যা—অন্যা ইতি পাঠান্তরম্।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ।১৭]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ইতি। এবম্ভূতযুতসিদ্ধিব্যবস্থাপনা হি কার্য্যকারণয়োঃ সম্বন্ধস্য সংযোগত্বব্যাবৃত্ত্যর্থা, তত্র চ কার্য্যস্য নিত্যপারতন্ত্র্যেণ অপ্রাপ্ত্যভাবেঽপি তৎ-প্রাপ্তেঃ সংযোগত্বাভাবঃ অসিদ্ধঃ, ততশ্চ যুতসিদ্ধিলক্ষণে সংযোগপদং কার্য্যকারণসম্বন্ধাব্যবচ্ছেদকত্বাৎ ব্যর্থম্ ইত্যর্থঃ। অথ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধাৎ ব্যাবৃত্তত্বেন উভয়বাদিসম্মতধর্ম্মাণাং বাচকেন পদবৃন্দেন যুতং লক্ষণান্তরং দ্বয়োঃ অন্যতরস্য বা পৃথগ্ গতিমত্ত্বম্ ইত্যাদি অভিধীয়েত, তত্রাহ—"তত্র" ইতি। অস্যাঃ প্রাপ্তেঃ, কার্য্যকারণসম্বন্ধস্য অসংযোগত্বসিদ্ধৌ তৎব্যাবৃত্তিসমর্থসংযোগপদবদ্যুতসিদ্ধিলক্ষণস্য সিদ্ধিঃ, তৎসিদ্ধৌ চ তল্লক্ষিতযুতসিদ্ধিরাহিত্যেন কার্য্যকারণসম্বন্ধস্য অসংযোগত্বসিদ্ধিঃ ইতি ইতরেতরাশ্রয়ম্। তর্হি অন্যা এব অস্তু, "ন" ইত্যাহ—"ন চান্যা" ইতি। অন্যাসম্ভবঃ অসিদ্ধ ইতি শঙ্কতে—"যদি উচ্যেত" ইতি। অপ্রাপ্তিপূর্ব্বিকা প্রাপ্তিঃ, অন্যতরকর্ম্মজা প্রাপ্তিঃ উভয়কর্ম্মজা প্রাপ্তিঃ ইতি ত্রীণি লক্ষণানি। এতানি চ কার্য্যকারণসম্বন্ধস্য ন সম্ভবন্তি ইতি ন ইতরেতরাশ্রয়ম্ ইত্যর্থঃ। বৈশেষিকৈর্হি তন্তুভ্যঃ পটে উৎপন্নে তৎক্ষণে এব তন্ত্বাকাশসংযোগজন্যঃ পটাকাশসংযোগ ইষ্যতে, স চ ন কর্ম্মজঃ, ততঃ প্রাক্ পটসত্ত্বাক্ষণে পটে কর্ম্মাভাবাৎ, অতশ্চ যথোক্তলক্ষণং তত্র অব্যাপকং স্যাৎ ইত্যাহ—"সংযোগজ" ইতি। তর্হি অপ্রাপ্তিপূর্ব্বিকা প্রাপ্তিঃ ইত্যেতাবৎ লক্ষণম্ অস্তু তথাচ নাব্যাপ্তিঃ। নাপি ইতরেতরাশ্রয়ত্বং সংযোগপদানুপাদানাৎ ইতি তত্রাহ—"ন চাপ্রাপ্তী"তি। অতিব্যাপ্তিং চ লক্ষণস্য আহ "কার্য্যস্য চ" ইতি। অসতি প্রাপ্তরি প্রাপ্ত্যনুপপত্তেঃ কার্য্যসত্ত্বোত্তরক্ষণে প্রাপ্তিঃ ইতি ক্ষণমাত্রম্ অপ্রাপ্তিঃ অস্তি ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

আরও অযুতসিদ্ধ শব্দ অপৃথগুৎপত্তি অর্থাৎ এক সঙ্গে উৎপন্ন অর্থেই মুখ্য, অর্থাৎ ইহাই তাহার প্রধান অর্থ। কিন্তু আপনার মতে দ্রব্য ও গুণের তাহা নাই; কারণ, দ্রব্য পূর্ব্বসিদ্ধ এবং গুণ পরে উৎপন্ন হয়। সেইজন্য ইহা মিথ্যা কথা, **যুতসিদ্ধয়োঃ** এই গ্রন্থদ্বারা ইহা বলিতেছেন। আর যদি বল, কারণের যুতসিদ্ধি হউক, এবং কার্য্যের অযুতসিদ্ধি হউক, যেহেতু কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য থাকে না—এই আশঙ্কা করিয়া **এবমপি** এই গ্রন্থদ্বারা দোষ দিতেছেন। সম্বন্ধ বস্তুটি দুইটি সম্বন্ধিবশতঃ নিরূপিত হয়, তন্মধ্যে একটি সম্বন্ধীও না থাকিলে সম্বন্ধনিরূপিত হইতে পারে না। আর সমবায় যে নিত্য ও স্বতন্ত্র নহে—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আর কারণের সমবায় হইতে কার্য্যের উৎপত্তি অভিন্ন—ইহা বলিতে পার না। এরূপ হইলে সমবায়ের নিত্যত্ব স্বীকার করায় কারণ ব্যর্থ হইয়া পড়ে, এবং সমবায়ের উৎপত্তি হইলে কার্য্যেরই তাহা হউক না, সমবায় স্বীকার করিয়া কি হইবে? সিদ্ধ কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ হইলে যুতসিদ্ধি হইয়া পড়ে। অন্যপ্রকার যে, অযুতসিদ্ধি সম্ভব নহে—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহা হইলে বৈশেষিকগণ যে বলিয়াছেন—"যুতসিদ্ধির অভাববশতঃ কার্য্য ও কারণের সংযোগ ও বিভাগ হয় না"—ইহা বলা অতিশয় দুষ্কর হইবে। কারণ, যুতসিদ্ধির অভাবেরই অভাব আছে। পরে যে যুক্তি বলা হইতেছে, তাহার দ্বারা—প্রথমে অপ্রাপ্তি, পশ্চাৎ সংযোগকে যুতসিদ্ধি বলে, এই লক্ষণও ঠিক্ নহে। কার্য্য ও কারণের অপ্রাপ্তি না হউক, কিন্তু ইহাদের প্রাপ্তির নাম সংযোগই হয় না কেন? সেখানে ইহার অর্থাৎ প্রাপ্তির অসংযোগত্বের জন্য অর্থাৎ কার্য্য ও কারণের প্রাপ্তি যাহাতে সংযোগ না হয় তাহার জন্য, অন্য যুতসিদ্ধি বলিতে হইবে, এবং তাহা হইলে তাহাই বলনা কেন? অন্যোন্যাশ্রয়দোষযুক্ত এই যুতসিদ্ধি বলিয়া কি হইবে? আর অন্য যুতসিদ্ধিও যে সম্ভব নহে—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যদি বল অপ্রাপ্তিপূর্ব্বক প্রাপ্তি সংযোগ, তাহা অন্যতরের কর্ম্মবশতঃ জন্মে, অথবা উভয়ের কর্ম্মবশতঃ জন্মে। (ক্রমশঃ দৃষ্টান্ত) যথা—স্থাণু ও শ্যেনপক্ষীর সংযোগ, এবং উভয়মল্লের সংযোগ। কিন্তু তন্তু ও বস্ত্রের সম্বন্ধ সেরূপ নহে। কারণ, বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াই তন্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়। সেইজন্য ইহা সমবায়ই, এইজন্য **যথা চ উৎপন্নমাত্রস্য** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন অর্থাৎ সংযোগজন্য সংযোগও আপনারা স্বীকার করেন, কেবল কর্ম্মজন্য সংযোগ নহে, এবং অপ্রাপ্তিপূর্ব্বক প্রাপ্তিই সংযোগ নহে; কারণ, নিত্য—আত্মা ও আকাশের সংযোগে তাহা নাই, আর উৎপন্ন হইবামাত্র কার্য্যও একক্ষণ কারণকে প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ উৎপত্তির প্রথমক্ষণে কারণের সহিত সম্বন্ধ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্।

নাপি সংযোগস্য সমবায়স্য বা সম্বন্ধস্য সম্বন্ধিব্যতিরেকেণ অস্তিত্বে কিঞ্চিৎ প্রমাণম্ অস্তি। সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়ব্যতিরেকেণ সংযোগসমবায়শব্দপ্রত্যয়দর্শনাৎ তয়োঃ অস্তিত্বম্ ইতি চেৎ? ন, একত্বেঽপি স্বরূপবাহ্যরূপাপেক্ষয়া অনেকশব্দপ্রত্যয়দর্শনাৎ। যথা একোঽপি সন্ দেবদত্তঃ লোকে স্বরূপং সম্বন্ধিরূপং চ অপেক্ষ্য অনেকশব্দপ্রত্যয়ভাক্ ভবতি, মনুষ্যঃ ব্রাহ্মণঃ শ্রোত্রিয়ঃ বদান্যঃ বালঃ যুবা স্থবিরঃ পিতা পুত্রঃ পৌত্রঃ ভ্রাতা জামাতা ইতি, যথা চ

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭]

শাঙ্করভাষ্যম্।

একাপি সতী রেখা স্থানান্যত্বেন নিবিশমানা একদশশতসহস্রাদিশব্দপ্রত্যয়ভেদম্ অনুভবতি, তথা সম্বন্ধিনোরেব সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়ব্যতিরেকেণ সংযোগসমবায়শব্দপ্রত্যয়ার্হত্বং ন ব্যতিরিক্তবস্ত্বস্তিত্বেন, ইতি উপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্তস্য অনুপলব্ধেঃ অভাবঃ বস্ত্বন্তরস্য। নাপি সম্বন্ধিবিষয়ত্বে সম্বন্ধশব্দপ্রত্যয়য়োঃ সন্ততভাবপ্রসঙ্গঃ, স্বরূপবাহ্যরূপাপেক্ষয়া ইত্যুক্তোত্তরত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।

আর সম্বন্ধিব্যতীত যে সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধ আছে—ইহাতে কোন প্রমাণ নাই। যদি বল—সম্বন্ধিশব্দ ও তাহার প্রতীতি ব্যতীত সংযোগ ও সমবায় এই নাম ও প্রতীতি দেখা যায় বলিয়া তাহারা আছে? না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, বস্তুর একত্ব হইলেও স্বগতরূপ ও বাহ্যিকরূপ অনুসারে অনেক নাম ও প্রতীতি হয়—দেখা যায়। যেমন লোকে দেবদত্ত এক হইয়াও স্বরূপ অর্থাৎ স্বগত গুণাদি ও সম্বন্ধিরূপ অর্থাৎ আত্মীয় ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ অনুসারে অনেক নাম ও প্রত্যয়যুক্ত হয়। যথা—মনুষ্য ব্রাহ্মণ শ্রোত্রিয় অর্থাৎ যজন যাজনাদি ষট্‌কর্ম্মপরায়ণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বদান্য অর্থাৎ দাতা, বালক, যুবা, স্থবির, পিতা, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, জামাতা ইত্যাদি, এবং যেমন একই রেখা বিভিন্ন স্থানে লিখিত হইয়া এক, দশ, শত, সহস্রাদি নাম ও প্রত্যয়বিশেষ লাভ করে, সেইরূপ সম্বন্ধিদ্বয়ই সম্বন্ধীর নাম ও প্রতীতি ব্যতীত সংযোগ ও সমবায় এই নাম ও প্রত্যয়ের যোগ্য হয়, কিন্তু সম্বন্ধী ব্যতীত ভিন্ন বস্তু বলিয়া নহে, এইজন্য উপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্ত অর্থাৎ সম্বন্ধি ভিন্ন সম্বন্ধের পৃথক্ প্রতীতিরূপ হেতুদ্বারা প্রাপ্য অর্থাৎ অনুমান করা হইতেছে যে, বস্ত্বন্তর অর্থাৎ সংযোগাদি সম্বন্ধ, তাহার **অনুপলব্ধেঃ** অর্থাৎ উপলব্ধি হইতেছে না বলিয়া সংযোগাদি সম্বন্ধের অভাব, অর্থাৎ সম্বন্ধী ব্যতীত সংযোগাদি সম্বন্ধ নাই। আর সম্বন্ধের নাম ও প্রত্যয় যদি সম্বন্ধীকে বিষয় করে অর্থাৎ উক্ত নাম ও প্রত্যয়দ্বারা যদি সম্বন্ধীকেই বুঝায়, তাহা হইলে উহাদের নাম ও প্রত্যয়ের সন্ততভাবপ্রসঙ্গ অর্থাৎ সম্বন্ধী সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকায় যখন সম্বন্ধ হয় নাই, তখনও সম্বন্ধের নাম ও প্রত্যয়ের ব্যবহার হউক—এইরূপ আপত্তিও হয় না। কারণ, পূর্ব্বে ইহার উত্তর বলিয়াছি যে, স্বগতরূপ ও বাহ্যিকরূপ অনুসারেই নাম ও প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়।

ভামতী।

অপি চ সম্বন্ধিরূপাতিরিক্তে সম্বন্ধে সিদ্ধে তদবান্তরভেদায় লক্ষণভেদঃ অনুশ্রীয়েত, স এব তু সম্বন্ধাতিরিক্তঃ অসিদ্ধঃ; উক্তং হি পুরস্তাৎ অতিরিক্তঃ সম্বন্ধিভ্যাং সম্বন্ধঃ অসম্বদ্ধঃ ন সম্বন্ধিনৌ ঘটয়িতুম্ ঈষ্টে। সম্বন্ধিসম্বন্ধে চ অনবস্থিতিঃ। তস্মাৎ উপপত্ত্যনুভবাভ্যাং ন কার্য্যস্য কারণাৎ অন্যত্বম্, অপি তু কারণস্যৈব অয়ম্ অনির্বাচ্যঃ পরিণামভেদ ইতি। তস্মাৎ কার্য্যস্য কারণাৎ অনতিরেকাৎ কিং কেন সম্বদ্ধং, সংযোগস্য চ সংযোগিভ্যাম্ অনতিরেকাৎ কঃ তয়োঃ সংযোগ ইত্যাহ—"নাপি সংযোগস্য" ইতি। বিচারাসহত্বেন অনির্ব্বাচ্যতাম্ অস্য অপরিভাবয়ন্ আশঙ্কতে—"সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়ব্যতিরেকেণ" ইতি। নিরাকরোতি—"ন একত্বেঽপি স্বরূপবাহ্যরূপাপেক্ষয়া" ইতি। তত্তদনির্বচনীয়ানেকবিশেষাবস্থাভেদাপেক্ষয়া একস্মিন্নপি নানাবুদ্ধিব্যপদেশোপপত্তিরিতি। যথা একঃ দেবদত্তঃ স্বগতবিশেষাপেক্ষয়া মনুষ্যঃ ব্রাহ্মণঃ অবদাতঃ, স্বগতাবস্থাভেদাপেক্ষয়া বালঃ যুবা স্থবিরঃ, স্বক্রিয়াভেদাপেক্ষয়া শ্রোত্রিয়ঃ, পরাপেক্ষয়া তু পিতা পুত্রঃ পৌত্রঃ ভ্রাতা জামাতা ইতি। নিদর্শনান্তরম্ আহ—"যথা চ একাপি সতী রেখা" ইতি। দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—"তথা সম্বন্ধিনোঃ" ইতি। অঙ্গুল্যোঃ নৈরন্তর্য্যং সংযোগঃ, দধিকুণ্ডয়োঃ উত্তরাধর্য্যং সংযোগঃ। কার্য্যকারণয়োস্তু তাদাত্ম্যেঽপি অনির্ব্বাচ্যস্য কার্য্যস্য ভেদং বিবক্ষিত্বা "সম্বন্ধিনোঃ" ইত্যুক্তম্। "নাপি সম্বন্ধিবিষয়ত্বে সম্বন্ধশব্দপ্রত্যয়য়োঃ" ইতি এতদপি অনির্ব্বাচ্যভেদাভিপ্রায়ম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

(এই অংশ ভামতীর কল্পতরু নাই।)

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭]

ভামতীর অনুবাদ।

আরও সম্বন্ধিভিন্ন সম্বন্ধ সিদ্ধ হইলে তাহার অবান্তরভেদের জন্য বিভিন্ন লক্ষণ আশ্রয় করা হয়, কিন্তু সম্বন্ধি ভিন্ন সেই সম্বন্ধই অসিদ্ধ অর্থাৎ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে—সম্বন্ধিদ্বয়ভিন্ন সম্বন্ধিদ্বয়ের সহিত অসম্বদ্ধ সম্বন্ধ সম্বন্ধিদ্বয়কে মিলিত করিতে পারে না, আর সম্বন্ধির সহিত সম্বন্ধ হইলে অনবস্থা দোষ হয়। সেইজন্য যুক্তি ও অনুভবদ্বারা (স্থির হইল যে), কার্য্য, কারণ হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু কারণেরই অনির্ব্বচনীয় অর্থাৎ সৎ ও অসৎরূপে নিরূপণের অযোগ্য পরিণামবিশেষ। সেই হেতু কার্য্য, কারণ হইতে ভিন্ন না হওয়ায় কে কাহার সহিত সম্বদ্ধ, এবং সংযোগ সংযোগী হইতে অতিরিক্ত না হওয়ায় তাহাদের সংযোগই বা কি পদার্থ ?—**নাপি সংযোগস্য** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন। বিচারসহ নহে বলিয়া সম্বন্ধ অনির্ব্বাচ্য—ইহা না ভাবিয়া **সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়ব্যতিরেকেণ** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন। **ন** ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা পরিহার করিতেছেন। **একত্বেঽপি স্বরূপবাহ্যরূপাপেক্ষয়া** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে – সেই সেই অনির্ব্বচনীয় অনেক বিশেষ অবস্থাভেদ অনুসারেই এক বস্তুতেও নানা বুদ্ধি ব্যবহারের উপপত্তি অর্থাৎ সম্ভব হয়। যেমন এক দেবদত্ত স্বগতবিশেষ অনুসারে মনুষ্য, ব্রাহ্মণ ও অবদাত অর্থাৎ গৌরবর্ণ, নিজের অবস্থাবিশেষ অনুসারে বাল, যুবা, স্থবির অর্থাৎ বৃদ্ধ, নিজের ক্রিয়াবিশেষ অনুসারে শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ নিষ্ঠাবান্ ধার্মিক ব্রাহ্মণ, আর অন্য ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ অনুসারে পিতা, পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, জামাতা ইত্যাদিরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। **যথা চ একাপি সতী রেখা** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা অন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন। **তথা সম্বন্ধিনোঃ** এই গ্রন্থদ্বারা দার্ষ্টান্তিকে অর্থাৎ যাহার জন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন, তাহাতে দৃষ্টান্তের যোজনা করিতেছেন। অঙ্গুলীদ্বয়ের নৈরন্তর্য্য অর্থাৎ অব্যবধানের নাম সংযোগ, দধি এবং কুণ্ডের ঔত্তরাধর্য্য অর্থাৎ আধারাধেয়ভাবের নাম সংযোগ। কার্য্য ও কারণের তাদাত্ম্য হইলেও অর্থাৎ অভেদ হইলেও অনির্ব্বচনীয় কার্য্যের ভেদ বিবক্ষা করিয়া **সম্বন্ধিনোঃ** এই কথা বলিয়াছেন। **নাপি সম্বন্ধিবিষয়ত্বে সম্বন্ধশব্দপ্রত্যয়য়োঃ** এই গ্রন্থে অনির্ব্বচনীয় ভেদ অভিপ্রায় করিয়া বলিয়াছেন। (এজন্য তাদাত্ম্যসম্বন্ধ বলিতে কল্পিতভেদসহিষ্ণু অভেদসম্বন্ধকে বুঝায়। সম্পূর্ণ অভেদ সম্বন্ধ হয় না।)

শাঙ্করভাষ্যম্।

তথা অণ্বাত্মমনসাম্ অপ্রদেশত্বাৎ ন সংযোগঃ সম্ভবতি, প্রদেশবতো দ্রব্যস্য প্রদেশবতা দ্রব্যান্তরেণ সংযোগদর্শনাৎ। কল্পিতাঃ প্রদেশা অণ্বাত্মমনসাং ভবিষ্যন্তি ইতি চেৎ ? ন, অবিদ্যমানার্থকল্পনায়াং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ, ইয়ানেব অবিদ্যমানঃ বিরুদ্ধঃ অবিরুদ্ধো বা অর্থঃ কল্পনীয়ঃ, ন অতঃ অধিক ইতি নিয়মহেত্বভাবাৎ। কল্পনায়াশ্চ স্বায়ত্তত্বাৎ প্রভূতত্বসম্ভবাচ্চ। ন চ বৈশেষিকৈঃ কল্পিতেভ্যঃ ষড্ভ্যঃ পদার্থেভ্যঃ অন্যে অধিকাঃ শতং সহস্রং বা অর্থা ন কল্পয়িতব্যা ইতি নিবারকো হেতুঃ অস্তি। তস্মাৎ যস্মৈ যৎ যৎ রোচতে তৎ তৎ সিধ্যেৎ। কশ্চিৎ কৃপালুঃ প্রাণিনাং দুঃখবহুলঃ সংসার এব মা ভূৎ ইতি কল্পয়েৎ। অন্যো বা ব্যসনী মুক্তানাম্ অপি পুনরুৎপত্তিং কল্পয়েৎ। কস্তয়োর্নিবারকঃ স্যাৎ।

কিঞ্চান্যৎ—দ্বাভ্যাং পরমাণুভ্যাং নিরবয়বাভ্যাং সাবয়বস্য দ্ব্যণুকস্য আকাশেনেব সংশ্লেষানুপপত্তিঃ। ন হি আকাশস্য পৃথিব্যাদীনাং চ জতুকাষ্ঠবৎ সংশ্লেষঃ অস্তি। কার্য্যকারণদ্রব্যয়োঃ আশ্রিতাশ্রয়ভাবঃ অন্যথা নোপপদ্যতে ইতি অবশ্যং কল্প্যঃ সমবায় ইতি চেৎ ? ন, ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ। কার্য্যকারণয়োর্হি ভেদসিদ্ধৌ আশ্রিতাশ্রয়ভাবসিদ্ধিঃ আশ্রিতাশ্রয়ভাবসিদ্ধৌ চ তয়োঃ ভেদসিদ্ধিঃ, কুণ্ডবদরবৎ ইতি ইতরেতরাশ্রয়তা স্যাৎ। ন হি কার্য্যকারণয়োঃ ভেদঃ আশ্রিতাশ্রয়ভাবো বা বেদান্তবাদিভিঃ অভ্যুপগম্যতে, কারণস্যৈব সংস্থানমাত্রং কার্য্যম্ ইত্যভ্যুপগমাৎ।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭]

ভাষ্যানুবাদ।

আর পরমাণু আত্মা ও মনঃ অপ্রদেশ অর্থাৎ নিরবয়ব বলিয়া ইহাদের সংযোগ হওয়া সম্ভব নহে; কারণ, অবয়ববিশিষ্ট দ্রব্যের অবয়ববিশিষ্ট অন্য দ্রব্যের সহিত সংযোগ হয়—দেখা যায়। যদি বল, পরমাণু আত্মা ও মনের কল্পিত প্রদেশ হইবে, না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, অবিদ্যমান অর্থ অর্থাৎ যে বস্তু নাই, সেই বস্তুর কল্পনা করিলে সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রসঙ্গ অর্থাৎ সকল বস্তুরই সিদ্ধি হইয়া পড়ে। এতগুলিই অবিদ্যমান, বিরুদ্ধ অথবা অবিরুদ্ধ বস্তু কল্পনা করিতে হইবে, তাহার অধিক নহে—এরূপ কোন বিশেষ কারণ নাই, এবং কল্পনা নিজের অধীন বলিয়া প্রভূত অর্থাৎ খুব বেশীও হইতে পারে, এবং বৈশেষিকগণকর্ত্তৃক কল্পিত ছয়টি পদার্থ অপেক্ষা অধিক—শত বা সহস্র পদার্থ কল্পিত হইবে না—এরূপ বাধা দিবার কোন হেতু নাই। সেইহেতু যাহার যাহা যাহা রুচিকর হয়, তাহা তাহাই সিদ্ধ হইবে। কোন দয়ালু ব্যক্তি, প্রাণিগণের দুঃখবহুল অর্থাৎ বহুদুঃখযুক্ত সংসার না হউক—ইহা কল্পনা করিতে পারেন। আর অন্য কোন ব্যসনী অর্থাৎ বিলাসী মুক্তগণেরও পুনর্জ্জন্ম কল্পনা করিতে পারে। কে তাহা নিবারণ করিবে?

আরও এক কথা—দুইটি নিরবয়ব পরমাণুর সহিত সাবয়ব দ্ব্যণুকের আকাশের মত সংশ্লেষ অর্থাৎ আকাশের সহিত যেমন সম্বন্ধ হয় না, সেইরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ, আকাশ এবং পৃথিব্যাদির জতু অর্থাৎ গালার সহিত কাষ্ঠের যেমন সম্বন্ধ হয়, সেরূপ সম্বন্ধ হয় না। যদি বল, কার্য্য ও কারণ দ্রব্যের আশ্রিতাশ্রয়ভাব অর্থাৎ আধারাধেয়ভাব অন্য প্রকারে হইতে পারে না, এইজন্য অবশ্যই সমবায় কল্পনা করিতে হইবে। না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, ইতরেতরাশ্রয় দোস হয়, যথা—কার্য্য ও কারণের ভেদসিদ্ধি হইলে আধারাধেয়ভাবের সিদ্ধি হয়, এবং আধারাধেয়ভাবের সিদ্ধি হইলে তাহাদের ভেদ সিদ্ধি হয়—এইরূপে কুণ্ডবদরের মত ইতরেতরাশ্রয় হয়, অর্থাৎ তৈলাধারপাত্র কি পাত্রাধার তৈল এই প্রকার অন্যোন্যাশ্রয় দোষের মত এখানেও দোস হয়। কার্য্য ও কারণের ভেদ কিম্বা আধারাধেয়ভাব বৈদান্তিকগণ স্বীকার করেন না, যেহেতু কারণেরই আকারমাত্র কার্য্য—ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন।

ভামতী।

অপি চ অদৃষ্টবৎক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ পরমাণুমনসোশ্চ আদ্যং কর্ম্ম ভবদ্ভিঃ ইষ্যতে, "অগ্নেঃ ঊর্দ্ধজ্বলনং বায়োস্তির্য্যক্‌পবনম্ অণুমনসোশ্চ আদ্যং কর্ম্ম ইতি অদৃষ্টকারিতানি" ইতি বচনাৎ। ন চ অণুমনসোঃ আত্মনা অপ্রদেশেন সংযোগঃ সম্ভবতি। সম্ভবে চ অণুমনসোঃ আত্মব্যাপিত্বাৎ পরমমহত্ত্বেন অনণুত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চ প্রদেশবৃত্তিঃ অনয়োঃ আত্মনা সংযোগঃ, অপ্রদেশত্বাৎ আত্মনঃ, কল্পনায়াশ্চ বস্তুতত্ত্বব্যবস্থাপনাসহত্বাৎ অতিপ্রসঙ্গাৎ ইত্যাহ—"তথা অণ্বাত্মমনসাম্" ইতি। কিঞ্চ অন্যৎ—দ্বাভ্যাম্ অণুভ্যাম্ কারণাভ্যাং সাবয়বস্য কার্য্যস্য "দ্ব্যণুকস্য আকাশেনেব সংশ্লেষানুপপত্তিঃ।" সংশ্লেষঃ সংগ্রহঃ, যত একসম্বন্ধ্যাকর্ষে সম্বন্ধ্যন্তরাকর্ষো ভবতি, তস্য অনুপপত্তিঃ ইতি। অতএব সংযোগাৎ অন্যঃ "কার্য্যকারণদ্রব্যয়োঃ আশ্রয়াশ্রিতভাবঃ অন্যথা ন উপপদ্যতে ইতি অবশ্যং কল্পনীয়ঃ সমবায় ইতি চেৎ" নিরাকরোতি "ন", কুতঃ? "ইতরেতরাশ্রয়ত্বাৎ"। তদ্‌বিভজতে—"কার্য্যকারণয়ো র্হি" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ননু নিরবয়বসাবয়বয়োঃ সমবায়সম্ভবাৎ কথং সংশ্লেষানুপপত্তিঃ? অত আহ "সংগ্রহঃ" ইতি। একাকর্ষণে ইতরাকর্ষণং হি সাবয়বানাম্ অঙ্কুরতরুশাখাদীনাং দৃশ্যতে ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

আরও অদৃষ্টবিশিষ্ট ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবাত্মার সহিত সংযোগবশতঃ পরমাণু ও মনের প্রথম কর্ম্ম আপনারা স্বীকার করেন। কারণ, অগ্নির ঊর্দ্ধগতি বায়ুর বক্রগমন অণু ও মনের আদ্যকর্ম্ম ইহারা অদৃষ্টবশতঃ হয়—ইহা আপনাদের বাক্য। কিন্তু পরমাণু ও মনের নিরবয়ব আত্মার সহিত সংযোগ সম্ভব নহে, এবং সম্ভব হইলে অণু ও মন আত্মার ব্যাপক হইয়া পড়িল বলিয়া পরমমহৎ পরিমাণ হওয়ায় অনণু অর্থাৎ অণুপরিমাণ না হইয়া পড়ে। পরমাণু ও মনের আত্মার সহিত সংযোগ প্রদেশবৃত্তি অর্থাৎ এক অংশের সহিত হয় না। কারণ, আত্মার কোন প্রদেশ অর্থাৎ অংশ নাই, এবং কল্পনা বস্তুতত্ত্বের ব্যবস্থাপনাসহ নহে, অর্থাৎ কল্পনা দ্বারা বস্তুতত্ত্বের ব্যবস্থা হয় না; তাহার কারণ অতিপ্রসঙ্গ হয়, তথা অণ্বাত্মমনসাং এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ।১৭]

ভামতীর অনুবাদ।

আরও এক কথা—পরমাণুরূপ দুইটি কারণের সহিত সাবয়ব জন্য দ্ব্যণুকের আকাশের মত সংশ্লেষ হইতে পারে না। এখানে সংশ্লেষ শব্দের অর্থ সংগ্রহ, অর্থাৎ তন্তু ও বস্ত্রের মত পরস্পর বাঁধাবাধি সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধপ্রযুক্ত এক সম্বন্ধীর আকর্ষণ করিলে অপর সম্বন্ধীর আকর্ষণ হয়, তাহার অনুপপত্তি হয়। যদি বল, এই জন্যই কার্য্য ও কারণ দ্রব্যের আধারাধেয়ভাব অন্য প্রকারে উপপন্ন হয় না বলিয়া সংযোগভিন্ন অবশ্যই সমবায় কল্পনা করিতে হইবে। ন এই গ্রন্থদ্বারা তাহার নিরাস করিতেছেন। কেন? যেহেতু ইতরেতরাশ্রয় দোষ হয়—**কার্য্যকারণয়োঃ হি** এই গ্রন্থদ্বারা সেই দোষ বিভাগ করিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চ অন্যৎ—পরমাণূনাং পরিচ্ছিন্নত্বাৎ যাবত্যঃ দিশঃ ষট্ অষ্টৌ দশ বা, তাবদ্ভিঃ অবয়বৈঃ সাবয়বাঃ তে স্যুঃ, সাবয়বত্বাৎ অনিত্যাশ্চ ইতি নিত্যত্বনিরবয়বত্বাভ্যুপগমো বাধ্যেত। যান্ ত্বং দিগ্‌ভেদভেদিনঃ অবয়বান্ কল্পয়সি, তে এব পরমাণব ইতি চেৎ? ন, স্থূলসূক্ষ্মতারতম্যক্রমেণ আপরমকারণাৎ বিনাশোপপত্তেঃ। যথা পৃথিবী দ্ব্যণুকাদ্যপেক্ষয়া স্থূলতমা বস্তুভূতাপি বিনশ্যতি, ততঃ সূক্ষ্মং সূক্ষ্মতরং চ পৃথিব্যেকজাতীয়কং বিনশ্যতি, ততো দ্ব্যণুকং, তথা পরমাণবোঽপি পৃথিব্যেকজাতীয়কত্বাৎ বিনশ্যেয়ুঃ।

বিনশ্যন্তোঽপি অবয়ববিভাগেনৈব বিনশ্যন্তি ইতি চেৎ? নায়ং দোষঃ, যতঃ ঘৃতকাঠিন্যবিলয়নবৎ অপি বিনাশোপপত্তিম্ অবোচাম। যথা হি ঘৃতসুবর্ণাদীনাম্ অবিভজ্যমানাবয়বানাম্ অপি অগ্নিসংযোগাৎ দ্রবভাবাপত্ত্যা কাঠিন্যবিনাশো ভবতি, এবং পরমাণূনাম্ অপি পরমকারণভাবাপত্ত্যা মূর্ত্ত্যাদিবিনাশো ভবিষ্যতি। তথা কার্য্যারম্ভোঽপি ন অবয়বসংযোগেনৈব কেবলেন ভবতি, ক্ষীরজলাদীনাম্ অন্তরেণাপি অবয়বসংযোগান্তরং দধিহিমাদিকার্য্যারম্ভদর্শনাৎ। তদেবম্ অসারতরতর্কসংদৃব্ধত্বাৎ ঈশ্বরকারণশ্রুতিবিরুদ্ধত্বাৎ শ্রুতিপ্রবণৈশ্চ শিষ্টৈঃ মন্বাদিভিঃ 'অপরিগৃহীতত্বাৎ' "অত্যন্তম্" এব "অনপেক্ষা" অস্মিন্ পরমাণুকারণবাদে কার্য্যা শ্রেয়োর্থিভিঃ ইতি বাক্যশেষঃ। ইতি তৃতীয়ং পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ।

আরও এক কথা, পরমাণুসকল পরিচ্ছিন্ন বলিয়া যতগুলি দিক্ আছে, যথা—ছয়টি, আটটি অথবা দশটি, ততগুলি অবয়বের দ্বারা তাহারা সাবয়ব হইবে, এবং সাবয়ব বলিয়া অনিত্যও হইবে, এইজন্য নিত্য ও নিরবয়ব বলিয়া যে স্বীকার করিয়াছ, তাহা বাধিত হইবে। যদি বল, তুমি দিক্‌ভেদভেদী অর্থাৎ বিভিন্নদিকের ব্যবস্থাপক যে সকল পরমাণুর অবয়ব কল্পনা করিতেছ, তাহারাই পরমাণু? না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, স্থূল-সূক্ষ্মের তারতম্য অনুসারে সেই পরমকারণ বস্তু পর্য্যন্তের বিনাশ হইতে পারে। যেমন, পৃথিবী দ্ব্যণুকাদি অপেক্ষা অতি স্থূল বস্তুস্বরূপ হইয়াও বিনষ্ট হয়, তাহার পর সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর পৃথিবী-সজাতীয় বস্তু বিনষ্ট হয়, তাহার পর দ্ব্যণুক বিনষ্ট হয়, সেইরূপ পরমাণুসকলও পৃথিবীসজাতীয় বলিয়া বিনষ্ট হইবে।

যদি বল, বিনাশশীল হইলেও অবয়ববিভাগদ্বারাই বিনষ্ট হয়। ইহা দোষ নহে। যেহেতু ঘৃতের কাঠিন্যবিনাশের মত (পরমাণুর) বিনাশ উপপন্ন হইতে পারে—ইহা আমরা বলিয়াছি। যেমন ঘৃতসুবর্ণাদির অবয়ব সকল বিভক্ত না হইলেও অগ্নিসংযোগবশতঃ তরল হইয়া তাহাদের কাঠিন্য বিনাশ হয়—এইরূপ পরমাণুসকলেরও পরমকারণভাবপ্রাপ্তি হওয়ায় মূর্ত্তিপ্রভৃতির বিনাশ হইবে। তদ্রূপ কার্য্যের আরম্ভও কেবল অবয়বসংযোগদ্বারাই হয় না; কারণ, দুগ্ধ ও জল প্রভৃতির অন্য অবয়বসংযোগ ব্যতীতও দধি ও হিম প্রভৃতি কার্য্যোৎপত্তি হয়—দেখা যায়। সুতরাং ঈদৃশ অধিকতর অসার তর্কযুক্ত বলিয়া, ঈশ্বরকারণবোধক শ্রুতির বিরুদ্ধ বলিয়া, এবং শ্রুতিপ্রবণ অর্থাৎ যাহারা শ্রুতিকে অতিশয় শ্রদ্ধা করেন—এতাদৃশ শিষ্ট মন্বাদি ঋষিকর্ত্তৃক অপরিগৃহীত অর্থাৎ অনাদৃত বলিয়া, **অত্যন্তম্ অনপেক্ষা** হয়, অর্থাৎ এই পরমাণুকারণবাদে শ্রেয়োর্থিগণকর্ত্তৃক অর্থাৎ মোক্ষাভিলাষিগণকর্ত্তৃক অত্যন্ত অনাদর করা উচিত—ইহা বাক্য শেষ।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭]

ভামতী।

"কিঞ্চ অন্যৎ পরমাণূনামি"তি। যে হি পরিচ্ছিন্নাঃ তে সাবয়বাঃ, যথা ঘটাদয়ঃ, তথা চ পরমাণবঃ, তস্মাৎ সাবয়বা অনিত্যাঃ স্যুঃ। অপরিচ্ছিন্নত্বে চ আকাশাদিবৎ পরমাণুত্বব্যাঘাতঃ। শঙ্কতে—"যান্ ত্বম্" ইতি। নিরাকরোতি—"ন স্থূলে"তি। কিং সূক্ষ্মত্বাৎ পরমাণবো ন বিনশ্যন্তি অথ নিরবয়বতয়া। তত্র পূর্ব্বস্মিন্ কল্পে ইদম্ উক্তম্—"বস্তুভূতাপি" ইতি। ভবন্মতে উত্তরং কল্পম্ আশঙ্ক্য নিরাকরোতি—"বিনশ্যন্তোঽপি অবয়ববিভাগেন" ইতি। "যথা হি ঘৃতসুবর্ণাদীনাম্ অবিভজ্যমানাবয়বানাম্ অপি" ইতি। যথা হি পিষ্টপিণ্ডঃ অবিনশ্যদবয়বসংযোগঃ এব প্রথতে, প্রথমানশ্চ অশ্বশফাকারতাং নীয়মানঃ পুরোডাশতাম্ আপদ্যতে, তত্র পিণ্ডঃ নশ্যতি পুরোডাশশ্চ উৎপদ্যতে, ন হি তত্র পিণ্ডাবয়বসংযোগা বিনশ্যন্তি, অপি তু সংযুক্তা এব সন্তঃ পরং প্রথনেন নুদ্যমানা অধিকদেশব্যাপকা ভবন্তি, এবম্ অগ্নিসংযোগেন সুবর্ণদ্রব্যাবয়বাঃ সংযুক্তা এব সন্তঃ দ্রবীভাবম্ আপদ্যন্তে, ন তু মিথো বিভজ্যন্তে। তস্মাৎ যথা অবয়বসংযোগবিনাশম্ * অন্তরেণাপি সুবর্ণপিণ্ডো বিনশ্যতি, সংযোগান্তরোৎপাদম্ অন্তরেণ চ সুবর্ণে দ্রবঃ উপজায়তে, এবম্ অন্তরেণাপি অবয়বসংযোগবিনাশং পরমাণবঃ বিনঙ্ক্ষ্যন্তি, অন্যে চ উৎপৎস্যন্তে ইতি সর্ব্বম্ অবদাতম্। ইতি তৃতীয়ং পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

'ন হি তত্র পিণ্ডাবয়বে'তি। যথা সংবেষ্টনেন পিণ্ডীকৃতে পটে প্রসারণসময়ে তদবয়বসংযোগা ন নশ্যন্তি, কিন্তু অবস্থিত-সংযোগানাম্ এব তেষাম্ অধিকদেশব্যাপ্ত্যা পিণ্ডাবস্থা নশ্যতি তথা পিষ্টস্যাপি ইতি। ইতি তৃতীয়ং পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণম্।

ভামতীর অনুবাদ।

কিঞ্চ অন্যৎ পরমাণূনাং এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—যাহারাই পরিচ্ছিন্ন তাহারাই অবয়বযুক্ত, যেমন ঘটপ্রভৃতি, পরমাণুসকলও সেইরূপ অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন, সেইজন্য সাবয়ব, অতএব অনিত্য হইবে। আর অপরিচ্ছিন্ন হইলে আকাশাদির মত পরমাণুত্বের ব্যাঘাত হইবে। **যান্ ত্বং** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। **ন স্থূল** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা নিরাস করিতেছেন। অর্থাৎ সূক্ষ্ম বলিয়া কি পরমাণুসকল বিনষ্ট হয় না, অথবা নিরবয়ব বলিয়া? তন্মধ্যে প্রথম কল্পকে লক্ষ্য করিয়া **বস্তুভূতাপি** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। আপনার মতে উত্তরকল্পই ঠিক, এই আশঙ্কা করিয়া **বিনশ্যন্তোঽপি অবয়ববিভাগেন** ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা নিরাস করিতেছেন। **যথাহি ঘৃতসুবর্ণাদীনাম্ অবিভজ্যমানাবয়বানামপি** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—যেমন পিষ্টপিণ্ড অর্থাৎ পিণ্ডাকার তণ্ডুলচূর্ণ অবয়বসংযোগ নষ্ট না হইয়াই বড় হয়, এবং বড় হইয়া ঘোড়ার খুরের মত আকার প্রাপ্ত হইয়া পুরোডাশ হয়, সেস্থলে পিণ্ড বিনষ্ট হয় এবং পুরোডাশ উৎপন্ন হয়, কিন্তু সেখানে পিণ্ডের অবয়বসংযোগ বিনষ্ট হয় না, পরন্তু (অবয়বসমূহ পরস্পর) সংসক্ত থাকিয়াই প্রথনদ্বারা অর্থাৎ বিস্তার দ্বারা **নুদ্যমান** অর্থাৎ সঞ্চালিত হইয়া অধিকদেশব্যাপক অর্থাৎ অনেক বড় হয়, এইরূপ অগ্নিসংযোগের দ্বারা সুবর্ণদ্রব্যের অবয়বসকল সংযুক্ত থাকিয়াই দ্রবীভাবপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তরল হইয়া যায়, কিন্তু পরস্পর বিভক্ত হয় না। অতএব অবয়বসংযোগের বিনাশব্যতীতও যেমন সুবর্ণপিণ্ড নষ্ট হয়, এবং অন্যসংযোগের উৎপত্তি ব্যতীতও যেমন সুবর্ণে তরলতা উৎপন্ন হয়, এইরূপ অবয়বসংযোগের বিনাশব্যতীতও অর্থাৎ অসমবায়িকারণের নাশ না হইয়াও পরমাণুসকল বিনষ্ট হইবে, এবং অপর উৎপন্ন হইবে—এই প্রকারে সব পরিষ্কার হইল। ইহাই পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণ নামক তৃতীয় অধিকরণ।

তৃতীয়াধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই পাদের প্রথম অধিকরণে সাংখ্যের প্রধানকারণবাদ যুক্তিসাহায্যে নিরাকরণ করিয়া প্রথম অধ্যায়োক্ত সমন্বয়ে অবিরোধ প্রদর্শন করা হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে তৎপরেই বৈশেষিকের পরমাণুকারণবাদ নিরাকরণ করা আবশ্যক বলিয়া দ্বিতীয় অধিকরণে সেই পরমাণুকারণবাদিগণকর্ত্তৃক ব্রহ্মবাদের উপর আক্ষেপের উত্তর প্রদান করা হইয়াছে। এক্ষণে এই তৃতীয় অধিকরণে সেই বৈশেষিকমতের খণ্ডন করিয়া প্রথমাধিকরণের ন্যায় অবিরোধ প্রদর্শন করা হইতেছে।

* "অবয়বসংযোগবিনাশৌ" এই পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে ছিল, কিন্তু কাশীতে "অবয়বসংযোগবিনাশম্" এইরূপ একবচনান্তপদেরই পঠন-পাঠন দেখা গেল।

(বৈশেষিকমতখণ্ডনম্।)

[অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭]

তৃতীয়াধিকরণের তাৎপর্য্য।

এই অধিকরণে এজন্য ছয়টী সূত্র রচিত হইয়াছে, এবং সবগুলিই সিদ্ধান্তসূত্র, যথা—

১। উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ।১২
২। সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ।১৩
৩। নিত্যমেব চ ভাবাৎ।১৪
৪। রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ।১৫
৫। উভয়থা চ দোষাৎ।১৬
৬। অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা।১৭

ইহাদের অক্ষরার্থ এইরূপ—

১। উভয় প্রকারেই অর্থাৎ পরমাণুসকলের সংযোগজনক কর্ম্ম স্বীকার করিলে অথবা না করিলে—এই দুই রূপেই কর্ম্ম হইতে পারে না; অতএব সৃষ্টির অভাব হয়। অপর দুই প্রকার ব্যাখ্যা ৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২। আর সমবায় স্বীকার করা হয় বলিয়া দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্টি হইতে পারে না। কারণ, সাম্যবশতঃ অনবস্থাদোষ হয়। বিশদ অর্থ ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৩। পরমাণুসকল যদি প্রবৃত্তিস্বভাব হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদাই প্রবৃত্তি হওয়ায় প্রলয়ের অভাব হয়। আর যদি নিবৃত্তিস্বভাব হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদাই নিবৃত্তি হওয়ায় সৃষ্টির অভাব হয়। বিশদ অর্থ ৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৪। আর জগৎকারণ পরমাণুসকলের রূপাদিমত্ত্বপ্রযুক্ত নিরবয়বত্ব অণুত্ব ও নিত্যত্বের বিপর্য্যয় হয়, অর্থাৎ সাবয়বত্বাদির প্রসক্তি হয়। যেহেতু রূপাদিযুক্ত পটাদি সেইরূপেই লোকমধ্যে দেখা যায়। বিশদ অর্থ ৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৫। আর উভয় প্রকারেই অর্থাৎ পৃথিবীর গন্ধাদি ৪টী গুণ, জলের রসাদি ৩টী গুণ, তেজের রূপাদি ২টী গুণ এবং বায়ুর স্পর্শ নামক ১টী গুণ বলিয়া তাহারা স্থূল সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম হইলে তাহাদের পরমাণুত্ব সিদ্ধ হয় না, এবং প্রত্যেকের এক একটী গুণ বলিলে পৃথিব্যাদিতে অন্য গুণ উপলব্ধ হয় না—এজন্য উভয় রূপেই দোষ হয়। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা ৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৬। আরও মনুপ্রভৃতি শিষ্টগণকর্ত্তৃক অপরিগৃহীত বলিয়া পরমাণুকারণবাদ অত্যন্ত উপেক্ষণীয়। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা ৭১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি এবং বিষয় সংশয়প্রভৃতি ইহার অবয়বগুলি যেরূপ তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

(১) **সঙ্গতি**—

প্রথম, শ্রুতিসঙ্গতি—প্রথমাধিকরণবৎ
দ্বিতীয়, শাস্ত্রসঙ্গতি— ঐ
তৃতীয়, অধ্যায়সঙ্গতি— ঐ
চতুর্থ, পাদসঙ্গতি— ঐ

পঞ্চম, অধিকরণসঙ্গতি—অব্যবহিত পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ইহার সঙ্গতি নাই। কারণ, দ্বিতীয়াধিকরণটী প্রথমাধিকরণের প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তসঙ্গতিদ্বারা অবতারিত হইয়াছিল। এজন্য তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথমাধিকরণের সহিত ইহার যে সঙ্গতি থাকা আবশ্যক, তাহা এস্থলে প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি। কারণ প্রথমাধিকরণে বলা হইয়াছে—প্রধানটী চেতনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত নহে বলিয়া জগৎকারণ হয় না, আর এক্ষণে বলা হইতেছে—তবে চেতনকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত পরমাণুসকল জগৎকারণ হউক? এজন্য প্রথমাধিকরণের সহিত ইহার প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি।

(২) **বিষয়**—পরমাণু প্রক্রিয়ার দ্বারা জগদুৎপত্তি—এই বৈশেষিক সিদ্ধান্তটী বিষয়।
(৩) **সংশয়**—উক্ত সিদ্ধান্তটী কি প্রমাণমূলক অথবা ভ্রান্তিমূলক—ইহাই সংশয়।
(৪) **পূর্ব্বপক্ষ**—পরমাণুপ্রক্রিয়ার দ্বারা জগদুৎপত্তি হয়—এই বৈশেষিক সিদ্ধান্তটী প্রমাণমূলক।
(৫) **সিদ্ধান্তপক্ষ**—পরমাণুপ্রক্রিয়াদ্বারা জগদুৎপত্তি হয়—এই বৈশেষিকসিদ্ধান্তটী প্রমাণমূলক নহে।
(৬) **ফলভেদ**—পূর্ব্বপক্ষে বৈশেষিক সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হওয়ায় সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তপক্ষে কিন্তু সেই বিরোধ হয় না বলিয়া সমন্বয়সিদ্ধ।

সমুদায়াধিকরণং নাম

চতুর্থাধিকরণম্

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ।১৮ *

তৃতীয়াধিকরণের তাৎপর্য্য।

শাস্ত্রদর্পণে ভামতীর সার বর্ণন করিয়া যে দুইটী শ্লোকে তাহার মর্ম্মার্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই—

অনেকদ্রব্যসংযোগাদ্ দ্রব্যমুৎপদ্যতে যতঃ।
একস্মাদ্ ব্রহ্মণোদ্রব্যং নাত উৎপত্তুমর্হতি॥

অর্থাৎ অনেক কারণদ্রব্যের সংযোগে যেহেতু কার্য্য দ্রব্যসকল উৎপন্ন হয়, সেহেতু এক ব্রহ্ম হইতে এই জগদ্ দ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

দ্রবদ্রব্যং যথৈকস্মাৎ কনকাদুপজায়তে।
উৎপদ্যতে তথৈকস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রকৃতে র্জগৎ॥

অর্থাৎ যেমন একই কনক হইতে দ্রবদ্রব্য উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ এক ব্রহ্মরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা সিদ্ধান্ত।

এ সম্বন্ধে ভারতীতীর্থকৃত অধিকরণমালায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই—

জনয়ন্তি জগন্নো বা সংযুক্তাঃ পরমাণবঃ।
আদ্যকর্ম্মজসংযোগাদ্ দ্ব্যণুকাদিক্রমাজ্জনিঃ॥১
সনিমিত্তানিমিত্তাদিবিকল্পেম্বাদ্যকর্ম্মণঃ।
অসম্ভবাদসংযোগে জনয়ন্তি ন তে জগৎ॥২

অন্বয়ঃ—পরমাণবঃ সংযুক্তাঃ জগৎ জনয়ন্তি নো বা? আদ্যকর্ম্মজসংযোগাৎ দ্ব্যণুকাদিক্রমাৎ জনিঃ। সনিমিত্তানিমিত্তাদিবিকল্পেষু আদ্যকর্ম্মণঃ অসম্ভবাৎ অসংযোগে (সতি) তে জগৎ ন জনয়ন্তি।

শাঙ্করভাষ্যম্।

সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ।১৮

বৈশেষিকরাদ্ধান্তঃ দুর্য্যুক্তিযোগাৎ বেদবিরোধাৎ শিষ্টাপরিগ্রহাচ্চ ন অপেক্ষিতব্যঃ ইত্যুক্তম্। সঃ অর্দ্ধবৈনাশিকঃ, ইতি বৈনাশিকত্বসাম্যাৎ সর্ব্ববৈনাশিকরাদ্ধান্তঃ নতরাম্ অপেক্ষিতব্য ইতি ইদম্ ইদানীম্ উপপাদয়ামঃ।

স চ বহুপ্রকারঃ—প্রতিপত্তিভেদাৎ বিনেয়ভেদাৎ বা। তত্র এতে ত্রয়ো বাদিনো ভবন্তি—কেচিৎ সর্ব্বাস্তিত্ববাদিনঃ, কেচিৎ বিজ্ঞানাস্তিত্বমাত্রবাদিনঃ, অন্যে পুনঃ সর্ব্বশূন্যত্ববাদিন ইতি। তত্র যে সর্ব্বাস্তিত্ববাদিনঃ বাহ্যম্ আন্তরং চ বস্তু অভ্যুপগচ্ছন্তি ভূতং ভৌতিকং চ, চিত্তং চৈত্তং চ, তান্ তাবৎ প্রতিব্রূমঃ।

তত্র ভূতং পৃথিবীধাত্বাদয়ঃ, ভৌতিকং রূপাদয়ঃ চক্ষুরাদয়শ্চ। চতুষ্টয়ে চ পৃথিব্যাদিপরমাণবঃ খরস্নেহোষ্ণেরণস্বভাবাঃ। তে পৃথিব্যাদিভাবেন সংহন্যন্তে ইতি মন্যন্তে।

তথা রূপ-বিজ্ঞান-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কারসংজ্ঞকাঃ পঞ্চস্কন্ধাঃ। তেঽপি অধ্যাত্মং সর্ব্বব্যবহারাস্পদভাবেন সংহন্যন্তে ইতি মন্যন্তে।

তত্র ইদম্ অভিধীয়তে—যোঽয়ম্ উভয়হেতুকঃ উভয়প্রকারঃ সমুদায়ঃ পরেষাম্ অভিপ্রেতঃ,—অণুহেতুকশ্চ ভূতভৌতিকসংহতিরূপঃ, স্কন্ধহেতুকশ্চ পঞ্চস্কন্ধীরূপঃ, তস্মিন্

* "তদপ্রাপ্তিঃ" এই প্রথমান্তপদ থাকায় এই সূত্র হইতে অধিকরণ আরম্ভ হইল। সমুদায়পদটী সপ্তম্যন্ত, যথা—"সমুদায়ে"। আর এই "সমুদায়" পদবলেই ইহা বৌদ্ধমত খণ্ডনের অধিকরণ বলা হয়।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ।১৮]

শাঙ্করভাষ্যম্।

উভয়হেতুকেঽপি সমুদায়ে অভিপ্রেয়মাণে তদপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ; সমুদায়াপ্রাপ্তিঃ সমুদায়ভাবানুপপত্তিঃ ইত্যর্থঃ। কুতঃ? সমুদায়িনাম্ অচেতনত্বাৎ, চিত্তাভিজ্বলনস্য চ সমুদায়সিদ্ধ্যধীনত্বাৎ, অন্যস্য চ কস্যচিৎ চেতনস্য ভোক্তুঃ প্রশাসিতুর্বা স্থিরস্য সংহন্তুঃ অনভ্যুপগমাৎ, নিরপেক্ষপ্রবৃত্ত্যভ্যুপগমে চ প্রবৃত্ত্যনুপরমপ্রসঙ্গাৎ। আশয়স্যাপি অন্যত্বানন্যত্বাভ্যাম্ অনিরূপ্যত্বাৎ ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাচ্চ নির্ব্যাপারত্বাৎ প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ। তস্মাৎ সমুদায়ানুপপত্তিঃ। সমুদায়ানুপপত্তৌ চ তদাশ্রয়া লোকযাত্রা লুপ্যেত।১৮/

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—উভয়হেতুকে অপি সমুদায়ে অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পরমাণুচতুষ্টয়হেতুক বাহ্য পৃথিব্যাদি ভূতভৌতিক সমুদায় স্বীকার করিলে, এবং রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ হইতে আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শারীরিক পদার্থের সমুদায় স্বীকারে—এইরূপে উভয়হেতুক সমুদায় স্বীকার করিলে, **তদপ্রাপ্তিঃ** তাহার অর্থাৎ সেই সমুদায়ের অপ্রাপ্তি অর্থাৎ অসম্ভাবনা হয়। কারণ, সকল পদার্থকেই ক্ষণিক বলা হয় বলিয়া সমুদায়ের সম্পাদক কোন স্থায়ী চেতনবস্তুকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় না।

ভাষ্যার্থ—বৈশেসিক রাদ্ধান্ত অর্থাৎ বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত দুষ্টযুক্তিযুক্ত, বেদবিরুদ্ধ এবং শিষ্টগণের অনাদৃত বলিয়া তাহার অপেক্ষা করা উচিত নহে—ইহা বলা হইয়াছে। তাহা অর্দ্ধবৈনাশিক অর্থাৎ তন্মতে কতকগুলি বস্তুর নিত্যত্ব এবং কতকগুলি বস্তুর নিরন্বয় বিনাশ অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ সকলেরই সম্পূর্ণ বিনাশ স্বীকার করা হয়, অতএব বৈনাশিকত্বের সাম্যবশতঃ **সর্ব্ববৈনাশিক রাদ্ধান্ত** অর্থাৎ যাহাতে সমস্ত পদার্থের নিরন্বয় বিনাশ স্বীকার করা হয়, সেই বৌদ্ধসিদ্ধান্ত কোনরূপেই অপেক্ষা করা উচিত নহে—ইহা এক্ষণে দেখাইতেছি। *

সেই বৌদ্ধমত প্রতিপত্তিভেদে অথবা বিনেয়ভেদে বহুপ্রকার অর্থাৎ বুদ্ধশিষ্যগণের বুদ্ধি অনুসারে, অথবা বিনেয় অনুসারে অর্থাৎ বৌদ্ধশিষ্যগণের উত্তম, মধ্যম ও অধম অধিকার অনুসারে নানাবিধ হইয়াছে। সেই মতে এই তিন বাদী আছেন, যথা—কেহ কেহ সর্ব্বাস্তিত্ববাদী অর্থাৎ যাঁহারা বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক সকল বস্তুকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, যথা—বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক। কেহ কেহ বিজ্ঞানাস্তিত্বমাত্রবাদী অর্থাৎ যাঁহারা কেবল বিজ্ঞানকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, যথা যোগাচারী, এবং অপরে সর্ব্বশূন্যত্ববাদী অর্থাৎ যাঁহারা সকলবস্তুকে পরমার্থতঃ শূন্য বলিয়া স্বীকার করেন, যথা—মাধ্যমিক। তাহার মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাস্তিত্ববাদী অর্থাৎ বাহ্যিক ভূত ও ভৌতিক বস্তু এবং আভ্যন্তরিক চিত্ত ও চৈত্ত বস্তু স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতের প্রতিবাদ করিতেছি। +

* এস্থলে বৌদ্ধগণকে সর্ব্ববৈনাশিক বলায় কেহ কেহ ভাষ্যকারের বৌদ্ধমতানভিজ্ঞতা কল্পনা করেন। কারণ, সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বৈভাষিক বৌদ্ধমতে সকল বস্তুকে ক্ষণিক বলা হয় না। কিন্তু সৌত্রান্তিকমতে সকলই ক্ষণিক বলা হয়, এজন্য এ আক্ষেপ ব্যর্থ; কারণ, শূন্যবাদই বৌদ্ধমতে চরম সিদ্ধান্ত বলা হয়। ভামতীমধ্যে ইহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

+ এই বৌদ্ধমতের মূল অভিধর্ম্মকোষ নামক গ্রন্থ। উহা মহাত্মা বসুবন্ধুকর্ত্তৃক কারিকাকারে লিখিত। ভগবান বুদ্ধের কথিত অভিধর্ম্মসূত্রপিটক হইতে এই অভিধর্ম্মকোষ সংগৃহীত। অভিধর্ম্মকোষে ধাতুনির্দ্দেশ পরিচ্ছেদে চতুর্ব্বিধ ভূতসম্বন্ধে এই কথাই আছে—

"ভূতানি পৃথিবীধাতুরপ্‌তেজোবায়ুধাতবঃ। ধৃত্যাদি কর্ম্মসংসিদ্ধাঃ খরস্নেহোষ্ণতেরণাঃ॥" ১২

ধৃতিঃ স্থৈর্য্যং, সংগ্রহঃ সমূহাপাদনং, পক্তিঃ পাকক্রিয়া, ব্যূহনং বৃদ্ধিঃ প্রসর্পণম্ ইতি। এভিঃ ধৃতিসংগ্রহপক্তিব্যূহনক্রিয়াভিঃ যথাসংখ্যং পৃথিবীজলতেজোবায়ূনাং চতুর্ণাং ধাতূনাং সিদ্ধিঃ ভবতি। তত্র পৃথিবীধাতুঃ খরঃ কঠিনস্বভাবঃ, আপোধাতুঃ স্নেহেন আর্দ্রীকরণস্বভাবঃ, তেজোধাতুঃ উষ্ণতাস্বভাবঃ, বায়ুধাতুঃ ঈরণং গতিস্বভাবঃ। (ইতি রাহুলঃ)

এই অভিধর্ম্মকোষের মতখণ্ডন করিয়া সংঘভদ্র যে আর একখানি অভিধর্ম্মকোষ লিখিয়াছেন, তাহার কতটা ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধেয়। আজকাল কোন কোন বিদেশীয় বৌদ্ধ ও তন্মতানুসারিগণ বলেন ভগবান ভাষ্যকার বৌদ্ধমত সম্যক্ না জানিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন করায়, বৌদ্ধমত খণ্ডিত হয় নাই। যথা—খর স্নেহ উষ্ণ ঈরণস্বভাববশতঃ পরমাণু চতুর্ব্বিধ নহে, কিন্তু একই প্রকার, ইত্যাদি। তাঁহারা বলেন—হুয়েনসাঙ্গের অভিধর্ম্মমহাবিভাষা নামক বৌদ্ধগ্রন্থে দেখা যায় শিষ্য গুরুকে পরমাণুর চাতুর্ব্বিধ্য যুক্তিযুক্ত কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এবং গুরু উত্তরে একই পরমাণুর চাতুর্ব্বিধ্য উপদেশ দিতেছেন। অতএব ভাষ্যকারের পরমাণুচাতুর্ব্বিধ্যবর্ণন বৌদ্ধমতানভিজ্ঞতার পরিচায়ক। কিন্তু উক্ত অভিধর্ম্মমহাবিভাষাগ্রন্থে (১৩১ খণ্ড) যাহা আছে, তাহা ভাষ্যকারের বর্ণনারই সমর্থক—ইহাই দেখা যায়। ভাষ্যকারের সময় মুমূর্ষু বৌদ্ধমত যতটা জীবিত ছিল, তাঁহার আজ দেড় হাজার বৎসরের পর ততটাও থাকিতে পারে না, অতএব তদবলম্বনে আজ আক্ষেপ করা দুরাগ্রহমাত্র।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ।১৮]

ভাষ্যানুবাদ।

তাহার মধ্যে পৃথিবীপ্রভৃতি ভূত, আর রূপাদিবিষয় ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল ভৌতিক। আর পৃথিবীপ্রভৃতির পরমাণুচতুষ্টয় অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্ তেজঃ ও মরুতের পরমাণুগুলি যথাক্রমে--খর অর্থাৎ কঠিন, স্নেহ অর্থাৎ তরল, উষ্ণ ও ঈরণ অর্থাৎ গতিস্বভাবসম্পন্ন। তাহারা পৃথিবী ইত্যাদি ভাবে সংহত অর্থাৎ মিলিত হয়—ইহা তাঁহারা মনে করেন।

তদ্রূপ রূপস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ ও সংস্কারস্কন্ধ নামক পাঁচটি স্কন্ধ আছে। তাহারাও আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আভ্যন্তরিক সকল ব্যবহারাস্পদভাবে অর্থাৎ সকল ব্যবহারের বিষয়রূপে সংহত অর্থাৎ মিলিত হয়—ইহাও তাঁহারা মনে করেন।

এ বিষয়ে আমরা বলি যে—এই যে উভয়হেতুক এবং উভয়প্রকার সমুদায়, সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধগণের অভিপ্রেত, অর্থাৎ পরমাণুহেতুক ভূতভৌতিকসমষ্টিরূপ, এবং স্কন্ধহেতুক পঞ্চস্কন্ধসমষ্টিরূপ, সেই উভয়হেতুক সমুদায়ই তাঁহাদের অভিপ্রেত হইলে তাহার অপ্রাপ্তি হইবে, অর্থাৎ সমুদায়ের অপ্রাপ্তি হইবে অর্থাৎ সমুদায়ভাবের অনুপপত্তি হইবে, অর্থাৎ সকলের একত্র মিলন সম্ভবপর হইতে পারিবে না। যদি বলা হয়—কেন সম্ভবপর হইতে পারিবে না? তাহা হইলে বলিব—তাহার কারণ, সমুদায়ী সকল অর্থাৎ যাহারা মিলিত হইবে, তাহারা অচেতন, আর চিত্তাভিজ্বলন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির সহিত বিষয়ের সম্বন্ধবশতঃ চিত্ত হইতে যে জ্ঞানের উদয় হয় তাহা, সমুদায়ের সিদ্ধি হইলে তবে হইয়া থাকে, এবং অন্য কোন ভোক্তা বা শাসনকর্ত্তা স্থির চেতনকে সংহননকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা হয় না, অর্থাৎ আপনারা অন্য কোন স্থায়ী চেতনকে সংহন্তা বলিয়া স্বীকার করেন না। আর নিরপেক্ষপ্রবৃত্তির অভ্যুপগম করিলে অর্থাৎ যদি তাহাদের নিরপেক্ষ প্রবৃত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে প্রবৃত্তির অনুপরমপ্রসঙ্গ হয় অর্থাৎ তাহাদের প্রবৃত্তি কখনই বন্ধ হইবে না, অর্থাৎ কোন কালেই মোক্ষ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না—বলিতে হয়। আর আশয়েরও অন্যত্ব এবং অনন্যত্বদ্বারা অনিরূপ্যত্বপ্রযুক্ত এবং ক্ষণিকত্ব স্বীকার করায় নির্ব্যাপারত্বপ্রযুক্ত প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হয়, অর্থাৎ আশয় অর্থাৎ আলয়বিজ্ঞানপ্রবাহকে প্রত্যেক হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন যাহাই বলা হউক, তাহা নিরূপণ করা যায় না, এবং তাহাকে ক্ষণিক অর্থাৎ যখন উৎপন্ন হয়, তাহার পরক্ষণেই বিনাশ হয় বলিয়া স্বীকার করায় তাহার কোন ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়া সম্ভব হয় না বলিয়া প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সেইজন্য সমুদায় অনুপপন্ন হয় অর্থাৎ সিদ্ধ হইতে পারে না। আর সমুদায় সিদ্ধ না হইলে তদবলম্বনে যে লৌকিক ব্যবহার তাহাও লুপ্ত হইয়া পড়িবে।

ভামতী।

(অবান্তরসঙ্গতিম্ আহ—"বৈশেষিকরাদ্ধান্তঃ" ইতি। বৈশেষিকাঃ খলু অর্দ্ধবৈনাশিকাঃ, তে হি পরমাণ্বাকাশদিক্কালাত্মমনসাং চ সামান্যবিশেষসমবায়ানাং চ গুণানাং চ কেষাঞ্চিৎ নিত্যত্বম্ অভ্যুপেত্য শেষাণাং নিরন্বয়বিনাশম্ উপযন্তি, তেন তে অর্দ্ধবৈনাশিকাঃ। তেন তদুপন্যাসঃ বৈনাশিকত্বসাম্যেন সর্ব্ববৈনাশিকান্ স্মারয়তি, ইতি তদনন্তরং বৈনাশিকমতনিরাকরণমিতি। অর্দ্ধবৈনাশিকানাং স্থিরভাববাদিনাং সমুদায়ারম্ভঃ উপপদ্যেতাপি, ক্ষণিকভাববাদিনাং তু অসৌ দূরাপেত ইতি উপপাদয়িষ্যামঃ। তেন "নতরাম্" ইত্যুক্তম্। তৎ ইদং দূষণায় বৈনাশিকমতম্ উপন্যসিতুং তৎপ্রকারভেদান্ আহ—"স চ বহুপ্রকারঃ" ইতি। বাদিবৈচিত্র্যাৎ খলু কেচিৎ সর্ব্বাস্তিত্বমেব রাদ্ধান্তং প্রতিপদ্যন্তে, কেচিৎ জ্ঞানমাত্রাস্তিত্বম্। কেচিৎ সর্ব্বশূন্যতাম্।)

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অভিমতফলদানৈস্তর্পিতবিশ্বলোকে বিতৃষি গজমুখ ত্বদ্গণ্ডভেদেন দানম্।
গলদলিকুলজুষ্টং ত্বদ্বপুষ্যেব জীর্য্যদ্ ধ্বনয়তি জনতায়াং নাস্তিরস্তীতি নূনম্॥

"সমুদায়ে"তি। "গুণানাং চ কেষাঞ্চিৎ" পরমাণুপরিমাণাদীনাম্। অভেদে হি কার্য্যকারণয়োঃ কার্য্যনাশেঽপি কারণরূপেণ তিষ্ঠতি ইতি ন নিরন্বয়নাশঃ, ভেদে তু নিরন্বয় ইতি। নন্বু নিমিত্তাভাবাবিশেষাৎ সঙ্ঘাতারম্ভবাদয়োঃ অনুপপত্ত্যবিশেষে কথং তরপ্প্রয়োগঃ? তত্রাহ "স্থিরে"তি। স্থিরপক্ষে হি কারণস্য ভূত্বা ব্যাপৃত্য জনকত্বং যুক্তং ন ইতরত্র ইত্যর্থঃ। "বাদিবৈচিত্র্যাৎ খলু"। বহুপ্রকারঃ ইতি গৃহীতভাষ্যপ্রতীকানুষঙ্গঃ। বহুপ্রকারত্বমেব দর্শয়তি—"কেচিৎ" ইতি।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ।১৮]

ভামতীর অনুবাদ।

বৈশেষিকরাদ্ধান্ত এই গ্রন্থদ্বারা (পূর্ব্বাধিকরণের সহিত ইহার) অবান্তরসঙ্গতি বলিতেছেন। বৈশেষিকগণ অর্দ্ধবৈনাশিক। কারণ, তাঁহারা পরমাণু আকাশ দিক্ কাল আত্মা ও মনের, এবং সামান্য অর্থাৎ জাতি বিশেষ ও সমবায়ের, এবং (ঈশ্বরীয়জ্ঞানপ্রভৃতি) কতিপয় গুণের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়া, অবশিষ্ট পদার্থগুলির নিরন্বয় বিনাশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধ্বংস স্বীকার করেন, সেইজন্য তাঁহারা অর্দ্ধবৈনাশিক অর্থাৎ কতিপয় পদার্থকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন বলিয়া তাহাদের বিনাশ হয় না এবং কতিপয় পদার্থের সম্পূর্ণ বিনাশ স্বীকার করেন, এইজন্য তাঁহারা অর্দ্ধবৈনাশিক। সেইজন্য তদুপন্যাস অর্থাৎ বৈশেষিকের উল্লেখ, বৈনাশিকত্বরূপ সমানধর্ম্মদ্বারা সর্ব্ববৈনাশিকমতবাদিগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে, অতএব বৈশেষিকমতখণ্ডনের পর বৈনাশিকমত অর্থাৎ বৌদ্ধমত খণ্ডন করা হইতেছে। যাঁহারা স্থিরভাববাদী অর্থাৎ স্থায়িপদার্থ স্বীকার করেন, সেই অর্দ্ধবৈনাশিকগণের মতে কোনরূপে সমুদায়ারম্ভ উপপন্ন হইলেও যাঁহারা ক্ষণিকভাববাদী অর্থাৎ সকল পদার্থই বিদ্যুতের মত প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হইয়াই দ্বিতীয়ক্ষণে বিনাশ হয় বলেন, সেই বৌদ্ধগণের মতে তাহা অর্থাৎ সমুদায়ারম্ভ সুদূরপরাহত অর্থাৎ সম্ভব নহে—ইহা দেখাইব। সেইজন্য ভাষ্যকার নতরাং এই শব্দটি বলিয়াছেন, অর্থাৎ বৌদ্ধমত একবারেই অগ্রাহ্য ইহা বলিয়াছেন। অতএব তন্মতে দোষ দিবার জন্য এই বৈনাশিকমতের উপন্যাস অর্থাৎ বর্ণন করিবার জন্য তাহার প্রকারভেদ **স চ বহুপ্রকারঃ** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। বাদিবৈচিত্র্যবশতঃ অর্থাৎ এই মতবাদী অনেকপ্রকার হওয়ায়, কেহ কেহ সকলবস্তুর অস্তিত্বকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপাদন করেন, কেহ কেহ জ্ঞানমাত্রের অস্তিত্বকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন, কেহ কেহ সর্ব্বশূন্যতা অর্থাৎ সকল বস্তুই শূন্য এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন।

ভামতী।

অথ তু অত্রভবতাং সর্ব্বজ্ঞানাং তত্ত্বপ্রতিপত্তিভেদো ন সম্ভবতি, তত্ত্বস্য ঐকরূপ্যাৎ ইত্যেতদপরিতোষেণ আহ—"বিনেয়ভেদাৎ বা"। হীনমধ্যমোৎকৃষ্টধিয়ো হি শিষ্যা ভবন্তি। তত্র যে হীনমতয়ঃ তে সর্ব্বাস্তিত্ববাদেন তদাশয়ানুরোধাৎ শূন্যতায়াম্ অবতার্য্যন্তে। যে তু মধ্যমাঃ তে জ্ঞানমাত্রাস্তিত্বেন শূন্যতায়াম্ অবতার্য্যন্তে। যে তু প্রকৃষ্টমতয়ঃ তেভ্যঃ সাক্ষাদেব শূন্যতাতত্ত্বং প্রতিপাদ্যতে। যথোক্তং বোধিচিত্তবিবরণে—

"দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ। ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্বহুভিঃ পুনঃ॥
গম্ভীরোত্তানভেদেন কচিচ্চোভয়লক্ষণা। ভিন্নাপি দেশনাঽভিন্না শূন্যতাঽদ্বয়লক্ষণা"॥ ইতি

যদ্যপি বৈভাষিকসৌত্রান্তিকয়োঃ অবান্তরমতভেদঃ অস্তি, তথাপি সর্ব্বাস্তিতায়াম্ অস্তি সম্প্রতিপত্তিঃ, ইতি একীকৃত্য উপন্যাসঃ। তথাচ ত্রিত্বম্ উপপন্নম্ ইতি। পৃথিবী খরস্বভাবা, আপঃ স্নেহস্বভাবাঃ, অগ্নিঃ উষ্ণস্বভাবঃ বায়ুঃ ঈরণস্বভাবঃ, ঈরণং প্রেরণম্। ভূতভৌতিকান্ উক্ত্বা চিত্তচৈত্তিকান্ আহ—"তথা রূপে"তি। রূপ্যন্তে এভিঃ ইতি, রূপ্যন্তে ইতি চ ব্যুৎপত্ত্যা সবিষয়াণি ইন্দ্রিয়াণি রূপস্কন্ধঃ। যদ্যপি রূপ্যমাণাঃ পৃথিব্যাদয়ো বাহ্যাঃ, তথাপি কায়স্থত্বাৎ বা ইন্দ্রিয়সম্বন্ধাৎ বা ভবন্তি আধ্যাত্মিকাঃ। বিজ্ঞানস্কন্ধঃ—অহম্ ইত্যাকারো রূপাদিবিষয় ইন্দ্রিয়াদিজন্যো বা দৃশ্যমানঃ। বেদনাস্কন্ধঃ—যা প্রিয়াপ্রিয়ানুভয়বিষয়স্পর্শে সুখদুঃখতদরহিতবিশেষাবস্থা চিত্তস্য জায়তে স বেদনাস্কন্ধঃ। সংজ্ঞাস্কন্ধঃ—সবিকল্পপ্রত্যয়ঃ সংজ্ঞাসংসর্গযোগ্যপ্রতিভাসঃ, যথা—ডিত্থঃ কুণ্ডলী গৌরঃ ব্রাহ্মণঃ গচ্ছতি ইত্যেবংজাতীয়কঃ। সংস্কারস্কন্ধঃ—রাগাদয়ঃ ক্লেশাঃ, উপক্লেশাশ্চ মদমানাদয়ঃ, ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ ইতি। তৎ এতেষাং সমুদায়ঃ পঞ্চস্কন্ধী।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অত্রভবতাং সৌত্রান্তিকাদীনাং বিপ্রতিপত্তির্হি পুরুষাপরাধাৎ ভবতি যথা স্থাণৌ বস্তুবশাৎ, যথা বা ক্রিয়ায়াম্, অত্র তু ন প্রথমঃ ইতি উক্তং—"সর্ব্বজ্ঞানাম্" ইতি। ন দ্বিতীয়ঃ ইতি অভিহিতং—"তত্ত্বস্য" ইতি। বোধী বুদ্ধঃ তস্য চিত্তম্ অভিপ্রায়ঃ তদ্বিবরণগ্রন্থে। "লোকনাথানাং" বুদ্ধানাম্। "দেশনা", আগমাঃ প্রাণ্যভিপ্রায়বশানুসারিণ্যঃ শূন্যতাপ্রতিপত্ত্যুপায়ৈঃ ক্ষণিকসর্ব্বাস্তিত্বাদিভিঃ লোকে শ্রোতৃসমুদায়ে—পুনঃ পুনঃ। বহুধা ভিদ্যন্তে। ভেদমেব আহ—"গম্ভীরে"তি। অগাধঃ "গম্ভীরঃ" তদ্বিপরীতঃ "উত্তানঃ" স্থূলদৃষ্টিযোগ্যঃ তদ্রূপেণ কচিৎ গ্রন্থপ্রবেশঃ, "উভয়লক্ষণা" জ্ঞানমাত্রাস্তিত্ববাহ্যার্থাস্তিত্বলক্ষণা তৎপ্রতিপাদিনী ভিন্না অপি দেশনা শূন্যতা এব অদ্বয়া অতল্লক্ষণা অতৎতাৎপর্য্যবতী অভিন্না ইত্যর্থঃ। প্রত্যয়বৈচিত্র্যাৎ অর্থঃ অনুমেয়ঃ ইতি সৌত্রান্তিকাঃ। প্রত্যক্ষঃ ইতি বৈভাষিকাঃ। অন্যে

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ।১৮]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

মতভেদঃ। রূপান্তে এভি বিষয়াঃ ইতি শেষঃ "কায়স্থত্বাৎ" কায়াকারেণ সংহতত্বাৎ অসংহতানাম্ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধিত্বাৎ বা ইত্যর্থঃ। অহমিত্যাকারম্ আলয়বিজ্ঞানম্, ইন্দ্রিয়াদিজন্যং রূপাদিবিষয়ং চ জ্ঞানম্ এতদ্দ্বয়ং দণ্ডায়মানং প্রবাহাপন্নং বিজ্ঞানস্কন্ধঃ ইত্যর্থঃ। বেদনাস্কন্ধ ইতি ভাষ্যোপাদানং, য প্রিয়েত্যাদি তদ্ব্যাখ্যানম্। সবিকল্পপ্রত্যয়ঃ ইত্যনেন বিজ্ঞানস্কন্ধঃ নির্বিকল্পকঃ ইতি ভেদঃ স্কন্ধয়োঃ ধ্বনিতঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

যদি বল—পূজনীয় সর্ব্বজ্ঞ সৌত্রান্তিকপ্রভৃতি বৌদ্ধগণের তত্ত্বপ্রতিপত্তির ভেদ সম্ভব হয় না, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে না; যেহেতু তত্ত্ব একরূপই হয়, এই প্রকার অসন্তোষবশতঃ **বিনেয়ভেদাৎ বা** এই গ্রন্থ বলিয়াছেন। শিষ্যগণ হীনবুদ্ধি, মধ্যমবুদ্ধি ও উত্তমবুদ্ধি—এই তিন প্রকার হইয়া থাকেন। তাহার মধ্যে যাঁহারা অল্পবুদ্ধি, তাঁহারা সর্ব্বাস্তিত্ববাদদ্বারা বুদ্ধের অভিপ্রায় অনুসারে শূন্যতাতেই পরিণামে যাইয়া থাকেন। আর যাঁহারা মধ্যমবুদ্ধি, তাঁহারা কেবল জ্ঞানের অস্তিত্বদ্বারা শূন্যতাতেই পরিণামে যাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা উত্তমবুদ্ধি তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ শূন্যতাতত্ত্বই বুঝাইয়া দেন। যেমন বোধিচিত্তবিবরণগ্রন্থে বলা হইয়াছে—

দেশনা লোকনাথানাং সত্ত্বাশয়বশানুগাঃ।
ভিদ্যন্তে বহুধা লোকে উপায়ৈর্বহুভিঃ পুনঃ॥
গম্ভীরোত্তানভেদেন কচিচ্চোভয়লক্ষণা।
ভিন্নাপি দেশনাঽভিন্না শূন্যতাঽদ্বয়লক্ষণা॥

অর্থাৎ লোকপূজ্য বুদ্ধের উপদেশসকল জীবের বুদ্ধিসামর্থ্য অনুসারে শিষ্যমণ্ডলে শূন্যতাপ্রতিপত্তির উপায়রূপে ক্ষণিকসর্ব্বাস্তিত্বপ্রভৃতি বহুপ্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। যথা—কোনস্থলে গম্ভীর অর্থাৎ সূক্ষ্মদৃষ্টিযোগ্যরূপে, কোনস্থলে উত্তান অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টিযোগ্যরূপে—এই প্রকারে এই উভয়রূপে, উপদেশ সকল ভিন্নভিন্ন প্রকার হইলেও অদ্বয়স্বরূপ শূন্যতার যে উপদেশ তাহা ভিন্ন নহে। অভিপ্রায় এই যে, অদ্বয়শূন্যতাতেই বুদ্ধের চরম তাৎপর্য্য আছে। এই অদ্বয়শূন্যতা বুঝাইবার জন্য ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ ও সর্ব্বাস্তিত্ববাদ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই উভয়বাদেই বুদ্ধের তাৎপর্য্য নাই। তাৎপর্য্যবিষয়ীভূতদেশনা একই বটে। যদিও বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকের অবান্তর মতভেদ আছে, অর্থাৎ বৈভাষিকমতে বাহ্যিকপদার্থ প্রত্যক্ষ ও সৌত্রান্তিকমতে বাহ্যিকপদার্থ অনুমেয় বলা হয়, তথাপি সর্ব্বাস্তিত্ববিষয়ে সম্প্রতিপত্তি অর্থাৎ ঐক্য আছে, এইজন্য উভয়মতকে এক করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর তাহা হইলে এই মত যে তিন প্রকার—ইহা সিদ্ধ হইল। (তন্মতে) পৃথিবীর স্বভাব খর অর্থাৎ কঠিন, জলের স্বভাব স্নেহ, অগ্নির স্বভাব উষ্ণ, বায়ুর স্বভাব ঈরণ অর্থাৎ চঞ্চল। ঈরণ পদের অর্থ প্রেরণ। ভূত ও ভৌতিক পদার্থের কথা বলিয়া চিত্ত ও চৈত্তিকপদার্থের কথা **তথা রূপ** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। যাহাদের দ্বারা (বিষয়সকল) রূপিত অর্থাৎ প্রকাশিত হয়, এবং যাহারা রূপিত অর্থাৎ প্রকাশিত হয়, এই দ্বিবিধ ব্যুৎপত্তিদ্বারা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সকলকে **রূপস্কন্ধ** বলা হয়। যদিও রূপ্যমাণ অর্থাৎ প্রকাশমান পৃথিবীপ্রভৃতি বাহ্যিকবস্তু, তাহা হইলেও কায়স্থ অর্থাৎ দেহরূপে মিলিত হইয়াছে বলিয়া অথবা ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয় বলিয়া তাহারা আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আভ্যন্তরিক বলিয়া কথিত হয়। যাহা অহম্ ইত্যাকারে দণ্ডায়মান (প্রবাহস্বরূপ) এবং ইন্দ্রিয়জন্য রূপাদিবিষয়কজ্ঞানরূপে দণ্ডায়মান তাহাই বিজ্ঞানস্কন্দ অর্থাৎ অহম্ এই প্রকার আলয়বিজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়াদিজন্য যে রূপাদির নির্ব্বিকল্পজ্ঞানপ্রবাহ তাহা **বিজ্ঞানস্কন্ধ**। প্রিয় অপ্রিয় ও এই উভয়ভিন্ন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলে চিত্তের যে সুখ দুঃখ ও এতদুভয়ভিন্ন অবস্থা হয়, তাহা **বেদনাস্কন্ধ**। সবিকল্পজ্ঞান অর্থাৎ নামের সহিত সম্বন্ধ হইবার যোগ্য যে জ্ঞান তাহা **সংজ্ঞাস্কন্ধ**; যেমন ডিত্থ, কুণ্ডলযুক্ত, গৌরবর্ণ, ব্রাহ্মণ যাইতেছেন, এই প্রকার। রাগ দ্বেষ প্রভৃতি ক্লেশ, গর্ব অভিমান প্রভৃতি উপক্লেশ, এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এইগুলি **সংস্কারস্কন্ধ**। সেই এইগুলির সমষ্টি পঞ্চস্কন্ধী।

ভামতী।

"তস্মিন্ উভয়হেতুকেঽপি" ইতি। বাহ্যে পৃথিব্যাদ্যণুহেতুকে ভূতভৌতিকসমুদায়ে রূপবিজ্ঞানাদিস্কন্ধহেতুকে চ সমুদায়ে আধ্যাত্মিকে অভিপ্রেয়মাণে তদপ্রাপ্তিঃ তস্য সমুদায়স্য অযুক্ততা। কুতঃ "সমুদায়িনাম্ অচেতনত্বাৎ"। চেতনো হি কুলালাদিঃ সর্ব্বং মৃদ্দণ্ডাদি

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ।১৮]

ভামতী।

উপসংহৃত্য সমুদায়াত্মকং ঘটম্ আরচয়ন্ দৃষ্টঃ। ন হি অসতি মৃদ্দণ্ডাদিব্যাপারিণি বিদুষি কুলালে স্বয়ম্ অচেতনা মৃদ্দণ্ডাদয়ঃ ব্যাপৃতা জাতু ঘটম্ আরচয়ন্তি। ন চ অসতি কুবিন্দে তন্তুবেমাদয়ঃ পটং বয়ন্তে। তস্মাৎ কার্য্যোৎপাদঃ তদনুগুণকারণসমবধানাধীনঃ তদভাবে ন ভবতি। কার্য্যোৎপাদানুগুণং চ কারণসমবধানং চেতনপ্রেক্ষাধীনম্, অসত্যাং চেতনপ্রেক্ষায়াং ন ভবিতুম্ উৎসহতে, ইতি কার্য্যোৎপত্তিঃ চেতনপ্রেক্ষাধীনত্বব্যাপ্তা, ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধ্যা চেতনানধিষ্ঠিতেভ্যঃ কারণেভ্যঃ ব্যাবর্ত্তমানা, চেতনাধিষ্ঠিতত্বে এব অবতিষ্ঠতে ইতি প্রতিবন্ধসিদ্ধিঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"বয়ন্তে" তন্তূন্ সংতন্বন্তি। অনুপলব্ধিলিঙ্গকম্ অনুমানম্ আহ—"তস্মাৎ" ইতি। যঃ কার্য্যোৎপাদঃ স তদনুগুণকারণমেলনাধীনঃ ইতি একাং ব্যাপ্তিম উক্ত্বা দ্বিতীয়াম্ আহ—"কার্য্যোৎপাদানুগুণং চে"তি। যা কার্য্যোৎপত্তিঃ সা চেতনাধিষ্ঠিতকারণেভ্যো ভবতি ইতি ব্যাপ্তা সা স্বব্যাপকচেতনাধিষ্ঠিতত্ববিরুদ্ধা অনধিষ্ঠিতেভ্যঃ পরাভিমতকারণেভ্যঃ ব্যাবর্ত্তমানা চেতনাধিষ্ঠিতকারণবত্ত্বে সিদ্ধান্তাভিমতে অবতিষ্ঠতে। অতঃ যা কার্য্যোৎপত্তিঃ সা চেতনাধিষ্ঠিতকারণেভ্যঃ ইতি ব্যাপ্তিসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ। অত্র প্রয়োগঃ—বিমতঃ চেতনাধিষ্ঠিতম্ অচেতনত্বাৎ তন্তুবৎ ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

"**তস্মিন্ উভয়হেতুকেঽপি** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—পৃথিব্যাদির পরমাণু হইতে উৎপন্ন হয় যে, বাহ্যিক ভূতসমুদায় ও ভৌতিকসমুদায়, এবং রূপবিজ্ঞানাদিস্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হয় যে আধ্যাত্মিক সমুদায়, এই উভয়সমুদায়ই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে **তদপ্রাপ্তি** অর্থাৎ তাহার অর্থাৎ সমুদায়ের **অযুক্ততা** হয় অর্থাৎ সম্ভাবনা নাই। ইহার হেতু কি? কারণ, সমুদায়ী সকল অর্থাৎ প্রত্যেকে অচেতন। যেহেতু কুম্ভকারাদি চেতন জীব মৃত্তিকা ও দণ্ডাদি সমস্ত কারণ উপসংহার অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়া মৃত্তিকাসমষ্টিরূপ ঘট রচনা করে দেখা যায়। আর মৃত্তিকা ও দণ্ডাদিকে ব্যাপারযুক্ত করে যে চেতন কুম্ভকার, সে না থাকিলে অচেতন মৃত্তিকা ও দণ্ডাদি স্বয়ং ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া কখনও ঘট প্রস্তুত করে না। আর তন্তুবায় না থাকিলে তন্তু ও বেমাপ্রভৃতি বস্ত্রবয়ন করে না। সেইজন্য কার্য্যের যে উৎপত্তি, তাহা তাহার অনুকূল কারণ সমবধানাধীন অর্থাৎ কারণসমূহের মিলনবশতঃ হইয়া থাকে, তাহা না হইলে হয় না। আর কার্য্যোৎপাদানুগুণ অর্থাৎ কার্য্যোৎপত্তির অনুকূল যে কারণসমবধান অর্থাৎ কারণসমূহের মিলন, তাহা চেতনপ্রেক্ষাধীন অর্থাৎ চেতনের জ্ঞানবশতঃ হইয়া থাকে, চেতনের জ্ঞান না থাকিলে তাহা হইতে পারে না, এইহেতু কার্য্যোৎপত্তি চেতনের জ্ঞানাধীনত্বের ব্যাপ্য হয়, আর তাহা ব্যাপকবিরুদ্ধের উপলব্ধিবশতঃ অর্থাৎ ব্যাপক—চেতনজ্ঞানাধীনত্বের বিরুদ্ধ যে চেতনজ্ঞানের অনধীনত্ব, তাহার জ্ঞানবশতঃ, চেতনকর্তৃক অনধিষ্ঠিত (পরাভিমত) কারণসমূহ হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া অর্থাৎ নিবৃত্ত হইয়া চেতনাধিষ্ঠিতত্বেই অবস্থান করে, অর্থাৎ তাহার ব্যাপ্য হয়—এইরূপে প্রতিবন্ধ সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ কার্য্যোৎপত্তিতে চেতনাধিষ্ঠিতত্বের ব্যাপ্তি স্থির হইল।

ভামতী।

যদি উচ্যেত—অদ্ধা চেতনাধীনা এব কার্য্যোৎপত্তিঃ, অস্তি তু চিত্তং চেতনং, তদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিবিষয়স্পর্শে সতি অভিজ্বলৎ তৎ কারণচক্রং যথা যথা কার্য্যায় পর্য্যাপ্তং, তথা তথা প্রকাশয়ৎ অচেতনানি কারণানি অধিষ্ঠায় কার্য্যম্ অভিনির্ব্বর্ত্তয়তি ইতি তত্রাহ—"চিত্তাভিজ্বলনস্য চ সমুদায়সিদ্ধ্যধীনত্বাৎ"। ন খলু বাহ্যাভ্যন্তরসমুদায়সিদ্ধিম্ অন্তরেণ চিত্তাভিজ্বলনং, ততস্তু তাম্ ইচ্ছন্ দুরুত্তরম্ ইতরেতরাশ্রয়ম্ আবিশেৎ ইতি। ন চ প্রাগ্ভবীয়া চিত্তাভিদীপ্তিঃ উত্তরসমুদায়ং ঘটয়তি, ঘটনসময়ে তস্যাঃ চিরাতীতত্বেন সামর্থ্যবিরহাৎ। অস্মদ্রাদ্ধান্তবৎ অন্যস্য "চেতনস্য ভোক্তুঃ প্রশাসিতুর্ব্বা স্থিরস্য সঙ্ঘাতকর্ত্তুঃ অনভ্যুপগমাৎ"। কারণবিন্যাসভেদং হি বিদ্বান্ কর্ত্তা ভবতি। ন চ অন্বয়ব্যতিরেকৌ অন্তরেণ তদ্বিন্যাসভেদং বেদিতুম্ অর্হতি। ন চ স ক্ষণিকঃ অন্বয়ব্যতিরেককালানবস্থায়ী জ্ঞাতুম্ অন্বয়ব্যতিরেকৌ উৎসহতে। অত উক্তং "স্থিরস্যে"তি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"চিরাতীতত্বেন" ইতি। স্থায়িবাসনায়াঃ ত্বয়া অনিষ্টত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ।১৮]

ভামতীর অনুবাদ।

যদি বল যে, চেতনবশতঃই কার্য্যোৎপত্তি হয়, ইহা নিশ্চয়, কিন্তু এখানে ত চিত্তরূপ চেতনবস্তু আছে; তাহাই ইন্দ্রিয়াদির সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে উজ্জ্বল অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত হইয়া সেই কারণসমূহ যে যে প্রকার কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, সেই সেই প্রকারে তাহাদিগকে প্রকাশ করিয়া অচেতন কারণসকলকে অবলম্বন করিয়া কার্য্যকে সম্পাদন করে? তাহা হইলে তাহার উত্তরে **চিত্তাভিজ্বলনস্য চ সমুদায়সিদ্ধ্যধীনত্বাৎ** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। অর্থাৎ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সমুদায়সিদ্ধি ব্যতীত চিত্তের অভিজ্বলন হয় না, এবং তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি স্বীকার করিলে এমন ইতরেতরাশ্রয় দোষ আসিয়া পড়িবে, যাহার উত্তর দেওয়া দুষ্কর হইবে। আর প্রাগ্‌ভবীয় অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের চিত্তাভিজ্বলন অর্থাৎ জ্ঞান পরজন্মের সমুদায় ঘটাইয়া দেয় না; কারণ, যে সময়ে সে ঘটাইয়া দিবে, অর্থাৎ সকলকে মিলিত করাইয়া দিবে, সে সময়ে তাহা বহুপূর্ব্বে নষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহার সামর্থ্য থাকে না। আর আমাদের সিদ্ধান্তের মত অন্য কোন চেতন ভোক্তা বা শাসনকর্ত্তারূপ স্থায়ী মিলনকর্ত্তাকে স্বীকার করা হয় না। যেহেতু কারণ-বিন্যাসভেদ অর্থাৎ কারণগুলিকে সাজাইবার ব্যবস্থাবিশেষ যিনি জানেন, তিনিই কর্ত্তা হইয়া থাকেন। আর অন্বয়ব্যতিরেকব্যতীত কারণবিন্যাসভেদ কেহ জানিতে পারে না। আর কর্ত্তা ক্ষণিক হইলে সেই ক্ষণিক কর্ত্তা, অন্বয় হইতে ব্যতিরেককাল পর্য্যন্ত না থাকিয়া অন্বয়ব্যতিরেক জানিতে পারে না। এইজন্য **স্থিরস্য** এই পদটি বলা হইয়াছে।

ভামতী।

যদি উচ্যেত—অসমবহিতানি এব কারণানি কার্য্যং করিষ্যন্তি পরস্পরানপেক্ষাণি, কৃতম্ অত্র সমবধাপয়িত্রা চেতনেন ইত্যত আহ—"নিরপেক্ষপ্রবৃত্ত্যভ্যুপগমে চ" ইতি।

যদি উচ্যেত—অস্তি আলয়বিজ্ঞানম্ অহঙ্কারাস্পদং পূর্ব্বাপরানুসন্ধাতৃ, তদেব কারণানাং প্রতিসন্ধাতৃ ভবিষ্যতি ইতি, তত্রাহ—"আশয়স্যাপি" ইতি। তৎ খলু একং যদি স্থিরম্ আস্থীয়েত, ততঃ নামান্তরেণ আত্মা এব। অথ ক্ষণিকং, তত উক্তদোষাপত্তিঃ। ন চ তৎসন্তানঃ, তস্য অন্যত্বে নামান্তরেণ আত্মা অভ্যুপগতঃ, অনন্যত্বে চ বিজ্ঞানমেব, তচ্চ ক্ষণিমেব ইতি উক্ত-দোষাপত্তিঃ। আশেরতে অস্মিন্ কর্ম্মানুভববাসনা ইতি আশয় আলয়বিজ্ঞানং তস্য। অপি চ প্রবৃত্তিঃ সমুদায়িনাং ব্যাপারঃ। ন চ ক্ষণিকানাং ব্যাপারো যুজ্যতে। ব্যাপারো হি ব্যাপার-বদাশ্রয়ঃ তৎকারণকশ্চ লোকে প্রসিদ্ধঃ। তেন ব্যাপারবতা ব্যাপারাৎ পূর্ব্বং ব্যাপারসময়ে চ ভবিতব্যম্, অন্যথা কারণত্বাশ্রয়ত্বয়োঃ অযোগাৎ। ন চ সমসময়য়োঃ অস্তি কার্য্যকারণভাবঃ। নাপি ভিন্নকালয়োঃ আধারাধেয়ভাবঃ। তথাচ ক্ষণিকত্বহানিঃ ইত্যাহ—"ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাচ্চ" ইতি।১৮

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ব্যাপারবদাশ্রয়ো ব্যাপারঃ ইত্যক্তে তদাশ্রিতজাতেঃ তদ্ব্যাপারত্বং স্যাৎ ইতি "তৎকারণকঃ" ইতি উক্তম্। এতাবতি উক্তে কুম্ভোঽপি কুম্ভকারব্যাপারঃ স্যাৎ তন্নিবৃত্তয়ে ব্যাপারবদাশ্রয়ঃ ইতি। এবম্ উক্তেঽপি মৃদাশ্রিতঃ মৃজ্জশ্চ ঘটঃ মৃদ্ব্যাপারঃ স্যাৎ তন্নিবৃত্তয়ে তৎকার্য্যং প্রতি হেতুঃ ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। অস্তু এবং ব্যাপারলক্ষণং, প্রস্তুতে কিং জাতম্ অত আহ—"ন চ সমসময়য়োঃ" ইতি। ব্যাপারব্যাপারিণোঃ এককালত্বং ভিন্নকালত্বং বা? নাদ্যঃ, কারণত্বস্য নিয়তপ্রাক্‌সত্ত্বরূপত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, আধারাধেয়ভাবসম্বন্ধস্য অন্যতরস্মিন্ অসতি অপি অযোগাৎ ইত্যর্থঃ। অথ পদার্থঃ পূর্ব্বং ভূত্বা স্বজন্যব্যাপারসময়েঽপি তদাশ্রয়ত্বেন অনুবর্ত্তেত তত্রাহ "তথাচে"তি।১৮

ভামতীর অনুবাদ।

যদি বলেন—কারণ সকল অসমবহিত অর্থাৎ মিলিত না হইয়াই—পরস্পরের অপেক্ষা না করিয়াই—কার্য্য করিবে, অর্থাৎ প্রত্যেকেই আপনাদিগকে মিলিত করিবে—তাহা হইলে আর এইরূপ মিলনকর্ত্তা চেতনের কোন প্রয়োজন নাই, এইজন্য **নিরপেক্ষপ্রবৃত্ত্যভ্যুপগমে চ** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন।

যদি বল, অহংকারের বিষয় পূর্ব্বাপর অনুসন্ধানকর্ত্তৃ আলয়বিজ্ঞান আছে, তাহাই কারণসকলের প্রতিসন্ধাতৃ অর্থাৎ জ্ঞানকর্ত্তৃ হইবে? তাহার উত্তরে **আশয়স্যাপি** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। তাহা যদি একটি স্থায়িবস্তু বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে নামান্তরে তাহা আত্মাই হইল। আর যদি তাহা ক্ষণিক বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে পূর্ব্বে যে দোষ দিয়াছি, তাহাই হইয়া যাইবে। আর আলয়বিজ্ঞানের সন্তান

৮৭ পৃষ্ঠার কল্পতরুতে গ্রন্থপ্রবেশঃ=গ্রন্থপ্রদেশে হইবে।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯ *

ভামতীর অনুবাদ।

অর্থাৎ প্রবাহও কর্ত্তা হইতে পারে না; কারণ, তাহা যদি প্রত্যেক অপেক্ষা ভিন্ন হয়, তাহা হইলে নামান্তরে আত্মাই স্বীকার করা হইল। আর তাহা যদি প্রত্যেক অপেক্ষা অভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা বিজ্ঞানই, এবং তাহা ত ক্ষণিক, অতএব পূর্ব্বোক্ত দোষ হইয়া পড়িল। যাহাতে কর্ম্ম ও অনুভবের বাসনা সুপ্তভাবে থাকে, তাহা আশয় অর্থাৎ আলয়বিজ্ঞান। আরও প্রবৃত্তি হইল—সমুদায়ীসকলের অর্থাৎ প্রত্যেকের ব্যাপার। কিন্তু ক্ষণিকপদার্থের ব্যাপার হইতে পারে না। কারণ, ব্যাপারবস্তুটি ব্যাপারীতে থাকে, এবং তাহা কারণ হইতে উৎপন্ন হয়—ইহা লোকে প্রসিদ্ধ, সেইজন্য যাহা ব্যাপারবিশিষ্ট, তাহা ব্যাপারের পূর্ব্বে ও ব্যাপারের সময় থাকা উচিত। কারণ, তাহা না হইলে (ব্যাপারীর) কারণত্ব ও আশ্রয়ত্ব সম্ভব হয় না। আর সমসময় অর্থাৎ তুল্যকালীন বস্তুদ্বয়ের কার্য্যকারণভাব হয় না। এবং ভিন্নকালীন বস্তুদ্বয়ের আধারাধেয়ভাবও হইতে পারে না। আর তাহা হইলে ক্ষণিকত্ব থাকিল না—ইহাই **ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাচ্চ** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন।১৮

শাঙ্করভাষ্যম্।

ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯

যদ্যপি ভোক্তা প্রশাসিতা বা কশ্চিৎ চেতনঃ সংহন্তা স্থিরঃ ন অভ্যুপেয়তে, তথাপি অবিদ্যাদীনাম্ ইতরেতরকারণত্বাৎ উপপদ্যতে লোকযাত্রা, তস্যাং চ উপপদ্যমানায়াং ন কিঞ্চিৎ অপরম্ অপেক্ষিতব্যম্ অস্তি। তে চ অবিদ্যাদয়ঃ—অবিদ্যা সংস্কারো বিজ্ঞানং নাম রূপং ষড়ায়তনং স্পর্শো বেদনা তৃষ্ণা উপাদানং ভবো জাতিঃ জরা মরণং শোকঃ পরিদেবনা দুঃখং দুর্ম্মনস্তা ইত্যেবংজাতীয়কা ইতরেতরহেতুকাঃ সৌগতে সময়ে কচিৎ সংক্ষিপ্তা নির্দ্দিষ্টাঃ কচিৎ প্রপঞ্চিতাঃ। সর্ব্বেষামপি অয়ম্ অবিদ্যাদিকলাপঃ অপ্রত্যাখ্যেয়ঃ। তদেবম্ অবিদ্যাদিকলাপে পরস্পরনিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেন ঘটীযন্ত্রবৎ অনিশম্ আবর্ত্তমানে অর্থাক্ষিপ্ত উপপন্নঃ সঙ্ঘাত ইতি চেৎ, তন্ন; কস্মাৎ? উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ। ভবেৎ উপপন্নঃ সঙ্ঘাতঃ যদি সঙ্ঘাতস্য কিঞ্চিৎ নিমিত্তম্ অবগম্যেত, ন তু অবগম্যতে; যতঃ ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বেঽপি অবিদ্যাদীনাং পূর্ব্বপূর্ব্বম্ উত্তরোত্তরস্য উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তং ভবৎ ভবেৎ, ন তু সঙ্ঘাতোৎপত্তেঃ কিঞ্চিৎ নিমিত্তং সম্ভবতি।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ ইতি চেৎ স্কন্ধসকল ও অণুসকল অন্য কোন চেতনের অপেক্ষা না করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি কারণ হওয়ায় সঙ্ঘাত হইতে পারে, ইহা যদি বল, তাহা হইলে বলিব **ন** অর্থাৎ না—ইহা বলিতে পার না; কারণ, **উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ** অবিদ্যাদি পদার্থসকল কেবল উৎপত্তির প্রতিই হেতু হয়, কিন্তু তাহাদের সঙ্ঘাত অর্থাৎ মিলনের প্রতি কোন কারণ নাই।

ভাষ্যার্থ—যদিও ভোক্তা অর্থাৎ জীব অথবা প্রশাসিতা অর্থাৎ ঈশ্বর—এইরূপ কোন স্থির চেতনকে সঙ্ঘাতকর্ত্তা বলিয়া তাহারা স্বীকার করে না, তাহা হইলেও অবিদ্যাদি পরস্পর পরস্পরের প্রতি কারণ হওয়ায় লোকযাত্রা অর্থাৎ লৌকিকব্যবহার উপপন্ন হয়, আর তাহা উপপন্ন অর্থাৎ সিদ্ধ হইলে অন্য কিছু অপেক্ষা করিবার থাকে না। আর সেই অবিদ্যাদি + যথা—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম, রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ,

* পূর্ব্বসূত্রে অধিকরণ আরম্ভ হওয়ায় এবং এই সূত্রে "ইতি চেৎ ন" থাকায় এবং প্রথমাস্তপদ না থাকায় ইহা পূর্ব্ব অধিকরণের অঙ্গ সূত্রই হইল।

+ এস্থলে সংক্ষেপ ও বিস্তারের কথা হইতে বুঝা যায়—ভগবান্ ভাষ্যকার বিভিন্ন বৌদ্ধমতবাদের গ্রন্থাদির বিষয় বিশেষভাবেই আলোচনা করিয়াছিলেন। আজকাল যাঁহারা বৌদ্ধমতবাদ সম্বন্ধে ভগবান্ ভাষ্যকারের অনভিজ্ঞতা কল্পনা করেন, তাঁহারা এই স্থলটীর প্রতি দৃষ্টি করিতে পারেন। এখানে বসুবন্ধুর অভিধর্ম্মকোষ গ্রন্থে অবিদ্যাদি দ্বাদশটী বলা হয়, যথা—"স প্রতীত্যসমুৎপাদো দ্বাদশাঙ্গঃ ত্রিকাণ্ডকঃ" (অভিধর্ম্মকোষ ৩।২০) তন্মতে জরামরণ পর্য্যন্তই গ্রহণ করা হয়। পালিগ্রন্থে ইহাকে দ্বাদশাঙ্গ নিদান বলা হয়। বসুবন্ধুর অভিধর্ম্মকোষের প্রতিবাদস্বরূপ সংঘভদ্রের কোষগ্রন্থে ইহা ১৭টী কি ১৬টী কি ১২টী কি অন্যরূপ তাহা অনুসন্ধেয়। এই গ্রন্থ শুনা যাইতেছে, ইউরোপে মুদ্রিত হইতেছে। ভাষ্যকার এ জাতীয় বহু গ্রন্থ না দেখিলে আর ওরূপ কথা বলিতে পারিতেন না।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯]

ভাষ্যানুবাদ।

বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, শোক, পরিদেবনা, দুঃখ, দুর্ম্মনস্তা অর্থাৎ মনঃপীড়া (১৮) ইত্যাদি; এই জাতীয় পদার্থগুলি পরস্পর পরস্পরের প্রতি কারণ হয়। এই পদার্থগুলি বৌদ্ধমতে কোন গ্রন্থে সংক্ষেপে লিখিত আছে, এবং কোন গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। কিন্তু সকল সম্প্রদায়েরই এই অবিদ্যাদি পদার্থসকল অপ্রত্যাখ্যেয়, অর্থাৎ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়। অতএব এইরূপে অবিদ্যাদি সকল পরস্পর নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবে অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব প্রাপ্ত হইয়া ঘটীযন্ত্রের মত সর্ব্বদা আবর্ত্তিত হইতে থাকায় সঙ্ঘাত অর্থাৎ মিলন উপপন্ন হইতে পারে—ইহা যদি বল, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, তাহারা কেবল উৎপত্তির প্রতিই হেতু হয়। তবেই সঙ্ঘাত উপপন্ন হইতে পারিত, যদি সঙ্ঘাতের কোন নিমিত্ত দেখা যাইত, কিন্তু তাহা ত দেখা যায় না; যেহেতু অবিদ্যাদির ইতরেতরপ্রত্যয়ত্ব হইলেও অর্থাৎ অবিদ্যাদি পরস্পর পরস্পরের প্রতি কারণ হইলেও পূর্ব্ব-পূর্ব্বটি পর-পরবর্ত্তীর কেবল উৎপত্তির প্রতি নিমিত্ত হইলেও হইতে পারে. কিন্তু সঙ্ঘাত উৎপত্তির কোন নিমিত্তের সম্ভাবনা নাই।

ভামতী।

"যদ্যপি" ইতি। অয়মর্থঃ—সংক্ষেপতো হি প্রতীত্যসমুৎপাদলক্ষণম্ উক্তং বুদ্ধেন—*

"ইদং প্রত্যয়ফলম্" ইতি। "উৎপাদাৎ বা তথাগতানাম্ অনুৎপাদাৎ বা স্থিতৈষা ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মতা। ধর্ম্মস্থিতিতা ধর্ম্মনিয়ামকতা প্রতীত্যসমুৎপাদানুলোমতা" ইতি।

"অথ পুনঃ অয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদঃ দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি—হেতূপনিবন্ধতশ্চ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ। স পুনর্দ্বিবিধঃ—বাহ্য আধ্যাত্মিকশ্চ।"

"তত্র বাহ্যস্য প্রতীত্যসমুৎপাদস্য হেতূপনিবন্ধঃ—যৎ ইদং বীজাৎ অঙ্কুরঃ, অঙ্কুরাৎ পত্রং, পত্রাৎ কাণ্ডং, কাণ্ডাৎ নালঃ, নালাৎ গর্ভঃ, গর্ভাৎ শুকঃ, শুকাৎ পুষ্পং, পুষ্পাৎ ফলম্ ইতি; অসতি বীজে অঙ্কুরো ন ভবতি, যাবৎ অসতি পুষ্পে ফলং ন ভবতি; সতি তু বীজে অঙ্কুরো ভবতি, যাবৎ পুষ্পে সতি ফলম্ ইতি। তত্র বীজস্য নৈবং ভবতি জ্ঞানম্ অহম্ অঙ্কুরং নির্ব্বর্ত্তয়ামি ইতি, অঙ্কুরস্যাপি নৈবং ভবতি জ্ঞানম্ অহং বীজেন নির্ব্বর্ত্তিত ইতি, এবং যাবৎ পুষ্পস্য নৈবং ভবতি অহং ফলং নির্ব্বর্ত্তয়ামি ইতি, এবং ফলস্যাপি নৈবং ভবতি অহং পুষ্পেণ অভিনির্ব্বর্ত্তিতম্ ইতি। তস্মাৎ অসতি অপি চৈতন্যে বীজাদীনাম্, অসতি অপি চ অন্যস্মিন্ অধিষ্ঠাতরি কার্য্যকারণভাবনিয়মো দৃশ্যতে। উক্তঃ হেতূপনিবন্ধঃ।"

বেদান্তকল্পতরুঃ।

প্রত্যয়োপনিবন্ধস্য সংগ্রাহকং বুদ্ধসূত্রম্ উদাহরতি—"ইদম্" ইতি। হেতুম্ অন্যং প্রতি অয়তে গচ্ছতি ইতি ইতরসহকারিভিঃ মিলিতো হেতুঃ প্রত্যয়ঃ। ইদং কার্য্যং প্রত্যয়স্য কারণসমুদায়মাত্রস্য ফলং, ন চেতনস্য কস্যচিৎ ইত্যর্থঃ। হেতূপনিবন্ধস্য সংগ্রাহকং বুদ্ধসূত্রম্ উদাহরতি—"উৎপাদাৎ বা" ইতি। তথাগতানাং বুদ্ধানাং মতে ধর্ম্মাণাং কার্য্যাণাং কারণানাং চ যা ধর্ম্মতা কার্য্যকারণভাবরূপা এষা উৎপাদাৎ অনুৎপাদাৎ বা স্থিতা। ধত্তে ইতি ধর্ম্মঃ কারণং, ধ্রিয়তে ইতি ধর্ম্মঃ কার্য্যম্। যস্মিন্ সতি যৎ উৎপদ্যতে, অসতি চ ন উৎপদ্যতে তৎ তস্য কারণং কার্য্যং চ, ন চেতনঃ কশ্চিৎ কার্য্যসিদ্ধয়ে অপেক্ষিতব্যঃ ইত্যর্থঃ। স্থিতধর্ম্মতা ইত্যেতৎ স্বয়মেব সূত্রকৃৎ বিভজতে "ধর্ম্মস্থিতিতা" ইতি। কার্য্যতাম্ আহ "কার্য্যস্য হি" ধর্ম্মস্য কারণাৎ অনতিপ্রসঙ্গেন কালবিশেষে স্থিতিঃ ভবতি ইতি স্বার্থিকঃ তল্প্রত্যয়ঃ। "ধর্ম্মনিয়ামকতা" ইতি। কারণতামাহ ধর্ম্মস্য কারণস্য কার্য্যং প্রতি নিয়ামকতা ইত্যর্থঃ। ননু এবম্বিধমেব কার্য্যকারণত্বং ন চেতনাৎ ঋতে সিধ্যতি, তত্রাহ—"প্রতীত্যে"তি। কারণে সতি তৎপ্রতীত্য প্রাপ্য সমুৎপাদে অনুলোমতা অনুসারিতা যা সা এব ধর্ম্মতা, সা চ উৎপাদাৎ অনুৎপাদাদ্ বা ধর্ম্মাণাং স্থিতা, ন চেতনঃ কশ্চিৎ উপলভ্যতে ইত্যর্থঃ।

সূত্রদ্বয়ং ব্যাচষ্টে "অথ পুনরয়মি"তি। হেতোঃ একস্য কার্য্যেণ উপনিবন্ধঃ তথোক্তঃ। প্রত্যয়ানাং মিলিতানাং নানাকারণানাং কার্য্যেণ উপনিবন্ধঃ তথা অভিহিতঃ।

হেতূপনিবন্ধে উদাহরণম্ উক্ত্বা ইত্যেব উৎপাদাৎ বা ইতি সূত্রং যোজয়তি—"অসতি বীজে" ইত্যাদিনা। যাবৎ পুষ্পফলোদাহরণং তাবৎ অসতি পুষ্পে ফলং ন ভবতি ইত্যাদি ব্যতিরেকো দ্রষ্টব্যঃ ইত্যাহ—"যাবৎ অসতি" ইতি। চৈতন্যং বীজাদীনাং বা অভ্যুপগম্যতে কিংবা তদতিরিক্তস্য কস্যচিৎ ভোক্তুঃ প্রশাসিতুর্বা? নাদ্য ইত্যাহ—"তত্র বীজস্য" ইত্যাদিনা। "যাবৎপুষ্পস্যে"তি। পুষ্পপর্য্যন্তস্য ইত্যর্থঃ। ফলেঽপি যাবচ্ছব্দো যোজ্যঃ। "ন দ্বিতীয়ঃ" ইত্যাহ "অসতি অপিচ অন্যস্মিন্" ইতি। অঙ্কুরাদ্যুৎপত্তৌ চেতনব্যাপারানুপলম্ভাৎ ইত্যর্থঃ। ন চ সোঽনুমেয়ঃ তদন্যহেতৌ সতি কার্য্যানুৎপাদাদর্শনাৎ ইতি।

* "ইদং প্রত্যয়ফলম্" হইতে পর পৃষ্ঠার "আক্ষিপ্তঃ সংঘাতঃ ইতি" পর্য্যন্ত শালিস্তম্বসূত্রের পাঠ বলিয়াই মনে হয়। পরপৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯]

ভামতীর অনুবাদ।

যদ্যপি ইত্যাদি। ইহার অর্থ এই—"প্রতীত্যসমুৎপাদের" লক্ষণ বুদ্ধদেব **ইদং প্রত্যয়ফলম্** ইত্যাদি বাক্যে সংক্ষেপে বলিয়াছেন। প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ—কারণসকল পরস্পরকে প্রাপ্ত হইয়া উৎপত্তি অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি। **ইদং প্রত্যয়ফলম্** অর্থ—**ইদং** অর্থ—ইহা, অর্থাৎ কার্য্য, **প্রত্যয়-ফলম্** অর্থ—প্রত্যয়ের অর্থাৎ কারণসমুদায়মাত্রের ফল। (অর্থাৎ কারণ সকল হইতেই কার্য্য উৎপন্ন হয়, কোন চেতনের অপেক্ষা করে না।) বুদ্ধদেব আরও বলিয়াছেন—তথাগতগণের মতে অর্থাৎ বুদ্ধগণের মতে, ধর্ম্মসকলের অর্থাৎ কার্য্য ও কারণসকলের এই যে ধর্ম্মতা অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব, তাহা উৎপাদ এবং অনুৎপাদ হইতেই স্থিত হয়। অর্থাৎ ধর্ম্মশব্দের অর্থ কার্য্য ও কারণ উভয়ই হয়। উৎপাদ অর্থ—অন্বয়, অর্থাৎ কারণ থাকিলে কার্য্য থাকা, এবং অনুৎপাদ অর্থ—ব্যতিরেক, অর্থাৎ কারণ না থাকিলে কার্য্য না থাকা। এই অন্বয়ব্যতিরেক হইতেই কার্য্যকারণভাব নিরূপিত হইয়া থাকে। সেই কার্য্যরূপ ধর্ম্মের যে স্থিতিতা অর্থাৎ কারণের অধীন হইয়া কালবিশেষে স্থিতি, তাহাই কার্য্যতা, এবং কারণরূপ ধর্ম্মের কার্য্যের প্রতি যে নিয়ামকতা অর্থাৎ কারণের অধীনে কার্য্যের ব্যবস্থা করা, তাহাই কারণতা। এই প্রতীত্যসমুৎপাদে অর্থাৎ কারণসকলের মিলনবশতঃ কার্য্যোৎপত্তিবিষয়ে অনুলোমতা অর্থাৎ কারণের অনুসরণ করাই কার্য্যের স্বভাব। অতএব কার্য্যোৎপত্তিতে চেতনের কোন আবশ্যকতা নাই।

আর এই প্রতীত্যসমুৎপাদ অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি দুইটি কারণবশতঃ হইয়া থাকে—**হেতূপনিবন্ধতঃ** অর্থাৎ এক একটি কারণসম্বন্ধবশতঃ, এবং **প্রত্যয়োপনিবন্ধতঃ** অর্থাৎ কারণসমূহের সম্বন্ধবশতঃ। পুনর্ব্বার তাহা দুই প্রকার—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক।

তাহার মধ্যে বাহ্যিক প্রতীত্যসমুৎপাদের হেতূপনিবন্ধ—এই যে—বীজ হইতে অঙ্কুর হয়, অঙ্কুর হইতে পত্র হয়, পত্র হইতে কাণ্ড অর্থাৎ বোঁটা হয়, কাণ্ড হইতে নাল অর্থাৎ ডাঁটা হয়, নাল হইতে গর্ভ অর্থাৎ কুঁড়ির সূক্ষ্ম অবস্থা হয়, গর্ভ হইতে শুক অর্থাৎ কুঁড়ি হয়, শুক হইতে পুষ্প হয়, এবং পুষ্প হইতে ফল হয়। বীজ না থাকিলে অঙ্কুর হয় না, বীজ হইতে পুষ্প পর্য্যন্ত পদার্থগুলি না থাকিলে ফল হয় না, কিন্তু বীজ থাকিলে অঙ্কুর হয়, এবং বীজ হইতে পুষ্প পর্য্যন্ত পদার্থগুলি থাকিলে ফল হয়। এস্থলে বীজের এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি অঙ্কুরকে উৎপন্ন করিতেছি; অঙ্কুরেরও এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি বীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি; এবং পুষ্পপর্য্যন্ত পদার্থগুলির এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি ফলকে উৎপন্ন করিতেছি, এইরূপ ফলেরও এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি পুষ্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। অতএব বীজাদির চৈতন্য না থাকিলেও এবং অন্য কেহ অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ এই সকলের নিয়ামক কোন কর্ত্তা না থাকিলেও কার্য্যকারণভাবের নিয়ম দেখা যায়। ইহা হেতূপনিবন্ধ বলা হইল।

ভামতী।

প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ প্রতীত্যসমুৎপাদস্য উচ্যতে। প্রত্যয়ঃ হেতূনাং সমবায়ঃ। হেতুং হেতুং প্রতি অয়ন্তে হেত্বন্তরাণি ইতি, তেষাম্ অয়মানানাং ভাবঃ প্রত্যয়ঃ, সমবায়ঃ ইতি যাবৎ। যথা ষণ্ণাং ধাতূনাং সমবায়াৎ বীজহেতুঃ অঙ্কুরো জায়তে। তত্র চ পৃথিবীধাতুঃ বীজস্য সংগ্রহকৃত্যং করোতি, যতঃ অঙ্কুরঃ কঠিনো ভবতি। অব্ধাতুঃ বীজং স্নেহয়তি, তেজোধাতুঃ বীজং পরিপাচয়তি, বায়ুধাতুঃ বীজম্ অভিনির্হরতি, যতঃ অঙ্কুরঃ বীজাৎ নির্গচ্ছতি, আকাশধাতুঃ বীজস্য অনাবরণকৃত্যং করোতি, ঋতুঃ অপি বীজস্য পরিণামং করোতি। তৎ এতেষাম্ অবিকলানাং ধাতূনাং সমবায়ে বীজে রোহতি অঙ্কুরো জায়তে, নান্যথা। তত্র পৃথিবীধাতোঃ নৈবং ভবতি অহং বীজস্য সংগ্রহকৃত্যং করোমি ইতি। যাবৎ ঋতোঃ নৈবং ভবতি অহং বীজস্য পরিণামং করোমি ইতি। অঙ্কুরস্যাপি নৈবং ভবতি অহম্ এভিঃ প্রত্যয়ৈঃ নির্বর্ত্তিতঃ ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ ইত্যত্র প্রত্যয়শব্দঃ ইণঃ ধাতোঃ ভাবার্থীয়াচ্ পত্যয়ান্তস্য রূপম্। তথাচ সমুদিতত্ববাচী ইত্যাহ—"অয়মানানাম্" ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

এখন প্রতীত্যসমুৎপাদের প্রত্যয়োপনিবন্ধ বলিতেছি। প্রত্যয়শব্দের অর্থ—হেতুসকলের পরস্পর মিলন বা সম্বন্ধ। এক একটি হেতুর প্রতি অন্য হেতুসকল গমন করে বলিয়া সেই অয়মান অর্থাৎ গতিশীল

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯]

ভামতীর অনুবাদ।

হেতুসকলের ভাব অর্থাৎ স্বরূপকে প্রত্যয় বলে। ইহার ফলিতার্থ সমবায়, অর্থাৎ হেতুসকলের মিলনের নাম প্রত্যয়। যেমন ছয়টি ধাতুর সমবায় অর্থাৎ মিলনবশতঃ বীজ হইতে অঙ্কুর জন্মে। তাহার মধ্যে পৃথিবীধাতু বীজের সংগ্রহকৃত্য অর্থাৎ সঙ্কলনরূপ কার্য্য করে, যেজন্য অঙ্কুর কঠিন হয়। জলধাতু বীজকে স্নিগ্ধ করে, তেজঃ ধাতু বীজকে পরিপাক করে, বায়ুধাতু বীজকে অভিনির্হরণ করে অর্থাৎ সঞ্চালিত করে, যেজন্য বীজ হইতে অঙ্কুর নির্গত হয়, আকাশ ধাতু বীজের অনাবরণ অর্থাৎ অবকাশরূপ কার্য্য করিয়া দেয়, ঋতুও বীজের পরিণাম করিয়া দেয়। অতএব অবিকৃত এই সকল ধাতুর মিলন হইলে এবং বীজ বপন করিলে অঙ্কুর জন্মে, ইহা না হইলে হয় না। ইহাদের মধ্যে পৃথিবী ধাতুর এরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি বীজের সংগ্রহকার্য্য করিতেছি। ঋতুপর্য্যন্ত পদার্থগুলির এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি বীজের পরিণাম করিতেছি। অঙ্কুরেরও এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি এই সকল কারণসমুদায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছি।

ভামতী।

তথা আধ্যাত্মিকঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ দ্বাভ্যাং কারণাভ্যাং ভবতি হেতূপনিবন্ধতঃ প্রত্যয়োপনিবন্ধতশ্চ।

তত্র অস্য হেতূপনিবন্ধঃ—যৎ ইদম্ অবিদ্যাপ্রত্যয়াঃ সংস্কারাঃ যাবৎ জাতিপ্রত্যয়ং জরামরণাদি ইতি। অবিদ্যা চেৎ ন অভবিষ্যৎ নৈব সংস্কারা অজনিষ্যন্ত। এবং যাবৎ জাতিশ্চেৎ ন অভবিষ্যৎ নৈব জরামরণাদয় উদপৎস্যন্ত। তত্র অবিদ্যায়া নৈবং ভবতি অহং সংস্কারান্ অভিনির্বর্ত্তয়ামি ইতি। সংস্কারাণাম্ অপি নৈবং ভবতি বয়ম্ অবিদ্যয়া নির্বর্ত্তিতা ইতি। এবং যাবজ্জাত্যা অপি নৈবং ভবতি অহং জরামরণাদি অভিনির্বর্ত্তয়ামি ইতি। জরামরণাদীনাম্ অপি নৈবং ভবতি বয়ম্ জাত্যাদিভিঃ নির্বর্ত্তিতা ইতি। অথচ সৎসু অবিদ্যাদিষু স্বয়ম্ অচেতনেষু চেতনান্তরানধিষ্ঠিতেষু অপি সংস্কারাদীনাম্ উৎপত্তিঃ, বীজাদিষু ইব সৎসু অচেতনেষু চেতনান্তরানধিষ্ঠিতেষু অপি অঙ্কুরাদানাম্। ইদং প্রতীত্য প্রাপ্য ইদম্ উৎপদ্যতে ইত্যেতাবন্মাত্রস্য দৃষ্টত্বাৎ চেতনাধিষ্ঠানস্য অনুপলব্ধেঃ। সোঽয়ম্ আধ্যাত্মিকস্য প্রতীত্য-সমুৎপাদস্য হেতূপনিবন্ধঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"তত্র অস্য হেতূপনিবন্ধঃ"। উচ্যতে ইতি বাক্যশেষঃ। উদাহরণম্ আহ—"যৎ ইদম্" ইতি। অবিদ্যারূপাঃ প্রত্যয়াঃ আস্তয়ঃ ইত্যর্থঃ। তথা সংস্কারাশ্চ উত্তরত্র ব্যাখ্যাস্যমানা এতং আরভ্য যাবজ্জাতিপ্রত্যয়ং জাতিরূপং কারণং যাবচ্চ জরামরণাদি তৎসর্ব্বম্ আধ্যাত্মিকস্য প্রতীত্যসমুৎপাদস্য হেতূপনিবন্ধে উদাহরণম্ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

সেইরূপ আধ্যাত্মিক অর্থাৎ আভ্যন্তরিক প্রতীত্যসমুৎপাদও দুইটি কারণ হইতে হয়,—হেতূপনিবন্ধতঃ অর্থাৎ এক একটি কারণ হইতে, এবং প্রত্যয়োপনিবন্ধতঃ—অর্থাৎ কারণসমুদায় হইতে।

তাহার মধ্যে প্রতীত্যসমুৎপাদের হেতূপনিবন্ধ বলিতেছি। এই যে অবিদ্যাপ্রত্যয় অর্থাৎ অবিদ্যারূপ কারণ হইতে উৎপন্ন যে সংস্কার তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া জাতিপ্রত্যয় অর্থাৎ জাতিরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন জরামরণাদিপর্য্যন্ত এই সমস্তই আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদের হেতূপনিবন্ধের উদাহরণ। যদি অবিদ্যা না থাকিত, তাহা হইলে সংস্কার জন্মিত না, এইরূপ জাতিপর্য্যন্ত যদি না থাকিত, তাহা হইলে জরামরণাদি উৎপন্ন হইত না। এস্থলে অবিদ্যার এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি সংস্কারসকলকে উৎপাদন করিতেছি, সংস্কারসমূহেরও এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমরা অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। এইরূপ জাতিপর্য্যন্ত পদার্থগুলিরও এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমি জরামরণাদি উৎপাদন করিতেছি। জরামরণাদিরও এইরূপ জ্ঞান হয় না যে—আমরা জাত্যাদি হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। কিন্তু স্বয়ং অচেতন অবিদ্যাদি থাকিলে এবং তাহারা অন্য কোন চেতনকর্ত্তৃক প্রেরিত না হইলেও তাহা হইতে সংস্কারাদির উৎপত্তি হয়, যেমন স্বয়ং অচেতন বীজাদি থাকিলে এবং তাহারা কোন চেতনকর্ত্তৃক প্রেরিত না হইলেও অঙ্কুরাদির উৎপত্তি হয়। ইহাকে (কারণকে) প্রতীত্য অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়া ইহা (কার্য্য) উৎপন্ন হয়, কেবল এই পর্য্যন্তই দেখা যায় বলিয়া কোন চেতনরূপ অধিষ্ঠানের উপলব্ধি হয় না। ইহাই সেই আধ্যাত্মিক প্রতীত্যসমুৎপাদের হেতূপনিবন্ধ।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯]

ভামতী।

"অথ প্রত্যয়োপনিবন্ধঃ—পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশবিজ্ঞানধাতূনাং সমবায়াৎ ভবতি কায়ঃ। তত্র কায়স্য পৃথিবীধাতুঃ কাঠিন্যং নির্ব্বর্ত্তয়তি। অব্ধাতুঃ স্নেহয়তি কায়ম্। তেজোধাতুঃ কায়স্য অশিতপীতে পরিপাচয়তি। বায়ুধাতুঃ কায়স্য শ্বাসাদি করোতি। আকাশধাতুঃ কায়স্য অন্তঃ সুষিরভাবং করোতি। যস্তু নামরূপাঙ্কুরম্ অভিনির্বর্ত্তয়তি পঞ্চবিজ্ঞানকায়সংযুক্তং * সাস্রবং চ মনোবিজ্ঞানং, সোঽয়ম্ উচ্যতে বিজ্ঞানধাতুঃ। যদাহি আধ্যাত্মিকাঃ পৃথিব্যাদিধাতবঃ ভবন্তি অবিকলাঃ, তদা সর্ব্বেষাং সমবায়াৎ ভবতি কায়স্য উৎপত্তিঃ। তত্র পৃথিব্যাদিধাতূনাং নৈবং ভবতি, বয়ং কায়স্য কাঠিন্যাদি নির্ব্বর্ত্তয়াম ইতি। কায়স্যাপি নৈবং ভবতি জ্ঞানম্ অহং এভিঃ প্রত্যয়ৈঃ অভিনির্ব্বর্ত্তিত ইতি। অথচ পৃথিব্যাদিধাতুভ্যঃ অচেতনেভ্যঃ চেতনান্তরানধিষ্ঠিতেভ্যঃ অঙ্কুরস্য ইব কায়স্য উৎপত্তিঃ। সোঽয়ং প্রতীত্যসমুৎপাদঃ দৃষ্টত্বাৎ ন অন্যথয়িতব্যঃ।"

বেদান্তকল্পতরুঃ।

বিজ্ঞানধাতুং ব্যাচষ্টে—"যস্তু" ইতি। দেবদত্তাদিনাম্নঃ শৌক্ল্যাদিরূপস্য চ আশ্রয়ঃ শরীরং নামরূপং তস্য চ সূক্ষ্মাবস্থা কললবুদ্বুদাদিকা অত্র নামরূপম্, স এব অঙ্কুরঃ তং শব্দাদিবিষয়ৈঃ পঞ্চভিঃ বিজ্ঞানৈঃ কার্যৈঃ সংযুক্তং যঃ অভিনির্বর্ত্তয়তি। আস্রবতি অনুগচ্ছতি কর্ত্তারম্ ইতি আস্রবঃ কর্ম্ম, তৎসহিতং সমনন্তরপ্রত্যয়রূপমনোবিজ্ঞানং যঃ অভিনির্ব্বর্ত্তয়তি স বিজ্ঞানধাতুঃ ইতি উচ্যতে, তচ্চ আলয়বিজ্ঞানম্ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

তাহারপর প্রত্যয়োপনিবন্ধ বলা হইতেছে। যথা -পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ ও বিজ্ঞানধাতুর মিলনবশতঃ শরীর উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে পৃথিবী ধাতু শরীরকে কঠিন করিয়া দেয়, জলধাতু শরীরকে স্নিগ্ধ করে, তেজোধাতু শরীরের খাদ্য দ্রব্যকে পরিপাক করে। বায়ুধাতু শরীরের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করিয়া দেয়। আকাশধাতু শরীরের সুষিরভাব অর্থাৎ ছিদ্র করিয়া দেয়। আর যে ধাতু নাম ও রূপের অঙ্কুর অর্থাৎ শরীরের কলল বুদ্বুদাদি সূক্ষ্ম অবস্থাকে এবং পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়সংযুক্ত সাস্রব অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিদিগের সহিত মনোবিজ্ঞানকে উৎপন্ন করে, তাহাকে বিজ্ঞানধাতু অর্থাৎ মন বলে। যখন আধ্যাত্মিক অর্থাৎ শারীরিক পৃথিব্যাদি ধাতুসকল অবিকল অর্থাৎ সম্পূর্ণ হয়, তখন তাহাদের সকলের মিলনবশতঃ শরীরের উৎপত্তি হয়। এস্থলে পৃথিব্যাদিধাতুর এরূপ জ্ঞান হয় না যে, আমরা শরীরের কাঠিন্যকে সম্পাদন করিতেছি, শরীরেরও এরূপ জ্ঞান হয় না যে, আমি এই সকল কারণ কর্ত্তৃক উৎপাদিত হইলাম। কিন্তু অন্য কোন চেতনকর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়া অচেতন পৃথিব্যাদি ধাতু হইতে অঙ্কুরের মত শরীরের উৎপত্তি হয়। ইহাই সেই প্রতীত্যসমুৎপাদ এইরূপ দেখা যায় বলিয়া ইহাকে অন্যথা করা যাইবে না।

ভামতী।

তত্র এতেষু এব ষট্সু ধাতুষু যা একসংজ্ঞা, পিণ্ডসংজ্ঞা, নিত্যসংজ্ঞা, সুখসংজ্ঞা, সত্ত্বসংজ্ঞা, পুদ্গলসংজ্ঞা, মনুষ্যসংজ্ঞা, মাতৃদুহিতৃসংজ্ঞা, অহঙ্কারমমকারসংজ্ঞা, সেয়ম্ অবিদ্যা সংসারানর্থসম্ভারস্য মূলকারণং, তস্যাম্ অবিদ্যায়াং সত্যাং "সংস্কারাঃ" রাগদ্বেষমোহা বিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে। বস্তুবিষয়া বিজ্ঞপ্তিঃ "বিজ্ঞানং", বিজ্ঞানাৎ চত্বারোঽরূপিণঃ উপাদানস্কন্ধাঃ তৎ নাম, তানি উপাদায় রূপম্ অভিনির্বর্ত্ত্যতে, তৎ ঐকধ্যম্ অভিসংক্ষিপ্য "নামরূপং" নিরূচ্যতে—শরীরস্য এব কললবুদ্বুদাদ্যবস্থা। নামরূপসংমিশ্রিতানি ইন্দ্রিয়াণি "ষড়ায়তনং", নামরূপেন্দ্রিয়াণাং ত্রয়াণাং সন্নিপাতঃ "স্পর্শঃ", স্পর্শাৎ "বেদনা" সুখাদিকা, বেদনায়াং সত্যাং কর্ত্তব্যম্ এতৎ সুখং পুনর্ময়া ইত্যধ্যবসানং "তৃষ্ণা" ভবতি, তত উপাদানং বাক্কায়চেষ্টা ভবতি। ততো "ভবঃ" ভবতি অস্মাৎ জন্ম ইতি ভবঃ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ, তদ্ধেতুকঃ স্কন্ধপ্রাদুর্ভাবো "জাতিঃ" জন্ম। জন্মহেতুকা উত্তরে জরামরণাদয়ঃ। জাতানাং স্কন্ধানাং পরিপাকো "জরা", স্কন্ধানাং নাশো "মরণম্"। ম্রিয়মাণস্য মূঢ়স্য সাভিষঙ্গস্য পুত্রকলত্রাদৌ অন্তর্দাহঃ "শোকঃ"। তদুত্থং প্রলপনং হা মাতঃ! হা তাত! হা

* এষপাঠঃ শালিস্তম্বসূত্রে দৃশ্যতে, কল্পতরুসম্মতস্তু পাঠঃ বিজ্ঞানকার্য্যসংযুক্তমিতি।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯]

ভামতী।

চ মে পুত্রকলত্রাদি ইতি "পরিদেবনা", পঞ্চবিজ্ঞানকায়সংযুক্তম্ * অসাধ্বনুভবনং "দুঃখম্"। মানসং চ দুঃখং "দৌর্ম্মনস্যম্"। এবং জাতীয়কাশ্চ উপায়াসা † উপক্লেশা গৃহ্যন্তে। তে অমী পরস্পরহেতুকা জন্মাদিহেতুকা অবিদ্যাদয়ঃ অবিদ্যাদিহেতুকাশ্চ জন্মাদয়ঃ ঘটীযন্ত্রবৎ অনিশম্ আবর্ত্তমানাঃ সন্তি ইতি তদেতৈঃ অবিদ্যাদিভিঃ আক্ষিপ্তঃ সঙ্ঘাত ইতি ‡।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

দেহাকারপরিণতেষু ধাতুষু শিরঃপাণ্যাদিমত্ত্বেন পিণ্ডসংজ্ঞা, অতএব একসংজ্ঞা একৈকস্মিন্ ধাতৌ নিত্যসংজ্ঞা সত্ত্বসংজ্ঞা প্রাণিসংজ্ঞা পূর্য্যতে গলতি ইতি পুদ্গলসংজ্ঞা বৃদ্ধিহ্রাসসংজ্ঞা ইত্যর্থঃ। "বস্তুবিষয়ে"তি। ন আলয়ত্বাদিবিশেষঃ অপেক্ষ্যঃ অপিতু সামান্যেন বস্তুবিষয়া ইত্যর্থঃ। নামরূপং ব্যাচষ্টে—"বিজ্ঞানাৎ" ইতি। বিজ্ঞানাৎ হেতোঃ অভিনির্বর্ত্ততে ইতি সম্বন্ধঃ। চত্বারঃ পৃথিব্যাদয়ঃ যে উপাদান-কারণস্কন্ধপ্রভেদাঃ তৎ নাম ইতি উচ্যতে। বিধেয়াপেক্ষয়া একবচনং নামাশ্রয়ত্বাচ্চ নামত্বম্। তানি চ উপাদানানি উপাদায় কারণত্বেন স্বীকৃত্য রূপং সিতাদিরূপবৎ শরীরম্ অভিনির্ব্বর্ত্ততে নিষ্পদ্যতে ইত্যর্থঃ। ননু নামরূপয়োঃ দ্বিত্বাৎ কথম একবচনম্ অত আহ "তৎ ঐকধ্যম" ইতি। একধা ইত্যর্থঃ। "একাদ্ধোধ্যমুঞন্যতরস্যাম্" ইতি এক শব্দাৎ পরস্য ধা-প্রত্যয়স্য ধ্যমুঞাদেশে রূপম ঐকধ্যম্ ইতি। কার্য্যকারণে একীকৃত্য ঐক্যনির্দ্দেশঃ ইত্যর্থঃ। জাতেঃ উপরি বক্ষ্যমাণত্বাৎ ইহ গর্ভাভ্যন্তরে দেহাভিধানম্ ইত্যাহ "শরীরস্যেব" ইতি। ষড়ায়তনং ব্যাচষ্টে "নামরূপসংমিশ্রিতানি" ইতি। ষট্ পৃথিব্যাদিধাতবঃ আয়তনানি যস্য করণবৃন্দস্য তৎ তথা। "উপক্লেশাঃ" মদমানাদয়ঃ তে উপায়াঃ দুঃখাদীনাং তে চ ভাষ্যগতৈবংজাতীয়কশব্দনির্দ্দেশ্যা ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

এখানে এই ছয়টী ধাতুতে যে এক বলিয়া ব্যবহার হয়, পিণ্ড বলিয়া ব্যবহার হয়, নিত্য বলিয়া ব্যবহার হয়, সত্ত্ব অর্থাৎ প্রাণী বলিয়া ব্যবহার হয়, পুদ্গল অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন ও বিনাশ হয় (দেহ) বলিয়া ব্যবহার হয়, মনুষ্য বলিয়া ব্যবহার হয়, মাতা ও কন্যা প্রভৃতি বলিয়া ব্যবহার হয়, আমি ও আমার বলিয়া ব্যবহার হয়, ইহাই সেই সংসাররূপ অনিষ্টসমূহের মূলকারণ অবিদ্যা; সেই অবিদ্যা হইতে বিষয়ে সংস্কার অর্থাৎ রাগ দ্বেষ ও মোহ উৎপন্ন হয়। (পূর্ব্বসংস্কারের অনুরূপ দেবতা মনুষ্যাদি শরীরলাভ হইলে সেই সংস্কার হইতে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়।) কোন বস্তুর জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে, বিজ্ঞান হইতে রূপভিন্ন পৃথিব্যাদি চারিটি উপাদানস্কন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহাই নাম, সেই সকলকে অবলম্বন করিয়া রূপ—শুক্ল, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেহ উৎপন্ন হয়। তাহাকে একবারে সংক্ষেপ করিয়া বলা হয় নামরূপ তাহা শরীরেরই কললবুদ্বুদাদি স্থূল অবস্থা, এবং নামরূপ মিশ্রিত ইন্দ্রিয়সকল—ষড়ায়তন। নামরূপ ও ইন্দ্রিয় এই তিনের সন্নিপাত অর্থাৎ মিলন—স্পর্শ। স্পর্শবশতঃ যে সুখাদির জ্ঞান হয়, তাহা বেদনা। বেদনা হইলে আমি আবার এই সুখজনককার্য্য করিব এইরূপ নিশ্চয়ের নাম তৃষ্ণা, তাহা হইতে উপাদান অর্থাৎ বাক্য ও শরীরের চেষ্টা হয়। তাহা হইতে ভব অর্থাৎ যাহা হইতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহাই ভব অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম। তাহা হইতে উৎপন্ন হয় যে স্কন্ধপ্রাদুর্ভাব, তাহাই জাতি অর্থাৎ জন্ম। জন্মবশতঃ পরে জরামরণাদি হইয়া থাকে। উৎপন্ন স্কন্ধ সকলের পরিপাকের নাম জরা, স্কন্ধ-সকলের নাশ—মরণ। ম্রিয়মাণ অর্থাৎ যাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে, মূঢ় অর্থাৎ যে ব্যক্তি মোহে আচ্ছন্ন, এবং যে ব্যক্তি পুত্র পত্নীপ্রভৃতিতে অতিশয় আসক্তিযুক্ত, তাহার যে অন্তর্দাহ অর্থাৎ মানসিকপীড়া, তাহাই

* এবং পাঠঃ শালিস্তম্বসূত্রে দৃশ্যতে। মুদ্রিত গ্রন্থেষু তু কার্য্যসংযুক্তমিতি।

† "উপায়াসা" ইতি পাঠঃ শালিস্তম্বসূত্রে মাধ্যমিককারিকায়াং চন্দ্রকীর্ত্তি ব্যাখ্যায়াং চ দৃষ্টঃ। কল্পতরুসম্মতশ্চ পাঠঃ "উপায়াস্তে" ইতি।

‡ ভামতীর এই বৌদ্ধমতবিবৃতিটী সম্ভবতঃ অভিধর্ম্মকোষের কোন ব্যাখ্যা হইতে উদ্ধৃত—ইহা বরোদা হইতে প্রকাশিত "তত্ত্বসংগ্রহ" নামক গ্রন্থের ভূমিকাতে ৫ম পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে মনে হয়। বস্তুতঃ এই বিবৃতির ভাষাটীও ভামতী-কারের ভাষার মত নহে। বসুবন্ধুর অভিধর্ম্মকোষের এই ব্যাখ্যা যশোমিত্রের ব্যাখ্যা কিনা তাহাও অনুসন্ধেয়। সংঘভদ্রকৃত বসুবন্ধুর অভিধর্ম্মকোষ গ্রন্থের প্রতিবাদ গ্রন্থের সঙ্গেও সাদৃশ্য থাকিতে পারে। কারণ, ভামতীর সব কথা বসুবন্ধুর অভিধর্ম্মকোষের সহিত ঐক্য হয় না। তবে চন্দ্রকীর্ত্তি মাধ্যমিককারিকার টীকায় এই সব কথা প্রায় এইরূপ ভাষায় শালিস্তম্বসূত্র নামক গ্রন্থের বচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। এজন্য মাধ্যমিককারিকা ২৬শ প্রকরণ ৫৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। শান্তিদেবের শিক্ষাসমুচ্চয়ে ২১৯ পৃষ্ঠায় এই সব কথাই শালিস্তম্বসূত্রের নামেই উদ্ধৃত। কিন্তু পাঠভেদ যথেষ্ট আছে। ভামতীকারের পাঠের সঙ্গে উভয়েরই বহু ঐক্য থাকিলেও কোনটীরও সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। পূর্ব্ববৎ পাঠভেদ যথেষ্ট দেখা যায়। এই সব কারণে মনে হয়, শালিস্তম্বসূত্রের কোন সর্ব্ববাদিসম্মত পাঠ ছিল কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ বুদ্ধবাক্য শুনিয়া শিষ্যগণ বহু পরে সেই বাক্যের সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবের সাক্ষাতে উহা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। বুদ্ধদেবও লিখেন নাই বা লেখান্ নাই। এজন্য এরূপ পাঠভেদেই সম্ভব। এতদ্ব্যতীত হীনযান ও মহাযানের মধ্যে মহাবিবাদই আছে যে, বুদ্ধদেব পালিভাষায় বলিয়াছিলেন কি সংস্কৃতভাষায় বলিয়াছিলেন। অতএব প্রকৃত বুদ্ধবাক্য সংরক্ষিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। যাহা হউক ভামতীকার এস্থলে এই সব কথা শালিস্তম্বসূত্র হইতেই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯]

ভামতীর অনুবাদ।

শোক। তদুত্থ অর্থাৎ সেইজন্য উৎপন্ন হয় যে—হা মাতঃ, হা পিতঃ, হায় আমার পুত্র পত্নীপ্রভৃতি ইত্যাদি প্রলাপ, তাহাই পরিদেবনা। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে কষ্টদায়ক বস্তুর সম্বন্ধবশতঃ যে অপ্রীতিকর জ্ঞান, তাহাই দুঃখ, এবং মানসিক দুঃখই—দৌর্মনস্য। এই প্রকার যে সকল দুঃখের উপায় আছে, তাহারা উপক্লেশ, সেই এই সকল বস্তু পরস্পর হইতে উৎপন্ন হয়। জন্মাদিহেতু হইতে অবিদ্যাদি হয়, অবিদ্যাদিহেতু হইতে জন্মাদি হয়, ইহারা ঘটীযন্ত্রের মত নিরন্তর আসিতেছে ও যাইতেছে, অতএব অবিদ্যাকর্তৃক আক্ষেপবশতঃ সংঘাত উৎপন্ন হয়।

ভামতী।

তদেতৎ দূষয়তি—তন্ন, কুতঃ? "উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ" ইতি।

অয়ম্ অভিসন্ধিঃ—যৎ খলু হেতূপনিবদ্ধং কার্য্যং তৎ অন্যানপেক্ষং হেতুমাত্রাধীনোৎপাদত্বাৎ উৎপদ্যতাং নাম। পঞ্চস্কন্ধসমুদায়স্তু প্রত্যয়োপনিবদ্ধঃ ন হেতুমাত্রাধীনোৎপত্তিঃ, অপি তু নানাহেতুসমবধানজন্মা। ন চ চেতনম্ অন্তরেণ অন্যঃ সন্নিধাপয়িতা অস্তি কারণানাম্ ইত্যুক্তম্। বীজাৎ অঙ্কুরোৎপত্তেরপি প্রত্যয়োপনিবদ্ধায়া বিবাদাধ্যাসিতত্বেন পক্ষনিক্ষিপ্তত্বাৎ, পক্ষেণ চ ব্যভিচারোদ্ভাবনায়াম্ অতিপ্রসঙ্গেন সর্ব্বানুমানোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

উৎপাদানুৎপাদাভ্যাং হেতুহেতুমদ্ভাবে সমর্থিতে তাবন্মাত্রানুবাদোঽয়ং দৃশ্যতে—"উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাদি"তি।

ততশ্চ অসঙ্গতিম্ আশঙ্ক্য আহ—"অয়ম্ অভিসন্ধিরি"তি। অঙ্গীকৃত্য হেতূপনিবন্ধস্য চেতনানপেক্ষাং প্রত্যয়োপনিবন্ধস্য সা বার্য্যতে ইত্যর্থঃ। চেতনম্ অন্যম্ অনপেক্ষ্য স্কন্ধানাম্ অণূনাং চ ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ ইতরেতরমিলিতত্বাৎ কার্য্যসিদ্ধিঃ ইতি চেৎ? ন, অচেতনানাং কার্য্যোৎপত্তিমাত্রে নিমিত্তত্বাৎ তৎসম্ভবাতে চ অস্তি চেতনাপেক্ষা ইতি সূত্রার্থঃ। হেতূপনিবন্ধস্য স্বরূপতঃ এব পরেষাং ন সম্ভবতি ইতি উত্তরসূত্রে এব "উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ" (২।২।২০) ইত্যত্র বক্ষ্যতে ইতি। ননু মিলিতেভ্যঃ পৃথিবীধাত্বাদিভ্যঃ চেতনম্ অন্তরেণৈব অঙ্কুরোৎপত্তিঃ উক্তা, তদ্বৎ দেহোৎপাদোঽপি কিং ন স্যাৎ অত আহ "বীজাদি"তি। তত্রাপি ঈশ্বরঃ অস্তি সংহন্তা ইত্যর্থঃ। ন চ সর্ব্বত্র হেতুত্বে কেবলব্যতিরেকাপেক্ষা তথা সতি আদ্যজ্ঞানস্য জ্ঞানান্তরজন্যত্বং সংলগ্নজ্ঞানদৃষ্টান্তেন ভবদ্ভিঃ ন অনুমীয়েত। শুক্রাদিপরিণামমাত্রজন্যত্বসম্ভবাৎ ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

তন্ন এই গ্রন্থদ্বারা এই সেই বৌদ্ধমতে দোষ দিতেছেন। কেন? উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ অর্থাৎ ইহারা কেবল পরস্পরের উৎপত্তির প্রতিই নিমিত্ত হয়, সঙ্ঘাতের প্রতি নিমিত্ত হয় না।

অভিপ্রায় এই যে—যে কার্য্য হেতূপনিবদ্ধ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা অন্য কাহাকেও অপেক্ষা না করিয়া কেবল একএকটি হেতু হইতেই উৎপন্ন হয় বলিয়া উৎপন্ন হয় হউক। (বাস্তবিক কিন্তু তাহাও হয় না—ইহা পরবর্ত্তী সূত্রে বলা হইবে।) কিন্তু প্রত্যয়োপনিবদ্ধ হইতে যে পঞ্চস্কন্ধসমুদায় উৎপন্ন হয় তাহা কেবল একটি হেতু হইতে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু নানাহেতুর মিলনবশতঃ উৎপন্ন হয়। আর চেতনব্যতীত যে কারণসকলের সন্নিধাপয়িতা অর্থাৎ এক স্থানে মিলনকর্ত্তা অপর কেহ নাই—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কারণ, প্রত্যয়োপনিবদ্ধবশতঃ যে বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, তাহাও বিবাদের বিষয় বলিয়া পক্ষনিক্ষিপ্ত অর্থাৎ সন্দেহের বিষয় হয়, এবং পক্ষদ্বারা ব্যভিচার কল্পনা করিলে অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়া সকল অনুমানেরই উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। (ইহার বিবরণ এই পাদে ৩য় সূত্রে বলা হইয়াছে।)

ভামতী।

স্যাদেতৎ—অনপেক্ষা এব অন্ত্যক্ষণপ্রাপ্তাঃ ক্ষিত্যাদয়ঃ অঙ্কুরম্ আরভন্তে। তেষাং তু উপসর্পণপ্রত্যয়বশাৎ পরস্পরসমবধানম্। ন চ একস্মাদেব কারণাৎ কার্য্যাসিদ্ধেঃ কিম্ অন্যৈঃ কারণৈঃ ইতি বাচ্যম্, কারণচক্রানন্তরং কার্য্যোৎপাদাৎ সিদ্ধম্ ইত্যেব নাস্তি। ন চ একোঽপি তৎকরণসমর্থ ইতি অন্যে উদাসতে ইতি যুক্তম্। ন হি তে প্রেক্ষাবন্তঃ যেন এবম্ আলোচয়েয়ুঃ

---

৯২ পৃষ্ঠার পাদটীকায়—"ইদং প্রত্যয়ফলম্" হইতে "আক্ষিপ্তঃ সংঘাতঃ" ইতি—এই সমস্ত অংশই শালিস্তম্ভ সূত্রের বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু "ইদং প্রত্যয়ফলম্" হইতে "প্রতীত্যসমুৎপাদানুলোমতা ইতি" পর্য্যন্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের কিয়দংশ অর্থাৎ "উৎপাদাৎ বা" হইতে "প্রতীত্যসমুৎপাদানুলোমতা ইতি" এই অংশটী লঙ্কাবতার সূত্রে দেখা গেল। তথায় পাঠ যথা "উৎপাদাদ্ বা তথাগতানাম্ অনুৎপাদাদ্ বা স্থিতৈবৈষা ধর্ম্মতা ধর্ম্মানিয়ামতা ধর্ম্মস্থিতিতা সর্ব্বশ্রাবকপ্রত্যেকবুদ্ধতীর্থকরাভিসময়েষু ন তু গগনে ধর্ম্মস্থিতি ভবতি"। (পঞ্চম পরিবর্ত্ত, ২১৮ পৃঃ) ভামতীতে উদ্ধৃত অংশ, চন্দ্রকীর্ত্তির উদ্ধৃত শালিস্তম্বসূত্রের "এবমাধ্যাত্মিকোঽপি প্রতীত্যসমুৎপাদো" হইতে পাওয়া যায়, ইত্যাদি।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯]

ভামতী।

অস্মাসু সমর্থঃ একোঽপি কার্য্যে ইতি কৃতং নঃ সন্নিধিনা ইতি। কিন্তু উপসর্পণপ্রত্যয়াধীন-পরস্পরসন্নিধানোৎপাদা ন অনুৎপত্তুং নাপি অসন্নিধাতুম্ ঈশতে। তাংশ্চ সর্ব্বান্ অনপেক্ষান্ প্রতীত্য কার্য্যম্ অপি ন নোৎপত্তুম্ অর্হতি। ন চ স্বমহিম্না সর্ব্বে কার্য্যম্ উৎপাদয়ন্তোঽপি নানাকার্য্যাণাম্ ঈশতে, তত্রৈব তেষাং সামর্থ্যাৎ। ন চ কারণভেদাৎ কার্য্যভেদঃ, সামগ্র্যা একত্বাৎ। তদ্‌ভেদস্য চ কার্য্যনানাত্বহেতুত্বাৎ তথা দর্শনাৎ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

সংহতানাং হেতুত্বে সংহন্ত্রা ভাব্যম্ ইত্যুক্তং, তত্র সঙ্ঘাতস্য অপ্রয়োজকত্বং, ততশ্চ ন সংহন্তুঃ অনুমানম্ ইতি শঙ্কতে—"স্যাদেতদি"-ত্যাদিনা। যদি অনপেক্ষাঃ তর্হি কুশূলনিহিতবীজাদিভ্যঃ কিমিতি অঙ্কুরো ন জায়তে ? তত্রাহ—"অন্ত্যক্ষণপ্রাপ্তা" ইতি। অঙ্কুরোৎ-পত্তেঃ আদ্যক্ষণঃ বীজাদীনাম্ অন্ত্যক্ষণঃ তং প্রাপ্তা এব কারণং ন পূর্ব্বম্, তথৈব দর্শনাৎ ইত্যর্থঃ। একৈকস্যৈব কার্য্যজননসমর্থানাং কিং সঙ্ঘাতেন ? তত্রাহ "তেষাং তু" ইতি।" উপসর্পণম্" ইতরেতরসমীপগমনং তস্য "প্রত্যয়ঃ" কারণং তদ্বশাৎ পরস্পরসন্নিধানপ্রযোজকং জায়তে ইত্যর্থঃ। একস্মাদেব কার্য্যসিদ্ধেঃ কিম্ অন্যৈঃ ইতি বদন্ প্রষ্টব্যঃ কিম্ একস্মাৎ কার্য্যস্য নিষ্পন্নত্বাৎ অন্যেষাং ব্যর্থতা, উত জনয়িতব্যে কার্য্যে একস্মাৎ কারণাৎ সিধ্যতি ন তৎকারণস্য কারণান্তরেষু অপেক্ষা ইতি। নাদ্যঃ ইত্যাহ—"কারণচক্রে"তি। ন দ্বিতীয়ঃ ইত্যাহ—"ন চ একোঽপি" ইতি। "কিন্তু" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্তনিগমনম্। পরস্পরং সন্নিধানম্ উৎপাদশ্চ যেষাং তে তথা। যদি প্রত্যেকং কার্য্যজননসামর্থ্যং হেতূনাং, তর্হি প্রতিকারণম্ একৈককার্য্যোদয়প্রসঙ্গঃ ইত্যাশঙ্ক্য আহ "ন চ স্বমহিম্না" ইতি। "তত্রৈব" একস্মিন্ এব ইত্যর্থঃ। বীজেন হি অঙ্কুরো জনয়িতব্যঃ মৃদাদিভিরপি স এব, তত্র লাঘবাৎ সর্ব্বৈঃ এক এব জন্যতে ইত্যর্থঃ। ননু অঙ্কুর এব সর্ব্বৈঃ কিমিতি জনয়িতব্যঃ ? কারণভেদাৎ বিজাতীয়কার্য্যজন্ম কিং ন স্যাৎ, মহীহেমভ্যাম্ ইব ঘটকটকৌ। তত্রাহ—"ন চ কারণভেদাদি"তি। অস্মিন্ মতে যেষাং মিলিতৈব হেতুতা তেষাং নিরপেক্ষাণাম্ অপি সামগ্রীতা, তদ্ভেদে চ বিজাতীয়কার্য্যোৎপাদঃ ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

যদি বল অন্য কাহার অপেক্ষা না করিয়া অন্ত্যক্ষণ অর্থাৎ অঙ্কুর উৎপত্তির আদ্যক্ষণকে প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীপ্রভৃতি অঙ্কুর উৎপন্ন করে, এবং তাহাদের উপসর্পণপ্রত্যয়বশতঃ পরস্পরের মিলন হয় অর্থাৎ তাহাদের পরস্পরের সমীপবর্ত্তিতার যে কারণ, সেই কারণ হইতেই তাহাদের পরস্পরের মিলন হইয়া থাকে। আর একটি কারণ হইতেই কার্য্যসিদ্ধি হয় বলিয়া অন্য কারণের প্রয়োজন নাই—ইহা বলিতে পার না। কারণ-সমূহের মিলনের অনন্তর কার্য্য উৎপন্ন হয় বলিয়া (একটি কারণ হইতে কার্য্য) সিদ্ধ হয়—ইহাই হয় না। আর একটি কারণই কার্য্য করিতে পারে, অতএব অপরে উদাসীন থাকে—ইহাও ঠিক নহে ; কারণ, তাহারা ত বুদ্ধিমান্ নয় যে, এইরূপ আলোচনা করিবে—আমাদের মধ্যে একজনই কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে, অতএব আমাদের আর মিলিত হইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু উপসর্পণপ্রত্যয়বশতঃ অর্থাৎ পরস্পরের সমীপগমনের কারণ হইতে যাহাদের পরস্পরসন্নিধানোৎপাদ অর্থাৎ পরস্পরের নৈকট্য ও উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা উৎপন্ন না হইতে বা নিকটবর্ত্তী না হইতে পারে না, এবং সেই অনপেক্ষ অর্থাৎ পরস্পর নিরপেক্ষ হেতুসকলকে পাইয়া কার্য্যও উৎপন্ন না হইতে পারে না। আর হেতুসকল নিজের সামর্থ্যবশতঃ কার্য্য উৎপাদন করিলেও নানাকার্য্য করিতে পারে না। কারণ, একটি মাত্র কার্য্যেই তাহাদের সামর্থ্য আছে। আর কারণের ভেদবশতঃ কার্য্যেরও ভেদ হইবে না ; কারণ, সামগ্রী অর্থাৎ কারণসমষ্টি একটিমাত্র, যেহেতু সামগ্রীর ভেদই কার্য্য ভেদের প্রতি কারণ, যেহেতু সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়।

ভামতী।

তন্ন, যদি অন্ত্যক্ষণপ্রাপ্তা অনপেক্ষাঃ স্বকার্য্যোপজননে, হন্ত অনেন ক্রমেণ ততঃ পূর্ব্বে ততঃ পূর্ব্বে সর্ব্বে এব অনপেক্ষাঃ তত্তৎস্বকার্য্যোপজননে ইতি কুশূলস্থত্বাবিশেষেঽপি যেন বীজ-ক্ষণেন কুশূলস্থেন স্বকার্য্যক্ষণপরম্পরয়া অঙ্কুরোৎপত্তিসমর্থো বীজক্ষণো জনয়িতব্যঃ, স অনপেক্ষঃ এব বীজক্ষণঃ স্বকার্য্যোপজননে, এবং সর্ব্বে এব তদনন্তরানন্তরবর্ত্তিনঃ বীজক্ষণা অনপেক্ষা ইতি কুশূলনিহিতবীজ এব স্যাৎ কৃতী কৃষীবলঃ, কৃতম্ অস্য দুঃখবহুলেন কৃষিকর্ম্মণা। যেন হি বীজক্ষণেন স্বক্ষণপরম্পরয়া অঙ্কুরো জনয়িতব্যঃ, তস্য অনপেক্ষা অসৌ ক্ষণপরম্পরা কুশূলে এব অঙ্কুরং করিষ্যতি ইতি। তস্মাৎ পরম্পরাপেক্ষা এব অন্ত্যা বা মধ্যা বা পূর্ব্বে বা ক্ষণাঃ কার্য্যোপজননে ইতি বক্তব্যম্। যথাহুঃ—

"ন কিঞ্চিদেকমেকস্মাৎ সামগ্র্যাঃ সর্ব্বসম্ভবঃ" ইতি।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।।১৯]

ভামতী।

তচ্চ ইদং সমবধানং কারণানাং বিন্যাসভেদতৎপ্রয়োজনাভিজ্ঞপ্রেক্ষাবৎপূর্ব্বকং দৃষ্টম্ ইতি ন অচেতনাৎ ভবিতুম্ অর্হতি। তদিদম্ উক্তং 'ভবেৎ উপপন্নঃ সঙ্ঘাতঃ যদি সঙ্ঘাতস্য কিঞ্চিৎ নিমিত্তম্ অবগম্যেত" ইতি। "ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বেঽপি" ইতি—ইতরেতরহেতুত্বেঽপি ইত্যর্থঃ।

বেদান্তকল্পতরু।

ইত্থং সঙ্ঘাতাপ্রযোজকত্বম্ উক্তং দূষয়তি, "তন্ন"েতি। যদি অনপেক্ষাৎ অন্ত্যক্ষণাৎ কার্য্যজন্ম, তর্হি উপান্ত্যাদয়োঽপি স্বকার্য্যজননে অনপেক্ষাঃ স্যুঃ, ততঃ কিং জাতম্? অত আহ "কুসূলস্থাবিশেষেঽপি" ইতি। কুসূলে হি অঙ্কুরজননোপযোগিবীজসন্তাননির্ব্বর্ত্তকঃ বীজক্ষণঃ অন্যে চ বীজাক্ষণাঃ সন্তি। তত্র কুসূলগতবিমতবীজক্ষণঃ অঙ্কুরোপজননোপযোগিবীজক্ষণম্ * অনপেক্ষঃ নজনয়েৎ, কুসূলস্থত্বাৎ, তৎকালোদ্ধৃতভক্ষিতবীজক্ষণবৎ ইত্যাশঙ্ক্য কুসূলস্থাবিশেষেঽপি ইত্যুক্তম্। অঙ্কুরোপযোগিবীজসন্তানান্তঃপাতিত্বম্ উপাধিঃ ইত্যর্থঃ। "স্বকার্য্যোপজননে" ইতি। অনন্তরজন্মবীজজননে ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ অন্ত্যক্ষণাৎ অনন্তরানন্তরবর্ত্তিনঃ উপর্য্যুপরিবর্ত্তিনঃ অনপেক্ষাঃ স্বস্বকার্য্য-জননে ইতি অনুষঙ্গঃ। নমু অনন্তরক্ষণপরম্পরা বহির্ভবতু, কুতঃ কুসূলে এব অঙ্কুরসিদ্ধিঃ তত্রাহ—"যেন হি" ইতি। অনপেক্ষস্য দেশভেদেঽপি অপেক্ষাবিরহসাম্যাৎ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

এই মত ঠিক্ নহে। যদি হেতুসকল অন্ত্যক্ষণপ্রাপ্ত অর্থাৎ কার্য্যোৎপত্তির আদ্যক্ষণকে প্রাপ্ত হইয়া নিজের কার্য্য উৎপত্তি বিষয়ে পরস্পর নিরপেক্ষ থাকে, তাহা হইলে এই প্রকারে তাহার পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী, তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী সকল কারণই নিজনিজ কার্য্য উৎপত্তিতে অনপেক্ষ অর্থাৎ কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না, অতএব কুসূলস্থাবিশেষ অর্থাৎ ধান্যের গোলাতে থাকিলেও যে বীজক্ষণ কুসূলে থাকিয়া নিজের কার্য্য পরপম্পরাক্রমে অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ বীজক্ষণকে উৎপাদন করিবে, সেই বীজক্ষণ নিজের কার্য্য উৎপত্তিতে অর্থাৎ কারণের অব্যবহিত অনন্তরক্ষণে উৎপদ্যমান যে বীজ সেই বীজের উৎপত্তিতে নিশ্চয়ই কাহাকেও অপেক্ষা করিবে না, এইরূপ তাহার পরপরবর্ত্তী সকল বীজক্ষণই নিজ নিজ কার্য্যোৎপত্তিতে অনপেক্ষ অর্থাৎ কাহারও অপেক্ষা করে না; অতএব ধান্যের গোলাতে বীজ রাখিয়াই কৃষক কৃতার্থ হইবে; তাহার বহু কষ্টকর কৃষিকার্য্য করিবার আর কোন প্রয়োজন হইবে না। কারণ, যে বীজক্ষণ নিজক্ষণের পরপরবর্ত্তী ক্ষণপরম্পরা (কার্য্য-পরম্পরা) ক্রমে অঙ্কুর উৎপাদন করিবে, তাহার অনপেক্ষা অর্থাৎ অপরের কোন অপেক্ষা করে না যে পরপরবর্ত্তীক্ষণ, তাহা ধান্যের গোলাতেই অঙ্কুর উৎপাদন করিবে। অর্থাৎ যে বীজক্ষণ উত্তরোত্তর বীজক্ষণক্রমে মৃত্তিকাতে আসিয়া অঙ্কুর উৎপাদন করে, সেই বীজক্ষণ যখন অঙ্কুর উৎপাদন করিতে কাহারও অপেক্ষা করে না, তখন মৃত্তিকাদির অপেক্ষা না করিয়া, উত্তরোত্তরক্ষণক্রমে গোলাতেই কেন অঙ্কুর উৎপাদন করে না? অতএব অন্ত্যক্ষণ মধ্যক্ষণ বা পূর্ব্বক্ষণ সকল কার্য্য উৎপন্ন করিতে নিশ্চয়ই পরস্পরকে অপেক্ষা করে, ইহা বলিতে হইবে, যেমন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—

"ন কিঞ্চিদেকমেকস্মাৎ সামগ্র্যাঃ সর্ব্বসম্ভবঃ"।

অর্থাৎ কোন একটি বস্তু একটি মাত্র কারণ হইতে উৎপন্ন হয় না, সামগ্রী অর্থাৎ কারণসমষ্টি হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হয়, এবং এই যে কারণসকলের একত্র মিলন, তাহা কারণসকলের বিন্যাসভেদ অর্থাৎ ব্যবস্থাবিশেষ এবং তাহার প্রয়োজন কি, তাহা যিনি জানেন—এইরূপ কোন চেতন হইতেই হইয়া থাকে দেখা যায়, অতএব অচেতন হইতে হইতে পারে না। এইজন্য ভাষ্যকার—"ভবেত্তুপপন্নঃ সঙ্ঘাতঃ" ইত্যাদি গ্রন্থ বলিয়াছেন। ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বেঽপি ইহার অর্থ—পরস্পর পরস্পরের কারণ হইলেও।

শাঙ্করভাষ্যম্।

নমু অবিদ্যাদিভিঃ অর্থাৎ আক্ষিপ্যতে সঙ্ঘাত ইত্যুক্তম্। অত্র উচ্যতে—যদি তাবৎ অয়ম্ অভিপ্রায়ঃ—অবিদ্যাদয়ঃ সঙ্ঘাতম্ অন্তরেণ আত্মানম্ অলভমানা অপেক্ষন্তে সঙ্ঘাতম্ ইতি, ততঃ তস্য সংঘাতস্য নিমিত্তং বক্তব্যম্। তচ্চ নিত্যেষু অপি অণুষু অভ্যুপগম্যমানেষু আশ্রয়াশ্রয়িভূতেষু চ ভোক্তৃষু সৎসু ন সম্ভবতি ইত্যুক্তং বৈশেষিকপরীক্ষায়াম্। কিম্ অঙ্গ পুনঃ ক্ষণিকেষু অপি অণুষু ভোক্তৃরহিতেষু আশ্রয়াশ্রয়িশূন্যেষু বা অভ্যুপগম্যমানেষু সম্ভবেৎ।

* "অঙ্কুরোপজননোপযোগিবীজক্ষণং" স্থলে মুদ্রিত পুস্তকে "অঙ্কুরোপজননোপযোগিবীজসন্তাননির্ব্বর্ত্তকো বীজক্ষণঃ" এইরূপ পাঠ আছে।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ।১৯]

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথ অয়ম্ অভিপ্রায়ঃ অবিদ্যাদয় এব সংঘাতস্য নিমিত্তম্ ইতি, কথং তমেব আশ্রিত্য আত্মানং লভমানাঃ তস্যৈব নিমিত্তং স্যুঃ।

ভাষ্যানুবাদ।

যদি বল—অবিদ্যাদি প্রয়োজনবশতঃ সংঘাতকে আক্ষেপ করে—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছ। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি তোমার এই অভিপ্রায় হয় যে, অবিদ্যাদি সংঘাতব্যতীত আত্মলাভ করে না অর্থাৎ হইতে পারে না বলিয়া সংঘাতকে অপেক্ষা করে, তাহা হইলে সেই সংঘাতের নিমিত্ত কি—তাহা বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা নিত্য অনুসকল স্বীকার করিলেও এবং আশ্রয়াশ্রয়িভূত ভোক্তা থাকিলেও অর্থাৎ অদৃষ্টের আশ্রয়স্বরূপ ভোক্তা অর্থাৎ আত্মা থাকিলেও সম্ভব হয় না, ইহা বৈশেষিকমতপরীক্ষায় বলিয়াছি। আর ভোক্তৃজীবরহিত আশ্রয়াশ্রয়িশূন্য অর্থাৎ উপকার্য্য ও উপকারকত্ববিহীন ক্ষণিক অণু স্বীকার করিলে তাহা কি করিয়া সম্ভব হইবে ?

আর যদি এই অভিপ্রায় হয় যে, অবিদ্যাই সঙ্ঘাতের নিমিত্ত অর্থাৎ কারণ, তাহা হইলে সেই অবিদ্যাদি, সংঘাতকেই অবলম্বন করিয়া আত্মলাভ করিয়া অর্থাৎ উৎপন্ন হইয়া কি করিয়া তাহারই অর্থাৎ সেই অবিদ্যারই নিমিত্ত হইবে ?

ভামতী।

উক্তম্ অভিসন্ধিম্ অবিদ্বান্ পরিচোদয়তি—"ননু অবিদ্যাদিভিঃ অর্থাৎ আক্ষিপ্যতে" ইতি। পরিহরতি—"অত্র উচ্যতে। যদি তাবদি"তি। কিম্ আক্ষেপঃ উৎপাদনম্, আহো জ্ঞাপনম্? তত্র ন তাবৎ কারণম্ অন্যথানুপপদ্যমানং কার্য্যম্ উৎপাদয়তি, কিন্তু স্বসামর্থ্যেন। তস্মাৎ জ্ঞাপনং বক্তব্যম্। তথাচ জ্ঞাপিতস্য অন্যৎ উৎপাদকং বক্তব্যম্, তচ্চ স্থিরপক্ষেঽপি সত্যপি চ ভোক্তরি অধিষ্ঠাতারং চেতনম্ অন্তরেণ ন সম্ভবতি, কিম্ অঙ্গ পুনঃ ক্ষণিকেষু ভাবেষু? ভোক্তুঃ ভোগেনাপি কদাচিৎ আক্ষিপ্যেত সঙ্ঘাতঃ, স তু ভোক্তাপি নাস্তি ইতি দূরোৎসারিতত্বং দর্শয়তি—"ভোক্তৃরহিতেষু" ইতি। অপিচ এতে উপকার্য্যোপকারকভাবেন স্থিতাঃ কার্য্যং জনয়ন্তি। ন চ ক্ষণিকপক্ষে উপকার্য্যোপকারকভাবঃ অস্তি, ভাবস্য উপকারানাস্পদত্বাৎ। ক্ষণস্য অভেদ্যত্বাৎ অনুপকৃতোপকৃতত্বাসম্ভবাৎ। কালভেদেন বা তদুপপত্তৌ ক্ষণিকত্বব্যাঘাতাৎ। তদিদম্ আহ—"আশ্রয়াশ্রয়িশূন্যেষু চ" ইতি।

"অথ অয়মভিপ্রায়ঃ" ইতি। যদা হি প্রত্যয়োপনিবন্ধনঃ প্রতীত্যসমুৎপাদো ভবেৎ, তদা চেতনঃ অধিষ্ঠাতা অপেক্ষেতাপি, ন তু প্রত্যয়োপনিবন্ধনঃ, অপিতু হেতূপনিবন্ধনঃ। তথাচ কৃতম্ অধিষ্ঠাত্রা। হেতুঃ স্বভাবতঃ এব কার্য্যসঙ্ঘাতং করিষ্যতি কেবলঃ ইতি ভাবঃ। অস্তু তাবৎ যথা কেবলাৎ হেতোঃ কার্য্যং ন উপজায়তে ইতি, অন্যোন্যাশ্রয়প্রসঙ্গঃ অস্মিন্ পক্ষে ইত্যাশয়বান্ আহ—"কথং তমেব" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ন অসংহতত্যা সামগ্রীত্বং, সংহত্যা চ ন তব ইত্যুক্তম্ অভিসন্ধিম্ অবিদ্বান্ ইত্যর্থঃ। অবিদ্যাভিঃ কারণসঙ্ঘাতস্য য আক্ষেপঃ স উৎপাদঃ উত জ্ঞাপনম্? নাদ্য ইত্যাহ—"তত্রে"তি। যৎ কার্য্যং তৎ অন্যথানুপপদ্যমানং সৎ কারণং নোৎপাদয়তি, অন্যথানুপপদ্যমান-দশায়াং তস্য অসত্ত্বাৎ, কিন্তু যদি জনকং, তর্হি স্বসামর্থ্যেন, সামর্থ্যং চ অবিদ্যমানস্য নাস্তি ইত্যর্থঃ। ন কেবলং সংঘাতানুপপত্তিঃ, কিন্তু সংহতানাং য ইতরেতরম্ উপকারঃ সোঽপি ন ইত্যাহ—"অপি চে"তি। ভাবস্য অনুপকৃতোপকারস্য চ কিম্ একক্ষণবর্ত্তিত্বম্, উত জাতে ভাবে উত্তরক্ষণে উপকারঃ। নাদ্য ইত্যাহ "ভাবস্যে"তি। যো হি একস্মিন্ ক্ষণে উপকারাভাবাৎ হেতুত্বম্ অনশ্নুবানঃ ক্ষণান্তরে তৎকৃতম্ উপকারম্ আসাদ্য হেতুতাং ভজতে, তস্য স উপকারঃ অনুকৃতঃ ইতি জ্ঞায়তে। অপরথা স তস্য স্বভাবঃ কিং ন স্যাৎ? তব তু মতে পদার্থক্ষণস্য অভেদ্যত্বাৎ বস্তুন উপকৃতত্বানুপকৃতত্বে ন সম্ভবতঃ, অতশ্চ ভাবস্য উপকারানাস্পদত্বম্। তথাচ ন উপকার্য্যোপকারকভাবঃ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—"কালভেদেন বা" ইতি। ক্ষণিকত্বব্যাঘাতাৎ কালভেদেনাপি ন উপকার্য্যোপকারকভাব ইতি অধস্তনেন অন্বয়ঃ। ভাষ্যে "আশ্রয়িভূতেষু" ইত্যেতৎ অণুবিশেষণম্। চকারকশ্চ ভোক্তৃষু সৎসু ইত্যুপরি সম্বন্ধনীয়ঃ। আশ্রয়াশ্রয়িশূন্যেষু ইত্যত্র চ ভাবপ্রাধান্যম্ আশ্রয়াশ্রয়িত্বশূন্যেষু ইত্যর্থঃ। "আশ্রয়াশ্রয়িভূতেষু" ইতি তু পাঠে ভোক্তৃবিশেষণম্। আশ্রয়শ্চ অদৃষ্টমিতি। উক্তম্ অভিসন্ধিম্ অবিদ্বান্ ইতি যদুক্তং তদ্বিশদয়তি—"অস্তু তাবদি"তি।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ।১৯

ভামতীর অনুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় না জানিয়া শঙ্কা করিতেছেন—**নন্ অবিদ্যাদিভিঃ অর্থাৎ আক্ষিপ্যতে** ইত্যাদি। **অত্র উচ্যতে** এই গ্রন্থে তাহার পরিহার করিতেছেন। **যদি তাবৎ** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এইরূপ—আক্ষেপশব্দের অর্থ কি উৎপাদন অথবা জ্ঞাপন? তন্মধ্যে উৎপাদনপক্ষ সঙ্গত নহে। যেহেতু কার্য্য অন্যথানুপপদ্যমান হইয়া অর্থাৎ কারণের অভাবে কার্য্য অনুপপন্ন হয় বলিয়া কার্য্য কারণের উৎপাদক হয়—ইহা বলা যায় না। যেহেতু কার্য্য কারণব্যতিরেকে উৎপন্ন হয় না। আর যদি কার্য্য কারণের জনক হয়, বলা হয়, তাহা হইলে কার্য্য নিজসামর্থ্যদ্বারা কারণের জনক হইবে। কিন্তু অবিদ্যমানের সামর্থ্য কোথায়? অতএব কার্য্য কারণের উৎপাদক হয় না। অতএব আক্ষেপশব্দের অর্থ জ্ঞাপন বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে জ্ঞাপিতবস্তুর উৎপাদক অন্য কিছু বলিতে হইবে। তাহা কিন্তু স্থিরপক্ষেও অর্থাৎ যাঁহারা নিত্য পরমাণু স্বীকার করেন, সেই বৈশেষিকমতেও ভোক্তা থাকিলেও অধিষ্ঠাতা চেতনব্যতীত সম্ভব হয় না, ক্ষণিকভাবসকলে অর্থাৎ ক্ষণিক [illegible]র কি করিয়া সম্ভব হইবে? ভোক্তার ভোগবশতঃ সঙ্ঘাতের আক্ষেপ অর্থাৎ কল্পনা করা যাইতে পারিত, কিন্তু সে ভোক্তাও নাই অতএব তাহা দূরে পরাহত হইয়াছে—ইহাই **ভোক্তৃরহিতেষু** এই গ্রন্থে দেখাইতেছেন। আরও বহুপদার্থ উপকার্য্য উপকারকভাবে স্থিত হইয়া অর্থাৎ কেহ উপকৃত হয়, এবং কেহ উপকারক হয়, অর্থাৎ উপকার করে, এইরূপ ভাবে থাকিয়া কার্য্য উৎপাদন করে। (যেমন মৃত্তিকাদি উপকৃত হয় এবং কুম্ভকার ও দণ্ডচক্রাদি তাহার উপকার করে, এইরূপে ঘট শরীরপ্রভৃতি কার্য্য উৎপন্ন হয়)। কিন্তু ক্ষণিকপক্ষে উপকার্য্য-উপকারকভাব হয় না; কারণ, কোন বস্তুই উপকারের বিষয় হয় না। যেহেতু ক্ষণকে ভেদ করা যায় না বলিয়া অনুপকার এবং উপকার সম্ভব হয় না। আর যদি কালভেদে তাহার অর্থাৎ উপকার্য্য-উপকারকভাবের উপপত্তি করা হয়, তাহা হইলে ক্ষণিকত্বের ব্যাঘাত হয়। এইজন্য **আশ্রয়াশ্রয়িশূন্যেষু** এই গ্রন্থ বলিতেছেন।

অথ অয়ম্ অভিপ্রায় এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই—যখন প্রত্যয়োপনিবন্ধন অর্থাৎ বহুকারণের মিলনবশতঃ প্রতীত্যসমুৎপাদ হইবে অর্থাৎ কার্য্যোৎপত্তি হইবে, তখন তাহার অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ কর্ত্তা চেতনের অপেক্ষা হইলেও হইতেও পারে, কিন্তু কার্য্যপদার্থ প্রত্যয়োপনিবন্ধন নহে, কিন্তু হেতূপনিবন্ধন হয়, অর্থাৎ এক একটী কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। আর তাহা হইলে অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ কর্ত্তার আবশ্যক নাই। কেবল হেতুই অর্থাৎ একাকী হেতুই স্বভাববশতই কার্য্যসংঘাত প্রস্তুত করিবে। আচ্ছা, কেবল হেতু হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয় না, ইহা এখন থাক্। এই পক্ষে অর্থাৎ অনেক কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়, এই মতে অন্যোন্যাশ্রয় প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে, এই অভিপ্রায়ে **কথং তমেব** এই গ্রন্থ বলিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথ মন্যসে সঙ্ঘাতা এব অনাদৌ সংসারে সন্তত্যা অনুবর্ত্তন্তে, তদাশ্রয়াশ্চ অবিদ্যাদয় ইতি, তদাপি সংঘাতাৎ সঙ্ঘাতান্তরম্ উৎপদ্যমানং নিয়মেন বা সদৃশমেব উৎপদ্যেত, অনিয়মেন বা সদৃশং বিসদৃশং বা উৎপদ্যেত। নিয়মাভ্যুপগমে মনুষ্যপুদ্গলস্য দেবতির্য্যগ্‌-যোনিনারকপ্রাপ্ত্যভাবঃ প্রাপ্নুয়াৎ। অনিয়মাভ্যুপগমেঽপি মনুষ্যপুদ্গলঃ কদাচিৎ ক্ষণেন হস্তী ভূত্বা দেবো বা পুনর্ম্মনুষ্যো বা ভবেৎ ইতি প্রাপ্নুয়াৎ। উভয়মপি অভ্যুপগমবিরুদ্ধম্।

অপিচ যদ্ভোগার্থঃ সঙ্ঘাতঃ স্যাৎ স নাস্তি স্থিরো ভোক্তা ইতি তব অভ্যুপগমঃ। ততশ্চ ভোগঃ ভোগার্থ এব স নান্যেন প্রার্থনীয়ঃ। তথা মোক্ষঃ মোক্ষার্থ এব ইতি মুমুক্ষুণা নান্যেন ভবিতব্যম্। অন্যেন চেৎ প্রার্থ্যেত উভয়ং, ভোগমোক্ষকালাবস্থায়িনা তেন ভবিতব্যম্। অবস্থায়িত্বে ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমবিরোধঃ। তস্মাৎ ইতরেতরোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বম্ অবিদ্যা-দীনাং যদি ভবেৎ ভবতু নাম, ন তু সংঘাতঃ সিধ্যেৎ। ভোক্ত্রভাবাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ।১৯

ভাষ্যানুবাদ।

আর যদি মনে কর, সঙ্ঘাতসকল অনাদি সংসারে প্রবাহরূপে চলিয়া আসিতেছে, এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া অবিদ্যাদি থাকে, তাহা হইলেও সঙ্ঘাত হইতে অন্য সঙ্ঘাত উৎপন্ন হইলে তাহা নিয়মিতভাবে

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ।১৯]

ভাষ্যানুবাদ।

সমান সঙ্ঘাত উৎপন্ন হইবে, অথবা অনিয়মিতভাবে সমান বা অসমান সঙ্ঘাত উৎপন্ন হইবে। নিয়ম স্বীকার করিলে মনুষ্যপুদ্গল অর্থাৎ মনুষ্যদেহের দেবশরীর পশুশরীর ও নরক প্রাপ্তি হইতে পারে না। আর নিয়ম না স্বীকার করিলেও মনুষ্যদেহ কখনও ক্ষণকালের মধ্যে হস্তী হইয়া দেবতা অথবা মনুষ্য হইবে। এই দুইটিই আপনারা যাহা স্বীকার করেন, তাহার বিরুদ্ধ।

আরও যাহার ভোগের জন্য সংঙ্ঘাত হইবে, সেই স্থায়ী ভোক্তা (জীব) নাই—এইটিই তোমার মত। তাহা হইলে ভোগের জন্যই ভোগ হইবে, তাহা অপরের প্রার্থনীয় হইবে না। তদ্রূপ মোক্ষ মোক্ষের জন্যই হইবে, অন্য কেহ মুমুক্ষু হইবে না। আর যদি অন্য কেহ ভোগ ও মোক্ষ এই উভয় প্রার্থনা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তির ভোগ ও মোক্ষকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হওয়া উচিত। যদি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে ক্ষণিকত্ব স্বীকার করা বিরুদ্ধ হয়। অতএব অবিদ্যাদি যদি কেবল পরস্পর পরস্পরের উৎপত্তির হেতু হয়, তবে তাহা না হয় হউক, কিন্তু তাহা হইলেও সংঘাত সিদ্ধ হইবে না। কারণ, ভোক্তা কেহ নাই, ইহাই অভিপ্রায় ।১৯

ভামতী।

সম্প্রতি প্রত্যয়োপনিবন্ধনং প্রতীত্যসমুৎপাদম্ আস্থায় চোদয়তি—**"অথ মন্যসে সঙ্ঘাতা এব" ইতি।** অস্থিরা অপি হি ভাবাঃ সদা সংহতা এব উদয়ন্তে ব্যয়ন্তে চ, ন পুনঃ ইতস্ততঃ **অবস্থিতাঃ** কেনচিৎ **পুঞ্জী**ক্রিয়ন্তে। তথাচ কৃতম্ অত্র **সংহন্ত্রা** চেতনেন ইতি ভাবঃ। "অনাদৌ" **ইতি পরস্পরাশ্রয়ং** নিবর্ত্তয়তি। তদেতৎ বিকল্প্য **দূষয়তি**—"তদাপি সংঘাতাৎ" **ইতি। স খলু** সংঘাতসন্ততিবর্ত্তী ধর্ম্মাধর্ম্মাহ্বয়ঃ সংস্কারসন্তানঃ যথাযথং **সুখদুঃখে জনয়ন্** আগন্তুকং কঞ্চন **অনাসাদ্য স্বতএব** জনয়েৎ আসাদ্য বা। অনাসাদ্য **জননে সদৈব সুখদুঃখে জনয়েৎ, সমর্থস্য অনপেক্ষস্য ক্ষেপাযোগাৎ।** আসাদ্য জননে তদাসাদনকারণং প্রেক্ষাবান্ অভ্যুপেয়ঃ। **তথাচ ন প্রত্যয়োপনিবন্ধনঃ** প্রতীত্যসমুৎপাদঃ। তস্মাৎ অনেন আগন্তুকানপেক্ষস্য সংঘাতসন্তানস্যৈব **সদৃশজননে বিসদৃশজননে বা** স্বভাবঃ আস্থেয়ঃ, তথাচ ভাষ্যোক্তং **দূষণম্** ইতি।

"অপিচ যদ্‌ভোগার্থং সংঘাতঃ স্যাৎ" ইতি। অপ্রাপ্তভোগো হি ভোগার্থী ভোগম্ আপ্তু-কামঃ তৎসাধনে প্রবর্ত্ততে ইতি প্রত্যাত্মসিদ্ধম্। সেয়ং প্রবৃত্তিঃ ভোগাৎ অন্যস্মিন্ স্থিরে ভোক্তরি ভোগতৎসাধনসময়ব্যাপিনি কল্প্যতে ন অস্থিরে। ন চ ভোগাৎ অনন্যস্মিন্। ন হি ভোগঃ ভোগায় কল্প্যতে, নাপি অন্যঃ ভোগায় অন্যস্য, এবং মোক্ষেঽপি দ্রষ্টব্যম্। তত্র বুভুক্ষুমুমুক্ষু চেৎ **স্থিরৌ আস্থীয়েয়াতাং,** তদা অভ্যুপেতহানম্। অস্থৈর্য্যে বা **অপ্রবৃত্তিপ্রসঙ্গঃ ইত্যর্থঃ। "ন তু** সঙ্ঘাতঃ সিধ্যেৎ ভোক্ত্রভাবাৎ" **ইতি।** ভোক্ত্রভাবেন প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ কর্ত্রভাবঃ। **ততঃ** কর্ম্মাভাবাৎ **সঙ্ঘাতাসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ** ।১৯

বেদান্তকল্পতরু।

অদৃষ্টাৎ সংঘাতোৎপত্তিব্যবস্থাসিদ্ধেঃ ভাষ্যোক্তদূষণানুপপত্তিম্ আশঙ্ক্য আহ "স খলু" ইতি। ভোক্তুঃ ভোগাৎ **অন্যত্বে হেতুম্** আহ "অপ্রাপ্তভোগো হি" ইতি। ভোক্তুঃ স্থিরতায়াং হেতুঃ "ভোগার্থী" ইতি। **অর্থিদশায়াং ভোগদশায়াং চ অনুবৃত্তেঃ স্থৈর্য্যম্ ইত্যর্থঃ।** অস্য বিবরণং—"ভোগমাপ্তুকাম" ইতি। **ইতরথা হি ভোগশ্চ অসৌ অর্থী চ ইতি ভ্রমঃ স্যাৎ ইতি। অন্যস্য ভোগায় অন্যো ন কল্প্যতে ইত্যর্থঃ।** নন্য সংঘাতাসিদ্ধৌ কর্ত্রভাবো বাচ্যঃ, ন ভোক্ত্রভাবঃ **কর্ত্তুঃ** হি হেতুত্বা, তত্রাহ— "ভোক্ত্রভাবেনে"তি ।১৯

ভামতীর অনুবাদ।

সম্প্রতি প্রত্যয়োপনিবন্ধন অর্থাৎ বহুকারণের সম্বন্ধবশতঃ যে প্রতীত্যসমুৎপাদ অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহাকে অবলম্বন করিয়া **অথ মন্যসে সংঘাতা এব** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। **ইহার তাৎপর্য্য এই যে,** ভাব অর্থাৎ বস্তুসকল অস্থির অর্থাৎ ক্ষণিক হইলেও সর্ব্বদা সংহত অর্থাৎ মিলিত **হইয়াই উৎপন্ন হয়** ও বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাহারা যে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত থাকে কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে **পুঞ্জীকৃত** করে, তাহা নহে; আর তাহা হইলে তাহাদের মিলনকারী কোন চেতনের আবশ্যকতা **নাই। অনাদৌ এই** শব্দটী অন্যোন্যাশ্রয়দোষ বারণ করিতেছে। **তদাপি সংঘাতাৎ** এই গ্রন্থদ্বারা সেই এই মতকে **বিকল্প করিয়া** দোষ দিতেছেন। সংঘাত-সন্ততিবর্ত্তী অর্থাৎ সংঘাতধারার **অন্তর্গত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক**

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ।২০ *

ভামতীর অনুবাদ।

সংস্কারধারা যথাযথভাবে সুখ ও দুঃখকে উৎপাদন করিতে গিয়া আগন্তুক কাহাকেও অবলম্বন না করিয়া স্বয়ংই উৎপাদন করিবে, অথবা অবলম্বন করিয়া উৎপাদন করিবে। যদি কাহাকেও অবলম্বন না করিয়াই সুখদুঃখ উৎপাদন করে, তাহা হইলে সর্ব্বদাই সুখদুঃখ উৎপাদন করিবে, যে সমর্থ ও অনপেক্ষ অর্থাৎ অপর কাহারও অপেক্ষা করে না, তাহার ক্ষেপ অর্থাৎ বিলম্ব হওয়া উচিত নহে। আর যদি অপরকে অবলম্বন করিয়া সুখদুঃখ উৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই আসাদনের অর্থাৎ অবলম্বনের কারণরূপ কোনও প্রেক্ষাবান্ অর্থাৎ চেতন স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে প্রত্যয়োপনিবন্ধনবশতঃ প্রতীত্যসমুৎপাদ হইল না। অতএব **আগন্তুকানপেক্ষ** অর্থাৎ যে আগন্তুককে অপেক্ষা করে না, এইরূপ সঙ্ঘাতধারার সদৃশ অর্থাৎ সমানাকার বস্তুর উৎপত্তিকে অথবা বিসদৃশ অর্থাৎ অসমানাকারবস্তুর উৎপত্তিকে স্বভাব বলিয়াই ইনি স্বীকার করিবেন। আর তাহা হইলে ভাষ্যের যে দোষ দেওয়া হইয়াছে, সেই দোষই হইল।

অপি চ যদ্ ভোগার্থঃ সংঘাতঃ স্যাৎ এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—যে ভোগ পায় নাই অথচ ভোগের অপেক্ষা করে, সে ব্যক্তি ভোগ পাইতে ইচ্ছা করিয়া তাহার উপায়ে প্রবৃত্ত হয়, ইহা প্রত্যাত্মসিদ্ধ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনুভবসিদ্ধ। সেই এই প্রবৃত্তি ভোগ ও তাহার সাধনের সময়ে বর্ত্তমান ভোগভিন্ন কোন স্থায়ী ভোক্তাতে কল্পনা করা হয়, ক্ষণিক কোন বস্তুতে নহে। আর ভোগের সহিত অভিন্ন ব্যক্তিতেও নহে; কারণ, ভোগের জন্য ভোগ হয় না এবং অন্যের ভোগে অন্য ব্যক্তিও সমর্থ হয় না। এইরূপ মোক্ষস্থলেও দেখিতে হইবে। সেস্থলে যদি বুভুক্ষুঅর্থাৎ ভোগেচ্ছু ও মুমুক্ষু মোক্ষেচ্ছু কোন স্থির বস্তু স্বীকার কর, তাহা হইলে অভ্যুপেতহানি হয়, অর্থাৎ সকল বস্তুকে যে তোমরা ক্ষণিক বলিয়া স্বীকার কর, তাহা পরিত্যাগ করা হয়। আর যদি, ক্ষণিক স্বীকার কর, তাহা হইলে প্রবৃত্তি হইতে পাবে না, (ইহার কারণ 'সেই এই প্রবৃত্তি' এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে)। **ন তু সংঘাতঃ সিধ্যেৎ ভোক্তৃ্অভাবাৎ** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—ভোক্তার অভাবশতঃ প্রবৃত্তি না হওয়ায় কর্ত্তার অভাব হইবে। অতএব কর্ম্ম না হওয়ায় সংঘাত সিদ্ধ হইবে না।১৯

শাঙ্করভাষ্যম্।

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ।২০

উক্তম্ এতৎ অবিদ্যাদীনাম্ উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ন সঙ্ঘাতসিদ্ধিঃ অস্তি ইতি। তদপি তু উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বং ন সম্ভবতি ইতি ইদম্ ইদানীম্ উপপাদ্যতে। ক্ষণভঙ্গবাদিনঃ অয়ম্ অভ্যুপগমঃ—উত্তরস্মিন্ ক্ষণে উৎপদ্যমানে পূর্ব্বক্ষণো নিরুধ্যতে ইতি। ন চ এবম্ অভ্যুপগচ্ছতা পূর্ব্বোত্তরয়োঃ ক্ষণয়োঃ হেতুফলভাবঃ শক্যতে সম্পাদয়িতুম্। নিরুধ্যমানস্য নিরুদ্ধস্য বা পূর্ব্বক্ষণস্য অভাবগ্রস্তত্বাৎ উত্তরক্ষণহেতুত্বানুপপত্তেঃ। অথ ভাবভূতঃ পরিনিষ্পন্নাবস্থঃ পূর্ব্বক্ষণঃ উত্তরক্ষণস্য হেতুঃ, ইতি অভিপ্রায়ঃ, তথাপি ন উপপদ্যতে, ভাবভূতস্য পুনর্ব্ব্যাপারকল্পনায়াং ক্ষণান্তরসম্বন্ধপ্রসঙ্গাৎ। অথ ভাব এব অস্য ব্যাপারঃ ইতি অভিপ্রায়ঃ, তথাপি নৈব উপপদ্যতে, হেতুস্বভাবানুপরক্তস্য ফলস্য উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ। স্বভাবোপরাগাভ্যুপগমে চ হেতুস্বভাবস্য ফলকালাবস্থায়িত্বে সতি ক্ষণভঙ্গাভ্যুপগমত্যাগপ্রসঙ্গঃ, বিনৈব বা স্বভাবোপরাগেণ হেতুফলভাবম্ অভ্যুপগচ্ছতঃ সর্ব্বত্র তৎপ্রাপ্তেঃ অতিপ্রসঙ্গঃ।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—উত্তরোৎপাদে চ আর উত্তরের উৎপাদে অর্থাৎ কার্য্যক্ষণের উৎপত্তি হইলে **পূর্ব্বস্য** পূর্ব্বের অর্থাৎ কারণক্ষণের **নিরোধাৎ** নিরোধ হয় বলিয়া অবিদ্যাদি এক একটী পদার্থ সংস্কারাদি উত্তরোত্তর পদার্থের হেতু হইতে পারে না; কারণ, দেখা যায় পটাদিকার্য্যে তন্তুপ্রভৃতি কারণ বর্ত্তমান থাকে।

ভাষ্যার্থ—পূর্ব্ব সূত্রে ইহা বলা হইয়াছে যে, অবিদ্যাদি কেবল উৎপত্তির প্রতি হেতু হয় বলিয়া সঙ্ঘাত সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সেই উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বও হইতে পারে না, অর্থাৎ কেবল উৎপত্তির হেতুও

* এস্থলে কোন প্রথমান্তপদ নাই এবং "চ"কার থাকায়, ইহা আরব্ধ অধিকরণেরঅঙ্গ সূত্র হইল।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ।২০]

ভাষ্যানুবাদ।

হইতে পারে না, ইহাই এক্ষণে দেখান হইতেছে। ক্ষণভঙ্গবাদিগণ অর্থাৎ ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধগণ ইহা স্বীকার করেন যে, উত্তরক্ষণ উৎপদ্যমান হইলে অর্থাৎ পরবর্ত্তী বস্তু যখন উৎপন্ন হয়, তখন পূর্ব্বক্ষণ অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তু নিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ নষ্ট হয়। যিনি এইরূপ স্বীকার করেন, তিনি পূর্ব্বক্ষণ ও উত্তরক্ষণের হেতুফলভাব অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব সম্পাদন করিতে পারেন না। কারণ, নিরুধ্যমান যাহা কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে নষ্ট হইয়াছে) এবং নিরুদ্ধ (যাহা বহু পূর্ব্বে বিনষ্ট হইয়াছে—এইরূপ) পূর্ব্বক্ষণ অভাবগ্রস্ত বলিয়া উত্তরক্ষণের হেতু হইতে পারে না। আর যদি এইরূপ অভিপ্রায় হয় যে, ভাবভূত অর্থাৎ সৎস্বরূপ পরিনিষ্পন্নাবস্থ, অর্থাৎ যাহা এইমাত্র উৎপন্ন হইয়াছে—এইরূপ পূর্ব্বক্ষণটী উত্তরক্ষণের হেতু, তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না; কারণ, ভাবভূত পদার্থের যদি ব্যাপার কল্পনা কর, তাহা হইলে ক্ষণান্তরের সহিত সম্বন্ধ হইয়া পড়ে। আর যদি ভাবই তাহার ব্যাপার, ইহাই অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না; কারণ, হেতুস্বভাবানুপরক্ত ফলের, অর্থাৎ উপাদানকারণের সহিত তাদাত্ম্যবিহীন কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। আর যদি স্বভাবের উপরাগ স্বীকার কর অর্থাৎ কারণ ধর্ম্মের অনুবৃত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে হেতুস্বভাব অর্থাৎ কারণের স্বভাব ফলকালাবস্থায়ী হইলে অর্থাৎ কার্য্যকালপর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে, ক্ষণিকমত ত্যাগের আপত্তি হইবে। আর কারণস্বভাবের উপরাগ ব্যতীত অর্থাৎ সম্বন্ধব্যতীত কার্য্যকারণভাব স্বীকার করিলে তাহার মতে সকলস্থানেই তাহা পাওয়া যায় বলিয়া অতিব্যাপ্তি হইবে, অর্থাৎ সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অপি চ উৎপাদনিরোধৌ নাম বস্তুনঃ স্বরূপমেব বা স্যাতাম্, অবস্থান্তরং বা বস্ত্বন্তরমেব বা? সর্ব্বথাপি নোপপদ্যতে। যদি তাবৎ বস্তুনঃ স্বরূপমেব উৎপাদনিরোধৌ স্যাতাং ততঃ বস্তুশব্দঃ উৎপাদনিরোধশব্দৌ চ পর্য্যায়াঃ প্রাপ্নুয়ুঃ। অথ অস্তি কশ্চিৎ বিশেষ ইতি মন্যেত, উৎপাদনিরোধশব্দাভ্যাং মধ্যবর্ত্তিনো বস্তুনঃ আদ্যন্তাখ্যে অবস্থে অভিলপ্যেতে ইতি, এবমপি আদ্যন্তমধ্যক্ষণত্রয়সম্বন্ধিত্বাৎ বস্তুনঃ ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমহানিঃ। অথ অত্যন্তব্যতিরিক্তৌ এব উৎপাদনিরোধৌ বস্তুনঃ স্যাতাম্ অশ্বমহিষবৎ, ততঃ বস্তু উৎপাদনিরোধাভ্যাম্ অসংস্পৃষ্টম্ ইতি বস্তুনঃ শাশ্বতত্বপ্রসঙ্গঃ। যদি চ দর্শনাদর্শনে বস্তুনঃ উৎপাদনিরোধৌ স্যাতাম্, এবমপি দ্রষ্টৃধর্ম্মৌ তৌ ন বস্তুধর্ম্মৌ ইতি বস্তুনঃ শাশ্বতত্বপ্রসঙ্গঃ এব। তস্মাদপি অসঙ্গতং সৌগতং মতম্ ।২০

ভাষ্যানুবাদ।

আরও উৎপত্তি ও নিরোধশব্দের অর্থ—বস্তুর স্বরূপই হইবে; অথবা অবস্থান্তর হইবে? অথবা অন্যবস্তু হইবে? কোনপ্রকারেই সঙ্গত হয় না। যদি উৎপাদ ও নিরোধশব্দের অর্থ—বস্তুর স্বরূপই হয়, তাহা হইলে বস্তুশব্দ এবং উৎপাদ ও নিরোধশব্দ পর্য্যায় শব্দ অর্থাৎ একার্থবাচক হইয়া পড়িবে। আর যদি কিছু বিশেষ আছে—ইহা মনে কর, তাহা হইলে উৎপত্তি ও নিরোধশব্দদ্বারা মধ্যবর্ত্তি বস্তুর আদি ও অন্ত অবস্থাকে অভিলপিত করা হয় অর্থাৎ বলা হয়; কিন্তু এইরূপ বলিলেও আদি, অন্ত ও মধ্য এই তিন সময়ের সহিতই সম্বন্ধ থাকায় বস্তুর ক্ষণিকত্ব নষ্ট হয়। আর যদি অশ্ব ও মহিষের মত উৎপত্তি ও বিনাশশব্দ বস্তু হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হয়, তাহা হইলে বস্তুটী উৎপত্তি ও নিরোধের সহিত অত্যন্ত সম্বন্ধবিহীন হইল। অতএব বস্তু শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য হইয়া পড়িল। আর যদি দর্শন ও অদর্শন—বস্তুর উৎপত্তি ও নিরোধ হয়, তাহা হইলেও তাহারা দুইটি অর্থাৎ দর্শন ও অদর্শন দ্রষ্টার ধর্ম্ম হইল, বস্তুর ধর্ম্ম নহে, অতএব বস্তু শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য হইয়া পড়িবেই। সেইজন্যও বৌদ্ধমত অসঙ্গত।

ভামতী।

পূর্ব্বসূত্রেণ সঙ্গতিম্ অস্য আহ—"উক্তমেতদি"তি। হেতূপনিবন্ধনং প্রতীত্যসমুৎপাদম্ অভ্যুপেত্য প্রত্যয়োপনিবন্ধনঃ প্রতীত্যসমুৎপাদো দূষিতঃ। সম্প্রতি হেতূপনিবন্ধনম্ অপি তং দূষয়তি ইত্যর্থঃ। দূষণমাহ—"ইদম্ ইদানীম্" ইতি। "নিরুধ্যমানস্যে"তি। ন তাবৎ

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ।২০]

ভামতী।

বৈশেষিকবৎ নিরোধকারণসান্নিধ্যং নিরুধ্যমানতা স্বীক্রিয়তে বৈনাশিকৈঃ অকারণং বিনাশম্ অভ্যুপগচ্ছদ্ভিঃ, তস্য অনিষ্টত্বাৎ। তস্মাৎ বিনাশগ্রস্তত্বম্ অচিরনিরুদ্ধত্বং নিরুধ্যমানত্বং বক্তব্যম্। নিরুদ্ধত্বং চ চিরনিরুদ্ধত্বং বিবক্ষিতং, তথাচ উভয়োরপি অভাবগ্রস্তত্বাৎ হেতুত্বানুপপত্তিঃ। শঙ্কতে—"অথ ভাবভূত" ইতি। কারণস্য হি কার্য্যোৎপাদাৎ প্রাক্‌কালসত্তা অর্থবতী, ন কার্য্যকালে, তদা কার্য্যস্য সিদ্ধত্বেন তৎসিদ্ধ্যর্থায়াঃ সত্তায়া অনুপযোগাৎ ইতি ভাবঃ। তদেতৎ লোকদৃষ্ট্যা দূষয়তি—"ভাবভূতস্যে"তি। ভূত্বা ব্যাপৃত্য ভাবাঃ প্রায়েণ হি কার্য্যং কুর্ব্বন্তঃ লোকে দৃশ্যন্তে। তথাচ স্থিরত্বম্, ইতরথা তু লোকবিরোধঃ ইতি।

পুনঃ শঙ্কতে—"অথ ভাব এবে"তি। যথাহুঃ—

"ভূতির্যৈষাং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে"। ইতি।

ভবতু এবং ব্যাপারবত্তা, তথাপি ক্ষণিকস্য ন কারণত্বম্ ইত্যাহ—"তথাপি নৈব উপপদ্যতে" ক্ষণিকস্য কারণভাবঃ। মৃৎসুবর্ণকারণা হি ঘটাদয়শ্চ রুচকাদয়শ্চ মৃৎসুবর্ণাত্মানঃ অনুভূয়ন্তে। যদি চ. ন কার্য্যসময়ে কারণং সৎ, কথং তেষাং তদাত্মনা অনুভবঃ। ন চ কারণসাদৃশ্যং কার্য্যস্য ন তু তাদাত্ম্যম্ ইতি বাচ্যম্, অসতি কস্যচিদ্রূপস্য অনুগমে সাদৃশ্যস্যাপি অনুপপত্তেঃ। অনুগমে বা তদেব কারণং, তথাচ তস্য কার্য্যতাদাত্ম্যম্ ইতি সিদ্ধম্ অক্ষণিকত্বম্ ইত্যর্থঃ। সর্বথা বৈলক্ষণ্যে তু হেতুফলভাবঃ তন্তুঘটাদৌ অপি প্রাপ্ত ইতি অতিপ্রসঙ্গঃ, ইত্যাহ—"বিনৈবে"তি। ন চ তদ্‌ভাবভাবো নিয়ামকঃ, তস্য একস্মিন্ ক্ষণে অশক্যগ্রহত্বাৎ। সামান্যস্য চ অকারণত্বম্। কারণত্বে বা ক্ষণিকত্বহানেঃ অস্মৎপক্ষপাতপ্রসঙ্গাচ্চ ইতি ভাবঃ। অপিচ উৎপাদনিরোধয়োঃ বিকল্পত্রয়েঽপি বস্তুনঃ শাশ্বতত্বপ্রসঙ্গঃ, ইত্যাহ—"অপিচ উৎপাদনিরোধৌ নাম" ইতি। পর্য্যায়ত্বাপাদনেঽপি নিত্যত্বাপাদনং মন্তব্যম্। "বস্তু উৎপাদনিরোধাভ্যাম্ অসংসৃষ্টমিতি বস্তুনঃ শাশ্বতত্বপ্রসঙ্গঃ"। সংসর্গেঽপি অসতা সংসর্গানুপপত্তেঃ। সত্ত্বাভ্যুপগমে শাশ্বতত্বম্ ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। শেষং নিগদব্যাখ্যাতম্।২০

বেদান্তকল্পতরুঃ।

নমু নিরুদ্ধস্য অস্তু অভাবগ্রস্ততা নিরুধ্যমানস্য কথম্, অত আহ—"ন তাবদি"তি। যথাহি আরম্ভকতন্ত্বাদিসংযোগস্য নাশক্ষণে পটাদেঃ বিদ্যমানস্যৈব বিনশ্যদবস্থা বৈশেষিকৈঃ স্বীকৃতা, ন তথা বৈনাশিকৈঃ ইত্যর্থঃ। নমু উভয়োঃ বিনাশগ্রস্তত্বে কো ভেদঃ, তত্রাহ—"তস্মাদি"তি। যৎ বিনাশগ্রস্তত্বং তৎ অচিরনিরুদ্ধত্বরূপং সৎ নিরুধ্যমানত্বং বক্তব্যং, তদেব চিরনিরুদ্ধত্বরূপং সৎ নিরুদ্ধত্বং বিবক্ষিতম্ ইত্যর্থঃ। কার্য্যকালে কারণস্য অসত্ত্বেঽপি পূর্ব্বক্ষণসত্ত্বেন হেতুত্বং ভাষ্যোক্তম্ অযুক্তম্, মৃদাদীনাং কার্য্যে অন্বীয়মানানাম্ উপাদানত্বোপলম্ভাৎ ইতি, তত্রাহ "কারণস্য হি" ইতি। "প্রায়েণ" ইতি ক্রিয়াজ্ঞানব্যাবৃত্ত্যর্থম্। (এষাং পদার্থানাং যা ভূতিঃ উৎপত্তিঃ, সৈব ক্রিয়া কারকম্ ইতি চ উচ্যতে) "তদেব কারণমি"তি। সামান্যং হি ভেদবিকল্পাধিষ্ঠানত্বেন কারণম্ ইত্যর্থঃ। নমু সাদৃশ্যসিদ্ধৌ তদ্‌বলাৎ অনুগতরূপসিদ্ধিঃ, তদেব নাস্তি, অসত্যপি সাদৃশ্যে সাদৃশ্যভ্রমাৎ, অত আহ—"সর্বথা" ইতি। নমু বৈসাদৃশ্যেঽপি তন্তুভাবে পটভাবাৎ উপাদানোপাদেয়তাবঃ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"নচে"তি। একস্মিন্ পদার্থক্ষণে তদ্‌ভাবভাবস্য অশক্যগ্রহত্বাৎ রাসভাদৌ অপি প্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ। অথ জাত্যুপাধৌ কারণত্বং তর্হি জাতিরেব কারণং, ব্যক্তয়ঃ তদবস্থাঃ স্যুঃ নাস্তাঃ। অন্যকারণত্বস্য অন্যত্র অযোগাৎ তথাচ এতৎ নেষ্টম্ ইত্যাহ—"সামান্যস্য চে"তি। ভাষ্যে উৎপাদাদিশব্দস্য বস্তুশব্দস্য চ পর্য্যায়ত্বাপাদনেঽপি বস্তুনঃ নিত্যত্বাপাদনং দ্রষ্টব্যং, তথা সতি উৎপাদনিরোধয়োঃ অভাবাৎ ইত্যর্থঃ।২০

ভামতীর অনুবাদ।

উক্তম্ এতৎ এই গ্রন্থদ্বারা পূর্ব্বসূত্রের সহিত ইহার সঙ্গতি বলিতেছেন। অর্থাৎ হেতূপনিবন্ধন প্রতীত্যসমুৎপাদ স্বীকার করিয়া লইয়া প্রত্যয়োপনিবন্ধন প্রতীত্যসমুৎপাদে দোষ দেওয়া হইয়াছে; সম্প্রতি হেতূপনিবন্ধন প্রতীত্যসমুৎপাদেও দোষ দিতেছেন। **ইদম্ ইদানীং** এই গ্রন্থদ্বারা সেই দোষ কি, তাহাই বলিতেছেন। **নিরুধ্যমানস্য** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই—বৈশেষিকের মত নিরোধ অর্থাৎ বিনাশের কারণের সান্নিধ্যকেই বৌদ্ধগণ নিরুধ্যমানতা বলিয়া স্বীকার করেন না; কারণ, বৈনাশিকগণ অর্থাৎ বৌদ্ধগণ—যাঁহারা অকারণ অর্থাৎ বিনাকারণে—স্বভাবতঃই বস্তুর বিনাশ স্বীকার করেন, তাঁহাদের তাহা অনিষ্ট অর্থাৎ অভিপ্রেত নহে। অতএব নিরুধ্যমান বলিতে বিনাশগ্রস্ত বা অচিরনিরুদ্ধ অর্থাৎ অতি শীঘ্র যাহার বিনাশ

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ।২০

ভামতীর অনুবাদ।

হইয়াছে, তাহাই বলিতে হইবে। আর নিরুদ্ধ বলিতে—চিরনিরুদ্ধ অর্থাৎ যাহা বহু পূর্ব্বে বিনষ্ট হইয়াছে তাহাই বুঝিতে হইবে। আর তাহা হইলে উভয়ই অভাবগ্রস্ত হওয়ায় হেতু হইতে পারিল না। **অথ ভাবভূত** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে—কারণের কার্য্যোৎপত্তির প্রাক্‌কালসত্তা অর্থাৎ পূর্ব্বকালে বিদ্যমান থাকাই অর্থবতী অর্থাৎ প্রয়োজন, কিন্তু কার্য্যকালে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজনীয় নহে। কারণ, তখন কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তাহার সিদ্ধির জন্য কারণের বিদ্যমান থাকার উপযোগিতা নাই। সেই এই বিষয়টীকে **ভাবভূতস্য** এই গ্রন্থদ্বারা লোকদৃষ্টি অনুসারে দোষ দিতেছেন। প্রায়ই বস্তুসকল উৎপন্ন হইয়া তাহার পর ব্যাপার অর্থাৎ ক্রিয়াযুক্ত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে—এইরূপ লোকমধ্যে দেখা যায়। আর তাহা হইলে স্থিরত্বই সিদ্ধ হইল; অন্যথা লোকব্যবহার বিরুদ্ধ হয়।

অথ ভাব এব এই গ্রন্থদ্বারা পুনর্ব্বার শঙ্কা করিতেছেন। যথা, বৌদ্ধাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন—

ভূতির্যৈষাং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে। *

অর্থাৎ এই সকল পদার্থের যে ভূতি অর্থাৎ উৎপত্তি তাহাই ক্রিয়া এবং কারকও তাহাই বলা হয়। অর্থাৎ বৌদ্ধমতে ব্যাপার বলিয়া স্বতন্ত্র কিছু স্বীকার করা হয় না। যাহা হউক, এইরূপ ব্যাপারবত্তা হয় হউক, অর্থাৎ ব্যাপার বলিয়া যদি স্বতন্ত্র কিছু না থাকে না থাকুক, তাহা হইলেও ক্ষণিকবস্তু কারণ হয় না—ইহাই **তথাপি নৈব উপপদ্যতে** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন, অর্থাৎ ক্ষণিকপদার্থ কারণ হইতে পারে—ইহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, **মৃৎসুবর্ণাদিকারণা** অর্থাৎ মৃত্তিকা ও সুবর্ণাদি যাহাদের কারণ হয়—এইরূপ ঘটাদি ও রুচকাদি মৃত্তিকা ও সুবর্ণস্বরূপ দেখা যায়। আর যদি কার্য্যকালে কারণ না থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে অর্থাৎ ঘটাদিকে মৃত্তিকাদিস্বরূপে দেখা যায় কেন? আর যদি বল, কার্য্য কারণের সদৃশ কিন্তু তদাত্ম নহে, অর্থাৎ তৎস্বরূপ নহে—ইহা বলিতে পার না। কারণ, কোন রূপের অনুগম অর্থাৎ অনুবৃত্তি না হইলে সাদৃশ্যও হইতে পারে না। আর যদি অনুগম হয় তাহা হইলে তাহাই কারণ। আর তাহা হইলে কারণ কার্য্যস্বরূপ হইল, এই প্রকারে অক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হইল, অর্থাৎ ক্ষণিকত্বের ভঙ্গ হইল। আর কার্য্য ও কারণের সম্পূর্ণরূপে বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ পার্থক্য হইলে, তন্তুঘটাদিতেও হেতু-ফলভাব অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব হইয়া যায়, অতএব অতিব্যাপ্তি হয়—ইহাই **বিনৈব** এই শব্দদ্বারা বলিতেছেন। আর তদ্‌ভাবভাব অর্থাৎ কারণ থাকিলে কার্য্য থাকে অর্থাৎ এতাদৃশ অন্বয়টী নিয়ামক অর্থাৎ কার্য্যকারণের ব্যবস্থাপকও নহে; কারণ, একক্ষণে তাহা অশক্যগ্রহ হয় অর্থাৎ জানিতে পারা যায় না, এবং সামান্য অর্থাৎ জাতিও কারণ নহে। যেহেতু জাতি যদি কারণ হয়, তাহা হইলে ক্ষণিকত্বের ব্যাঘাত হয় বলিয়া আমাদের মতেই আসিয়া পড়ে—ইহাই অভিপ্রায়। আরও উৎপাদ ও নিরোধ শব্দের তিন প্রকার বিকল্প করিলেও বস্তু শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য হইয়া পড়ে—ইহাই **অপিচ উৎপাদনিরোধৌ নাম** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। পর্য্যায়ত্বের অর্থাৎ একার্থত্বের আপাদন অর্থাৎ আপত্তি দেখাইলেও নিত্যত্বের আপাদন অর্থাৎ আপত্তি দেখান হইল, জানিতে হইবে। অর্থাৎ উৎপত্তি ও নিরোধ, বস্তু অপেক্ষা ভিন্ন না হওয়ায় তাহা উৎপত্তি ও নিরোধবিশিষ্ট হইল না, অতএব নিত্য হইয়া পড়িল। (অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, তাহা অনিত্য, কিন্তু উৎপত্তি ও বিনাশ বস্তুস্বরূপ হইলে বস্তু উৎপত্তি বিনাশযুক্ত না হওয়ায় নিত্য হইয়া পড়িবে)। **বস্তু উৎপাদনিরোধাভ্যাম্ অসংসৃষ্টম্ ইতি বস্তুনঃ শাশ্বতত্বপ্রসঙ্গঃ** (এই ভাষ্য গ্রন্থ হইতে বিশেষ কিছু বলিতেছেন।) উৎপত্তি ও নিরোধের সহিত বস্তুর সম্বন্ধ হইলেও অসৎ অর্থাৎ ক্ষণিক বলিয়া অবিদ্যমান বস্তুর সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না, এবং সত্তা অর্থাৎ বিদ্যমানতা স্বীকার করিলে বস্তু নিত্য হইয়া পড়িবে—ইহাও দেখিতে হইবে। অর্থাৎ বস্তু যদি সৎ হয়, আর তাহার সহিত উৎপত্তির সম্বন্ধ হইলে বস্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল বলিতে হইবে অন্যথা তাহার সহিত উৎপত্তির সম্বন্ধ হইতে পারে না। এইরূপ নিরোধের সহিত বস্তুর সম্বন্ধ হইলে তৎকালে বস্তু ছিল বলিতে হইবে, অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং বিনাশকালেও থাকায় বস্তু নিত্য হইয়া পড়িল। অবশিষ্ট ভাষ্য স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।২০

---

* এই শ্লোকার্দ্ধটীর মূল কোথায় তাহা জানিতে পারি নাই। এই বিষয় তত্ত্বসংগ্রহপঞ্জিকাতে কমলশীল বুদ্ধবচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু কোন গ্রন্থের নাম করেন নাই। ইহার পূর্ণরূপ এই—

ক্ষণিকাঃ সর্ব্বসংস্কারাঃ অস্থিরাণাং কুতঃ ক্রিয়া। ভূতির্যৈষাং ক্রিয়া সৈব কারকং সৈব চোচ্যতে। (১১ পৃঃ বরোদা সংস্করণ)।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ।২১ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ।২১

ক্ষণভঙ্গবাদে পূর্ব্বক্ষণো নিরোধগ্রস্তত্বাৎ ন উত্তরস্য ক্ষণস্য হেতুর্ভবতি ইত্যুক্তম্। অথ অসত্যেব হেতৌ ফলোৎপত্তিং ব্রূয়াৎ ততঃ প্রতিজ্ঞোপরোধঃ স্যাৎ, চতুর্ব্বিধান্ হেতুন্ প্রতীত্য চিত্তচৈত্তা উৎপদ্যন্তে—ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা হীয়েত; নির্হেতুকায়াং চ উৎপত্তৌ অপ্রতিবন্ধাৎ সর্ব্বং সর্ব্বত্র উৎপদ্যেত। অথ উত্তরক্ষণোৎপত্তিং যাবৎ অবতিষ্ঠতে পূর্ব্বক্ষণঃ—ইতি ব্রূয়াৎ, ততো যৌগপদ্যং হেতুফলয়োঃ স্যাৎ। তথাপি প্রতিজ্ঞোপরোধ এব স্যাৎ। ক্ষণিকাঃ সর্ব্বে সংস্কারা ইতি ইয়ং প্রতিজ্ঞা উপরুধ্যেত ।২১

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—অসতি অর্থাৎ হেতু না থাকিলেও কার্য্য হয়—ইহা স্বীকার করিলে, **প্রতিজ্ঞোপরোধঃ** অর্থাৎ তোমার প্রতিজ্ঞাহানি হয়; কারণ, তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, বিষয় ইন্দ্রিয় সহকারিকারণ ও সংস্কার এই চতুর্বিধ হেতু হইতে চিত্ত ও চৈত্ত অর্থাৎ নীলাদিজ্ঞান ও সুখাদির উৎপত্তি হয়। **অন্যথা** অর্থাৎ আর যদি বল, উত্তরক্ষণের উৎপত্তিকাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে **যৌগপদ্যম্** অর্থাৎ কার্য্য ও করণের যৌগপদ্য হয় অর্থাৎ এক সময়ে স্থিতি হয় বলিতে হয়, কিন্তু তাহাতে ক্ষণিকত্ব ভঙ্গ হয়।

ভাষ্যার্থ—ক্ষণভঙ্গবাদে অর্থাৎ ক্ষণিকমতে পূর্ব্বক্ষণ অভাবগ্রস্ত হয় বলিয়া উত্তরক্ষণের হেতু হয় না—ইহা বলা হইয়াছে। আর যদি বল, হেতু না থাকিলেও কার্য্যোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞার উপরোধ হয়, অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ হেতুকে (বিষয় ইন্দ্রিয় সহকারিকারণ ও সংস্কারকে) প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত ও চৈত্ত অর্থাৎ নীলাদিজ্ঞান ও সুখাদির উৎপত্তি হয়—তোমার এই প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয়। আর নির্হেতুক অর্থাৎ বিনা কারণে কার্য্যের উৎপত্তি হইলে প্রতিবন্ধক না থাকায় সকল কার্য্যই সকল স্থানে উৎপন্ন হউক। আর যদি বল—উত্তরক্ষণের উৎপত্তি পর্য্যন্ত পূর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে হেতু ও ফলের অর্থাৎ কারণ ও কার্য্যের যৌগপদ্য হয় অর্থাৎ একত্র স্থিতি হয়। তাহা হইলেও প্রতিজ্ঞার উপরোধ হয় অর্থাৎ ভঙ্গ হয়, অর্থাৎ সকল সংস্কার অর্থাৎ কার্য্যই ক্ষণিক তোমার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় ।২১

ভামতী।

নীলাভাসস্য হি চিত্তস্য নীলাৎ আলম্বনপ্রত্যয়াৎ নীলাকারতা। সমনন্তরপ্রত্যয়াৎ পূর্ব্ববিজ্ঞানাৎ বোধরূপতা। চক্ষুষঃ অধিপতিপ্রত্যয়াৎ রূপগ্রহণপ্রতিনিয়মঃ। আলোকাৎ সহকারিপ্রত্যয়াৎ হেতোঃ স্পষ্টার্থতা, এবং সুখাদীনাম্ অপি চৈত্তানাং চিত্তাভিন্নহেতুজানাং চত্বারি এতান্যেব কারণানি। সেয়ং প্রতিজ্ঞা চতুবিধান্ হেতূন্ প্রতীত্য চিত্তচৈত্তা উৎপদ্যন্তে ইতি অভাবকারণত্বে উপরুধ্যেত। "অথ উত্তরক্ষণোৎপত্তিং যাবৎ অবতিষ্ঠতে" ইতি। উৎপত্তিঃ উৎপদ্যমানাৎ ভাবাৎ অভিন্না, তথাচ ক্ষণিকত্বহানিঃ ইতি প্রতিজ্ঞাহানিঃ ।২১

বেদান্তকল্পতরুঃ।

প্রতিজ্ঞোপরোধং ব্যাখ্যাতুং চতুর্বিধানিত্যাদি-প্রতিজ্ঞাং বৌদ্ধীয়াং ভাষ্যোক্তাং দর্শয়তি—"নীলাভাসস্যে"ত্যাদিনা। তত্র তাবৎ চতুর্ণাং কারণানাম্ একস্মিন্ নীলপ্রত্যয়ে সমুচ্চয়েন কারণত্বসিদ্ধ্যর্থং স্বরূপভেদঃ প্রদর্শ্যতে। আলম্বনং চ তৎ প্রত্যয়ঃ কারণং চ ইতি তথোক্তম্ উদিতস্য জ্ঞানস্য রসাদিসাধারণ্যে প্রাপ্তে রূপনিয়ামকং চক্ষুঃ অধিপতিঃ, লোকে নিয়ামকস্য অধিপতিত্বাৎ ইতি। এবং চিত্তানাং জ্ঞানানাং চতুর্ভ্যো উৎপত্তিম্ উক্ত্বা চৈত্তানাম্ অপি দর্শয়তি—"এবমি"তি। সুখং জ্ঞানং, মনোজন্যত্বে সতি অপরোক্ষত্বাৎ, সম্মতবৎ ইত্যর্থঃ। অপরোক্ষত্বম্ অদৃষ্টাদিব্যাবৃত্ত্যর্থম্। একবিধসামগ্রীজত্বেন চিত্তসম্বন্ধো বৌদ্ধশাস্ত্রে চৈত্তশব্দার্থঃ। চত্বারি এতানি কারণানি। অতএব চিত্তাভিন্নহেতুজত্বম্। উত্তরক্ষণোৎপত্তিকালে পূর্ব্বক্ষণস্থিতৌ অপি ন স্থায়িত্বং সিধ্যতি। একক্ষণেঽপি উভয়সত্ত্বাৎ উত্তরক্ষণস্য

---

* এস্থলে "প্রতিজ্ঞোপরোধঃ" এবং "যৌগপদ্যম্" এই প্রথমমান্ত পদদ্বয় থাকাতেও অধিকরণ আরম্ভ হইল না। কারণ, নিষেধার্থক পদ প্রথমান্ত হয় নাই। যথা—"নাভাব উপলব্ধেঃ" (২৮ সূত্র) এবং "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" (৩৩ সূত্রে) ইত্যাদি সূত্রে এই পাদের এতাদৃশ বিশেষ প্রকৃতি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত "অসতি" পদের অর্থ "না থাকায়" এইরূপ হওয়ায় ইহা 'ইতি চেৎ ন" এই শব্দঘটিত সূত্রজাতীয় হইতেছে এবং ইহাতে পূর্ব্ব সূত্রের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়। এজন্য এস্থলে পৃথক্ অধিকরণ আরম্ভ হইল না।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ।২২ *

বেদান্তকল্পতরুঃ।

দ্বিতীয়ক্ষণো ভবতু ইতি আশঙ্ক্য আহ—"উৎপত্তিঃ" ইতি। ভূতিতৎকর্ত্রো‌ঃ অভেদোপগমাৎ উত্তরভাবক্ষণতদুৎপত্তী অভিন্নে। তথাচ পূর্ব্বক্ষণস্য উত্তরক্ষণং যাবৎ অবস্থিতৌ স্থায়িত্বম্ ইত্যর্থঃ ।২১

ভামতীর অনুবাদ।

নীলাভাস অর্থাৎ নীলজ্ঞানরূপ চিত্ত নীলবস্তুরূপ আলম্বনপ্রত্যয় অর্থাৎ বিষয়রূপ কারণ হইতে নীল আকার হয়। পূর্ব্বজ্ঞানরূপ সমনন্তর প্রত্যয় অর্থাৎ অতি নিকটবর্ত্তি কারণ হইতে বোধরূপ হয়। চক্ষুরূপ অধিপতি প্রত্যয় অর্থাৎ কারণ হইতে রূপেরই জ্ঞান হয়। আলোকরূপ সহকারিকারণ হইতে বস্তুর স্পষ্ট জ্ঞান হয়। এইরূপ চিত্তরূপ হেতু হইতে উৎপন্ন চৈত্ত সুখাদিরও এই চারিটিই কারণ। সেই এই প্রতিজ্ঞা—চারি প্রকার হেতুকে প্রাপ্ত হইয়া চিত্ত ও চৈত্ত সকল উৎপন্ন হয়, ইহা—অভাবকে কারণ বলিলে বাধাপ্রাপ্ত হইবে। **অথ উত্তরক্ষণোৎপত্তিং যাবৎ অবতিষ্ঠতে** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—উৎপত্তি উৎপদ্যমান পদার্থ হইতে ভিন্ন নহে, এবং তাহা হইলে ক্ষণিকত্বের হানি হইল—ইহাই প্রতিজ্ঞাহানি ।২১

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ।২২

অপিচ বৈনাশিকাঃ কল্পয়ন্তি বুদ্ধিবোধ্যং ত্রয়াৎ অন্যৎ সংস্কৃতং ক্ষণিকং চ ইতি। তদপি চ ত্রয়ং প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধৌ আকাশং চ ইতি আচক্ষতে। ত্রয়ম্ অপিচ এতৎ অবস্তু অভাবমাত্রং নিরুপাখ্যম্ ইতি মন্যতে।

বুদ্ধিপূর্ব্বকঃ কিল বিনাশঃ ভাবানাং প্রতিসংখ্যানিরোধো নাম ভাষ্যতে, তদ্বিপরীতঃ অপ্রতিসংখ্যানিরোধঃ, আবরণাভাবমাত্রম্ আকাশম্ ইতি। তেষাম্ আকাশং পরস্তাৎ প্রত্যাখ্যাস্যতি। নিরোধদ্বয়ম্ ইদানীং প্রত্যাচষ্টে। প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধয়োঃ অপ্রাপ্তিঃ অসম্ভবঃ ইত্যর্থঃ। কস্মাৎ? অবিচ্ছেদাৎ। এতৌ হি প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধৌ সন্তানগোচরৌ বা স্যাতাং ভাবগোচরৌ বা? ন তাবৎ সন্তানগোচরৌ সম্ভবতঃ, সর্বেষু অপি সন্তানেষু সন্তানিনাম্ অবিচ্ছিন্নেন হেতুফলভাবেন সন্তানবিচ্ছেদস্য অসম্ভবাৎ। নাপি ভাবগোচরৌ সম্ভবতঃ। ন হি ভাবানাং নিরন্বয়ো নিরুপাখ্যো বিনাশঃ সম্ভবতি, সর্ব্বাসু অপি অবস্থাসু প্রত্যভিজ্ঞানবলেন অন্বয্যবিচ্ছেদদর্শনাৎ। অস্পষ্টপ্রত্যভিজ্ঞানাসু অপি অবস্থাসু ক্বচিৎ দৃষ্টেন অন্বয্যবিচ্ছেদেন অন্যত্রাপি তদনুমানাৎ। তস্মাৎ পরপরিকল্পিতস্য নিরোধদ্বয়স্য অনুপপত্তিঃ ।২২

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—বৌদ্ধগণ যে দুই প্রকার বিনাশ স্বীকার করেন, যথা—**প্রতিসংখ্যানিরোধ** অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক বস্তুর বিনাশ, এবং **অপ্রতিসংখ্যানিরোধ** অর্থাৎ যাহার জ্ঞানপূর্ব্বক বিনাশ হয় না অর্থাৎ যাহার স্বয়ং বিনাশ হয়। এই দুইপ্রকার বিনাশেরই **অপ্রাপ্তি** অর্থাৎ সম্ভব নাই **অবিচ্ছেদাৎ** অর্থাৎ কারণ, কোন বস্তুরই বিচ্ছেদ হয় না।

ভাষ্যার্থ—আরও বৌদ্ধগণ কল্পনা করেন যে, তিনটী ব্যতীত যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই সংস্কৃত অর্থাৎ উৎপন্ন এবং ক্ষণিক। আর সেই তিনটি—প্রতিসংখ্যানিরোধ, অপ্রতিসংখ্যানিরোধ এবং

---

* এখানে "প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিঃ" এইরূপ নিষেধার্থক প্রথমান্তপদ থাকায় ইহা অধিকরণ আরম্ভকসূত্র হওয়া উচিত ছিল। কারণ, "সমুদায়ে উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ" এই (১৮শ) অনুরূপ পূর্ব্ববর্ত্তীসূত্রে অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এখানে "অপ্রাপ্তিঃ" পদের পর "অবিচ্ছেদাৎ" এই হেতুপদ থাকায় এবং পরসূত্রে চকারদ্বারা অন্য হেতুর উল্লেখ থাকায় ইহা পৃথক্ অধিকরণ আরম্ভক হইল না। অবশ্য অন্য কোন আচার্য্যই ইহাকে পৃথক্ অধিকরণ করেন নাই। ভাস্কর ভাষ্যে "অবিচ্ছেদাৎ" পদের পরিবর্ত্তে "অসম্ভবঃ" পাঠ আছে।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ।২২

ভাষ্যানুবাদ।

আকাশ, ইহা বলেন। আর এই তিনটিই অবস্তু, অভাবমাত্র, * নিরুপাখ্য অর্থাৎ নিঃস্বরূপ-তুচ্ছ,—ইহাই তাঁহারা মনে করেন।

ভাবসকলের অর্থাৎ বস্তুসকলের যে বুদ্ধিপূর্ব্বক বিনাশ, অর্থাৎ এই বস্তুটিকে বিনাশ করিব, এইরূপ জ্ঞানপূর্ব্বক যে বিনাশ, তাহাকে প্রতিসংখ্যানিরোধ বলে। তাহার বিপরীত বিনাশকে অর্থাৎ স্বভাবতঃই বস্তুর যে বিনাশ হয়, সেই বিনাশকে অপ্রতিসংখ্যানিরোধ বলে। আবরণের অভাবমাত্রকে আকাশ বলে। তাহাদের মধ্যে আকাশকে পরে খণ্ডন করিবেন। + এক্ষণে নিরোধদ্বয়ের খণ্ডন করিতেছেন। অর্থাৎ **প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধের অপ্রাপ্তি** হয়, অর্থাৎ সম্ভাবনা নাই। ইহার কারণ কি, অর্থাৎ কেন অসম্ভব? তদুত্তরে বলা হইল **অবিচ্ছেদাৎ** অর্থাৎ যেহেতু বিচ্ছেদ হয় না। কারণ, এই প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ কি সন্তানগোচর হইবে। অর্থাৎ পদার্থের কার্য্যকারণভাবে যে প্রবাহ চলে, সেই প্রবাহবিষয়ক হইবে? অথবা ভাবগোচর হইবে? অর্থাৎ একএকটি পদার্থবিষয়ক হইবে? তন্মধ্যে সন্তানবিষয়ক সেই নিরোধদ্বয় সম্ভব হয় না; কারণ, সকল সন্তানেই অর্থাৎ সকল ধারাতেই সন্তানীর অর্থাৎ প্রবাহের অন্তর্গত একএকটি বস্তুর অবিচ্ছিন্নরূপে অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে কার্য্যকারণভাব হওয়ায় সন্তানবিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই। (ভামতীর অনুবাদ দ্রষ্টব্য) আর ভাবগোচরও সেই নিরোধদ্বয় হয় না, অর্থাৎ একএকটি পদার্থবিষয়ক, ঐ দুইপ্রকার নিরোধও সম্ভব হয় না। কারণ, কোন বস্তুরই নিরন্বয় বিনাশ সম্ভব হয় না। অতএব নিরুপাখ্য বিনাশ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ হওয়া রূপ বিনাশও সম্ভব হয় না। কারণ,

---

* এই তিনটীকে অভাবাত্মক বস্তু বলিতে বুদ্ধ এবং পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ ইচ্ছা করেন নাই। বৈভাষিকমতে এই তিনটী নিত্য, সৌত্রান্তিকমতে কিন্তু কল্পিত। বিজ্ঞানবাদীর মতে ইহারাও বিজ্ঞানস্বরূপ ও ক্ষণিক, আর শূন্যবাদীর মতেও ইহারা কল্পিত, ইহাদের সাংবৃতিক অর্থাৎ ব্যাবহারিক সত্ত্ব আছে, কিন্তু পরমার্থতঃ ইহারাও নাই অর্থাৎ শূন্য। শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহ গ্রন্থে ইহাদের খণ্ডনের খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধমতের মণ্ডন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সেখানে বৈভাষিকমতে ইহাদিগকে জলধারার নিরোধে জলের ন্যায় ভাববস্তু বলিবার জন্য আগ্রহ করা হইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়—বৈদিকগণের আক্রমণের ফলে তাঁহাদের এই চেষ্টার আবির্ভাব হইয়াছে। বস্তুতঃ নিরোধদ্বয়কে অভাব বলাই প্রাচীন বৌদ্ধগণের লক্ষ্য ছিল। কারণ, নিরোধশব্দদ্বারা ইহারা যে সমুদায়ের ধ্বংসস্বরূপ, তাহাই স্পষ্ট বোধ হয়। তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর ধ্বংস হইলে ইহাদের নিত্যতাও সিদ্ধ হয়। কারণ, ধ্বংসের ধ্বংস নাই। কিন্তু এই মতই সূত্রকার খণ্ডন করেন বলিয়া বুদ্ধদেব হইতে শান্তরক্ষিত প্রভৃতি পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ ইহার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। বস্তুতঃ ইহাদিগকে ভাববস্তু বলিলে এই মত নিতান্ত অযৌক্তিকই হয়। কারণ, ভাববস্তু বলিলে যে যুক্তির দ্বারা বৈশেষিকমত খণ্ডিত হইয়াছে, সেই যুক্তির দ্বারাও ইহারা খণ্ডিত হইবে। আকাশের ভাবাভাবত্বসম্বন্ধে ২৪শ সূত্রের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

\+ ভাষ্যে "প্রত্যাখ্যাস্যতি" পদ দেখিয়া মনে হয়, এই বৌদ্ধমতখণ্ডন সূত্রকারেরই খণ্ডন। ভাষ্যকার যেখানে নিজে কিছু বলেন, সেখানে উত্তমপুরুষের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"প্রদর্শয়িষ্যাম" ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, সূত্রকারের সময় একটা বৌদ্ধমত ছিল। ইহারই কথা মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণাদিতে আছে। এজন্য যাঁহারা ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধমত থাকায় ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থ বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী বলেন, তাঁহাদের কথা অসঙ্গত। বৌদ্ধগণও বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ২২ জন বুদ্ধ স্বীকার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর তত্ত্বসংগ্রহ গ্রন্থে বৌদ্ধ শান্তরক্ষিত বেদের "নিমিত্ত" নামক শাখায় সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের উল্লেখ আছে বলিয়াছেন, বরোদা সংস্করণ ৯০৮-১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বেদান্তসার গ্রন্থে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদের মূলভূত শ্রুতি উদ্ধৃত হইতে দেখা যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শবরভাষ্যেও ১।১।৫ম অধিকরণে বৌদ্ধগণ আত্মপ্রত্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া বৃহদারণ্যক উপনিষদের "বিজ্ঞানঘন এব এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তান্যেব অনুবিনশ্যতি ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি"—এই বচনটী প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন এবং বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী উপবর্ষাচার্য্য তাহার খণ্ডন করিতেছেন। এজন্য বেদোক্ত বৌদ্ধমত ব্রহ্মসূত্রের সময় ছিল, আর তাহাই সূত্রকার খণ্ডন করিয়াছেন। পুরাণেও শুদ্ধোদনপুত্র বুদ্ধ ভিন্ন ব্রাহ্মণ-বুদ্ধ, অঞ্জনসুত বুদ্ধ, বিষ্ণুশরীরোদ্ভূত মায়ামোহরূপ বুদ্ধ প্রভৃতি অন্য বুদ্ধের কথাও আছে। এই বেদোক্ত সর্ব্বজ্ঞবুদ্ধের মতকে সর্ব্বজ্ঞ কপিলের মতের ন্যায় বেদান্তিগণ বেদে পূর্ব্বপক্ষরূপে উক্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আর তাহারই খণ্ডন করায় ব্রহ্মসূত্রে সর্ব্বত্র যে শ্রুতিসঙ্গতি আছে, তাহা এস্থলে রক্ষিত হইল। ব্রহ্মসূত্রে এমন কোন কথা থাকিতে পারে না, যাহাতে শ্রুতিসঙ্গতি নাই। যেহেতু ব্রহ্মসূত্র উপনিষদ্ মীমাংসার জন্যই রচিত। এই বেদোক্ত বৌদ্ধমতই গৌতম বুদ্ধ গ্রহণ করিয়া তাহার সংস্কারসাধন করিলেও বেদের নিন্দা করায় তিনি বেদবাহ্য হইয়াছেন। কিন্তু তথাপি শাক্যসিংহ ও পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ বৈদিক বৌদ্ধমতেরই বিস্তার সাধন করিয়াছেন বলিয়া সেই বৌদ্ধমতের বিবৃতির জন্য ভাষ্যকার পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। কপিল বেদ মানিলেও অংশতঃ অবৈদিক হইয়াছেন। ফলতঃ বুদ্ধের শিষ্যসম্প্রদায় আবার নিজ গুরুর মতের বিকৃত করেন; কারণ, তাঁহারা পরস্পরে বিরুদ্ধমতবাদী হইয়াছেন। বস্তুতঃ সূত্রকার বেদোক্ত বুদ্ধমতের খণ্ডন করিয়াছেন, আর ভাষ্যকার বেদোক্ত বৌদ্ধমত ও শাক্যসিংহীয় বৌদ্ধমত উভয়ই খণ্ডন করিয়াছেন। যেহেতু বেদোক্ত পূর্ব্বপক্ষভূত বৌদ্ধমতেরই ইঁহারা কোথাও পুষ্টিসাধন এবং কোথাও বিকৃতিসাধন করিয়াছেন। আর সূত্রার্থমধ্যে পরবর্ত্তী বৌদ্ধমত খণ্ডন না করায়, এই ব্যাখ্যা যে সম্প্রদায়লব্ধ তাহাও বুঝা গেল। মহাভারতেও বৌদ্ধমতখণ্ডন আছে (শাঃ মোঃ ২১৮ অঃ)। তথায় "কেচিৎ" পদদ্বারা উক্তমতের অবতারণা করা হইয়াছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ তথায় পরবর্ত্তী বৌদ্ধমতের বিবৃতি করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এজন্য ব্রহ্মসূত্র বুদ্ধের পরবর্ত্তী নহে, এবং বৌদ্ধমতও প্রাচীন বৌদ্ধমতের পরিপুষ্টিবিশেষ।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ।২২

ভাষ্যানুবাদ।

সকল অবস্থাতেই প্রত্যভিজ্ঞাবলে, অন্বয়ীর অবিচ্ছেদ দেখা যায়, অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া অর্থাৎ পিণ্ড কপাল ঘট প্রভৃতি সকল অবস্থাতেই মৃত্তিকা এইরূপ দেখা যায় বলিয়া, অন্বয়ীর অর্থাৎ সকল অবস্থায় অনুগত মৃত্তিকাদির বিচ্ছেদ হয় না, দেখা যায়। আর অস্পষ্টপ্রত্যভিজ্ঞান-অবস্থা-সকলেও অর্থাৎ যে সকল অবস্থায় প্রত্যভিজ্ঞান স্পষ্ট হয় না, সেখানেও ক্বচিদ্দৃষ্ট অন্বয়ীর অবিচ্ছেদদ্বারা অর্থাৎ কোন কোন স্থলে যথা ঘটাদিতে অন্বয়ী-মৃত্তিকাদির অবিচ্ছেদ দেখা যায় বলিয়া অন্যত্রও অর্থাৎ যেখানে বিচ্ছেদ দেখা যায়, সেস্থলেও সেই অবিচ্ছেদের অনুমান হয়। অতএব বৌদ্ধকল্পিত নিরোধদ্বয় অসঙ্গত ।২২

ভামতী।

ভাবপ্রতীপা সংখ্যা বুদ্ধিঃ প্রতিসংখ্যা, তয়া নিরোধঃ প্রতিসংখ্যানিরোধঃ। সন্তম্ ইমম্ অসন্তং করোমি ইত্যেবমাকারতা চ বুদ্ধেঃ ভাবপ্রতীপত্বম্। এতেন অপ্রতিসংখ্যানিরোধোঽপি ব্যাখ্যাতঃ। সন্তানগোচরো বা নিরোধঃ? সন্তানিক্ষণগোচরো বা? ন তাবৎ সন্তানস্য নিরোধঃ সম্ভবতি। হেতুফলভাবেন হি ব্যবস্থিতাঃ সন্তানিন এব উদয়ব্যয়ধর্ম্মাণঃ সন্তানঃ। তত্র যোঽসৌ অন্ত্যঃ সন্তানী, যন্নিরোধাৎ সন্তানোচ্ছেদেন ভবিতব্যং, স কিং ফলং কিঞ্চিৎ আরভতে ন বা? আরভতে চেৎ, নান্ত্যঃ। তথাচ ন সন্তানোচ্ছেদঃ। অনারম্ভে তু ভবেৎ অন্ত্যঃ কিন্তু স্যাৎ অসন্; অর্থক্রিয়াকারিতায়াঃ সত্ত্বলক্ষণস্য বিরহাৎ। তদসত্ত্বে তজ্জনকম্ অপি অসজ্জনকত্বেন অসৎ ইত্যনেন ক্রমেণ অসন্তঃ সর্ব্বে এব সন্তানিনঃ ইতি তৎসন্তানঃ নিতরাম্ অসন্, ইতি কস্য প্রতিসংখ্যয়া নিরোধঃ। ন চ সভাগানাং সন্তানিনাং হেতুফলভাবঃ সন্তানঃ, তস্য বিসভাগোৎপাদঃ নিরোধঃ, বিসভাগোৎপাদক এব চ ক্ষণঃ সন্তানস্য অন্ত্যঃ। তথা সতি রূপবিজ্ঞানপ্রবাহে রসাদিবিজ্ঞানোৎপত্তৌ সন্তানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। কথঞ্চিৎসারূপ্যে বা বিসভাগেঽপি অন্ততঃ সত্তয়া তৎ অস্তি ইতি ন সন্তানোচ্ছেদঃ। তৎ অনেন অভিসন্ধিনা আহ—"সর্ব্বেষু অপি সন্তানেষু সন্তানিনাম্ অবিচ্ছিন্নেন হেতুফলভাবেন সন্তানবিচ্ছেদস্য অসম্ভবাৎ" ইতি।

"নাপি ভাবগোচরৌ সম্ভবতঃ" প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধৌ। অত্র তাবৎ উৎপন্ন-মাত্রাপ্রবৃত্তস্য ভাবস্য ন প্রতিসংখ্যানিরোধঃ সম্ভবতি, তস্য পুরুষপ্রযত্নাপেক্ষাভাবাৎ ইতি অস্ত্যেব দূষণং, তথাপি দোষান্তরম্ উভয়স্মিন্ অপি নিরোধে ব্রূতে—"ন হি ভাবানাম্" ইতি। যতঃ নিরন্বয়ঃ বিনাশঃ ন সম্ভবতি, অতঃ নিরুপাখ্যোঽপি ন সম্ভবতি তেনৈব অন্বয়িনা রূপেণ ভাবস্য নষ্টস্যাপি উপাখ্যেয়ত্বাৎ। নিরন্বয়বিনাশাভাবে হেতুম্ আহ—"সর্ব্বাসু অপি অবস্থাসু" ইতি। যৎ যদন্বয়িরূপং তৎ তৎপরমার্থসদ্ভাবঃ। অবস্থাস্তু বিশেষাখ্যা, উপজনাপায়ধর্ম্মাণঃ, তাসাং সর্ব্বাসাম্ অনির্ব্বচনীয়তয়া স্বতঃ ন পরমার্থসত্ত্বম্। অন্বয়ি এব তু রূপং তাসাং তত্ত্বম্। তস্য চ সর্ব্বত্র প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাৎ ন বিনাশঃ, ইতি অবস্থাবতঃ অবিনাশাৎ ন অবস্থানাং নিরন্বয়ো বিনাশ ইতি। তাসাং তত্ত্বস্য অন্বয়িনঃ সর্ব্বত্র অবিচ্ছেদাৎ।

স্যাদেতৎ, মৃৎপিণ্ড-মৃদ্ঘট-মৃৎকপালাদিষু সর্ব্বত্র মৃৎতত্ত্বপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ ভবতু এবম্। তপ্তোপলতলপতিতনষ্টস্য তু উদবিন্দোঃ কিম্ অস্তি রূপম্ অন্বয়ি প্রত্যভিজ্ঞায়মানং, যেন অস্য ন নিরন্বয়ো নাশঃ স্যাৎ, ইত্যত আহ—"অস্পষ্টপ্রত্যভিজ্ঞানাসু অপি" ইতি। অত্রাপি তৎ তোয়ং তেজসা মার্ত্তণ্ডমণ্ডলম্ অম্বুদত্বায় নীয়তে ইতি অনুমেয়ং, মৃদাদীনাম্ অন্বয়িনাম্ অবিচ্ছেদদর্শনাৎ। শক্যং তু তত্র বক্তুম্—

উদবিন্দৌ চ সিন্ধৌ চ তোয়ভাবো ন ভিদ্যতে।
বিনষ্টেঽপি ততো বিন্দাবস্তি তস্যান্বয়োঽম্বুধৌ॥

তস্মাৎ ন কশ্চিদপি নিরন্বয়ো নাশ ইতি সিদ্ধম্ ।২২

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ।২২

বেদান্তকল্পতরুঃ।

প্রতিশব্দঃ প্রাতিলোম্যার্থঃ, সংখ্যাশব্দঃ বুদ্ধিবচনঃ ইতি ব্যাচষ্টে—"ভাবে"তি। "প্রতীপা" বিরোধিনী। নন্বন্ত্যসন্তানিনঃ ন ফলানারম্ভকত্বং, যতঃ অসত্ত্বাপত্তিঃ। ন চ ফলারম্ভে সন্তানানুচ্ছেদঃ, ন হি হেতুফলভাবমাত্রং সন্তানঃ, কিন্তু সজাতীয়ানাং হেতুফলভাবঃ, তত্র বিরুদ্ধবিজাতীয়ক্ষণোৎপত্তৌ অপি সজাতীয়হেতুফলভাবরূপসন্তানঃ নিবর্ত্ততে, ইতি আশঙ্ক্য আহ—"ন চ সভাগানাম্" ইতি। হেতুম্ আহ—"তথা সতি" ইতি। সাদৃশ্যং হি সন্তানিনাং জ্ঞানানাং তুল্যজাতীয়বিষয়ত্বেন। বিষয়াণাং চ তুল্যজাতীয়ত্বং কিম্ অপরজাত্যা উত পরজাত্যা? নাদ্যঃ, চৈত্তসন্তানে অনুবর্ত্তমানে এব রূপজ্ঞানসন্তানবিরমে রসজ্ঞানোদয়ে সন্তানোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ ইত্যুক্ত্বা দ্বিতীয়ং দূষয়তি—"কথঞ্চিৎ" ইতি। সত্তয়া জাত্যা তৎসারূপ্যম্ অস্তি ইতি সোপপ্লবসন্তানোপরমে সতি বিশুদ্ধসন্তানোদয়েঽপি ন সন্তানোচ্ছেদঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। সন্তানগোচরৌ নিরোধৌ ভাবগোচরৌ বা ইতি বিকল্প্য আদ্যং নিরস্য দ্বিতীয়ং নিরস্যতি—"নাপি ভাবগোচরৌ" ইতি। ভাষ্যগতনিরন্বয়-নিরুপাখ্যত্বপদয়োঃ হেতুহেতুমদ্‌ভাবম্ আহ—"যত" ইতি। অপরিশিষ্যমাণরূপত্বং নিরন্বয়ত্বম্, অসত্ত্বম্ নিরুপাখ্যত্বম্। নন্বু যস্য ঘটাদেঃ বিনাশঃ স ন অন্বয়ী, যস্য তু সামান্যস্য অন্বয়ঃ তৎ ন নশ্যতি, তৎ কথং সান্বয়ত্বং নাশস্য অত আহ—"যৎ যদন্বয়িরূপম্" ইতি। তপ্তশিলাতলপতিতস্য উদবিন্দোঃ দৃশ্যমানান্বয়িরূপাভাবম্ অঙ্গীকৃত্য অনুমানাৎ অন্বয়ঃ সমর্থিতঃ, ইদানীং প্রত্যক্ষেণ অনুবৃত্তিম্ আহ—"শক্যং তু" ইতি। উদবিন্দৌ উপলতলপতিতে, সিন্ধৌ সমুদ্রে চ তোয়ভাবঃ তোয়ত্বসামান্যং ন ভিদ্যতে। তস্মাৎ উদবিন্দৌ বিনষ্টেঽপি তস্য বিন্দোঃ সামান্যরূপেণ অম্বুধৌ অস্তি অন্বয়ঃ ইতি আন্তরশ্লোকস্য অর্থঃ।২২

ভামতীর অনুবাদ।

ভাব অর্থাৎ বস্তু তাহার প্রতীপ অর্থাৎ প্রতিকূল যে সংখ্যা অর্থাৎ বুদ্ধি, তাহার নাম প্রতিসংখ্যা তাহার দ্বারা যে নিরোধ অর্থাৎ বিনাশ, তাহার নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ। বিদ্যমান এই বস্তুকে অবিদ্যমান করিব—বুদ্ধির এই প্রকার অবস্থাকে ভাবপ্রতীপত্ব বলে। ইহার দ্বারাই অপ্রতিসংখ্যানিরোধও ব্যাখ্যা করা হইল। নিরোধটী কি সন্তানগোচর হইবে, অর্থাৎ কার্য্যকারণভাবে বস্তুর যে প্রবাহ চলিতেছে, তাহার হইবে? অথবা নিরোধটী সন্তানিক্ষণগোচর হইবে? অর্থাৎ সন্তানী—একএকটী বস্তুর নিরোধ হইবে? কিন্তু সন্তানের নিরোধ সম্ভব নহে; কারণ, হেতুফলভাবে অর্থাৎ কার্য্যকারণভাবে ব্যবস্থিত অর্থাৎ বিদ্যমান উদয়ব্যয়ধর্ম্মা অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশীল সন্তানীসকলই সন্তান নামে অভিহিত হয়। তাহার মধ্যে অন্ত্য অর্থাৎ সকলের শেষে উৎপন্ন হয় যে সন্তানী—যাহার বিনাশবশতঃ সন্তানের উচ্ছেদ হইবে, সেই সন্তানী কোন ফল আরম্ভ অর্থাৎ উৎপন্ন করে কিনা? যদি উৎপন্ন করে, তাহা হইলে সে অন্ত্য অর্থাৎ সকলের শেষে বর্ত্তমান হইবে না, এবং তাহা হইলে সন্তানের উচ্ছেদ হইবে না। আর যদি কোন ফল উৎপন্ন না করে, তাহা হইলে সে অন্ত্য হইবে বটে, কিন্তু অসৎ হইবে, অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না। কারণ, তাহার (তোমার অভিপ্রেত) অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সত্তা নাই। তাহা অসৎ হইলে অসতের জনক বলিয়া তাহার কারণও অসৎ হইবে—এই প্রকারে সকল সন্তানীই অসৎ হইবে, অতএব সেই সন্তানীর সন্তানও একেবারেই অসৎ হইবে। অতএব প্রতিসংখ্যার দ্বারা কাহার নিরোধ হইবে? আর সভাগ অর্থাৎ সজাতীয় সন্তানীসকলের কার্য্যকারণভাবই সন্তান, তাহার বিসভাগ অর্থাৎ বিজাতীয় সন্তানীর উৎপাদই নিরোধ, এবং বিজাতীয় সন্তানীর উৎপাদকক্ষণই সন্তানের অন্ত্যক্ষণ—ইহা বলিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে রূপবিজ্ঞানপ্রবাহের মধ্যে রসজ্ঞানের উৎপত্তি হইলে সন্তানের উচ্ছেদ হইয়া পড়ে। আর যদি যে কোনপ্রকার সারূপ্য অর্থাৎ সাদৃশ্য থাকিলেই সন্তান থাকে, তাহা হইলে বিজাতীয় সন্তানীতেও অন্ততপক্ষে সত্তার দ্বারা সারূপ্য থাকে, অতএব সন্তানের উচ্ছেদ হইবে না। সেইজন্য এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—**সর্ব্বেষু অপি সন্তানেষু** ইত্যাদি।

আর বস্তুর প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ সম্ভব নহে; এখানে (যদিও) উৎপন্ন হইবামাত্র অপ্রবৃত্ত অর্থাৎ প্রবৃত্তিশূন্য যে বস্তু, তাহার প্রতিসংখ্যানিরোধ সম্ভব নহে; কারণ, তাহার পুরুষের প্রযত্নের কোন অপেক্ষা নাই, এই দোষই হয়, তাহা হইলেও **ন হি ভাবানাম্**—এই গ্রন্থে উভয় নিরোধেই অন্যদোষ বলিতেছেন। যেহেতু নিরন্বয় বিনাশ অর্থাৎ যে বিনাশের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, এইরূপ বিনাশ সম্ভব নহে, অতএব নিরুপাখ্য অর্থাৎ তুচ্ছ বা নিঃস্বরূপ হওয়াও সম্ভব নহে। কারণ, সেই অন্বয়িরূপের দ্বারাই অর্থাৎ যে রূপ কার্য্য নষ্ট হইলেও অবশিষ্ট বস্তুতে অনুগত হয়, যেমন ঘটের মৃত্তিকাত্ব, সেই রূপের দ্বারাই বিনষ্ট কার্য্যও উপাখ্যেয় অর্থাৎ নির্ব্বচনীয় অর্থাৎ ব্যবহারের যোগ্য হয়। **সর্ব্বাসু অপি অবস্থাসু** এই গ্রন্থে নিরন্বয় বিনাশ না হওয়ার পক্ষে হেতু বলিতেছেন। যাহা যাহার (ঘটাদিকার্য্যের) অন্বয়িরূপ অর্থাৎ যে রূপ সকল অবস্থাতেই অনুগত হয়, তাহাই তাহার (ঘটাদিকার্য্যের) পরমার্থসদ্‌ভাব অর্থাৎ বাস্তবিক সত্তা। কিন্তু বিশেষাখ্য অর্থাৎ ঘট শরাব ইত্যাদি বিশেষনামযুক্ত অবস্থাসকল উপজনাপায়ধর্ম্মা অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশশীল, সেই সকল অবস্থাই অনির্ব্বচনীয় বলিয়া স্বভাবতই তাহারা বাস্তবিক সত্য নহে।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

উভয়থা চ দোষাৎ।২৩

ভামতীর অনুবাদ।

তাহাদের অন্বয়িরূপই সত্য, এবং সকল অবস্থাতেই তাহার প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া বিনাশ হয় না, এইরূপে অবস্থাবিশিষ্টের বিনাশ না হওয়ায় অবস্থাসকলের নিরন্বয়বিনাশ হয় না। কারণ, তাহাদের অন্বয়িতত্ত্ব অর্থাৎ সর্ব্ববিধ কার্য্যে অনুগত যথার্থ রূপের সকল অবস্থাতেই অবিচ্ছিন্নভাব থাকে।

আচ্ছা—মৃৎপিণ্ড, মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘট, মৃৎকপালাদি সকল অবস্থাতে মৃত্তিকার প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া এরূপ হইতে পারে। কিন্তু উত্তপ্ত শিলার উপর পতিত হইবামাত্র বিনষ্ট জলবিন্দুর প্রত্যভিজ্ঞা হইবার উপযুক্ত অন্বয়িরূপ কি আছে, যেজন্য ইহার নিরন্বয় বিনাশ হইবে না। এইজন্য **অস্পষ্টপ্রত্যভিজ্ঞানাস্বপি** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। এখানেও সেই জল তেজঃদ্বারা মেঘ হইবার জন্য সূর্য্যমণ্ডলে নীত হয়, ইহা অনুমান করিতে হইবে; কারণ, অন্বয়িমৃত্তিকাদির অবিচ্ছেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে ইহা বলিতে পার—

উদবিন্দৌ চ সিন্ধৌ চ তোয়ভাবো ন ভিদ্যতে।
বিনষ্টেঽপি ততো বিন্দাবস্তি তস্যান্বয়োঽম্বুধৌ॥

অর্থাৎ বিন্দুমাত্র জলে এবং সমুদ্রে জলত্বের কোন ভেদ নাই, অতএব বিন্দু নষ্ট হইলেও জলত্বরূপ সামান্যধর্ম্ম-পুরস্কারে সমুদ্রে তাহার অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকে। অতএব কোন বিনাশই নিরন্বয় হয় না।২২

শাঙ্করভাষ্যম্।

উভয়থা চ দোষাৎ।২৩

যোঽয়ম্ অবিদ্যাদিনিরোধঃ প্রতিসংখ্যানিরোধান্তঃপাতী পরপরিকল্পিতঃ স সম্যগ্‌-জ্ঞানাৎ বা সপরিকরাৎ স্যাৎ স্বয়মেব বা। পূর্ব্বস্মিন্ বিকল্পে নির্হেতুকবিনাশাভ্যুপগম-হানিপ্রসঙ্গঃ। উত্তরস্মিংস্তু মার্গোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ। এবম্ উভয়থাপি দোষপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসমিদং দর্শনম্।২৩ ✓

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—তোমার মতে অবিদ্যাবিনাশ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা হয়, অথবা স্বভাববশতই হয়। প্রথমপক্ষে বিনা কারণে অবিদ্যার নাশ হয়, ইহা যে স্বীকার করিয়াছ, তাহা নষ্ট হয়, দ্বিতীয়পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের যে উপায় বলিয়াছ, তাহা বৃথা হয়। **উভয়থা চ** এই উভয়প্রকারেই **দোষাৎ** অর্থাৎ দোষ হয় বলিয়া বৌদ্ধমত অসঙ্গত।

ভাষ্যার্থ—এই যে অবিদ্যাদির বিনাশকে প্রতিসংখ্যানিরোধের অন্তর্গত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা যমনিয়মাদি পরিকর অর্থাৎ সামগ্রীসহকৃত তত্ত্বজ্ঞান হইতে হয়, অথবা স্বভাবশতই হয়? প্রথমপক্ষে বিনা কারণে অবিদ্যার বিনাশ হয়, ইহা যে স্বীকার করিয়াছ, তাহার হানি হয়, এবং দ্বিতীয়পক্ষে মার্গোপদেশ অর্থাৎ জগত ক্ষণিক ইত্যাদি ভাবনা করিতে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনর্থক হইয়া পড়ে, এইরূপ উভয়প্রকারেই দোষের আপত্তি হয় বলিয়া বৌদ্ধমত অসঙ্গত।২৩

ভামতী। *

পরিকরঃ সামগ্রী সম্যগ্‌জ্ঞানস্য যমনিয়মাদিঃ শ্রবণমননাদিশ্চ। মার্গাঃ ক্ষণিকনৈরাত্ম্যাদি ভাবনাঃ। অতিরোহিতম্ অন্যৎ।২৩

বেদান্তকল্পতরুঃ।

মোক্ষাপ্তিহেতুত্বাৎ ভাবনায়া মার্গত্বম্।

ভামতীর অনুবাদ।

পরিকর অর্থাৎ সম্যক্‌জ্ঞানের সামগ্রী, যম নিয়ম ইত্যাদি এবং শ্রবণ মনন ইত্যাদি। মার্গ অর্থাৎ ক্ষণিক ও নৈরাত্ম্যাদি ভাবনা। অর্থাৎ জগতের সকল বস্তুই ক্ষণিক, এবং তাহাদের আত্মা নাই—এইরূপ ভাবনা। অবশিষ্ট ভাষ্য দুর্বোধ নহে।২৩

---

* ইহাতে প্রথমাস্তপদ নাই, সুতরাং ইহা আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গ সূত্রবিশেষ। "চ"কার দ্বারাও তাহাই স্পষ্ট হইতেছে। এই সূত্রটী ভাস্করভাষ্যে নাই।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

আকাশে চাবিশেষাৎ ।২৪ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

আকাশে চাবিশেষাৎ ।২৪

যচ্চ তেষাম্ এব অভিপ্রেতং নিরোধদ্বয়ম্ আকাশং চ নিরুপাখ্যম্ ইতি, তত্র নিরোধদ্বয়স্য নিরুপাখ্যত্বং পুরস্তাৎ নিরাকৃতম্। আকাশস্য ইদানীং নিরাক্রিয়তে। আকাশে চ অযুক্তো নিরুপাখ্যত্বাভ্যুপগমঃ, প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধয়োরিব বস্তুত্বপ্রতিপত্তেঃ অবিশেষাৎ। আগমপ্রামাণ্যাৎ তাবৎ "আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" (তৈঃ ২।১) ইত্যাদি শ্রুতিভ্য আকাশস্য চ বস্তুত্বসিদ্ধিঃ। বিপ্রতিপন্নান্ প্রতি তু শব্দগুণানুমেয়ত্বং বক্তব্যম্। গন্ধাদীনাং গুণানাং পৃথিব্যাদিবস্ত্বাশ্রয়ত্বদর্শনাৎ।

অপিচ আবরণাভাবমাত্রম্ আকাশম্ ইচ্ছতাম্, একস্মিন্ সুপর্ণে পততি আবরণস্য বিদ্যমানত্বাৎ সুপর্ণান্তরস্য উৎপিৎসতঃ অনবকাশত্বপ্রসঙ্গঃ। যত্র আবরণাভাবঃ তত্র পতিষ্যতি ইতি চেৎ? যেন আবরণাভাবঃ বিশিষ্যতে, তৎ তর্হি বস্তুভূতম্ এব আকাশং স্যাৎ, ন আবরণাভাবমাত্রম্।

অপিচ আবরণাভাবমাত্রম আকাশং মন্যমানস্য সৌগতস্য স্বাভ্যুপগমবিরোধঃ প্রসজ্যেত। সৌগতে হি সময়ে

"পৃথিবী ভগবঃ কিংসন্নিশ্রয়া"

ইত্যস্মিন্ প্রশ্নপ্রতিবচনপ্রবাহে পৃথিব্যাদীনাম্ অন্তে—

"বায়ুঃ কিংসংনিশ্রয়ঃ"

ইত্যস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনং ভবতি—

"বায়ুঃ আকাশসংনিশ্রয়ঃ" ইতি।

তৎ আকাশস্য অবস্তুত্বে ন সমঞ্জসম্ স্যাৎ। তস্মাৎ অপি অযুক্তম্ আকাশস্য অবস্তুত্বম্। অপিচ নিরোধদ্বয়ম্ আকাশং চ ত্রয়মপি এতৎ নিরুপাখ্যম্ অবস্তু নিত্যং চ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। ন হি অবস্তুনঃ নিত্যত্বম্ অনিত্যত্বং বা সম্ভবতি, বস্ত্বাশ্রয়ত্বাৎ ধর্ম্মধর্ম্মিব্যবহারস্য। ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে হি ঘটাদিবৎ বস্তুত্বমেব স্যাৎ, ন নিরুপাখ্যত্বম্ ।২৪

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—শ্রুতি ও অনুমানদ্বারা **আকাশে চ** অর্থাৎ আকাশেও পৃথিব্যাদির মত বস্তু বলিয়া বোধ হইবার পক্ষে **অবিশেষাৎ** অর্থাৎ কোন বিশেষ না থাকায় আকাশ নিরুপাখ্য নহে।

ভাষ্যার্থ—আর তাঁহারা যে মনে করেন—নিরোধদ্বয় ও আকাশ নিরুপাখ্য অর্থাৎ নিঃস্বরূপ বা তুচ্ছ, তাহার মধ্যে নিরোধদ্বয় যে নিরুপাখ্য, তাহা পূর্ব্বে নিরাস করা হইয়াছে, এক্ষণে আকাশের নিরুপাখ্যত্ব নিরাস করা হইতেছে। আকাশেও নিরুপাখ্যত্ব স্বীকার করা উচিত নহে; কারণ, প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধের মত বস্তুত্বপ্রতিপত্তির পক্ষে অর্থাৎ বস্তু বলিয়া বোধ হইবার পক্ষে কোন বিশেষ নাই। বেদের প্রামাণ্যবশতঃ যথা—**আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ** অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি শ্রুতি হইতে আকাশ যে বস্তু, তাহা সিদ্ধ হয়। আর বিপ্রতিপন্নের প্রতি অর্থাৎ যাহারা শ্রুতিকে শ্রদ্ধা করে না তাহাদিগকে বলিতে হইবে যে, শব্দরূপ গুণদ্বারা আকাশের অনুমান হয়। কারণ, গন্ধাদি গুণসকল পৃথিব্যাদি বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে—ইহা দেখা যায়।

আরও যাঁহারা আবরণের অভাবমাত্রকে আকাশ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মতে একটি সুপর্ণ অর্থাৎ

* এ সূত্রটীও আরব্ধাধিকরণের অঙ্গসূত্র। কারণ, এখানেও প্রথমান্ত পদ নাই, এবং হেতুর সমুচ্চয়বোধক চকার রহিয়াছে।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[আকাশে চাবিশেষাৎ।২৪]

ভাষ্যানুবাদ।

পক্ষী আকাশে বিচরণ করিলে আবরণ হওয়ায় অন্য পক্ষী উড়িতে ইচ্ছা করিলে তাহার অবকাশ না হউক! অর্থাৎ একটি পক্ষী আকাশে উড়িতে থাকিলে আবরণের অভাব ত থাকিল না, অতএব আবরণের অভাবরূপ আকাশ না থাকায় অপর পক্ষীর উড়িবার অবকাশ থাকিবে না। যদি বল যেখানে আবরণ নাই, সেখানে উড়িবে? তাহা হইলে যাহার দ্বারা আবরণের অভাবকে বিশেষ করিবে, তাহা বস্তুস্বরূপই আকাশ হইবে, কেবল আবরণের অভাব নহে।

আরও যিনি আবরণের অভাবমাত্রকে আকাশ বলিয়া মনে করেন, সেই বৌদ্ধের মতে, তিনি নিজে যাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহারও সহিত বিরোধ হইয়া পড়ে। কারণ, বৌদ্ধমতে—

পৃথিবী ভগবঃ কিংসন্নিশ্রয়া?

"হে ভগবন্! পৃথিবী কাহাকে নিশ্চিতভাবে আশ্রয় করিয়া আছে" ইত্যাদি প্রশ্নোত্তরপ্রবাহে পৃথিব্যাদির শেষে—

বায়ুঃ কিংসন্নিশ্রয়ঃ

"বায়ু কাহাকে নিশ্চিতভাবে আশ্রয় করিয়া আছে" এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে—

বায়ুঃ আকাশসন্নিশ্রয়ঃ

"বায়ু আকাশকে নিশ্চিতভাবে আশ্রয় করিয়া আছে"।* আকাশ যদি বস্তু না হয়, তাহা হইলে তাহা সঙ্গত হয় না। (কারণ, অবস্তু কখনও কাহারও আশ্রয় হইতে পারে না।) অতএব আকাশ বস্তু নহে—ইহা অসঙ্গত।

* এস্থলে "পৃথিবী ভগবঃ কিংসন্নিশ্রয়া, বায়ুঃ কিংসন্নিশ্রয়ঃ, বায়ুরাকাশসন্নিশ্রয়ঃ" ইহার মূল বুদ্ধবাক্য আমরা পাইলাম না। ত্রিপিটকের অন্তর্গত দীঘনিকায় মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রে দেখা যায়, যথা - "অয়ম্ আনন্দ মহাপঠ্‌ঠবী উদকে পতিট্‌ঠিতা, উদকং বাতে পতিট্‌ঠিতম্ বাতো আকাশঠ্‌ঠো হোতি"। মনতুঙ্গ সংস্করণ ৬৬ পৃষ্ঠা। ইহাই আবার নাগসেনকে সম্বোধন করিয়া মিলিন্দ গ্রন্থে আছে। ইহারই সংস্কৃত দিব্যাবদান গ্রন্থেও আছে। কিন্তু ইহা ভূমিকম্পের কারণনির্ণয়প্রসঙ্গে তথায় উক্ত—প্রশ্নপ্রতিবচনরূপে আশ্রয়নির্ণয় প্রসঙ্গে নহে। কিন্তু অভিধর্ম্মকোষের যশোমিত্রের টীকায় আছে "উক্তং হি ভগবতা পৃথিবী ভো গৌতম কুত্র প্রতিষ্ঠিতা? পৃথিবী ব্রাহ্মণ অপ্‌মণ্ডলে প্রতিষ্ঠিতা। অপ্‌মণ্ডলং ভো গৌতম ক প্রতিষ্ঠিতম্? বায়ৌ প্রতিষ্ঠিতম্। বায়ুঃ ভো গৌতম ক প্রতিষ্ঠিতঃ? আকাশে প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশং ভো গৌতম কুত্র প্রতিষ্ঠিতম্? অতিসরসি মহাব্রাহ্মণ, অতিসরসি মহাব্রাহ্মণ, আকাশং ব্রাহ্মণ অপ্রতিষ্ঠিতম্ অনালম্বনমিতি বিস্তরঃ, তস্মাৎ অস্তি আকাশম্ ইতি বৈভাষিকা।" জাপানী সংস্করণ ১ম ভাগ, ১৫ পৃঃ। যাহা হউক এস্থলেও শঙ্করাচার্য্যধৃতপাঠের সহিত কিঞ্চিৎ ভেদ থাকিলেও অর্থ ও প্রসঙ্গের সাম্য আছে। কিন্তু তাহা হইলেও যশোমিত্র আকরগ্রন্থের নাম করিলেন না। সুতরাং কোন্ গ্রন্থ হইতে আচার্য্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা জানা গেল না। ফলতঃ, যাঁহারা আজকাল আচার্য্যের বৌদ্ধমতানভিজ্ঞতা কল্পনা করিয়া বলেন—আচার্য্যকর্ত্তৃক বৌদ্ধমত খণ্ডিত হয় নাই—তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পূর্ব্বতন অনেক টীকাকারেরও এই গ্রন্থের নাম বা সন্ধান জানা নাই, দেখা যাইতেছে। যশোমিত্র ও চন্দ্রকীর্ত্তি প্রভৃতি টীকাকারগণ বৈভাষিকমতে আকাশকে ভাবপদার্থ বলেন। শান্তরক্ষিতও এ বিষয়ে মীমাংসকের আপত্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অনাবরণস্বভাবের স্পষ্ট অর্থ আবরণের অভাবই হয়। আর জড় ভাববস্তুর নিত্যতা অসঙ্গত হয় বলিয়া সূত্রকারের সময় বৌদ্ধগণই ইহাকে অভাবপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। সূত্রকারপ্রভৃতির এই খণ্ডন দেখিয়া বুদ্ধদেবের সময় হইতে ইহাকে ভাবপদার্থ বলা হয়। ভাস্করভাষ্যেও আকাশের বস্তুত্ব প্রমাণিত করিবার জন্য একটী বুদ্ধবচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যথা-

আকাশস্য স্থিতির্যাবদ্ যাবচ্চ জগতঃ স্থিতিঃ। তাবন্মম স্থিতির্ভূয়াজ্ জগদ্দুঃখানি নিঘ্নতঃ॥ (২.২.২৪ ভাষ্য)

এইজন্য প্রাচীন ও বৈদিক বৌদ্ধমত একটী স্বীকার্য্য হয়। এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধমতখণ্ডনে কপিলমতখণ্ডনের ন্যায় ভাষ্যকারকর্ত্তৃক বেদপ্রমাণ উদ্ধৃত হওয়ায় বৈদিকপূর্ব্বপক্ষরূপ বৌদ্ধমতের সত্তাই সিদ্ধ হয়। আকাশের অবস্তুত্বসম্বন্ধে শূন্যবাদীর লঙ্কাবতারসূত্রের (জাপান সংস্করণ ১৭৭ পৃষ্ঠায়) ৩য় পরিচ্ছেদে আছে—

"নির্ব্বাণাকাশনিরোধানাং মহামতে ত্রয়মেব নোপলভ্যতে সংখ্যায়াম্"।

চতুঃশতক ও আর্য্যসচর্য্যাগাথাতেও আকাশের নিরুপাখ্যতা সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। মাধ্যমিককারিকা টীকায় চতুঃশতকবচন, যথা—

"আকাশং শশশৃঙ্গং চ বন্ধ্যায়াঃ পুত্র এব চ। অসন্তশ্চাভিলপ্যন্তে তথা ভাবেষু কল্পনা"॥ ৫২৮ পৃঃ

এবং আর্য্যসচর্য্যাগাথাবচন, যথা —

"আকাশনিশ্রিতসমারুত আপস্কন্ধো তন্নিশ্রিতা মহী পৃথিবী জগচ্চ" ১৬৬।১০ পৃঃ।

আর বৌদ্ধমতের মতভেদদ্বারা সামঞ্জস্য করিতে গেলে বৌদ্ধমতের বিকৃতি তাঁহার শিষ্যগণ কর্ত্তৃক হইয়াছিল ইহাই সিদ্ধ হইবে। এইজন্য মনে হয়, প্রাচীন বৌদ্ধমতের বিকৃতি বা সংস্কার বুদ্ধদেবের দ্বারা হয়, এবং তাঁহার মতও আবার তাঁহার শিষ্যগণের দ্বারা বিকৃত বা সংস্কৃত হয়। আর সেই প্রাচীন বৌদ্ধমতটী সৌত্রান্তিক বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ সাধারণ একটী মতবাদ। কারণ, বিষ্ণুপুরাণের (৩।১৭।৯—৩।১৮।৩৩ শ্লোকে) বৌদ্ধমতটী শ্রীধরস্বামী তদ্রূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং বেদান্তসারে বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদেরই মূলস্বরূপ শ্রুতি প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং সূত্রমধ্যে সৌত্রান্তিক মতখণ্ডন আছে। এস্থলে বুদ্ধবাক্যের দ্বারা বৌদ্ধমতখণ্ডনটী নবীন ও প্রাচীন বৌদ্ধমতের সত্তা যেরূপ সিদ্ধ করে, তদ্রূপ তাহাদের বিরোধও প্রমাণিত করে। অতএব বেদবাক্যদ্বারা সেই বৌদ্ধমত খণ্ডন করায় সেই প্রাচীন বৌদ্ধমতটীই বেদে পূর্ব্বপক্ষরূপ প্রাচীন বৌদ্ধমত বলিতে হয়।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[আকাশে চাবিশেষাৎ ।২৪]

ভাষ্যানুবাদ।

আরও নিরোধদ্বয় ও আকাশ এই তিনটিই তুচ্ছ অবস্তু ও নিত্য—ইহা বিপ্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ বিরুদ্ধ। কারণ, অবস্তুর নিত্যত্ব বা অনিত্যত্ব হওয়া সম্ভব নহে। যেহেতু ধর্ম্মধর্ম্মিব্যবহার বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই হইয়া থাকে। ধর্ম্মধর্ম্মিভাব হইলে ঘটাদির মত আকাশ বস্তুই হইবে—তুচ্ছ নহে ।২৪

ভামতী।

"আকাশে চ অবিশেষাৎ" এতৎ ব্যাচষ্টে—"যচ্চ তেষামি"তি। বেদপ্রামাণ্যে বিপ্রতিপন্নান্ অপি প্রতি শব্দগুণানুমেয়ত্বম্ আকাশস্য বক্তব্যম্। তথাহি—জাতিমত্ত্বেন সামান্যবিশেষসমবায়েভ্যো বিভক্তস্য শব্দস্য অস্পর্শত্বে [জাতিমত্ত্বে চ] সতি বাহ্যৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বেন গন্ধাদিবৎ গুণত্বম্ অনুমিতম্। নায়ম্ আত্মগুণঃ, বাহ্যেন্দ্রিয়গোচরত্বাৎ গন্ধবৎ। অতএব ন মনোগুণঃ, তদ্গুণানাম্ অপ্রত্যক্ষত্বাৎ। ন পৃথিব্যাদিগুণঃ, তদ্গুণগন্ধাদিসাহচর্য্যানুপলব্ধেঃ। তস্মাৎ গুণো ভূত্বা গন্ধাদিবৎ অসাধারণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ যদ্দ্রব্যম্ অনুমাপয়তি, তৎ আকাশং পঞ্চমং ভূতং বস্তু ইতি।

"অপি চ আবরণাভাবমাত্রম্ আকাশম্ ইচ্ছত" ইতি। নিষেধ্য-নিষেধাধিকরণ-নিরূপণাধীননিরূপণো নিষেধঃ ন অসতি অধিকরণনিরূপণে শক্যঃ নিরূপয়িতুম্। তচ্চ আবরণাভাবাধিকরণম্ আকাশং বস্তু ইতি। অতিরোহিত[ার্থ]ম্ অন্যৎ।২৪

বেদান্তকল্পতরুঃ।

শব্দস্য আকাশাশ্রয়ত্বং পরিশেষতঃ সাধয়তি "তথাহি" ইতি। তস্য হি ন তাবৎ দ্রব্যাদিভ্যঃ অন্যত্র প্রসঙ্গঃ। প্রসক্তে চ তেষু ষট্সু অন্তর্ভাবে সামান্যাদিত্রয়ে তাবৎ অনন্তর্ভাবম আহ—"জাতিমত্ত্বেন" ইতি। ত্রয়াণাং নিঃসামান্যরূপত্বাৎ ইত্যর্থঃ। দ্রব্যকর্ম্মণোঃ অনন্তর্ভাবম্ আহ গুণত্বেন শব্দস্য আকাশাশ্রয়ত্বনিশ্চয়ে—"অস্পর্শে"তি। শব্দো গুণঃ জাতিমত্ত্বে সতি বাহ্যৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাৎ গন্ধবৎ ইত্যর্থঃ। "বায়ুঃ স্পার্শনপ্রত্যক্ষঃ" ইতি মতে তস্মিন্ ব্যভিচারাভাবায় –"অস্পর্শত্বে"ক্তিঃ। দিগাদিব্যাবৃত্ত্যর্থম্ "ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যে"তি। দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহ্যদ্রব্যবারণায় "একে"তি। একেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগন্ধত্বাদিজাতেঃ অপাকরণায় –"জাতিমত্ত্বে সতি" ইতি। তথাবিধাত্মব্যুদাসায় বাহ্যেতি উক্তম্ ।২৪

ভামতীর অনুবাদ।

আকাশে চ অবিশেষাৎ এই সূত্রকে **যচ্চ তেষাম্** এই গ্রন্থদ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন। যাহারা বেদের প্রামাণ্যে বিপ্রতিপন্ন অর্থাৎ বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে না, তাহাদিগের প্রতিও শব্দগুণদ্বারা আকাশ অনুমেয়, ইহা বলিতে হইবে। যথা—জাতিবিশিষ্ট বলিয়া সামান্য বিশেষ ও সমবায় হইতে ভিন্ন শব্দ, স্পর্শশূন্য হইয়াও জাতিবিশিষ্ট হইয়া একটিমাত্র বহিরিন্দ্রিয়দ্বারা জানিতে পারা যায় বলিয়া, গন্ধাদির মত গুণ, ইহা অনুমান করা হইয়াছে। এই শব্দ আত্মগুণ নহে; কারণ, ইহা বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য—যেমন গন্ধ। এই জন্যই মনের গুণ নহে; কারণ, মনোগুণগুলি প্রত্যক্ষ হয় না। পৃথিবী প্রভৃতির গুণও নহে; কারণ, তাহাদের গুণ গন্ধাদির সাহচর্য্য অর্থাৎ গন্ধাদির সহিত সমানাধিকরণ বলিয়া উপলব্ধ হয় না। অতএব গুণ হইয়া গন্ধাদির ন্যায় অসাধারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বারা যাহাকে জানিতে পারা যায়, সেই শব্দ, যে দ্রব্যকে অনুমান করাইয়া দিতেছে, তাহা পঞ্চম ভূত—আকাশ বস্তু, অবস্তু নহে।

"অপি চ আবরণাভাবমাত্রম্ আকাশম্ ইচ্ছতঃ" এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—নিষেধ্য-নিষেধাধিকরণনিরূপণাধীননিরূপণ নিষেধটী অর্থাৎ যাহার নিষেধ করা হইতেছে সেই প্রতিযোগীর, এবং নিষেধের যাহা অধিকরণ, তাহার নিরূপণবশতঃ যাহার নিরূপণ অর্থাৎ নিশ্চয় করা হয়, এইরূপ যে নিষেধপদার্থ, তাহা অধিকরণের নিশ্চয় না হইলে নিরূপণ করিতে পারা যায় না, অর্থাৎ কোন স্থানে কোন বস্তুর নিষেধ করিতে হইলে যাহার নিষেধ করা হইতেছে, তাহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক, এবং যেখানে নিষেধ করিতেছি, সেই স্থানেরও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত নিষেধ করা যায় না। যেমন **ভূতলে ঘট নাই** বলিলে ভূতলের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক এবং ঘটেরও জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। ইহা না হইলে ভূতলে ঘট নাই—ইহা বলা যায় না। আর সেই আবরণাভাবের অধিকরণ আকাশ বস্তু। (তুচ্ছ বা নিস্বরূপ নহে) অবশিষ্টভাষ্য দুর্ব্বোধ নহে ।২৪

সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

অনুস্মৃতেশ্চ ।২৫ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

অনুস্মৃতেশ্চ ।২৫

অপি চ বৈনাশিকঃ সর্ব্বস্য বস্তুনঃ ক্ষণিকতাম্ অভ্যুপয়ন্ উপলব্ধুরপি ক্ষণিকতাম্ অভ্যুপেয়াৎ। ন চ সা সম্ভবতি, অনুস্মৃতেঃ। অনুভবম্ উপলব্ধিম্ অনু উৎপদ্যমানং স্মরণমেব অনুস্মৃতিঃ। সা চ উপলব্ধ্রেককর্তৃকা সতী সম্ভবতি, পুরুষান্তরোপলব্ধিবিষয়ে পুরুষান্তরস্য স্মৃত্যদর্শনাৎ। কথং হি 'অহম্ অদঃ অদ্রাক্ষম্ ইদং পশ্যামি' ইতি চ পূর্ব্বোত্তর-দর্শিনি একস্মিন্ অসতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ ?

অপি চ দর্শনস্মরণয়োঃ কর্ত্তরি একস্মিন্ প্রত্যক্ষঃ প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়ঃ সর্ব্বস্য লোকস্য প্রসিদ্ধঃ—অহম্ অদঃ অদ্রাক্ষম্ ইদম্ পশ্যামি ইতি। যদি চ তয়োঃ ভিন্নঃ কর্ত্তা স্যাৎ ততঃ অহম্ অদ্রাক্ষীৎ ইতি প্রতীয়াৎ। ন তু এবং প্রত্যেতি কশ্চিৎ। যত্র এবং প্রত্যয়ঃ তত্র দর্শনস্মরণয়োঃ ভিন্নমেব কর্ত্তারং সর্ব্বলোকঃ অবগচ্ছতি—স্মরামি অহম্ অসৌ অদঃ অদ্রাক্ষীৎ ইতি। ইহ তু অহম্ অদঃ অদ্রাক্ষম্ ইতি দর্শনস্মরণয়োঃ বৈনাশিকোঽপি আত্মানমেব একং কর্ত্তারম্ অবগচ্ছতি। ন নাহম্ ইতি আত্মনো দর্শনং নির্বৃত্তং নিহ্নুতে। যথা অগ্নিঃ অনুষ্ণঃ অপ্রকাশ ইতি বা। তত্র এবং সতি একস্য দর্শনস্মরণলক্ষণক্ষণদ্বয়সম্বন্ধে ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমহানিঃ অপরিহার্য্যা বৈনাশিকস্য স্যাৎ।

তথা অনন্তরাম্ অনন্তরাম্ আত্মন এব প্রতিপত্তিং প্রত্যভিজানন্ এককর্তৃকাম্ আ উত্তমাৎ উচ্ছ্বাসাৎ অতীতাশ্চ প্রতিপত্তীঃ আজন্মনঃ আত্মৈককর্তৃকাঃ প্রতিসন্দধানঃ কথং ক্ষণভঙ্গবাদী বৈনাশিকঃ ন অপত্রপেত।

স যদি ব্রূয়াৎ সাদৃশ্যাৎ এতৎ সংপৎস্যতে ইতি। তং প্রতিব্রূয়াৎ—তেন ইদং সদৃশম্ ইতি দ্বয়ায়ত্তত্বাৎ সাদৃশ্যস্য ক্ষণভঙ্গবাদিনঃ সদৃশয়োঃ দ্বয়োঃ বস্তুনোঃ গ্রহীতুঃ একস্য অভাবাৎ, সাদৃশ্যনিমিত্তং প্রতিসন্ধানম্ ইতি মিথ্যাপ্রলাপঃ এব স্যাৎ। স্যাচ্চেৎ পূর্ব্বোত্তরয়োঃ ক্ষণয়োঃ সাদৃশ্যস্য গ্রহীতা একঃ, তথা সতি একস্য ক্ষণদ্বয়াবস্থানাৎ ক্ষণিকত্ব-প্রতিজ্ঞা পীড্যেত।

তেন ইদং সদৃশম্ ইতি প্রত্যয়ান্তরমেব ইদং, ন পূর্ব্বোত্তরক্ষণদ্বয়গ্রহণনিমিত্তম্ ইতি চেৎ ? ন, তেন ইদম্ ইতি ভিন্নপদার্থোপাদানাৎ। প্রত্যয়ান্তরমেব চেৎ সাদৃশ্যবিষয়ং স্যাৎ "তেন ইদম্ সদৃশম্" ইতি বাক্যপ্রয়োগঃ অনর্থকঃ স্যাৎ। সাদৃশ্যম্ ইত্যেব প্রয়োগঃ প্রাপ্নুয়াৎ।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—অনুভবের পর জন্মে যে স্মৃতি, তাহা **অনুস্মৃতি,** সেই অনুস্মৃতি হয় বলিয়া, যাহার অনুভব হয়, সেই আত্মা ক্ষণিক নহে।

ভাষ্যার্থ—আরও বৈনাশিক সমস্ত বস্তুকে ক্ষণিক স্বীকার করিয়া উপলব্ধা অর্থাৎ জ্ঞানকর্ত্তা আত্মারও ক্ষণিকত্ব স্বীকার করিবেন। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কারণ, অনুস্মৃতি হয়। অনুভব অর্থাৎ উপলব্ধির পরে উৎপন্ন হয় যে স্মরণ, তাহাই অনুস্মৃতি। আর তাহা **উপলব্ধ্রেককর্তৃকা** অর্থাৎ যে ব্যক্তি অনুভবের কর্ত্তা, সেই স্মরণের কর্ত্তা হইলে সম্ভব হয়। কারণ, অন্য ব্যক্তির অনুভূতবিষয়ে অন্যব্যক্তির স্মৃতি হইতে

* ইহাতেও প্রথমান্তপদ না থাকায় এবং হেতু সমুচ্চয়বোধক "চ"কার থাকায়, ইহাও আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গ সূত্র।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।

[অনুস্মৃতেশ্চ।২৫]

ভাষ্যানুবাদ।

দেখা যায় না। "আমি উহা দেখিয়াছিলাম" এবং "ইহা দেখিতেছি"—এই প্রত্যয় পূর্ব্বাপর বস্তুর দ্রষ্টা একব্যক্তি না হইলে কি করিয়া হয় ?

আরও দর্শন ও স্মরণের কর্ত্তা একব্যক্তিতে যে প্রত্যভিজ্ঞারূপপ্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, ইহা সকল লোকেরই নিকট প্রসিদ্ধ। যথা, যে আমি তাহা দেখিয়াছিলাম সেই আমি তাহা আজ স্মরণ করিতেছি এবং যে আমি ইহা দেখিয়াছিলাম সেই আমি আজ ইহা দেখিতেছি, ইত্যাদি। যদি তাহাদের কর্ত্তা ভিন্ন হইত, তাহা হইলে, "আমি স্মরণ করিতেছি" এবং "অপর ব্যক্তি দেখিয়াছিল"—ইহা মনে হইত। কিন্তু এরূপ ত কেহ মনে করে না। যেখানে এইরূপ মনে হয়, সেখানে দর্শন ও স্মরণের কর্ত্তা ভিন্নই লোকে মনে করে, যথা—"আমি ইহা স্মরণ করিতেছি," এবং "সে ব্যক্তি ইহা দেখিয়াছিল"। এখানে কিন্তু "আমি ইহা দেখিয়াছিলাম"—এই রূপে দর্শন ও স্মরণের কর্ত্তা এক আত্মাকেই বৌদ্ধও অনুভব করেন। "আমি দেখি নাই"—এই বলিয়া পূর্ব্বে নিষ্পন্ন আত্মার দর্শনকে নিহ্নব অর্থাৎ গোপন করেন না, যেমন অগ্নি উষ্ণ নহে, অথবা প্রকাশযুক্ত নহে। সেখানে এইরূপ হইলে একব্যক্তির দর্শন ও স্মরণরূপ দুইক্ষণের সহিত সম্বন্ধ হইলে বৌদ্ধের পক্ষে সকল বস্তুর ক্ষণিকত্বস্বীকারের ব্যাঘাত অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে।

আর এখন হইতে উত্তম উচ্ছ্বাস অর্থাৎ শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত **অনন্তরাম্ অনন্তরাম্** অর্থাৎ উত্তরোত্তর উৎপন্ন নিজেরই জ্ঞানকে **এককর্ত্তৃক** অর্থাৎ আমিই ইহা করিতেছি, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা করিয়া, এবং জন্ম হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত অতীত জ্ঞানগুলিকে একমাত্র আত্মকর্ত্তৃক উৎপন্ন অর্থাৎ আমারই এই সকল জ্ঞান হইয়াছে—ইহা প্রতিসন্ধান করিয়া অর্থাৎ জানিয়া ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ লজ্জিত হইবেন না কেন ?

তিনি যদি বলেন—সাদৃশ্যবশতঃ ইহা নির্ব্বাহ হইবে। তাহা হইলে ব্রহ্মবাদী তাহাকে বলিবে—ইহা তাহার সদৃশ, এই সাদৃশ্যটি ইহা (অনুযোগী) তাহার (প্রতিযোগীর) এই দুইটির অধীন বলিয়া ক্ষণিকবাদীর মতে সদৃশবস্তুদ্বয়ের জ্ঞানকর্ত্তা একব্যক্তি না থাকায় সাদৃশ্যবশতঃ এই জ্ঞান হইয়াছে, ইহা কেবল মিথ্যাপ্রলাপ করা হইবে। সাদৃশ্যজ্ঞান হইতে পারে, যদি পূর্ব্বাপর বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্যজ্ঞানের কর্ত্তা একজন হয়, তাহা হইলে একব্যক্তির দুইক্ষণে অবস্থান হওয়ায় সকল বস্তুই ক্ষণিক বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহা নষ্ট হইবে।

যদি বলেন—ইহা তাহার তুল্য—এই জ্ঞানটি স্বতন্ত্র একটি জ্ঞান, পূর্ব্বাপর বস্তুদ্বয়ের জ্ঞানজন্য নহে। তাহা হইলে বলিব—না, তাহা বলিতে পারেন না। কারণ, ইহা তাহার সদৃশ—এই জ্ঞানটি **ইদং** পদার্থ ও **তৎ** পদার্থ এই দুইটি ভিন্ন বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে। এই সাদৃশ্য জ্ঞানটি (যদি বস্তুদ্বয়ের জ্ঞানজন্য না হইয়া) অন্য একটি জ্ঞানই হইত, তাহা হইলে ইহা তাহার তুল্য—এইরূপ বাক্যব্যবহার অনর্থক হইত। কেবল **সদৃশ** এইরূপ বাক্যপ্রয়োগই হইত।

ভামতী।

বিভজতে—"অপি চ বৈনাশিকঃ সর্ব্বস্য বস্তুনঃ" ইতি। যস্তু সত্যপি এতস্মিন্ উপলব্ধি-স্মর্ত্রোঃ অন্যত্বেঽপি সমানা[কারা]য়াং সন্ততৌ কার্য্যকারণভাবাৎ স্মৃতিঃ উপপৎস্যতে ইতি মন্যমানঃ ন পরিতুষ্যতি তং প্রতি প্রত্যভিজ্ঞাসমাজ্ঞাতপ্রত্যক্ষবিরোধম্ আহ—"অপি চ দর্শনস্মরণয়োঃ কর্ত্তরি" ইতি। "ততঃ অহম্ অদ্রাক্ষীৎ ইতি প্রতীয়াৎ" অহং স্মরামি, অন্যস্তু অদ্রাক্ষীৎ ইত্যর্থঃ। প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষবিরোধপ্রপঞ্চস্তু উত্তরঃ। "আজন্মনঃ আ চ উত্তমাৎ উচ্ছ্বাসাৎ" আমরণাৎ ইত্যর্থঃ। ন চ সাদৃশ্যনিবন্ধনং প্রত্যভিজ্ঞানং, পূর্ব্বাপরক্ষণদর্শিনঃ একস্য অভাবে তদনুপপত্তেঃ। শঙ্কতে—"তেনেদং সদৃশম্" ইতি। অয়মর্থঃ—বিকল্পপ্রত্যয়োঽয়ং, বিকল্পশ্চ স্বাকারং বাহ্যতয়া অধ্যবস্যতি, ন তু তত্ত্বতঃ পূর্ব্বাপরৌ ক্ষণৌ তয়োঃ সাদৃশ্যং বা গৃহ্ণাতি। তৎ কথম্ একস্য অনেকদর্শিনঃ স্থিরস্য প্রসঙ্গ ইতি? নিরাকরোতি—"ন, তেন ইদম্ ইতি ভিন্নপদার্থোপাদানাৎ" ইতি। নানাপদার্থসংভিন্নবাক্যার্থাবভাসঃ তাবৎ অয়ং বিকল্পঃ প্রথতে। তত্র এতে নানাপদার্থা ন প্রথন্তে ইতি ব্রুবাণঃ স্বসংবেদনং বাধেত। ন চ একস্য জ্ঞানস্য নানাকারত্বং সম্ভবতি, একত্ববিরোধাৎ। ন চ তাবন্তি এব জ্ঞানানি ইতি যুক্তং;

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[অনুস্মৃতেশ্চ ।২৫]

ভামতী।

তথা সতি প্রত্যাকারং জ্ঞানানাং সমাপ্তেঃ, তেষাং চ পরস্পরবার্ত্তাজ্ঞানাভাবাৎ নানা ইত্যেব ন স্যাৎ। তস্মাৎ পূর্ব্বাপরক্ষণতৎসাদৃশ্যগোচরত্বং জ্ঞানস্য বক্তব্যম্। ন চ এতৎ পূর্ব্বাপরক্ষণাবস্থায়িনম্ একং জ্ঞাতারং বিনা, ইতি ক্ষণভঙ্গভঙ্গপ্রসঙ্গঃ।

বেদান্তকল্পতরু।

"সত্যপি এতস্মিন্" অনুস্মরণে ইত্যর্থঃ। উপলব্ধিস্মর্ত্রোঃ অন্যত্বেঽপি স্মৃতিঃ উপপৎস্যতে ইত্যন্বয়ঃ। অস্মিন্ মতে ক্রিয়াতিরিক্তকর্ত্রভাবাৎ উপলব্ধিস্মৃতী এব উপলব্ধৃস্মর্ত্তারৌ তয়োর্ভেদেঽপি একসন্ততিগতত্বেন কার্য্যকারণভাবাৎ ন অতিপ্রসঙ্গ ইত্যুক্তং ভবতি। প্রত্যভিজ্ঞাত্বেন সমাজ্ঞাতঃ সম্যক্ জ্ঞাতম্। অহম্ অদ্রাক্ষীৎ ইতি যথাশ্রুতে অপপ্রয়োগতা স্যাৎ তাং পরিহরতি—"অহং স্মরামি" ইতি। পূর্ব্বোত্তরক্ষণদ্বয়গ্রহণাভাবে তেন ইদম্ ইত্যাকারপ্রত্যয়োদয়াযোগাৎ ভাষ্যস্থশঙ্কানুপপত্তিম্ আশঙ্ক্য আহ—"ন তু তত্রৈব" ইতি। ক্ষণভঙ্গবাদী প্রষ্টব্যঃ তেন ইদং সদৃশম্ ইতি প্রত্যয়ে তত্তেদন্তাবচ্ছিন্নৌ অর্থৌ তয়োঃ সাদৃশ্যং চ কিং ন ভাসন্তে, ভাসমানানি বা কিং জ্ঞানস্য আকারাঃ, উত তস্মাৎ ভিন্নানি, যদা জ্ঞানাকারত্বং তদা তজ্জ্ঞানং কিম্ একম্ উত নানা ইতি। নাদ্য ইত্যাহ—"স্বসংবেদনম্" ইতি। জ্ঞানাকারত্বপক্ষে একস্য নানাত্বং ব্যাহতম্ ইত্যাহ "ন চ একস্য" ইতি। জ্ঞানভেদং নিরাচষ্টে—"ন চ তাবন্তি" ইতি। একজ্ঞানেন নানাপদার্থোল্লেখে হি নানা ইতি উল্লেখো ভবতি, ন জ্ঞানভেদে ইত্যর্থঃ। পরিশেষাৎ জ্ঞানাৎ ভিন্নঃ অর্থঃ অভ্যুপেয়ঃ তস্য চ নানাকারস্য তত্তেদন্তাস্পদস্য পরামর্শঃ স্থায়িনি আত্মনি সতি সম্ভবতি ইত্যাহ - "তস্মাদ্"তি।

ভামতীর অনুবাদ।

অপিচ বৈনাশিকঃ সর্ব্বস্য বস্তুনঃ এই গ্রন্থদ্বারা বিভাগ করিতেছেন। আর যিনি ইহা হইলেও অর্থাৎ অনুস্মরণ হইলেও উপলব্ধিকর্ত্তা ও স্মর্ত্তা অর্থাৎ অনুভবকর্ত্তা ও স্মরণকর্ত্তা ভিন্ন হইলেও সমান সন্তানে কার্য্যকারণভাব থাকায় স্মৃতি হইতে পারিবে ইহা মনে করিয়া সন্তুষ্ট না হন, তাঁহার প্রতি **অপিচ দর্শনস্মরণয়োঃ কর্ত্তরি** এই গ্রন্থদ্বারা প্রত্যভিজ্ঞাসমাজ্ঞাত অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞারূপে সম্যক্ প্রকারে জ্ঞাত প্রত্যক্ষবিরোধ বলিতেছেন। **ততঃ অহং অদ্রাক্ষীৎ** এই গ্রন্থের অর্থ—আমি স্মরণ করিতেছি, এবং অপরে দেখিয়াছিল। বিস্তার করিয়া প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যক্ষের যে বিরোধ দেখাইয়াছেন—তাহাই ইহার উত্তর। **আজন্মনঃ** অর্থ—জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া **আচ উত্তমাৎ উচ্ছ্বাসাৎ** অর্থাৎ—উত্তম উচ্ছ্বাস—শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ মরণপর্য্যন্ত। আর সাদৃশ্যবশতঃ প্রত্যভিজ্ঞান হয়—ইহা বলিতে পার না। কারণ, পূর্ব্বাপরক্ষণ দর্শন করেন—এইরূপ এক ব্যক্তি যদি না থাকে তাহা হইলে তাহার উপপত্তি হইতে পারে না। **তেনেদং সদৃশম্** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—ইহা বিকল্প জ্ঞান, এবং বিকল্পজ্ঞান নিজের আকারকে বাহ্যরূপে নিশ্চয় করিয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বাপরবস্তু অথবা তাহাদের সাদৃশ্যকে গ্রহণ করে না। অতএব কি করিয়া এক ব্যক্তি অনেককে দর্শন করিতেছে বলিয়া তাহার স্থিরত্বের আপত্তি হইবে? **ন** এই গ্রন্থদ্বারা তাহা নিরাস করিতেছেন। **তেন ইদমিতি ভিন্নপদার্থোপাদানাৎ** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—এই বিকল্পটি নানাপদার্থঘটিত বাক্যার্থজ্ঞান বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই জ্ঞানে এই নানাপদার্থ ভাসমান হয় না—ইহা যিনি বলেন, তিনি নিজের জ্ঞানকেই বাধা দিবেন, এবং এক জ্ঞানের নানা আকার হওয়া সম্ভব নহে; কারণ, তাহা একত্বের বিরোধী, অর্থাৎ এক ব্যক্তি নানা হইবে কিরূপে? আর আকার যতগুলি জ্ঞানও ততগুলি—ইহা বলাও উচিত নহে; কারণ, তাহা হইলে প্রতি আকার জ্ঞান সমাপ্ত হইয়া যায় বলিয়া তাহাদের পরস্পর কোন সম্বন্ধেরই জ্ঞান না হওয়ায় নানা ইহাই হইতে পারে না, অতএব বাধ্য হইয়া পূর্ব্বাপর বস্তু ও তাহাদের সাদৃশ্যবিষয়ক জ্ঞান হয়—ইহা বলিতে হইবে, এবং ইহা পূর্ব্বাপর কালে বর্ত্তমান জ্ঞানকর্ত্তা এক ব্যক্তি ব্যতীত হইতে পারে না। অতএব ক্ষণভঙ্গবাদ ভঙ্গ হইয়া পড়িবে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদাহি লোকপ্রসিদ্ধঃ পদার্থঃ পরীক্ষকৈঃ ন পরিগৃহ্যতে, তদা স্বপক্ষসিদ্ধিঃ পরপক্ষদোষো বা উভয়মপি উচ্যমানং পরীক্ষকাণাম্ আত্মনশ্চ যথার্থত্বেন ন বুদ্ধিসন্তানম্ আরোহতি। এবম্ এব এষঃ অর্থ ইতি নিশ্চিতং যৎ তদেব বক্তব্যম্। ততঃ অন্যৎ উচ্যমানং বহুপ্রলাপিত্বম্ আত্মনঃ কেবলং প্রখ্যাপয়েৎ। ন চ অয়ং সাদৃশ্যাৎ সংব্যবহারো যুক্তঃ। তদ্ভাবাবগমাৎ তৎসদৃশভাবানবগমাচ্চ। ভবেৎ অপি কদাচিৎ বাহ্যবস্তুনি বিপ্রলম্ভসম্ভবাৎ

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[অনুস্মৃতেশ্চ ।২৫]

শাঙ্করভাষ্যম্।

তদেব ইদং স্যাৎ তৎসদৃশং বা ইতি সন্দেহঃ। উপলব্ধরি তু সন্দেহোঽপি ন কদাচিৎ ভবতি স এব অহং স্যাং তৎসদৃশো বা ইতি, য এব অহং পূর্ব্বেদ্যুঃ অদ্রাক্ষং স এব অহম্ অদ্য স্মরামি ইতি নিশ্চিততদ্ভাবোপলম্ভাৎ। তস্মাৎ অপি অনুপপন্নঃ বৈনাশিকসময়ঃ ।২৫

ভাষ্যানুবাদ।

যখন লোকপ্রসিদ্ধ পদার্থকে পরীক্ষকগণ অর্থাৎ বিচারকগণ স্বীকার না করেন, তখন স্বপক্ষসিদ্ধি অর্থাৎ নিজমতস্থাপন অথবা পরমতের দোষ এই উভয় বলা হইলেও পরীক্ষকগণের এবং নিজেরও সত্য বলিয়া বুদ্ধিসস্থানে আরোহণ করে না, অর্থাৎ মনে বিশ্বাস হয় না। (অর্থাৎ বিচার করিতে হইলে নিজমত ও পরমত জানিয়া স্বপক্ষস্থাপন ও পরমত খণ্ডন করিতে হয়, এস্থলে ক্ষণিকবিজ্ঞানমাত্র স্বীকার করিলে নিজমত ও পরমত বুঝিয়া স্থাপন ও খণ্ডন করা সম্ভব হয় না; কারণ, উহা অনেকক্ষণসাপেক্ষ।) "এই পদার্থটি এই প্রকারই," এইরূপে যাহা নিশ্চয় করা হইয়াছে, তাহাই বলা উচিত। তাহা ভিন্ন বলিলে কেবল নিজে যে অতিশয় প্রলাপ করিতেছেন, তাহাই প্রকাশ করা হইবে, এবং সাদৃশ্যবশতঃ এই ব্যবহার হওয়া উচিত নহে। কারণ, আমি সেই ব্যক্তি এইরূপ বোধ হয় কিন্তু আমি তাহার সদৃশ—এরূপ বোধ হয় না। হইতে পারে—কখনও বাহ্যিক বস্তুতে বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বাধা সম্ভব হওয়ায়—ইহা তাহাই হইবে, অথবা তাহার মত হইবে—এইরূপ সন্দেহ। কিন্তু উপলব্ধা অর্থাৎ জ্ঞানকর্ত্তাতে সেই ব্যক্তিই আমি হইব অথবা তাহার মত হইব—এইরূপ সন্দেহও কখন হইতে পারে না। কারণ, যে আমিই পূর্ব্বদিনে দেখিয়াছি, সেই আমিই আজ স্মরণ করিতেছি—এইরূপ তদ্ভাবের নিশ্চয় হয় অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই আমি এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়। এজন্যও বৌদ্ধমত অসঙ্গত।২৫

ভামতী।

যদি উচ্যেত অস্তি এতস্মিন্ বিকল্পে তেন ইদং সদৃশম্ ইতি পদদ্বয়প্রয়োগঃ ন তু ইহ তত্তেদন্তাস্পদৌ পদার্থৌ তয়োশ্চ সাদৃশ্যম্ ইতি বিবক্ষিতম্, অপি তু এবমাকারতা জ্ঞানস্য কল্পিতা ইতি, তত্রাহ—"যদা হি লোকপ্রসিদ্ধঃ পদার্থ" ইতি। একাধিকরণবিপ্রতিষিদ্ধধর্ম্মদ্বয়াভ্যুপগমো বিবাদঃ। তত্র একঃ স্বপক্ষং সাধয়তি অন্যশ্চ তৎসাধনং দূষয়তি। ন চ এতৎ সর্ব্বম্ অসতি বিকল্পানাং বাহ্যালম্বনত্বে অসতি চ লোকপ্রসিদ্ধপদার্থকত্বে ভবিতুম্ অর্হতি। জ্ঞানাকারত্বে হি বিকল্পপ্রতিভাসিনাং নিত্যত্বানিত্যত্বাদীনাম্ একার্থবিষয়ত্বাভাবাৎ জ্ঞানানাং চ ধর্ম্মিণাং ভেদাৎ ন বিরোধঃ। ন হি আত্মনিত্যত্বং বুদ্ধ্যনিত্যত্বং চ ব্রুবাণৌ বিপ্রতিপদ্যেতে। ন চ অলৌকিকার্থেন অনিত্যশব্দেন আত্মনি বিভুত্বং বিবক্ষিত্বা অনিত্যশব্দঃ প্রযুঞ্জানঃ লৌকিকার্থং নিত্যশব্দম্ আত্মনি প্রযুঞ্জানেন বিপ্রতিপদ্যতে। তস্মাৎ অনেন স্বপক্ষং প্রতিতিষ্ঠাপয়িষতা পরপক্ষসাধনং চ নিরাচিকীর্ষতা বিকল্পানাং লোকসিদ্ধপদার্থকতা বাহ্যালম্বনতা চ বক্তব্যা।

যদি উচ্যেত—দ্বিবিধো হি বিকল্পানাং বিষয়ঃ, গ্রাহ্যশ্চ অধ্যবসেয়শ্চ। তত্র স্বাকারো গ্রাহ্যঃ, অধ্যবসেয়স্তু বাহ্যঃ। তথা চ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহলক্ষণা বিপ্রতিপত্তিঃ প্রসিদ্ধপদার্থকত্বং চ উপপদ্যতে ইত্যত আহ—"এবমেব এষঃ অর্থঃ ইতি নিশ্চিতং যৎ তদেব বক্তব্যং, ততঃ অন্যৎ উচ্যমানং বহুপ্রলাপিত্বম্ আত্মনঃ কেবলং প্রখ্যাপয়েৎ"। অয়ম্ অভিসন্ধিঃ—কেয়ম্ অধ্যবসেয়তা বাহ্যস্য? যদি গ্রাহ্যতা, ন দ্বৈবিধ্যম্। অথ অন্যা সা উচ্যতাং; ননু উক্তা তৈরেব "স্বপ্রতিভাসে অনর্থে অর্থাধ্যবসায়েন প্রবৃত্তি"রিতি। অথ বিকল্পাকারস্য কোঽয়ম্ অর্থাধ্যবসায়ঃ? কিং করণম্ আহো যোজনম্ উত আরোপ ইতি। ন তাবৎ করণং, নহি অন্যৎ অন্যৎ কর্ত্তুং শক্যম্। নহি জাতু সহস্রমপি শিল্পিনো ঘটং পটয়িতুম্ ঈশতে। ন চ আন্তরং বাহ্যেন যোজয়িতুম্। অপি চ তথা সতি যুক্ত ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ। ন চ অস্তি। আরোপোঽপি কিং গৃহ্যমাণে বাহ্যে উত অগৃহ্যমাণে। যদি গৃহ্যমাণে তদা কিং বিকল্পেন আহো

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[অনুস্মৃতেশ্চ ।২৫]

ভামতী।

তৎসময়জেন অবিকল্পকেন। ন তাবৎ বিকল্পঃ অভিলাপসংসর্গযোগ্যগোচরঃ অশক্যাভিলাপসময়ং স্বলক্ষণং দেশকালাননুগতং গোচরয়িতুম্ অর্হতি। যথাহুঃ—

"অশক্যসময়ো হ্যাত্মা সুখাদীনামনন্যভাক্। তেষামতশ্চ স্বসংবিত্তি র্নাভিজল্পানুষঙ্গিণী ॥" ইতি। ন চ তৎসময়ভাবিনা নির্ব্বিকল্পকেন গৃহ্যমাণে বাহ্যে বিকল্পেন অগৃহীতে তত্র বিকল্পঃ স্বাকারম্ আরোপয়িতুম্ অর্হতি। ন হি রজতজ্ঞানাপ্রতিভাসিনি পুরোবর্ত্তিনি বস্তুনি রজতজ্ঞানেন শক্যং রজতম্ আরোপয়িতুম্। অগৃহ্যমাণে তু বাহ্যে স্বাকার ইত্যেব স্যাৎ ন বাহ্য ইতি। তথা চ ন আরোপণম্। অপি চ অয়ং বিকল্পঃ; স্বসংবেদনং সন্তং বিকল্পং কিং বস্তুসন্তং স্বাকারং গৃহীত্বা পশ্চাদ্ বাহ্যম্ আরোপয়তি, অথ যদা স্বাকারং গৃহ্নাতি তদৈব আরোপয়তি। ন তাবৎ ক্ষণিকতয়া ক্রমবিরহিণো জ্ঞানস্য ক্রমবর্ত্তিনী গ্রহণারোপণে কল্পেতে। তস্মাৎ যদৈব স্বাকারম্ অনর্থং গৃহ্নাতি, তদৈব অর্থম্ আরোপয়তি ইতি বক্তব্যম্। ন চ এতৎ যুজ্যতে। স্বাকারো হি স্বসংবেদনপ্রত্যক্ষতয়া অতিবিশদঃ। বাহ্যং চ আরোপ্যমাণম্ অবিশদং সৎ ততঃ অন্যদেব স্যাৎ, ন তু স্বাকারঃ সমারোপিতঃ। ন চ ভেদাগ্রহমাত্রেণ সমারোপাভিধানম্, বৈশদ্যাবৈশদ্যরূপতয়া ভেদগ্রহস্য উক্তত্বাৎ। অপি চ অগৃহ্যমাণে চেৎ বাহ্যে অবাহ্যাৎ স্বলক্ষণাৎ ভেদাগ্রহেণ তদভিমুখী প্রবৃত্তিঃ, হন্ত তর্হি ত্রৈলোক্যত এব অনেন ন ভেদো গৃহীতঃ ইতি যত্র ক্কচন প্রবর্ত্তেত অবিশেষাৎ। এতেন জ্ঞানাকারস্যৈব অলীকস্যাপি বাহ্যত্বসমারোপঃ প্রত্যুক্তঃ। তস্মাৎ সুষ্ঠু উক্তং "ততোঽন্যৎ উচ্যমানং বহুপ্রলাপিত্বম্ আত্মনঃ প্রখ্যাপয়েৎ" ইতি।

অপি চ সাদৃশ্যনিবন্ধনঃ সংব্যবহারঃ, তেন ইদং সদৃশম্ ইত্যেবমাকারবুদ্ধিনিবন্ধনো ভবেৎ ন তু তদেব ইদম্ ইত্যাকারবুদ্ধিনিবন্ধন ইত্যাহ—"ন চায়ং সাদৃশ্যাৎ সংব্যবহারঃ" ইতি। ননু জ্বালাদিষু সাদৃশ্যাৎ অসত্যাম্ অপি সাদৃশ্যবুদ্ধৌ তদ্‌ভাবাবগমনিবন্ধনঃ সংব্যবহারো দৃশ্যতে যথা, তথা ইহাপি ভবিষ্যতি ইতি পূর্ব্বাপরিতোষেণ আহ—"ভবেৎ অপি কদাচিৎ বাহ্যবস্তুনি" ইতি। তথাহি—বিবিধজনসঙ্কীর্ণগোপুরেণ পুরং নিবিশমানং নরান্তরেভ্য আত্মনির্দ্ধারণায় অসাধারণং চিহ্নং বিদধতম্ উপহসন্তি পাশুপতং পৃথগ্‌জনা [অপি] ইতি।২৫

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ননু ন বয়ম্ অর্থস্য জ্ঞানে অবভাসম্ অপজানীমহে, যেন প্রতীতিং বিরুন্ধীমহি। কিন্তু সোঽর্থঃ প্রতীতৌ আরোপিতঃ ন বহিরস্তি, ন চ প্রতীতিতাবন্মাত্রঃ ততশ্চ ন জ্ঞানস্য একস্য নানার্থাকারত্বপ্রযুক্তো ব্যাঘাতঃ, ন চ বাহ্যার্থাভ্যুপগমপ্রসঙ্গ ইতি বিকল্পপ্রত্যয়োঽয়ম্ ইত্যাদিশঙ্কাগ্রন্থোক্তম্ অর্থম্ আবিষ্করোতি—"যদি উচ্যেত" ইতি। কল্পিতোঽপি জ্ঞানে অর্থাকারঃ তস্মাৎ ভিন্নঃ অভিন্নো বা ইতি বক্তব্যম্। অনির্ব্বাচ্যত্বানঙ্গীকারাৎ, ভিন্নত্বে জ্ঞানান্তরবৎ অকল্পিতঃ স্যাৎ, তথাচ তেন ইতি ইদম্ ইতি সদৃশম্ ইতি চ প্রতিভাসমানানাম্ অর্থানাম্ একজ্ঞানাভেদাভ্যুপগমে পরস্পরমপি অভেদপ্রসঙ্গঃ। তথাচ ইতরেতরভেদেন লোকপ্রসিদ্ধাঃ পদার্থা নিহ্নূয়েরন্, জ্ঞানাচ্চ জ্ঞেয়স্য ভেদঃ প্রসিদ্ধঃ সোঽপি অপলপ্তঃ স্যাৎ। ওমিতি বদন্তং প্রতি সপক্ষসাধনপরপক্ষাক্ষেপানুপপত্তিঃ উক্তা ভাষ্যে, তাং বিশদয়তি—"একাধিকরণে"তি। ইদং নিত্যম্ ইদম্ অনিত্যম্ ইতি ভিন্নয়োঃ জ্ঞানয়োঃ আকারৌ। তথাচ ধর্ম্মিভেদেন ব্যবস্থাপনাৎ বিবাদো ন স্যাৎ ইত্যর্থঃ। অসতি বাহ্যালম্বনত্বে ইত্যেতৎ বিবৃণোতি—"জ্ঞানাকারত্বে হি" ইতি। "বিষয়ত্বাভাবাৎ" আশ্রিতত্বাভাবাৎ। অসতি চ লোকপ্রসিদ্ধপদার্থকত্বে ইত্যস্য বিবরণং "ন চ অলৌকিকার্থেন" ইতি। অনিত্যশব্দঃ যদি অলৌকিকার্থঃ তর্হি তেন বিভুত্বম্ অপি বক্তুম্ শক্যং, তথাচ নিত্যত্বেন তস্য ন বিরোধঃ ইত্যর্থঃ। "প্রতিতিষ্ঠাপয়িষতা" স্থাপয়িতুম্ ইচ্ছতা। এবং তাবৎ তত্তেদন্তাস্পদাদিঃ অর্থঃ জ্ঞানস্য আন্তরঃ আকারঃ ইতি বিজ্ঞানবাদিমতং বাহ্যার্থবাদদূষণমধ্যেঽপি প্রসঙ্গাৎ আশঙ্ক্য প্রতিচিক্ষেপ।

ইদানীম্ অস্তি বাহ্যঃ অর্থঃ, স তু ক্ষণিকঃ নির্বিকল্পকে চকাস্তি, সবিকল্পকপ্রত্যয়াস্তু বিকল্পাঃ তদ্‌গতসাদৃশ্যাদ্যাকারেণ নির্ভাসন্তে, অতঃ বিপ্রতিপত্ত্যাদিব্যবহারসিদ্ধিঃ ইতি বাহ্যার্থবাদম্ আশ্রিত্যৈব শঙ্কতে "যদি উচ্যেত" ইতি। ননু স্বগ্রাহকস্য জ্ঞানস্য স্বয়ং তাবৎ গ্রাহ্যং কথম্ অস্য বাহ্যাকারবিষয়ত্বম্ অত আহ—"দ্বিবিধো হি" ইতি। স্বাকারস্য নির্বিকল্পস্য অবসায়াৎ অধি উপরি অবসেয়ঃ অধ্যবসেয়ঃ। অধ্যবসেয়স্য বাহ্যার্থস্য নিশ্চিতত্বাৎ অনিশ্চিতার্থত্বাপাদকং ভাষ্যম্ অযুক্তম্, ইতি আশঙ্ক্য আহ—"অয়ম্ অভিসন্ধিঃ" ইতি। যমেব জ্ঞানং প্রতিভাসো যস্য তৎ তথা। "অনর্থ" ইতি। অবাহ্য ইত্যর্থঃ। তস্মিন্ বাহ্যাত্মত্বাধ্যবসায়াৎ প্রবৃত্তিঃ হানাদিঃ লোকস্য ইত্যর্থঃ। আন্তরস্য অনভিধেয়স্য জ্ঞানাকারস্য তদ্বিপরীতবাহ্যাকাররূপেণ অধ্যবসায়ো নাম কিং তদ্রূপেণ নিষ্পাদনম্ উত তেন সম্বন্ধনং কিংবা তেন আকারেণ আরোপণম্ ইতি বিকল্পার্থঃ। আন্তরং বাহ্যেন সহ যোজয়িতুং চ নেশতে ইতি যোজনা। গৃহ্যমাণে বাহ্যে জ্ঞানাকারস্য

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[অনুস্মৃতেশ্চ ।২৫]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

আন্তরস্য আরোপ ইতি পক্ষে অধিষ্ঠানস্য বাহ্যস্য কেন গ্রহণং? কিং যস্য আকার আরোপ্যঃ তেনৈব সবিকল্পকপ্রত্যয়েন উত তৎসমসময়ভুবা নির্ব্বিকল্পকেন। প্রথমে কিং বাহ্যম্ অভিমতং যত্র আরোপঃ স্বলক্ষণং বা সামান্যং বা? নাদ্য ইত্যাহ "ন তাবৎ বিকল্প" ইতি। বিকল্পঃ সবিকল্পকপ্রত্যয়ঃ তাবৎ অভিলাপসংসর্গযোগ্যজাতিবিশিষ্টবস্তুগোচরঃ। অভিলাপস্য চ শব্দস্য সামান্যেনৈব সহ সময়ঃ শক্যঃ গ্রহীতুং ন স্বলক্ষণেন, তস্য দেশকালানমুগতত্বেন আনন্ত্যাৎ তত্র সঙ্গতিগ্রহাযোগাৎ। অতঃ শব্দোল্লিখিতসবিকল্পকপ্রত্যয়স্য ন স্বলক্ষণবিষয়ত্বম্ ইত্যর্থঃ। সুখাদীনাং ক্ষণিকভাবানাম্ আত্মা স্বরূপম্ অশক্যসময়ঃ। যতঃ অনন্তভাক্ অন্যানমুগতো হি সঃ। অতঃ তেষাং স্বসংবিত্তিঃ অসাধারণাকারবিষয়া বিত্তিঃ অভিজল্পানুষঙ্গিণী ন ভবতি, কিন্তু নির্বিকল্পিকৈব ইতি শ্লোকার্থঃ। এতেন সামান্যাত্মকবাহ্যস্য সবিকল্পকবোধেন গ্রহণম্ অপাস্তম্, ব্যক্তিম্ অগৃহীত্বা তদ্গ্রহণাযোগাৎ, ব্যক্তেশ্চ উক্তমার্গেণ অশক্যগ্রহত্বাৎ ইতি; দ্বিতীয়ং নিষেধতি "নচে"তি। বিকল্পেন অগৃহীতে বাহ্যে বিকল্পসমসময়েন নির্বিকল্পকেন গৃহীতে বিকল্পঃ স্বাকারম্ আরোপয়িতুং নার্হতি ইত্যর্থঃ। আদ্যয়োঃ দ্বিতীয়ং নিষেধতি -"অগৃহ্যমাণে তু" ইতি। অধিষ্ঠানাগ্রহণে আরোপ্যমাত্রং প্রতীয়তে ন আরোপ ইত্যর্থঃ। এবং তাবৎ অধিষ্ঠানপ্রতিভাসাসম্ভবাৎ বাহ্যে জ্ঞানস্বরূপস্য আরোপঃ প্রতিষিদ্ধঃ, ইদানীম্ আরোপ্যাস্ফুরণাযোগাচ্চ ন আরোপ ইত্যাহ—"অপি চে"তি। স্বসংবেদনং সন্তং বিকল্পং যদা বাহ্যং বাহ্যত্বেন আরোপয়তি, তদা কিং বস্তুসন্তং স্বাকারং গৃহীত্বা পশ্চাৎ আরোপয়তি ইতি যোজনা। যুগপৎ স্বাকারস্য গ্রহণং বাহ্যত্বেন চ আরোপণম্ ইতি পক্ষে কিং স্বাকারবাহ্যয়োঃ ঐক্যাস্ফুরণম্ আরোপঃ, উত অখ্যাতিমত ইব বিবেকাগ্রহমাত্রম্। নাদ্য ইত্যাহ—"স্বাকারো হি" ইতি। স্বপ্রকাশত্বপরপ্রকাশত্বাভ্যাং ভেদাবভাসাৎ ন ঐক্যাস্ফুরণসম্ভবঃ ইত্যর্থঃ। "অন্যদেব স্যাৎ" সিধ্যেৎ প্রথেত ইত্যর্থঃ। "ন তু স্বাকারঃ সমারোপিত" ইতি। যঃ স্বাকারঃ সঃ সমারোপিতাত্মকো ন তু স্যাৎ ইতি অনুষঙ্গঃ। ন স্ফুরেৎ ইত্যেবার্থঃ। দ্বিতীয়ে কিং বাহ্যে গৃহ্যমাণে বিবেকাগ্রহঃ মৃষাব্যবহারং প্রসূতে অগৃহ্যমাণে বা। নাদ্য ইত্যাহ "ন চে"তি। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ --"অপি চ" ইতি। অপিচকারঃ সমুচ্চয়ার্থে। এতৎ উপপত্তিসাহিত্যং প্রাচ্যা বক্তি এবং তাবৎ বস্তুনস্তম্ ইত্যাবন্ত্য। পরমার্থজ্ঞানাকারস্য বাহ্যবস্ত্বাত্মনা সমারোপঃ প্রতিক্ষিপ্তঃ, ইদানীং বাসনাপরিপ্রাপিতস্য কল্পিতজ্ঞানাকারস্য বাহ্যে সমারোপং পরাকরোতি—"এতেনে"তি। তস্যাপি স্বপ্রকাশজ্ঞানত্বেন বাহ্যাৎ ভেদগ্রহস্য সমত্বাৎ ইত্যর্থঃ। পাশুপতস্য হি তপস্বিনঃ আত্মজ্ঞানায় চিহ্নং কুর্ব্বতঃ প্রমাণাকুশলজনৈঃ অপি উপহাসাৎ আত্মস্বপ্রকাশত্বম্ অবগতম্ ।২৫

ভামতীর অনুবাদ।

যদি বল—এই বিকল্পে 'ইহা তাহার সদৃশ' এই দুইটি পদের প্রয়োগ আছে, কিন্তু এখানে তত্তা এবং ইদন্তার আস্পদপদার্থদ্বয় অর্থাৎ তৎপদ ও ইদংপদের বিষয় পদার্থদুটী এবং তাহাদের সাদৃশ্য ইহা বিবক্ষিত নহে, কিন্তু জ্ঞানেরই এইরূপ আকার বর্ণিত হইয়া থাকে—তদুত্তরে—**যদা তু লোকপ্রসিদ্ধ পদার্থঃ** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। এক অধিকরণে বিরুদ্ধ দুইটি ধর্ম্মের স্বীকার করাকে বিবাদ বলে। তাহার মধ্যে একজন নিজপক্ষ স্থাপন করেন, এবং অন্যব্যক্তি সেই স্থাপনে দোষ দেন। আর এই সকল বিবাদই সবিকল্পজ্ঞানের বাহ্যালম্বনত্ব বা লোকপ্রসিদ্ধপদার্থকত্ব না হইলে অর্থাৎ বাহ্যপদার্থ সবিকল্পজ্ঞানের বিষয় না হইলে এবং লোকে যে পদার্থ প্রসিদ্ধ আছে সেই প্রসিদ্ধ পদার্থগুলি বিষয় না হইলে হইতে পারে না। কারণ, বিকল্পপ্রতিভাসি অর্থাৎ বিকল্পজ্ঞানে প্রকাশমান নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বাদি যদি জ্ঞানাকার হয় অর্থাৎ জ্ঞানেরই যদি ইহারা আকার হয় অর্থাৎ নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বলিয়া যদি কোন বাহ্যপদার্থ না থাকে, তাহা হইলে একার্থবিষয় না হওয়ায় অর্থাৎ সেই নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি এক অধিকরণে না থাকায় এবং ধর্ম্মী অর্থাৎ আশ্রয় জ্ঞানসকল পরস্পর ভিন্ন হওয়ায় বিরোধ হয় না। কারণ, আত্মা নিত্য ও বুদ্ধি অনিত্য বলিলে বাদিদ্বয় বিপ্রতিপন্ন অর্থাৎ বিরোধী হন না। আর অলৌকিকার্থ অর্থাৎ যে শব্দের অর্থ লোকে প্রসিদ্ধ নহে, সেই অপ্রসিদ্ধার্থ অনিত্য শব্দদ্বারা আত্মাতে বিভুত্বের বিবক্ষা করিয়া যিনি অনিত্যশব্দের প্রয়োগ করেন তিনি, যিনি লৌকিকার্থ অর্থাৎ লোকে প্রসিদ্ধ অর্থযুক্ত অনিত্যশব্দ প্রয়োগ করেন, তাহার বিরোধী হন না। অতএব যিনি নিজ পক্ষের স্থাপনা করিতে ইচ্ছা করেন, এবং পরপক্ষসাধনের নিরাকরণ অর্থাৎ দোষ দিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বিকল্পজ্ঞানসকলের লোকপ্রসিদ্ধপদার্থকত্ব এবং বাহ্যালম্বনত্ব অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধপদার্থ এবং বাহ্যপদার্থ তাহার বিষয় হয়, ইহা বলিতে বাধ্য হইবেন।

যদি বলেন জ্ঞানের বিষয় দুইপ্রকার—গ্রাহ্য এবং অধ্যবসেয়। তাহার মধ্যে স্বাকার অর্থাৎ জ্ঞানাকার গ্রাহ্য এবং বহিঃস্থিত যে বিষয়, তাহাই অধ্যবসেয়। আর তাহা হইলে পক্ষপ্রতিপক্ষ পরিগ্রহলক্ষণা অর্থাৎ নিজমত ও পরমতের জ্ঞানরূপ বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরোধ এবং জ্ঞানের বিষয় প্রসিদ্ধপদার্থও সম্ভব হয়, এইজন্য **এবমেব এষঃ অর্থঃ ইতি নিশ্চিতং যৎ তদেব বক্তব্যং, ততঃ অন্যৎ উচ্যমানং বহুপ্রলাপিত্বম্ আত্মনঃ কেবলং প্রখ্যাপয়েৎ** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে—বাহ্যপদার্থকে তুমি যে অধ্যবসেয় বলিলে এই অধ্যবসেয়তা পদার্থটি কি? তাহা যদি গ্রাহ্যতা (জ্ঞানাকারতা) হয়, তাহা হইলে জ্ঞানের বিষয় দুইপ্রকার হইতে পারে না। আর যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা বল।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[অনুস্মৃতেশ্চ ।২৫]

ভামতীর অনুবাদ।

হাঁ তাঁহারাই ত বলিয়াছেন যে—স্বপ্রতিভাস অর্থাৎ স্বপ্রকাশ অনর্থ অর্থাৎ অবাহ্য অর্থাৎ জ্ঞানাকার ঘটত্বাদিতে বাহ্যস্বরূপে অধ্যবসায়বশতঃ যে প্রবৃত্তি অর্থাৎ গ্রহণ ও বর্জ্জন, তাহাই অধ্যবসেয়তা। আচ্ছা, বিকল্পাকার অর্থাৎ আন্তর সবিকল্প জ্ঞানের এই অধ্যবসায় পদার্থটি কি? তাহা কি করণ? অর্থাৎ বাহ্যপদার্থরূপে নিষ্পাদন? অথবা যোজন অর্থাৎ বহিঃপদার্থের সহিত সম্বন্ধন? অথবা আরোপ অর্থাৎ বাহ্যাকারে আরোপণ? (তন্মধ্যে) করণ বলিতে পার না; কারণ, একপদার্থকে অন্যপদার্থ করিতে পারে না; কারণ, সহস্র সহস্র শিল্পীও কখনও ঘটকে পট করিতে পারে না। আর আন্তর পদার্থকে অর্থাৎ সবিকল্পজ্ঞানকে বাহ্যপদার্থের সহিত কেহ যোগ করিতে পারে না। আরও তাহা হইলে সবিকল্পজ্ঞান বহিঃপদার্থের সহিত যুক্ত এইরূপ প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞান হইত, কিন্তু তাহা ত হয় না। আর আরোপও কি গৃহ্যমাণ অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত বাহ্যিক পদার্থে হয় অথবা অগৃহ্যমাণ অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অগৃহীত বাহ্য পদার্থে হয়? যদি গৃহ্যমাণ বাহ্যপদার্থে হয়, তাহা হইলে কি সবিকল্পক জ্ঞানদ্বারা গৃহ্যমাণ অথবা তৎসময়জ অর্থাৎ তাহার সমসাময়িক নির্বিকল্প জ্ঞানদ্বারা গৃহ্যমাণ? (তাহার মধ্যে) অভিলাপসংসর্গযোগ্যগোচর অর্থাৎ ঘট পট ইত্যাদি শব্দের সহিত সঙ্কেতযোগ্য ঘটত্বপটত্বাদি জাতিবিশিষ্ট যে বস্তু, তদ্বিষয়ক যে সবিকল্পক জ্ঞান তাহা, অশক্যাভিলাপসময় অর্থাৎ শব্দসঙ্কেতের অযোগ্য, এবং দেশ ও কালের সহিত অননুগত স্বলক্ষণ-মাত্রকে অর্থাৎ সামান্যাতিরিক্ত ব্যক্তিমাত্রকে বিষয় করিতে পারে না। যথা বৌদ্ধগণ বলেন—

"অশক্যসময়ো হ্যাত্মা সুখাদীনামনন্যভাক্।
তেষামতঃ স্বসংবিত্তির্নাভিজল্পানুষঙ্গিণী" ॥ * (তত্ত্বসংগ্রহ ১২৬৪ শ্লোক)

অর্থাৎ সুখাদি ক্ষণিকপদার্থের স্বরূপ অশক্যসময় অর্থাৎ তাহাকে শব্দের শক্তিরূপ সম্বন্ধ দ্বারা সম্বদ্ধ করিতে পারা যায় না; যেহেতু তাহা অনন্যভাক্ অর্থাৎ শব্দাদি অন্য কোন পদার্থের সহিতই সম্বদ্ধ হয় না। অতএব তাহাদের স্বসংবিত্তি অর্থাৎ স্বলক্ষণমাত্রের জ্ঞান অভিজল্পানুষঙ্গিণী অর্থাৎ শব্দসম্বন্ধযোগ্য নহে। কিন্তু নির্ব্বিকল্পকই হইয়া থাকে। আর তাহার সমসাময়িক নির্বিকল্পজ্ঞানদ্বারা গৃহ্যমাণ বাহ্যপদার্থ, সবিকল্পজ্ঞানদ্বারা জ্ঞাত না হইলে, তাহাতে সবিকল্পজ্ঞান নিজের আকারকে আরোপ করিতে পারে না। কারণ, রজতজ্ঞানদ্বারা অপ্রকাশিত পুরোবর্ত্তী পদার্থে রজতজ্ঞান রজতকে আরোপ করিতে পারে না। আর অগৃহ্যমাণ বাহ্যপদার্থে বিকল্পাকারের আরোপ স্বীকার করিলে তাহা স্বাকার অর্থাৎ জ্ঞানাকারই হইবে, বাহ্যপদার্থ হইবে না, অর্থাৎ জ্ঞানের আকার এইরূপই বোধ হইবে, বাহ্যবস্তুর আকার এইরূপ বোধ হইবে না। অতএব আরোপ পক্ষ ত সঙ্গত হইল না। আরও এই সবিকল্পপ্রত্যয় অর্থাৎ বিকল্পরূপ স্বাকার স্বসংবেদন অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হইলেও তাহাকে যখন বাহ্যস্বরূপে আরোপ করে, তখন এই স্বাকার অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ ঘটত্বাদি আকার বাস্তবিক সত্য, ইহা জানিয়া তাহার পর আরোপ করে? অথবা যখন স্বাকারের জ্ঞান হয়, তখনই আরোপ করে; অর্থাৎ তাহা বাস্তবিক সত্য কিনা ইহা বিবেচনা না করিয়াই আরোপ করে। (তাহার মধ্যে) ক্ষণিক বলিয়া ক্রমরহিত সবিকল্পজ্ঞানের ক্রমশঃ উৎপত্তিশীল জ্ঞান ও আরোপের কল্পনা (সম্ভাবনা) হইতে পারে না। সেইজন্য বিকল্পপ্রত্যয় যখনই জ্ঞানাকার অনর্থ অর্থাৎ আন্তরপদার্থকে গ্রহণ করে, তখনই বাহ্যস্বরূপে আরোপ করে, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ, জ্ঞানাকার পদার্থ স্বপ্রকাশরূপ প্রত্যক্ষ বলিয়া অতিশয় স্পষ্ট। আর আরোপ্যমাণ অর্থাৎ যাহাকে আরোপ করা হইতেছে, সেই বাহ্যবস্তু (পরপ্রকাশ বলিয়া) অবিশদ অর্থাৎ স্পষ্ট না হওয়ায় তাহা অপেক্ষা ভিন্নই হইবে, সুতরাং জ্ঞানাকারের সমারোপ হইবে না। (কারণ, একমাত্র জ্ঞানাকার বস্তু বিরুদ্ধ উভয়াকার হইতে পারে না)। আর কেবল ভেদজ্ঞান না হওয়ায় আরোপ হয়, ইহা বলিতে পার না; কারণ, একটি বিশদ এবং একটি অবিশদ হওয়ায় ভেদজ্ঞান হয়, ইহা বলিয়াছি। আর বাহ্যবস্তু জ্ঞাত না হইলেও অবাহ্য অর্থাৎ জ্ঞানগত এবং স্বলক্ষণ এই উভয়ের ভেদজ্ঞান না হওয়ায় যদি বাহ্যপদার্থের দিকে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে ত্রিলোকের কোন বস্তুর সহিতই ত ইহার ভেদজ্ঞান হয় নাই, অতএব যে কোন বস্তুতেই প্রবৃত্তি হইবে; কারণ, পুরোবর্ত্তী বস্তু হইতে অন্যান্য বস্তুর

* এই শ্লোকটী শান্তরক্ষিতবিরচিত তত্ত্বসংগ্রহে দেখা যায়। তথায় "নীলাদি" স্থলে "সুখাদী" এবং "স্ত" "স্ব"পদ আছে। এইমাত্র প্রভেদ।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ।২৬ *

ভামতীর অনুবাদ।

ভেদাগ্রহে কোন বিশেষ নাই। ইহার দ্বারা বাস্তব জ্ঞানাকারের মত আরোপিত জ্ঞানাকারেরও বাহ্যত্বরূপে আরোপ খণ্ডন করা হইল। অতএব **ততোঽন্যৎ উচ্যমানং** ইত্যাদি যাহা বলা হইয়াছে তাহা সমীচীনই হইয়াছে। আরও সাদৃশ্যবশতঃ যে ব্যবহার হয়, 'ইহা তাহার সদৃশ' এই প্রকার বুদ্ধিবশতঃ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা তাহাই এইপ্রকার বুদ্ধিবশতঃ হয় না, **ন চায়ং সাদৃশ্যাৎ সংব্যহার** এই গ্রন্থ দ্বারা ইহা বলিতেছেন। যদি বল প্রদীপজ্বালাদিতে সাদৃশ্যবুদ্ধি না থাকিলেও সাদৃশ্যবশতই তদ্‌ভাবাবগমনিবন্ধন অর্থাৎ ইহাই সেই দীপশিখা এইরূপ জ্ঞানবশতঃ যেমন ব্যবহার দেখা যায়, এখানেও সেইরূপ হইবে। অতএব পূর্ব্ব কথাতে সন্তোষ না হওয়ায় **ভবেদপি কদাচিৎ বাহ্যবস্তুনি** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। যথা—পাশুপত সম্প্রদায়ের কোন সাধক নানাবিধ লোকে পরিপূর্ণ নগরদ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিবার সময় অন্যলোক হইতে নিজেকে নির্দ্ধারণ অর্থাৎ পৃথক্ করিবার জন্য অসাধারণ চিহ্ন ধারণ করায়, সাধারণ লোকে সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া উপহাস করে।২৫

শাঙ্করভাষ্যম্।

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ।২৬

ইতশ্চ অনুপপন্নঃ বৈনাশিকসময়ঃ, যতঃ স্থিরম্ অনুযায়িকারণম্ অনভ্যুপগচ্ছতাম্ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ ইত্যেতৎ আপদ্যতে। দর্শয়ন্তি চ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিম্—"নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" (ন্যায় দঃ ৪।১।১৪) **ইতি** †। **বিনষ্টাৎ হি কিল বীজাৎ অঙ্কুর উৎপদ্যতে, তথা বিনষ্টাৎ ক্ষীরাৎ দধি, মৃৎপিণ্ডাচ্চ ঘটঃ। কূটস্থাৎ চেৎ কারণাৎ কার্য্যম্ উৎপদ্যেত, অবিশেষাৎ সর্ব্বং সর্ব্বত উৎপদ্যেত। তস্মাৎ অভাবগ্রস্তেভ্যো বীজাদিভ্যঃ অঙ্কুরাদীনাম্ উৎপদ্যমানত্বাৎ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ ইতি মন্যন্তে।**

তত্র ইদম্ উচ্যতে—"ন অসতঃ অদৃষ্টত্বাৎ" ইতি। ন অভাবাৎ ভাব উৎপদ্যতে, যদি অভাবাৎ ভাব উৎপদ্যেত, অভাবত্বাবিশেষাৎ কারণবিশেষাভ্যুপগমঃ অনর্থকঃ স্যাৎ। ন হি বীজাদীনাম্ উপমৃদিতানাং যঃ অভাবঃ তস্য অভাবস্য শশবিষাণাদীনাং চ নিঃস্বভাবত্বা-বিশেষাৎ অভাবত্বে কশ্চিৎ বিশেষোঽস্তি, যেন বীজাদেব অঙ্কুরঃ জায়তে, ক্ষীরাদেব দধি—ইত্যেবংজাতীয়কঃ কারণবিশেষাভ্যুপগমঃ অর্থবান্ স্যাৎ। নির্বিশেষস্য তু অভাবস্য কারণত্বাভ্যুপগমে শশবিষাণাদিভ্যোঽপি অঙ্কুরাদয়ঃ জায়েরন্। ন চ এবং দৃশ্যতে। যদি পুনঃ অভাবস্যাপি বিশেষঃ অভ্যুপগম্যেত, উৎপলাদীনাম্ ইব নীলত্বাদিঃ, ততো বিশেষ-বত্বাদেব অভাবস্য ভাবত্বম্ উৎপলাদিবৎ প্রসজ্যেত। নাপি অভাবঃ কস্যচিৎ উৎপত্তি-হেতুঃ স্যাৎ, অভাবত্বাদেব শশবিষাণাদিবৎ। অভাবাচ্চ ভাবোৎপত্তৌ অভাবান্বিতম্ এব সর্ব্বং কার্য্যং স্যাৎ। ন চ এবং দৃশ্যতে। সর্ব্বস্য চ বস্তুনঃ স্বেন স্বেন রূপেণ ভাবাত্মনা এব উপলভ্যমানত্বাৎ। ন চ মৃদন্বিতাঃ শরাবাদয়ো ভাবাঃ তন্ত্বাদিবিকারাঃ কেনচিৎ অভ্যুপগম্যন্তে। মৃদ্‌বিকারানেব তু মৃদন্বিতান্ ভাবান্ লোকঃ প্রত্যেতি।

* ইহাতেও প্রথমান্তপদ না থাকায় ইহাও আরব্ধাধিকরণের অঙ্গসূত্র হইতেছে।

† ইহা গৌতমসূত্রের অনুবাদ। সেই সূত্রটী "অভাবাদ্ ভাবোৎপত্তির্নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" ৪।১।১৪। তথায় বৌদ্ধমত খণ্ডনে ইহা পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। এস্থলে অসৎ অর্থাৎ অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি বলায় ইহা মহর্ষি গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তী সুতরাং গৌতমবুদ্ধের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী শূন্যবাদী বৌদ্ধমত বলা হয়। বস্তুতঃ নাগার্জ্জুনের শূন্য অসৎ নহে, কিন্তু চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত। এইজন্য প্রাচীন শূন্যবাদের মতই "অসৎখ্যাতিবাদ" এই কথা সঙ্গত হয়। আর তজ্জন্য ইহা প্রাক্‌গৌতমবুদ্ধমত বলিতে হইবে। আর ইহা বৈদিক পূর্ব্বপক্ষও বটে। যেহেতু ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।২।১ বাক্যে "তদ্ধৈক আহুঃ অসদেবেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং, তস্মাদ্ অসতঃ সজ্জায়ত"। এবং তৈত্তিরীয় ব্রহ্মানন্দবল্লী ৭।১ বাক্যে "অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত" এই বাক্য দৃষ্ট হয়। এস্থলে বীজাঙ্কুরের কথাটীও বাৎস্যায়নভাষ্যে আছে।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[অনুস্মৃতেশ্চ ।২৫]

ভামতীর অনুবাদ।

হাঁ তাঁহারাই ত বলিয়াছেন যে—স্বপ্রতিভাস অর্থাৎ স্বপ্রকাশ অনর্থ অর্থাৎ অবাহ্য অর্থাৎ জ্ঞানাকার ঘটত্বাদিতে বাহ্যস্বরূপে অধ্যবসায়বশতঃ যে প্রবৃত্তি অর্থাৎ গ্রহণ ও বর্জ্জন, তাহাই অধ্যবসেয়তা। আচ্ছা, বিকল্পাকার অর্থাৎ আন্তর সবিকল্প জ্ঞানের এই অধ্যবসায় পদার্থটি কি? তাহা কি করণ? অর্থাৎ বাহ্যপদার্থরূপে নিষ্পাদন? অথবা যোজন অর্থাৎ বহিঃপদার্থের সহিত সম্বন্ধন? অথবা আরোপ অর্থাৎ বাহ্যাকারে আরোপণ? (তন্মধ্যে) করণ বলিতে পার না; কারণ, একপদার্থকে অন্যপদার্থ করিতে পারে না; কারণ, সহস্র সহস্র শিল্পীও কখনও ঘটকে পট করিতে পারে না। আর আন্তর পদার্থকে অর্থাৎ সবিকল্পজ্ঞানকে বাহ্যপদার্থের সহিত কেহ যোগ করিতে পারে না। আরও তাহা হইলে সবিকল্পজ্ঞান বহিঃপদার্থের সহিত যুক্ত এইরূপ প্রত্যয় অর্থাৎ জ্ঞান হইত, কিন্তু তাহা ত হয় না। আর আরোপও কি গৃহ্যমাণ অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত বাহ্যিক পদার্থে হয় অথবা অগৃহ্যমাণ অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অগৃহীত বাহ্য পদার্থে হয়? যদি গৃহ্যমাণ বাহ্যপদার্থে হয়, তাহা হইলে কি সবিকল্পক জ্ঞানদ্বারা গৃহ্যমাণ অথবা তৎসময়জ অর্থাৎ তাহার সমসাময়িক নির্বিকল্প জ্ঞানদ্বারা গৃহ্যমাণ? (তাহার মধ্যে) অভিলাপসংসর্গযোগ্যগোচর অর্থাৎ ঘট পট ইত্যাদি শব্দের সহিত সঙ্কেতযোগ্য ঘটত্বপটত্বাদি জাতিবিশিষ্ট যে বস্তু, তদ্বিষয়ক যে সবিকল্পক জ্ঞান তাহা, অশক্যাভিলাপসময় অর্থাৎ শব্দসঙ্কেতের অযোগ্য, এবং দেশ ও কালের সহিত অননুগত স্বলক্ষণ-মাত্রকে অর্থাৎ সামান্যাতিরিক্ত ব্যক্তিমাত্রকে বিষয় করিতে পারে না। যথা বৌদ্ধগণ বলেন—

"অশক্যসময়ো হ্যাত্মা সুখাদীনামনন্যভাক্।
তেষামতঃ স্বসংবিত্তির্নাভিজল্পানুষঙ্গিণী" ॥ * (তত্ত্বসংগ্রহ ১২৬৪ শ্লোক)

অর্থাৎ সুখাদি ক্ষণিকপদার্থের স্বরূপ অশক্যসময় অর্থাৎ তাহাকে শব্দের শক্তিরূপ সম্বন্ধ দ্বারা সম্বদ্ধ করিতে পারা যায় না; যেহেতু তাহা অনন্যভাক্ অর্থাৎ শব্দাদি অন্য কোন পদার্থের সহিতই সম্বদ্ধ হয় না। অতএব তাহাদের স্বসংবিত্তি অর্থাৎ স্বলক্ষণমাত্রের জ্ঞান অভিজল্পানুষঙ্গিণী অর্থাৎ শব্দসম্বন্ধযোগ্য নহে। কিন্তু নির্ব্বিকল্পকই হইয়া থাকে। আর তাহার সমসাময়িক নির্বিকল্পজ্ঞানদ্বারা গৃহ্যমাণ বাহ্যপদার্থ, সবিকল্পজ্ঞানদ্বারা জ্ঞাত না হইলে, তাহাতে সবিকল্পজ্ঞান নিজের আকারকে আরোপ করিতে পারে না। কারণ, রজতজ্ঞানদ্বারা অপ্রকাশিত পুরোবর্ত্তী পদার্থে রজতজ্ঞান রজতকে আরোপ করিতে পারে না। আর অগৃহ্যমাণ বাহ্যপদার্থে বিকল্পাকারের আরোপ স্বীকার করিলে তাহা স্বাকার অর্থাৎ জ্ঞানাকারই হইবে, বাহ্যপদার্থ হইবে না, অর্থাৎ জ্ঞানের আকার এইরূপই বোধ হইবে, বাহ্যবস্তুর আকার এইরূপ বোধ হইবে না। অতএব আরোপ পক্ষ ত সঙ্গত হইল না। আরও এই সবিকল্পপ্রত্যয় অর্থাৎ বিকল্পরূপ স্বাকার স্বসংবেদন অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হইলেও তাহাকে যখন বাহ্যস্বরূপে আরোপ করে, তখন এই স্বাকার অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ ঘটত্বাদি আকার বাস্তবিক সত্য, ইহা জানিয়া তাহার পর আরোপ করে? অথবা যখন স্বাকারের জ্ঞান হয়, তখনই আরোপ করে; অর্থাৎ তাহা বাস্তবিক সত্য কিনা ইহা বিবেচনা না করিয়াই আরোপ করে। (তাহার মধ্যে) ক্ষণিক বলিয়া ক্রমরহিত সবিকল্পজ্ঞানের ক্রমশঃ উৎপত্তিশীল জ্ঞান ও আরোপের কল্পনা (সম্ভাবনা) হইতে পারে না। সেইজন্য বিকল্পপ্রত্যয় যখনই জ্ঞানাকার অনর্থ অর্থাৎ আন্তরপদার্থকে গ্রহণ করে, তখনই বাহ্যস্বরূপে আরোপ করে, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ, জ্ঞানাকার পদার্থ স্বপ্রকাশরূপ প্রত্যক্ষ বলিয়া অতিশয় স্পষ্ট। আর আরোপ্যমাণ অর্থাৎ যাহাকে আরোপ করা হইতেছে, সেই বাহ্যবস্তু (পরপ্রকাশ বলিয়া) অবিশদ অর্থাৎ স্পষ্ট না হওয়ায় তাহা অপেক্ষা ভিন্নই হইবে, সুতরাং জ্ঞানাকারের সমারোপ হইবে না। (কারণ, একমাত্র জ্ঞানাকার বস্তু বিরুদ্ধ উভয়াকার হইতে পারে না)। আর কেবল ভেদজ্ঞান না হওয়ায় আরোপ হয়, ইহা বলিতে পার না; কারণ, একটি বিশদ এবং একটি অবিশদ হওয়ায় ভেদজ্ঞান হয়, ইহা বলিয়াছি। আর বাহ্যবস্তু জ্ঞাত না হইলেও অবাহ্য অর্থাৎ জ্ঞানগত এবং স্বলক্ষণ এই উভয়ের ভেদজ্ঞান না হওয়ায় যদি বাহ্যপদার্থের দিকে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে ত্রিলোকের কোন বস্তুর সহিতই ত ইহার ভেদজ্ঞান হয় নাই, অতএব যে কোন বস্তুতেই প্রবৃত্তি হইবে; কারণ, পূরোবর্ত্তী বস্তু হইতে অন্যান্য বস্তুর

* এই শ্লোকটী শান্তরক্ষিতবিরচিত তত্ত্বসংগ্রহে দেখা যায়। তথায় "নীলাদি" স্থলে "সুখাদী" এবং "ক্ত" "ব"পদ আছে। এইমাত্র প্রভেদ।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ।২৬ *

ভামতীর অনুবাদ।

ভেদাগ্রহে কোন বিশেষ নাই। ইহার দ্বারা বাস্তব জ্ঞানাকারের মত আরোপিত জ্ঞানাকারেরও বাহ্যত্বরূপে আরোপ খণ্ডন করা হইল। অতএব **ততোঽন্যৎ উচ্যমানং** ইত্যাদি যাহা বলা হইয়াছে তাহা সমীচীনই হইয়াছে। আরও সাদৃশ্যবশতঃ যে ব্যবহার হয়, 'ইহা তাহার সদৃশ' এই প্রকার বুদ্ধিবশতঃ হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা তাহাই এইপ্রকার বুদ্ধিবশতঃ হয় না, **ন চায়ং সাদৃশ্যাৎ সংব্যহার** এই গ্রন্থ দ্বারা ইহা বলিতেছেন। যদি বল প্রদীপজ্বালাদিতে সাদৃশ্যবুদ্ধি না থাকিলেও সাদৃশ্যবশতই তদ্ভাবাবগমনিবন্ধন অর্থাৎ ইহাই সেই দীপশিখা এইরূপ জ্ঞানবশতঃ যেমন ব্যবহার দেখা যায়, এখানেও সেইরূপ হইবে। অতএব পূর্ব্ব কথাতে সন্তোষ না হওয়ায় **ভবেদপি কদাচিৎ বাহ্যবস্তুনি** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। যথা—পাশুপত সম্প্রদায়ের কোন সাধক নানাবিধ লোকে পরিপূর্ণ নগরদ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিবার সময় অন্যলোক হইতে নিজেকে নির্দ্ধারণ অর্থাৎ পৃথক্ করিবার জন্য অসাধারণ চিহ্ন ধারণ করায়, সাধারণ লোকে সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া উপহাস করে ।২৫

শাঙ্করভাষ্যম্।

নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ।২

ইতশ্চ অনুপপন্নঃ বৈনাশিকসময়ঃ, যতঃ স্থিরম্ অনুযায়িকারণম্ অনভ্যুপগচ্ছতাম্ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ ইত্যেতৎ আপদ্যতে। দর্শয়ন্তি চ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিম্— "নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" (ন্যায় দঃ ৪।১।১৪) ইতি †। বিনষ্টাৎ হি কিল বীজাৎ অঙ্কুর উৎপদ্যতে, তথা বিনষ্টাৎ ক্ষীরাৎ দধি, মৃৎপিণ্ডাচ্চ ঘটঃ। কূটস্থাৎ চেৎ কারণাৎ কার্য্যম্ উৎপদ্যেত, অবিশেষাৎ সর্ব্বং সর্ব্বত উৎপদ্যেত। তস্মাৎ অভাবগ্রস্তেভ্যো বীজাদিভ্যঃ অঙ্কুরাদীনাম্ উৎপদ্যমানত্বাৎ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ ইতি মন্যন্তে।

তত্র ইদম্ উচ্যতে—"ন অসতঃ অদৃষ্টত্বাৎ" ইতি। ন অভাবাৎ ভাব উৎপদ্যতে, যদি অভাবাৎ ভাব উৎপদ্যেত, অভাবত্বাবিশেষাৎ কারণবিশেষাভ্যুপগমঃ অনর্থকঃ স্যাৎ। ন হি বীজাদীনাম্ উপমৃদিতানাং যঃ অভাবঃ তস্য অভাবস্য শশবিষাণাদীনাং চ নিঃস্বভাবত্বা-বিশেষাৎ অভাবত্বে কশ্চিৎ বিশেষোঽস্তি, যেন বীজাদেব অঙ্কুরঃ জায়তে, ক্ষীরাদেব দধি— ইত্যেবংজাতীয়কঃ কারণবিশেষাভ্যুপগমঃ অর্থবান্ স্যাৎ। নির্বিশেষস্য তু অভাবস্য কারণত্বাভ্যুপগমে শশবিষাণাদিভ্যোঽপি অঙ্কুরাদয়ঃ জায়েরন্। ন চ এবং দৃশ্যতে। যদি পুনঃ অভাবস্যাপি বিশেষঃ অভ্যুপগম্যেত, উৎপলাদীনাম্ ইব নীলত্বাদিঃ, ততো বিশেষ-বত্ত্বাদেব অভাবস্য ভাবত্বম্ উৎপলাদিবৎ প্রসজ্যেত। নাপি অভাবঃ কস্যচিৎ উৎপত্তি-হেতুঃ স্যাৎ, অভাবত্বাদেব শশবিষাণাদিবৎ। অভাবাচ্চ ভাবোৎপত্তৌ অভাবান্বিতম্ এব সর্ব্বং কার্য্যং স্যাৎ। ন চ এবং দৃশ্যতে। সর্ব্বস্য চ বস্তুনঃ স্বেন স্বেন রূপেণ ভাবাত্মনা এব উপলভ্যমানত্বাৎ। ন চ মৃদন্বিতাঃ শরাবাদয়ো ভাবাঃ তন্ত্বাদিবিকারাঃ কেনচিৎ অভ্যুপগম্যন্তে। মৃদ্বিকারানেব তু মৃদন্বিতান্ ভাবান্ লোকঃ প্রত্যেতি।

* ইহাতেও প্রথমান্তপদ না থাকায় ইহাও আরব্ধাধিকরণের অঙ্গসূত্র হইতেছে।

† ইহা গৌতমসূত্রের অনুবাদ। সেই সূত্রটী "অভাবাদ্ ভাবোৎপত্তির্নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" ৪।১।১৪। তথায় বৌদ্ধমত খণ্ডনে ইহা পূর্ব্বপক্ষ সূত্র। এস্থলে অসৎ অর্থাৎ অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি বলায় ইহা মহর্ষি গৌতমের পূর্ব্ববর্ত্তী সুতরাং গৌতমবুদ্ধের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী শূন্যবাদী বৌদ্ধমত বলা হয়। বস্তুতঃ নাগার্জ্জুনের শূন্য অসৎ নহে, কিন্তু চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত। এইজন্য প্রাচীন শূন্যবাদের মতই "অসৎখ্যাতিবাদ" এই কথা সঙ্গত হয়। আর তজ্জন্য ইহা প্রাক্গৌতমবুদ্ধমত বলিতে হইবে। আর ইহা বৈদিক পূর্ব্বপক্ষও বটে। যেহেতু ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৬।২।১ বাক্যে "তদ্ধৈক আহুঃ অসদেবেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং, তস্মাদ্ অসতঃ সজ্জায়ত"। এবং তৈত্তিরীয় ব্রহ্মানন্দবল্লী ৭।১ বাক্যে "অসদ্ বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত" এই বাক্য দৃষ্ট হয়। এস্থলে বীজাঙ্কুরের কথাটীও বাৎস্যায়নভাষ্যে আছে।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ।২৬]

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—বৌদ্ধগণ যে বলেন—অসৎ অর্থাৎ অভাব হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা **ন** অর্থাৎ উচিত নহে, কারণ, **অসতঃ** অর্থাৎ শশশৃঙ্গপ্রভৃতি তুচ্ছ অভাব হইতে **অদৃষ্টত্বাৎ** অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তি দেখা যায় না।

ভাষ্যার্থ—এজন্যও বৈনাশিকসময় অর্থাৎ বৌদ্ধমত অসঙ্গত, যেহেতু যাঁহারা স্থির অনুযায়ি কারণ অর্থাৎ কার্য্যে অনুগত কারণ স্বীকার না করেন, তাঁহাদের মতে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, ইহা আসিয়া পড়ে। আর **ন অনুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ** (গৌতম সূত্র ৪।১।১৪) অর্থাৎ অনুপমৃদ্য অর্থাৎ কারণকে বিনাশ না করিয়া কার্য্যের উৎপত্তি হয় না বলিয়া অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, ইহা তাঁহারা দেখাইয়া থাকেন। কারণ, বিনষ্ট বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, এবং বিনষ্ট দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট মৃৎপিণ্ড হইতে ঘট উৎপন্ন হয়। যদি কূটস্থ অর্থাৎ নিত্য কারণ হইতে কার্য্য উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে অবিশেষপ্রযুক্ত অর্থাৎ কোন বিশেষ না থাকায় সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তু উৎপন্ন হইত। অতএব অভাবগ্রস্ত বীজাদি হইতে অঙ্কুরাদি উৎপন্ন হয় বলিয়া **অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ** (গৌতম সূত্র ৪।১।১৪) অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, ইহা তাঁহারা মানিয়া থাকেন।

এ বিষয়ে উত্তর বলিতেছেন—**ন অসতোঽদৃষ্টত্বাৎ** অর্থাৎ অভাব হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় না; কারণ, সেরূপ দেখা যায় না। অভাব হইতে ভাব উৎপন্ন হয় না, যদি অভাব হইতে ভাব উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে অভাবের কোন বিশেষ না থাকায় কারণবিশেষ স্বীকার করা অনর্থক হইত। কারণ, উপমৃদিত অর্থাৎ বিনষ্ট বীজাদির যে অভাব, সেই অভাবের ও শশশৃঙ্গাদির নিঃস্বভাবত্বে অর্থাৎ তুচ্ছত্ববিষয়ে কোন বিশেষ না থাকায় অভাব হওয়ার পক্ষে কোন বিশেষ নাই. যে জন্য বীজ হইতেই অঙ্কুর জন্মে, দুগ্ধ হইতেই দধি—এই জাতীয় যে কারণবিশেষ স্বীকার করা হয়, তাহা সার্থক হইবে। আর নির্বিশেষ অভাবকে কারণ বলিয়া স্বীকার করিলে শশশৃঙ্গপ্রভৃতি হইতেও অঙ্কুরাদি উৎপন্ন হউক। এরূপ ত দেখা যায় না। আর যদি অভাবেরও বিশেষ স্বীকার কর, যেমন উৎপলাদির নীলত্বাদি অন্য নীলত্ব অপেক্ষা বিশেষ, তাহা হইলে বিশেষবিশিষ্ট হওয়াই উৎপলাদির মত অভাবও ভাব হইয়া পড়িবে। আর অভাব কাহারও উৎপত্তির হেতু হয় না; কারণ, তাহা অভাব, যেমন শশশৃঙ্গ। আর অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইলে সব কার্য্যই অভাবযুক্ত হইত। কিন্তু এরূপ ত দেখা যায় না, কারণ, সকলবস্তুই নিজ নিজ ধর্ম্মানুসারে ভাবস্বরূপেই দেখা যায়। আর মৃত্তিকানুগত শরাবাদি ভাবপদার্থসকল তন্তুপ্রভৃতির বিকার, ইহা কেহ স্বীকার করে না। কিন্তু মৃত্তিকানুগত শরাবাদি-ভাবপদার্থ সকলকে মৃত্তিকার বিকার বলিয়াই লোকে দেখিয়া থাকে।

ভামতী।

"ইতশ্চ অনুপপন্নঃ বৈনাশিকসময়ঃ" ইতি। অস্থিরাৎ কার্য্যোৎপত্তিম্ ইচ্ছন্তো বৈনাশিকা অর্থাৎ অভাবাদেব ভাবোৎপত্তিম্ আহুঃ। উক্তমেতৎ অধস্তাৎ। নিরপেক্ষাৎ কার্য্যোৎপত্তৌ পুরুষকর্ম্মবৈয়র্থ্যম্। সাপেক্ষতায়াং চ ক্ষণস্য অভেদ্যত্বেন উপকৃতত্বানুপকৃতত্বানুপপত্তেঃ, অনুপকারিণি চ অপেক্ষাভাবাৎ অক্ষণিকত্বপ্রসঙ্গঃ। সাপেক্ষত্বানপেক্ষত্বয়োশ্চ অন্যতরনিষেধস্য অন্যতরবিধাননান্তরীয়কত্বেন প্রকারান্তরাভাবাৎ ন অস্থিরাৎ ভাবাৎ ভাবোৎপত্তিরিতি ক্ষণিকপক্ষঃ অর্থাৎ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ ইতি পরিশিষ্যতে ইত্যর্থঃ। ন কেবলম্ অর্থাৎ আপদ্যতে দর্শয়ন্তি চ—"নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" ইতি। এতৎ বিভজতে—"বিনষ্টাদ্ধি কিলেতি"। কিলকারঃ অনিচ্ছায়াম্। "কূটস্থাচ্চেৎ কারণাৎ কার্য্যম্ উৎপদ্যেত অবিশেষাৎ সর্ব্বং সর্ব্বত উৎপদ্যেত" অয়ম্ অভিসন্ধিঃ—কূটস্থো হি কার্য্যজননস্বভাবো বা স্যাৎ অতৎস্বভাবো বা। স চেৎ কার্য্যজননস্বভাবঃ, ততঃ যাবৎ অনেন কার্য্যং কর্ত্তব্যং, তাবৎ সহসা এব কুর্য্যাৎ, সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ। অতৎস্বভাবে তু ন কদাচিদপি কুর্য্যাৎ। যদি উচ্যেত—সমর্থোঽপি ক্রমবৎ-সহকারিসচিবঃ ক্রমেণ কার্য্যাণি করোতি ইতি; তৎ অযুক্তম্, বিকল্পাসহত্বাৎ। কিম্ অস্য সহকারিণঃ কঞ্চিৎ উপকারম্ আদধতি ন বা। অনাধানে অনুপকারিতয়া সহকারিণঃ ন অপেক্ষেরন্। আধানেঽপি ভিন্নম্ অভিন্নম্ বা উপকারম্ আদধ্যুঃ। অভেদে তদেব অভিহিতম্

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ।২৬]

ভামতী।

ইতি কৌটস্থ্যং ব্যাহন্যেত। ভেদে তু উপকারস্য তস্মিন্ সতি কার্য্যস্য ভাবাৎ অসতি চ অভাবাৎ সত্যাপি কূটস্থে কার্য্যানুৎপাদাৎ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ উপকার এব কার্য্যকারী ন ভাব ইতি ন অর্থক্রিয়াকারী ইতি ভাবঃ। তদুক্তম্—

"বর্ষাতপাভ্যাং কিং ব্যোম্নশ্চর্ম্মণ্যস্তি তয়োঃ ফলম্।
চর্ম্মোপমশ্চেৎ সোঽনিত্যঃ খতুল্যশ্চেদসৎফলঃ" ॥ (ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রমাণবার্ত্তিকম্?)

তথাচ অকিঞ্চিৎকরাদপি চেৎ কূটস্থাৎ কার্য্যং জায়েত, সর্ব্বং সর্ব্বস্মাৎ জায়েত ইতি সূক্তম্। উপসংহরতি—"তস্মাৎ অভাবগ্রস্তেভ্যঃ" ইতি।

"তত্রেদম্ উচ্যতে—নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ইতি"। ন অভাবাৎ কার্য্যোৎপত্তিঃ, কস্মাৎ? অদৃষ্টত্বাৎ। ন হি শশবিষাণাৎ অঙ্কুরাদীনাং কার্য্যাণাম্ উৎপত্তিঃ দৃশ্যতে। যদি তু অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ স্যাৎ, ততঃ অভাবত্বাবিশেষাৎ শশবিষাণাদিভ্যোঽপি অঙ্কুরোৎপত্তিঃ। ন হি অভাবঃ বিশিষ্যতে। বিশেষণযোগে বা সোঽপি ভাবঃ স্যাৎ, ন নিরুপাখ্যঃ ইত্যর্থঃ। বিশেষণ-যোগম্ অভাবস্য অভ্যুপেত্য আহ—"নাপি অভাবঃ কস্যচিৎ উৎপত্তিহেতুঃ ইতি। অপি চ যৎ যেন অনন্বিতং, ন তৎ তস্য বিকারঃ, যথা ঘটশরাবোদঞ্চনাদয়ঃ হেম্না অনন্বিতাঃ ন হেমবিকারাঃ। অনন্বিতাশ্চ এতে বিকারাঃ অভাবেন। তস্মাৎ ন অভাববিকারাঃ। ভাব-বিকারাস্তু তে, ভাবস্য তেন অন্বিতত্বাৎ ইত্যাহ—"অভাবাচ্চ ভাবোৎপত্তৌ" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

বৌদ্ধৈঃ অভাবস্য অর্থক্রিয়াকারিত্বানভ্যুপগমাৎ কথম্ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ তৎসিদ্ধান্তত্বেন অনূদ্য নিরস্যতে? তত্রাহ—"অস্থিরাদি"তি। আপাদ্যানুবাদঃ অয়ম্ ইতি বদিষ্যন্ ক্ষণিকস্য কারণত্বাসম্ভবম্ আহ—"উক্তম্ এতৎ" ইত্যাদিনা। ক্ষণিকং কারণম্ ইতি বদন্ প্রষ্টব্যঃ তৎ কিম্ অনপেক্ষং সাপেক্ষং বা ইতি। নাদ্যঃ, "ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদি"তি সূত্রবিবরণাবসরে যদি অন্ত্যক্ষণপ্রাপ্ত্যা অনপেক্ষা ইত্যাদিনা নিরস্তত্বাৎ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়োঽপি তৎসূত্রব্যাখ্যানসময়ে এব ন ক্ষণিকপক্ষে উপকার্য্যোপকারকভাবঃ অস্তি ইত্যাদিনা গ্রন্থেন প্রত্যুক্তঃ। তৎসূত্রোক্তং নিরাসপ্রকারম্ অনুবদতি—"সাপেক্ষতায়াং চ" ইতি। সাপেক্ষতায়াং চ অক্ষণিকত্বপ্রসঙ্গঃ ইত্যন্বয়ঃ। ক্ষণিকোঽপি সাপেক্ষ ইতি বদন্ প্রষ্টব্যঃ স কিম্ অন্যকৃতোপকারস্য আশ্রয়ো ন বা ইতি। আদ্যস্য নিরসনং—"ক্ষণস্য" ইতি। পূর্ব্বম্ অনুপকৃতস্য পশ্চাৎ উপকারসম্বন্ধে হি উপকৃতত্বং জ্ঞাতুং শক্যম্। ইতরথা উপকারস্য স্বাভাবিকত্বসম্ভবেন অন্যকৃতত্বাসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রতি আহ—"অনুপকারিণি চ" ইতি। ততশ্চ উপকৃতত্বানুপকৃতত্বজ্ঞানায় ক্ষণদ্বয়স্থায়িত্বং বস্তুনো মন্তব্যম্ ইত্যুক্তং ভবতি। যদি ক্ষণিকস্য ন উপকৃতত্বং সম্ভবতি, অনুপকৃতস্য চ ন সাপেক্ষত্বং, নিরপেক্ষস্য চ কারণত্বম্ অতিপ্রসঙ্গি, তর্হি ক্ষণিকো ন সাপেক্ষঃ নাপি নিরপেক্ষঃ, কিন্তু প্রকারান্তরযোগী ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"সাপেক্ষত্বানপেক্ষত্বয়োশ্চ" ইতি। কূটস্থস্যাপি নিয়তশক্তিকত্বাৎ ভাষ্যে সর্ব্বতঃ সর্ব্বোৎপত্তিপ্রসঙ্গানুপপত্তিম্ আশঙ্ক্য সর্ব্বতঃ সর্ব্বাবস্থাৎ তজ্জন্যসর্ব্বোৎপত্তিঃ ইতি কার্য্যযৌগপদ্যাপত্তিপরতয়া ব্যাচষ্টে—"অয়ম্ অভিসন্ধিঃ" ইতি। অন্যকৃতোপকারস্য ভাবাৎ অভেদে সতি উপকারশব্দেন ভাবরূপমেব অভিহিতং স্যাৎ, তস্য চ অন্যকৃতত্বে কৌটস্থ্যং ব্যাহন্যেত ইত্যর্থঃ। "চর্ম্মোপমশ্চেৎ" স্থিরঃ কারণত্বাভিমতঃ পদার্থঃ উপকারাশ্রয়শ্চেৎ ইত্যর্থঃ। উপকারাৎ অভেদে ভাবস্য স ভাবঃ অনিত্যঃ, ভেদে স উপকারঃ অনিত্যঃ, স এব চ কারণম্ ন ভাব ইত্যর্থঃ। উপকারানাশ্রয়ত্বে দূষণম্ "অসৎফল" ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

ইতশ্চ অনুপপন্নো বৈনাশিকসময়ঃ এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য—যাঁহারা অস্থির অর্থাৎ ক্ষণিক পদার্থ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি ইচ্ছা করেন, সেই বৌদ্ধগণ ফলতঃ অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি স্বীকার করেন। ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নিরপেক্ষ অর্থাৎ যে অপরকে অপেক্ষা করে না, তাহা হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইলে পুরুষের প্রযত্ন বৃথা হয়। আর যদি সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে ক্ষণকে পৃথক্ করিতে পারা যায় না বলিয়া উপকৃত এবং অনুপকৃত হওয়া সম্ভব হয় না, এবং উপকারের আশ্রয় না হইলে অপরের অপেক্ষা থাকে না, সুতরাং ক্ষণিকত্বের ব্যাঘাত হইয়া পড়িবে। সাপেক্ষত্ব ও নিরপেক্ষত্ব এই দুইটির মধ্যে কোন একটির নিষেধ করিলে তাহা অন্যতর বিধানের নান্তরীয়ক অর্থাৎ অন্তর্গত হইয়া পড়ে বলিয়া (অর্থাৎ সাপেক্ষত্বের নিষেধ করিলে নিরপেক্ষ হইয়া পড়িবে এবং নিরপেক্ষত্বের নিষেধ করিলে সাপেক্ষ হইয়া পড়িবে বলিয়া) অন্য কোন প্রকার না থাকায় ক্ষণিকপদার্থ হইতে ভাবের উৎপত্তি হইবে না, অতএব ক্ষণভঙ্গবাদীর মত ফলতঃ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, ইহাতেই পর্য্যবসিত হইল। কেবল ফলতই এই আপত্তি হয় না, কিন্তু স্পষ্টই তাহারা বুঝাইয়াছেন যে, বীজাদিকে বিনাশ না করিয়া অঙ্কুরাদি উৎপন্ন হয় না। **বিনষ্টাদ্ধি কিল** এই গ্রন্থদ্বারা

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ।২৬]

ভামতীর অনুবাদ।

এই সূত্রকে ব্যাখ্যা করিতেছেন—এখানে যে **কিল** এই অব্যয় পদটি রহিয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য এই মতে ভাষ্যকারের ইচ্ছা নাই। **কূটস্থাৎ চেৎ** ইত্যাদি গ্রন্থের অভিপ্রায় এই যে—যাহা কূটস্থ অর্থাৎ নিত্য, তাহা কার্য্যজননস্বভাব অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তি করা তাহার স্বভাব? অথবা অতৎস্বভাব অর্থাৎ কার্য্যের উৎপত্তি না করা তাহার স্বভাব? তাহা যদি কার্য্যজননস্বভাবই হয়, তাহা হইলে যখন ইহা কার্য্য করিবে, তখন হঠাৎই করিবে; কারণ, যে সমর্থ তাহার বিলম্ব হইতে পারে না। আর যদি কার্য্যজননস্বভাব না হয়, তাহা হইলে কখনও কার্য্যের উৎপত্তি করিবে না। যদি বল, সমর্থ হইয়াও ক্রমবিশিষ্ট সহকারী কারণের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশঃ কার্য্যসকল উৎপাদন করে, তাহা ঠিক্ নহে; কারণ, বিকল্প সহ্য করিতে পারে না। যথা—সহকারী সকল ইহার (কূটস্থের) কোন উপকার করে কি না? যদি কোন উপকার না করে, তাহা হইলে কোন উপকার পাইল না বলিয়া সহকারী কারণসকলকে অপেক্ষা করিবে না। যদি কোন উপকার করে, তাহা হইলেও কূটস্থ অপেক্ষা ভিন্ন অথবা অভিন্ন উপকার করিবে? যদি অভিন্ন উপকার করে, তাহা হইলে তাহাই অভিহিত হইল ক্ষণিক উপকারের সহিত অভিন্ন কূটস্থ কারণ হইলে ক্ষণিকই কারণ হইবে, ইহাই বলা হইল। আর যদি উপকার হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে উপকার থাকিলে কার্য্য হয় বলিয়া, এবং উপকার না থাকিলে কার্য্য হয় না বলিয়া, এবং কূটস্থ থাকিলেও কার্য্য উৎপন্ন হয় না বলিয়া, অন্বয় ও ব্যতিরেকবশতঃ উপকারই কার্য্য করিয়া থাকে, ভাব অর্থাৎ কূটস্থ নহে। অতএব ভাব অর্থক্রিয়াকারী হইতে পারে না ইহাই অভিপ্রায়। বৌদ্ধগণ তাহাই বলিয়াছেন—

বর্ষাতপাভ্যাং কিং ব্যোম্নশ্চর্ম্মণ্যস্তি তয়োঃ ফলম্।

চর্ম্মোপমশ্চেৎ সোঽনিত্যঃ খতুল্যশ্চেদসৎফলঃ॥ (ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবার্ত্তিক ?)

অর্থাৎ বর্ষা ও আতপদ্বারা ব্যোম অর্থাৎ আকাশের কি ফল হয়? অর্থাৎ কিছুই হয় না, কিন্তু চর্ম্মতে বর্ষা ও আতপের ফল হয়। যাহাকে তোমরা কারণ বলিয়া মনে কর, সেই ভাবপদার্থ যদি চর্ম্মের মত হয়, অর্থাৎ উপকারের আশ্রয় হয়, তাহা হইলে তাহা অর্থাৎ কারণ ক্ষণিক হইবে। অর্থাৎ কারণ যদি ক্ষণিক উপকার হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে ক্ষণিকই হইবে, এবং যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে উপকারই কার্য্য করিবে; কারণ কিছুই করিবে না। আর যদি খতুল্য অর্থাৎ আকাশের মত উপকারের অনাশ্রয় হয়, তাহা হইলে অসৎফল অর্থাৎ কার্য্যাকারী হইবে না। অতএব অকিঞ্চিৎকর, অর্থাৎ যে কিছুই করে না, এরূপ কূটস্থ ভাবপদার্থ হইতে যদি কার্য্য জন্মিত, তাহা হইলে সকল হইতেই সকল কার্য্য জন্মিত—ইহা ভালই বলা হইয়াছে। **তস্মাৎ অভাবগ্রস্তেভ্য** এই গ্রন্থদ্বারা উপসংহার করিতেছেন। **তত্রেদম্ উচ্যতে—নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ** এই সূত্রের অর্থ—অভাব হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। কেন? যেহেতু দেখা যায় না। অর্থাৎ শশশৃঙ্গ হইতে অঙ্কুরাদি কার্য্যের উৎপত্তি দেখা যায় না। যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে অভাবের কোন বিশেষ না থাকায় শশশৃঙ্গাদি অভাব হইতেও অঙ্কুরের উৎপত্তি হইত। কারণ, অভাবকে বিশেষ করা যায় না। অথবা যদি বিশেষণ যোগ কর, তাহা হইলে তাহাও ভাব হইবে, নিরুপাখ্য অর্থাৎ তুচ্ছ হইবে না। অভাবের বিশেষণযোগ স্বীকার করিয়াই **নাপি অভাবঃ কস্যচিৎ উৎপত্তিহেতুঃ** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। আরও যাহা যাহার সহিত অনুগত না হয়, তাহা তাহার বিকার নহে, যেমন ঘটশরাব উদঞ্চন (জালা) প্রভৃতি সুবর্ণের সহিত অনুগত হয় না, অতএব তাহারা সুবর্ণের বিকার নহে। আর এই সকল বিকার অভাবের সহিত অনুগত নহে, অতএব অভাবের বিকার নহে; কিন্তু তাহারা ভাবের বিকার, কারণ, তাহাদের সহিত ভাবের অর্থাৎ মৃত্তিকাদির অনুগতি আছে, **অভাবাচ্চ ভাবোৎপত্তৌ** এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

যত্তু উক্তং স্বরূপোপমর্দ্দম্ অন্তরেণ কস্যচিৎ কূটস্থস্য বস্তুনঃ কারণত্বানুপপত্তেঃ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ ভবিতুম্ অর্হতি ইতি তৎ দুরুক্তম্, স্থিরস্বভাবানাম্ এব সুবর্ণাদীনাং প্রত্যভিজ্ঞায়মানানাং রুচকাদিকার্য্যকারণভাবদর্শনাৎ। যেষু অপি বীজাদিষু স্বরূপোপমর্দ্দো লক্ষ্যতে, তেষু অপি নাসৌ উপমৃদ্যমানা পূর্ব্বাবস্থা উত্তরাবস্থায়াঃ কারণম্ অভ্যুপগম্যতে,

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ।২৬]

শাঙ্করভাষ্যম্।

অনুপমৃদ্যমানানাম্ এব অনুযায়িনাং বীজাদ্যবয়বানাম্ অঙ্কুরাদিকারণভাবাভ্যুপগমাৎ। তস্মাৎ অসদ্ভ্যঃ শশবিষাণাদিভ্যঃ সদুৎপত্ত্যদর্শনাৎ সদ্ভ্যশ্চ সুবর্ণাদিভ্যঃ সদুৎপত্তিদর্শনাৎ অনুপপন্নোঽয়ম্ অভাবাৎ ভাবোৎপত্ত্যভ্যুপগমঃ। অপি চ চতুর্ভিঃ চিত্তচৈত্তা উৎপদ্যন্তে পরমাণুভ্যশ্চ ভূতভৌতিকলক্ষণঃ সমুদায় উৎপদ্যতে ইতি অভ্যুপগম্য পুনঃ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিং কল্পয়দ্ভিঃ অভ্যুপগতম্ অপহ্নুবানৈঃ বৈনাশিকৈঃ সর্ব্বো লোকঃ আকুলী-ক্রিয়তে ।২৬ ✓

ভাষ্যানুবাদ।

আর যে তাঁহারা বলিয়াছেন, স্বরূপের উপমর্দ অর্থাৎ বিনাশ ব্যতীত কোন নিত্যবস্তুর কারণতা হইতে পারে না বলিয়া অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হওয়াই উচিত, তাহা বলা দুষ্কর; কারণ, স্থিরস্বভাব অর্থাৎ স্থায়ী অথচ প্রত্যভিজ্ঞায়মান অর্থাৎ যাহার প্রত্যভিজ্ঞা হয়, এইরূপ সুবর্ণাদির কার্য্যকারণভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আর বীজাদি যেসকল বস্তুতে স্বরূপের বিনাশ লক্ষিত হয়, সে সকলেও সেই পূর্ব্ব অবস্থা বিনষ্ট হইয়া উত্তর অবস্থার কারণ হয়, ইহা স্বীকার করা হয় না। কারণ, অনুপমৃদ্যমান অর্থাৎ যাহারা বিনষ্ট হয় না, এইরূপ অনুযায়ী অর্থাৎ কার্য্যে অনুগত বীজাদির অবয়বকে অঙ্কুরাদির কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। অতএব অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান শশশৃঙ্গ হইতে সত্তের উৎপত্তি দেখা যায় না বলিয়া এবং সত্য সুবর্ণাদি হইতে সত্য রুচকাদির উৎপত্তি দেখা যায় বলিয়া অসৎ হইতে সত্যের উৎপত্তি হয়, ইহা স্বীকার করা অসঙ্গত। আরও চারিটি হইতে চিত্ত অর্থাৎ মন এবং চৈত্ত অর্থাৎ কামরাগাদি উৎপন্ন হয়, পৃথিব্যাদি পরমাণু হইতে পৃথিব্যাদি ভৌতিক অর্থাৎ বিষয় ও ইন্দ্রিয়রূপ সমুদায় উৎপন্ন হয়, ইহা স্বীকার করিয়া, আবার যাঁহারা অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি কল্পনা করিয়া নিজের স্বীকৃত পদার্থের অপলাপ করেন, সেই বৌদ্ধকর্ত্তৃক সকল লোকই বিব্রত হইয়া পড়ে ।২৬

ভামতী।

অভাবকারণবাদিনো বচনম্ অনুভাষ্য দূষয়তি—"যৎ তু উক্তম্" ইতি। স্থিরোঽপি ভাবঃ ক্রমবৎসহকারিসমবধানাৎ ক্রমেণ কার্য্যাণি করোতি। ন চ অনুপকারকাঃ সহকারিণঃ। স চ অস্য সহকারিভিঃ আধীয়মানঃ উপকারঃ ন ভিন্নঃ, নাপি অভিন্নঃ, কিন্তু অনির্ব্বাচ্য এব। অনির্ব্বাচ্যাচ্চ কার্য্যম্ অপি অনির্ব্বাচ্যমেব জায়তে। ন চ এতাবতা স্থিরস্য অকারণত্বম্, তদুপাদানত্বাৎ কার্য্যস্য, রজ্জুপাদানত্বমিব ভুজঙ্গস্য ইত্যুক্তম্। তথাচ শ্রুতিঃ—

"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্" (ছাঃ উঃ ৬।১।৪) ইতি।

অপি চ যে অপি সর্ব্বতো বিলক্ষণানি স্বলক্ষণানি বস্তুসন্তি আস্থিষত, তেষামপি কিমিতি বীজজাতীয়েভ্যঃ অঙ্কুরজাতীয়ানি এব জায়ন্তে কার্য্যাণি, ন তু ক্রমেলকজাতীয়ানি। ন হি বীজাৎ বীজান্তরস্য বা ক্রমেলকস্য বা অত্যন্তবৈলক্ষণ্যে কশ্চিৎ বিশেষঃ। ন চ বীজাঙ্কুরত্বে সামান্যে পরমার্থসতী, যেন এতয়োঃ ভাবিকঃ কার্য্যকারণভাবো ভবেৎ। তস্মাৎ কাল্পনিকাদেব স্বলক্ষণোপাদানাৎ বীজজাতীয়াৎ তথাবিধস্যৈব অঙ্কুরজাতীয়স্য উৎপত্তিনিয়ম আস্থেয়ঃ। অন্যথা কার্য্যহেতুকানুমানোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। দিঙ্‌মাত্রম্ অত্র সূচিতম্। প্রপঞ্চস্তু ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষান্যায়-কণিকয়োঃ কৃত ইতি নেহ প্রতন্যতে বিস্তরভয়াৎ ।২৬

বেদান্তকল্পতরুঃ।

যদুক্তম্ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ উপকার এব কার্য্যকারী ন ভাব ইতি, তত্রাহ—"ন চ এতাবতা" ইতি। পরমার্থাশ্রিতত্বাৎ কার্য্য-কল্পনায়া ভাব উপাদানং তদ্ধর্ম্মস্তু অনির্ব্বাচ্য উপকারঃ কার্য্যোপযোগী ইত্যর্থঃ। শ্রুতৌ মৃদ্দৃষ্টান্তস্য সত্যত্বাভিধানাৎ দার্ষ্টান্তিকস্য মূলকারণস্য সত্যত্বম্ উক্তম্। ভেদাভেদাভ্যাম্ অনির্ব্বাচ্যেন উপকারেণ উপকৃতং কারণং কার্য্যম্ অনির্ব্বাচ্যং করোতি ইত্যুক্তম্, তৎ অযুক্তম্, ভেদনিষেধে অভেদাপত্তেঃ অভেদনিষেধে চ ভেদপ্রসঙ্গাৎ ইত্যাশঙ্ক্য বৌদ্ধং প্রতি প্রতিবন্দীমাহ—"অপিচ যেঽপি" ইতি। কিং ব্যক্ত্যোরেব কার্য্যকারণভাবঃ সামান্যয়োর্বা তদুপহিতব্যক্ত্যোর্বা। ন প্রথমঃ, অতিপ্রসঙ্গাৎ, ইতি অভিসন্ধায় দ্বিতীয়ে সামান্যে বস্তুনী অবস্তুনী বা? নাদ্যঃ অপরাদ্ধান্তাৎ ইত্যাহ—"ন চ বীজাঙ্কুরত্বে" ইতি। অবস্তুনোরেব সামান্যয়োঃ কার্য্যকারণভাবোঽপি অর্থক্রিয়াকারিণঃ

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ।২৭ *

বেদান্তকল্পতরুঃ।

সত্ত্বাভ্যুপগমাৎ অপরাদ্ধান্তাবহ এব। অবস্তুসামান্যোপহিতানাং ব্যক্তীনাং কার্য্যকারণতাভ্যুপগমে তদ্বৎ উপকারকার্য্যয়োরপি অবস্তুত্বসত্ত্বসিদ্ধিঃ ইত্যাহ -"তস্মাদি"তি। "কাল্পনিকাৎ" কাল্পনিকসামান্যোপহিতাৎ ইত্যর্থঃ। যদি সামান্যোপাদানম্ অন্তরেণ ব্যক্তীনামেব কার্য্যকারণভাবঃ তত্র দোষান্তরমাহ—"অন্যথে"তি। অনুমানং হি সামান্যোপাধৌ প্রবর্ত্ততে, ব্যক্তীনাম্ আনন্ত্যেন ব্যাপ্তিগ্রহাযোগাৎ ইত্যর্থঃ ।২৬

ভামতীর অনুবাদ।

যাহারা অভাবকে কারণ বলে, তাহাদের বাক্য **যত্তু উক্তম্** এই গ্রন্থদ্বারা উল্লেখ করিয়া দোষ দিতেছেন। স্থায়ী ভাবপদার্থও ক্রমবিশিষ্ট সহকারিকারণের সমবধান অর্থাৎ সম্বন্ধবশতঃ ক্রমশঃ কার্য্য করিয়া থাকে এবং সহকারী কারণসকল উপকার করে না যে, তাহা নহে। আর কারণের সহকারিকর্ত্তৃক যে উপকার জন্মে, তাহা ভিন্নও নহে, অভিন্নও নহে, কিন্তু অনির্ব্বাচ্যই। অনির্ব্বাচ্য হইতে উৎপন্ন কার্য্যও অনির্ব্বাচ্যই হয়। আর ইহার দ্বারা স্থায়ীভাব পদার্থের অকারণত্ব হইল না; কারণ, ভাবপদার্থই কার্য্যের উপাদান। রজ্জু যেমন সর্পের উপাদান হয়—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রুতি তাহাই বলিতেছেন—

"মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্"। (ছাঃ উঃ ৬।১।৪)

অর্থাৎ মৃত্তিকা—ইহাই সত্য। আরও যাহারাও সকল বস্তু হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্ন স্বলক্ষণ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ সত্যবস্তু স্বীকার করে, তাহাদের মতে কেন বীজজাতীয় বস্তু হইতে অঙ্কুরজাতীয় কার্য্যই উৎপন্ন হয়, ক্রমেলক অর্থাৎ উষ্ট্রজাতীয় কার্য্য জন্মে না কেন? কারণ, বীজ হইতে অন্য বীজের অথবা উষ্ট্রের কোন বিশেষ নাই। আর বীজত্ব ও অঙ্কুরত্বরূপ সামান্য অর্থাৎ জাতিদ্বয় বাস্তবিক সত্য নহে, যে জন্য এই দুইটির কার্য্যকারণভাব সত্য হইবে। অতএব কাল্পনিক অর্থাৎ মিথ্যা বীজজাতীয় স্বলক্ষণ কারণ হইতেই সেইরূপই অঙ্কুরজাতীয়ের উৎপত্তি হয়—এই নিয়মই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না হইলে কার্য্যকে হেতু করিয়া যে অনুমান করা হয়, তাহার উচ্ছেদ হইয়া পড়িবে। এখানে কেবল দিক্‌মাত্র সূচনা করা হইল। ইহার বিস্তার ব্রহ্মতত্ত্বসমীক্ষা ও ন্যায়কণিকাতে করিয়াছি, গ্রন্থ বিস্তার হইয়া যায় বলিয়া এখানে বিস্তার করিলাম না ।২৬

শাঙ্করভাষ্যম্।

উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ।২৭

যদি চ অভাবাৎ ভাবোৎপত্তিঃ অভ্যুপগম্যেত এবং সতি উদাসীনানাম্ অনীহমানানামপি জনানাম্ অভিমতসিদ্ধিঃ স্যাৎ, অভাবস্য সুলভত্বাৎ। কৃষীবলস্য ক্ষেত্রকর্ম্মণি অপ্রযতমানস্যাপি শস্যনিষ্পত্তিঃ স্যাৎ। কুলালস্য চ মৃৎসংক্রিয়ায়াম্ অপ্রযতমানস্যাপি অমত্রোৎপত্তিঃ। তন্তুবায়স্যাপি তন্তূন্ অতন্বানস্যাপি তন্বানস্যেব বস্ত্রলাভঃ। স্বর্গাপবর্গয়োশ্চ ন কশ্চিৎ কথঞ্চিৎ সমীহেত। ন চ এতদ্ যুজ্যতে অভ্যুপগম্যতে বা কেনচিৎ। তস্মাদপি অনুপপন্নঃ অয়ম্ অভাবাৎ ভাবোৎপত্ত্যভ্যুপগমঃ ।২৭ [ইতি চতুর্থং সমুদায়াধিকরণম্।]

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—**চ** আর যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে **উদাসীনানামপি** অর্থাৎ যাহারা উদাসীন অর্থাৎ কোন কার্য্য করিতে আগ্রহ করে না, তাহাদেরও **এবং সিদ্ধিঃ** অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধি হউক্? কারণ, অভাব ত সেখানেও আছে। অতএব অভাব কারণ হইতে পারে না।

ভাষ্যার্থ—আর যদি অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি স্বীকার কর, তাহা হইলে উদাসীন অর্থাৎ অনীহমান অর্থাৎ যাহারা কোন যত্ন করে না, তাহাদেরও অভিমত ফললাভ হউক, কেননা অভাবও সকলেরই সুলভ। কৃষক ক্ষেত্রের কার্য্যে যত্নবান্ না হইলেও তাহার শস্য উৎপন্ন হউক। কুম্ভকার মৃত্তিকাসংস্কারে যত্নবান্

* ইহাতে প্রথমান্ত "সিদ্ধিঃ" পদ থাকায় ইহা অধিকরণ আরম্ভক হয় বটে, কিন্তু, "অপি" ও "চ" থাকায় আরব্ধাধিকরণের সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইতেছে, এবং পরবর্ত্তী সূত্রে প্রথমান্তপদ থাকায়, ইহাতেই অধিকরণ শেষ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এতদ্ব্যতীত প্রথমান্তপদটী শেষে থাকায় ইহা উপসংহার সূত্রই হইল। অধ্যায় বা পাদারম্ভ ব্যতীত স্থলে প্রথমান্তপদ শেষে থাকিলে অধিকরণ আরম্ভ হয় না।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ।২৭]

ভাষ্যানুবাদ।

না হইলেও তাহার অমত্র অর্থাৎ ভাণ্ডপ্রভৃতি উৎপন্ন হউক। তন্তুবায়েরও বয়ন না করিয়াই বয়নকারীর মত বস্ত্রলাভ হউক। স্বর্গ এবং মোক্ষেও কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে যত্নবান্ না হউক। ইহা কিন্তু ঠিক নহে, এবং কেহ স্বীকারও করে না। এজন্য এই অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি স্বীকার করা উচিত নহে।২৭

ভামতী।

ভাষ্যম্ অস্য সুগমম্।৩৭

বেদান্তকল্পতরুঃ। (এই অংশ ভামতীর কল্পতরু নাই।)

ভামতীর অনুবাদ।

এই সূত্রের ভাষ্য সরল।

চতুর্থাধিকরণের তাৎপর্য্য।

তৃতীয় অধিকরণে বৈশেসিক মতের খণ্ডন করিয়া তৎসাম্যপ্রযুক্ত বৌদ্ধমত এই চতুর্থ অধিকরণে খণ্ডন করা হইতেছে। কারণ, ইহাদের সঙ্গেই বৈশেষিকের সাম্য অধিক। যথা—বৈশেষিক প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণবাদী বৌদ্ধগণও সেই দুই প্রমাণবাদী। বৌদ্ধগণের মধ্যে নানা শাখাভেদ থাকিলেও তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়; যথা—বৈভাসিক সৌত্রান্তিক যোগচার এবং মাধ্যমিক। তন্মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন বলিয়া এই মতদ্বয়কে সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধমত বলা হয়। তন্মধ্যে বৈভাসিকগণ বাহ্যপদার্থের প্রত্যক্ষতাবাদী এবং সৌত্রান্তিকগণ বাহ্যপদার্থকে অনুমেয় বলেন। কিন্তু বাহ্যাস্তিত্ববিষয়ে ইঁহারা একমত বলিয়া এই দুই সম্প্রদায়কে একত্র করিয়া এই অধিকরণে সেই মতের খণ্ডন করা হইতেছে। এস্থলে বৈশেষিক, জগৎপ্রপঞ্চের পরমাণুপ্রভৃতি কতকগুলি পদার্থকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাহাদের কার্য্যপ্রভৃতিকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করেন, বৈভাসিকও ক্ষণিকপরমাণুর পরিণামী নিত্যতা এবং আকাশও নিরোধদ্বয়ের কূটস্থ নিত্যতা এবং কার্য্যপদার্থের অনিত্যতা স্বীকার করেন। এইরূপে কতক নিত্য এবং কতক অনিত্য স্বীকার করায় বৈশেষিকের ন্যায় ইহারাও অর্দ্ধবৈনাশিক। আর তজ্জন্য বৈশেষিক-খণ্ডনে তাহাদের খণ্ডন হইয়াছে। ভাষ্যকার যে বৌদ্ধগণকে সর্ব্ববৈনাশিক বলিয়াছেন, তাহা সৌত্রান্তিক যোগাচার ও শূন্যবাদীকে লক্ষ্য করিয়া—বুঝিতে হইবে। সৌত্রান্তিকাদি মতে সব বস্তুই ক্ষণিক ও নিরন্বয়বিনাশী।*

এই সমস্ত বৌদ্ধমতের মূল, বেদে পূর্ব্বপক্ষরূপে কথিত হইয়াছে। এজন্য ইহাদিগকে বেদতাৎপর্য্যবিরোধী বেদোক্ত বৌদ্ধমত বলা যায়। কালে ইহাদের প্রাবল্য হওয়ায়, কপিল গৌতম কণাদ ব্যাস ও জৈমিনি প্রভৃতি ঋষিগণ তাঁহাদের স্বস্ব দর্শনে বেদ ও যুক্তিদ্বারা সেই সব মত খণ্ডন করেন। অতঃপর কলির প্রাবল্যে গৌতম বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়া বেদের প্রতি উপেক্ষা করিয়া সেই খণ্ডিত বৌদ্ধমত, ঋষিগণপ্রদর্শিত দোষসমূহ যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া নিজ উপলব্ধ সত্য বলিয়া আবার প্রচার করিলেন। ক্রমে বেদসংস্কারবর্জ্জিত মনীষাসম্পন্ন বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত উক্ত বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া সেই গৌতমবুদ্ধের মত সুপ্রচারিত করেন। এইজন্য ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পরবর্ত্তী বৌদ্ধপণ্ডিতগণকর্ত্তৃক পরিষ্কৃত ও পরিপুষ্ট সেই প্রাচীন বৌদ্ধমত যথাসম্ভব অনুবাদ করিয়া এই অধিকরণের অন্তর্গত সূত্রগুলির ভাষ্যমুখে বিবৃত করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। সেই সূত্রগুলি এই—

১। সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ।১৮
২। ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ।১৯
৩। উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ।২০
৪। অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা।২১
৫। প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ।২২
৬। উভয়থা চ দোষাৎ।২৩
৭। আকাশে চাবিশেষাৎ।২৪
৮। অনুস্মৃতেশ্চ।২৫
৯। নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ।২৬
১০। উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ।২৭

এইগুলি সমস্তই সিদ্ধান্তসূত্র। ইহাদের অক্ষরার্থ এইরূপ—

১। পরমাণুহেতুক বাহ্যসমুদায় এবং স্কন্ধহেতুক আধ্যাত্মিকসমুদায় যদি তুমি স্বীকার কর, তাহা হইলে সেই সমুদায়ের অর্থাৎ সংঘাতের প্রাপ্তি হয় না। কারণ, পরমাণু ও স্কন্ধগুলি অচেতন। এজন্য তাহারা স্বতঃ সমুদায়রূপ প্রাপ্ত হইতে অর্থাৎ মিলিত হইতে পারে না। অন্য স্থির চেতনকে সেই সমুদায়ের কর্ত্তা স্বীকার করা আবশ্যক। এজন্য বৌদ্ধমত ভ্রান্তিমূলক।

* বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিকের মতভেদ শান্তরক্ষিতের তত্ত্বসংগ্রহ হইতে গৃহীত হইল।

(সর্ব্বাস্তিত্ববাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ।২৭]

চতুর্থাধিকরণের তাৎপর্য্য।

২। স্কন্ধসকল ও অণুসকল অন্য কোন চেতনের অপেক্ষা না করিয়া পরস্পর পরস্পরের কারণ হয় বলিয়া সংঘাত উপপন্ন হয়—ইহা যদি বল, তাহাও সম্ভব নহে। কারণ, অবিদ্যাদি পদার্থসকল কেবল উৎপত্তির প্রতিই হেতু হয়, কিন্তু তাহাদের সংঘাতের প্রতি কোনরূপ হেতু হয় না।

৩। আর কার্য্যক্ষণের উৎপত্তি সময়ে কারণক্ষণের নিরোধ হয় বলিয়া অবিদ্যাদি এক একটী পদার্থ কখন সংস্কারাদি-উত্তরোত্তর পদার্থের হেতু হইতে পারে না। কারণ, দেখা যায়—পটাদি কার্য্যের উৎপত্তিকালে তন্তুপ্রভৃতি কারণ বর্ত্তমান থাকে।

৪। হেতু না থাকিলেও কার্য্য হয়—ইহা স্বীকার করিলে তোমার প্রতিজ্ঞাহানি হয়; কারণ, তোমার প্রতিজ্ঞা এই যে, আলম্বনপ্রত্যয়রূপ বিষয়, অধিপতিপ্রত্যয়রূপ ইন্দ্রিয়, আলোকাদিরূপ সহকারিকারণ ও সমনন্তর প্রত্যয়রূপ সংস্কার—এই চতুর্ব্বিধ হেতু হইতে চিত্ত ও চৈত্ত উৎপন্ন হয়। আর উত্তরক্ষণের উৎপত্তিকাল পর্য্যন্ত পূর্ব্বক্ষণ থাকে বলিলে কার্য্যকারণ এক সময়ে থাকে—বলিতে হয়। কিন্তু তাহাতে ক্ষণিকত্বভঙ্গ হয়।

৫। বৌদ্ধমতে জ্ঞানপূর্ব্বক বিনাশ ও স্বয়ং বিনাশ স্বীকার করা হয়, কিন্তু কোন বস্তুরই বিচ্ছেদ হয় না বলিয়া উক্ত দ্বিবিধ বিনাশেরই অপ্রাপ্তি হয়।

৬। বৌদ্ধমতে অবিদ্যাবিনাশ তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা হয়, অথবা স্বভাবতঃই হয়। প্রথমপক্ষে বিনাকারণে অবিদ্যা-নাশ স্বীকার করায় তাহা নষ্ট হয়। দ্বিতীয়পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের উপায়কথা ব্যর্থ হয়—এইরূপ উভয়পক্ষেই দোষ হয়।

৭। শ্রুতি ও অনুমানদ্বারা দেখা যায়, পৃথিবীপ্রভৃতির মত আকাশকেও বস্তু বলিয়া বোধ হয়, ইহাতে কোন বিশেষ নাই, এজন্য আকাশ নিরুপাখ্য নহে।

৮। অনুভবের পরে জন্মে যে স্মৃতি তাহাই অনুস্মৃতি, সেই অনুস্মৃতি হয় বলিয়া সেই অনুভবকর্ত্তা আত্মা ক্ষণিক হইতে পারে না।

৯। আর অসৎ অর্থাৎ অভাব হইতে কার্য্যোৎপত্তি হয়—ইহা সঙ্গত নহে। কারণ, তাহা দেখা যায় না। যেমন শশশৃঙ্গ নাই, অতএব তাহা হইতে কোন কার্য্য জন্মিতে দেখাও যায় না। মৃদাদি সৎ হইতেই কার্য্য হয়—ইহাই দেখা যায়।

১০। আর অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে উদাসীন পুরুষগণেরও নিজ নিজ অভীষ্ট কার্য্য সিদ্ধ হইয়া যাইবে। অতএব প্রবৃত্তিই হইবে না। এই সকল কারণে, সর্ব্বাস্তিত্বমতবাদ ভ্রান্তিমূলক মত, প্রামাণিক মত নহে।

পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি এবং বিষয় সংশয় প্রভৃতি ইহার অবয়বগুলি যেরূপ, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১) **সঙ্গতি**—

প্রথম শ্রুতিসঙ্গতি—প্রথমাধিকরণবৎ

দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি— ঐ

তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি— ঐ

চতুর্থ পাদসঙ্গতি— ঐ

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—প্রসঙ্গ সঙ্গতি। অর্থাৎ বৈশেষিকমতের সহিত এই সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধমতের সাদৃশ্য থাকায় বৈশেষিকমতখণ্ডনপ্রসঙ্গে তাহারও খণ্ডন করা হইতেছে।

(২) **বিষয়**—বাহ্যাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধমত।

(৩) **সংশয়**—বাহ্যাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধমত ভ্রান্তিমূলক কি প্রমাণমূলক?

(৪) **পূর্ব্বপক্ষ**—পৃথিব্যাদি চারিটী—ভূতপদবাচ্য এবং পরমাণুপুঞ্জস্বরূপ বিষয় ও ইন্দ্রিয়রূপ পদার্থগুলি ভৌতিকপদবাচ্য। তন্মধ্যে পরমাণুহেতুক পৃথিব্যাদিসমুদায় বাহ্য, এবং রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কাররূপ পঞ্চস্কন্ধহেতুক রূপাদিসমুদায় আধ্যাত্মিক—এই মতটী প্রমাণমূলক।

(৫) **সিদ্ধান্তপক্ষ**—এই মত ভ্রান্তিমূলক।

(৬) **ফলভেদ**—ফল পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষে সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হওয়ায় সমন্বয় অসিদ্ধ এবং সিদ্ধান্তে সেই বিরোধ হয় না বলিয়া সমন্বয় সিদ্ধ।

অভাবাধিকরণং নাম

পঞ্চমম্ অধিকরণম্।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮ *

চতুর্থাধিকরণের তাৎপর্য্য।

শাস্ত্রদর্পণে এই অধিকরণের সার যেভাবে কথিত হইয়াছে, তাহা এই—

প্রাপ্তে হেতৌ ফলোৎপত্তের্হেতুবৃন্দানপেক্ষণাৎ।
স্বসন্তানান্তরং হেতুঃ ক্ষণিকঃ স্বফলং সৃজেৎ॥

অর্থাৎ এক একটি কারণ থাকিলেই কার্য্য উৎপন্ন হয় বলিয়া কারণসমূহের কোন অপেক্ষা না থাকায়, ক্ষণিককারণ অন্য সন্তানরূপ নিজের কার্য্য উৎপাদন করিবে—ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

অন্ত্যক্ষণবদন্যেষাং স্বকার্য্যেষনপেক্ষতঃ।
কুসূল এব শালিভ্যঃ শালীনামুদয়ো ভবেৎ॥

অর্থাৎ বীজের অন্ত্যক্ষণ যেমন নিজের কার্য্য উৎপাদন করিতে অপরকে অপেক্ষা করে না। এইরূপ উপান্ত্যক্ষণ-প্রভৃতিও নিজ নিজ কার্য্য করিতে অপরের অপেক্ষা না করায় গোলাতেই ধান্য হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হউক। ইহাই সিদ্ধান্ত।

ভারতীতীর্থ মুনি তাঁহার অধিকরণমালায় যে দুইটী শ্লোকদ্বারা এই অধিকরণার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এই—

সমুদায়াবুভৌ যুক্তাবযুক্তৌ বাঽণুহেতুকঃ।
একোঽপরঃ স্কন্ধহেতুরিত্যেবং যুজ্যতে দ্বয়ম্॥১
স্থিরচেতনরাহিত্যাৎ স্বয়ং চাঽচেতনত্বতঃ।
ন স্কন্ধানামণূনাং বা সমুদায়োঽত্র যুজ্যতে॥২

অন্বয়ঃ—উভৌ সমুদায়ৌ যুক্তৌ অযুক্তৌ বা? একঃ অণুহেতুকঃ, অপরঃ স্কন্ধহেতুঃ—ইতি দ্বয়ং যুজ্যতে।১ স্থিরচেতনরাহিত্যাৎ স্বয়ং চ অচেতনত্বতঃ স্কন্ধানাম্ অণূনাং বা সমুদায়ো ন যুজ্যতে।২

অর্থ—উভয় প্রকার সমুদায় যুক্ত কি অযুক্ত? একটী অণুহেতুক অন্যটী স্কন্ধহেতুক—এইরূপে দুইটী সম্ভব হয়।১ (না তাহা নহে!) স্থির চেতন নাই বলিয়া এবং নিজে অচেতন বলিয়া স্কন্ধগণের বা অণুসকলের সমুদায় সম্ভব হয় না।১

শাঙ্করভাষ্যম্।

নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮

এবং বাহ্যার্থবাদম্ আশ্রিত্য সমুদায়াপ্রাপ্ত্যাদিষু দূষণেষু উদ্ভাবিতেষু বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ ইদানীং প্রত্যবতিষ্ঠতে। কেষাঞ্চিৎ কিল বিনেয়ানাং বাহ্যে বস্তুনি অভিনিবেশম্ আলক্ষ্য তদনুরোধেন বাহ্যার্থবাদপ্রক্রিয়া ইয়ং বিরচিতা, নাসৌ সুগতাভিপ্রায়ঃ। তস্য তু বিজ্ঞানৈকস্কন্ধবাদ এব অভিপ্রেতঃ। তস্মিংশ্চ বিজ্ঞানবাদে বুদ্ধ্যারূঢ়েন রূপেণ অন্তঃস্থ এব প্রমাণপ্রমেয়ফলব্যবহারঃ সর্ব্ব উপপদ্যতে। সত্যপি বাহ্যে অর্থে বুদ্ধ্যারোহম্ অন্তরেণ প্রমাণাদিব্যবহারানবতারাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—বিজ্ঞান ব্যতীত বাহ্যবস্তুর **ন অভাবঃ** অভাব নাই; **উপলব্ধেঃ** কারণ, তাহার উপলব্ধি হয়।

ভাষ্যার্থ—এইরূপে বাহ্যার্থবাদ অর্থাৎ যাঁহারা বাহ্যিকপদার্থ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মত অবলম্বন করিয়া সমুদায়ের অসম্ভব হয়, ইত্যাদি দোষ কল্পনা করা হইলে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ এক্ষণে বিরোধিতা করিতেছেন। কতিপয় শিষ্যের বাহ্যবস্তুতে আগ্রহ দেখিয়া তাহাদের অনুরোধে এই বাহ্যার্থবাদের প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রকরণ রচনা করা হইয়াছে। তাহা কিন্তু বুদ্ধের অভিপ্রেত নহে। তাঁহার একমাত্র বিজ্ঞানবাদই

---

* এখানে "ন অভাব" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় এই সূত্র হইতে অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে, বলিতে হইবে।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভাষ্যানুবাদ।

অভিপ্রেত। আর সেই বিজ্ঞানবাদে বুদ্ধ্যারূঢ়রূপে অর্থাৎ জ্ঞানে কল্পিত আকার দ্বারা অন্তঃস্থ অর্থাৎ জ্ঞানগত হইয়াই প্রমাণপ্রমেয়ফলের সমস্ত ব্যবহার উপপন্ন হয়। কারণ, বাহ্যপদার্থ থাকিলেও বুদ্ধ্যারোহ ব্যতীত অর্থাৎ জ্ঞানগত না হইয়া প্রমাণাদি ব্যবহার হয় না।

ভামতী।

পূর্ব্বাধিকরণসঙ্গতিম্ আহ—“এবম্” ইতি। বাহ্যার্থবাদিভ্যঃ বিজ্ঞানমাত্রবাদিনাং সুগতাভিপ্রেততয়া বিশেষমাহ—“কেষাঞ্চিৎ কিল” ইতি। অথ প্রমাতা প্রমাণং প্রমেয়ং প্রমিতিঃ ইতি হি চতসৃষু বিধাসু তত্ত্বপরিসমাপ্তিঃ, আসাম্ অন্যতমাভাবেঽপি তত্ত্বস্য অব্যবস্থানাৎ। তস্মাৎ অনেন বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রং তত্ত্বং ব্যবস্থাপয়তা চতস্রো বিধা এষিতব্যাঃ, তথাচ ন বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রং তত্ত্বম্। ন হি অস্তি সম্ভবঃ * বিজ্ঞানমাত্রং চতস্রো বিধাশ্চ ইত্যত আহ—“তস্মিংশ্চ বিজ্ঞানবাদে বুদ্ধ্যারূঢ়েন রূপেণ” ইতি।

যদ্যপি অনুভবাৎ ন অন্যঃ অনুভাব্যঃ অনুভবিতা অনুভবনম্, তথাপি বুদ্ধ্যারূঢ়েন বুদ্ধিপরিকল্পিতেন অন্তঃস্থ এব এষ প্রমাণপ্রমেয়ফলব্যবহারঃ প্রমাতৃব্যবহারশ্চ ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। ন পারমার্থিক ইত্যর্থঃ।। এবঞ্চ ন সিদ্ধসাধনম্। ন হি ব্রহ্মবাদিনঃ নীলাদ্যাকারাং বিত্তিম্ অভ্যুপগচ্ছন্তি, কিন্তু অনির্ব্বচনীয়ং নীলাদি ইতি। তথাহি—স্বরূপং বিজ্ঞানস্য অসত্যাকারযুক্তং প্রমেয়ং, প্রমেয়প্রকাশনং প্রমাণফলং, তৎপ্রকাশনশক্তিঃ প্রমাণম্। বাহ্যবাদিনোরপি বৈভাষিক-সৌত্রান্তিকয়োঃ কাল্পনিক এব প্রমাণফলব্যবহারঃ অভিমত ইত্যাহ—“সত্যপি বাহ্যে অর্থে” ইতি। (ভিন্নাধিকরণত্বে হি প্রমাণফলয়োঃ তদ্ভাবো ন স্যাৎ। ন হি খদিরগোচরে পরশৌ পলাশে দ্বৈধীভাবো ভবতি। তস্মাৎ অনয়োঃ ঐকাধিকরণ্যং বক্তব্যম্। কথং চ তদ্ ভবতি? যদি জ্ঞানস্থে এব প্রমাণফলে ভবতঃ।) ন চ জ্ঞানং স্বলক্ষণম্ অনংশম্ অংশাভ্যাং বস্তুসদ্ভ্যাং যুজ্যতে। তদেব জ্ঞানম্ অজ্ঞানব্যাবৃত্তিকল্পিতজ্ঞানত্বাংশং ফলম্। অশক্তিব্যাবৃত্তিপরি-কল্পিতাত্মানাত্মপ্রকাশনশক্ত্যংশং প্রমাণম্। প্রমেয়ং তু অস্য বাহ্যমেব। এবং সৌত্রান্তিক-সময়েঽপি †। জ্ঞানস্য অর্থসারূপ্যম্ অনীলাকারব্যাবৃত্ত্যা কল্পিতনীলাকারত্বং প্রমাণং, ব্যবস্থাপন-হেতুত্বাৎ। অজ্ঞানব্যাবৃত্তিকল্পিতং চ জ্ঞানত্বং ফলম্, ব্যবস্থাপ্যত্বাৎ। তথাচ আহুঃ—

“ন হি বিত্তিসত্তৈব তদ্বেদনা যুক্তা, তস্যাঃ সর্ব্বত্রাবিশেষাৎ।
তাং তু সারূপ্যমাবিশৎ সরূপয়ৎ তদ্ঘটয়েৎ” ইতি।

বেদান্তকল্পতরু।

রূপাদিরহিতব্রহ্মজগদুপাদানত্ববাদিসমন্বয়স্য বিজ্ঞানং নীলাদ্যাকারম্ ইত্যনুমানবিরোধাবিরোধসন্দেহে পূর্ব্বোক্তসমুদায়াপ্রাপ্ত্যাদি-দূষণানি উপজীব্য বাহ্যার্থাপলাপাৎ হেতুহেতুমল্লক্ষণাং “সঙ্গতিমাহ” ইত্যর্থঃ। ব্যাঘাতেন পূর্ব্বপক্ষানুত্থানম্ আশঙ্কতে “অথে”তি। চোদ্যপ্রারম্ভার্থঃ অথশব্দঃ। বস্তুব্যবস্থিত্যৈ প্রমাণাদি অভ্যুপগম্য তন্নিষেধঃ ব্যাঘাত ইত্যর্থঃ। “বুদ্ধিপরিকল্পিতেনে”তি। বিভাগমাত্রং জ্ঞেয়াদ্যাকারাণাং পরিকল্পিতং জ্ঞেয়াদিরূপত্বং বুদ্ধেঃ বাস্তবমেব। নন্ু নীলাদ্যাকারং বিজ্ঞানম্ ইত্যনুমানে বেদান্তিনাং সিদ্ধসাধনম্, ব্রহ্মণো বিজ্ঞানাত্মকস্য নীলাদ্যাত্মকত্বাৎ, অন্যথা তদদ্বৈতাসিদ্ধেঃ অত আহ—“এবঞ্চে”তি। বৌদ্ধা হি বিত্তেঃ বিজ্ঞানস্য আন্তরং নীলাদি-রূপম্ আচক্ষতে, ন বয়মিত্যর্থঃ। বুদ্ধৌ পরিকল্পিতং জ্ঞেয়াদিবিভাগম্ উপপাদয়তি—“তথাহী”তি। “অসত্যাকারে”তি। আকারস্য অসত্যত্বং বাহ্যরূপেণ অসত্যেন আন্তররূপেণ সত্যেন আকারেণ যুক্তম্ ইত্যর্থঃ। নন্ু বাহ্যার্থসত্যত্বে প্রমাণাদয়ঃ সত্যাঃ সিধ্যন্তি, কিং কল্পিতত্বেন ইত্যাশঙ্ক্য তন্মতে প্রমেয়বিভাগঃ সত্যঃ উপলভ্যেতাপি, প্রমাণফলবিভাগঃ তাবৎ মিথ্যা, তথাচ অর্থাৎ প্রমেয়মিথ্যাত্বম্ আপৎস্যতে ইত্যভিপ্রেত্য আহ—“বাহ্যবাদিনোরপি” ইতি। বৈভাষিকমতে প্রমাণফলবিভাগস্য কল্পিতত্বম্ উপপাদয়তি—“ভিন্নাধিকরণত্বে হি” ইতি। প্রমাণম্ হি করণং প্রমিতিঃ ফলং তয়োঃ ভিন্নাধিকরণত্বে করণফলভাবো ন স্যাৎ। করণফলভাবঃ একাধিকরণয়োরেব ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ “নহী”তি। যদ্যপি পরশুঃ স্বাবয়বেষু সমবেতঃ দ্বৈধীভাবস্তু খদিরে, তথাপি ব্যাপারাবিষ্টকরণীভূতঃ পরশুঃ সংযোগেন খদিরাধিকরণ ইতি করণফলয়োঃ ঐকাধিকরণ্যম্। ভবতু প্রমাণফলয়োঃ একাধিকরণতা, তাবতা কথং তদ্বিভাগস্য কল্পিতত্বসিদ্ধিঃ অত আহ—“কথং চে”তি। যদি জ্ঞানস্থে এব প্রমাণফলে ভবতঃ, তর্হি এব তদৈকাধিকরণ্যং ভবতি ইতরথা কথং ভবতি ইত্যর্থঃ। নন্ু ভবেতাং জ্ঞানস্থে এব

* ন হি অস্তি সম্ভবঃ=“ন সম্ভবঃ” পাঠান্তর।

† সময়ে=নয়ে পাঠান্তর।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

প্রমাণফলে অন্যো বা কিং জাতম্ অত আহ—"ন চ জ্ঞানং স্বলক্ষণমি"তি। ন তাবৎ কুণ্ডে বদরবৎ জ্ঞানে প্রমাণফলয়োঃ অবস্থানসম্ভবঃ, জ্ঞানস্য অসংযোগিত্বাৎ তাদাত্ম্যেন তু স্যাৎ অবস্থানং, ন চ বস্তুতো ভিন্নাভ্যাম্ একস্য ঐক্যোপপত্তিঃ ততঃ কাল্পনিকপ্রমাণফলভেদ ইত্যর্থঃ। তমেব দর্শয়তি—"তদেবে"তি। অজ্ঞানব্যাবৃত্ত্যাত্মকাপোহরূপেণ কল্পিতো জ্ঞানত্বসামান্যরূপঃ অংশঃ যস্য তৎ তথা উক্তম্। অশক্তিব্যাবৃত্তিরূপেণ কল্পিতা বিজ্ঞানস্য আত্মানং স্বম্ অনাত্মানম্ অর্থং প্রতি চ যা প্রকাশনশক্তিঃ সঃ অংশোঃ যস্য তৎ বিজ্ঞানং তথা। তচ্চ প্রমাণম্ ইত্যর্থঃ। বৈভাষিকস্য বাহ্যঃ অর্থঃ প্রত্যক্ষঃ সৌত্রান্তিকস্য জ্ঞানগতাকারবৈচিত্র্যেণ অনুমেয়ঃ। তন্মতেঽপি প্রমাণফলবিভাগস্য কল্পিতত্ব-মাহ—"এবমি"তি। জ্ঞানগতং বাহ্যনীলসারূপ্যং ভাসমানম্ অনীলাকারাপোহরূপেণ কল্পিতং, তচ্চ বাহ্যম্ অর্থং ব্যবস্থাপয়তি, প্রতিবিম্বমিব বিম্বম্, অতঃ প্রমাণম্। জ্ঞানাৎ সকাশাৎ যৎ অন্যৎ তদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ কল্পিতং জ্ঞানত্বং সামান্যং ফলং, তদ্ধি সারূপ্যবলাৎ নীলজ্ঞানত্বেন ব্যবস্থাপ্যতে। অস্মিন্ অপি মতে প্রমেয়ং পরমার্থভিন্নম্ ইতি সারূপ্যস্য জ্ঞানজ্ঞেয়ভাবব্যবস্থাপকত্বে সৌত্রান্তিকবচনমাহ—"তথাচে"তি। "বিত্তিসত্ত্বৈব তদ্বেদনা"। তস্য অর্থস্য বেদনা ন যুক্তা, কুতঃ? তস্যাঃ বিত্তিসত্তায়াঃ সর্বত্র অর্থে বিশেষাভাবাৎ। জ্ঞানমাত্রং হি সর্বজ্ঞেয়সাধারণম্। তস্মাৎ তাং তু বিত্তিং সারূপ্যম্ আবিশৎ ঘটয়েৎ। কিং ঘটয়েৎ ইত্যত আহ—"সরূপয়ৎ তৎ" ইতি। তৎ বাহ্যং বস্তু সরূপয়ৎ যেন রূপেণ সরূপাং বিত্তিং কুর্বৎ "ঘটয়েৎ" বিত্ত্যা সহ বিষয়ভাবেন যোজয়েৎ ইত্যর্থঃ। সরূপয়ন্তম্ ইতি পাঠে অর্থমিতি শেষঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

এবম্ ইত্যাদি এই গ্রন্থদ্বারা পূর্ব্বাধিকরণের সহিত সঙ্গতি বলিতেছেন। **কেষাঞ্চিৎ কিল** এই গ্রন্থদ্বারা বাহ্যার্থবাদী অপেক্ষা বিজ্ঞানমাত্র বাদীর মত বুদ্ধের অভিপ্রেত বলিয়া বিশেষ বলিতেছেন। প্রমাতা অর্থাৎ প্রমিতির কর্ত্তা, প্রমাণ অর্থাৎ প্রমিতির করণ, প্রমেয় অর্থাৎ তাহার বিষয় এবং প্রমিতি অর্থাৎ জ্ঞান—এই চারিটি প্রকার থাকিলে তত্ত্বপরিসমাপ্তি হয়, ইহাদের মধ্যে একটিরও অভাব হইলে তত্ত্বব্যবস্থা হয় না। অতএব যিনি একমাত্র বিজ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া স্থির করেন, সেই বিজ্ঞানবাদীও এই চারিটী প্রকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, এবং তাহা হইলে একমাত্র বিজ্ঞানস্কন্ধই তত্ত্ব হইল না। কারণ, একমাত্র বিজ্ঞানস্কন্ধই তত্ত্ব এবং উক্ত চারিটী প্রকারও আছে—ইহা ত সম্ভব নহে, এইজন্য **তস্মিংশ্চ বিজ্ঞানবাদে বুদ্ধ্যারূঢ়েন রূপেণ** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন।

যদিও অনুভবের বিষয়টী, অনুভবের কর্ত্তা, অনুভবের করণ ও অনুভব অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, তাহা হইলেও বুদ্ধ্যারূঢ় অর্থাৎ বুদ্ধিতে কল্পিত আকারদ্বারা অন্তরেই এই প্রমাণ প্রমেয় ও ফলের ব্যবহার এবং প্রমাতার ব্যবহার হয়—ইহাও জানিতে হইবে, অর্থাৎ তাহা পারমার্থিক নহে। এইরূপ বলিলে সিদ্ধসাধন দোষ হইল না, অর্থাৎ বেদান্ত ও বুদ্ধের সিদ্ধান্ত এক হইল না। কারণ, বেদান্তিগণ নীলাদি-আকারাত্মক জ্ঞান স্বীকার করেন না, অর্থাৎ জ্ঞানেরই অবস্থাবিশেষ নীল ইত্যাদি, সুতরাং জ্ঞান ব্যতীত নীল প্রভৃতি কোন বাহ্যবস্তু নাই—ইহা স্বীকার করে না, কিন্তু অনির্ব্বচনীয় নীলাদি বস্তু স্বীকার করেন। যথা—অসত্য আকারযুক্ত বিজ্ঞানের যে স্বরূপ, তাহাই প্রমেয় অর্থাৎ বিষয়, প্রমেয়ের প্রকাশরূপ যে বিজ্ঞান, তাহা প্রমাণের ফল, আর প্রমেয়কে প্রকাশ করিবার বিজ্ঞানের যে শক্তি, তাহাই প্রমাণ। বাহ্যপদার্থ স্বীকার করেন যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক, তাঁহাদেরও প্রমাণ ও ফলের ব্যবহার কাল্পনিক, ইহাই তাহাদের অভিমত—এই কথাই **সত্যপি বাহ্যে অর্থে** এই গ্রন্থদ্বারা বলিতেছেন। কারণ, প্রমাণ ও ফল পৃথক্ অধিকরণে থাকিলে তদ্ভাব অর্থাৎ কার্য্যকারণভাব হইবে না। কারণ, খদিরকাষ্ঠে কুঠারসংযোগ হইলে পলাশকাষ্ঠে দ্বৈধীভাব অর্থাৎ ছেদন হয় না। অতএব ইহাদের অর্থাৎ প্রমাণ ও ফলের একাধিকরণে বর্ত্তমানতাই বলিতে হইবে। (যদি বল) কি করিয়া তাহা হয়? তাহা হইলে বলিব—যদি প্রমাণ ও ফল উভয়েই জ্ঞানে থাকে। আর স্বলক্ষণ অর্থাৎ কোনরূপ কল্পনারহিত কেবল বিশুদ্ধ, এবং অংশরহিত যে জ্ঞান, তাহা বাস্তবিক সত্য—এইরূপ দুইটি অংশের সহিত যুক্ত হইতে পারে না। সেই জ্ঞানই অজ্ঞান হইতে ভিন্ন হওয়ায় তদ্দ্বারা তাহাতে যে জ্ঞানত্বরূপ অংশের কল্পনা করা হয়, তদ্যুক্ত হইলে তাহাই ফলস্বরূপ হয়। (অর্থাৎ বৌদ্ধমতে অতদ্ব্যাবৃত্তত্বই বস্তুর স্বরূপ, যেমন জ্ঞানপদার্থটি অজ্ঞান হইতে ভিন্ন হওয়ায় অজ্ঞানব্যাবৃত্ত হইয়াছে, আর অজ্ঞানব্যাবৃত্ত হওয়ায় তাহাতে জ্ঞানত্বের কল্পনা করা হয়, আর তাহা হইলে সেই জ্ঞানই তখন ফল হইয়া দাঁড়াইল।) এইরূপ অশক্তিব্যাবৃত্তিরূপ হেতুদ্বারা নিজেকে ও পরকে প্রকাশ করিবার সামর্থ্যরূপ অংশযুক্ত হইলে সেই জ্ঞানই প্রমাণ হয়। কিন্তু বাহ্য-বস্তুই এই জ্ঞানের প্রমেয়। সৌত্রান্তিকমতেও এইরূপ। জ্ঞানের যে অর্থসারূপ্য অর্থাৎ নীলভিন্ন আকার হইতে ব্যাবৃত্ত হওয়ায় যে নীল আকার হওয়ার কল্পনা করা হয়, তাহাই প্রমাণ; কারণ, তাহাই ব্যবস্থাপনের অর্থাৎ বস্তু স্থির করিবার হেতু। আর অজ্ঞানব্যাবৃত্তিরূপ হেতুদ্বারা যে জ্ঞানত্বের কল্পনা করা হয়, তাহাই ফল। কারণ, তাহারই ব্যাবস্থা করা হয়, অর্থাৎ স্থির করা হয়। আর তাঁহারা সেইরূপই বলেন—

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাবঃ উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতীর অনুবাদ।

ন হি বিত্তিসত্তৈব তদ্বেদনা যুক্তা, তস্যাঃ সর্ব্বত্রাবিশেষাৎ,
তাং তু সারূপ্যমাবিশৎ সরূপয়ৎ তদ্ঘটয়েৎ। ইতি

অর্থাৎ বিত্তিসত্তা অর্থাৎ জ্ঞানের অস্তিত্বই যে বিষয়ের জ্ঞানস্বরূপ হইবে, তাহা ঠিক নহে কারণ, তাহা অর্থাৎ জ্ঞানের সত্তা সকল বিষয়েই আছে, তাহার ত কোন বিশেষ নাই, কিন্তু বিষয়ের সারূপ্য অর্থাৎ জ্ঞানে বিষয়ের যে আকার প্রতিফলিত হয়, তাহা জ্ঞানে প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞানকে নিজের মত করিয়া দিয়া বাহ্যবস্তুকে জ্ঞানের সহিত বিষয়রূপে যোগ করিয়া দেয়।

শাঙ্করভাষ্যম্

কথং পুনঃ অবগম্যতে অন্তস্থ এব অয়ং সর্ব্বব্যবহারঃ, ন বিজ্ঞানব্যতিরিক্তঃ বাহ্যঃ অর্থঃ অস্তি ইতি। তদসম্ভবাৎ ইত্যাহ। স হি বাহ্যঃ অর্থঃ অভ্যুপগম্যমানঃ পরমাণবো বা স্যুঃ, তৎসমূহা বা স্তম্ভাদয়ঃ স্যুঃ। তত্র ন তাবৎ পরমাণবঃ স্তম্ভাদিপ্রত্যয়পরিচ্ছেদ্যা ভবিতুম্ অর্হন্তি, পরমাণ্বাভাসজ্ঞানানুপপত্তেঃ। নাপি তৎসমূহাঃ স্তম্ভাদয়ঃ, তেষাং পরমাণুভ্যঃ অন্যত্বানন্যত্বাভ্যাং নিরূপয়িতুম্ অশক্যত্বাৎ। এবং জাত্যাদীন্ অপি প্রত্যাচক্ষীত। অপি চ অনুভবমাত্রেণ সাধারণাত্মনো জ্ঞানস্য জায়মানস্য যোঽয়ং প্রতিবিষয়ং পক্ষপাতঃ স্তম্ভজ্ঞানং কুড্যজ্ঞানং ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানম্ ইতি, নাসৌ জ্ঞানগত-বিশেষম্ অন্তরেণ উপপদ্যতে—ইতি অবশ্যং বিষয়সারূপ্যম্ জ্ঞানস্য অঙ্গীকর্ত্তব্যম্। অঙ্গীকৃতে চ তস্মিন্ বিষয়াকারস্য জ্ঞানেনৈব অবরুদ্ধত্বাৎ অপার্থিকা বাহ্যার্থসদ্ভাবকল্পনা।২৮

ভাষ্যানুবাদ।

যদি বল—কি করিয়া বুঝা যাইবে যে, এই ব্যবহার সকলই অন্তস্থ অর্থাৎ জ্ঞানগত, এবং জ্ঞানব্যতীত বাহ্যপদার্থ কিছুই নাই? এ বিষয়ে বিজ্ঞানবাদী বলেন যে, তাহার কারণ, বিজ্ঞানব্যতীত বাহ্যপদার্থের সম্ভব হয় না। কারণ, বাহ্যপদার্থ স্বীকার করিলে সেই বাহ্য স্তম্ভাদি বস্তু কি, এক একটী পরমাণুস্বরূপ হইবে? অথবা তাহার সমষ্টিস্বরূপ হইবে? তন্মধ্যে পরমাণুসকল স্তম্ভাদিপ্রত্যয়পরিচ্ছেদ্য অর্থাৎ স্তম্ভাদিজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না; অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম বহুপরমাণুর জ্ঞান কখনও এক-স্থূল স্তম্ভবিষয়ক হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুবিষয়ক প্রত্যক্ষ উপপন্ন হইতে পারে না। অর্থাৎ যে জ্ঞান একত্ব, স্থূলত্ব ও নীলত্বের গ্রাহক, সেই জ্ঞান পরম সূক্ষ্ম বহু পরমাণুরও গ্রাহক—ইহা কখনই উপপন্ন হয় না। আর পরমাণুসমষ্টিও স্তম্ভাদি হইতে পারে না; কারণ, তাহারা পরমাণুসকল হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন, তাহা স্থির করিতে পারা যায় না। এইরূপে জাতি-গুণ-কর্ম্মপ্রভৃতিরও প্রত্যাখ্যান করিবে। আরও কেবল অনুভবরূপে যে সাধারণ জ্ঞান জন্মে, তাহার যে এই প্রত্যেক বিষয়ে পক্ষপাত, যথা—স্তম্ভের জ্ঞান, দেওয়ালের জ্ঞান, ঘটের জ্ঞান, পটের জ্ঞান ইত্যাদি, তাহা জ্ঞানগত বিশেষ ব্যতিরেকে উপপন্ন হইতে পারে না, অতএব অবশ্যই জ্ঞানের বিষয়সারূপ্য অর্থাৎ বিষয়ের মত আকার হওয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা স্বীকার করিলে জ্ঞানের দ্বারাই বিষয়সারূপ্য অবরুদ্ধ হয় বলিয়া অর্থাৎ জ্ঞানগত বিশেষাকারদ্বারাই ব্যবহার নির্ব্বাহ হইয়া যায় বলিয়া বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করা নিরর্থক।

ভামতী।

প্রশ্নপূর্ব্বকং বাহ্যার্থাভাবে উপপত্তীঃ আহ—"কথং পুনঃ অবগম্যতে" ইতি। স হি বিজ্ঞানালম্বনত্বাভিমতঃ বাহ্যঃ অর্থঃ পরমাণুঃ তাবৎ ন সম্ভবতি। এক-স্থূল-নীলাভাসং হি জ্ঞানং ন পরমসূক্ষ্মপরমাণ্বাভাসম্। ন চ অন্যাভাসম্ অন্যগোচরং ভবিতুম্ অর্হতি। অতিপ্রসঙ্গেন সর্ব্বগোচরতয়া সর্ব্বসর্ব্বজ্ঞত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চ প্রতিভাসধর্ম্মঃ স্থৌল্যম্ ইতি যুক্তম্। বিকল্পা-সহত্বাৎ। কিম্ অয়ং প্রতিভাসস্য জ্ঞানস্য ধর্ম্মঃ, উত প্রতিভাসনকালে অর্থস্য ধর্ম্মঃ। যদি পূর্ব্বঃ কল্পঃ, অদ্ধা, তথা সতি স্বাংশালম্বনমেব বিজ্ঞানম্ অভ্যুপেতং ভবতি। এবঞ্চ কঃ

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতী।

প্রতিকূলীভবতি অনুকূলম্ আচরতি ? দ্বিতীয়ঃ ইতি চেৎ, তথাহি—রূপপরমাণব এব নিরন্তরম্ উৎপন্না একবিজ্ঞানোপারোহিণঃ স্থৌল্যম্। ন চ অত্র কস্যচিৎ ভ্রান্ততা। ন হি ন তে রূপপরমাণবঃ। ন চ ন নিরন্তরম্ উৎপন্নাঃ। ন চ একবিজ্ঞানানুপারোহিণঃ। তেন মা ভূৎ নীলত্বাদিবৎ পরমাণুধর্ম্মঃ, প্রত্যেকং পরমাণুষু অভাবাৎ। প্রতিভাসদশাপন্নানাং তু তেষাং ভবিষ্যতি বহুত্বাদিবৎ সাংবৃতং স্থৌল্যম্। যথাহুঃ—

"গ্রহেঽনেকস্য চৈকেন কিঞ্চিদ্রূপং হি গৃহ্যতে। সাংবৃতং প্রতিভাসস্থং তদেকাত্মন্যসম্ভবাৎ॥
ন চ তদ্দর্শনং ভ্রান্তং নানাবস্তুগ্রহাদ্যতঃ। সাংবৃতং গ্রহণং নান্যন্ন চ বস্তুগ্রহো ভ্রমঃ॥"

ইতি। তন্ন নৈরন্তর্য্যাবভাসস্য ভ্রান্তত্বাৎ। গন্ধরসস্পর্শপরমাণ্বন্তরিতা হি তে রূপপরমাণবঃ ন নিরন্তরাঃ। তস্মাৎ আরাৎ সান্তরেষু বৃক্ষেষু এক-ঘন-বনপ্রত্যয়বৎ এষ স্থূলপ্রত্যয়ঃ পরমাণুষু সান্তরেষু ভ্রান্ত এব ইতি পশ্যামঃ। তস্মাৎ কল্পনাপোঢ়ত্বেঽপি ভ্রান্তত্বাৎ ঘটাদিপ্রত্যয়স্য পীতশঙ্খাদিজ্ঞানবৎ ন প্রত্যক্ষতা পরমাণুগোচরত্বাভ্যুপগমে। তৎ ইদম্ উক্তম্—"ন তাবৎ পরমাণবঃ স্তম্ভাদিপ্রত্যয়পরিচ্ছেদ্যা ভবিতুম্ অর্হন্তি। নাপি তৎসমূহা বা স্তম্ভাদয়ঃ" অবয়বিনঃ। তেষাম্ অভেদে পরমাণুভ্যঃ পরমাণব এব। তত্র চ উক্তং দূষণম্। ভেদে তু গবাশ্বস্যেব অত্যন্তবৈলক্ষণ্যমিতি ন তাদাত্ম্যম্। সমবায়শ্চ নিরাকৃত ইতি। এবং ভেদাভেদবিকল্পেন জাতি-গুণ-কর্ম্মাদীন্ অপি প্রত্যাচক্ষীত। তস্মাৎ যৎ যৎ প্রতিভাসতে তস্য সর্ব্বস্য বিচারাসহত্বাৎ অপ্রতিভাসমানসদ্ভাবে চ প্রমাণাভাবাৎ ন বাহ্যালম্বনাঃ প্রত্যয়া ইতি।

অপি চ ন তাবৎ বিজ্ঞানম্ ইন্দ্রিয়বৎ নিলীনম্ অর্থং প্রত্যক্ষয়িতুম্ অর্হতি। ন হি যথা ইন্দ্রিয়ম্ অর্থবিষয়ং জ্ঞানং জনয়তি এবং বিজ্ঞানম্ অপরং বিজ্ঞানং জনয়িতুম্ অর্হতি। তত্রাপি সমানত্বাৎ অনুযোগস্য অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ। ন চ অর্থাধারং প্রাকট্যলক্ষণং ফলম্ আধাতুম্ উৎসহতে, অতীতানাগতেষু তদসম্ভবাৎ। ন হি অস্তি সম্ভবঃ অপ্রত্যুৎপন্নো ধর্ম্মী ধর্ম্মশ্চ অস্য প্রত্যুৎপন্ন ইতি। তস্মাৎ জ্ঞানস্বরূপপ্রত্যক্ষতা এব অর্থপ্রত্যক্ষতা অভ্যুপেয়া। তচ্চ অনাকারং সৎ আজানতো ভেদাভাবাৎ কথম্ অর্থভেদং ব্যবস্থাপয়েৎ ইতি। তদ্ভেদব্যবস্থাপনায় আকার-ভেদঃ অস্য এষিতব্যঃ। তদুক্তম্—

"ন হি বিত্তিসত্তৈব তদ্বেদনাযুক্তা তস্যাঃ সর্ব্বত্রাবিশেষাৎ।
তাং তু সারূপ্যমাবিশৎ সরূপয়ৎ তদ্ঘটয়েৎ"॥ ইতি।

একশ্চ অয়ম্ আকারঃ অনুভূয়তে। স চেৎ বিজ্ঞানস্য, ন অর্থসদ্ভাবে কিঞ্চন প্রমাণম্ অস্তি ইত্যাহ—"অপিচ অনুভবমাত্রেণ সাধারণাত্মনঃ জ্ঞানস্য" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

এবং সম্ভাবিতে পূর্ব্বপক্ষে সাধকপ্রমাণানি কথয়তি ইত্যাহ—"প্রশ্নপূর্ব্বকমি"তি। স্তম্ভাদ্যর্থঃ কিং পরমাণুঃ তৎকৃতঃ অবয়বী বা ? প্রথমে কিং পরমাণুমাত্রঃ তদ্গোচরপ্রতীতিবিশেষকৃতো বা। তত্র পরমাণুমাত্রত্বং নিষেধতি—"ন হী"তি। ভাসমানাৎ অন্যগোচরত্বমাত্রম্ অতিপ্রসঙ্গঃ। আদ্যদ্বিতীয়ং দ্বেধা বিকল্প্য দূষয়তি—"ন চে"তি। প্রতিভাসনকালে তদুপাধিং কৃত্বা অর্থস্য ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ। "স্বাংশঃ" স্বাকারঃ। "গ্রহেঽনেকস্যে"তি। অনেকস্য পরমাণোঃ একেন জ্ঞানেন গ্রহণে কিঞ্চিৎ স্থূলং রূপং গৃহ্যতে তচ্চ সাংবৃতম্। সাংবৃতত্বস্য বিবরণং—"প্রতিভাসস্থমি"তি। বিশকলিতপরমাণুতত্ত্বাচ্ছাদকত্বাৎ সংবৃতিঃ বুদ্ধিঃ। স্বাভাবিকত্বাভাবে হেতুমাহ—"একাত্মনী"তি। একপরমাণ্বাত্মনি ঔপাধিকবিষয়ত্বে স্থূলবুদ্ধেঃ ভ্রান্তিত্বম্ আশঙ্ক্য দ্বিতীয়শ্লোকেন পরিহ্রিয়তে—"নচে"তি। তস্য স্থূলস্য দর্শনং ন চ ভ্রান্তং, যতঃ কারণাৎ নানাবস্তূনাং পরমাণূনাং গ্রহণাৎ সকাশাৎ সাংবৃতস্য স্থূলস্য গ্রহণম্ অন্যৎ ন ভবতি। যে এব হি ভিন্নধীগৃহীতাঃ তে এব নিরন্তরাঃ পরমাণবঃ একধিয়া গৃহ্যমাণাঃ স্থূলমিতি নির্ভাসন্তে। তে চ বস্তু এব বস্তুগ্রহশ্চ ন ভ্রমঃ ইত্যর্থঃ। এবং স্থূলনীলাবভাসস্য সালম্বনত্বং বাহ্যার্থবাদিনা সমর্থিতং বিজ্ঞানবাদী দূষয়তি—"তন্নে"তি। যদি নিরন্তরা নীলপরমাণবঃ একধীগোচরা নীলং, তর্হি নৈরন্তর্য্যম্ অসিদ্ধম্। নীলপদার্থে চ রসগন্ধস্পর্শপরমাণূনাম্ অপি সত্ত্বেন রূপপরমাণূনাং নৈরন্তর্য্যাভাবাৎ ইত্যর্থঃ। "আরাৎ" দূরাৎ। "ঘনং" নিবিড়ং তদেব বনম্। ননু স্থূলপ্রত্যয়স্য ন ভ্রান্তিত্বং যুক্তম্, স্বলক্ষণবিষয়ত্বেন নির্ব্বিকল্পকত্বাৎ, সবিকল্পকং হি অবস্তুভূতসামান্যবিষয়ত্বাৎ ভ্রান্তম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"তস্মাদি"তি। "কল্পনা" অভিলাপঃ। "তদপোঢ়ং" তদ্রহিতম্। যদ্যপি স্থূলং ব্যক্তিজ্ঞানং বাক্যৌ সম্বন্ধ-

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

গ্রহস্য অভাবেন শব্দবাচ্যত্বাভাবাৎ তথাপি ভ্রান্তত্বাৎ ন অস্য প্রত্যক্ষতা "কল্পনাপোঢ়ম্ অভ্রান্তমিতি" প্রত্যক্ষলক্ষণকরণাৎ ইত্যর্থঃ। আদ্যকল্পয়োঃ দ্বিতীয়ং নিরাকরোতি—"নাপি তৎসমূহা" ইতি। পরমাণুভ্যঃ স্তম্ভাদীনাং ভেদে সম্বন্ধঃ অস্তি ন বা? যদি ন, কথং তর্হি উপাদানোপাদেয়ভাবঃ? অস্তি চেৎ তর্হি সম্বন্ধঃ তাদাত্ম্যং সমবায়ো বা? নাদ্যঃ, ব্যাঘাতাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, বৈশেষিকাধিকরণে হি (ব্রঃ অঃ ২।২।১২) ভিন্নয়োঃ সমবায়ো নিরস্তঃ ইত্যর্থঃ। ভাষ্যকারেণ জ্ঞানে ভাসমানস্তম্ভাদ্যাকারবৈচিত্র্যান্যথানুপপত্ত্যা স্তম্ভাদেঃ জ্ঞানাকারত্বম্ উক্তম্, তৎ অযুক্তম্, ভিন্নস্যৈব অর্থস্য জ্ঞানেন প্রকাশনসম্ভবাৎ ইতি আশঙ্ক্য ভেদাভ্যুপগমে অর্থস্য অপরোক্ষতা ন স্যাৎ ইত্যাহ—"ন তাবদি"ত্যাদিনা। মা ভূৎ জ্ঞানং অর্থবিষয়জ্ঞানান্তরস্য জনকং, মা চ বিষয়াশ্রিতং প্রাকট্যম্ অনেনাজনি, তথাপি স্বভাবসম্বন্ধাৎ অর্থবিষয়ব্যবহারং জনয়েৎ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—"তচ্চে"তি। জ্ঞানমাত্রাকারস্য সর্ব্বজ্ঞেয়সাধারণ্যাৎ নীলাকারবজ্জ্ঞানং নীলব্যবহারহেতুঃ ইত্যর্থঃ। বিজ্ঞানবাদী সৌত্রান্ত্রিকস্যাপি সম্মতম্ ইতি বদন্ তদুক্তিমাহ—"তদুক্তমি"তি। নন্যু ন সৌত্রান্তিকেন জ্ঞানস্যৈব নীলম্ আকার ইত্যুচ্যতে, কিন্তু বাহ্যনীলসদৃশঃ জ্ঞানস্য নীলাকারঃ অস্তি ইতি তৎকথম্ অর্থস্য জ্ঞানাকারত্বসম্মতিঃ অতঃ আহ—"একস্যে"তি। স্বীকৃতে জ্ঞাননিষ্ঠনীলাকারে তেনৈব ব্যবহারোপপত্তেঃ ন বাহ্যসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

প্রশ্নপূর্ব্বক বাহ্যার্থ না থাকার প্রতি যুক্তি বলিতেছেন—**কথং পুনঃ অবগম্যতে** ইতি। বিজ্ঞানের বিষয়রূপে যাহাকে মনে করা হয়, সেই বাহ্য পদার্থ পরমাণু হইতে পারে না। কারণ, এক স্থূল ও নীল বিষয়ের জ্ঞান অতিসূক্ষ্ম পরমাণুবিষয়ক হয় না। আর, অন্যের জ্ঞান অন্যবিষয়ক হইতে পারে না। যেহেতু অতিপ্রসঙ্গবশতঃ সর্ব্ববিষয়ক হয় বলিয়া সকলেই সর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়ে। আর স্থূলতা জ্ঞানের ধর্ম্ম ইহা বলা ঠিক্ নহে; কারণ, তাহা বিকল্প সহ্য করে না। ইহা কি প্রতিভাস অর্থাৎ জ্ঞানের ধর্ম্ম? অথবা প্রকাশের সময়ে পদার্থের ধর্ম্ম? যদি বল—প্রথমপক্ষ, তাহা হইলে বলিব—হাঁ ঠিক্ বলিয়াছ; কারণ, তাহা হইলে বিজ্ঞান নিজের অংশকেই অবলম্বন করে, অর্থাৎ বিষয় করে—ইহাই স্বীকার করা হইল। আর তাহা হইলে যে অনুকূলতা করে, তাহার প্রতি আর কে প্রতিকূল হয়, অর্থাৎ তুমি আমার মতেই আসিয়া পড়িলে, তোমার সহিত আমি আর বিবাদ করিব কেন? আর যদি দ্বিতীয়পক্ষ তোমার অভিপ্রেত হয়, যথা—রূপপরমাণু সকল নিরন্তর অর্থাৎ মিলিত হইয়া উৎপন্ন হয় এবং একবিজ্ঞানোপারোহী হইয়া অর্থাৎ এক-জ্ঞানের বিষয় হইয়া স্থূল হয়, আর এ বিষয়ে কাহারও ভ্রম হয় না; কারণ, তাহারা যে রূপপরমাণু নয় তাহা নহে, এবং মিলিত হইয়া যে উৎপন্ন হয় নাই, তাহা নহে; আর যে একজ্ঞানের বিষয় নহে তাহাও নহে; সেইজন্য নীলত্বাদির মত স্থৌল্য পরমাণুধর্ম্ম না হউক; কারণ, স্থৌল্য প্রত্যেক পরমাণুতে থাকে না। কিন্তু প্রতিভাসদশাপন্ন পরমাণুসকলের বহুত্বের মত সাংবৃত অর্থাৎ ব্যাবহারিক স্থৌল্য হইবে। (অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর পার্থক্যকে আবরণ করে বলিয়া জ্ঞানকে এখানে সংবৃতি বলা হয়, সেই জ্ঞানকালে বিষয়ে স্থূলতার অনুভব হয় বলিয়া তাহাকে সংবৃত বলা হইয়াছে।) যেমন সৌত্রান্তিকগণ বলিয়া থাকেন—

"গ্রহেঽনেকস্য চৈকেন কিঞ্চিদ্রূপং হি গৃহ্যতে।
সাংবৃতং প্রতিভাসস্থং তদেকাত্মাসম্ভবাৎ॥"
"ন চ তদ্দর্শনং ভ্রান্তং নানাবস্তুগ্রহাদ্ যতঃ।
সাংবৃতং গ্রহণং নান্যন্ন চ বস্তুগ্রহো ভ্রমঃ॥"

অর্থাৎ একটি জ্ঞানের দ্বারা অনেক পরমাণুর জ্ঞান হইলে কোন একটি রূপ অর্থাৎ স্থূলতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সাংবৃত অর্থাৎ প্রতিভাসস্থ অর্থাৎ জ্ঞানের সময় বস্তুতে প্রকাশ পায়, তাহা স্বাভাবিক নহে; কারণ, সেই স্থৌল্য একটিমাত্র পরমাণুতে থাকে না। আর তাহার যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা ভ্রম নহে, যেহেতু নানাবস্তুর জ্ঞান অপেক্ষা সাংবৃতের অর্থাৎ স্থূলের জ্ঞান ভিন্ন নহে, আর বস্তুর জ্ঞান কখনও ভ্রম হয় না। অর্থাৎ যে পরমাণু-গুলিকে পৃথক্ পৃথক্ দেখা যায়, সেই গুলিকে একসঙ্গে দেখিলে তাহারাই স্থূল হয়, প্রত্যেকটি পরমাণু সত্য হওয়ায় সমষ্টিও সত্য হইবে, অতএব তাহার জ্ঞান মিথ্যা হইবে কেন? (ইহাই সৌত্রান্তিকের মত)।

ইহা ঠিক নহে—কারণ, তাহাদের যে নৈরন্তর্য্যজ্ঞান অর্থাৎ তাহারা পরস্পর সংযুক্ত বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা ভ্রম; কারণ, গন্ধ রস ও স্পর্শ পরমাণুর দ্বারা সেই রূপপরমাণুসকলের ব্যবধান আছে, অতএব তাহারা নিরন্তর অর্থাৎ অব্যবহিত নহে। অতএব আরাৎ অর্থাৎ দূরে অবকাশযুক্ত বৃক্ষসকলে যেমন একটিমাত্র নিবিড় বন বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ অবকাশযুক্ত পরমাণুসকলে এই যে স্থূলজ্ঞান হয়, তাহা ভ্রমই—ইহা আমরা স্থির করিতেছি। অতএব কল্পনাপোঢ় অর্থাৎ নামজাত্যাদির কল্পনারহিত হইলেও ভ্রম বলিয়া ঘটাদিজ্ঞান যদি

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতীর অনুবাদ।

পরমাণুবিষয়ক হয় বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে "শঙ্খ পীতবর্ণ" ইত্যাদি জ্ঞানের মত প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। সেইজন্য **ন তাবৎ পরমাণবঃ স্তম্ভাদিপ্রত্যয়পরিচ্ছেদ্যা ভবিতুম্ অর্হন্তি। নাপি তৎসমূহা বা স্তম্ভাদয়ঃ অবয়বিনঃ** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিয়াছেন। তাহারা (স্তম্ভাদি) পরমাণু হইতে অভিন্ন হইলে পরমাণুই হইবে। আর তাহাতে যে দোষ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অর্থাৎ এক-স্থূল-নীলজ্ঞান বহুপরমাণু-বিষয়ক হয় না। আর যদি (স্তম্ভাদি) পরমাণু অপেক্ষা ভিন্ন হয়, তাহা হইলে গো ও অশ্বের মত অত্যন্ত-ভিন্নই হইবে, তাদাত্ম্য হইবে না। আর সমবায় পূর্ব্বেই (বৈশেসিকপ্রক্রিয়ায়) খণ্ডন করিয়াছি। এইরূপে ভেদাভেদ-বিকল্পদ্বারা জাতি-গুণ-কর্ম্মাদির প্রত্যাখ্যান করিবে। অতএব যাহা যাহা দেখা যায়, সেই সকলই বিচারসহ নহে বলিয়া এবং যাহা দেখা যায় না তাহার সত্তাতে প্রমাণ না থাকায় জ্ঞানসকল বাহ্যপদার্থবিষয়ক নহে।

আর বিজ্ঞানবস্তু ইন্দ্রিয়ের মত নিলীন অর্থাৎ অপ্রকাশ বা অজ্ঞাত হইয়া বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। কারণ, ইন্দ্রিয় যেমন অর্থবিষয়ক জ্ঞানকে উৎপাদন করে, সেইরূপ একবিজ্ঞান অপর বিজ্ঞানকে উৎপাদন করিতে পারে না। সেখানেও আপত্তি সমান বলিয়া অনবস্থা দোষ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ বিজ্ঞান যদি অপর বিজ্ঞানকে উৎপাদন করে, সেও অন্য বিজ্ঞানকে উৎপাদন করিবে—এইরূপে অনবস্থাদোষ হয়। আর বিজ্ঞান অর্থাধার প্রাকট্য লক্ষণ অর্থাৎ বিষয়রূপ আশ্রয়ে প্রকাশরূপ ফল উৎপাদন করিতে পারে না। যেহেতু অতীত ও ভবিষ্যৎ বস্তুতে তাহার সম্ভব হয় না। কারণ, ইহা সম্ভব নহে যে, ধর্ম্মী জন্মে নাই অথচ তাহার ধর্ম্ম জন্মিয়াছে। অতএব জ্ঞানের স্বরূপের প্রত্যক্ষই অর্থের প্রত্যক্ষ—ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা আকারহীন হইয়া আজানতঃ অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে ভেদ না থাকায় কি করিয়া বিষয়ভেদের ব্যবস্থা করিবে? অতএব বিষয়ভেদের ব্যবস্থা করিবার জন্য জ্ঞানের আকারভেদ স্বীকার করিতে হইবে। অতএব তাঁহারা বলিয়াছেন—

ন হি বিত্তিসত্তৈব তদ্বেদনা যুক্তা তস্যাঃ সর্ব্বত্রাবিশেষাৎ তাং তু সারূপ্যমবিশৎ সরূপয়ৎ তদ্ ঘটয়েৎ ইত্যাদি। (ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে)। আর এই আকার একটিমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা যদি বিজ্ঞানেরই হয়, তাহা হইলে আর বিষয় থাকার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। এই কথাই **অপি চ অনুভবমাত্রেণ** ইত্যাদি গ্রন্থে বলিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অপি চ সহোপলম্ভনিয়মাৎ অভেদঃ বিষয়বিজ্ঞানয়োঃ আপততি। ন হি অনয়োঃ একস্য অনুপলম্ভে অন্যস্য উপলম্ভঃ অস্তি। ন চ এতৎ স্বভাববিবেকে যুক্তং, প্রতিবন্ধকারণা-ভাবাৎ। তস্মাৎ অপি অর্থাভাবঃ।

স্বপ্নাদিবচ্চ ইদং দ্রষ্টব্যম্। যথা হি স্বপ্নমায়ামরীচ্যুদকগন্ধর্ব্বনগরাদিপ্রত্যয়া বিনৈব বাহ্যেন অর্থেন গ্রাহ্যগ্রাহকাকারা ভবন্তি, এবং জাগরিতগোচরা অপি স্তম্ভাদিপ্রত্যয়া ভবিতুম্ অর্হন্তি ইতি অবগম্যতে, প্রত্যয়ত্বাবিশেষাৎ। কথং পুনঃ অসতি বাহ্যার্থে প্রত্যয়বৈচিত্র্যম্ উপপদ্যতে। বাসনাবৈচিত্র্যাৎ ইত্যাহ। অনাদৌ হি সংসারে বীজাঙ্কুরবৎ বিজ্ঞানানাং বাসনানাং চ অন্যোন্যনিমিত্তনৈমিত্তিকভাবেন বৈচিত্র্যং ন বিপ্রতিষিধ্যতে।

অপি চ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বাসনানিমিত্তমেব জ্ঞানবৈচিত্র্যম্ ইত্যবগম্যতে। স্বপ্নাদিষু অন্তরেণাপি অর্থং বাসনানিমিত্তস্য জ্ঞানবৈচিত্র্যস্য উভাভ্যাম্ অপি আবাভ্যাম্ অভ্যুপগম্যমানত্বাৎ। অন্তরেণ তু বাসনাম্ অর্থনিমিত্তস্য জ্ঞানবৈচিত্র্যস্য ময়া অনভ্যুপ-গম্যমানত্বাৎ। তস্মাৎ অপি অভাবঃ বাহ্যার্থস্য ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।

আরও সহোপলম্ভনিয়মবশতঃ বিষয় ও জ্ঞানের অভেদ আসিয়া পড়ে। (অর্থাৎ জ্ঞানের সহিতই নিয়মিতভাবে বিষয়ের জ্ঞান হয় বলিয়া, অর্থাৎ কোন বস্তু যে আছে তাহা একমাত্র জ্ঞানদ্বারাই জানিতে

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ ।২৮]

ভাষ্যানুবাদ।

পারা যায় বলিয়া, জ্ঞানবাতীত বিষয়ের সত্তাতে কোন প্রমাণ নাই, যখনই বিষয় প্রকাশ পায়, তখনই জ্ঞান প্রকাশ পায়, অতএব জ্ঞান ও বিষয় অভিন্ন)। কারণ, এই দুইটির মধ্যে একটির জ্ঞান না হইলে অন্যের জ্ঞান হয় না। আর ইহা অর্থাৎ সহোপলম্ভনিয়ম স্বভাববিবেক হইলে অর্থাৎ জ্ঞান ও বিষয়ের স্বাভাবিক ভেদ থাকিলে হইতে পারে না; কারণ, প্রতিবন্ধকারণ নাই, অর্থাৎ জ্ঞান ক্ষণিক বলিয়া বিষয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইবার কোন কারণ নাই। সেজন্যও বিষয়ের অভাব জানিবে।

আর স্বপ্নাদির মতও ইহা জানিবে। যেমন স্বপ্ন মায়া মরীচিজল গন্ধর্ব্বনগর প্রভৃতি জ্ঞানসকল বাহ্য-বিষয় ব্যতীতও গ্রাহ্য-গ্রাহক আকার হয়, এইরূপ জাগরণকালে যাহাদের জ্ঞান হয় সে ইস্তম্ভাদির জ্ঞানসকলও বাহ্যবিষয়ব্যতীতও গ্রাহ্য-গ্রাহক আকার হয়, ইহা জানা যায়। কারণ, ইহারাও জ্ঞান। যদি বল বাহ্যপদার্থ না থাকিলে কি করিয়া প্রত্যয়বৈচিত্র্য অর্থাৎ নানাবিধ জ্ঞান হইতে পারে? ইহাতে তাঁহারা বলেন যে, বাসনাবিশেষই তাহার কারণ। যেহেতু অনাদিসংসারে বীজাঙ্কুরের মত বিজ্ঞান ও বাসনা সকলের পরস্পর কার্য্যকারণভাবে বৈচিত্র্য হওয়া বিরুদ্ধ নহে।

আরও বাসনাবশতঃই যে জ্ঞানের বৈচিত্র্য হয়, ইহা অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা বুঝা যায়। কারণ, স্বপ্নাদিস্থলে বাহ্যপদার্থব্যতীতও বাসনাবশতঃ যে জ্ঞানের বৈচিত্র্য হয়, তাহা আমরা উভয়েই স্বীকার করি। কিন্তু বাসনা ব্যতীত কেবল বাহ্যপদার্থবশতঃ জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয়—ইহা আমি স্বীকার করি না। সেজন্যও বাহ্যপদার্থের অভাব হয়। (পূর্ব্বপক্ষ)

ভামতী।

"অপি চ সহোপলম্ভনিয়মাৎ" ইতি। যৎ যেন নিয়তসহোপলম্ভনং তৎ ততো ন ভিদ্যতে, যথা একস্মাৎ চন্দ্রমসো দ্বিতীয়শ্চন্দ্রমাঃ। নিয়তসহোপলম্ভশ্চ অর্থঃ জ্ঞানেন ইতি ব্যাপক-বিরুদ্ধোপলব্ধিঃ। নিষেধ্যো হি ভেদঃ সহোপলম্ভানিয়মেন ব্যাপ্তঃ, যথা ভিন্নৌ অশ্বিনৌ ন অবশ্যং সহ এব উপলভ্যেতে কদাচিৎ অভ্রাপিধানে অন্যতরস্য একস্য উপলব্ধেঃ। সোঽয়ম্ ইহ ভেদব্যাপকানিয়মবিরুদ্ধো নিয়মঃ উপলভ্যমানঃ তদ্‌ব্যাপ্যং ভেদং নিবর্ত্তয়তি ইতি। তদুক্তম্—

সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ।
ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈর্দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয়ে। ইতি (ধর্ম্মকীর্ত্তেঃ প্রমাণবার্ত্তিকম্)

স্বপ্নাদিবচ্চ ইদং দ্রষ্টব্যম্। যো যঃ প্রত্যয়ঃ স সর্ব্বঃ বাহ্যানালম্বনঃ, যথা স্বপ্নমায়াদি-প্রত্যয়ঃ, তথাচ এষ বিবাদাধ্যাসিতঃ প্রত্যয় ইতি স্বভাবহেতুঃ। বাহ্যানালম্বনতা হি প্রত্যয়ত্ব মাত্রানুবন্ধিনী বৃক্ষতা ইব শিংশপাত্বমাত্রানুবন্ধিনী ইতি তন্মাত্রানুবন্ধিনি নিরালম্বনত্বে সাধ্যে ভবতি প্রত্যয়ত্বং স্বভাবহেতুঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

এবং প্রত্যক্ষেণ জ্ঞানাভেদম্ অর্থস্য সমর্থ্য অনুমানাদপি সমর্থয়তে "যৎ যেন সহ" ইত্যাদিনা। বিজ্ঞানবাদিনা যো জ্ঞানার্থয়োঃ ভেদঃ নিষিধ্যতে তদ্ব্যাপকস্য সহোপলম্ভানিয়মাভাবস্য বিরুদ্ধো যঃ সহোপলম্ভনিয়মঃ তদুপলব্ধিঃ তস্মাৎ ব্যাপকাভাবে ব্যাপ্যভেদাভাবঃ ইতি। ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধিং প্রপঞ্চয়তি "নিষেধ্যো হি" ইতি। "অশ্বিনৌ" নক্ষত্রে। যো যন্মাত্রানুবন্ধী যদাত্মা চ স তত্র স্বভাবহেতুঃ। উক্তং হি "তদ্‌ভাবমাত্রান্বয়িনি স্বভাবো হেতুঃ আত্মনি" ইতি।

তদ্‌ভাবং প্রকৃতে দর্শয়তি—"বাহ্যানালম্বনতা হি প্রত্যয়ত্বমাত্রানুবন্ধিনী"তি। তদাত্মা চ ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। নিরালম্বনত্বস্য অভাবস্য প্রত্যয়রূপভাবাত্মকত্বাৎ। উক্তং হি "নহি অন্যাসংসর্গিণঃ ভাবাৎ অন্যঃ অভাবঃ" ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

অপি চ সহোপলম্ভনিয়মাৎ এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—যাহা যাহার সহিত নিয়মিতভাবে একসঙ্গে জ্ঞাত হয়, তাহা তাহা হইতে ভিন্ন নহে, যেমন একচন্দ্র হইতে দ্বিতীয়চন্দ্র। বাহ্য পদার্থ জ্ঞানের সহিত নিয়ত-সহোপলম্ভ অর্থাৎ নিয়মিতভাবে এককালে জ্ঞাত হয়, এইরূপে ব্যাপকবিরুদ্ধের উপলব্ধি হইল। যথা—এখানে ভেদ হইল নিষেধের বিষয়, তাহা সহোপলম্ভের অনিয়মের ব্যাপ্য হয়, যেমন অশ্বিনীনক্ষত্রদ্বয় পরস্পর ভিন্ন, অতএব নিয়মিতভাবে একসঙ্গে দেখা যায় না, কখনও মেঘে আচ্ছন্ন হইলে দুইটীর মধ্যে একটি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে এই সেই ভেদের ব্যাপক—অনিয়মের বিরুদ্ধ যে নিয়ম, তাহা জ্ঞাত হইয়া তাহার ব্যাপ্য ভেদকে নিবৃত্ত করে অর্থাৎ

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতীর অনুবাদ।

যেখানে ব্যাপকের বিরুদ্ধ কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, বুঝিতে হইবে সেখানে তাহার ব্যাপ্য নাই, যেমন হ্রদে ধূমব্যাপক বহ্নির বিরুদ্ধ জল দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া সেখানে ধূম থাকে না, প্রকৃতস্থলে ভেদব্যাপক যে সহোপলম্ভের অনিয়ম, তাহার বিরুদ্ধ সহোপলম্ভনিয়ম দৃষ্ট হওয়ায়, অনিয়মের ব্যাপ্য ভেদকে নিবৃত্ত করে। অতএব জ্ঞান ও তাহার বিষয় এই দুইটি অভিন্ন অর্থাৎ জ্ঞানভিন্ন বিষয় নাই ইহাই স্থির হইল। তাহাই বলিয়াছেন, যথা—

"সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ।

ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈর্দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয়ে॥" (ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণবার্ত্তিক)

অর্থাৎ সহোপলম্ভনিয়মবশতঃ নীলপদার্থ ও তাহার জ্ঞানের কোন ভেদ নাই, ভ্রমবশতঃ তাহাদের ভেদ দেখা যায়, যেমন একমাত্র চন্দ্রে দ্বিতীয় চন্দ্রের জ্ঞান হয়।

স্বপ্নাদিবচ্চ ইদং দ্রষ্টব্যম্। যত জ্ঞান আছে, তাহারা সকলেই বাহ্যবস্তুকে অবলম্বন করে না, যেমন স্বপ্ন ও মায়া ইত্যাদির জ্ঞান, বিবাদের বিষয় এই জ্ঞানও সেইরূপ, ইহা স্বাভাবিক হেতু অর্থাৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতু। বাহ্যপদার্থকে অবলম্বন না করা রূপ ধর্ম্মটি সকলজ্ঞানের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত, যেমন বৃক্ষত্ব, সকল শিশু বৃক্ষের সহিতই সম্বন্ধযুক্ত, অতএব সকলজ্ঞানেই সম্বন্ধযুক্ত নিরালম্বনত্বকে সাধ্য করিলে প্রত্যয়ত্বটি স্বাভাবিক হেতু হয়।

ভামতী।

অত্রান্তরে সৌত্রান্তিকঃ চোদয়তি—"কথং পুনঃ অসতি বাহ্যে অর্থে নীলমিদং পীতমিদম্ ইত্যাদিপ্রত্যয়বৈচিত্র্যম্ উপপদ্যতে। স হি মেনে যে যস্মিন্ সত্যপি কাদাচিৎকাঃ তে সর্ব্বে তদতিরিক্তহেতুসাপেক্ষাঃ, যথা অবিবক্ষতি অজিগমিষতি ময়ি বচনগমনপ্রতিভাসাঃ প্রত্যয়াঃ চেতনসন্তানান্তরসাপেক্ষাঃ। তথাচ বিবাদাধ্যাসিতাঃ সত্যপি আলয়বিজ্ঞানসন্তানে ষড়পি প্রবৃত্তিপ্রত্যয়াঃ ইতি স্বভাবহেতুঃ। যশ্চ অসৌ আলয়বিজ্ঞানসন্তানাতিরিক্তঃ কাদাচিৎক-প্রবৃত্তিজ্ঞানভেদহেতুঃ স বাহ্যঃ অর্থঃ ইতি। স্ববাসনাপরিপাকপ্রত্যয়কাদাচিৎকত্বাৎ কদাচিৎ উৎপাদ ইতি চেৎ?

বেদান্তকল্পতরুঃ।

এবং তাবৎ প্রত্যয়ে নীলাকারঃ স্বীকৃতশ্চেৎ তেনৈব ব্যবহারসিদ্ধেঃ বাহ্যার্থবৈয়র্থ্যম্ ইতি উক্তম্। তত্র প্রত্যয়গতার্থাকারভানমেব বাহ্যার্থং কল্পয়তি ইতি প্রত্যবতিষ্ঠতে ইত্যাহ "সৌত্রান্তিক" ইতি। বাহ্যার্থসদ্ভাবে অনুমানমাহ—"যে যস্মিন্" ইতি। সৌত্রান্তিকঃ স্বান্যসন্তানমেব দৃষ্টান্তয়তি "যথে"তি। "অবিবক্ষতি" বিবক্ষাম্ অকুর্ব্বতি। "অজিগমিষতি" গন্তুম্ অনিচ্ছতি। ময়ি বিবক্ষুজিগমিষু-পুরুষান্তরসন্তানাশ্রিতগমনবচনবিষয়প্রতিভাসাঃ যথা ময়ি সতি কাদাচিৎকাঃ মদব্যতিরিক্তং পুরুষান্তরসন্তানম্ অপেক্ষন্তে, তথা দার্ষ্টান্তিকেঽপি ইত্যাহ "তথাচে"তি। অহমিত্যুদীয়মানালয়বিজ্ঞানেন জন্যমানাঃ তদতিরিক্তজন্যত্বাজন্যত্বাভ্যাং বিবাদাধ্যাসিতাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ-সুখাদিবিষয়াঃ ষট্ অপি অর্থবিষয়প্রবৃত্তিহেতুত্বাৎ প্রবৃত্তিপ্রত্যয়াঃ সত্যপি আলয়বিজ্ঞানসন্তানে কদাচিৎ ভবন্তঃ তদতিরিক্তহেতুকা ইত্যর্থঃ। অর্থান্তরতাম্ আশঙ্ক্য আহ—"যশ্চে"তি। অন্যস্য অসম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ। অসম্ভবঃ অসিদ্ধ ইতি শঙ্কতে "বাসনে"তি।

ভামতীর অনুবাদ।

এই সময়ে সৌত্রান্তিক শঙ্কা করিতেছেন যে—বাহ্যপদার্থ না থাকিলে কি করিয়া ইহা নীল, ইহা পীত ইত্যাদি নানাবিধ জ্ঞান হইতে পারে। তিনি মনে করেন—যে থাকিলেও যাহারা কদাচিৎ উৎপন্ন হয়, তাহারা সকলেই তদ্ভিন্ন কোন কারণকে অপেক্ষা করে, যেমন আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা না করিলে বা যাইতে ইচ্ছা না করিলেও বচন বা গমনবিষয়ক জ্ঞানসকল অন্যচেতনসন্তান অর্থাৎ অন্য আলয়বিজ্ঞানসাপেক্ষ, অর্থাৎ আমি কথা না বলিলে বা গমন না করিলেও আমার বাক্যের বা গমনের যে জ্ঞান হয়, তাহা অন্যব্যক্তির কথা শুনিয়া বা গমন দেখিয়াই হইয়া থাকে। আলয়বিজ্ঞান থাকিলেও বিবাদের বিষয় ছয়টি প্রবৃত্তিবিজ্ঞান অর্থাৎ চাক্ষুষাদি ছয়প্রকার জ্ঞানও সেইরূপ, ইহা স্বাভাবিক হেতু। আর আলয়বিজ্ঞান ব্যতীত কদাচিৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞান হইবার যাহা হেতু, তাহাই বাহ্যপদার্থ। যদি বল বাসনাপরিপাকের হেতু কদাচিৎ উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রবৃত্তিবিজ্ঞান কদাচিৎ উৎপন্ন হয়।

ভামতী।

ননু একসন্ততিপতিতানাম্ আলয়বিজ্ঞানানাং তৎপ্রবৃত্তিবিজ্ঞানজননশক্তিঃ বাসনা, তস্যাশ্চ স্বকার্য্যোপজননং প্রতি আভিমুখ্যং পরিপাকঃ, তস্য চ প্রত্যয়ঃ স্বসন্তানবর্ত্তী পূর্ব্বক্ষণঃ সন্তানান্তরাপেক্ষানভ্যুপগমাৎ, তথাচ সর্ব্বেঽপি আলয়সন্তানপতিতাঃ পরিপাকহেতবো

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতী।

ভবেয়ুঃ। ন বা কশ্চিদপি, আলয়সন্তানপাতিত্বাবিশেষাৎ। ক্ষণভেদাৎ শক্তিভেদঃ তস্য চ কাদাচিৎকত্বাৎ কার্য্যকাদাচিৎকত্বম্ ইতি চেৎ ?

নন্বেবম্ একস্যৈব নীলজ্ঞানোপজননসামর্থ্যং তৎপ্রবোধসামর্থ্যং চ ইতি ক্ষণান্তরস্য এতৎ ন স্যাৎ। সত্ত্বে বা কথং ক্ষণভেদাৎ সামর্থ্যভেদঃ ইতি আলয়সন্তানবর্ত্তিনঃ সর্ব্বে সমর্থা ইতি সমর্থহেতুসদ্ভাবে কার্য্যক্ষেপানুপপত্তেঃ। স্বসন্তানমাত্রাধীনত্বে নিষেধ্যস্য কাদাচিৎকত্বস্য বিরুদ্ধং যৎ সদাতনত্বং তস্য উপলব্ধ্যা কাদাচিৎকত্বং নিবর্ত্তমানং হেত্বন্তরাপেক্ষত্বে ব্যবতিষ্ঠতে ইতি প্রতিবন্ধসিদ্ধিঃ। ন চ জ্ঞানসন্তানান্তরনিবন্ধনত্বং সর্ব্বেষাম্ ইষ্যতে প্রবৃত্তিবিজ্ঞানানাং বিজ্ঞানবাদিভিঃ, অপি তু কস্যচিদেব বিচ্ছিন্নগমনবচনপ্রতিভাসস্য প্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্য।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

শঙ্কাগ্রন্থোক্তম্ অর্থং ব্যাখ্যানপূর্ব্বকং দূষয়তি—"নন্বি"তি। "তৎপ্রবৃত্তী"তি। তস্যাং সন্ততৌ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানানি নীলাদিবিষয়াণি তজ্জননশক্তিঃ বাসনা ইত্যর্থঃ। [তৎ] প্রত্যেতি প্রত্যাগচ্ছতি উৎপদ্যতে অনেন পরিপাকঃ ইতি প্রবৃত্তিবিজ্ঞানজনকালয়বিজ্ঞানাৎ পূর্ব্বম্ আলয়বিজ্ঞানসন্তানে যদাকদাচিৎ উৎপন্নঃ নীলাদিপ্রত্যয়ঃ প্রত্যয় ইত্যুক্তম্। নন্বু কিমিতি স্বসন্তানপতিতপূর্ব্বক্ষণ এব উত্তরক্ষণবর্ত্তিপরিপাককারণম্ আশ্রীয়তে—সর্ব্বজ্ঞানাদিসন্তানবর্ত্তীক্ষণঃ কিং ন কারণং স্যাৎ অত আহ—"সন্তানান্তরে"তি। অত্র চ হেতুং বক্ষ্যতি "ন চ জ্ঞানসন্তানান্তরনিবন্ধনত্বং সর্ব্বেষাম্" ইতি গ্রন্থেন। এবং শঙ্কাভিপ্রায়ং বিশদীকৃত্য দূষয়তি—"তথাচে"তি। প্রবৃত্তিবিজ্ঞানজনকালয়বিজ্ঞানবর্ত্তিবাসনাপরিপাকং প্রতি সর্ব্বেঽপি আলয়বিজ্ঞানসন্তানবর্ত্তিনঃ ক্ষণাঃ হেতব ইতি বক্তব্যম্। ন চেৎ একোঽপি হেতুর্ন স্যাৎ ইতি বাধকমাহ—"ন বা কশ্চিদি"তি। সর্ব্বেষাং হেতুত্বে চ দূষণং বক্ষ্যতে। ইদানীম্ একস্যৈব হেতুত্বম্ ইতি পক্ষং সৌত্রান্তিকং প্রতি বিজ্ঞানবাদী শঙ্কতে—"ক্ষণভেদাদি"তি। আলয়বিজ্ঞানসন্তানবর্ত্তিক্ষণানাং ভেদাৎ অস্তি প্রতিক্ষণং শক্তিভেদঃ তস্য চ শক্তিভেদস্য কাদাচিৎকত্বাৎ শক্তকক্ষণানন্তরং কার্য্যস্য আলয়বিজ্ঞানক্ষণবর্ত্তিবাসনাপরিপাকস্য তজ্জন্যপ্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্য চ কাদাচিৎকত্বং সিধ্যতি ইত্যর্থঃ।

দূষয়তি সৌত্রান্তিকঃ—"নন্বেবমি"তি। একস্য আলয়বিজ্ঞানস্য প্রবৃত্তিবিজ্ঞানাখ্যনীলজ্ঞানোপজননসামর্থ্যং স্যাৎ ততঃ প্রাক্তনস্য আলয়বিজ্ঞানবর্ত্তিনীলাদিবিজ্ঞানক্ষণস্য চ একস্যৈব তৎপ্রবোধসামর্থ্যম্ উত্তরক্ষণগতবাসনাপরিপাকাখ্যপ্রবোধসামর্থ্যং স্যাৎ ইতি দ্বে এব জ্ঞানে একস্যাম্ আলয়সন্ততৌ কারণে স্যাতাং ন ইতরাণি ইত্যর্থঃ। যদি ইতরেষাম্ অপি পূর্ব্বপূর্ব্বজ্ঞানানাং পরিপাকহেতুত্বম্ উত্তরোত্তরেষাং চ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানজননসামর্থ্যম্ ইষ্যতে তত্রাহ "সত্ত্বে বে"তি। ভবন্তু সর্ব্বে ক্ষণাঃ সমর্থাঃ তত্রাহ—"সমর্থহেতুসদ্ভাবে" ইতি। যৎ অবাদিষ্ম সর্ব্বেষাং হেতুত্বে দূষণং বক্ষ্যতি ইতি তৎ অনেন গ্রন্থেন ক্রিয়তে। যদি অনাদিসন্ততৌ পতিতাঃ আলয়বিজ্ঞানক্ষণাঃ সর্ব্বে এব নীলজ্ঞানজননসমর্থাঃ, তর্হি ইদং নীলজ্ঞানং সদা স্যাৎ ন তু কদাচিৎ ইত্যেবং নিষেধ্যং যৎ কাদাচিৎকত্বং তস্য বিরুদ্ধং সদাতনত্বং তস্য আপত্তিদ্বারেণ উপলব্ধ্যা কাদাচিৎকত্বং নীলজ্ঞানস্য নিবর্ত্তেত, ন তু নিবর্ত্তিতুম্ অর্হতি, দর্শনাদেব। ততঃ আলয়বিজ্ঞানাৎ যৎ হেত্বন্তরং বাহ্যঃ অর্থঃ তদপেক্ষত্বে ব্যবতিষ্ঠতে। ততঃ কিং জাতম্, অত আহ—ইতি "প্রতিবন্ধসিদ্ধিরি"তি। যে যস্মিন্ সত্যপি কাদাচিৎকাঃ তে তদতিরিক্তাপেক্ষা ইতি প্রাক্ সৌত্রান্তিকোক্তব্যাপ্যব্যাপকয়োঃ প্রতিবন্ধসিদ্ধিঃ ব্যাপ্তিসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ। নন্বু নীলবিজ্ঞানম্ অপেক্ষতাং হেত্বন্তরং, তদেব হেত্বন্তরম্ আলয়বিজ্ঞানসন্তানান্তরম্ অস্তু, কুতো বাহ্যার্থসিদ্ধিঃ ইতি অর্থান্তরতাম্ অনুমানস্য আশঙ্ক্য আহ—"ন চে"তি। চৈত্রসন্তানে বিচ্ছিন্নৌ গমনবচনপ্রতিভাসৌ যস্য তৎকালে উদয়তো মৈত্রসন্তানস্থগমনবচনবিষয়বিজ্ঞানস্য তৎ তথা উক্তম্। তস্যৈব বিজ্ঞানবাদিভিঃ সন্তানান্তরনিমিত্তত্বম্ ইষ্যতে, ন তু বিবক্ষতি জিগমিষতি চ চৈত্রে যদ্গমনবচনপ্রতিভাসং তস্যাপি। তস্য তু চৈত্রসন্তানমাত্রহেতুকত্বং, তচ্চ নিরস্তম্ ইতি বাহ্যার্থাপেক্ষা বাচ্যা ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

আচ্ছা, এক সন্তানের অন্তর্গত আলয়বিজ্ঞান সকলের সেই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান উৎপন্ন হইবার যে শক্তি, তাহাই ত বাসনা এবং তাহার নিজের কার্য্য উৎপত্তির প্রতি যে আগ্রহ, তাহাই পরিপাক এবং তাহার প্রত্যয় অর্থাৎ কারণ, নিজসন্তানগত পূর্ব্বক্ষণ, যেহেতু আপনারা অন্যসন্তানের অপেক্ষা স্বীকার করেন না। আর তাহা হইলে আলয়সন্তানের অন্তর্গত সকলক্ষণই পরিপাকের হেতু হইবে। অথবা কেহই হইবে না ; কারণ সকলেই আলয়সন্তানের অন্তর্গত, ইহাতে কোন বিশেষ নাই। যদি বল ক্ষণভেদবশতঃ শক্তিরও ভেদ হইবে এবং তাহা কদাচিৎ উৎপন্ন হয় বলিয়া কার্য্যও কদাচিৎ হইবে।

আচ্ছা, তাহ'লে একটি ক্ষণেরই নীলজ্ঞান জন্মিবার সামর্থ্য হইবে এবং তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী একটি ক্ষণেরই বাসনা পরিপাকরূপ প্রবোধের সামর্থ্য হইবে। অতএব অন্যক্ষণের আর তাহা হইবে না। আর যদি হয়, তাহা হইলে ক্ষণভেদবশতঃ সামর্থ্যভেদ হইবে কেন ? অতএব আলয় সন্তানের অন্তর্গত সকল ক্ষণই সমর্থ হইবে, অতএব সমর্থ হেতু থাকিলে কার্য্যের বিলম্ব হইতে পারে না। নীলজ্ঞান যদি কেবল নিজসন্তানবশতঃই হয়, তাহা হইলে তাহা সর্ব্বদা থাকায় নীলজ্ঞানও সর্ব্বদাই হইবে, কাদাচিৎ হইবে না। অতএব নিষেধের বিষয় যে কাদাচিৎকত্ব, তাহার বিরুদ্ধ যে সদাতনত্ব, তাহার জ্ঞান হওয়ায় কাদাচিৎকত্ব নিবৃত্ত হইয়া অন্য হেতুর অপেক্ষায় থাকে। এইরূপে প্রতিবন্ধসিদ্ধি

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতীর অনুবাদ।

হইল অর্থাৎ ব্যাপ্তি স্থির হইল অর্থাৎ আলয়বিজ্ঞান সর্ব্বদা থাকিলেও নীলাদিজ্ঞান সর্ব্বদা হয় না দেখা যায়, অতএব তাহার প্রতি অন্য কোন হেতু আছে স্বীকার করিতে হইবে, অতএব "যে যস্মিন্ সত্যপি কাদাচিৎকা" পূর্ব্বোক্ত এই কাদাচিৎকত্ব হেতুতে হেত্বন্তরাপেক্ষত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপ্তি সিদ্ধ হইল। আর সেই হেত্বন্তরই বাহ্যপদার্থ; এইপ্রকারে স্থির হইল যে আলয়বিজ্ঞানভিন্ন বাহ্যপদার্থ আছে। আর সকল প্রবৃত্তিবিজ্ঞানই যে অন্য আলয়বিজ্ঞান হইতে হয়, ইহা বিজ্ঞানবাদিগণ স্বীকার করেন না, কিন্তু কোন কোন প্রবৃত্তিবিজ্ঞানই অর্থাৎ যাহা বিচ্ছিন্নগমন-বচনের জ্ঞান, তাহাই অন্য আলয়বিজ্ঞানবশতঃ হইয়া থাকে, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন অর্থাৎ যাহার গমনেচ্ছা বা কথনেচ্ছা নাই, তাহার যে গমন বা কথনের জ্ঞান হয়, তাহাই অন্য আলয়বিজ্ঞানবশতঃ হয়, ইহাই তাহাদের মত। অতএব গমনেচ্ছুক ব্যক্তির যে গমনজ্ঞান, তাহা যখন সেই ব্যক্তিরই আলয়বিজ্ঞানবশতঃ হয়, তখন তাহার আলয়বিজ্ঞানরূপ কারণ সর্ব্বদা থাকায় সর্ব্বদাই তাহার গমনের জ্ঞান হউক, এই দোষ হইবে।

ভামতী।

অপি চ সন্তানান্তরসন্তাননিমিত্তত্বে তস্যাপি সদা সন্নিধানাৎ ন কাদাচিৎকত্বং স্যাৎ। ন হি সন্তানান্তরসন্তানস্য দেশতঃ কালতো বা বিপ্রকর্ষসম্ভবঃ। বিজ্ঞানবাদে বিজ্ঞানাতিরিক্ত-দেশানভ্যুপগমাৎ, অমূর্ত্তত্বাচ্চ বিজ্ঞানানাম্ অদেশাত্মকত্বাৎ, সংসারস্য আদিমত্ত্বপ্রসঙ্গেন অপূর্ব্ব-সত্ত্বপ্রাদুর্ভাবানভ্যুপগমাচ্চ ন কালতোঽপি বিপ্রকর্ষসম্ভবঃ। তস্মাৎ অসতি বাহ্যে অর্থে প্রত্যয়বৈচিত্র্যানুপপত্তেঃ অস্তি আনুমানিকো বাহ্যার্থ ইতি সৌত্রান্তিকাঃ প্রতিপেদিরে, তন্নিরা-করোতি—"বাসনাবৈচিত্র্যাৎ" ইত্যাত বিজ্ঞানবাদী।

ইদমত্র আকূতম্—স্বসন্তানমাত্রপ্রভবত্বেঽপি প্রত্যয়কাদাচিৎকত্বোপপত্তৌ সন্দিগ্ধবিপক্ষ-ব্যাবৃত্তিকত্বেন হেতুঃ অনৈকান্তিকঃ। তথাহি—বাহ্যনিমিত্তকত্বেঽপি কথং কদাচিৎ নীল-সংবেদনং কদাচিৎ পীতসংবেদনম্? বাহ্যনীলপীতসন্নিধানাসন্নিধানাভ্যাম্ ইতি চেৎ? অথ পীতসন্নিধানেঽপি কিমিতি নীলজ্ঞানং ন ভবতি, পীতজ্ঞানং ভবতি? তত্র তস্য সামর্থ্যাৎ অসামর্থ্যাচ্চ ইতরস্মিন্ ইতি চেৎ? কুতঃ পুনঃ অয়ং সামর্থ্যাসামর্থ্যভেদঃ? হেতুভেদাৎ ইতি চেৎ? এবং তর্হি ক্ষণানাম্ অপি স্বকারণভেদনিবন্ধনঃ শক্তিভেদো ভবিষ্যতি। সন্তানিনো হি ক্ষণাঃ কার্য্যভেদহেতবঃ তে চ প্রতিকার্য্যং ভিদ্যন্তে চ। ন চ সন্তানো নাম কশ্চিৎ এক উৎপাদকঃ ক্ষণানাং, যদভেদাৎ ক্ষণা ন ভিদ্যেরন্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

যদি তু তথাবিধস্যাপি প্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্য আলয়বিজ্ঞানসন্তানান্তরনিবন্ধনত্বম্ ইষ্যতে, তত্রাহ—"অপিচে"তি। "সন্তানান্তরং" প্রাণ্যন্তরম্। বিজ্ঞানানাং সমবায়ী দেশঃ অভ্যুপেয়তে সংযোগী বা যদ্ভেদাৎ বিপ্রকর্ষঃ। নাদ্যঃ, ইত্যাহ "বিজ্ঞানাতিরিক্তে"তি। বৈশেষিকাদিবৎ ত্বয়া জ্ঞানসমবায্যাত্মানভ্যুপগমাৎ ইতি ভাবঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, ইত্যাহ—"অমূর্ত্তত্বাচ্চ" ইতি। নাস্তি সংযোগী দেশঃ আধারো যেষাং তানি তথা তদাত্মকত্বাৎ ইত্যর্থঃ। সন্তানানাং কালতোঽপি ন ব্যবধানম্ ইত্যাহ—"সংসারস্যে"তি। এবং হি সন্তানান্তরস্য কালবিপ্রকর্ষঃ স্যাৎ যদি সম্প্রতিতনস্য চৈত্রসন্তানসঞ্জাতনীলজ্ঞানস্য সমনন্তরপূর্ব্বক্ষণে মৈত্রসন্তানঃ উৎপদ্যেত। ইত্যথা তস্যাপি অনাদিত্বে কালবিপ্রকর্ষাভাবাৎ তথাচ সংসারঃ সাদিঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ সন্তানান্তরনিমিত্তত্বেঽপি তস্য সদা সন্নিধানাৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানস্য কাদাচিৎকত্বম্ অনুপপন্নম্ "তস্মাৎ" ইত্যুপসংহরতি। প্রবৃত্তিপ্রত্যয়ঃ আলয়বিজ্ঞানাতিরিক্তহেতুক ইতি পক্ষস্য স্বসন্তানমাত্রনিমিত্তকত্বং বিপক্ষঃ তস্মাৎ সন্দিগ্ধা ব্যাবৃত্তিঃ যস্য স হেতুঃ তথা তত্ত্বেন ইত্যর্থঃ।

স্বসন্তানমাত্রনিমিত্তত্বম্ উপপাদয়িতুং প্রতিবন্দীমাহ—"বাহ্যনিমিত্তকত্বেঽপি" ইত্যাদিনা। নন্ব আলয়বিজ্ঞানক্ষণানাং সন্তানস্বহেতু-বৈচিত্র্যাৎ সামর্থ্যভেদেঽপি একসন্ততিপাতিত্বাবিশেষাৎ একবিধং সামর্থ্যং স্যাৎ ইতি আশঙ্ক্য আহ "ন চ সন্তানো নামে"তি।

ভামতীর অনুবাদ।

আরও নীলাদি জ্ঞান যদি অন্যব্যক্তিবশতঃই হয়, তাহা হইলে সেও সর্ব্বদা নিকটে থাকায় নীলজ্ঞান কদাচিৎ হইবে না অর্থাৎ সর্ব্বদাই হইবে; কারণ, অন্যব্যক্তির আলয় সন্তানের স্থানবশতঃ কালবশতঃ বিপ্রকর্ষ অর্থাৎ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই; কারণ, বিজ্ঞানবাদীর মতে বিজ্ঞানভিন্ন এমন কোন স্থান স্বীকার করা হয় না, যেখানে বিজ্ঞান সমবায়সম্বন্ধে থাকিবে, এবং বিজ্ঞান সকল মূর্ত্ত নহে বলিয়া অদেশাত্মক অর্থাৎ তাহাদের সংযোগসম্বন্ধে থাকিবারও কোন স্থান নাই, এবং সংসার আদিমান্ হইয়া পড়ে বলিয়া নূতন কোন প্রাণীর জন্মও স্বীকার করা হয় না, একারণ

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ ।২৮]

ভামতীর অনুবাদ।

কালবশতঃ বিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ সংসারে যদি নূতন কোন প্রাণী জন্মিত, তাহা হইলে সেই প্রাণীর আলয়সন্তানবশতঃ নীলজ্ঞানও তখন নূতন হইতে পারিত, অতএব তাহার সর্ব্বদা হইবার আপত্তি দেওয়া যাইত না, কিন্তু তাহা হইলে সেই প্রাণী সংসারে নূতন জন্মিল বলিয়া তাহার পক্ষে সংসার আদিমান্ হইয়া পড়িল, ইহা কিন্তু বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন না। অতএব বাহ্যবস্তু না থাকিলে নীল-পীত ইত্যাদি নানাবিধ জ্ঞান সম্ভব হয় না বলিয়া অনুমানসিদ্ধ বাহ্যপদার্থ আছে, ইহা সোত্রান্তিকগণ স্বীকার করেন, **বাসনাবৈচিত্র্যাৎ** এই গ্রন্থদ্বারা বিজ্ঞানবাদী তাহা নিরাস করিতেছেন।

এখানে ইহাই অভিপ্রায় যে—কেবল নিজের আলয়বিজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইলেও নীলজ্ঞানে কদাচিৎ উৎপন্ন হওয়া যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে হেতু বিপক্ষ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ থাকায় অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী হইল। যথা—যদি বাহ্যপদার্থবশতঃই নীলজ্ঞান হয়, তাহা হইলেও কখন নীলজ্ঞান হয়, কখন পীতজ্ঞান হয় কেন অর্থাৎ সর্ব্বদা হয় না কেন? যদি বল, বাহ্যিক নীল ও পীতবস্তু নিকটে থাকা ও না থাকাবশতঃ হয়। আচ্ছা নিকটে পীতবস্তু থাকিলেও নীলজ্ঞান হয় না কেন? এবং পীতজ্ঞানই বা হয় কেন? যদি বল, পীতজ্ঞান হওয়ার পক্ষে পীতবস্তুর সামর্থ্য আছে এবং নীলজ্ঞান হওয়ার পক্ষে তাহার সামর্থ্য নাই সেইজন্য। তাহা হইলে কেন এই সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের ভেদ হইল? যদি বল হেতুর ভেদ হওয়ায় এই ভেদ হইল? তাহা হইলে এইরূপ ক্ষণসকলের নিজ কারণের ভেদবশতঃ শক্তিভেদ হইবে। সন্তানের অন্তর্গত ক্ষণসকলই কার্য্যভেদের হেতু এবং তাহারা প্রত্যেক কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আর সন্তান বলিয়া সকলক্ষণের উৎপাদক কোন একটি বস্তু নাই, যাহার অভেদবশতঃ ক্ষণসকল ভিন্ন হইবে না।

ভামতী।

ননু উক্তং ন ক্ষণভেদাভেদাভ্যাং শক্তিভেদাভেদৌ, ভিন্নানাম্ অপি ক্ষণানাম্ এক-সামর্থ্যোপলব্ধেঃ। অন্যথা এক এব ক্ষণঃ নীলজ্ঞানজননসমর্থ ইতি ন ভূয়ো নীলজ্ঞানানি জায়েরন্। তৎসমর্থস্য অতীতত্বাৎ, ক্ষণান্তরাণাং চ অসামর্থ্যাৎ। তস্মাৎ ক্ষণভেদে অপি ন সামর্থ্যভেদঃ, সন্তানভেদে তু সামর্থ্যং ভিদ্যতে ইতি। তন্ন, যদি ভিন্নানাং সন্তানানাং ন একং সামর্থ্যং, হন্ত তর্হি নীলসন্তানানামপি মিথো ভিন্নানাং ন একম্ অস্তি নীলাকারাধানসামর্থ্যম্ ইতি সন্নিধানেঽপি নীলসন্তানান্তরস্য ন নীলজ্ঞানম্ উপজায়েত। তস্মাৎ সন্তানান্তরাণামিব ক্ষণান্তরাণামপি স্বকারণভেদাধীনোপজননানাং কেষাঞ্চিদেব সামর্থ্যভেদঃ, কেষাঞ্চিৎ ন ইতি বক্তব্যম্। তথাচ একালয়জ্ঞানসন্তানপতিতেষু কস্যচিদেব জ্ঞানক্ষণস্য স তাদৃশঃ সামর্থ্যাতিশয়ঃ বাসনাপরনামা স্বপ্রত্যয়াসাদিতঃ, যতো নীলাকারং প্রবৃত্তিবিজ্ঞানং জায়তে ন পীতাকারম্। কস্যচিৎ তু স তাদৃশঃ, যতঃ পীতাকারং জ্ঞানং ন নীলাকারম্ ইতি বাসনাবৈচিত্র্যাদেব স্বপ্রত্যয়া-সাদিতাৎ জ্ঞানবৈচিত্র্যসিদ্ধেঃ ন তদতিরিক্তার্থসদ্ভাবে কিঞ্চন অস্তি প্রমাণম্ ইতি পশ্যামঃ। আলয়বিজ্ঞানসন্তানপতিতমেব অসংবিদিতং জ্ঞানং বাসনা, তদ্বৈচিত্র্যাৎ নীলাদ্যনুভববৈচিত্র্যং, পূর্ব্বনীলাদ্যনুভববৈচিত্র্যাচ্চ বাসনাবৈচিত্র্যম্ ইতি অনাদিতা অনয়োঃ বিজ্ঞানবাসনয়োঃ। তস্মাৎ ন পরস্পরাশ্রয়দোষসম্ভবঃ বীজাঙ্কুরসন্তানবৎ ইতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ অপি বাসনাবৈচিত্র্য-স্যৈব জ্ঞানবৈচিত্র্যহেতুতা ন অর্থবৈচিত্র্যস্য ইত্যাহ—"অপি চ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্" ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

আলয়বিজ্ঞানসন্তানৈক্যে ক্ষণভেদেঽপি ন সামর্থ্যভেদ ইতি উপপাদ্য তদ্ব্যতিরিক্তবাহ্যার্থসন্তানভেদে স্যাৎ শক্তিভেদঃ ইত্যাহ— "সন্তানভেদে তু" ইতি। আলয়বিজ্ঞানসন্তানানাং নীলাদিবাহ্যার্থসন্তানানাং চ সামর্থ্যভেদঃ। ততশ্চ আলয়বিজ্ঞানসন্তানৈঃ অজন্যমপি নীলাদিসংবেদনং বাহ্যনীলাদিসন্তানৈঃ জন্যতে ইতি চেৎ তত্র দূষণমাহ—"হন্ত তর্হী"তি। বাহ্যার্থবাদে হি ক্ষণিকত্বাৎ নীলার্থানাং প্রতি-নীলার্থভিন্নাঃ সন্তি নীলসন্তানাঃ তত্র সন্তানভেদাৎ শক্তিভেদোপগমে নীলসন্তানানাম্ অপি একবিধা শক্তি র্ন স্যাৎ, তথাচ একমেব নীলং নীলাকারজ্ঞানং জনয়েৎ, ন সন্তানান্তরবর্ত্তি ইত্যর্থঃ। চোদ্যসাম্যম্ উক্ত্বা পরিহারসাম্যমাহ -"তস্মাৎ সন্তানান্তরাণামি"ত্যাদিনা। যথা নীলপীতাদিসন্তানান্তরাণাং স্বস্বকারণভেদাৎ সামর্থ্যভেদঃ, এবম্ আলয়বিজ্ঞানসন্তানপতিতক্ষণান্তরাণাম্ অপি ইত্যর্থঃ। "স্বপ্রত্যয়ঃ" পূর্ব্বোদিত-নীলাদিপ্রত্যয়ঃ। বাসনাবৈচিত্র্যাদিতি ভাষ্যস্থবাসনাশব্দার্থমাহ—"আলয়বিজ্ঞানে"তি। অসংবিদিতম্ অবিজ্ঞাতম্ অর্থাৎ পূর্ব্বমিতি লভ্যতে, বর্ত্তমানস্য সংবিদিতত্বাৎ অনাগতস্য অসিদ্ধসত্তাকত্বাৎ তাদৃশজ্ঞানং বাসনা। ন হি অস্মিন্ মতে অস্তি স্থায়িনী বাসনা ইতি ভাবঃ। পূর্ব্বং

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

শক্তিঃ বাসনা ইত্যুক্তম্, ইদানীং শক্তিশক্তিমতোঃ অভেদাৎ বিজ্ঞানম্ ইতি ন বিরোধঃ। নমু পূর্ব্বজ্ঞানাত্মকবাসনাবৈচিত্র্যাৎ চেৎ উত্তর-জ্ঞানবৈচিত্র্যং, তর্হি পূর্ব্বজ্ঞানবৈচিত্র্যমেব কুতঃ তত্রাহ—"পূর্ব্বনীলাদি" ইতি। অনেন "অনাদৌ সংসারে" ইতি ভাষ্যং ব্যাখ্যাতম্।

ভামতীর অনুবাদ।

আচ্ছা, তুমি ত বলিয়াছ যে—ক্ষণের ভেদ বা অভেদবশতঃ শক্তির ভেদ বা অভেদ হয় না ; কারণ, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণসকলেরও এক শক্তি থাকে দেখা যায়। তাহা না হইলে একটি ক্ষণমাত্র নীলজ্ঞান উৎপাদন করিতে সমর্থ, অতএব পুনর্ব্বার নীলজ্ঞানসকল না হউক ; কারণ, সমর্থক্ষণটি ত অতীত হইয়া গিয়াছে, এবং অন্য ক্ষণসকলের সে সামর্থ্য নাই। অতএব ক্ষণভেদ হইলেও সামর্থ্যভেদ হয় না। কিন্তু সন্তানভেদ হইলে অর্থাৎ নীলপীত ইত্যাদি বাহ্যপদার্থের ভেদ হইলে সামর্থ্যভেদ হয়।

ইহা ঠিক্ নহে, যদি ভিন্ন সন্তানসকলের অর্থাৎ নীলপীতাদি নানাবিধ বাহ্যসন্তানের এক সামর্থ্য না থাকে, তাহা হইলে পরস্পর ভিন্ন নীলসন্তানসকলেরও নীল আকার উৎপাদন করিতে এক সামর্থ্য থাকে না, অতএব অন্য নীলসন্তান নিকটে থাকিলেও নীলজ্ঞান উৎপন্ন না হউক। অতএব অন্য সন্তানের মত স্বকারণভেদাধীনোপজন অর্থাৎ নিজের কারণভেদবশতঃ যাহাদের জন্ম হইয়াছে, সেই অন্যান্য ক্ষণসকলেরও কোন কোনটিরই সামর্থ্যবিশেষ থাকে, এবং কোন কোনটির থাকে না, ইহা বলিতে হইবে। আর তাহা হইলে এক আলয়জ্ঞান ধারার অন্তর্গত ক্ষণসকলের মধ্যে কোন জ্ঞানক্ষণেরই স্বপ্রত্যয়াসাদিত অর্থাৎ নিজ কারণ হইতে বাসনা নামক সামর্থ্যবিশেষ উৎপন্ন হয়, যাহা হইতে নীল আকার প্রবৃত্তিবিজ্ঞান জন্মে, পীত আকার জন্মে না। কাহারও বা সেইরূপ সামর্থ্য হয়, যাহা হইতে পীত আকার জ্ঞান জন্মে, নীল আকার জন্মে না, অতএব নিজ কারণ হইতে উৎপন্ন বিচিত্রবাসনা-বশতঃই জ্ঞানের বৈচিত্র্য হয় বলিয়া তদ্ভিন্ন বাহ্যবস্তু থাকাতে কোন প্রমাণ নাই, ইহাই আমরা দেখিতেছি। আলয় বিজ্ঞানধারার অন্তর্গত অসংবিদিত অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তি জ্ঞানই বাসনা, তাহার বৈচিত্র্যবশতঃ নীলাদিজ্ঞানের বৈচিত্র্য হয়, এবং তাহার পূর্ব্বে উৎপন্ন নীলাদিজ্ঞানের বৈচিত্র্যবশতঃ বাসনার বৈচিত্র্য হয়, এই প্রকারে এই জ্ঞান ও বাসনা অনাদি। সেইজন্য বীজাঙ্কুর প্রবাহের মত অন্যোন্যাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা নাই।

অন্বয় ও ব্যতিরেকবশতও বাসনাবৈচিত্র্যই জ্ঞানবৈচিত্র্যের হেতু—বাহ্যপদার্থের বৈচিত্র্য নহে, **অন্বয়ব্যতি-রেকাভ্যামপি** ইত্যাদি গ্রন্থে ইহা বলিতেছেন।

শাঙ্করভাষ্যম্।

এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—"নাভাবঃ উপলব্ধেঃ" ইতি। ন খলু অভাবঃ বাহ্যস্য অর্থস্য অধ্যবসাতুং শক্যতে। কস্মাৎ? উপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যঃ অর্থঃ—স্তম্ভঃ কুড্যং ঘটঃ পট ইতি। ন চ উপলভ্যমানস্যৈব অভাবঃ ভবিতুম্ অর্হতি। যথাহি কশ্চিৎ ভুঞ্জানঃ ভুজিসাধ্যায়াং তৃপ্তৌ স্বয়ম্ অনুভূয়মানায়াম্ এবং ব্রূয়াৎ নাহং ভুঞ্জে ন বা তৃপ্যামি ইতি, তদ্বৎ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষেণ স্বয়ম্ উপলভমান এব বাহ্যম্ অর্থং নাহম্ উপলভে, ন চ সঃ অস্তি ইতি ব্রুবন্ কথম্ উপাদেয়বচনঃ স্যাৎ।

নমু নাহমেব ব্রবীমি ন কঞ্চিৎ অর্থম্ উপলভে ইতি, কিন্তু উপলব্ধিব্যতিরিক্তং ন উপলভে ইতি ব্রবীমি। বাঢ়মেবং ব্রবীষি, নিরঙ্কুশত্বাৎ তে তুণ্ডস্য, ন তু যুক্ত্যুপেতং ব্রবীষি। যত উপলব্ধিব্যতিরেকোঽপি বলাৎ অর্থস্য অভ্যুপগন্তব্যঃ উপলব্ধেরেব। ন হি কশ্চিৎ উপলব্ধিমেব স্তম্ভঃ কুড্যং চ ইতি উপলভতে। উপলব্ধিবিষয়ত্বেনৈব তু স্তম্ভকুড্যাদীন্ সর্ব্বে লৌকিকা উপলভন্তে। অতশ্চ এবমেব সর্ব্বে লৌকিকা উপলভন্তে যৎ প্রত্যাচক্ষাণা অপি বাহ্যার্থমেব ব্যাচক্ষতে "যদন্তর্জ্ঞেয়রূপং তদ্ বহির্বদবভাসতে" * ইতি। তেঽপি সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধাং বহিরবভাসমানাং সংবিদং প্রতিলভমানাঃ প্রত্যাখ্যাতুকামাশ্চ বাহ্যম্

* এই বাক্যটী দিঙ্‌নাগের আলম্বনপরীক্ষার শ্লোক। সম্পূর্ণ শ্লোকটী এই

যদন্তর্জ্ঞেয়রূপং তু বহির্বদবভাসতে। সোঽর্থো জ্ঞানরূপত্বাৎ তৎপ্রত্যয়তয়াঽপি চ॥

তত্ত্বসংগ্রহ ৫৮২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

শাঙ্করভাষ্যম্।

অর্থং বহির্বৎ ইতি বৎকারং কুর্ব্বন্তি। ইতরথা হি কস্মাৎ বহির্বৎ ইতি ব্রূয়ুঃ। ন হি বিষ্ণুমিত্রঃ বন্ধ্যাপুত্রবৎ অবভাসতে ইতি কশ্চিৎ আচক্ষীত। তস্মাৎ যথানুভবং তত্ত্বম্ অভ্যুপগচ্ছদ্ভিঃ বহিরেব অবভাসতে ইতি যুক্তম্ অভ্যুপগন্তুং ন তু "বহির্বৎ অবভাসতে" ইতি।

ভাষ্যানুবাদ।

এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে আমরা বলি—বাহ্যবস্তু নাই—ইহা বলিতে পার না, কেন? যেহেতু (বাহ্যবস্তু) দেখা যায়। প্রতি জ্ঞানে বাহ্যবস্তু—স্তম্ভ, দেওয়াল, ঘট, পট ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। আর যাহা দেখিতে পাইতেছি, তাহারই অভাব হইতে পারে না। যেমন কোন লোকের ভোজন করিতে করিতে ভোজনজন্য যে তৃপ্তি হয়, তাহা স্বয়ং অনুভব করিতে করিতে এইরূপ বলে যে, আমি খাইতেছি না, আমি তৃপ্ত হইতেছি না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধদ্বারা নিজে বাহ্যবস্তু দেখিয়া আমি দেখিতেছি না এবং তাহা নাই—এই কথা বলিলে কি করিয়া তিনি সত্যবাদী হইবেন।

যদি বল আমি ইহা বলি না যে—কোন জিনিষ দেখি না। কিন্তু জ্ঞানব্যতীত কিছু দেখি না ইহাই বলি। হাঁ তুমি ইহাই বল বটে, যেহেতু তোমার মুখ নিরঙ্কুশ অর্থাৎ স্বাধীন। কিন্তু যুক্তিসঙ্গত বল না; যেহেতু জ্ঞান-ব্যতীত বাহ্যবস্তুও আছে, ইহা তোমাকে নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু অর্থ অর্থাৎ বাহ্যবস্তু দেখিতে পাওয়া যায়। কেননা, জ্ঞানকেই স্তম্ভ বা কুড্য অর্থাৎ দেওয়াল বলিয়া কেহ দেখে না। কিন্তু জ্ঞানের বিষয় রূপেই স্তম্ভ কুড্য ইত্যাদিকে সকল লোকে দেখিয়া থাকে। অতএব সকল লোকে এইরূপই দেখিয়া থাকে যে যাহারা বাহ্যবস্তুকে প্রত্যাখ্যান করে অর্থাৎ অস্বীকার করে, তাহারাও বাহ্যবস্তুকেই বলিয়া থাকে—যাহা অন্তরে জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই বাহ্যবস্তুর মত মনে হয়। তাহারাও সকল লোকে প্রসিদ্ধ বাহিরে ভাসমান সংবিদ অর্থাৎ জ্ঞানকে জানিয়া এবং বাহ্যবস্তুকে অস্বীকার করিতে ইচ্ছা করিয়া বাহ্যবস্তুর মত এই মতশব্দ ব্যবহার করে। তাহা না হইলে বাহ্যবস্তুর মত ইহা বলিবে কেন? বিষ্ণুমিত্র বন্ধ্যাপুত্রের মত দেখা যাইতেছে, ইহা ত কেহ বলে না। অতএব যাঁহারা অনুভব অনুসারে সত্যবস্তু স্বীকার করেন, তাঁহাদের স্বীকার করা উচিত যে বাহ্যবস্তুই দেখা যায়, বাহ্যবস্তুর মত দেখা যায় না।

ভামতী।

"এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ—নাভাব উপলব্ধেরি"তি। "ন খলু অভাবঃ বাহ্যস্য অর্থস্য অধ্যবসাতুং শক্যতে"। স হি উপলম্ভাভাবাৎ বা অধ্যবসীয়েত, সত্যপি উপলম্ভে তস্য বাহ্যাবিষয়ত্বাৎ বা, সত্যপি বাহ্যবিষয়ত্বে বাহ্যার্থবাধকপ্রমাণসদ্ভাবাৎ বা। ন তাবৎ সর্ব্বথা উপলম্ভাভাবঃ ইতি প্রশ্নপূর্ব্বকম্ আহ—"কস্মাৎ? উপলব্ধেঃ" ইতি। ন হি স্ফুটতরে সর্ব্ব-জনীনে উপলম্ভে সতি তদভাবঃ শক্যঃ বক্তুম্ ইত্যর্থঃ।

দ্বিতীয়ং পক্ষম্ অবলম্বতে—"ননু নাহমেবং ব্রবীমি" ইতি। নিরাকরোতি—"বাঢ়ম্ এবং ব্রবীষি"। উপলব্ধিগ্রাহিণা হি সাক্ষিণা উপলব্ধিঃ গৃহ্যমাণা বাহ্যবিষয়ত্বেনৈব গৃহ্যতে ন উপলব্ধি-মাত্রম্ ইত্যর্থঃ। "অতশ্চ" ইতি বক্ষ্যমাণোপপত্তিপরামর্শঃ।

(এই অংশ ভামতীর কল্পতরু নাই।)

ভামতীর অনুবাদ।

এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য্য—বাহ্যবস্তু নাই—ইহা কি দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া বলিবে, অথবা দেখিতে পাওয়া গেলেও বাহ্যবস্তু তাহার বিষয় নহে বলিয়া বলিবে, অথবা বাহ্যবিষয় থাকিলেও বাহ্যবস্তুর বাধকপ্রমাণ থাকায় তাহা নাই বলিবে। কোন রকমেই বাহ্যবস্তু দেখা যায় না যে তাহা নয়, **কস্মাৎ? উপলব্ধেঃ** এই গ্রন্থদ্বারা প্রশ্নপূর্ব্বক ইহা বলিতেছেন। কারণ, সকল ব্যক্তিরই অতিশয় স্পষ্ট বাহ্যবস্তুর জ্ঞান হইলে তাহা নাই বলিতে পার না।

ননু নাহমেবং ব্রবীমি এই গ্রন্থে দ্বিতীয়পক্ষ বলিতেছেন। **বাঢ়মেবং ব্রবীষি** এই গ্রন্থে নিরাস করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য—জ্ঞানের দর্শক সাক্ষী জ্ঞানকে দেখিলে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান বলিয়াই তাহাকে দেখে কেবল জ্ঞান বলিয়া দেখে না। **অতশ্চ** এই গ্রন্থের, পরে যে যুক্তি বলা হইয়াছে, তাহার সহিত সম্বন্ধ হইবে।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

শাঙ্করভাষ্যম্।

নমু বাহ্যস্য অর্থস্য অসম্ভবাৎ বহির্বৎ অবভাসতে ইতি অধ্যবসিতম্। নায়ং সাধুঃ অধ্যবসায়ঃ, যতঃ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তিপূর্ব্বকৌ সম্ভবাসম্ভবৌ অবধার্য্যেতে, ন পুনঃ সম্ভবাসম্ভবপূর্ব্বিকে প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী। যৎ হি প্রত্যক্ষাদীনাম্ অন্যতমেনাপি প্রমাণেন উপলভ্যতে তৎ সম্ভবতি। যত্তু ন কেনচিৎ অপি প্রমাণেন উপলভ্যতে তৎ ন সম্ভবতি। ইহ তু যথাস্বং সর্ব্বৈরেব প্রমাণৈঃ বাহ্যোঽর্থঃ উপলভ্যমানঃ কথং ব্যতিরেকাব্যতিরেকাদিবিকল্পৈঃ ন সম্ভবতি ইত্যুচ্যেত উপলব্ধেরেব।

ভাষ্যানুবাদ।

যদি বল, বাহ্যপদার্থ সম্ভব না হওয়ায় বাহ্যবস্তুর মত দেখা যাইতেছে, ইহা মনে করা উচিত। তাহা হইলে ইহা ভাল মনে করা হইল না। যেহেতু প্রমাণের প্রবৃত্তি এবং অপ্রবৃত্তিপূর্ব্বক সম্ভব ও অসম্ভব স্থির করা হয়, কিন্তু সম্ভব এবং অসম্ভবপূর্ব্বক প্রমাণের প্রবৃত্তি এবং অপ্রবৃত্তি হয় না। যাহা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণসকলের মধ্যে একটী প্রমাণদ্বারাও জানা যায়, তাহা সম্ভব হয়। আর যাহা কোন প্রমাণদ্বারাই জানা যায় না, তাহা সম্ভব হয় না। এখানে কিন্তু প্রমাণসকলের প্রত্যেকটিদ্বারাই বাহ্যপদার্থ জ্ঞাত হইয়া ব্যতিরেকাব্যতিরেকাদি বিকল্পপ্রযুক্ত অর্থাৎ অবয়বী অবয়ব হইতে ভিন্ন কি না? ইত্যাদি বিকল্পবশতঃ কি করিয়া সম্ভব হয় না বলিবে, কারণ বাহ্যবস্তুর জ্ঞান ত হইয়াই থাকে।

ভামতী।

তৃতীয়ং পক্ষমালম্বতে—"নমু বাহ্যস্য অর্থস্য অসম্ভবাদি"তি। নিরাকরোতি—"নায়ং সাধুরধ্যবসায়ঃ" ইতি। ইদমত্র আকূতম্—ঘটাদয়ো হি স্থূলা ভাসন্তে ন তু পরমসূক্ষ্মাঃ। তত্র ইদং নানাদিগ্‌দেশব্যাপিত্বলক্ষণং স্থৌল্যং যদ্যপি জ্ঞানাকারত্বে ন আবরণানাবরণলক্ষণেন বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গেণ যুজ্যতে জ্ঞানোপাধেঃ অনাবৃতত্বাদেব; তথাপি তদ্দেশত্বাতদ্দেশত্বকম্পাকম্পত্বরক্তারক্তত্বলক্ষণৈঃ বিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গৈঃ অস্য নানাত্বং প্রসজ্যমানং জ্ঞানাকারত্বেঽপি ন শক্যং শক্রেণাপি বারয়িতুম্। ব্যতিরেকাব্যতিরেকবৃত্তিবিকল্পৌ চ পরমাণোঃ অংশবত্ত্বং চ উপপাদিতানি বৈশেষিকপরীক্ষায়াম্। তস্মাৎ বাহ্যার্থবৎ ন জ্ঞানেঽপি স্থৌল্যসম্ভবঃ। ন তাবৎ পরমাণ্বাভাসম্ একজ্ঞানম্, একস্য নানাত্বানুপপত্তেঃ। আকারাণাং বা জ্ঞানতাদাত্ম্যাৎ একত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চ যাবন্ত আকারাঃ তাবন্ত্যেব জ্ঞানানি, তাবতাং জ্ঞানানাং মিথো বার্ত্তানভিজ্ঞতয়া স্থূলানুভবাভাবপ্রসঙ্গাৎ। ন চ তৎপৃষ্ঠভাবী সমস্তজ্ঞানাকারসংকলনাত্মক একঃ স্থূলবিকল্পো বিজৃম্ভতে ইতি সাম্প্রতং; তস্যাপি সাকারতয়া স্থৌল্যাযোগাৎ। যথাহ ধর্ম্মকীর্ত্তিঃ—

"তস্মান্নার্থে ন চ জ্ঞানে স্থূলাভাসস্তদাত্মনঃ।
একত্র প্রতিষিদ্ধত্বাৎ বহুষপি ন সম্ভবঃ" ॥ ইতি

তস্মাৎ ভবতাপি জ্ঞানাকারং স্থৌল্যং সমর্থয়মানেন প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তিপূর্ব্বকৌ সম্ভবাসম্ভবৌ আস্থেয়ৌ। তথাচ ইদন্তাস্পদম্ অশক্যং জ্ঞানাৎ ভিন্নং বাহ্যম্ অপহ্নোতুম্ ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

তত্র ভগবতা ভাষ্যকারেণ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তিপূর্ব্বকৌ সম্ভবাসম্ভবৌ ইতি বদতা এতদিহ সূচয়াম্বভূবে। যথা কিল জ্ঞানাদ্ভেদেন স্থূলস্য অর্থস্য অসম্ভবঃ পরেণ ভাষ্যতে, এবম্ অভেদেনাপি ময়া স স্বভাবঃ ইতি অপ্রযোজকঃ অসম্ভবঃ, প্রমাণং তু আবাভ্যাম্ আদর্ত্তব্যম্ ইতি। তত্র অসম্ভবং পরমতে দর্শয়তি—"ইদম্ অত্র" ইত্যাদিনা। তত্র বৌদ্ধেন জ্ঞানাৎ ভিন্নস্য স্থূলার্থস্য অসম্ভবম্ উচ্যমানম্ অনুবদতি—"তত্রেদমি"তি। স্থৌল্যং হি অর্থস্য যুগপৎভিন্নদিক্‌ব্যাপিত্বং ভিন্নদেশব্যাপিত্বং বা। এবঞ্চ একদিগ্‌দেশে অর্থস্য আবরণম্ অন্যদিগ্‌দেশে চ অনাবরণম্ ইতি বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসাৎ ভেদঃ স্যাৎ. জ্ঞানাভেদে তু ন দোষঃ, জ্ঞানাবচ্ছেদকার্থস্য জ্ঞায়মানস্য তদভিন্নস্য অনাবৃতত্বাৎ আবৃতস্য চ তদাত্মত্বাভাবেন বিরোধাপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ। "জ্ঞানাকারত্বে" ইতি সপ্তমী। আবরণাদিধর্ম্মসংসর্গেণ যদ্যপি ন যুজ্যতে ইতি যোজনা। ইদানীম্ এতম্ অসম্ভবম্ অনুমত্য বৌদ্ধমতেঽপি অসম্ভবম্ আহ—"তথাপী"তি। যদ্যপি অবভাসানবভাসলক্ষণবিরুদ্ধধর্ম্মসংসর্গঃ অর্থস্য জ্ঞানাভেদেঽভ্যুপগতে ন প্রসজ্যেত, তথাপি একজ্ঞানপ্রকাশিতে পটে নানাদেশব্যাসক্তে তদ্দেশত্বম্ অতদ্দেশত্বং চ দৃশ্যতে, প্রদেশ-

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ ।২৮]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ভেদেন চ কম্পাকম্পৌ চিত্রে চ তস্মিন্ রক্তত্বারক্তত্বে চ। সতি চ এবং জ্ঞানাকারত্বেঽপি অর্থস্য বর্ণিতবিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বাৎ ভেদপ্রসঙ্গঃ তুল্য ইত্যর্থঃ। অর্থস্য জ্ঞানাভেদে সতি অবয়বিনি অবয়বে চ উক্তং দোষান্তরম্ অপি জ্ঞানে দুর্ব্বারম্ ইত্যাহ—"ব্যতিরেকাব্যতিরেকে"তি। নন্নু কিমিতি জ্ঞানাভিন্নে অর্থে তদ্দেশত্বাতদ্দেশত্বাদিবিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসপ্রসঙ্গঃ যাবতা পরমাণূনেব জ্ঞানম্ অবলম্বতাং, তে চ ন ভিন্নদেশত্বাদিমন্তঃ ইত্যত আহ—"ন তাবদি"তি। নীলজ্ঞানং যদি পরমাণূন্ আলম্বেত, তর্হি ত্বয়া জ্ঞানজ্ঞেয়য়োঃ অভেদাভ্যুপগমাৎ জ্ঞানস্য কিং জ্ঞেয়মাত্রত্বং জ্ঞেয়ানাং বা পরমাণূনাং জ্ঞানমাত্রত্বম্। নাদ্য ইত্যাহ—"একস্যে"তি। "জ্ঞানস্য" ইত্যর্থঃ। "ন দ্বিতীয়" ইত্যাহ—"আকারাণাং চে"তি। জ্ঞানাকারাণাং পরমাণূনামিত্যর্থঃ। নন্নু নৈকং জ্ঞানং পরমাণূন্ গোচরয়তি, যত উক্তদোষঃ স্যাৎ, কিন্তু প্রতিপরমাণু জ্ঞানভেদ ইতি, ন ইত্যাহ—"ন চ যাবন্ত" ইতি। তর্হি একৈকজ্ঞানগৃহীতনানাপরমাণুপরামর্শাত্মকঃ প্রত্যয়ঃ স্থূলালম্বন ইতি, তত্রাহ—"ন চ তৎপৃষ্ঠে"তি। তস্যাপি প্রত্যয়স্য সাকারতয়া আকারাণাং নানাপরমাণূনাং তদভেদাৎ তস্য পরমাণুমাত্রত্বে ভেদঃ, তেষাং বিজ্ঞানমাত্রত্বে একত্বম্ ইতি স্থূলালম্বনম্ একং জ্ঞানং ন স্যাৎ ইত্যর্থঃ। "তস্মান্নার্থে" ইতি। তস্মাৎ বৃত্তিবিকল্পাদেঃ তর্কাৎ অর্থে পরমাণুসমূহাত্মকে বিষয়ে ন স্থূলাভাসঃ। ন চ জ্ঞানে জ্ঞানাত্মকে অর্থে। কুতঃ? একত্র জ্ঞানে বর্ণিতেন মার্গেণ তদাত্মনঃ নানাকারস্থূলাত্মকত্বস্য প্রতিষিদ্ধত্বাৎ বহুষু অপি বিজ্ঞানেষু পরমাণুগোচরেষু স্থূলাভাসস্য ন সম্ভবঃ, বহূনাং পরস্পরবার্ত্তানভিজ্ঞত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

নন্নু বাহ্যস্য অর্থস্য অসম্ভবাৎ ইত্যাদি গ্রন্থে তৃতীয়পক্ষ বলিতেছেন। **নায়ং সাধুরধ্যবসায়ঃ** এই গ্রন্থে তাহা নিরাস করিতেছেন। এই গ্রন্থের অভিপ্রায় যে ঘট পট ইত্যাদি বস্তুসকল স্থূল দেখিতে পাওয়া যায়, অতি সূক্ষ্ম নহে। সেস্থলে বাহ্যপদার্থ জ্ঞানস্বরূপ হইলে যুগপৎ নানাদিক্ ব্যাপিত্ব বা নানাদেশ ব্যাপিত্বরূপ স্থৌল্য যদিও আবরণ ও অনাবরণরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত হয় না বটে, কারণ, জ্ঞানের উপাধি অর্থাৎ জ্ঞানের সহিত অভিন্ন বিষয় অনাবৃতই থাকে, অর্থাৎ আবৃত হয় না, তাহা হইলেও (একখানি চিত্রবস্ত্র) তদ্দেশত্ব অতদ্দেশত্ব অর্থাৎ অনেকস্থান ব্যাপিয়া থাকে, একস্থানে থাকে না। তাহার কোন অংশ কম্পিত হয়, কোন অংশ কম্পিত হয় না, কোন অংশ রক্তবর্ণ, কোন অংশ অন্যবর্ণ, এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধদ্বারা তাহার বহুত্বের যে আপত্তি হয়, বস্তু জ্ঞানাকার হইলেও ইন্দ্রও তাহা বারণ করিতে পারেন না। ব্যতিরেকাব্যতিরেকবিকল্প অর্থাৎ অবয়বী অবয়ব হইতে ভিন্ন কিনা? এইরূপ বিকল্প, বৃত্তিবিকল্প অর্থাৎ অবয়বী প্রত্যেক অবয়বে সকল অবয়বদ্বারা বর্ত্তমান হয়, অথবা এক একটি অবয়বদ্বারা বর্ত্তমান হয় এইরূপ বিকল্প, এবং পরমাণুর যে অবয়ব আছে ইহা, বৈশেষিকমত খণ্ডনের স্থলে দেখাইয়াছি। অতএব বাহ্যবস্তুর মত জ্ঞানেও স্থূলতা সম্ভব হয় না। আর বহু পরমাণুবিষয়ক একটি জ্ঞানও হইতে পারে না। কারণ, একটি জ্ঞান বহু হইতে পারে না, অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদে জ্ঞান ও বস্তু অভিন্ন হওয়ায় যদি জ্ঞানই পরমাণুস্বরূপ হয়, তাহা হইলে একটি জ্ঞান কি করিয়া বহু পরমাণুস্বরূপ হইবে? (আর যদি বস্তুই জ্ঞানস্বরূপ হয়, তাহা হইলে বলিতেছেন) অথবা আকারসকল অর্থাৎ জ্ঞানাকার পরমাণুসকল জ্ঞানের সহিত অভিন্ন হওয়ায় একটিমাত্র হইয়া পড়িবে। আর যদি বল যতগুলি আকার অর্থাৎ পরমাণু, জ্ঞানও ততগুলি? না, তাহা বলিতে পার না, কারণ, জ্ঞানসকল ক্ষণিক বলিয়া পরস্পর কোন বার্ত্তা অর্থাৎ সংবাদ না জানায় স্থূলের জ্ঞান হইতে পারে না। আর তৎপৃষ্ঠভাবী অর্থাৎ প্রথমে প্রত্যেক পরমাণুর এক একটি জ্ঞান হইয়া পশ্চাৎ জ্ঞানাকার পরমাণুসমষ্টি বিষয়ক একটি স্থূলজ্ঞান হয়, ইহা বলাও ঠিক্ নহে; কারণ, তাহাও সাকার অর্থাৎ পরমাণুবিষয়ক বলিয়া স্থূল হইতে পারে না। অর্থাৎ পরমাণুসকল ও জ্ঞান অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান যদি পরমাণুস্বরূপ হয়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন হইবে, আর যদি পরমাণুসকল জ্ঞানস্বরূপ হয়, তাহা হইলে একটিমাত্র হইবে, অতএব একটি স্থূলপদার্থের জ্ঞান হইবে না। যেমন ধর্ম্মকীর্ত্তি বলেন—

"তস্মান্নার্থে ন চ জ্ঞানে স্থূলাভাসস্তদাত্মনঃ।
একত্র প্রতিষিদ্ধত্বাৎ বহুষ্বপি ন সম্ভবঃ"॥

অর্থাৎ অবয়বী অবয়ব হইতে ভিন্ন কিনা ইত্যাদি বিচারবশতঃ পরমাণুসমূহাত্মক বাহ্যপদার্থে স্থৌল্যের জ্ঞান হইতে পারে না, আর জ্ঞানাত্মক বাহ্যপদার্থেও স্থৌল্যের জ্ঞান হইতে পারে না; যেহেতু একটি জ্ঞানে নানা পরমাণুঘটিত স্থূলতা নিষিদ্ধ হওয়ায় পরমাণুবিষয়ক বহুজ্ঞানেও স্থৌল্যের জ্ঞান সম্ভব হয় না। অতএব জ্ঞানাকার স্থৌল্য স্বীকার করিলেও আপনাকেও প্রমাণের প্রবৃত্তি ও অপ্রবৃত্তিপূর্ব্বক সম্ভব ও অসম্ভব স্বীকার করিতে হইবে। আর তাহা হইলে ইদং প্রত্যয়ের বেদ্য জ্ঞানভিন্ন বাহ্যবস্তু অস্বীকার করিতে পারেন না, (কারণ তাহাও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় হয়।)

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন চ জ্ঞানস্য বিষয়সারূপ্যাৎ বিষয়নাশো ভবতি, অসতি বিষয়ে বিষয়সারূপ্যানুপপত্তেঃ, বহিরুপলব্ধেশ্চ বিষয়স্য। অতএব সহোপলম্ভনিয়মোঽপি প্রত্যয়বিষয়য়োঃ উপায়োপেয়ভাবহেতুকঃ ন অভেদহেতুকঃ ইতি অভ্যুপগন্তব্যম্। তথাচ ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানম্ ইতি বিশেষণয়োর্ভেদঃ, ন বিশেষ্যস্য জ্ঞানস্য। যথা শুক্লো গৌঃ কৃষ্ণো গৌঃ ইতি শৌক্ল্যকার্ষ্ণ্যয়োরেব ভেদঃ ন গোত্বস্য। দ্বাভ্যাং চ ভেদঃ একস্য সিদ্ধো ভবতি একস্মাচ্চ দ্বয়োঃ। তস্মাৎ অর্থজ্ঞানয়োর্ভেদঃ। তথা ঘটদর্শনং ঘটস্মরণম্ ইত্যত্রাপি প্রতিপত্তব্যম্। অত্রাপি হি বিশেষ্যয়োরেব দর্শনস্মরণয়োর্ভেদঃ ন বিশেষণস্য ঘটস্য। যথা ক্ষীরগন্ধ ক্ষীররস ইতি বিশেষ্যয়োরেব গন্ধরসয়োর্ভেদঃ ন বিশেষণস্য ক্ষীরস্য তদ্বৎ।

অপি চ দ্বয়োর্বিজ্ঞানয়োঃ পূর্ব্বোত্তরকালয়োঃ স্বসংবেদনয়োরেব উপক্ষীণয়োঃ ইতরেতরগ্রাহ্যগ্রাহকত্বানুপপত্তিঃ। ততশ্চ বিজ্ঞানভেদপ্রতিজ্ঞা-ক্ষণিকত্বাদিধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা-স্বলক্ষণ-সামান্যলক্ষণ-বাস্যবাসকত্বাবিদ্যোপপ্লবসদসদ্ধর্ম্ম-বন্ধ-মোক্ষাদিপ্রতিজ্ঞাশ্চ স্বশাস্ত্রগতাস্তা হীয়েরন্।

ভাষ্যানুবাদ।

আর জ্ঞান বিষয়ের সহিত সমানাকার হওয়ায় বিষয়ের অভাব হয় না; কারণ, বিষয় না থাকিলে (জ্ঞান) বিষয়ের সমানাকার হইতে পারে না, এবং বিষয় বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই জ্ঞান ও বিষয়ের সহোপলম্ভনিয়মও উপায়-উপেয়ভাববশতঃ অর্থাৎ কার্য্যকারণভাববশতঃই হয়, অভেদবশতঃ নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

• আরও ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞান এইস্থলে বিশেষণ ঘট ও পটেরই ভেদ আছে, বিশেষ্যজ্ঞানের ভেদ নাই। যেমন শুক্লবর্ণ গাভী ও কৃষ্ণবর্ণ গাভী এই স্থলে শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণেরই ভেদ আছে, গোত্বের কোন ভেদ নাই। দুইটি হইতে একের ভেদ সিদ্ধ হয়, এবং এক হইতে দুইয়ের ভেদ সিদ্ধ হয়। অতএব বাহ্যপদার্থ ও জ্ঞানের ভেদ সিদ্ধ হইল। সেইরূপ ঘটের দর্শন ও ঘটের স্মরণ এই স্থলেও জানিবেন। এস্থলেও বিশেষ্য দর্শন ও স্মরণেরই ভেদ আছে, বিশেষণ ঘটের ভেদ নাই। যেমন দুগ্ধের রস, দুগ্ধের গন্ধ এস্থলে বিশেষ্য গন্ধ ও রসেরই ভেদ আছে, বিশেষণ দুগ্ধের নহে, সেইরূপ।

আরও পূর্ব্ব ও উত্তরকালে উৎপন্ন দুইটি বিজ্ঞান, যাহারা কেবল নিজেকে প্রকাশ করিয়াই ধ্বংস হইয়াছে; তাহাদের পরস্পরের গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব হইতে পারে না। তাহা হইলেই বিজ্ঞানভেদের প্রতিজ্ঞা, ক্ষণিকত্বাদি ধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা, স্বলক্ষণ, সামান্যলক্ষণ, বাস্য-বাসকত্ব, অবিদ্যার সম্বন্ধবশতঃ সদসদ্ধর্ম্ম, বন্ধ-মোক্ষ ইত্যাদি প্রতিজ্ঞাও তাহাদেরই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে এই সকলই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ভামতী।

যচ্চ জ্ঞানস্য প্রত্যর্থং ব্যবস্থায়ৈ বিষয়সারূপ্যম্ আস্থিতং, নৈতেন বিষয়ঃ অপহ্নোতুং শক্যঃ, অসতি অর্থে তৎসারূপ্যস্য তদ্ব্যবস্থায়াশ্চ অনুপপত্তেঃ ইত্যাহ—"ন চ জ্ঞানস্য বিষয়সারূপ্যাদি"তি। যশ্চ সহোপলম্ভনিয়ম উক্তঃ, সোঽপি বিকল্পং ন সহতে। যদি জ্ঞানার্থয়োঃ সাহিত্যেন উপলম্ভঃ ততঃ বিরুদ্ধো হেতুঃ ন অভেদং সাধয়িতুম্ অর্হতি, সাহিত্যস্য তদ্বিরুদ্ধভেদব্যাপ্যত্বাৎ অভেদে তদনুপপত্তেঃ।

অথ একোপলম্ভনিয়মঃ; ন, একত্বস্য অবাচকঃ সহশব্দঃ। অপি চ কিম্ একত্বেন উপলম্ভঃ, আহো এক উপলম্ভঃ জ্ঞানার্থয়োঃ। ন তাবৎ একত্বেন উপলম্ভঃ ইত্যাহ—"বহিরুপলব্ধেশ্চ বিষয়স্য"। অথ একোপলম্ভনিয়মঃ, তত্রাহ—"অতএব সহোপলম্ভনিয়মোঽপি প্রত্যয়বিষয়য়োঃ উপায়োপেয়ভাবহেতুকঃ ন অভেদহেতুকঃ ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্"। যথা হি সর্ব্বং চাক্ষুষং প্রভারূপানুবিদ্ধং বুদ্ধিবোধ্যং নিয়মেন মনুজৈঃ উপলভ্যতে, ন চ এতাবতা ঘটাদিরূপং

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

প্রভাত্মকং ভবতি, কিন্তু প্রভোপায়ত্বাৎ নিয়মঃ, এবম্ ইহাপি আত্মসাক্ষিকানুভবোপায়ত্বাৎ অর্থস্য একোপলম্ভনিয়মঃ ইতি।

অপি চ যত্র একবিজ্ঞানগোচরৌ ঘটপটৌ তত্র অর্থভেদং বিজ্ঞানাভেদং চ অধ্যবস্যন্তি প্রতিপত্তারঃ। ন চ এতৎ ঐকাত্ম্যে অবকল্পতে ইত্যাহ—"অপি চ ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানমি"তি। তথা অর্থাভেদেঽপি বিজ্ঞানভেদদর্শনাৎ ন বিজ্ঞানাত্মকত্বম্ অর্থস্য ইত্যাহ—"তথা ঘটদর্শনং ঘটস্মরণমি"তি।

অপি চ স্বরূপমাত্রপর্য্যবসিতং জ্ঞানং জ্ঞানান্তরবার্ত্তানভিজ্ঞম্ ইতি যয়োর্ভেদঃ তে দ্বে ন গৃহীতে ইতি ভেদোঽপি তদ্গতো ন গৃহীত ইতি। এবং ক্ষণিকশূন্যানাত্মবাদয়োঽপি অনেক-প্রতিজ্ঞাহেতুদৃষ্টান্তজ্ঞানভেদসাধ্যাঃ। এবং স্বম্ অসাধারণম্ অন্যতো ব্যাবৃত্তং লক্ষণং যস্য তদপি যৎ ব্যাবর্ত্ত্যতে যতশ্চ ব্যাবর্ত্ত্যতে তৎ অনেকজ্ঞানসাধ্যম্। এবং সামান্যলক্ষণমপি বিধিরূপম্ অন্যাপোহরূপং বা অনেকজ্ঞানগম্যম্। এবং বাস্যবাসকভাবঃ অনেকজ্ঞানসাধ্যঃ। এবম্ অবিদ্যোপপ্লববশেন যৎ সদসদ্ধর্ম্মত্বং, যথা নীলমিতি সদ্ধর্ম্মঃ। নরবিষাণ*মিতি অসদ্ধর্ম্মঃ, অমূর্ত্তমিতি সদসদ্ধর্ম্মঃ। শক্যং হি শশবিষাণম্ অমূর্ত্তং বক্তুম্। শক্যং চ বিজ্ঞানম্ অমূর্ত্তং বক্তুম্। যথোক্তম্—

"অনাদিবাসনোদ্ভূতবিকল্পপরিনিষ্ঠিতঃ।
শব্দার্থস্ত্রিবিধো ধর্ম্মো ভাবাভাবোভয়াশ্রয়ঃ"॥ ইতি।

এবং মোক্ষপ্রতিজ্ঞা চ যো মুচ্যতে যতশ্চ মুচ্যতে যেন মুচ্যতে তৎ অনেকজ্ঞানসাধ্যা। এবং বিপ্রতিপন্নং প্রতিপাদয়িতুং প্রতিজ্ঞা ইতি যৎ প্রতিপাদয়তি যেন প্রতিপাদয়তি যশ্চ পুরুষঃ প্রতিপাদ্যতে যশ্চ প্রতিপাদয়তি তৎ অনেকজ্ঞানসাধ্যম্ ইতি অসতি একস্মিন্ অনেকার্থ-জ্ঞানপ্রতিসন্ধাতরি ন উপপদ্যতে। তৎ সর্ব্বং বিজ্ঞানস্য স্বাংশালম্বনত্বে অনুপপন্নম্ ইত্যাহ—"অপি চ দ্বয়োর্বিজ্ঞানয়োঃ পূর্ব্বোত্তরকালয়ো"রিতি। অপি চ ভেদাশ্রয়ঃ কর্ম্মফলভাবঃ ন অভিন্নে জ্ঞানে ভবিতুম্ অর্হতি। নো খলু ছিদা ছিদ্যতে কিন্তু দারু। নাপি পাকাঃ পচ্যন্তে অপি তু তণ্ডুলাঃ। তৎ ইহাপি ন জ্ঞানং স্বাংশেন জ্ঞেয়ম্, আত্মনি বৃত্তিবিরোধাৎ, অপি তু তদতিরিক্তঃ অর্থঃ, পাচ্যা ইব তণ্ডুলাঃ পাকাতিরিক্তা ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

একোপলম্ভম্ উক্ত্বা যা অনুপলব্ধিঃ সা সহোপলম্ভনিয়ম ইতি ন বিরুদ্ধত্বং হেতোশ্চেৎ তর্হি সহশব্দ একত্বস্য অবাচক ইতি অবাচকশব্দপ্রয়োগাৎ তব নিগ্রহ ইত্যর্থঃ। অথ একোপলম্ভনিয়মাৎ ইত্যেব হেতুঃ তত্রাহ—"অপিচে"তি। অনুবিদ্ধং বিষয়ত্বেন সম্বদ্ধম্ ইত্যর্থঃ। উপলভ্যতে ইতি সাক্ষাৎকারাভিপ্রায়ম্। মনুজগ্রহণং তির্য্যগাদিব্যাবৃত্ত্যর্থম্। চাক্ষুষবস্তুন আলোকসাক্ষাৎকারব্যতিরেকেণ অনুপলব্ধাবপি তদৈক্যাদর্শনাৎ অনৈকান্তিকো হেতুঃ ইত্যর্থঃ। জ্ঞানভেদসাধ্যা ইত্যাদৌ সর্ব্বত্র অসতি একস্মিন্ অনেকার্থজ্ঞানপ্রতি-সন্ধাতরি ন উপপদ্যতে ইতি বক্ষ্যমাণেন অন্বয়ঃ। ভাষ্যে বাস্যবাসকত্বম্ অবিদ্যোপপ্লবে হেতুঃ অবিদ্যোপপ্লবশ্চ সদসদ্ধর্ম্মেষু হেতুঃ ইতি ব্যাচষ্টে—"এবমি"তি। অবিদ্যা সবিকল্পকপ্রত্যয়ঃ। "অনাদী"তি। অনাদিবাসনাজন্যসবিকল্পকপ্রত্যয়াত্মকবিকল্পপরিনিষ্ঠিতঃ বিষয়ীকৃতঃ যঃ শব্দার্থঃ স ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ। ত্রৈবিধ্যমেব আহ—"ভাবে"তি। ভাবং নীলাদিকং নীলত্বাদিঃ, অভাবং নরবিষাণং নরবিষাণত্বাদিঃ, উভয়ং বিজ্ঞাননরবিষাণাদিকম্ অমূর্ত্তত্বাদিঃ আশ্রয়তে ইতি তথোক্তঃ। বন্ধমোক্ষাদিপ্রতিজ্ঞা ইতি ভাষ্যগতাদিশব্দং ব্যাচষ্টে—'এবং বিপ্রতি-পন্নমি"তি। প্রতিজ্ঞা ইত্যত্র ইতি শব্দঃ যস্মাদর্থে, যৎ ইতি প্রতিপাদনবিষয়নির্দ্দেশঃ, অসতি একস্মিন্ প্রতিসন্ধাতরি ন উপপদ্যতে তাবৎ লোকে, ত্বয়া চ স নেষ্ট ইত্যাহ—"তৎ সর্ব্বং বিজ্ঞানস্য" ইতি। কর্ম্মফলভাবঃ জ্ঞানজ্ঞেয়ভাবঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

আরও যে প্রত্যেক বিষয় অনুসারে ব্যবস্থার জন্য অর্থাৎ ইহা ঘটজ্ঞান, ইহা পটজ্ঞান, এইরূপ ব্যবহারের জন্য জ্ঞানের বিষয়সারূপ্য অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সমান আকার হওয়ায় স্বীকার করা হইয়াছে, ইহার দ্বারা বিষয় অস্বীকার করিতে পারিবে না; যেহেতু বিষয় না থাকিলে তাহার সারূপ্য এবং ঐরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে

* "নরবিষাণম্ ঈশ্বরঃ ইতি" পাঠান্তরম্।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতীর অনুবাদ।

না, **ন চ জ্ঞানস্য বিষয়সারূপ্যাৎ** এই গ্রন্থে ইহাই বলিতেছেন। আর যে সহোপলম্ভনিয়ম বলা হইয়াছে, তাহাও বিকল্প সহ্য করে না। যথা—যদি জ্ঞান ও বিষয়ের একসঙ্গে জ্ঞানই সহোপলম্ভ হয়, তাহা হইলে হেতু বিরুদ্ধ হইল। তাহা অভেদ সাধন করিতে পারে না; কারণ, সাহিত্য অভেদের বিরুদ্ধ ভেদের ব্যাপ্য হয়। অভেদ হইলে সাহিত্য হইতে পারে না।

আর যদি বল, এক উপলম্ভের নিয়ম সহোপলম্ভনিয়ম; না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, সহশব্দ একত্বের বাচক নহে। (অবাচক শব্দ প্রয়োগ করায় তোমার নিগ্রহ অর্থাৎ পরাজয় হইল) আরও জ্ঞান ও বিষয়ের এক বলিয়া যে জ্ঞান, তাহাই সহোপলম্ভ, অথবা জ্ঞান ও বিষয় এই উভয় বিষয়ক যে একটি জ্ঞান, তাহাই সহোপলম্ভ। তাহার মধ্যে এক বলিয়া উপলম্ভ সহোপলম্ভ হইতে পারে না—**বহিরুপলব্ধেশ্চ বিষয়স্য** এই গ্রন্থদ্বারা ইহা বলিতেছেন। আর যদি বল, জ্ঞান ও বিষয়ের একটি জ্ঞানই সহোপলম্ভনিয়ম, তাহার উত্তরে **অতএব সহোপলম্ভনিয়মোঽপি** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। যেমন প্রভা ও রূপযুক্ত সকল চাক্ষুসদ্রব্যই বুদ্ধিদ্বারা প্রকাশ হয়, (প্রভা ও রূপ না থাকিলে হয় না), ইহা নিয়মিতভাবে মানুষে দেখিয়া থাকে, কিন্তু ইহার দ্বারা ঘটাদির রূপ ত প্রভাস্বরূপ হয় না, কিন্তু প্রভা তাহার উপায় অর্থাৎ হেতু হয় বলিয়া নিয়ম আছে অর্থাৎ প্রভা থাকিলে রূপ দেখা যায়, না থাকিলে দেখা যায় না, এইরূপ নিয়ম আছে। এইরূপ এখানেও আত্মসাক্ষিক অনুভবের উপায় বলিয়া বিষয়ের একোপলম্ভনিয়ম আছে। আরও যেখানে ঘট ও পট একজ্ঞানের বিষয় হয়, সেখানে প্রতিপত্তা অর্থাৎ যাহাদের জ্ঞান হয়, তাহারা, বিষয়ের ভেদ ও বিজ্ঞানের অভেদ স্থির করিয়া থাকে। ইহা কিন্তু বিষয় ও জ্ঞান এক হইলে হয় না, **অপি চ ঘটজ্ঞানং পটজ্ঞানম্** ইত্যাদি গ্রন্থে ইহা বলিতেছেন। সেইরূপ বিষয়ের ভেদ না থাকিলেও বিজ্ঞানের ভেদ দেখা যায় বলিয়া বিষয় বিজ্ঞানস্বরূপ নহে **ঘটদর্শনং ঘটস্মরণম্** ইত্যাদি গ্রন্থে এই কথা বলিতেছেন।

আরও জ্ঞান কেবলস্বরূপেই পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ ক্ষণিক বলিয়া কেবল নিজেকেই প্রকাশ করে, অন্য জ্ঞানের কোন সংবাদই রাখে না, অতএব যে দুইটির ভেদ সেই দুইটিকেই জানিল না, অতএব তাহাদের ভেদও জানিতে পারে না। আর ক্ষণিকত্ব শূন্যত্ব ও অনাত্মত্বাদির জ্ঞানও অনেক প্রতিজ্ঞা—হেতু ও দৃষ্টান্তদ্বারা সিদ্ধ হয়। আর স্ব অর্থাৎ অসাধারণ অর্থাৎ অন্য হইতে ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ ভিন্ন লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ যাহার, সেই স্বলক্ষণপদার্থও যে ব্যাবৃত্ত হয় এবং যাহা হইতে ব্যাবৃত্ত হয়, তাহা অনেকজ্ঞানদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। আর সামান্য অর্থাৎ জাতির লক্ষণও বিধিরূপই বল অথবা অন্যপদার্থের ব্যাবৃত্তিরূপই বল, তাহা অনেক জ্ঞানদ্বারা জ্ঞাত হয়। আর বাস্যবাসকভাব অর্থাৎ পূর্ব্ব নীলজ্ঞান বাসক এবং পরবর্ত্তী নীলজ্ঞান বাস্য; ইহাও অনেকজ্ঞানদ্বারা জ্ঞাত হয়। আর অবিদ্যা অর্থাৎ সবিকল্পক জ্ঞানের সম্বন্ধবশতঃ যে সদসদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ নীলত্ব ইত্যাদি সতের ধর্ম্ম, নরশৃঙ্গত্ব ইত্যাদি অসতের ধর্ম্ম, অমূর্ত্তত্ব ইত্যাদি সত ও অসতের ধর্ম্ম। নরশৃঙ্গ অমূর্ত্ত, ইহা বলিতে পার। ইহাও বলিতে পার যে—বিজ্ঞান অমূর্ত্ত। যেমন বলা হইয়াছে—

"অনাদিবাসনোদ্ভূতবিকল্পপরিনিষ্ঠিতঃ।
শব্দার্থস্ত্রিবিধো ধর্ম্মো ভাবাভাবোভয়াশ্রয়ঃ"॥

অর্থাৎ অনাদি বাসনাবশতঃ উৎপন্ন হয় যে সবিকল্পকজ্ঞান, তাহার বিষয় যে শব্দার্থধর্ম্ম অর্থাৎ নীলত্বাদি, তাহা তিনপ্রকার জানিবে. যথা—(নীলত্বাদি) ভাবাশ্রয় অর্থাৎ নীলাদি ভাবপদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে, (নরশৃঙ্গত্বাদি) অভাবাশ্রয় অর্থাৎ নরশৃঙ্গাদি অভাবপদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে এবং (অমূর্ত্তত্বাদি) উভয়াশ্রয় অর্থাৎ বিজ্ঞানাদি ভাব ও নরশৃঙ্গাদি অভাব এই উভয়কেই আশ্রয় করিয়া থাকে। আর মোক্ষপ্রতিজ্ঞাও অর্থাৎ যে মুক্ত হয়, যাহা হইতে মুক্ত হয়, যাহার দ্বারা মুক্ত হয়, তাহাও অনেকজ্ঞানসাধ্য। আর বিপ্রতিপন্ন অর্থাৎ বিরোধী ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য যে প্রতিজ্ঞা, যেহেতু যাহা বুঝান হয়, এবং যাহাকে বুঝান হয়, এবং যে বুঝাইয়া দেয় তাহা অনেকজ্ঞানদ্বারা হইয়া থাকে, অতএব অনেক পদার্থজ্ঞানের কর্ত্তা একজন না থাকিলে এই সমস্ত হইতে পারে না। বিজ্ঞান যদি নিজের অংশকেই অবলম্বন করে অর্থাৎ কেবল ক্ষণিক নিজেকেই প্রকাশ করে, তাহা হইলে সেই সকল সঙ্গত হয় না। **অপি চ দ্বয়োর্বিজ্ঞানয়ো** ইত্যাদি গ্রন্থে এই কথা বলিতেছেন।

আরও ক্রিয়া ও ফল ভিন্নবস্তুতেই হইয়া থাকে অর্থাৎ ক্রিয়া যাহাতে থাকে, ফল তদ্ভিন্ন বস্তুতেই হইয়া থাকে, অভিন্নজ্ঞানে অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞানে ক্রিয়াও তাহার ফল হইতে পারে না। যেমন—ছেদন ছিন্ন হয় না,

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতীর অনুবাদ।

কিন্তু কাষ্ঠই ছিন্ন হয়, আর পচন স্বয়ংই পাক হয় না, কিন্তু তণ্ডুলসকল পাক হয়। সেইরূপ এখানেও জ্ঞান নিজ অংশদ্বারা জ্ঞানের বিষয় হয় না, কারণ, নিজেতে বৃত্তি হওয়া অর্থাৎ ক্রিয়া হওয়া বিরুদ্ধ, কিন্তু জ্ঞান ভিন্ন বিষয়ই জ্ঞেয় হয়, যেমন পাক ভিন্ন তণ্ডুলসকলই পাকের বিষয় হয়।

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চান্যৎ, বিজ্ঞানং বিজ্ঞানম্ ইতি অভ্যুপগচ্ছতা বাহ্যঃ অর্থঃ স্তম্ভঃ কুড্যম্ ইত্যেবং-জাতীয়কঃ কস্মাৎ ন অভ্যুপগম্যতে ইতি বক্তব্যম্। বিজ্ঞানম্ অনুভূয়তে ইতি চেৎ, বাহ্যোঽপি অর্থঃ অনুভূয়তে এব ইতি যুক্তম্ অভ্যুপগন্তুম্। অথ বিজ্ঞানং প্রকাশাত্মকত্বাৎ প্রদীপবৎ স্বয়মেব অনুভূয়তে, ন তথা বাহ্যোঽপি অর্থঃ ইতি চেৎ, অত্যন্তবিরুদ্ধাং স্বাত্মনি ক্রিয়াম্ অভ্যুপগচ্ছসি, অগ্নিঃ আত্মানং দহতি ইতি বৎ, অবিরুদ্ধং তু লোকপ্রসিদ্ধং স্বাত্মব্যতিরিক্তেন বিজ্ঞানেন বাহ্যঃ অর্থঃ অনুভূয়তে ইতি ন ইচ্ছসি অহো পাণ্ডিত্যং মহৎ দর্শিতম্। ন চ অর্থাব্যতিরিক্তম্ অপি বিজ্ঞানং স্বয়মেব অনুভূয়তে স্বাত্মনি ক্রিয়াবিরোধাদেব।

ননু বিজ্ঞানস্য স্বরূপব্যতিরিক্তগ্রাহ্যত্বে তদপি অন্যেন গ্রাহ্যং তদপি অন্যেন ইতি অনবস্থা প্রাপ্নোতি। অপি চ প্রদীপবৎ অবভাসাত্মকত্বাৎ জ্ঞানস্য জ্ঞানান্তরং কল্পয়তঃ সমত্বাৎ অবভাস্যাবভাসকভাবানুপপত্তেঃ কল্পনানর্থক্যম্ ইতি। তৎ উভয়মপি অসৎ, বিজ্ঞানগ্রহণমাত্রে এব বিজ্ঞানসাক্ষিণঃ গ্রহণাকাঙ্ক্ষানুৎপাদাৎ অনবস্থাশঙ্কানুপপত্তেঃ। সাক্ষিপ্রত্যয়য়োশ্চ স্বভাববৈষম্যাৎ উপলব্ধৃ্পলভ্যভাবোপপত্তেঃ, স্বয়ংসিদ্ধস্য চ সাক্ষিণঃ অপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ।

ভাষ্যানুবাদ।

আরও বিজ্ঞান বিজ্ঞান এইরূপ যিনি স্বীকার করেন তিনি বাহ্যপদার্থ—স্তম্ভ কুড্য অর্থাৎ দেওয়াল ইত্যাদি কেন স্বীকার করেন না, ইহা বলা উচিত। যদি বল বিজ্ঞান অনুভব করা যায়, (এই জন্যই তাহা স্বীকার করি) তাহা হইলে বাহ্যপদার্থও ত দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব তাহা স্বীকার করা উচিত। আর যদি বল, বিজ্ঞান প্রকাশস্বরূপ বলিয়া প্রদীপের মত স্বয়ংই অনুভব হয়, বাহ্যপদার্থ কিন্তু সেরূপ নহে। তাহা হইলে অত্যন্ত বিরুদ্ধ—নিজেতেই নিজের ক্রিয়া স্বীকার করিতেছ, যেমন অগ্নি নিজেকে দগ্ধ করে, অথচ যাহা অবিরুদ্ধ এবং লোকেপ্রসিদ্ধ যথা -নিজ ব্যতীত বিজ্ঞানদ্বারা বাহ্যপদার্থের অনুভব হয়, ইহা স্বীকার কর না, আহা খুব পাণ্ডিত্য দেখাইলে? আর বিষয়ের সহিত অভিন্ন বিজ্ঞান স্বয়ং অনুভূত হয় না; কারণ, নিজেতে নিজের কোন ক্রিয়া হইতে পারে না।

যদি বল, বিজ্ঞান যদি অপর ব্যক্তিদ্বারা দেখা যায়, তাহা হইলে তাহা অন্যদ্বারা দেখা যাইবে, আবার তাহাও অন্যদ্বারা দেখা যাইবে, এইরূপে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়িবে। আরও জ্ঞান প্রদীপের মত স্বপ্রকাশ বলিয়া তাহার প্রকাশের জন্য যিনি অন্য একটি জ্ঞানের কল্পনা করেন, তাঁহার মতে জ্ঞানান্তর কল্পনা করা বৃথা, কারণ উভয়জ্ঞানই সমান বলিয়া পরবর্ত্তী জ্ঞানটি প্রকাশক ও পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞান প্রকাশ্য এইরূপ প্রকাশ্য প্রকাশকভাব হইতে পারে না। এই দুইটিই ভাল নহে; কারণ, বিজ্ঞান অর্থাৎ অন্তঃকরণপরিণামের জ্ঞানকালে বিজ্ঞান-সাক্ষীর জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জন্মে না (কারণ, তাহা নিত্য সিদ্ধ); অতএব অনবস্থার আশঙ্কা হইতে পারে না। অর্থাৎ বুদ্ধিপরিণামকে প্রকাশ করিবার জন্য সাক্ষীচৈতন্যকে অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু সাক্ষীচৈতন্যকে প্রকাশ করিবার জন্য অন্য কাহাকেও অপেক্ষা করিতে হয় না; কারণ, তাহা স্বপ্রকাশ, অতএব অনবস্থা দোষ হইবে না। আর সাক্ষী ও জ্ঞানের স্বভাব পৃথক্ হওয়ায় অর্থাৎ সাক্ষী চিৎস্বরূপ হওয়ায় ও বিজ্ঞান জড়স্বরূপ হওয়ায় সাক্ষী জ্ঞানকর্ত্তা, এবং বিজ্ঞান জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। আর স্বতঃসিদ্ধ সাক্ষীকে কেহ প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না। অর্থাৎ সর্ব্বদা অভ্রান্তভাবে আত্মার প্রত্যক্ষ হওয়ায় তাহা নিত্যসিদ্ধ, অতএব তাহাকে অস্বীকার করা যায় না। নিত্যসিদ্ধ আত্মা না থাকিলে ক্ষণিকজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশকে কে প্রকাশ করিবে?

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতী।

ভূমিরচনাপূর্ব্বকমাহ—"কিঞ্চান্যৎ। বিজ্ঞানং বিজ্ঞানম্ ইত্যভ্যুপগচ্ছতা" ইতি। চোদয়তি—"নন্নু বিজ্ঞানস্য স্বরূপব্যতিরিক্তগ্রাহ্যত্বে" ইতি। অয়মর্থঃ—স্বরূপাৎ অতিরিক্তম্ অর্থং চেৎ বিজ্ঞানং গৃহ্ণাতি, ততঃ তৎ অপ্রত্যক্ষং সৎ ন অর্থং প্রত্যক্ষয়িতুম্ অর্হতি। ন হি চক্ষুরিব তৎ নিলীনম্ অর্থে কঞ্চন অতিশয়ম্ আধত্তে, যেন অর্থম্ অপ্রত্যক্ষং সৎ প্রত্যক্ষয়েৎ। অপি তু তৎপ্রত্যক্ষতা এব অর্থপ্রত্যক্ষতা। যথাহুঃ—

"অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি" ইতি। (ধর্ম্মকীর্ত্তিঃ) *

তচ্চেৎ জ্ঞানান্তরেণ প্রতীয়েত, তৎ অপ্রতীতং ন অর্থবিষয়ং জ্ঞানম্ অপরোক্ষয়িতুম্ অর্হতি। এবং তত্তৎ ইতি অনবস্থা। তস্মাৎ অনবস্থায়া বিভ্যতা বরং স্বাত্মনি বৃত্তিঃ আস্থিতা। অপিচ যথা প্রদীপো ন দীপান্তরম্ অপেক্ষতে এবং জ্ঞানম্ অপি ন জ্ঞানান্তরম্ অপেক্ষিতুম্ অর্হতি সমত্বাৎ ইতি। তদেতৎ পরিহরতি—"তদুভয়মপি অসৎ। বিজ্ঞানগ্রহণমাত্রে এব বিজ্ঞানসাক্ষিণঃ গ্রহণাকাঙ্ক্ষানুৎপাদাৎ অনবস্থাশঙ্কানুপপত্তেঃ"।

অয়মর্থঃ—সত্যম্ অপ্রত্যক্ষস্য উপলম্ভস্য ন অর্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি, ন তু উপলব্ধারং প্রতি তৎপ্রত্যক্ষত্বায় উপলম্ভান্তরং প্রার্থনীয়ম্, অপি তু তস্মিন্ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাৎ অন্তঃকরণবিকারভেদে উৎপন্নমাত্রে এব প্রমাতুঃ অর্থশ্চ উপলম্ভশ্চ প্রত্যক্ষৌ ভবতঃ। অর্থো হি নিলীনস্বভাবঃ প্রমাতারং প্রতি স্বপ্রত্যক্ষত্বায় অন্তঃকরণবিকারভেদম্ অনুভবম্ অপেক্ষতে, অনুভবস্তু জড়োঽপি স্বচ্ছতয়া চৈতন্যবিম্বোদ্গ্রহণায় ন অনুভবান্তরম্ অপেক্ষতে, যেন অনবস্থা ভবেৎ। ন হি অস্তি সম্ভবঃ অনুভবঃ উৎপন্নশ্চ, ন চ প্রমাতুঃ প্রত্যক্ষো ভবতি, যথা নীলাদিঃ। তস্মাৎ যথা ছেত্তা ছিদয়া ছেদ্যং বৃক্ষাদি ব্যাপ্নোতি, ন তু ছিদাং ছিদান্তরেণ, নাপি ছিদা এব ছেত্রী, কিন্তু স্বত এব দেবদত্তাদিঃ। যথা বা পক্তা পাক্যং পাকেন ব্যাপ্নোতি, ন তু পাকং পাকান্তরেণ, নাপি পাক এব পক্তা, কিন্তু স্বত এব দেবদত্তাদিঃ, এবং প্রমাতা প্রমেয়ং নীলাদি প্রময়া ব্যাপ্নোতি ন তু প্রমাং প্রমান্তরেণ, নাপি প্রমা এব প্রমাত্রী, কিন্তু স্বত এব প্রমায়াঃ প্রমাতা ব্যাপকঃ। ন চ প্রমাতরি কূটস্থনিত্যচৈতন্যে প্রমাপেক্ষাসম্ভবঃ, যতঃ প্রমাতুঃ [প্রমায়াঃ] প্রমাত্রন্তরাপেক্ষায়াম্ অনবস্থা ভবেৎ। তস্মাৎ সুষ্ঠু উক্তম্ "বিজ্ঞানগ্রহণমাত্রে এব বিজ্ঞানসাক্ষিণঃ প্রমাতুঃ কূটস্থ-নিত্যচৈতন্যস্য গ্রহণাকাঙ্ক্ষানুৎপাদাৎ" ইতি। যদুক্তং "সমত্বাৎ অবভাস্যাবভাসকভাবানুপপত্তেঃ" ইতি। তত্রাহ—"সাক্ষিপ্রত্যয়য়োশ্চ স্বভাববৈষম্যাৎ উপলব্ধ্রুপলভ্যভাবোপপত্তেঃ"। মা ভূৎ জ্ঞানয়োঃ সাম্যেন গ্রাহ্যগ্রাহকভাবঃ। জ্ঞাতৃজ্ঞানয়োস্তু বৈষম্যাৎ উপপদ্যতে এব। গ্রাহ্যত্বং চ জ্ঞানস্য ন গ্রাহকক্রিয়াজনিতফলশালিতয়া, যথা বাহ্যার্থস্য, ফলে ফলান্তরানুপপত্তেঃ। যথাহুঃ—

"ন সংবিদর্য্যতে ফলত্বাৎ" ইতি।

অপি তু প্রমাতারং প্রতি স্বতঃসিদ্ধপ্রকটতয়া। গ্রাহ্যোঽপি অর্থঃ প্রমাতারং প্রতি সত্যাং সংবিদি প্রকটঃ, সংবিদপি প্রকটা। যথাহুঃ অন্যে—

"নাস্যাঃ কর্ম্মভাবো বিদ্যতে" ইতি।

স্যাদেতৎ—যৎ প্রকাশতে তৎ অন্যেন প্রকাশ্যতে যথা জ্ঞানার্থৌ, তথাচ সাক্ষী, ইতি নাস্তি প্রত্যয়সাক্ষিণোঃ বৈষম্যম্ ইত্যত আহ—"স্বয়ংসিদ্ধস্য চ সাক্ষিণঃ অপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ"। তথাহি—

---

* ভাস্করভাষ্যে এই শ্লোকার্দ্ধের সঙ্গে আরও একটী শ্লোক আছে। সমুদায়টা এই—

"তথাচোক্তং বিপ্রভিক্ষুণা

অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিদ্ধ্যতি।

অবিভাগোঽপি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসিতদর্শনৈঃ॥

গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে॥ ইতি"

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতী।

অস্য সাক্ষিণঃ সদা অসন্দিগ্ধাবিপরীতস্য নিত্যসাক্ষাৎকারতা অনাগন্তুকপ্রকাশত্বে ঘটতে। তথাহি—প্রমাতা সন্দিহানোঽপি অসন্দিগ্ধঃ, বিপর্য্যস্যন্নপি অবিপরীতঃ, পরোক্ষম্ অর্থম্ উৎপ্রেক্ষমাণোঽপি অপরোক্ষঃ, স্মরন্নপি আনুভবিকঃ প্রাণভৃন্মাত্রস্য। ন চ এতৎ অন্যাধীন-সংবেদনত্বে ঘটতে। অনবস্থাপ্রসঙ্গশ্চ উক্তঃ। তস্মাৎ স্বয়ংসিদ্ধতা অস্য অনিচ্ছতাপি অপ্রত্যাখ্যেয়া প্রমাণমার্গায়ত্তত্বাৎ ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অত্যন্তবিরুদ্ধাম্ ইত্যতঃ প্রাক্তনভাষ্যেণ প্রতিবন্দীরূপা ভূমিরচনা ক্রিয়তে। তয়া চ জ্ঞেয়ার্থস্বরূপং সাধিতম্। ততঃ আরভ্য একস্য কর্ম্মক্রিয়াবিরোধ উক্তঃ। বিজ্ঞানস্য স্বব্যতিরিক্তার্থবিষয়ত্বে কুতঃ তস্য অন্যেন গ্রাহ্যত্বাপত্তিঃ? চক্ষুর্বৎ অপ্রকাশমানস্যাপি অর্থ-বোধকত্বসম্ভবাৎ অতঃ চোদ্যানুপপত্তিম্ আশঙ্ক্য আহ—"চোদয়তি" ইতি। "অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য" ইতি। যদি অপ্রত্যক্ষ উপলম্ভঃ স্যাৎ তর্হি চক্ষুষ ইব তস্য অর্থদৃষ্টিঃ অজন্যা স্যাৎ, সা চ ন সিধ্যতি; তস্যা অপি অন্যদৃষ্ট্যপেক্ষত্বেন অনবস্থানাৎ ইত্যর্থঃ। তর্হি জ্ঞানং জ্ঞানান্তরপ্রত্যক্ষসদর্থপ্রকাশো ভবতু, তত্রাহ—"তচ্চেৎ" ইতি। নন্বর্থং প্রত্যক্ষয়িতুং যথা সাক্ষিণি উপলম্ভ ইষ্যতে, এবম্ উপলম্ভম্ অপি প্রত্যক্ষয়িতুম্ উপলম্ভান্তরম্ এষ্টব্যং তত্র কুতঃ নাকাঙ্ক্ষা? অত আহ—"সত্যম্" ইতি। বিজ্ঞানগ্রহমাত্রে এব অস্মাভিঃ স্বীকৃতে বিজ্ঞানসাক্ষিণঃ বিজ্ঞানবিষয়গ্রহণান্তরাকাঙ্ক্ষানুৎপাদাৎ ইতি ভাষ্যার্থঃ। অনঙ্গীক্রিয়মাণং দর্শয়তি—"ন তু" ইতি। "তৎ-প্রত্যক্ষতায়" তস্য উপলম্ভস্য প্রত্যক্ষতায় ইত্যর্থঃ। স্বপ্রকাশসাক্ষিণি অন্তঃকরণপ্রতিবিম্বিতে সতি অন্তঃকরণপরিণামস্য ভাস্বরস্য স্বত এব সাক্ষিপ্রতিবিম্বাধারতয়া সিদ্ধিসম্ভবাৎ ন পরিণামান্তরাৎ অপরোক্ষতা ইতি গ্রন্থার্থঃ। যদি অনুভবাপরোক্ষ্যং প্রমান্তরাৎ তর্হি অনুভব উদিতোঽপি কদাচিৎ ন প্রকাশেত, ন চ এবম্। অতো নিত্যসাক্ষী অনুভবসিদ্ধঃ ইত্যাহ—"ন হি অস্তি সম্ভবঃ" ইতি। "প্রমাতুঃ" সাক্ষিণঃ। ন চ অনুব্যবসায়াৎ অনুভবপ্রত্যক্ষতা, তস্যাপি অপ্রত্যক্ষস্য অনুভবসিদ্ধত্বাযোগাৎ অনুভবান্তরতঃ প্রত্যক্ষত্বে অনবস্থায়াঃ উক্তত্বাৎ ইতি। ন কেবলম্ অনুভবে এব অনুভবিতুঃ ব্যাপ্তৌ অনুভবান্তরানপেক্ষা, কিন্তু ক্রিয়ামাত্রমেব কর্ত্রা ক্রিয়ান্তরম্ অন্তরেণ ব্যাপ্যতে ইত্যাহ—"যথা ছেত্তা" ইতি। মাভূৎ জ্ঞানবিষয়জ্ঞানপরিণামান্তরাপেক্ষয়া অনবস্থা, সাক্ষিণস্তু সাক্ষ্যন্তরাশ্রিতপ্রমাপেক্ষয়া অনবস্থা স্যাৎ ইতি আশঙ্ক্য স্বপ্রকাশত্বাৎ ন ইত্যাহ "ন চ প্রমাতার" ইতি। অনেন সাক্ষিবিষয়গ্রহণাকাঙ্ক্ষানুৎপাদাৎ ইত্যেবমপি পূর্ব্বভাষ্যং ব্যাখ্যাতম্। নন্বু সাক্ষিণং প্রতি প্রত্যয়স্য উপলভ্যত্বে তাবৎ উপলম্ভঃ অন্যঃ বাচ্যঃ, তস্য প্রাক্ নিরাসাৎ পূর্ব্বাপরবিরোধ ইতি ভ্রমম্ অপনয়তি—"গ্রাহ্যত্বং চ" ইতি। ফলে অন্তঃকরণগতজ্ঞানপরিণামে স্বাভাবিকাকাশকল্পসাক্ষিচৈতন্যব্যতিরেকেণ পরিণামান্তরাপেক্ষ-ফলান্তরানুৎপত্তেঃ ইত্যর্থঃ। চৈতন্যাভিব্যক্তিস্তু ফলমত্যেব। তদাহুঃ অত্র ভবন্তো বার্ত্তিককারাঃ—

"বিয়দ্বস্তুস্বভাবাঽনুরোধাদেব ন কারকাৎ। বিয়ৎসম্পূর্ণতোৎপত্তৌ কুম্ভস্যৈবং দশা ধিয়াম্"॥ ইতি

"ন সংবিদর্থ্যতে" জ্ঞায়তে পরিণামজ্ঞানেন ইত্যর্থঃ। স্বতঃসিদ্ধপ্রকটতয়া জ্ঞানস্য গ্রাহ্যত্বম্ ইতি অনুষঙ্গঃ। নন্বু যদি পরিণামব্যাপ্তি-ব্যতিরেকেণ সংবিৎ সাক্ষিণং প্রতি অপরোক্ষা, তর্হি অর্থোঽপি স্যাৎ ব্যাপকসাক্ষিসম্বন্ধস্য সংবিদর্থয়োঃ অবিশেষাৎ ইতি আশঙ্ক্য আহ—"গ্রাহ্যোঽপি অর্থঃ" ইতি। অর্থো হি স্ববিষয়ান্তঃকরণপরিণামরূপায়াং সংবিদি সত্যাং তদধীনাভিব্যক্তিকসাক্ষিরূপানুভবাৎ প্রকটো ভবতি। সা তু সংবিৎ কেবলস্বরূপানুভবাৎ স্বপ্রতিবিম্বিতাৎ প্রকটতাং প্রতিপদ্যতে। এতদুক্তং ভবতি—সর্ব্বব্যাপী সন্নপি স্বরূপানুভবঃ অবিদ্যাবৃতত্বাৎ ন ভাসতে, স তু নির্ম্মলে ইব মুকুরতলে মুখং ভাস্বরস্বভাববিশেষবদন্তঃকরণে ব্যজ্যতে ইতি তদ্বৃত্তিরপি ভাস্বরা সন্নিহিতা চ ইতি ভবতি স্বভাবপ্রকটা। অর্থস্তু অন্তঃকরণং প্রতি ব্যবহিতঃ। ন চ স্বভাবাদেব চৈতন্যাভিব্যঞ্জনক্ষমঃ। দৃষ্টং চ সম্বন্ধা-বিশেষেঽপি স্বভাববিশেষাৎ ব্যঞ্জকাব্যঞ্জকত্বম্। যথা চাক্ষুষী প্রভা সম্বন্ধাবিশেষেঽপি রূপাদি এব ব্যঞ্জয়তি, ন বায়্বাদিকম্। তস্মাৎ পরিণামাভিব্যক্তানুভবাৎ অর্থসিদ্ধিঃ ইতি। "কর্ম্মভাবঃ" ইতি পরিণামক্রিয়াজন্যফলভাগিতা ইত্যর্থঃ। আত্মস্বপ্রকাশত্ববলাৎ ইদং সর্ব্বং সিধ্যতি, তদেব অসিদ্ধম্ ইতি শঙ্কতে—"স্যাদেতৎ" ইতি। আত্মা জ্ঞেয়ঃ প্রকাশমানত্বাৎ ঘটবৎ ইত্যনুমানম্। ইদং তাবৎ আভাসঃ। অত্র হি যৎ প্রকাশতে তদ্ বেদ্যম্ ইতি ব্যাপ্তিঃ অভ্যুপেয়া। তথা সতি অস্যাঃ ব্যাপ্তের্যা গ্রাহিকা সংবিৎ সা স্বস্যাং পরিস্ফুরতি ন বা? প্রথমে কিং কর্ম্মত্বেন কিংবা অন্যসংবিদনপেক্ষস্বব্যবহারহেতুত্বেন। নাদ্যমঃ, স্বাত্মনি বৃত্তিবিরোধাৎ। ন চরমঃ, তস্যামেব সংবিদি ব্যভিচারাৎ। ন চরমঃ; অস্যা এব সংবিদঃ বিশেষস্য অনবভাসনাৎ কথং সকলবিশেষোপসংগ্রহবতী ব্যাপ্তিঃ অস্যাং সংবিদি পরিস্ফুরেৎ? অপরিস্ফুরণে চ কথম্ অনুমানম্ উদয়েত? এবং সিদ্ধে অস্য দৌর্ব্বল্যে স্বপ্রকাশত্বসাধনীম্ অদোষাম্ অনুমাম্ আহ কালাতীতত্বসিদ্ধয়ে—"তথাহি" ইত্যাদিনা। অনাগন্তুকপ্রকাশ ইতি প্রতিজ্ঞা। আগন্তুকঃ স্ববিষয়ী অর্থাৎ প্রকাশ ইতি লভ্যতে। স যস্য নাস্তি স চাসৌ প্রকাশশ্চ তত্ত্বে সতি ইত্যর্থঃ। অনেন অজ্ঞেয়ত্বে সতি ভাসমানত্বং স্বপ্রকাশত্বম্ ইতি নিরুক্তম্। ভাসমানত্বং চ ব্যাবহারিকবাধবিধুরং ভাসতে ইতি শব্দলক্ষ্যত্বং ন ভানবিষয়ত্বম্ ইনি ন ব্যাঘাতঃ। ন চ বেদান্তজ্ঞেয়ত্ববিরোধঃ। নিরুপাধেঃ অজ্ঞেয়ত্বাৎ বেদান্তজন্যবৃত্ত্যুপাধৌ তজ্জ্ঞেয়ত্বমপি ইতি হি উক্তং তত্র প্রস্মর্ত্তব্যম্। অতএব স্বপ্রকাশস্য অনুমানজ্ঞেয়ত্ববিরোধঃ ইতি নিরস্তম্। অনুমিতেরেব জ্ঞেয়ত্বোপাধিত্বাৎ। নিত্যসাক্ষাৎ-কারতা অনাগন্তুকপ্রকাশত্বে হেতুঃ। সংবিদভিন্নত্বং চ সাক্ষাৎকারত্বং, ন তু ইন্দ্রিয়জপ্রতীতিত্বাদি। তচ্চ সংবিদঃ স্বতঃ; তদন্যস্য তদধ্যাসাৎ তৎসমর্থনার্থম্ অসন্দিগ্ধাবিপরীতস্য ইত্যুক্তম্। অসন্দিগ্ধাবিপর্য্যস্তত্বম্ উপপাদয়তি—তথাহি "প্রমাতা" ইত্যাদিনা। সন্দিহানোঽপি অস্তৎ ইতি শেষঃ,। এবং সর্ব্বত্র।

তদয়ং প্রয়োগঃ—আত্মা স্বয়ং প্রকাশঃ, শশ্বৎ অপরোক্ষত্বাৎ, শশ্বদপরোক্ষশ্চ শশ্বৎ অসন্দিগ্ধত্বাৎ ব্যতিরেকে ঘটবৎ। ন চ অপ্রসিদ্ধ-বিশেষণত্বম্। অয়ং ঘটঃ এতদন্যজ্ঞেয়ত্বরহিতভাসমানান্যঃ, দ্রব্যত্বাৎ, পটবৎ ইতি তৎসিদ্ধেরিতি। বিপক্ষে দণ্ডমাহ—"ন চৈতদি"তি।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

যদি নিত্যসাক্ষাৎকারত্বম্ আত্মনঃ ন স্যাৎ, তর্হি কদাচিৎ আত্মনি সন্দেহঃ স্যাৎ ইত্যর্থঃ। স্যাদেতৎ—আত্মবিষয়া সংবিৎ উদেত্যেব ইতি তত্রাহ—"অনবস্থা" ইতি।

ভামতীর অনুবাদ।

কিঞ্চান্যৎ ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা ভূমিকা রচনা করিয়া বলিতেছেন। **নন্বু বিজ্ঞানস্য** ইত্যাদি গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিজ্ঞান যদি স্বরূপব্যতীত বিষয়কে গ্রহণ করে, তাহা হইলে বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ না হইয়া বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না; কারণ, তাহা চক্ষুর মত নিলীন অর্থাৎ স্বয়ং অপ্রকাশ হইয়া বিষয়ে এমন কোনও বিশেষ উৎপাদন করে না, যাহা দ্বারা নিজে প্রত্যক্ষ না হইয়া বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিবে, কিন্তু নিজের প্রত্যক্ষই বিষয়ের প্রত্যক্ষ। যেমন (বৌদ্ধগণ) বলেন—

"অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি"। (ধর্ম্মকীর্ত্তি)

অর্থাৎ যে উপলম্ভের অর্থাৎ যে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ না হয়, সে জ্ঞানের বিষয়ের দর্শন হয় না। তাহা যদি অন্য জ্ঞানদ্বারা জানা যাইত, তাহাও প্রত্যক্ষ না হইয়া অর্থবিষয়ের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যে অন্যান্য জ্ঞানের কল্পনা, তাহাও এইরূপ হইবে, এই প্রকারে অনবস্থা হয়। অতএব অনবস্থাদোষ হইতে ভয় পাইয়া বরং নিজেতেই নিজের ক্রিয়া অর্থাৎ নিজেই নিজের প্রকাশ্য, এইরূপ স্বীকার করা হইয়াছে। আরও যেমন প্রদীপ অন্য প্রদীপকে অপেক্ষা করে না, এইরূপ জ্ঞানও অন্য জ্ঞানকে অপেক্ষা করিতে পারে না; কারণ, উভয়েই সমান। **উভয়মপি অসৎ** ইত্যাদি গ্রন্থে এই দোষদ্বয়ের পরিহার করিতেছেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—অপ্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় দর্শন হয় না—ইহা সত্য, কিন্তু যিনি উপলব্ধা অর্থাৎ জ্ঞানের কর্ত্তা, তাঁহার পক্ষে জ্ঞানের প্রত্যক্ষের জন্য অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা করিতে হইবে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধবশতঃ অন্তঃকরণের সেই পরিণামবিশেষ উৎপন্ন হইবামাত্রই প্রমাতা অর্থাৎ কর্ত্তার বিষয় ও জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়। কারণ, জড়স্বভাব বিষয় প্রমাতার প্রতি নিজের প্রত্যক্ষের জন্য অন্তঃকরণের পরিণামবিশেষরূপ জ্ঞানকে অপেক্ষা করে, কিন্তু জ্ঞান জড় হইলেও স্বচ্ছ বলিয়া চৈতন্যের প্রতিবিম্ব গ্রহণের জন্য অন্য কোন জ্ঞানের অপেক্ষা করে না, যেজন্য অনবস্থা হইবে। কারণ, ইহা সম্ভব নহে যে, জ্ঞান উৎপন্ন হইল অথচ জীবের প্রত্যক্ষ হইল না, যেমন নীলাদি বস্তু। অতএব যেমন ছেদনকর্ত্তা ছিদা অর্থাৎ ছেদনদ্বারা ছেদনের বিষয় বৃক্ষাদিতে সম্বদ্ধ হয়, কিন্তু ছেদনকে অন্য ছেদনের দ্বারা সম্বদ্ধ করে না, আর ছেদনও ছেদনকর্ত্তা নহে, কিন্তু দেবদত্তাদি নিজেই ছেদনের কর্ত্তা। অথবা যেমন পাচক পাকক্রিয়াদ্বারা পাক্য অর্থাৎ পাকের বিষয় তণ্ডুলাদির সহিত সম্বদ্ধ হয়, কিন্তু পাককে আর অন্য পাকের দ্বারা সম্বদ্ধ করে না। আর পাক পাকের কর্ত্তা নহে, কিন্তু স্বয়ং দেবদত্তাদিই পাকের কর্ত্তা। এইরূপ জীব প্রমাদ্বারা নীলাদি প্রমেয় পদার্থের সহিত সম্বদ্ধ হয়, কিন্তু প্রমান্তরদ্বারা প্রমাকে সম্বদ্ধ করে না। আর জ্ঞানও জ্ঞানের কর্ত্তা হয় না, কিন্তু জীব স্বয়ংই জ্ঞানের সহিত সম্বদ্ধ হয়। আর কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার ও নিত্য চৈতন্যস্বরূপ প্রমাতা অর্থাৎ জীবে প্রমার অপেক্ষার কোন সম্ভাবনা নাই, যেজন্য প্রমাতার প্রমার অন্য প্রমাতার অপেক্ষা হইলে অনবস্থা হইবে। অর্থাৎ জড়পদার্থ যেমন নিজের প্রকাশের জন্য জ্ঞানের অপেক্ষা করে, সেইরূপ জীব নিজের প্রকাশের জন্য অন্য কাহারও জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না; কারণ, সে স্বপ্রকাশ, অতএব অনবস্থা হইবে না। অতএব ভালই বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞান গ্রহণ হইলেই বিজ্ঞান সাক্ষী প্রমাতা কূটস্থ নিত্যচৈতন্যের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জন্মে না, ইত্যাদি। আর যে বলিয়াছিলেন—সমান বলিয়া অবভাস্য ও অবভাসক ভাব হইতে পারে না, ইত্যাদি, সে বিষয়ে **সাক্ষিপ্রত্যয়য়োশ্চ** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। জ্ঞানদ্বয় সমান হওয়ায় গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব না হউক, কিন্তু জ্ঞানের কর্ত্তা ও জ্ঞান সমান না হওয়ায় নিশ্চয়ই গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব হইতে পারে। আর জ্ঞানের যে গ্রাহ্যত্ব তাহা, গ্রাহকের ক্রিয়াজন্য যে ফল হয়, সেই ফলবিশিষ্ট বলিয়া নহে, যেমন বাহ্যবস্তুর হইয়া থাকে; কারণ, ফলে আর অন্যফল হইতে পারে না। যেমন পণ্ডিতগণ বলেন—

ন সংবিদর্য্যতে ফলত্বাৎ

অর্থাৎ সংবিৎ স্বয়ং ফল বলিয়া অন্য কোন অন্তঃকরণপরিণামজ্ঞানের দ্বারা গৃহীত হয় না। কিন্তু প্রমাতার প্রতি স্বতঃপ্রকাশ বলিয়াই জ্ঞানের গ্রাহ্যত্ব। গ্রাহ্য অর্থও সংবিদ হইলেই প্রমাতার প্রতি প্রকাশিত হইয়া থাকে, আর সংবিদও প্রকাশ হয়। যেমন অপরে বলেন—

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮]

ভামতীর অনুবাদ।

"নাস্যাঃ কর্ম্মভাবো বিদ্যতে"।

অর্থাৎ এই সংবিদের কর্ম্মভাব অর্থাৎ অন্তঃকরণের পরিণামরূপক্রিয়াজন্যফলভাগিতা নাই।

যদি বল যাহাই প্রকাশ হয়, তাহাই অন্যদ্বারা প্রকাশিত হয়, যেমন জ্ঞানও তাহার বিষয়, আর সাক্ষীও সেইরূপ, অতএব জ্ঞান ও সাক্ষীর কোন পার্থক্য নাই, এইজন্য **স্বয়ংসিদ্ধস্য চ সাক্ষিণঃ** ইত্যাদি বলিতেছেন। যথা—সর্ব্বদা অসন্দিগ্ধ অর্থাৎ যাহা কখনও সন্দেহের বিষয় হয় না, এবং অবিপর্য্যস্ত অর্থাৎ যাহা কখনও নিশ্চয়াত্মক ভ্রমের বিষয় হয় না, এইরূপ সাক্ষী যে নিত্য প্রত্যক্ষস্বরূপ হয়, তাহা যদি অনাগন্তুকপ্রকাশ অর্থাৎ নিত্যপ্রকাশ হয়, তাহা হইলেই হইতে পারে। যথা প্রাণিমাত্রেরই জীবাত্মা অন্যবস্তুর প্রতি সন্দিগ্ধ হইলেও নিজের প্রতি সন্দিগ্ধ নহে, অন্যবস্তুর প্রতি ভ্রান্ত হইলেও নিজের প্রতি ভ্রান্ত নহে। অপ্রত্যক্ষ-বিষয়ের কল্পনা করিলেও নিজে কিন্তু প্রত্যক্ষই হয়, অন্যবস্তুর স্মরণ করিলেও নিজেকে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু জীবাত্মা পরপ্রকাশ্য হইলে এই সমস্ত উপপন্ন হইতে পারে না। আর যে অনবস্থা দোষ হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব আত্মা যে স্বয়ংপ্রকাশ, ইহা ইচ্ছা না থাকিলেও অস্বীকার করিতে পারিবে না, কারণ, তাহা প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চান্যৎ। প্রদীপবৎ বিজ্ঞানম্ অবভাসকান্তরনিরপেক্ষং স্বয়মেব প্রথতে ইতি ব্রুবতা অপ্রমাণগম্যং বিজ্ঞানম্ অনবগন্তৃকম্ ইত্যুক্তং স্যাৎ, শিলাঘনমধ্যস্থপ্রদীপ-সহস্রপ্রথনবৎ। বাঢ়মেবম্। অনুভবরূপত্বাৎ তু বিজ্ঞানস্য ইষ্টো নঃ পক্ষঃ ত্বয়া অনুজ্ঞায়তে ইতি চেৎ? ন, অন্যস্য অবগন্তুঃ চক্ষুঃসাধনস্য প্রদীপাদিপ্রথনদর্শনাৎ। অতঃ বিজ্ঞানস্যাপি অবভাস্যত্বাবিশেষাৎ সত্যেব অন্যস্মিন্ অবগন্তরি প্রথনং প্রদীপবৎ ইতি অবগম্যতে। সাক্ষিণঃ অবগন্তুঃ স্বয়ংসিদ্ধতাম্ উপক্ষিপতা স্বয়ং প্রথতে বিজ্ঞানম্ ইতি এষ এব মম পক্ষঃ ত্বয়া বাচোযুক্ত্যন্তরেণ আশ্রিত ইতি চেৎ? ন, বিজ্ঞানস্য উৎপত্তিপ্রধ্বংসানেকত্বাদি-বিশেষবত্ত্বাভ্যুপগমাৎ। অতঃ প্রদীপবৎ বিজ্ঞানস্যাপি ব্যতিরিক্তাবগম্যত্বম্ অস্মাভিঃ প্রসাধিতম্।২৮

ভাষ্যানুবাদ।

আরও বিজ্ঞান অন্য কোন প্রকাশের অপেক্ষা না করিয়া প্রদীপের মত স্বয়ং প্রকাশিত হয়, ইহা যিনি বলেন, তাঁহাকে বিজ্ঞান কোন প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না এবং কেহ তাহাকে জানিতে পারে না, ইহাই বলিতে হইবে। যেমন প্রস্তর পিণ্ডের ভিতর সহস্র প্রদীপের প্রকাশ। যদি বল—হাঁ, এইরূপই বটে, কিন্তু বিজ্ঞান অনুভবস্বরূপ বলিয়া আমাদের মতই তুমি স্বীকার করিতেছ, না, তাহা নহে; কারণ, অন্য একজন দ্রষ্টা চক্ষুরিন্দ্রিয়দ্বারা প্রদীপাদি প্রকাশ করেন, দেখিতে পাই। অতএব বিজ্ঞানও অন্যকর্ত্তৃক প্রকাশ হয় বলিয়া অন্য কোন ব্যক্তি জ্ঞানকর্ত্তা থাকিলেই প্রদীপের মত বিজ্ঞানের প্রকাশ হয়—ইহা বুঝা যায়। যদি বল, জ্ঞানকর্ত্তা সাক্ষী স্বয়ংপ্রকাশ—ইহা উপক্ষেপ অর্থাৎ স্বীকার করিয়া বিজ্ঞান স্বয়ংই প্রকাশ পায়—এই আমার মতই ত তুমি অন্য যুক্তিদ্বারা গ্রহণ করিলে, না তাহা নহে। কারণ, তুমি বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিনাশ ও বহুত্বাদি বিশেষধর্ম্ম স্বীকার করিয়া থাক। (আমি কিন্তু তাহা করি না; কারণ, আমার মতে স্বপ্রকাশ নির্ব্বিশেষ চৈতন্য একটি নিত্য অখণ্ডবস্তু) অতএব প্রদীপের মত বিজ্ঞানও অন্য বস্তুদ্বারা প্রকাশিত হয়—ইহা আমরা সাধন করিয়াছি।২৮

ভামতী।

কিঞ্চ উক্তেন ক্রমেণ জ্ঞানস্য স্বয়ম্ অবগন্তৃত্বাভাবাৎ প্রমাতুঃ অনভ্যুপগমে চ "প্রদীপবৎ বিজ্ঞানম্ অবভাসকান্তরনিরপেক্ষং স্বয়মেব প্রথতে" ইতি ব্রুবতা অপ্রমাণগম্যং বিজ্ঞানম্ অনবগন্তৃকম্ ইতি উক্তং স্যাৎ, *শিলাঘনমধ্যস্থপ্রদীপসহস্রপ্রথনবৎ*"। অবগন্তুশ্চেৎ কস্যচিৎ অপি ন প্রকাশেত, কৃতম্ অবগমেন স্বয়ংপ্রকাশেন ইতি। বিজ্ঞানমেব অবগন্তৃ ইতি মন্বানঃ

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ।২৯ *

ভামতী।

শঙ্কতে—"বাঢ়মেবম্। অনুভবরূপত্বাদি"তি। ন ফলস্য কর্ত্তৃত্বং কর্ম্মত্বং বা অস্তি ইতি প্রদীপবৎ কর্ত্রন্তরম্ এষিতব্যং, তথাচ ন সিদ্ধসাধনম্ ইতি পরিহরতি—"ন, অন্যস্য অবগন্তুরি"তি। নমু সাক্ষিস্থানে অস্তু অস্মদভিমতম্ এব বিজ্ঞানং, তথাচ নাম্নি এব বিপ্রতিপত্তিঃ ন অর্থে—ইতি শঙ্কতে—"সাক্ষিণঃ অবগন্তুঃ স্বয়ংসিদ্ধতাম্ উপক্ষিপতা" অভিপ্রেয়তা। "স্বয়ং প্রথতে বিজ্ঞানম্ ইতি এষ এব" ইতি। নিরাকরোতি "ন" ইতি। ভবতা হি বিজ্ঞানস্য উৎপাদাদয়ঃ ধর্ম্মা অভ্যুপেতাঃ, তথাচ অস্য ফলতয়া ন অবগন্তৃত্বম্, কর্ত্তৃফলভাবস্য একত্র বিরোধাৎ, কিন্তু প্রদীপাদিতুল্যতা ইত্যর্থঃ।২৮

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"উক্তেন ক্রমেণ" ইতি। ন ক্রিয়া তয়া ব্যাপ্যতে কিন্তু কর্ত্রা ইত্যনেন ইত্যর্থঃ। অনেন বিজ্ঞানং ব্যতিরিক্তগ্রাহ্যং গ্রাহ্যত্বাৎ ইতি পূর্ব্বোক্তানুমানস্য বিপক্ষে দণ্ড উচ্যতে। উক্তক্রমং স্মারয়তি "ন ফলস্য" ইতি। "নার্থে" ইতি। ন অর্থেঽপি বিপ্রতিপত্তিঃ। তস্য ত্বন্মতেঽপি মিথ্যাত্বাৎ ইত্যর্থঃ।২৮

ভামতীর অনুবাদ।

আরও পূর্ব্বোক্ত রীতি অনুসারে জ্ঞান স্বয়ং জ্ঞানের কর্ত্তা হয় না বলিয়া, এবং প্রমাতা স্বীকার না করিলে "বিজ্ঞান অন্য কোন প্রকাশকের অপেক্ষা না করিয়া প্রদীপের মত স্বয়ং প্রকাশ পায়"—ইহা যিনি বলেন, তিনি প্রস্তরপিণ্ডের ভিতর সহস্র প্রদীপের প্রকাশের মত বিজ্ঞান কোন প্রমাণদ্বারা জানা যায় না এবং কেহ তাহাকে জানিতে পারে না—ইহাই বলিবেন; যদি কোন জ্ঞাতার প্রতিই প্রকাশ না হয়, তাহা হইলে স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞান লইয়া কি হইবে? বিজ্ঞানই জ্ঞানের কর্ত্তা হইবে, এই মনে করিয়া বাঢ়মেবং এই গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন। ফল, কর্ত্তা বা কর্ম্ম হয় না, অতএব প্রদীপের মত অন্য কর্ত্তা আবশ্যক হইবে, আর তাহা হইলে সিদ্ধসাধন অর্থাৎ তোমার মতই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল না। **ন অন্যস্য অবগন্তু** ইত্যাদি গ্রন্থে এইরূপে পরিহার করিতেছেন। যদি বল তোমার সাক্ষীর স্থানে আমার অভিপ্রেত বিজ্ঞান হউক না কেন, আর তাহা হইলে নামে মাত্র বিরোধ রহিল, বস্তুতে নহে। **সাক্ষিণঃ অবগন্তু** ইত্যাদি গ্রন্থে ইহা শঙ্কা করিতেছেন। উপক্ষেপ অর্থাৎ অভিপ্রায়। **ন** এই গ্রন্থে নিরাস করিতেছেন। তুমি বিজ্ঞানের উৎপত্তি প্রভৃতি কারণধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছ। আর তাহা হইলে ইহা ফল হওয়ায় জ্ঞাতৃ নহে; কারণ, একবস্তুতে কর্ত্তৃত্ব ও ফলত্ব বিরুদ্ধ, কিন্তু প্রদীপাদির তুল্য হইবে অর্থাৎ অপর কর্ত্তৃক প্রকাশ হইবে।২৮

শাঙ্করভাষ্যম্।

বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ।২৯

যদুক্তং বাহ্যার্থাপলাপিনা স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বৎ জাগরিতগোচরা অপি স্তম্ভাদিপ্রত্যয়া বিনৈব বাহ্যেন অর্থেন ভবেয়ুঃ প্রত্যয়ত্বাবিশেষাৎ ইতি, তৎ প্রতিবক্তব্যম্। অত্র উচ্যতে—ন স্বপ্নাদিপ্রত্যয়বৎ জাগ্রৎপ্রত্যয়া ভবিতুম্ অর্হন্তি। কস্মাৎ? বৈধর্ম্ম্যাৎ। বৈধর্ম্ম্যং হি ভবতি স্বপ্নজাগরিতয়োঃ। কিং পুনঃ বৈধর্ম্ম্যম্? বাধাবাধৌ ইতি ব্রূমঃ। বাধ্যতে হি স্বপ্নোপলব্ধং বস্তু, প্রতিবুদ্ধস্য মিথ্যা ময়া উপলব্ধো মহাজনসমাগম ইতি। ন হি অস্তি মম মহাজনসমাগমঃ নিদ্রাগ্লানং তু মে মনঃ বভুব, তেন এষা ভ্রান্তিঃ উদ্বভুব ইতি। এবং মায়াদিষু অপি ভবতি যথাযথং বাধঃ। নৈবং জাগরিতোপলব্ধং বস্তু স্তম্ভাদিকং কস্যাঞ্চিদপি অবস্থায়াং বাধ্যতে।

অপিচ স্মৃতিরেষা যৎ স্বপ্নদর্শনম্। উপলব্ধিস্তু জাগরিতদর্শনম্। স্মৃত্যুপলব্ধ্যোশ্চ প্রত্যক্ষম্ অন্তরং স্বয়ম্ অনুভূয়তে অর্থবিপ্রয়োগসম্প্রয়োগাত্মকম্ ইষ্টং পুত্রং স্মরামি

* এখানে "ন" এই প্রথমান্ত পদ থাকিলেও তৎপূর্ব্বে "বৈধর্ম্ম্যাৎ চ" এই হেতু ও সমুচ্চয়বোধক শব্দ থাকায় ইহা পৃথক্ অধিকরণারম্ভক হইল না।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ।২৯]

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন উপলভে উপলব্ধুম্ ইচ্ছামি ইতি। তত্র এবং সতি ন শক্যতে বক্তুং মিথ্যা জাগরিতোপলব্ধিঃ উপলব্ধিত্বাৎ স্বপ্নোপলব্ধিবৎ ইতি উভয়োঃ অন্তরং স্বয়ম্ অনুভবতা। ন চ স্বানুভবাপলাপঃ প্রাজ্ঞমানিভিঃ যুক্তঃ কর্ত্তুম্।

অপিচ অনুভববিরোধপ্রসঙ্গাৎ জাগরিতপ্রত্যয়ানাং স্বতো নিরালম্বনতাং বক্তুম্ অশক্নুবতা স্বপ্নপ্রত্যয়সাধর্ম্ম্যাৎ বক্তুম্ ইষ্যতে। ন চ যো যস্য স্বতো ধর্ম্মো ন সম্ভবতি সঃ অন্যস্য সাধর্ম্ম্যাৎ তস্য সম্ভবিষ্যতি। ন হি অগ্নিঃ উষ্ণঃ অনুভূয়মানঃ উদকসাধর্ম্ম্যাৎ শীতো ভবিষ্যতি। দর্শিতং তু বৈধর্ম্ম্যং স্বপ্নজাগরিতয়োঃ।২৯

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ অর্থাৎ আর জাগরণকালের জ্ঞান হইতে স্বপ্নদিকালের জ্ঞানের **বৈধর্ম্ম্যাৎ** অর্থাৎ পার্থক্য হওয়ায় **ন স্বপ্নাদিবৎ** অর্থাৎ স্বপ্নাদির মত জাগরণকালের জ্ঞান মিথ্যা নহে।

ভাষ্যার্থ—যিনি বাহ্যপদার্থ অস্বীকার করেন, তিনি যে বলিয়াছেন—স্বপ্নাদি জ্ঞানের মত জাগরণকালের স্তম্ভাদি জ্ঞানও বাহ্যপদার্থ ব্যতীতই হইবে; কারণ, তাহাও জ্ঞান; তাহার প্রতিবাদ করা উচিত। এ বিষয়ে বলা হইতেছে যে—জাগরণকালের জ্ঞানসকল স্বপ্নজ্ঞানের মত হইতে পারে না। কেন হইতে পারে না? কারণ, পার্থক্য আছে। যেহেতু স্বপ্ন ও জাগরণের পার্থক্য আছে। যদি বল কি পার্থক্য আছে? তাহা হইলে বলি—বাধ ও অবাধ, অর্থাৎ স্বপ্নে যে বস্তু দেখা যায়, তাহা বাধিত হয়। যথা—আমার বাড়ীতে মহাত্মগণ আসিয়াছেন বলিয়া স্বপ্নে আমি যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা। কারণ, মহাত্মগণের আগমন ত হয় নাই। আমার মন নিদ্রাতে গ্লানিযুক্ত ছিল, সেইজন্য এই ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছিল। এইরূপ মায়াদিতেও যথাসম্ভব বাধ হয়। এবং জাগরণকালে দেখা যায় যে স্তম্ভাদি বস্তু, তাহা কিন্তু কোন অবস্থাতেই বাধিত হয় না।

আরও যাহা স্বপ্ন দেখা যায়, তাহা স্মরণ, আর জাগরণকালে যাহা দেখা যায়, তাহা প্রত্যক্ষ; আর স্মৃতি ও প্রত্যক্ষের অর্থবিপ্রযোগ ও সম্প্রযোগাত্মক অর্থাৎ বিষয়ের অবিদ্যমানতা ও বিদ্যমানতারূপ যে ভেদ আছে, তাহা স্বয়ং অনুভব করা যায়। যথা—প্রিয়পুত্রকে স্মরণ করিতেছি, দেখিতে পাইতেছি না, দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি। এইরূপ হইলে যিনি উভয়জ্ঞানের ভেদ স্বয়ং অনুভব করিতেছেন, তিনি ইহা বলিতে পারেন না যে, জাগরণকালের জ্ঞান মিথ্যা, যেহেতু তাহাও জ্ঞান, যেমন স্বপ্নজ্ঞান। আর যিনি নিজেকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করেন, তাঁহার পক্ষে নিজের অনুভবের অপলাপ করা উচিত নহে।

আরও অনুভববিরোধ হইয়া পড়ে বলিয়া জাগরণকালের জ্ঞান স্বাভাবিকই নিরালম্বন—ইহা বলিতে না পারিয়া তিনি স্বপ্নজ্ঞানের সাধর্ম্ম্যবশতঃ তাহা বলিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু যাহা যাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, অন্যের সাধর্ম্ম্যবশতঃ তাহার তাহা হইতে পারে না। কারণ, উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হয় যে অগ্নি, তাহা জলের সাধর্ম্ম্যবশতঃ শীতল হইবে না। আর স্বপ্ন ও জাগরণের পার্থক্য দেখাইয়াছি।২৯

ভামতী।

বাধাবাধৌ বৈধর্ম্ম্যম্। স্বপ্নপ্রত্যয়ো বাধিতঃ জাগ্রৎপ্রত্যয়শ্চ অবাধিতঃ। ত্বয়াপি চ অবশ্যং জাগ্রৎপ্রত্যয়স্য অবাধিতত্বম্ আস্থেয়ং, তেন হি স্বপ্নপ্রত্যয়ো বাধিতঃ মিথ্যা ইতি অবগম্যতে। জাগ্রৎপ্রত্যয়স্য তু বাধ্যত্বে স্বপ্নপ্রত্যয়স্য অসৌ ন বাধকো ভবেৎ। ন হি বাধ্যমেব বাধকং ভবিতুম্ অর্হতি। তথাচ ন স্বপ্নপ্রত্যয়ো মিথ্যা—ইতি সাধ্যবিকলো দৃষ্টান্তঃ স্যাৎ স্বপ্নবৎ ইতি। তস্মাৎ বাধাবাধাভ্যাং বৈধর্ম্ম্যাৎ ন স্বপ্নপ্রত্যয়দৃষ্টান্তেন জাগ্রৎপ্রত্যয়স্য শক্যং নিরালম্বনত্বম্ অধ্যবসাতুম্। "নিদ্রাগ্লানম্" ইতি। করণদোষাভিধানম্। মিথ্যাত্বায় বৈধর্ম্ম্যান্তরম্ আহ—"অপি চ স্মৃতিরেষা" ইতি। সংস্কারমাত্রজং হি বিজ্ঞানং স্মৃতিঃ। প্রত্যুৎপন্নেন্দ্রিয়সংপ্রয়োগ-লিঙ্গ-শব্দ-সারূপ্য-অন্যথানুপপদ্যমান-যোগ্যপ্রমাণানুৎপত্তি-লক্ষণসামগ্রীপ্রভবং তু জ্ঞানম্ উপলব্ধিঃ। তৎ ইহ নিদ্রাণস্য সামগ্র্যান্তরবিরহাৎ সংস্কারঃ পরিশিষ্যতে, তেন

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ।২৯]

ভামতী।

সংস্কারজত্বাৎ স্মৃতিঃ, সাপি চ নিদ্রাদোষাৎ বিপরীতা অবর্ত্তমানমপি পিত্রাদি বর্ত্তমানতয়া ভাসয়তি। তেন স্মৃতেরেব তাবৎ উপলব্ধেঃ বিশেষঃ, তস্যাশ্চ স্মৃতেঃ বৈপরীত্যম্, ইতি অহো মহৎ অন্তরম্ ইত্যর্থঃ।

অপি চ স্বতঃপ্রামাণ্যে সিদ্ধে জাগ্রৎপ্রত্যয়ানাং যথার্থত্বম্ অনুভবসিদ্ধং ন অনুমানেন অন্যথয়িতুং শক্যম্, অনুভববিরোধেন তদনুৎপাদাৎ। অবাধিতবিষয়তাঽপি অনুমানোৎপাদ-সামগ্রী। * ন চ কারণাভাবে কার্য্যম্ উৎপত্তুম্ অর্হতি ইত্যাশয়বান্ আহ—“অপি চ অনুভববিরোধপ্রসঙ্গাৎ” ইতি।২৯

বেদান্তকল্পতরু।

স্বপ্নবৎ ইতি অয়ং দৃষ্টান্তঃ সাধ্যবিকলঃ স্যাৎ ইতি যোজনা। অভ্যুপেত্য স্বপ্নপ্রত্যয়স্য নিরাবলম্বনত্বং জাগ্রৎপ্রত্যয়স্য তৎ নিরস্যতি। বিদ্যতে এব তু তস্যাপি প্রাতীতিকম্ আলম্বনম্। এবং তাবৎ স্তম্ভাদিপ্রত্যয়ঃ নিরালম্বনঃ প্রত্যয়ত্বাৎ স্বপ্নপ্রত্যয়বৎ ইত্যনুমানস্য বাধ্যত্বেন সোপাধিকত্বম্ উক্তম্। ন চ সাধনব্যাপ্তিঃ, সতি প্রমাতরি জাগ্রৎপ্রত্যয়ে বাধবিরহস্য প্রমিতত্বেন সাধনব্যাপ্ত্যনুমানস্য অতীতকালত্বাৎ। সম্প্রতি প্রমাণাজন্যত্বেনাপি সোপাধিকত্বম্ আহ—“সংস্কারমাত্রজং হী”তি। মাত্রগ্রহণেন প্রমাণকারণেন্দ্রিয়াদিসহিতত্বং ব্যাবর্ত্ত্যতে, ন তু ভ্রমহেতুদোষসাহিত্যম্। অতএব ভাষ্যগতঃ স্মৃতিশব্দঃ প্রমাণমিলিতসংস্কারজত্বাৎ ভ্রমেঽপি স্বপ্নজ্ঞানে ঔপচারিকঃ ব্যাখ্যাতব্যঃ। উপলব্ধিস্তু ইতি ভাষ্যগতম্ উপলব্ধিপদং ব্যাচষ্টে—“প্রত্যুৎপন্নে”তি। প্রত্যুৎপন্নেন বর্ত্তমানেন বস্তুনা ইন্দ্রিয়সংযোগেত্যর্থঃ। ষট্‌প্রমাণজনিতং জ্ঞানম্ উপলব্ধিঃ। এবম্ অব্যাখ্যানে স্বপ্নস্যাপি মিথ্যোপলব্ধিত্বাৎ বৈধর্ম্ম্যং ন সিধ্যেৎ ইতি। কালাতীততাং চ প্রত্যয়ত্বহেতোঃ আহ—“অপি চ স্বত” ইতি। নন্বু উৎসর্গতঃ প্রাপ্তমপি প্রামাণ্যম্ অনুমানাৎ অপোদ্যতাম্ অত আহ—“অনুভববিরোধেন” ইতি। অবাধিতবিষয়ত্বেন অবগতস্য অনুমানস্য প্রমাণত্বাৎ সতি প্রত্যক্ষবাধে ন প্রমাজনকত্বম্ অতো বাধকানুদয়াৎ ন প্রত্যক্ষস্য প্রামাণ্যাপবাদঃ ইত্যর্থঃ। ন হি যো যস্য স্বতো ধর্ম্মো ন সম্ভবতি সঃ অন্যসাধর্ম্ম্যাৎ তস্য সম্ভবিষ্যতি ইতি ভাষ্যম্। তত্র “ন সম্ভবতি ইতি” প্রমাণেন ন সম্ভবতি ইতি অবধারিত ইত্যর্থঃ। তেন সন্দিগ্ধস্বধর্ম্মঃ অন্যসাধর্ম্ম্যাৎ ধূমবত্ত্বাদেঃ সম্ভবিষ্যতি ইতি সূচিতম্।২৯

ভামতীর অনুবাদ।

এখানে বাধ ও অবাধই বৈধর্ম্ম্য। স্বপ্নজ্ঞান বাধিত এবং জাগ্রৎজ্ঞান অবাধিত। আর জাগরণকালের জ্ঞান বাধিত হয় না, ইহা তোমাকেও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাহার দ্বারাই স্বপ্নজ্ঞান বাধিত হয় বলিয়া মিথ্যা, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু জাগ্রৎজ্ঞান বাধিত হইলে তাহা স্বপ্নজ্ঞানের বাধক হইবে না। কারণ, যাহা বাধিত হয়, তাহাই বাধক হইতে পারে না। আর তাহা হইলে স্বপ্নজ্ঞান মিথ্যা হইল না বলিয়া **স্বপ্নবৎ** এই দৃষ্টান্তটি সাধ্যবিকল হইবে অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্তে সাধ্য না থাকায় ব্যাপ্তিগ্রহ হইবে না। অতএব বাধ ও অবাধরূপ পার্থক্য হওয়ায় স্বপ্নজ্ঞান-দৃষ্টান্তদ্বারা জাগরণকালের জ্ঞানকে নিরাবলম্বন বলিয়া স্থির করা উচিত নহে। **নিদ্রাগ্লান** এই গ্রন্থদ্বারা ইন্দ্রিয়দোষের কথা বলা হইল। **অপি চ স্মৃতেরেষা** এই গ্রন্থে স্বপ্নজ্ঞান যে মিথ্যা, ইহা দেখাইবার জন্য আর একটি পার্থক্য বলিতেছেন। কেবল সংস্কার জন্য যে বিজ্ঞান, তাহাই স্মৃতি। প্রত্যুৎপন্ন অর্থাৎ বিদ্যমান পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ, হেতু, শব্দ, সাদৃশ্য, অন্যথানুপপত্তি এবং যোগ্য-প্রমাণের অনুপলব্ধিরূপ যে সামগ্রী সেই সামগ্রী জন্য যে জ্ঞান, তাহাই উপলব্ধি। অতএব এখানে নিদ্রিত ব্যক্তির অন্যসামগ্রী না থাকায় একমাত্র সংস্কার অবশিষ্ট থাকে। সেইহেতু সংস্কারজন্য বলিয়া তাহা স্মৃতি, এবং তাহাও নিদ্রারূপ দোষবশতঃ বিপরীত অর্থাৎ ভ্রম বলিয়া পিতাপ্রভৃতি বিদ্যমান না থাকিলেও তাহাদিগকে বিদ্যমান বলিয়া প্রকাশ করে। অতএব উপলব্ধি হইতে স্মৃতিই পৃথক্, এবং সেই স্মৃতিও আবার ভ্রম, অতএব অতিশয় পার্থক্য হইল।

আরও স্বতঃপ্রামাণ্য যদি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে জাগরণকালের জ্ঞান সকল সত্য—ইহা অনুভবসিদ্ধ; অনুমানদ্বারা তাহার অন্যথা করিতে পারা যাইবে না। কারণ, অনুভববিরোধবশতঃ সেই অনুমানের উৎপত্তিই হইবে না। যেহেতু অনুমানের বিষয়ের বাধ না হওয়াও অনুমিতির কারণ। আর সেই কারণ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না, অর্থাৎ বাধাভাবটীও অনুমিতির একটি কারণ হয়, প্রকৃতস্থলে যথার্থরূপ বাধ থাকায় মিথ্যাত্বের অনুমিতিই হইতে পারে না—এই অভিপ্রায়ে **অপি চ অনুভববিরোধপ্রসঙ্গাৎ** এই গ্রন্থ বলিতেছেন।২৯

* অনুমানোৎপাদনসামগ্রী = অনুমানোৎপাদনসামগ্রীগ্রাহকতয়া প্রমাণম্- এইরূপ মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ। কিন্তু সংস্কৃতকলেজের পুঁথিতে ইহা নাই।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ।৩০ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ।

যদপ্যুক্তং বিনাপি অর্থেন জ্ঞানবৈচিত্র্যং বাসনাবৈচিত্র্যাদেব অবকল্প্যতে ইতি। তৎ প্রতিবক্তব্যম্। অত্রোচ্যতে—ন ভাবো বাসনানাম্ উপপদ্যতে ত্বৎপক্ষে অনুপলব্ধেঃ বাহ্যানাম্ অর্থানাম্। অর্থোপলব্ধিনিমিত্তা হি প্রত্যর্থং নানারূপা বাসনা ভবন্তি। অনুপলভ্যমানেষু তু অর্থেষু কিংনিমিত্তা বিচিত্রা বাসনা ভবেয়ুঃ। অনাদিত্বেঽপি অন্ধপরম্পরান্যায়েন অপ্রতিষ্ঠৈব অনবস্থা ব্যবহারলোপিনী স্যাৎ ন অভিপ্রায়সিদ্ধিঃ। যৌ অপি অন্বয়ব্যতিরেকৌ অর্থাপলাপিনা উপন্যস্তৌ বাসনানিমিত্তমেব ইদং জ্ঞানজাতং ন অর্থনিমিত্তমিতি, তৌ অপি এবং সতি প্রত্যুক্তৌ দ্রষ্টব্যৌ। বিনা অর্থোপলব্ধ্যা বাসনানুপপত্তেঃ।

অপিচ বিনাপি বাসনাভিঃ অর্থোপলব্ধ্যুপগমাৎ বিনা তু অর্থোপলব্ধ্যা বাসনোৎপত্ত্যনভ্যুপগমাৎ অর্থসদ্ভাবমেব অন্বয়ব্যতিরেকাবপি প্রতিষ্ঠাপয়তঃ। অপিচ বাসনা নাম সংস্কারবিশেষাঃ। সংস্কারাশ্চ ন আশ্রয়ম্ অন্তরেণ অবকল্পন্তে। এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। ন চ তব বাসনাশ্রয়ঃ কশ্চিদস্তি, প্রমাণতঃ অনুপলব্ধেঃ।৩০

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—**ন ভাবঃ** অর্থাৎ বাসনার সদ্ভাব নাই; **অনুপলব্ধেঃ** অর্থাৎ যেহেতু, তোমার মতে বাহ্যপদার্থের উপলব্ধি হয় না। (বাহ্যপদার্থের উপলব্ধি ব্যতীত বাসনা জন্মে না)।

ভাষ্যার্থ—বিজ্ঞানবাদী আরও যে বলিয়াছেন, বাসনার বৈচিত্র্যবশতঃ জ্ঞানের বৈচিত্র্য কল্পনা করা হয়। তাহার প্রতিবাদ করা উচিত। এ বিষয়ে বলা হয় যে—বাসনার উৎপত্তি হইতে পারে না; কারণ, তোমার মতে বাহ্যপদার্থের উপলব্ধি হয় না। বস্তুর জ্ঞানবশতঃ প্রতিবস্তুভেদে নানাবিধ বাসনা উৎপন্ন হয়। কিন্তু পদার্থসকল যদি দেখা না যায়, তাহা হইলে কোন্ পদার্থসকল হইতে বিবিধ বাসনা জন্মিবে। সংসার অনাদি হইলেও অন্ধপরম্পরান্যায় অনুসারে অনবস্থাটী অপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ নির্মূল হইয়া ব্যবহার লোপ করিয়া দিবে। অতএব তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। অর্থাৎ বাসনার বৈচিত্র্যবশতঃ জ্ঞানের বৈচিত্র্য সিদ্ধ হইবে না। যিনি বাহ্যপদার্থ অস্বীকার করেন, তিনি, বাসনাবশতঃই এই জ্ঞানসকল উৎপন্ন হয়, পদার্থবশতঃ নহে, ইহা সিদ্ধির জন্য যে অন্বয় ও ব্যতিরেকের উল্লেখ করিয়াছেন—সেই অন্বয়ব্যতিরেকও এইরূপ হইলে (পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে) প্রত্যুক্ত অর্থাৎ নিরস্ত হইল জানিবে। কারণ, পদার্থের জ্ঞানব্যতীত বাসনা হইতে পারে না।

আরও বাসনাব্যতীতও বাহ্যবস্তুর জ্ঞান হয়—ইহা স্বীকার করায়, এবং পদার্থের জ্ঞানব্যতীত বাসনার উৎপত্তি স্বীকার না করায়, অন্বয় ও ব্যতিরেকও বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বই স্থাপন করিতেছে। আরও বাসনা—এক প্রকার সংস্কার। আশ্রয় ব্যতীত সংস্কারের কল্পনা হয় না। কারণ, লোকে এইরূপ দেখা যায়। আর তোমার মতে বাসনার আশ্রয় কেহ নাই; কারণ, প্রমাণদ্বারা তাহা দেখা যায় না।৩০

ভামতী।

যথা লোকদর্শনং চ অন্বয়ব্যতিরেকৌ অনুস্রিয়মাণৌ অর্থে এব উপলব্ধেঃ ভবতঃ, ন অর্থানপেক্ষায়াং বাসনায়াম্। বাসনায়া অপি অর্থোপলব্ধ্যধীনত্বদর্শনাৎ ইত্যর্থঃ। অপিচ

* এ সূত্রে "ন ভাবঃ" এই প্রথমান্ত পদদ্বয় থাকায় ইহা হইতে অধিকরণ আরম্ভ হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা করা হয় নাই। রামানুজ ও নিম্বার্কভাষ্যে ইহা হইতে পৃথক্ অধিকরণ আরম্ভ করা হয় নাই। মাধ্বভাষ্যে কিন্তু তাহা করা হইয়াছে। ভাস্করভাষ্যেও করা হয় নাই। কেবল শূন্যবাদের কথা প্রসঙ্গক্রমে তথায় উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রদর্পণে বর্ণকান্তর দ্বারা ২৮ হইতে ৩২ সূত্রদ্বারা শূন্যবাদের নিরাকরণ করা হইয়াছে। কিন্তু ৩০ সূত্র হইতে পৃথক্ অধিকরণ করা হয় নাই। যাহা হউক সূত্রপ্রকৃতি বিচার করিলে তাহা যেন করাই উচিত ছিল, বোধ হয়। অবশ্য অধিকরণবিভাগ ভাষ্যকার স্বয়ং করেন নাই। টীকাকারগণই তাহা করিয়াছেন। এজন্য ভামতী অপেক্ষা প্রাচীনটীকা দেখিতে পাইলে ইহা বুঝা যাইতে পারা যাইত।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

ক্ষণিকত্বাচ্চ ।৩১ *

ভামতী।

আশ্রয়াভাবাদপি ন লৌকিকী বাসনা উপপদ্যতে। ন চ ক্ষণিকম্ আলয়বিজ্ঞানং বাসনাধারো ভবিতুম্ অর্হতি, দ্বয়োর্যুগপৎ উৎপদ্যমানয়োঃ সব্যদক্ষিণশৃঙ্গবৎ আধারাধেয়ভাবাভাবাৎ। প্রাগুৎপন্নস্য চ আধেয়োৎপাদসময়ে সতঃ ক্ষণিকত্বব্যাঘাতঃ ইত্যাশয়বান্ আহ—"অপিচ বাসনা নাম" ইতি। শেষম্ অতিরোহিতার্থম্ ।৩০

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অর্থোপলব্ধ্যভাবাৎ ন বাসনানাং ভাব ইতি অযুক্তম্, পরেষাম্ অর্থাভাবাৎ বাসনানাম্ অর্থোপলব্ধিভিঃ ব্যাপ্তেঃ অসম্মতত্বাৎ ইতি আশঙ্ক্য আহ—"যথা লোকদর্শনম্" ইতি। ত্বয়াপি হি অর্থোপলব্ধেঃ স্বপ্নে বাসনাজন্যত্বং লোকসিদ্ধান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ অবগন্তব্যম্। তদ্দৃষ্টান্তেন চ জাগ্রত্যপি অনুমেয়ং, তথাচ যৌ লৌকিকৌ অন্বয়ব্যতিরেকৌ তৌ অর্থোপলব্ধেঃ কার্য্যস্য অর্থে এব কারণে সতি ভবতঃ ন অর্থানপেক্ষবাসনারূপকারণে স্বপ্নপ্রত্যয়জনকবাসনায়া অপি জাগ্রদর্থোপলব্ধ্যধীনত্বদর্শনাৎ কারণকারণত্বেন তত্রাপি অর্থোপলব্ধেঃ স্থিতত্বাৎ, অতশ্চ বাসনানাম্ অর্থোপলব্ধিভিঃ ব্যাপ্তিঃ সিদ্ধা ইত্যর্থঃ। "ন লৌকিকী বাসনা" ইতি। অন্তরেণ আশ্রয়ম্ একসন্ততি-পতিতসমানাকারবিজ্ঞানস্য বাসনাত্বং হি অলৌকিকম্ ইতি ভাবঃ। বাসনা হি গুণঃ তস্য আশ্রয়ঃ সমবায়িকারণং তত্র আশ্রয়ত্বাভিমতম্ আলয়বিজ্ঞানং বাসনয়া সহ উৎপদ্যতে পূর্ব্বং বা? নাদ্য ইত্যাহ—"দ্বয়োরি"তি। নিয়তপ্রাক্‌সত্ত্বং হি কারণত্বম্ ইত্যর্থঃ। ন দ্বিতীয়ঃ ইত্যাহ—"প্রাগি"তি। অসতশ্চ আধারত্বাযোগাৎ ইতি দ্রষ্টব্যম্ ।৩০

ভামতীর অনুবাদ।

লোকসিদ্ধ অন্বয় ও ব্যতিরেক স্বীকার করিলেও তাহা, বাহ্যপদার্থরূপ কারণ থাকিলেই স্বপ্নে তাহার কার্য্য-স্মৃতি হয় বলিয়া হইয়া থাকে, বাহ্যপদার্থ নিরপেক্ষ বাসনারূপ কারণ থাকিলে হয় না। কারণ, বাসনাও অর্থজ্ঞানবশতঃই হয়, ইহা দেখা যায়। আরও আশ্রয় না থাকায়ও লোকপ্রসিদ্ধ বাসনা হইতে পারে না। আর ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞান বাসনার আধার হইতে পারে না; কারণ, একক্ষণে উৎপন্ন দুইটি বস্তু বাম ও দক্ষিণ শৃঙ্গের মত আধারাধেয় হয় না। আর যাহা পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়া আধেয় উৎপন্ন হইবার সময়ে বিদ্যমান থাকে, তাহার ক্ষণিকত্ব নষ্ট হয়—এই অভিপ্রায়ে **অপিচ বাসনানাম্** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। অবশিষ্ট ভাষ্য দুর্ব্বোধ নহে ।৩০

শাঙ্করভাষ্যম্।

ক্ষণিকত্বাচ্চ ।৩১

যদপি আলয়বিজ্ঞানং নাম বাসনাশ্রয়ত্বেন পরিকল্পিতং তদপি ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমাৎ অনবস্থিতস্বরূপং সৎ প্রবৃত্তিবিজ্ঞানবৎ ন বাসনানাম্ অধিকরণং ভবিতুম্ অর্হতি। ন হি কালত্রয়সম্বন্ধিনি একস্মিন্ অন্বয়িনি অসতি কূটস্থে বা সর্ব্বার্থদর্শিনি দেশকালনিমিত্তাপেক্ষ-বাসনাধানস্মৃতিপ্রতিসন্ধানাদিব্যবহারঃ সম্ভবতি। স্থিরস্বরূপত্বে তু আলয়বিজ্ঞানস্য সিদ্ধান্তহানিঃ।

অপিচ বিজ্ঞানবাদেঽপি ক্ষণিকত্বাভ্যুপগমস্য সমানত্বাৎ যানি বাহ্যার্থবাদে ক্ষণিকত্ব-নিবন্ধনানি দূষণানি উদ্ভাবিতানি "উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ" ইত্যেবমাদীনি তানি ইহাপি অনুসন্ধাতব্যানি। এবম্ এতৌ দ্বৌ অপি বৈনাশিকপক্ষৌ নিরাকৃতৌ বাহ্যার্থবাদিপক্ষঃ বিজ্ঞানবাদিপক্ষশ্চ। শূন্যবাদিপক্ষস্তু সর্ব্বপ্রমাণবিপ্রতিষিদ্ধ ইতি তন্নিরা-করণায় নাদরঃ ক্রিয়তে। ন হি অয়ং সর্ব্বপ্রমাণপ্রসিদ্ধো লোকব্যবহারঃ অন্যৎ তত্ত্বম্ অনধিগম্য শক্যতে অপহ্নোতুম্, অপবাদাভাবে উৎসর্গসিদ্ধেঃ ।৩১

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ অর্থাৎ আর, **ক্ষণিকত্বাৎ** অর্থাৎ ক্ষণিকত্বপ্রযুক্ত আলয়বিজ্ঞান আশ্রয় হইতে পারে না।

ভাষ্যার্থ—আরও বাসনার আশ্রয়রূপে যে আলয়বিজ্ঞান কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাও ক্ষণিক স্বীকার করায় অস্থায়ী হইয়া প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের মত বাসনাসকলের অধিকরণ হইতে পারে না। কালত্রয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত

* এস্থলে প্রথমান্ত পদ না থাকায় ইহা আরব্ধাধিকরণের অঙ্গসূত্র বলিতে হইবে। বস্তুতঃ তাহাই করা হইয়াছে।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ক্ষণিকত্বাচ্চ ।৩১]

ভাষ্যানুবাদ।

সর্ব্বত্র অনুগত একটি বস্তু অথবা সকল বস্তুর দ্রষ্টা কূটস্থ অর্থাৎ নির্ব্বিকার আত্মা না থাকিলে দেশকালরূপ নিমিত্তবশতঃ বাসনার আধান অর্থাৎ নিক্ষেপ এবং স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞা এবং তন্মূলক প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারও সম্ভব হয় না। আর যদি আলয়বিজ্ঞান স্থায়ী বস্তু হয়, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত নষ্ট হইল।

আরও বিজ্ঞানবাদেও ক্ষণিকপদার্থের স্বীকার সমান বলিয়া বাহ্যার্থবাদে ক্ষণিকত্ববশতঃ **উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ** ইত্যাদি যে সকল দোষের কল্পনা করা হইয়াছে, সেই সকল দোষ এই বিজ্ঞানবাদেও স্মরণ করিবেন। এইরূপে বাহ্যার্থবাদিপক্ষ এবং বিজ্ঞানবাদিপক্ষ এই দুইটি বৌদ্ধমতই খণ্ডন করা হইল। কিন্তু শূন্যবাদিমত সকলপ্রমাণবিরুদ্ধ। এইজন্য তাহার খণ্ডন করিতে আচার্য্য সূত্রকার যত্ন করেন নাই। কারণ, সকল প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ যে লোকব্যবহার, তাহার অপলাপ অন্য কোন তত্ত্ব স্বীকার না করিয়া করা যায় না; কারণ, বিশেষ না থাকিলে সামান্যের সিদ্ধি হয়।৩১

ভামতী।

স্যাদেতৎ, যদি সাকারং বিজ্ঞানং সম্ভবতি বাহ্যশ্চ অর্থঃ স্থূলসূক্ষ্মবিকল্পেন অসম্ভবী। হন্ত এবম্ অর্থজ্ঞানে সত্ত্বেন তাবৎ বিচারং ন সহেতে। নাপি অসত্ত্বেন; অসতঃ ভাসনাযোগাৎ। ন উভয়ত্বেন বিরোধাৎ, সদসতোঃ একত্বানুপপত্তেঃ। নাপি অনুভয়ত্বেন, একনিষেধস্য ইতরবিধাননান্তরীয়কত্বাৎ। তস্মাৎ বিচারাসহত্বমেব অস্তু তত্ত্বং বস্তুনাম্। যথাহুঃ—

"ইদং বস্তুবলায়াতং যদ্ বদন্তি বিপশ্চিতঃ।
যথাযথার্থাশ্চিন্ত্যন্তে বিশীর্য্যন্তে তথা তথা।" ॥ ইতি (লঙ্কাবতারঃ) *

ন কচিদপি পক্ষে ব্যবতিষ্ঠন্তে ইত্যর্থঃ। তদেতৎ নিরাচিকীর্ষুঃ আহ—"শূন্যবাদিপক্ষস্তু সর্ব্বপ্রমাণবিপ্রতিষিদ্ধ ইতি তন্নিরাকরণায় নাদরঃ ক্রিয়তে"। লৌকিকানি হি প্রমাণানি সদসত্ত্বগোচরাণি। তৈঃ খলু সৎ সৎ ইতি গৃহ্যমাণং যথাভূতম্ অবিপরীতং তত্ত্বং ব্যবস্থাপ্যতে। অসৎ চ অসৎ ইতি গৃহ্যমাণং যথাভূতম্ অবিপরীতং তত্ত্বং ব্যবস্থাপ্যতে। সদসতোশ্চ বিচারাসহত্বং ব্যবস্থাপয়ন্তা-সর্ব্বপ্রমাণবিপ্রতিষিদ্ধং ব্যবস্থাপিতং ভবতি। তথাচ সর্ব্বপ্রমাণবিপ্রতিষেধাৎ নেয়ং ব্যবস্থা উপপদ্যতে।

যদি উচ্যেত তাত্ত্বিকং প্রামাণ্যং প্রমাণানাম্ অনেন বিচারেণ ব্যুদস্যতে ন সাংব্যবহারিকম্। তথাচ ভিন্নবিষয়ত্বাৎ ন সর্ব্বপ্রমাণবিপ্রতিষেধঃ ইত্যত আহ—"ন হি অয়ং সর্ব্বপ্রমাণপ্রসিদ্ধো লোকব্যবহারঃ অন্যৎ তত্ত্বম্ অনধিগম্য শক্যতে অপহ্নোতুম্।" প্রমাণানি হি স্বগোচরে প্রবর্ত্তমানানি তত্ত্বম্ ইদম্ ইত্যেব প্রবর্ত্তন্তে। অতাত্ত্বিকত্বং তু তদ্‌গোচরস্য অন্যতো বাধকাৎ অবগন্তব্যম্। ন পুনঃ সাংব্যবহারিকং নঃ প্রামাণ্যং, ন তু তাত্ত্বিকম্ ইত্যেব প্রবর্ত্তন্তে। বাধকং চ অতাত্ত্বিকত্বম্ এষাং তদ্‌গোচরবিপরীততত্ত্বোপদর্শনেন দর্শয়েৎ। যথা শুক্তিকা ইয়ং ন রজতং, মরীচয়ঃ ন তোয়ম্, একশ্চন্দ্রঃ ন চন্দ্রদ্বয়ম্ ইত্যাদি। তদ্বৎ ইহাপি সমস্তপ্রমাণগোচরবিপরীততত্ত্বান্তরব্যবস্থাপনেন অতাত্ত্বিকত্বম্ এষাং প্রমাণানাং বাধকেন দর্শনীয়ং, ন তু অব্যবস্থাপিততত্ত্বান্তরেণ প্রমাণানি শক্যানি বাধিতুম্। বিচারাসহত্বং বস্তুনাং তত্ত্বং ব্যবস্থাপয়ৎ বাধকম্ অতাত্ত্বিকত্বং প্রমাণানাং দর্শয়তি ইতি চেৎ, কিং পুনরিদং বিচারাসহত্বং বস্তু যৎ তত্ত্বম্ অভিমতং, কিং তদ্বস্তু পরমার্থতঃ সদাদীনাম্ অন্যতমৎ কেবলং বিচারং ন সহতে, অথ বিচারাসহত্বেন নিস্তত্ত্বমেব। তত্র পরমার্থতঃ সদাদীনাম্ অন্যতমৎ বিচারং ন সহতে ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। ন সহতে চেৎ ন সদাদীনাম্ অন্যতমৎ। অন্যতমৎ চেৎ কথং ন বিচারং সহতে। অথ নিস্তত্ত্বং চেৎ কথম্ অন্যতমৎ তত্ত্বম্ অব্যবস্থাপ্য শক্যমেবং বক্তুম্। ন চ নিস্তত্ত্বতা এব তত্ত্বং ভাবানাম্। তথা সতি হি তত্ত্বাভাবঃ স্যাৎ। সোঽপি ন বিচারং সহতে ইত্যুক্তং ভবদ্ভিঃ।

* ভামতীর পাঠ "বিশীর্য্যন্তে" = "বিবিচ্যন্তে"।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[ক্ষণিকত্বাচ্চ ।৩১]

ভামতী।

অপি চ আরোপিতং নিষেধনীয়ম্। আরোপশ্চ তত্ত্বাধিষ্ঠানো দৃষ্টঃ যথা শুক্তিকাদিষু রজতাদেঃ। ন চেৎ কিঞ্চিৎ অস্তি তত্ত্বং কস্য কস্মিন্ আরোপঃ। তস্মাৎ নিষ্প্রপঞ্চং পরমার্থসৎ ব্রহ্ম অনির্ব্বাচ্যপ্রপঞ্চাত্মনা আরোপ্যতে, তচ্চ তত্ত্বং ব্যবস্থাপ্য অতাত্ত্বিকত্বেন সাংব্যবহারিকত্বং প্রমাণানাং বাধকেন উপপদ্যতে ইতি যুক্তম্ উৎপশ্যামঃ ।৩১

বেদান্তকল্পতরুঃ।

বর্ণকান্তরম্ অধিকরণস্য দর্শয়ন্ পূর্ব্বপক্ষম্ আহ—"স্যাদেতৎ" ইত্যাদিনা। বিবিচ্যন্তে ইতি এতৎ নির্ণয়াভিপ্রায়ং ন ভবতি, কিন্তু ব্যবস্থাপক্ষাৎ বিভাগাভিপ্রায়ম্ ইত্যাহ—"ন কচিদি"তি। "নাদরঃ ক্রিয়তে" সূত্রান্তরাণি ন রচ্যন্তে। এতান্যেব আবৃত্ত্যা যোজ্যন্তে ইত্যর্থঃ। নাভাবঃ জ্ঞানার্থয়োঃ, প্রমাণৈঃ উপলব্ধেঃ ইতি সূত্রং যোজয়ন্ সিদ্ধান্তমাহ—"লৌকিকানি হি" ইতি। অতাত্ত্বিকত্বং প্রপঞ্চস্য ব্যবস্থাপয়িতুম্ অধিষ্ঠানং বস্তুভূতং বাচ্যং তস্য অভাবঃ ন শক্যতে প্রমাণতঃ তত্ত্বানুপলব্ধেঃ ইতি প্রতিপাদয়ন্ ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ইতি সূত্রং যোজয়তি—"যদ্যপ্যোত" ইত্যাদিনা। অতাত্ত্বিকত্বং প্রপঞ্চস্য ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণৈঃ অবগম্যতে বাধকপ্রমাণান্তরেণ বা। নাদ্য ইত্যাহ "প্রমাণানি হি" ইতি। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—"বাধকং চে"তি। নন্বু কিম্ অস্যাধিষ্ঠানতত্ত্ববোধনেন? প্রত্যক্ষাদিপ্রমিতবস্তুগতং বিচারাসহত্বমেব বাধকপ্রমাণং গময়তু ইতি চেৎ, তত্র বক্তব্যম্ -কিং বিচারাসহত্বং নাম সদসদাদিপক্ষেষু অন্যতমপক্ষনিবেশঃ বস্তুভূতো ধর্ম্মঃ পরং বিচারং ন সহতে ইত্যুচ্যতে, উত বিচারাসহত্বেন রূপেণ নিস্তত্ত্বং শূন্যম্ অভিমতম্। নাদ্য ইত্যাহ—"তত্রে"তি। দ্বিতীয়েঽপি নিস্তত্ত্বং সদাদিপক্ষনিবিষ্টং ন বা। ন প্রথমঃ, সদাদিপ্রকারৈঃ তত্ত্বব্যবস্থায়াঃ ত্বয়া অনিষ্টত্বাৎ ইত্যাহ "কথম্ অন্যতমৎ" ইতি। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ "নচে"তি। নিস্তত্ত্বং হি তত্ত্বরূপস্যাভাবঃ স চ অসন্ ইতি অসত্ত্বং ভাবানাং ব্যবস্থাপিতং স্যাৎ। তথাচ অসত্ত্বাব্যবস্থাপ্রতিজ্ঞাবিরোধঃ ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বম্ অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানাভাবাৎ বাধো ন ভবতি ইত্যুক্তম্, ইদানীম্ অধিষ্ঠানাভাবাৎ আরোপাসম্ভবম্ আহ—"অপি চ" ইত্যাদিনা। স্বপক্ষে বিশেষমাহ—"তস্মাদি"তি। বৈধর্ম্ম্যসূত্রং সুযোজম্। ক্ষণিকত্বাচ্চ ইতি সূত্রে উপদেশাৎ ইতি উপস্করণীয়ম্। ততশ্চ ক্ষণিকপদার্থসত্ত্বোপদেশাৎ শূন্যোপদেশাচ্চ ব্যাহতাভিব্যাহারঃ সুগত ইতি যোজনীয়ম্ ।৩১

ভামতীর অনুবাদ।

আচ্ছা, যদি সাকারবিজ্ঞান সম্ভব হয় এবং স্থূল-সূক্ষ্মভেদে বাহ্যপদার্থ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বিষয় ও জ্ঞান সত্তারূপে বিচারসহ হয় না, অসত্তারূপেও বিচারসহ নহে ; কারণ, অসতের জ্ঞান হইতে পারে না। সত্ত্ব অসত্ত্ব, এই উভয়রূপেও নহে ; কারণ, বিরোধবশতঃ সৎ ও অসতের একত্ব অর্থাৎ অভেদ সম্ভব নহে। উভয় ভিন্নরূপেও নহে ; কারণ, একের নিষেধ অপরের বিধানের অন্তর্গত হইয়া যায়, অর্থাৎ সতের নিষেধে অসতের আপত্তি এবং অসতের নিষেধে সতের আপত্তি হইয়া থাকে। অতএব বস্তুসকলের বিচারাসহত্বই তত্ত্ব হউক। যেমন শূন্যবাদিগণ বলেন—

"ইদং বস্তুবলায়াতং যদ্ বদন্তি বিপশ্চিতঃ।
যথা যথাঽর্থাশ্চিন্ত্যন্তে বিশীর্য্যন্তে তথা তথা"॥ ইতি

অর্থাৎ পণ্ডিতগণ যে বলেন—ইহা বস্তুর সামর্থ্যবশতঃ হইয়া থাকে, (তাহাও সঙ্গত নহে, যেহেতু) যেমন যেমন করিয়াই পদার্থ চিন্তা করা যায়, তেমন তেমনই বিশীর্ণ হইয়া যায় অর্থাৎ কোন পক্ষেই পদার্থনিশ্চয় হয় না। সেই এই শূন্যবাদ খণ্ডন করিতে ইচ্ছা করিয়া **শূন্যবাদিনস্তু** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। কারণ, লৌকিক প্রমাণসকল সৎ ও অসৎ পদার্থবিষয়ক হইয়া থাকে। যেহেতু তাহাদের দ্বারা সদ্বস্তু "সৎ" বলিয়া জ্ঞাত হইয়া যথাভূত অর্থাৎ যাহার যাহা স্বরূপ সেইরূপ অর্থাৎ অবিপরীত অর্থাৎ অভ্রান্ত তত্ত্বের নিশ্চয় হয়। আর অসদ্বস্তু "অসৎ" বলিয়া জ্ঞাত হইয়া যথাভূত অর্থাৎ অবিপরীত তত্ত্বের নিশ্চয় হয়। আর যাহা সৎ ও অসতের বিচারাসহত্ব স্থির করিয়া দেয়, তাহাদ্বারা সকল প্রমাণের বিরুদ্ধ বস্তু স্থিরীকৃত হয়। আর তাহা হইলে সকল প্রমাণ বিরুদ্ধ হওয়ায় এই ব্যবস্থা অর্থাৎ বিচারাসহত্ব সঙ্গত হয় না।

যদি বল, এই বিচারদ্বারা প্রমাণসকলের বাস্তবিক প্রামাণ্যই খণ্ডিত হয়, ব্যাবহারিক প্রামাণ্য খণ্ডিত হয় না। আর তাহা হইলে বিষয় ভিন্ন হওয়ায় সকল প্রমাণের সহিত বিরোধ হইল না, এইজন্য **ন হ্যয়ং সর্ব্বপ্রমাণপ্রসিদ্ধ** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। প্রমাণ সকল নিজের বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া ইহা তত্ত্ব এই বলিয়াই প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু প্রমাণবিষয় প্রপঞ্চ, যে অতাত্ত্বিক, ইহা অন্য বাধক প্রমাণ হইতে জানিতে হইবে। পরন্তু ব্যবহারবিষয়েই আমাদের প্রামাণ্য আছে, তত্ত্ববিষয়ে প্রামাণ্য নাই, এই বলিয়া যে তাহারা প্রবৃত্ত হয়, তাহা নহে। আর বাধকপ্রমাণ সেই প্রমাণের বিষয়ের বিপরীত তত্ত্ব দেখাইয়া দিয়া এই সকল প্রমাণ যে অতাত্ত্বিক, ইহা দেখাইয়া দিবে। যেমন ইহা শুক্তি রজত নহে, ইহা মরীচি অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ, জল নহে, চন্দ্র একটিমাত্র, দুইটি নহে ইত্যাদি। সেইরূপ এখানেও সকল প্রমাণবিষয়ের বিপরীত অন্য তত্ত্ব দেখাইয়া দিয়া তাহার দ্বারা এই সকল প্রমাণ যে তাত্ত্বিক নহে—ইহা বাধকপ্রমাণকে

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ।৩২ *

ভামতীর অনুবাদ।

দেখাইতে হইবে, কিন্তু অন্য তত্ত্ব স্থির করিয়া না দিয়া বাধকপ্রমাণ কোন প্রমাণকে বাধা দিতে পারিবে না। যদি বল, বিচারাসহত্বই বস্তুসকলের তত্ত্ব—ইহা স্থির করিয়া দিয়া প্রমাণসকল যে তাত্ত্বিক নহে, তাহা বাধকপ্রমাণ বুঝাইয়া দেয়? আচ্ছা, এই বিচারাসহত্ববস্তুটি কি বল ত? যাহা তোমার অভিপ্রেত তত্ত্ব, সে বস্তুটি কি পরমার্থ সৎ, অসৎ, সদসৎ ও সদসদ্‌ভিন্ন এই কয়টির মধ্যে একটি, কেবল বিচারসহ নহে? অথবা বিচারসহ নহে বলিয়া তাহা নিঃস্বরূপই? তাহার মধ্যে বাস্তবিক সৎ অসৎ প্রভৃতির মধ্যে একটি, অথচ বিচারসহ নহে—ইহা ত পরস্পরবিরুদ্ধ। যদি বিচারসহ না হয়, তাহা হইলে সৎ ইত্যাদির মধ্যে একটি হইতে পারে না। যদি তাহাদের মধ্যে একটিই হয়, তাহা হইলে বিচারসহ হয় না কেন? আর যদি বল, তাহা নিঃস্বরূপ অর্থাৎ শূন্য, তাহা হইলে কোন একটি তত্ত্ব স্থির করিয়া না দিয়া কি করিয়া এরূপ বলিতে পার? আর শূন্য হওয়াই বস্তুসকলের তত্ত্ব নহে। কারণ, তাহা হইলে তত্ত্বের অভাব হইবে। আর তাহাও বিচারসহ নহে—ইহা আপনারা বলিয়াছেন।

আরও যাহার আরোপ করা হইয়াছে, তাহারই নিষেধ করিতে হয়। আর আরোপও সত্যবস্তুতে হইয়া থাকে—দেখা যায়, যেমন শুক্তিপ্রভৃতিতে রজতাদির। যদি কোন সত্যবস্তুই না থাকে, তাহা হইলে কাহাতে কাহার আরোপ হইবে? অতএব প্রপঞ্চাতীত বাস্তবিক সত্য ব্রহ্ম অনির্ব্বাচ্য প্রপঞ্চরূপে কল্পিত হন, এবং সেই সত্যবস্তুকে বিশেষরূপে স্থাপন করিয়া, প্রমাণসকল অতাত্ত্বিক বলিয়া ব্যবহারিক, ইহা বাধকপ্রমাণ বুঝাইয়া দেয়—ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে করি।৩১

শাঙ্করভাষ্যম্।

সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ।৩২

কিং বহুনা? সর্ব্বপ্রকারেণ যথাযথা অয়ং বৈনাশিকসময়ঃ উপপত্তিমত্ত্বায় পরীক্ষ্যতে, তথাতথা সিকতাকূপবৎ বিদীর্য্যতে এব। ন কাঞ্চিদপি অত্র উপপত্তিং পশ্যামঃ। অতশ্চ অনুপপন্নঃ বৈনাশিকতন্ত্রব্যবহারঃ, অপি চ বাহ্যার্থবিজ্ঞানশূন্যবাদত্রয়ম্ ইতরেতরবিরুদ্ধম্ উপদিশতা সুগতেন স্পষ্টীকৃতম্ আত্মনঃ অসম্বদ্ধপ্রলাপিত্বং, প্রদ্বেষো বা প্রজাসু বিরুদ্ধার্থপ্রতিপত্ত্যা "বিমুহ্যেয়ুঃ ইমাঃ প্রজাঃ"† ইতি। সর্ব্বথাপি অনাদরণীয়োঽয়ং সুগতসময়ঃ শ্রেয়স্কামৈঃ ইত্যভিপ্রায়ঃ।৩২ ইতি পঞ্চমম্ অভাবাধিকরণম্।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ অর্থাৎ আর এই বৌদ্ধমত বিচার করিয়া দেখিলে সর্ব্বথা অর্থাৎ কোন প্রকারেই অনুপপত্তেঃ অর্থাৎ সঙ্গত হয় না।

ভাষ্যার্থ—অধিক আর কি বলিব—সকল প্রকারেই যেমন যেমন এই বৌদ্ধমত যুক্তিসঙ্গত করিবার জন্য বিচার করা হয়, তেমন তেমনই বালুকা নির্ম্মিতকূপের মত বিদীর্ণ হইয়াই যায়। ইহাতে কোন যুক্তিই দেখিতে পাই না। এজন্যও বৌদ্ধমতের ব্যবহার অসঙ্গত। আরও বাহ্যাস্তিত্ববাদ, বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ পরস্পরবিরুদ্ধ—এই তিনটি মত উপদেশ দিয়া বুদ্ধ নিজে যে অসঙ্গত প্রলাপ করিয়াছেন, ইহাই স্পষ্ট করিয়াছেন, অথবা সাধারণ লোকের প্রতি বিদ্বেষই প্রকাশ করিয়াছেন যথা—নানা রকম বিরুদ্ধ বস্তু বুঝিয়া এই প্রজাসকল মুগ্ধ হউক। যাঁহারা নিজের কল্যাণকামী তাঁহারা কোনমতেই এই বৌদ্ধমতকে আদর করিবেন না। অভাবাধিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণ সমাপ্ত হইল।৩২

* এস্থলে কোন প্রথমান্ত পদ না থাকায় ইহা আবদ্ধ অধিকরণের অন্তর্ভূত সূত্র হইতেছে, বুঝিতে হইবে। রামানুজমতে এই সূত্রেই শূন্যবাদখণ্ডন, এজন্য ইহাতেই একটী অধিকরণ হইয়াছে। আর তজ্জন্য প্রথমান্তপদঘটিত অধিকরণ আরম্ভের নিয়মও লঙ্ঘিত হইয়াছে। ঐমতে "ক্ষণিকত্বাৎ চ" এই ৩১ সংখ্যক সূত্রটীও নাই। ভাস্করমতে ৩১ ও ৩২ এই দুই সূত্রই নাই। নিম্বার্ক, মধ্ব ও বল্লভমতে এগুলি সবই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইঁহারা সকলেই প্রাচীনমতে সূত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন—ইহাও বলিতেছেন অথচ কেহই প্রাচীনের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়া সূত্রপাঠ নির্ণয় করিতেছেন না। কিন্তু শাঙ্করভাষ্যে স্থলে স্থলে সূত্রপাঠ আলোচিত হইয়াছে। এজন্য মনে হয়, একমাত্র শাঙ্করভাষ্যই প্রাচীন ভাষ্যগ্রন্থ দেখিয়া রচিত অন্য ভাষ্যগুলি মতাবলম্বনে রচিত, প্রাচীন ভাষ্যগ্রন্থ দেখিয়া রচিত নহে। আর যাঁহারা বলেন, নিম্বার্কভাষ্য শাঙ্করভাষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাঁহাদের কথাও ঠিক মনে হয় না। কারণ, "ক্ষণিকত্বাচ্চ" সূত্রটা শাঙ্কর ও নিম্বার্ক ভাষ্যে আছে, রামানুজ ভাষ্যে নাই। রামানুজস্বামী শাঙ্করমতখণ্ডনে সতত উদ্‌যুক্ত, নিম্বার্কভাষ্য শাঙ্করভাষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে তিনি শাঙ্কর পাঠ বর্জ্জন করিলেও স্বমতানুকূল নিম্বার্কস্বামীর পাঠ দেখিয়া তাহা করিতেন না।

† "বিমুহ্যেয়ুঃ ইমাঃ প্রজাঃ" এইটা কোন পুরাণ বচন বলিয়া বোধ হইতেছে, ইহার আকর এখনও সন্ধান করিতে পারা গেল না।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ।৩২]

ভামতী।

বিভজতে "কিং বহুনা" উক্তেন "যথাযথা" গ্রন্থতঃ অর্থতশ্চ "অয়ং বৈনাশিকসময়" ইতি। গ্রন্থতস্তাবৎ পশ্যনা-তিষ্ঠনা-মিক্ষ-পোষধাদ্যসাধুপদপ্রয়োগঃ। অর্থতশ্চ—নৈরাত্ম্যম্ অভ্যুপেত্য আলয়বিজ্ঞানং সমস্তবাসনাধারম্ অভ্যুপগচ্ছন্ অক্ষরম্ আত্মানম্ অভ্যুপৈতি। এবং ক্ষণিকত্বম্ অভ্যুপেত্য "উৎপাদাৎ বা তথাগতানামনুৎপাদাৎ বা স্থিতৈষা ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মতা ধর্ম্মস্থিতিতা" ইতি নিত্যতাম্ উপৈতি ইত্যাদি বহু উন্নেতব্যম্ ইতি। "ইতি পঞ্চমম্ অভাবাধিকরণম্"।৩১

বেদান্তকল্পতরুঃ।

যথাযথোক্ত ভাষ্যস্থবীপ্সাং ব্যাচষ্টে—"গ্রন্থত" ইতি। দর্শনম্ ইতি বক্তব্যে পশ্যনা ইতি অপশব্দঃ। স্থানমিতি বক্তব্যে তিষ্ঠনা ইতি অপশব্দঃ। তিষ্ঠতেঃ দৃশেশ্চ শিত্ প্রত্যয়ে তিষ্ঠ পশ্যৌ আদেশৌ, যুচ্ প্রত্যয়ে তু ন তস্য অশিত্ত্বাৎ। মিহ সেচনে ইত্যস্য মিঢ়ান্তস্য মীঢ়ম্ ইতি নিষ্পত্তিঃ। মিক্ষমিতি তু অপশব্দঃ। পোষধশব্দ উপবাসে বৌদ্ধৈঃ প্রযুজ্যতে "স্নাতঃ শুচিবস্ত্রাভরণঃ পোষধং বিদধীত" ইতি। স চ লোকৈঃ অপ্রযুক্তত্বাৎ অপশব্দঃ ইতি প্রতিপাদিতি। অর্থতঃ অনুপপত্তিম্ আহ—"অর্থতশ্চ" ইতি। 'অক্ষরম্' অবিনাশি। নানাহনাদিবাসনানাম্ আশ্রয়ত্বাৎ অক্ষরত্বসিদ্ধিঃ। উৎপাদাৎ বা ইতি সূত্রে স্থিতা ধর্ম্মতা ধর্ম্মস্থিতিতা ইতি চ কারণত্বধর্ম্মস্য কার্য্যত্ব-ধর্ম্মস্য চ স্থিরত্বস্বীকারাৎ সর্ব্বক্ষণিকত্ববিরোধঃ। ইতি পঞ্চমম্ অভাবাধিকরণম্।৩২

ভামতীর অনুবাদ।

কিং বহুনা এই গ্রন্থে বিভাগ করিতেছেন—অর্থাৎ বহু বাক্য বলিয়া কি হইবে? **যথা যথা** অর্থাৎ গ্রন্থ অনুসারে এবং অর্থ অনুসারে এই বৌদ্ধমত ইত্যাদি। গ্রন্থ অনুসারে যথা—**পশ্যনা, তিষ্ঠনা, মিক্ষ, পোষধ** ইত্যাদি অশুদ্ধ পদপ্রয়োগ করা হয়। অর্থ অনুসারে যথা—নৈরাত্ম্য অর্থাৎ আত্মা নাই—ইহা স্বীকার করিয়া, আলয়বিজ্ঞান সকলবাসনার আশ্রয়—ইহা স্বীকার করিয়া অক্ষর অর্থাৎ বিনাশরহিত আত্মা স্বীকার করিতেছেন। এইরূপে ক্ষণিক স্বীকার করিয়া উৎপাদাৎ বা এই সূত্রে **স্থিতা ধর্ম্মতা ধর্ম্মস্থিতিতা** এই পদত্রইটি দ্বারা কারণত্ব-ধর্ম্ম ও কার্য্যত্ব-ধর্ম্মকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, ইত্যাদি অনেক দোষ হয়, চিন্তা করিয়া দেখিবেন। অভাব অধিকরণ নামক পঞ্চম অধিকরণ সমাপ্ত হইল।৩২

পঞ্চমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

চতুর্থাধিকরণে সর্ব্বাস্তিত্ববাদী ক্ষণিক বৌদ্ধমত খণ্ডন করা হইয়াছে, এইবার তদুপজীব্য ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত খণ্ডন করা হইতেছে। ভামতী ও শাস্ত্রদর্পণের মতে এই অধিকরণের দুইটী বর্ণক স্বীকার করা হয়। প্রথম বর্ণকে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত এবং দ্বিতীয় বর্ণকে শূন্যবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ যে নিয়মে অধিকরণারম্ভক সূত্র রচিত হইয়া থাকে, সেই নিয়মানুসারে শেষ তিনটী সূত্রকে একটী পৃথক্ অধিকরণের সূচক বলাই সঙ্গত হয়। কারণ, প্রথমাগ্রপদ থাকিলেই অধিকরণ আরম্ভ হয়, ইহাই সাধারণ নিয়ম। এস্থলে **নাভাব** উপলব্ধেঃ এই ২৮শ সূত্রে যেমন ৫ম অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে, **নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ** এই ৩৩শ সূত্রে যেমন জৈনমতখণ্ডনের জন্য ৬ষ্ঠ অধিকরণ আরম্ভ হইয়াছে, তদ্রূপ **ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ** এই ৩০শ সূত্রে অন্য অধিকরণ আরম্ভ হওয়াই উচিত মনে হয়। যেহেতু ইহাদের প্রথমাগ্রপদস্থিতিঘটিত ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু এরূপে **ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ** সূত্রকে কোন টীকাকার পৃথক্ অধিকরণ আরম্ভক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। যাহা হউক এই ৫ম অধিকরণের সূত্র ৫টী এবং তাহাদের বিজ্ঞানবাদ খণ্ডনপক্ষে আক্ষরিক অর্থ এই—

১। নাভাব উপলব্ধেঃ।২৮
২। বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ।২৯
৩। ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ।৩০
৪। ক্ষণিকত্বাচ্চ।৩১
৫। সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ।৩২

ইহাদের বিজ্ঞানবাদখণ্ডনপক্ষে আক্ষরিক অর্থ এই—

১। বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যপদার্থের অভাব নাই। কারণ, বিজ্ঞানাতিরিক্ত পদার্থ যে ঘট পট, তাহাদের উপলব্ধি হইয়া থাকে।

২। স্বপ্নাদিপ্রত্যয়ের বাধিতবিষয়ত্ব এবং জাগ্রৎপ্রত্যয়ের অবাধিতবিষয়ত্বরূপ ধর্ম্মদ্বয়, পরস্পর ভিন্ন হয় বলিয়া স্বপ্নাদির মত জাগ্রৎপ্রত্যয় মিথ্যা নহে।

৩। বিষয় না থাকিলেও বাসনাসমূহই আছে, তদ্‌বৈচিত্র্যপ্রযুক্ত জ্ঞানবৈচিত্র্য হয়—ইহা বলা যায় না। কারণ, তোমার মতে বাহ্যার্থের উপলব্ধি হয় না। বস্তুতঃ বাসনার কারণ—বাহ্যপদার্থের অনুভব। সেই কারণরূপ

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ।৩২]

পঞ্চমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

বাহ্যার্থ না থাকিলে বাসনারূপ কার্য্য হইবে কিরূপে? আর সংস্কারের আশ্রয়ও তোমার মতে নাই, কিন্তু আশ্রয় না থাকিলে সংস্কার থাকিবে কোথায়? অতএব বাহ্যার্থ নাই, সকলই বিজ্ঞান—একথা অসঙ্গত।

৪। যদি বল আলয়বিজ্ঞানে বাসনা থাকিবে? কিন্তু তাহাও অসঙ্গত। কারণ, ক্ষণিক বলিয়া তাহাকেও সংস্কারের আশ্রয় বলা যায় না।

৫। এইরূপে এই মত সর্ব্বপ্রকারেই অনুপপন্ন হয়। বৌদ্ধমতে অপশব্দের প্রয়োগ থাকায় গ্রন্থতঃ এবং নৈরাত্ম্যবাদ স্বীকার করিয়া আবার আলয়বিজ্ঞান স্বীকার করায় ও নিরধিষ্ঠান ভ্রম স্বীকার করায় যুক্তিহীনতাপ্রযুক্ত অর্থতঃ—ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারেই ইহা অপ্রামাণিক মত।

শূন্যবাদখণ্ডনপক্ষে ইহাদের অর্থ একটু অন্যরূপ হইবে, যথা—

১। জ্ঞান ও বিষয়ের অভাব নাই অর্থাৎ তাহারা অবস্তু বা চতুষ্কোটিবর্জ্জিতরূপ শূন্য নহে, যেহেতু উপলব্ধ হয়।

২। স্বপ্নাদির মত জাগরণকালেও জ্ঞান ও অর্থ যে নাই, তাহা নহে; কারণ, স্বপ্নকালের জ্ঞান ও বিষয় বাধিত হয় এবং জাগরণকালের তাহা বাধিত হয় না বলিয়া দৃষ্টান্ত হয় না।

৩। নিরধিষ্ঠান নিষেধ হইতে পারে না বলিয়া নিষেধের অধিষ্ঠান সত্য বলিতে হইবে, কিন্তু তোমার মতে তাহা নাই। কারণ, প্রমাণদ্বারা অধিষ্ঠানের উপলব্ধি হয় না।

৪। জগৎ ক্ষণিক ও শূন্য বলায় তোমার কথায় ব্যাঘাত হয়, সুতরাং শূন্যস্বরূপতা সিদ্ধ হয় না।

৫। সর্ব্বপ্রকারেই শূন্যবাদ অনুপপন্ন অর্থাৎ জগতের সাংব্যাবহারিকত্বদ্বারা অথবা শূন্যতাদ্বারাও শূন্যবাদ সিদ্ধ হয় না। যেহেতু নিরধিষ্ঠান ভ্রম যেমন সিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ সাধক ও সাধনভিন্ন শূন্যতাও সিদ্ধ হয় না।

পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি এবং বিষয় ও সংশয় প্রভৃতি ইহার অবয়বগুলি যেরূপ, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

(১) **সঙ্গতি**—

প্রথম শ্রুতিসঙ্গতি—প্রথমাধিকরণবৎ

দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি— ঐ

তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি— ঐ

চতুর্থ পাদসঙ্গতি— ঐ

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—উপজীব্য-উপজীবকভাবসঙ্গতি। অর্থাৎ বৌদ্ধগণের বাহ্যার্থবাদে স্বীকৃত পরমাণুহেতুক যে বাহ্যসমুদায় এবং স্কন্ধহেতুক যে আধ্যাত্মিক সমুদায়, তাহা অসম্ভব হয়—ইত্যাদি দোষ সিদ্ধান্তিকর্ত্তৃক বাহ্যার্থ বৌদ্ধমতে প্রদান করায়, বিজ্ঞানবাদী সেই বাহ্যার্থের অপলাপ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। এজন্য সেই বাহ্যার্থের অপলাপকে অবলম্বন করিয়া এই অধিকরণ আরব্ধ হওয়ায় তাহা ইহার উপজীব্য পূর্ব্বাধিকরণ হইল, এবং ইহা তাহার উপজীবক হইল। ইহা প্রসঙ্গসঙ্গতির অন্তর্গত।

(২) **বিষয়**—বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্যপদার্থ নাই, এইরূপ বিজ্ঞানবাদীর সিদ্ধান্ত এস্থলে বিষয়।

(৩) **সংশয়**—এই বিষয়টী কি প্রমাণমূলক অথবা ভ্রান্তিমূলক—ইহাই সংশয়।

(৪) **পূর্ব্বপক্ষ**—বাহ্যার্থ নাই, ইহাই প্রমাণমূলক। এই বিষয়টী শাস্ত্রদর্পণগ্রন্থে যেরূপ আছে, তাহা এই—

প্রথম বর্ণক বিজ্ঞানবাদ ও তাহার খণ্ডন—

স্বপ্নধীসাম্যতো বুদ্ধের্বুদ্ধ্যর্থস্য সহেক্ষণাৎ।
তদ্‌ভেদো নানিরূপ্যত্বাজ্ জ্ঞানাকারোঽর্থ ইষ্যতাম্॥

অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রই স্বাপ্নজ্ঞানের সমান বলিয়া, এবং জ্ঞান ও বিষয়ের সহোপলম্ভনিয়মবশতঃ জ্ঞান ও বিষয়ের ভেদ নাই; কারণ, তাহার নিরূপণ করা যায় না, অতএব পদার্থমাত্রই জ্ঞানাকার, ইহা স্বীকার কর।

বিবাদের বিষয় জ্ঞানটী জ্ঞান ভিন্ন বস্তুবিষয়ক নহে, কারণ তাহা জ্ঞান, যেমন স্বাপ্নজ্ঞান। অন্যথা জ্ঞান না হইলেও অর্থের জ্ঞান হউক। কারণ, পরস্পরভিন্ন অশ্ব ও মহিষের সহোপলম্ভনিয়ম হয় না। আরও জ্ঞান, চক্ষুর মত স্বয়ং অপ্রকাশ হইয়া বিষয়ের প্রকাশক নহে; কারণ, তাহা হইলে যাহা হইতে জ্ঞান জন্মিয়াছে তাহারও জ্ঞাপকরূপে অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা করিতে হয়, এইরূপে অনবস্থা হইয়া পড়ে। অতএব জ্ঞানই অর্থের প্রকাশ।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্।)

[সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ।৩২]

পঞ্চমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

আর জ্ঞান জ্ঞেয়াকার না হইয়া জ্ঞেয়পদার্থের ব্যবস্থা করিতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে নীলজ্ঞানের দ্বারাও পীতজ্ঞান হইয়া পড়ুক। আর আকার একটিমাত্র দেখা যায়, তাহা যদি জ্ঞানেরই হয়, তাহা হইলে আর পদার্থসত্তার কোন প্রমাণ নাই। আরও বাহ্যিকপদার্থ কি পরমাণুস্বরূপ, অথবা তাহার সমষ্টি ? তন্মধ্যে প্রথমটি নহে ; কারণ, পরমাণুসকল স্থূল ও নীলাকার জ্ঞানের বিষয় হয় না। যদি বল পরস্পর মিলিত হইয়া উৎপন্ন পরমাণুসকল স্থূলাদি বুদ্ধির বিষয় হয় ? না, তাহা বলিতে পার না ; কারণ, তাহাদের মিলিত হওয়াই সিদ্ধ হয় না। কারণ, নীলপরমাণু সকলের মধ্যে গন্ধরসাদি পরমাণুসকলও থাকে বলিয়া অব্যবধান হয় না। দ্বিতীয়পক্ষও হয় না। কারণ, পরমাণুসমষ্টি প্রত্যেক পরমাণুর সহিত অভিন্ন হইলে প্রথমকল্পে যে দোষ দেওয়া হইয়াছে তাহাই হয়। আর যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদের অভেদ হইতে পারে না। সমবায়ও পূর্ব্বে খণ্ডন করা হইয়াছে। অতএব এই সকল তর্কের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত অনুমান হইতে স্থির হইল যে, পদার্থ জ্ঞানাকার। আর সিদ্ধসাধনও হইবে না ; কারণ, বৈদান্তিকগণ জ্ঞানকে বিষয়াকার বলিয়া মনে করেন না। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে, যথা –

(৫) সিদ্ধান্ত –

বাধেন সোপাধিকতানুমান উপায়ভাবেন সহোপলম্ভঃ।
সারূপ্যতো বুদ্ধিতদর্থভেদঃ স্থূলার্থভঙ্গো ভবতোঽপি তুল্যঃ॥

অর্থাৎ বাধবশতঃ অনুমানে উপাধি হয়। উপায়-উপেয়ভাববশতঃ জ্ঞান ও অর্থের সহোপলম্ভনিয়ম হইয়া থাকে। সারূপ্যবশতঃ বুদ্ধিও তাহার বিষয়ের ভেদ হয়। অতএব স্থূলপদার্থের অনুপপত্তি আপনার ও সৌত্রান্তিকের সমানই। আপনি যে বলিয়াছেন—জাগরণ অবস্থার জ্ঞানটী জ্ঞানব্যতীত বস্তুবিষয়ক নহে ; কারণ, তাহাও জ্ঞান, যেমন স্বাপ্নজ্ঞান, সেস্থলে বাধ্যত্ব উপাধি হইল ; কারণ, আপনার মতে অর্থক্রিয়াকারিত্বই সত্ত্ব। আর সেই সত্ত্ব জাগ্রৎ বুদ্ধি বিষয়ের অবাধিতই থাকে, কিন্তু স্বাপ্নজ্ঞানের বিষয় অবাধিত হয় না ; কারণ, অর্থক্রিয়াতে তাহার ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে আর বাধ্যত্ব হেতুর অব্যাপক হইল না। আরও জাগরণকালের জ্ঞানেরও বাধ হইলে বাধিতার্থ সেই জ্ঞানদ্বারা স্বাপ্নজ্ঞানের বাধ হওয়া সম্ভব হয় না বলিয়া তাহার নির্বিষয়ত্ব সিদ্ধ না হইলে দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইবে। প্রমাণজন্য নহে বলিয়া তাহা উপাধিযুক্তও হইবে। কারণ, স্বাপ্নজ্ঞানের জাগরণকালের জ্ঞানের মত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বা ধূমাদি হেতুরূপ প্রমাণসকল কারণ হয় না, এবং দোষজন্য বলিয়া তাহা উপাধিযুক্ত। কারণ, স্বপ্নজ্ঞানের হেতু নিদ্রারূপ দোষ মনে থাকে, অনুমানের বিষয়ও বাধিত হয়। কারণ, অর্থক্রিয়া করিতে সমর্থ জাগরণ-কালের বস্তুকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা দেখা যায়। আর সহোপলম্ভনিয়মবশতঃ জ্ঞান ও বিষয়ের অভেদ বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে পদার্থের ব্যবহার, জ্ঞানরূপ কারণবশতঃ হয় বলিয়া সহোপলম্ভ নিয়ম হয়, কিন্তু জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের অভেদবশতঃ নহে। যেমন লোকে নিয়মিতভাবে আলোকযুক্ত রূপবিশিষ্ট বস্তু দেখিতে পায়, তাহা বলিয়া বস্তু কখনও আলোকস্বরূপ হয় না, কিন্তু সেই বস্তুর সাক্ষাৎকার বিষয়ে আলোক উপায়মাত্র হয়, ইহাও সেইরূপ। আর যে বিষয়ব্যবহারের জন্য জ্ঞান বিষয়ের তুল্যরূপ হয়, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা বিষয় অস্বীকার করিতে পার না। বিষয় না থাকিলে বিষয়ের তুল্য হওয়ার ব্যবস্থা হইতে পারে না। আরও যে স্থূলপদার্থ পরমাণুস্বরূপ অথবা তাহার সমষ্টিস্বরূপ ? এইরূপ বিকল্প করিয়া স্থূলতার খণ্ডন করিয়াছ, তাহা স্থূলপদার্থ জ্ঞানাকার হইলেও সেই দোষ হয়। যথা যিনি পদার্থকে জ্ঞানাকার বলেন, তাহাকে পদার্থও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না হইলে কাহাকে জ্ঞানাকার বলিবে ? সে ক্ষেত্রে স্থূল ও নীলাকার জ্ঞানের পরমাণুসকল আকার হইতে পারে না। কারণ, পরমাণুসকল সে জ্ঞানে দেখা যায় না, অতএব পরমাণুব্যতীত পরমাণুসমষ্টি অথবা পরমাণু হইতে উৎপন্ন কোন স্থূলপদার্থ তোমাকেও স্বীকার করিতে হইবে। আমার কিন্তু তাহা মায়াকল্পিত, তোমার কিন্তু স্থায়ী মায়াবী উৎপাদক না থাকায় হইতে পারে না। আর বাসনাদ্বারা এই বিষয় পাওয়া যায় যে তাহা নহে, কারণ অগ্রে বিষয়ের জ্ঞান হইয়া তবে বাসনা হয়, এবং বিষয়ব্যতীত বিষয়ের জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে, অতএব অবশেষে বিষয় স্বীকার করিতেই হইবে। আর তোমার মতে বাসনার আশ্রয় কেহ নাই, ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞান জ্ঞানের উৎপত্তিকালে ও তাহার বাসনার উৎপত্তি-কালে না থাকায় তাহাদের আশ্রয় হইতে পারে না। অতএব পদার্থ জ্ঞানাকার নহে, কিন্তু বাহ্যিক। আর তাহা অর্থক্রিয়াকারিত্বরূপ সত্তাযুক্ত হইলেও অদ্বৈত শ্রুতিবশতঃ ব্রহ্মে কল্পিত, বাস্তবিক সত্য নহে, ইহাই বৌদ্ধমত অপেক্ষা বেদান্তসিদ্ধান্তের ভেদ জানিবে।

(বিজ্ঞানবাদিবৌদ্ধমতখণ্ডনম্ ।)

[সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ।৩২]

পঞ্চমাধিকরণের তাৎপর্য্য ।

এই অধিকরণের দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা ।

(৪) **পূর্ব্বপক্ষ** —

যে সমস্ত সম্প্রদায় অসৎ হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে বলেন, তাহারা, সকলই অসৎ ইহা সাধন করে যে অনুমান তাহার সহিত বিচারের সম্বন্ধ হইলে সমুদায়ের অনুপপত্তি প্রভৃতি উপজীব্যের অভাব সিদ্ধি হওয়ায় পূর্ব্বের মত উপজীব্য উপজীবকভাব সঙ্গতি জানিবে । এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ পাওয়া গিয়াছে যে —

ন সন্নাসন্ন সদসন্ন চাপ্যনুভয়াত্মকম্ ।
নিশ্চয়ং তর্কপীড্যত্বাৎ মরীচিষু যথোদকম্ ।

যথা—পদার্থ জ্ঞানাকার নহে, কারণ পূর্ব্বে তাহার নিরাস করা হইয়াছে, এবং জ্ঞানবহির্ভূত পদার্থও নাই ; কারণ, তাহা পরমাণু ও তাহার সমষ্টিরূপে কি না ? এই বিকল্পকে সহ্য করে না—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি । আর জ্ঞানও সেরূপ নহে ; কারণ, নির্বিষয় জ্ঞান হইতে পারে না । সাক্ষীও সেরূপ নহে ; কারণ, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই । যদি তাহা অনুমেয় হয়, তাহা হইলে তাহা বাহ্যিক অনুমেয় পদার্থের মত সত্য হইতে পারে না । তাহা হইলে জগৎ সত্য নহে, অসৎও নহে, কারণ দেখা যাইতেছে । সদসৎও নহে ; কারণ, সত্ত্ব ও মিথ্যাত্ব একপদার্থে বিরুদ্ধ । উভয়ভিন্নও নহে ; কারণ, একের নিষেধ অপরের বিধানের অন্তর্গত হইয়া পড়ে । অতএব নিস্তত্ত্বতাই বস্তুর তত্ত্ব । এই পূর্ব্বপক্ষ স্থির হইলে সিদ্ধান্ত বলা হইতেছে ।

(৫) **সিদ্ধান্ত** —

বাধিতোঽপীষ্টো যো ব্যাবহার্য্যাসত্যাত্রিকমানতা ।
সামান্যা তাত্ত্বিক শিথিলমস্ত্বনাশ্রিত্য দুর্ঘটা ॥

অর্থাৎ তোমাদের প্রমাণ দ্বারা বাধিত হইলেও প্রমাণসকলের প্রামাণ্য যে ব্যাবহারিক, কোন সত্যপদার্থকে আশ্রয় না করিয়া তাহা বলা অতিশয় দুষ্কর । প্রমাণদ্বারা যথার্থবস্তুই দেখা যায় বলিয়া বস্তু নাই যে তাহা নহে । ভাষ্যেও উপসংহারেও এই সূত্রে ইহাই বলা হইয়াছে । আর যদি বল, পূর্ব্বোক্ত বিচারের দ্বারা প্রমাণসকলের বাস্তবিক প্রামাণ্য নিরাস করা হইতেছে ব্যাবহারিক প্রামাণ্য নিরাস করা হইতেছে না । অতএব বিষয় ভিন্ন হওয়ায় বিরোধ হইল না । না তাহা বলিতে পার না । কারণ, তাহা হইলে বাধকপ্রমাণকে সকল প্রমাণের প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিপরীত পরমার্থ সত্যবস্তুকে দেখাইয়া দিয়া, অন্য প্রমাণের প্রমেয়সকল হইতে তত্ত্ব উচ্ছেদ করিয়া তাহাতে ব্যবহারিকত্ব স্থাপন করিতে হইবে । কিন্তু সেই পরমার্থ বস্তু কিছুই নাই । কারণ, প্রমাণদ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় না । আর যদি উপলব্ধি হয়, তাহা হইলে শূন্যবাদ ভঙ্গ হইয়া পড়ে । সেইজন্য ইহা বলিয়াছেন যে, নাভাব উপলব্ধেঃ । আর যদি বল, বাধকপ্রমাণ, বিচারাসহ বলিয়া নিস্তত্ত্বতাই বস্তুর তত্ত্ব ইহা স্থির করিয়া দিয়া প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ যে ব্যাবহারিক তাহা স্থির করিয়া দেয় । তাহা হইলে এই নিস্তত্ত্বতা বস্তুটি কি ? যদি বল, তত্ত্বের অভাবই নিস্তত্ত্বতা, উত্তর—অভাবও ত বিচারাসহই, কারণ, অসৎ বস্তু যে বিচারসহ নহে, ইহা তুমিই বলিয়াছ । অন্য বস্তু হইতে পারে না ; কারণ, সেরূপ কিছুই নাই । যেহেতু অন্য বস্তু ভাবস্বরূপ, তোমার মতে ভাবও বিচারসহ নহে । এইরূপে নিস্তত্ত্বতা বিচারসহ না হইলে সকল বস্তুর ত তত্ত্ব হইল । অতএব বাধকপ্রমাণ, সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই তত্ত্ব—ইহা স্থির করিয়া দিয়া প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ যে ব্যাবহারিক ইহা স্থির করিয়া দেয়, ইহাই ঠিক্ । আর বৈধর্ম্ম্য সূত্রটি পূর্ব্বের মতই মরীচিজলের দৃষ্টান্তে বাধাত্মক উপাধিপর বলিয়া যোজনা করিও । ক্ষণিকত্বাৎ এই সূত্রে অভ্যুপগমাৎ এই অংশটি যোগ দিতে হইবে । অতএব সকল বস্তুই ক্ষণিক বলিয়া স্বীকার করায় এবং সকল বস্তু শূন্য বলিয়া স্বীকার করায় বৌদ্ধ নিজের কথার বিরুদ্ধ কথা বলিল ।

(৬) ফলাভাব—পূর্ব্ববৎ (তৃতীয়াধিকরণ দ্রষ্টব্য ।)

এই বিষয়টী শ্রীমদ্ ভারতীতীর্থের গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই—

বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রত্বং যুজ্যতে বা ন যুজ্যতে ।
যুজ্যতে স্বপ্নদৃষ্টান্তাৎ বুদ্ধ্যৈব ব্যবহারতঃ ॥১
অবাধাৎ স্বপ্নবৈষম্যাৎ বাহ্যার্থস্তূপলভ্যতে ।
বহির্বদিতি তেঽপ্যুক্তির্নাহতো ধীরর্থরূপভাক্ ॥২

অন্বয়ঃ—বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রত্বং যুজ্যতে বা ন যুজ্যতে ? বুদ্ধ্যা এব ব্যবহারতঃ স্বপ্নদৃষ্টান্তাৎ যুজ্যতে । অবাধাৎ স্বপ্নবৈষম্যম্ । বাহ্যার্থঃ তু উপলভ্যতে । তে অপি বহির্বৎ ইতি উক্তিঃ, অতঃ ধীঃ ন অর্থরূপভাক্ ।

একস্মিন্নভাবাধিকরণং নাম
ষষ্ঠম্ অধিকরণম্।
(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।

পঞ্চমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

অর্থ—বিশ্বের বিজ্ঞানস্কন্ধমাত্রতা সঙ্গত কি অসঙ্গত? বুদ্ধির দ্বারাই ব্যবহার হয় বলিয়া স্বপ্নদৃষ্টান্তবশতঃ বিশ্বের বিজ্ঞান-স্কন্ধমাত্রতাই সঙ্গত। না, বাধা নাই বলিয়া স্বপ্নদৃষ্টান্তটী বিষম দৃষ্টান্ত হয়। আর বাহ্যার্থ উপলব্ধই হয়। তুমিও বলিয়া থাক "বহির্বৎ" ইত্যাদি। এজন্য বুদ্ধিই অর্থরূপ নহে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।৩৩

নিরস্তঃ সুগতসময়ঃ। বিবসনসময় ইদানীং নিরস্যতে। সপ্ত চ এষাং পদার্থাঃ সম্মতাঃ জীবাজীবাস্রবসংবরনির্জরবন্ধমোক্ষা নাম। সংক্ষেপতস্তু দ্বাবেব পদার্থৌ জীবাজীবাখ্যৌ। যথাযোগং তয়োরেব ইতরান্তর্ভাবাৎ ইতি মন্যন্তে।

তয়োরিমম্ অপরং প্রপঞ্চম্ আচক্ষতে পঞ্চাস্তিকায়া নাম, জীবাস্তিকায়ঃ পুদ্গলাস্তি-কায়ঃ ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ অধর্ম্মাস্তিকায়ঃ আকাশাস্তিকায়শ্চ ইতি। সর্ব্বেষামপি এষাম্ অবান্তরপ্রভেদান্ বহুবিধান্ স্বসময়পরিকল্পিতান্ বর্ণয়ন্তি।

সর্ব্বত্র চ ইমং সপ্তভঙ্গীনয়ং নাম ন্যায়ম্ অবতারয়ন্তি। স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, স্যাদবক্তব্যঃ, স্যাদস্তি চ অবক্তব্যশ্চ, স্যান্নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ ইতি। এবমেব একত্বনিত্যত্বাদিষু অপি ইমং সপ্তভঙ্গীনয়ং যোজয়ন্তি।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—জৈন আচার্য্যগণ স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি ইত্যাদি যে সপ্তভঙ্গীন্যায় স্বীকার করেন, তাহা ন অর্থাৎ সঙ্গত নহে;* কারণ একস্মিন্ অর্থাৎ একপদার্থে বিরুদ্ধধর্ম্ম **অসম্ভবাৎ** অর্থাৎ থাকিতে পারে না।

ভাষ্যার্থ—বৌদ্ধসিদ্ধান্ত নিরাস করা হইল, এক্ষণে বিবসনসময় অর্থাৎ বস্ত্রহীন জৈনগণের সিদ্ধান্ত নিরাস করা হইতেছে। আর ইহাদের অভিপ্রেত পদার্থ সাতটি, যথা—(১) জীব অর্থাৎ ভোক্তা, (২) অজীব অর্থাৎ ভোগ্য জড়পদার্থ, (৩) আস্রব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলের বিষয়ের দিকে প্রবৃত্তি, (৪) সংবর অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিকে বন্ধ করিয়া দেয় অর্থাৎ শমদমাদি, (৫) নির্জর অর্থাৎ যাহা সুখ ও দুঃখ ভোগদ্বারা পুণ্য ও পাপকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দেয়, যথা—উত্তপ্ত প্রস্তরে আরোহণ ইত্যাদি, (৬) বন্ধ অর্থাৎ চারিপ্রকার ঘাতিকর্ম্ম এবং চারিপ্রকার অঘাতি-কর্ম্ম; কারণ, ইহারা পুরুষকে সংসারে বন্ধন করিয়া রাখে, এবং (৭) মোক্ষ অর্থাৎ কর্ম্মক্ষয় হইলে জীবের সর্ব্বদা ঊর্দ্ধগমন। সংক্ষেপে পদার্থ দুইটি—জীব ও অজীব। কারণ, যথাসম্ভব এইদুইটির মধ্যেই অপরগুলির অন্তর্ভাব হয়, ইহা তাঁহারা মনে করেন।

তাঁহারা সেই দুইটির অর্থাৎ জীব ও অজীবের আর একটি বিবরণ দিয়া থাকেন—তাহা পঞ্চাস্তিকায় অর্থাৎ পাঁচটি পদার্থ, যথা—(১) জীবপদার্থ, (২) পুদ্গল অর্থাৎ শরীরপদার্থ, (৩) ধর্ম্মপদার্থ, (৪) অধর্ম্মপদার্থ এবং (৫) আকাশপদার্থ। এই সকলেরই নানাবিধ অবান্তরভেদ তাঁহারা নিজমত অনুসারে কল্পনা করিয়া বলিয়া থাকেন।

আর সকল পদার্থেই **সপ্তভঙ্গীনয়** নামক ন্যায়ের অবতারণা করেন। যথা—কোন বস্তু আছে এইরূপ বলিতে ইচ্ছা করিলে (১) **স্যাদস্তি** অর্থাৎ কোনপ্রকারে আছে, অর্থাৎ ঘটত্বাদিরূপে আছে, এইরূপ প্রথম ভঙ্গের ব্যবহার হয়। কোন বস্তু নাই এইরূপ বলিতে ইচ্ছা করিলে (২) **স্যান্নাস্তি** অর্থাৎ কোন প্রকারে অর্থাৎ প্রাপ্যান্তররূপে

* এস্থলে "ন" এই প্রথমান্ত পদ থাকায় ইহা অধিকরণ আরম্ভক সূত্র হইল। বিষ্ণুপুরাণের (৩য় অংশ) মতে এই জৈনমতটীও বুদ্ধমতের ন্যায় দেবতাগণের প্রার্থনায়, খুবসম্ভব সত্যযুগেই, ভগবান্ বিষ্ণু অসুরগণ বিমোহনার্থ স্বশরীর হইতে যে মায়ামোহ উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারই প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত। অতএব ইহাও গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীর স্বামীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী মতবাদ। মায়ামোহ, বৈদিক নির্ব্বাণবাদেরই বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া জৈন ও বৌদ্ধমত প্রচার করায় ইহাদের মূল বেদ। আর তজ্জন্য ইহা বৈদিকমতে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়া বিবেচিত হয়, আর সেইজন্যই বেদব্যাস এই বেদান্তদর্শনে বৌদ্ধমত খণ্ডনের ন্যায় ইহারও খণ্ডন করিলেন। এই খণ্ডন দেখিয়া এই গ্রন্থকে যাঁহারা গৌতমবুদ্ধের পরবর্ত্তী বলেন, তাঁহাদের মত গ্রাহ্য নহে।

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

[নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।৩৩]

ভাষ্যানুবাদ।

নাই, এইরূপ দ্বিতীয় ভঙ্গ ব্যবহার হয়, এবং ক্রমশঃ উভয় বলিতে ইচ্ছা করিলে (৩) **স্যাদস্তি চ নাস্তি চ** অর্থাৎ কোনপ্রকারে আছে এবং কোনপ্রকারে নাই এইরূপ তৃতীয়ভঙ্গের ব্যবহার হয়, এবং একসঙ্গে উভয়ের ইচ্ছা করিলে উভয়শব্দ একসঙ্গে বলা যায় না বলিয়া (৪) **স্যাদবক্তব্য** অর্থাৎ কোন প্রকারে বক্তব্য নহে—এইরূপ চতুর্থভঙ্গ ব্যবহার হয়। প্রথমভঙ্গ ও চতুর্থভঙ্গের ইচ্ছা করিলে (৫) **স্যাদস্তি চ অবক্তব্যশ্চ** অর্থাৎ কোন প্রকারে আছে এবং বক্তব্য নহে, এইরূপ পঞ্চমভঙ্গের ব্যবহার হয়। দ্বিতীয়ভঙ্গ ও চতুর্থভঙ্গের ইচ্ছা হইলে (৬) **স্যান্নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ** অর্থাৎ কোন প্রকারে নাই এবং অবক্তব্য, এইরূপ ষষ্ঠভঙ্গের ব্যবহার হয়, তৃতীয়ভঙ্গ ও চতুর্থভঙ্গ ইচ্ছা করিলে (৭) **স্যাদস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ** অর্থাৎ কোন প্রকারে আছে ও নাই এবং অবক্তব্য এইরূপ সপ্তমভঙ্গের ব্যবহার হয়। এই প্রকারেই একত্ব নিত্যত্ব প্রভৃতিতেও এই সপ্তভঙ্গী নিয়ম ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ কোন প্রকারে এক, কোন প্রকারে অনেক, এবং কোন প্রকারে নিত্য, কোন প্রকারে অনিত্য ইত্যাদি বলা হয়।

ভামতী।

নিরস্তঃ মুক্তকচ্ছানাং সুগতানাং সময়ঃ। বিবসনানাং সময় ইদানীং নিরস্যতে। তৎসময়ম্ আহ—সংক্ষেপবিস্তরাভ্যাম্—"সপ্ত চৈষাং পদার্থাঃ সম্মতা" ইতি। তত্র সংক্ষেপম্ আহ—"সংক্ষেপতস্তু দ্বাবেব পদার্থৌ" ইতি। বোধাত্মকো জীবঃ জড়বর্গস্তু অজীবঃ ইতি। যথাযোগং তয়োর্জীবাজীবয়োঃ ইমম্ অপরং প্রপঞ্চম্ আচক্ষতে। তম্ আহ—"পঞ্চাস্তিকায়া নামে"তি। "সর্ব্বেষামপোষাম্ অবান্তরপ্রভেদান্" ইতি। জীবাস্তিকায়স্ত্রিধা—বদ্ধঃ মুক্তঃ নিত্যসিদ্ধশ্চ ইতি। পুদ্গলাস্তিকায়ঃ ষোঢ়া—পৃথিব্যাদীনি চত্বারি ভূতানি স্থাবরং জঙ্গমং চ ইতি। ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ প্রবৃত্ত্যনুমেয়ঃ, অধর্ম্মাস্তিকায়ঃ স্থিত্যনুমেয়ঃ। আকাশাস্তিকায়ঃ দ্বেধা—লোকাকাশঃ অলোকাকাশশ্চ। তত্র উপর্য্যুপরি স্থিতানাং লোকানাম্ অন্তর্বর্ত্তী লোকাকাশঃ, তেষাম্ উপরি মোক্ষস্থানম্ অলোকাকাশঃ। তত্র হি ন লোকাঃ সন্তি।

তৎ এবং জীবাজীবপদার্থৌ পঞ্চধা প্রপঞ্চিতৌ। আস্রবসংবরনির্জরাস্ত্রয়ঃ পদার্থাঃ প্রবৃত্তিলক্ষণাঃ প্রপঞ্চ্যন্তে। দ্বিধা প্রবৃত্তিঃ, সম্যক্ মিথ্যা চ। তত্র মিথ্যাপ্রবৃত্তিঃ আস্রবঃ। সম্যক্ প্রবৃত্তী তু সংবরনির্জরৌ। আস্রাবয়তি পুরুষং বিষয়েষু ইতি ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিঃ আস্রবঃ। ইন্দ্রিয়দ্বারা হি পৌরুষং জ্যোতিঃ বিষয়ান্ স্পৃশৎ রূপাদিজ্ঞানরূপেণ পরিণমতে ইতি। অন্যে তু কর্ম্মাণি আস্রবম্ আহুঃ। তানি হি কর্ত্তারম্ অভিব্যাপ্য স্রবন্তি, কর্ত্তারম্ অনুগচ্ছন্তি ইতি আস্রবঃ। সেয়ং মিথ্যাপ্রবৃত্তিঃ, অনর্থহেতুত্বাৎ। সংবরনির্জরৌ চ সম্যক্প্রবৃত্তী। তত্র শমদমাদিরূপা প্রবৃত্তিঃ সংবরঃ। সা হি আস্রবস্রোতসঃ দ্বারং সংবৃণোতি ইতি সংবর উচ্যতে। নির্জরস্তু অনাদিকালপ্রবৃত্তিকষায়কলুষপুণ্যাপুণ্যপ্রহাণহেতুঃ তপ্তশিলারোহণাদিঃ। স হি নিশেষং পুণ্যাপুণ্যং সুখদুঃখোপভোগেন জরয়তি ইতি নির্জরঃ

বেদান্তকল্পতরুঃ।

একরূপব্রহ্মসমন্বয়বিরোধ্যনেকান্তবাদভঙ্গস্য বুদ্ধিসন্নিধানলক্ষণাং সঙ্গতিম্ আহ—"নিরস্ত" ইতি। মুক্তকচ্ছেষু নিরস্তেষু মুক্তবসনা বুদ্ধিস্থা ভবন্তি ইতি। অথবা সময়মাত্রসিদ্ধপঞ্চস্কন্ধাদিপদার্থাশ্রয়ন্যায়াভাসে নিরস্তে পঞ্চাস্তিকায়াদিসাময়িকপদার্থাশ্রিতং ন্যায়াভাস-সংক্ষঃ মতং ভবতি বুদ্ধিস্থম্। তদিদং সময়পদেন সূচিতম্। উপলব্ধেঃ অর্থসত্ত্ববৎ তদনেকান্তোঽপি উপলব্ধেরেবাস্তি ইতি অর্থসংগতি। অস্তীতি কায়ন্তে শব্দ্যন্তে ইতি অস্তিকায়াঃ। কৈ গৈ শব্দে। অর্হন্ নিত্যসিদ্ধঃ। ইতরে কেচিৎ সাধনৈঃ মুক্তাঃ। অন্যে বদ্ধাঃ। "প্রবৃত্ত্যনুমেয়" ইতি। সম্যত্ত মিথ্যাত্বেন প্রবৃত্তিদ্বৈবিধ্যং বক্ষ্যতি। তত্র ধর্ম্মাস্তিকায়ঃ সম্যক্প্রবৃত্ত্যনুমেয় ইত্যর্থঃ। শাস্ত্রীয়বাহ্যপ্রবৃত্ত্যা হি আন্তরঃ অপূর্ব্বাখ্যঃ ধর্ম্মঃ অনুমীয়তে ইত্যর্থঃ। "অধর্ম্মে"তি। ঊর্দ্ধগমনশীলো হি জীবঃ তস্য দেহে অবস্থানেন অধর্ম্মঃ অনুমীয়তে ইত্যর্থঃ। বন্ধমোক্ষৌ ফলে। প্রবৃত্তী তু সমীচ্যসমীচ্যৌ, তয়োঃ সাধনে তে দর্শয়তি "আস্রবে"তি। আস্রাবয়তি গময়তি।

ভামতীর অনুবাদ।

মুক্তকচ্ছ বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত নিরাস করা হইল। এক্ষণে বস্ত্রহীন জৈনদিগের সিদ্ধান্ত নিরাস করা হইতেছে। **সপ্ত চৈষাং পদার্থাঃ** এই গ্রন্থদ্বারা সংক্ষেপে ও বিস্তারে তাহাদের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। তাহার মধ্যে

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

[নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।৩৩]

ভামতীর অনুবাদ।

সংক্ষেপতস্তু দ্বাবেব পদার্থোঁ এই গ্রন্থদ্বারা সংক্ষেপে তাহাদের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। জীব চৈতন্যস্বরূপ এবং অচেতন সকল জীবভিন্ন। যথাসম্ভব সেই জীব ও অজীবের আর একটি বিবরণ বলা হইতেছে। **পঞ্চাস্তিকায়া নাম** এই গ্রন্থে তাহাই বলিতেছেন। **সর্ব্বেষামপ্যেষাম্ অবান্তরপ্রভেদান্** এই গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—**জীবপদার্থ তিন প্রকার,** যথা—বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্যসিদ্ধ। **পুদ্গলপদার্থ ছয় প্রকার**—পৃথিবী ইত্যাদি চারিটি ভূত এবং স্থাবর ও জঙ্গম। **ধর্ম্মপদার্থ টি** প্রবৃত্তিদ্বারা অনুমেয়, এবং **অধর্ম্মপদার্থ টি** শরীরে অবস্থিতিদ্বারা অনুমেয়। **আকাশপদার্থ দুই প্রকার,** যথা—লোকাকাশ এবং অলোকাকাশ। তন্মধ্যে উপরে উপরে বর্ত্তমান লোকসকলের অন্তর্গত যে আকাশ, তাহাই লোকাকাশ, এবং তাহাদের উপরে যে মোক্ষস্থান, তাহাই অলোকাকাশ; কারণ, সেখানে কোন লোক নাই। অতএব এইরূপে জীব ও অজীবপদার্থ পাঁচ-প্রকার বলা হইল। আস্রব সংবর ও নির্জর এই তিনটি প্রবৃত্তিপদার্থের বিবরণ করা হইতেছে। **প্রবৃত্তি দুই প্রকার,** সত্য ও মিথ্যা। তন্মধ্যে মিথ্যাপ্রবৃত্তি—**আস্রব**। আর সত্যপ্রবৃত্তি—**সংবর ও নির্জর।** মানুষকে বিষয়ের দিকে লইয়া যায় বলিয়া ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিই—আস্রব। কারণ, পুরুষের প্রকাশ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়সকলে সম্বদ্ধ হইয়া রূপাদির জ্ঞানরূপে পরিণত হয়। কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায় কর্ম্মকে আস্রব বলেন। কারণ, তাহারা কর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া যায়, অর্থাৎ কর্ত্তার অনুসরণ করে, এইজন্য তাহারা আস্রব। ইহাই সেই মিথ্যাপ্রবৃত্তি, যেহেতু উহাই অনর্থের হেতু। সংবর এবং নির্জর সত্যপ্রবৃত্তি। তন্মধ্যে শমদমাদিরূপ প্রবৃত্তি সংবর। কারণ, তাহা আস্রবস্রোতঃ অর্থাৎ কর্ম্মপ্রবাহদ্বার-ইন্দ্রিয়কে সংবরণ করে অর্থাৎ অবরোধ করে, এইজন্য তাহাকে সংবর বলে। আর অনাদিকালসঞ্চিত ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি জন্য কষায়রূপ কলুষ অর্থাৎ ক্রোধাদি এবং পুণ্য ও পাপের বিনাশ হেতু উত্তপ্ত শিলারোহণপ্রভৃতিকেই নির্জর বলে। কারণ, তাহা সুখদুঃখ উপভোগদ্বারা পুণ্য ও পাপকে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ করিয়া দেয়, এইজন্য তাহাকে নির্জর বলা হয়।

ভামতী।

বন্ধঃ অষ্টবিধং কর্ম্ম। তত্র ঘাতিকর্ম্ম চতুর্ব্বিধম্। তদ্ যথা—জ্ঞানাবরণীয়ং, দর্শনাবরণীয়ং, মোহনীয়ম্, অন্তরায়ম্ ইতি। তথা চত্বারি অঘাতিকর্ম্মাণি। তদ্ যথা—বেদনীয়ং, নামিকং, গোত্রিকম্, আয়ুষ্কং চ ইতি। তত্র সম্যক্ জ্ঞানং ন মোক্ষসাধনং, ন হি জ্ঞানাৎ বস্তুসিদ্ধিঃ অতিপ্রসঙ্গাৎ ইতি বিপর্য্যয়ঃ জ্ঞানাবরণীয়ং কর্ম্ম উচ্যতে। আর্হতদর্শনাভ্যাসাৎ ন মোক্ষ ইতি জ্ঞানং 'দর্শনাবরণীয়ং কর্ম্ম। বহুষু বিপ্রতিষিদ্ধেষু তীর্থকরৈঃ উপদর্শিতেষু মোক্ষমার্গেষু বিশেষানবধারণং মোহনীয়ং কর্ম্ম। মোক্ষমার্গপ্রবৃত্তানাং তদ্‌বিঘ্নকরং বিজ্ঞানম্ অন্তরায়ং কর্ম্ম। তানি ইমানি শ্রেয়োহন্তৃত্বাৎ ঘাতিকর্ম্মাণি উচ্যন্তে। অঘাতীনি কর্ম্মাণি। তদ্ যথা—বেদনীয়ং কর্ম্ম শুক্লপুদ্গলবিপাকহেতুঃ, তদ্ধি বন্ধোহপি ন নিঃশ্রেয়সপরিপন্থি; তত্ত্বজ্ঞানাবিঘাতকত্বাৎ। শুক্লপুদ্গলারম্ভকবেদনীয়কর্ম্মানুগুণং নামিকং কর্ম্ম। তদ্ধি শুক্লপুদ্গলস্য আদ্যাবস্থাং কলল-বুদ্‌বুদাদিম্ আরভতে। গোত্রিকম্ অব্যাকৃতঃ ততোহপি আদ্যং শক্তিরূপেণ অবস্থিতম্। আয়ুষ্কং তু আয়ুঃ কায়তি কথয়তি উৎপাদনদ্বারা ইতি আয়ুষ্কম্। তানি এতানি শুক্ল-পুদ্গলাদ্যাশ্রয়ত্বাৎ আঘাতীনি কর্ম্মাণি। তদেতৎ কর্ম্মাষ্টকং পুরুষং বধ্নাতি ইতি বন্ধঃ।

বিগলিত সমস্তক্লেশতদ্‌বাসনস্য অনাবরণজ্ঞানস্য সুখৈকতানস্য আত্মনঃ উপরিদেশাবস্থানং মোক্ষ ইত্যেকে। অন্যে তু ঊর্দ্ধগমনশীলো হি জীবঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাস্তিকায়েন বদ্ধঃ তদ্‌বিমোক্ষাৎ যৎ ঊর্দ্ধং গচ্ছত্যেব স মোক্ষঃ ইতি। তে এতে সপ্তপদার্থাঃ জীবাদয়ঃ সহ অবান্তরপ্রভেদৈঃ উপন্যস্তাঃ।

তত্র "সর্ব্বত্র চ ইমং সপ্তভঙ্গীনয়ং নাম ন্যায়ম্ অবতারয়ন্তি। স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ, স্যাদবক্তব্যঃ, স্যাদস্তি চ অবক্তব্যশ্চ, স্যান্নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ, স্যাদস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যশ্চ" ইতি। স্যাচ্ছব্দঃ খলু অয়ং নিপাতঃ তিঙন্তপ্রতিরূপকঃ অনেকান্তদ্যোতী। যথাহুঃ—

"বাক্যেষনেকান্তদ্যোতী গম্যং প্রতি বিশেষণম্।
স্যান্নিপাতোহর্থযোগিত্বাৎ তিঙন্তপ্রতিরূপকঃ"॥ ইতি। (অনন্তবীর্য্যঃ)

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

[নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।৩৩]

ভামতী।

যদি পুনঃ অয়ম্ অনেকান্তদ্যোতকঃ স্যাচ্ছব্দো ন ভবেৎ, স্যাদস্তি ইতি বাক্যে স্যাৎপদম্ অনর্থকং স্যাৎ, তৎ ইদম্ উক্তম্—'অর্থযোগিত্বাৎ' ইতি। অনেকান্তদ্যোতকত্বে তু স্যাদস্তি কথঞ্চিৎ অস্তি ইতি স্যাৎপদাৎ কথঞ্চিৎ অর্থঃ অস্তি ইত্যনেন অনুক্তঃ প্রতীয়তে ইতি ন আনর্থক্যম্। তথাচ—

"স্যাদ্বাদঃ সর্ব্বথৈকান্তত্যাগাৎ কিংবৃত্তচিদ্‌বিধেঃ।
সপ্তভঙ্গনয়াপেক্ষো হেয়াদেয়বিশেষকৃৎ" ॥ (অনন্তবীর্য্যঃ)

কিংবৃত্তে প্রত্যয়ে খলু অয়ং চিন্নিপাতবিধিনা সর্ব্বথা একান্তত্যাগাৎ সপ্তসু একান্তেষু যো ভঙ্গঃ তত্র যো নয়ঃ তদপেক্ষঃ সন্ হেয়োপাদেয়ভেদায় স্যাদ্বাদঃ কল্পতে। তথাহি—যদি বস্তু অস্ত্যেব ইতি এব একান্ততঃ, তৎ সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মনা অস্ত্যেব ইতি ন তদীপ্সাজিহাসাভ্যাং ক্বচিৎ কদাচিৎ কথঞ্চিৎ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তেত নিবর্ত্তেত বা ; প্রাপ্তাপ্রাপণীয়ত্বাৎ, হেয়হানানুপপত্তেশ্চ। অনেকান্তপক্ষে তু ক্বচিৎ কদাচিৎ কস্যচিৎ সত্ত্বে হানোপাদানে প্রেক্ষাবতাং কল্পেতে ইতি।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"বন্ধঃ অষ্টবিধমি"তি। যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত আস্রবোঽপি বন্ধঃ তথাপি তদ্ধেতুত্বাৎ অয়মপি বন্ধ ইত্যর্থঃ। "অতিপ্রসঙ্গাদি"তি। আপামোদকাদিজ্ঞানেভ্যোঽপি মোদকাদিসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ। "বিপাকহেতুরি"তি। শরীরাকারেণ পরিণামহেতুঃ। তচ্চ কর্ম্ম বেদনীয়ঃ শরীরদ্বারেণ তত্ত্ববেদনহেতুত্বাৎ ইতি। শুক্রশোণিতব্যতিবেকজাতং মিলিতং তদ্রূভয়স্বরূপম্ আয়ুষ্কম্। তস্য দেহাকারপরিণামশক্তিঃ গোত্রিকম্। শক্তিমতি তস্মিন্ বীজে কললাখ্যদ্রবাত্মকাবস্থায়া বুদ্বুদায়িতায়াশ্চ আরম্ভকঃ ক্রিয়াবিশেষঃ নামিকম্। সক্রিয়স্য বীজস্য তেজঃ-পাকবশাৎ ঈষদ্ঘনীভাবঃ শরীরাকারপরিণামহেতুঃ বেদনীয়ম্ ইতি বিভাগঃ। কায়তি ইতি কৈ গৈ শব্দে ইত্যস্য রূপম্। স্যাদস্তি চ নাস্তি চ ইত্যেতৎ অবক্তব্য ইত্যস্য অধস্তাৎ সম্বন্ধনীয়ম্। সপ্ত চ একান্তভঙ্গাঃ কথং কথং কদা কদা চ প্রসরন্তি ইত্যপেক্ষায়াম্ অনন্তবীর্য্যঃ প্রতিপাদয়ামাস—

"তদ্বিধানবিবক্ষায়াং স্যাদস্তীতি গতির্ভবেৎ। স্যান্নাস্তীতি প্রয়োগঃ স্যাৎ তন্নিষেধে বিবক্ষিতে ॥
ক্রমেণোভয়বাঞ্ছায়াং প্রয়োগঃ সমুদায়ভৃৎ। যুগপৎ তদ্বিবক্ষায়াং স্যাদবাচ্যমশক্তিতঃ ॥
আদ্যাবাচ্যবিবক্ষায়াং পঞ্চমো ভঙ্গ ইষ্যতে। অন্ত্যাবাচ্যবিবক্ষায়াং ষষ্ঠভঙ্গসমুদ্ভবঃ ॥
সমুচ্চয়েন যুক্তশ্চ সপ্তমো ভঙ্গ উচ্যতে" ॥ ইতি

যুগপদস্তিত্বনাস্তিত্বয়োঃ বিবক্ষায়াং বাচঃ ক্রমবৃত্তিত্বাৎ উভয়ং যুগপৎ অবাচ্যম্। আদ্যঃ অস্তিত্বভঙ্গঃ অন্ত্যেন অনন্বেন সহ যুগপৎ অবাচ্যঃ। অন্ত্যশ্চ আদ্যেন ভঙ্গেন সহ যুগপৎ অবাচ্যঃ। সমুচ্চিতরূপশ্চ ভঙ্গ একৈকেন সহ যুগপৎ অবাচ্য ইত্যর্থঃ। অথবা সদসদুভয়েষু একান্তে ভগ্নে অনির্ব্বাচ্যত্বনিয়মভঙ্গঃ স্যাদবক্তব্য ইতি কৃতঃ। তেষেব পক্ষেষু তত্তৎপূর্ব্বপক্ষবাদ্যুক্তানির্ব্বাচ্যত্বনিয়মঃ স্যাদস্ত্যবক্তব্য ইত্যাদিনা ভজ্যতে।

নন্বস্তি স্যাৎ ইতি বর্ত্তমানত্ববিধিবাচিনোঃ কথম্ একার্থপর্য্যবসানম্ অত আহ—"স্যাচ্ছব্দঃ" ইতি। তিঙন্ততুল্যঃ অতো ন বিধ্যর্থতা ইত্যর্থঃ। "বাক্যেষু" ইতি। স্যাদস্তি ইত্যাদিবাক্যেষু স্যাৎ ইতি অয়ং শব্দঃ তিঙন্তসদৃশো নিপাত ইত্যন্বয়ঃ। কোঽস্যার্থ ইতি তত্রাহ—"অনেকান্তে"তি। অনেকান্তঃ কিং স্বাতন্ত্র্যেণ প্রতিপাদ্যতে? ন ইত্যাহ—"গম্যং প্রতি" ইতি। গম্যম্ অস্তিত্বাদি। কুতঃ অস্য অনেকান্তদ্যোতিত্বম্ অত আহ—"অর্থযোগিত্বাদি"তি। এতৎ উপপাদয়তি—"যদি পুনঃ" ইতি। ব্যতিরেকম্ উক্ত্বা অন্বয়ম্ আহ—"অনেকান্তদ্যোতকত্বে তু" ইতি। স্যাৎপদেন অনেকান্তাভিধানে কিং প্রয়োজনম্ অত আহ—"তথা চে"তি। যথা স্যাচ্ছব্দস্য অনেকান্ত-দ্যোতকত্বং জৈনৈরুক্তং, তথা তৎপ্রয়োজনং চ উক্তম্ ইত্যর্থঃ। স্যাদ্বাদঃ হেয়োপাদেয়বিশেষকৃৎ ইত্যন্বয়ঃ। কিংশব্দাৎ "কিমশ্চ" ইতি সূত্রেণ থমুপ্রত্যয়ো ভবতি, ততঃ কথম্ ইতি রূপং লভ্যতে, তদুপরি চিৎ ইতি অয়ং নিপাতো বিধীয়তে, ততঃ কথঞ্চিৎ ইতি স্যাৎ, তস্মাৎ কিংবৃত্তচিদ্‌বিধেঃ হেতোঃ কথঞ্চিৎ অস্তি কথঞ্চিৎ নাস্তি ইত্যাদিরূপাৎ সর্ব্বথা একান্তত্যাগাৎ ভবন্তং সপ্তভঙ্গনয়ম্ অপেক্ষ্য স্যাদ্বাদো হেয়ো-পাদেয়বিশেষকৃৎ ইত্যর্থঃ। কিংবৃত্তে কিংশব্দাৎ উপরিবৃত্তে প্রত্যয়ে থমি, সপ্তসু একান্তেষু অস্ত্যাদি নিয়মেষু ইত্যর্থঃ। সপ্তানাম্ একান্তানাং ভঙ্গে হেতুং ন্যায়ং দর্শয়তি—"তথাহি" ইতি। ন প্রবর্ত্তেত ইত্যত্র হেতুম্ আহ—"প্রাপ্তে"তি। সতঃ বস্তুনঃ প্রাপ্তস্য অপ্রাপণীয়ত্বাৎ ইত্যর্থঃ। ন নিবর্ত্তেত ইত্যত্র হেতুম্ আহ—"হেয়ে"তি। অসত্ত্বে হি একান্তে হেয়মেব ত্যক্তমেব আহিতং সর্ব্বদা স্যাৎ তস্য চ সাধ্যং হানম্ অনুপপন্নম্ ইত্যর্থঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

বন্ধ—আট প্রকার কর্ম্ম। তন্মধ্যে ঘাতিকর্ম্ম চারিপ্রকার। যথা—জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় এবং অন্তরায়। আর চারিটি অঘাতিকর্ম্ম, যথা—বেদনীয়, নামিক, গোত্রিক এবং আয়ুষ্ক। তন্মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষসাধন নহে, যেহেতু জ্ঞান হইতে বস্তুর সিদ্ধি হয় না ; কারণ, অতিব্যাপ্তি হয় এইরূপ বিপরীতবুদ্ধিকে **জ্ঞানাবরণীয়** কর্ম্ম বলা হয়। জৈনশাস্ত্র অভ্যাসবশতঃ মোক্ষ হয় না—এই জ্ঞানকে **দর্শনাবরণীয়** কর্ম্ম বলা হয়। তীর্থকর অর্থাৎ শাস্ত্রকারগণের প্রদর্শিত বহু বিরুদ্ধ মোক্ষপথে বিশেষানবধারণের অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

[নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ।৩৩]

ভামতীর অনুবাদ।

কোনটী মোক্ষমার্গ, এইরূপ নিশ্চয়াভাবের নাম **মোহনীয়** কর্ম্ম। যাঁহারা মোক্ষপথে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সেই পথের বিঘ্নদায়ক যে জ্ঞান তাহার নাম **অন্তরায়** কর্ম্ম। সেই এই কর্ম্ম সকল শ্রেয়ঃ নাশ করিয়া দেয় বলিয়া ইহাদিগকে **ঘাতিকর্ম্ম** বলা হয়। অঘাতি কর্ম্ম যথা—**শুক্র** পরমাণুসকলের শরীররূপে পরিণামের কারণ যে ঘন অবস্থা তাহার নাম **বেদনীয়** কর্ম্ম। কারণ, তাহা বদ্ধ হইলেও নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষের বিরোধি নহে, যেহেতু তাহা তত্ত্বজ্ঞানের নাশক নহে। (অর্থাৎ শরীরদ্বারা পরম্পরায় তত্ত্বজ্ঞানের হেতু বলিয়া তাহাকে বেদনীয় কর্ম্ম বলে) শুক্রপুদ্‌গল অর্থাৎ শুক্র পরমাণু হইতে উৎপন্ন দেহের জনক বেদনীয় কর্ম্মের অনুকূল যে কর্ম্ম, অর্থাৎ শুক্রের ক্রিয়াবিশেষ, তাহা **নামিক** কর্ম্ম। কারণ, তাহা শুক্রপুদ্‌গলের প্রথম অবস্থা—কলল বুদ্‌বুদাদিকে আরম্ভ করে। তাহারও প্রথম অবস্থা যাহা শক্তিরূপে থাকে, অর্থাৎ অব্যাকৃত অর্থাৎ অব্যক্ত যে অবস্থা, তাহা **গোত্রিক** কর্ম্ম। আর আয়ুকে উৎপাদনদ্বারা যাহা প্রকাশ করে, তাহা আয়ুষ্ককর্ম্ম, অর্থাৎ শুক্র ও শোণিতের মিলন অবস্থাকে আয়ুষ্ককর্ম্ম বলে। সেই এই কর্ম্মগুলি শুক্রপুদ্‌গলকে অবলম্বন করিয়া হয় বলিয়া তাহাদিগকে অঘাতিকর্ম্ম বলা হয়। এই সেই আটটি কর্ম্ম মানুষকে বন্ধন করে। এইজন্য ইহাদিগকে বন্ধ বলা হয়।

যাহার রাগাদি সমস্ত ক্লেশ ও তাহার বাসনা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাহার জ্ঞানের কোন আবরণ নাই এবং যিনি সুখৈকতান অর্থাৎ একমাত্র সুখস্বরূপ সেই আত্মার উচ্চদেশে অর্থাৎ অলোকাকাশে অবস্থিতিই মোক্ষ—ইহা কেহ কেহ বলেন। আর অপরে বলেন—ঊর্দ্ধে গমন করাই জীবের স্বভাব, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মদ্বারা তিনি বদ্ধ হন, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নিবৃত্তিতে তিনি যে ঊর্দ্ধে গমন করিতে থাকেন তাহার নাম মোক্ষ। সেই এই জীবাদি সাতটি পদার্থ অবান্তর ভেদের সহিত উল্লিখিত হইল।

এ বিষয়ে তাঁহারা সকল পদার্থেই **স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি** ইত্যাদি সপ্তভঙ্গীনয় নামক ন্যায়ের অবতারণা করিয়া থাকেন। এই স্যাৎ শব্দটি নিপাতনে সিদ্ধ তিঙন্তপদের তুল্য, অনেকান্তের দ্যোতক, অর্থাৎ অনিয়ত অর্থের বাচক। যেমন তাঁহারা বলেন—

বাক্যেষনেকান্তদ্যোতী গম্যং প্রতি বিশেষণম্।
স্যান্নিপাতোঽর্থযোগিত্বাৎ তিঙন্তপ্রতিরূপকঃ॥ ইতি

অর্থাৎ স্যাদস্তি ইত্যাদি বাক্যে স্যাৎ এই শব্দটি তিঙন্তপদের তুল্য, ইহা নিপাতনে সিদ্ধ হয়, এবং ইহা গম্য অর্থাৎ অস্তিত্বাদির বিশেষণ ও অনেকান্তের দ্যোতক; কারণ, তাহা অর্থযোগী, অর্থাৎ সার্থক—নিরর্থক নহে। যদি এই স্যাৎশব্দটি অনেকান্তের দ্যোতক না হইত, তাহা হইলে স্যাদস্তি এই বাক্যে স্যাৎ এই পদটি বৃথা হইত। সেইজন্য **অর্থযোগিত্বাৎ** এই বাক্যটি বলা হইয়াছে। আর যদি অনেকান্তের দ্যোতক হয়, তাহা হইলে স্যাদস্তি অর্থাৎ কোনপ্রকারে আছে, এইরূপে স্যাৎ এই পদ হইতে "কোন প্রকারে" এই অর্থটি জানা যাইতেছে। এই অর্থটী অস্তি এই পদদ্বারা বলা হয় নাই। অতএব বৃথা হইল না। তাহাই বলা হইয়াছে, যথা—

"স্যাদ্‌বাদঃ সর্ব্বথৈকান্তত্যাগাৎ কিংবৃত্তচিদ্‌বিধেঃ।
সপ্তভঙ্গনয়াপেক্ষো হেয়াদেয়বিশেষকৃৎ" ॥ ইতি

অর্থাৎ **কিম্** শব্দের পর যে **থম্** প্রত্যয় হইয়াছে, তাহাতে চিৎ এই নিপাতন বিধিদ্বারা সকলপ্রকারে একান্ত অর্থাৎ নিয়ম ত্যাগ করায় সাতটি নিয়মে যে ভঙ্গ হয়, তাহাতে যে ন্যায়, তাহাকে অপেক্ষা করিয়া হেয় ও উপাদেয় বিশেষ করিবার জন্য স্যাদ্‌বাদ কল্পনা করা হয়। অর্থাৎ যদি কোন বস্তু নিয়মিতভাবে থাকেই, তাহা হইলে তাহা সকলপ্রকারে সকলসময়ে সকলস্থানে সকলরূপে থাকেই, অতএব তাহার ঈপ্সা ও জিহাসাবশতঃ অর্থাৎ লাভের ইচ্ছা ও ত্যাগের ইচ্ছাবশতঃ কোনস্থানে কোন সময়ে কোনপ্রকারে কোন ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইত না বা নিবৃত্ত হইত না; কারণ, পাওয়া বস্তু পাইতে হয় না, এবং যদি অসত্তাই ঐকান্তিক হয়, তাহা হইলে তাহা ত পরিত্যক্তই আছে, অতএব ত্যক্তবস্তুর ত্যাগ হইতে পারে না। কিন্তু অনেকান্তপক্ষে কোন স্থানে কোন সময়ে কোন বস্তু থাকিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির ত্যাগ ও গ্রহণের কল্পনা যায়। অর্থাৎ অস্তিত্বই যদি বস্তুর স্বভাব হইত, তাহা হইলে সকলস্থানেই সর্ব্বদাই সকলেই যে কোন বস্তু পাইত, তাহা

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

[নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ।৩৩]

ভামতীর অনুবাদ।

ত পায় না, অতএব অস্তিত্ব বস্তুর স্বভাব নহে। আর নাস্তিত্বই যদি বস্তুর স্বভাব হইত, তাহা হইলে আর কোন বস্তু ত্যাগ করিতে হইবে না; কারণ, যে বস্তু নাই, তাহার আবার ত্যাগ হইবে কি করিয়া? কিন্তু অনেকান্ত বস্তুর স্বভাব হইলে উভয়ই হইতে পারে।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অত্র আচক্ষ্মহে—নায়ম্ অভ্যুপগমঃ যুক্তঃ ইতি। কুতঃ? "একস্মিন্ অসম্ভবাৎ"। ন হি একস্মিন্ ধর্ম্মিণি যুগপৎ সদসত্ত্বাদিবিরুদ্ধধর্ম্মসমাবেশঃ সম্ভবতি শীতোষ্ণবৎ। যে এতে সপ্ত-পদার্থা নির্দ্ধারিতা এতাবন্তঃ এবংরূপাশ্চ ইতি তে তথৈব বা স্যুঃ নৈব বা তথা স্যুঃ। ইতরথা হি তথা বা স্যুঃ অতথা বা ইতি অনির্দ্ধারিতরূপং জ্ঞানং সংশয়জ্ঞানবৎ অপ্রমাণ-মেব স্যাৎ। নমু অনেকাত্মকং বস্তু ইতি নির্দ্ধারিতরূপমেব জ্ঞানম্ উৎপদ্যমানং সংশয়-জ্ঞানবৎ ন অপ্রমাণং ভবিতুম্ অর্হতি। ন ইতি ব্রূমঃ। নিরঙ্কুশং হি অনেকান্তত্বং সর্ব্ববস্তুষু প্রতিজানানস্য নির্দ্ধারণস্যাপি বস্তুত্বাবিশেষাৎ স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি ইত্যাদি-বিকল্পোপনিপাতাৎ অনির্দ্ধারণাত্মকতা এব স্যাৎ। এবং নির্দ্ধারয়িতুঃ নির্দ্ধারণফলস্য চ স্যাৎ পক্ষে অস্তিতা, স্যাচ্চ পক্ষে নাস্তিতা ইতি। এবং সতি কথং প্রমাণভূতঃ সন্ তীর্থ-করঃ প্রমাণ-প্রমেয়-প্রমাতৃ-প্রমিতিষু অনির্দ্ধারিতাসু উপদেষ্টুং শক্নুয়াৎ? কথং বা তদভি-প্রায়ানুসারিণঃ তদুপদিষ্টে অর্থে অনির্দ্ধারিতরূপে প্রবর্ত্তেরন্? ঐকান্তিকফলত্বনির্দ্ধারণে হি সতি তৎসাধনানুষ্ঠানায় সর্ব্বো লোকঃ অনাকুলঃ প্রবর্ত্ততে নান্যথা। অতশ্চ অনির্দ্ধারিতার্থং শাস্ত্রং প্রণয়ন্ মত্তোন্মত্তবৎ অনুপাদেয়বচনঃ স্যাৎ।

তথা পঞ্চানাম্ অস্তিকায়ানাং পঞ্চত্বসংখ্যা অস্তি বা নাস্তি বা ইতি বিকল্প্যমানা স্যাৎ তাবৎ একস্মিন্ পক্ষে, পক্ষান্তরে তু ন স্যাৎ ইত্যতঃ ন্যূনসংখ্যাত্বম্ অধিকসংখ্যাত্বং বা প্রাপ্নুয়াৎ। ন চ এষাং পদার্থানাম্ অবক্তব্যত্বং সম্ভবতি। অবক্তব্যাশ্চেৎ ন উচ্যেরন্। উচ্যন্তে চ অবক্তব্যশ্চ ইতি বিপ্রতিষিদ্ধম্। উচ্যমানাশ্চ তথৈব অবধার্য্যন্তে ন অবধার্য্যন্তে ইতি চ, তথা তদবধারণফলং সম্যগ্দর্শনম্ অস্তি বা নাস্তি বা। এবং তদ্বিপরীতম্ অসম্যগ্-দর্শনম্ অপি অস্তি বা নাস্তি বা ইতি প্রলপন্ মত্তোন্মত্তপক্ষস্যৈব স্যাৎ, ন প্রত্যায়িতব্য-পক্ষস্য। স্বর্গাপবর্গয়োশ্চ পক্ষে ভাবঃ পক্ষে চ অভাবঃ, তথা পক্ষে নিত্যতা পক্ষে চ অনিত্যতা ইতি অনবধারণায়াং প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিঃ।

অনাদিসিদ্ধজীবপ্রভৃতীনাং চ স্বশাস্ত্রাবধৃতস্বভাবানাম্ অযথাবধৃতস্বভাবত্বপ্রসঙ্গঃ। এবং জীবাদিষু পদার্থেষু একস্মিন্ ধর্ম্মিণি সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ বিরুদ্ধয়োঃ ধর্ম্ময়োঃ অসম্ভবাৎ, সত্ত্বে চ একস্মিন্ ধর্ম্মে অসত্ত্বস্য ধর্ম্মান্তরস্য অসম্ভবাৎ, অসত্ত্বে চ এবং সত্ত্বস্য অসম্ভবাৎ অসঙ্গতম্ ইদম্ আর্হতং মতম্। এতেন একানেকনিত্যানিত্যব্যতিরিক্তাব্যতিরিক্তাদ্যনেকান্তাভ্যুপগমা নিরাকৃতা মন্তব্যাঃ। যত্তু পুদ্গলসংজ্ঞকেভ্যঃ অণুভ্যঃ সংঘাতাঃ সম্ভবন্তি ইতি কল্পয়ন্তি, তৎ পূর্ব্বেণৈব অণুবাদনিরাকরণেন নিরাকৃতং ভবতি ইত্যতঃ ন পৃথক্ নিরাকরণায় প্রযত্যতে।৩৩

ভাষ্যানুবাদ।

ইহার উত্তরে আমরা বলি—এই অভ্যুপগম অর্থাৎ আর্হতগণের সম্মত অনেকান্তবাদ সঙ্গত নহে। কেন? যেহেতু একবস্তুতে তাহা সম্ভব নহে। কারণ, একটী ধর্ম্মীতে যুগপৎ সত্ত্ব ও অসত্ত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধ সম্ভব নহে, যেমন শীত ও উষ্ণ। এই যে সাতটি পদার্থ স্থির করা হইয়াছে—ইহারা এতগুলি

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

[নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।৩৩]

ভাষ্যানুবাদ।

এবং এইরূপ, তাহারা সেইরূপই হইবে, অথবা সেইরূপ হইবে না। অন্যথা সেইরূপ হইবে অথবা সেইরূপ হইবে না—এইরূপে অনিশ্চয়াত্মক জ্ঞান সংশয়ের মত অপ্রমাণই হইবে। যদি বল বস্তুমাত্রই অনেকাত্মক, এইরূপে নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানই উৎপন্ন হয়, অতএব সংশয়াকার জ্ঞানের মত অপ্রমাণ হইতে পারে না। আমরা বলি—না, ইহা বলিতে পার না। যিনি সকলবস্তুতেই অবাধে অনেকান্তভাব স্বীকার করেন, তাঁহার মতে নির্দ্ধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়ও বস্তু বলিয়া স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি ইত্যাদি বিকল্পযুক্ত হওয়ায় অনিশ্চয়রূপই হইবে। এইরূপ নিশ্চয়কর্ত্তা ও নিশ্চয়ফল অর্থাৎ নিশ্চয়করাই যাহার ফল সেই প্রমাণও কখনও বিদ্যমান হইবে, কখনও অবিদ্যমান হইবে। এইরূপ হইলে শাস্ত্রকার প্রমাণস্বরূপ হইয়া অনিশ্চিতস্বরূপ প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমাতা ও প্রমিতি বিষয়ে কি করিয়া উপদেশ দিতে পারেন? এবং যাঁহারা তাঁহার মতের অনুসরণ করেন, তাঁহারাই বা কি করিয়া তাঁহার উপদিষ্ট অনিশ্চিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবেন? কারণ, কোন নিশ্চিত ফলের স্থির হইলে তাহার অনুষ্ঠানের জন্য সকল লোকে নিঃসন্দেহে প্রবৃত্ত হয়, অন্যথা নহে। অতএব অনিশ্চিতবিষয়ক শাস্ত্র রচনা করিয়া জৈনাচার্য্য পাগলের মত অনুপাদেয়বচন হইবেন। অর্থাৎ তাঁহার কথা কেহই গ্রাহ্য করিবে না।

সেইরূপ পাঁচটি পদার্থের পঞ্চত্ব সংখ্যা আছে অথবা নাই—এইরূপ বিকল্প করিলে একপক্ষে তাহা থাকিবে, কিন্তু অন্যপক্ষে থাকিবে না। অতএব তাহারা সংখ্যায় অল্প হইতে পারে অথবা অধিক হইতে পারে। আর এই সকল পদার্থের অবক্তব্যত্ব সম্ভব নহে। তাহারা যদি অবক্তব্য হইত, তাহা হইলে বলা যাইত না। বলা যাইতেছে, অথচ অবক্তব্য অর্থাৎ বলা যায় না—ইহা ত বিরুদ্ধ। আর সেই পদার্থগুলি উচ্চারিত হইয়া সেইরূপই বুঝা যাইতেছে পক্ষান্তরে সেইরূপ বুঝা যাইতেছে না (এইরূপ প্রলাপ করিয়া) সেইরূপ সত্ত্বাদির অনেকান্তত্ব অবধারণের ফল—তত্ত্বসাক্ষাৎকার, আছে অথবা নাই, এবং তাহার বিপরীত মিথ্যাজ্ঞানও আছে অথবা নাই—এইরূপ প্রলাপ করিয়া জৈনাচার্য্য উন্মত্তপক্ষেরই অন্তর্গত হইবেন, বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষের অন্তর্গত হইবেন না। আর স্বর্গ ও মোক্ষ কোনরূপে আছে, কোনরূপে নাই—এইরূপ কোনরূপে নিত্য, কোনরূপে অনিত্য, এইরূপে নিশ্চয় না হইলে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আর তাঁহার শাস্ত্রে যাহাদের স্বরূপ স্থির করিয়া বলা হইয়াছে—সেই অনাদিসিদ্ধ জীবপ্রভৃতির স্বরূপ অর্থাৎ অর্হন্ নিত্যসিদ্ধ জীব, এবং অপরে সাধনের অনুষ্ঠান করিলে মুক্ত হন, তাহা না করিলে বদ্ধই থাকেন—ইত্যাদি যে ত্রিবিধ জীবের কথা বলা হইয়াছে—এই নিয়মও থাকিবে না। আর জীবাদি পদার্থগুলিতে একটিতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব—এই বিরুদ্ধধর্ম্মের সম্ভব না হওয়ায়, এবং একটিতে সত্ত্বরূপ ধর্ম্ম থাকিলে অসত্ত্বরূপ অন্য ধর্ম্ম থাকা সম্ভব হয় না বলিয়া, এবং এইরূপ অসত্ত্ব থাকিলে সত্ত্ব সম্ভব হয় না বলিয়া এই জৈনমত অসঙ্গত। ইহা দ্বারা এক ও অনেক নিত্য ও অনিত্য এবং ভিন্ন ও অভিন্ন ইত্যাদি যে অনেকান্ত স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও খণ্ডন করা হইল, জানিবেন। আর যে তাঁহারা কল্পনা করেন—পুদ্‌গল নামক অণু হইতে সংঘাত সকল উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বে যে পরমাণুবাদ খণ্ডন করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাই খণ্ডিত হয়। অতএব পৃথক্ করিয়া তাহার খণ্ডনে যত্ন করা হইল না।৩৩

ভামতী।

তমেনং সপ্তভঙ্গীনয়ং দূষয়তি—"নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ"। বিভজতে—"ন হি একস্মিন্ ধর্ম্মিণি" পরমার্থসতি পরমার্থসতাং "যুগপৎ সত্ত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং" পরস্পরপরিহারস্বরূপাণাং "সমাবেশঃ সম্ভবতি"। এতদুক্তং ভবতি—সত্যং যৎ অস্তি বস্তুতঃ তৎ সর্ব্বথা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাত্মনা নির্ব্বচনীয়েন রূপেণ অস্ত্যেব, ন নাস্তি, যথা প্রত্যগাত্মা। যত্তু কচিৎ কথঞ্চিৎ কদাচিৎ কেনচিৎ আত্মনা অস্তি ইত্যুচ্যতে, যথা প্রপঞ্চঃ, তৎ ব্যবহারতঃ ন তু পরমার্থতঃ, তস্য বিচারাসহত্বাৎ। ন চ প্রত্যয়মাত্রং বাস্তবত্বং ব্যবস্থাপয়তি, শুক্তিমরুমরীচিকাদিষু রজততোয়াদেরপি বাস্তবত্ব-প্রসঙ্গাৎ। লৌকিকানাম্ অবাধেন তু তদ্‌ব্যবস্থায়াং দেহাত্মাভিমানস্যাপি অবাধেন তাত্ত্বিকত্বে সতি লোকায়তমতাপাতেন নাস্তিকত্বপ্রসঙ্গাৎ। পণ্ডিতরূপাণাং তু দেহাত্মাভিমানস্য বিচারতো বাধনং প্রপঞ্চস্যাপি অনেকান্তস্য তুল্যম্ ইতি। অপিচ সদসত্ত্বয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধত্বেন সমুচ্চয়াভাবে বিকল্পঃ। ন চ বস্তুনি বিকল্পঃ সম্ভবতি। তস্মাৎ স্থাণুর্বা পুরুষো বা ইতি জ্ঞানবৎ সপ্তত্বপঞ্চত্বনির্দ্ধারণস্য ফলস্য, নির্দ্ধারয়িতুশ্চ প্রমাতুঃ, তৎকরণস্য প্রমাণস্য চ, তৎপ্রমেয়স্য চ

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

এবঞ্চাত্মাঽকার্ৎস্ন্যম্ ।৩৪ *

ভামতী।

সপ্তত্বপঞ্চত্বস্য সদসত্ত্বসংশয়ে সাধু সমর্থিতং তীর্থকরত্বম্ ঋষভেণ আত্মনঃ। নির্দ্ধারণস্য চ একান্তত্বে সর্ব্বত্র ন অনেকান্তবাদ ইত্যাহ—"য এতে সপ্তপদার্থা" ইতি। শেষম্ অতিরোহিতার্থম্ ।৩৩

বেদান্তকল্পতরুঃ।

নন্তু হেয়াদিসিদ্ধিহেতুঃ স্যাদ্বাদ ইতি, তত্রাহ—"এতদুক্তমি"ত্যাদিনা। যৎ অস্তি তদস্ত্যেব ইতি নিয়মমেব মন্মহে, যস্তু কথঞ্চিৎ অস্তি প্রপঞ্চঃ স বিকল্পিতঃ তত্র চ হেয়াদিবিভাগসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ। "বিচারসহত্বাদি"তি। আরম্ভণাধিকরণে হি (ব্রঃ অঃ ২ পাঃ ৩ সূঃ ১৪) সদসত্ত্বে বস্তুনো ন ধর্ম্মৌ, অনন্বদশায়ামপি বস্তুসুবৃত্ত্যাপাতাৎ, ন চ স্বরূপং, সর্ব্বদা অদ্বয়প্রসঙ্গাৎ ইত্যাদি হি বিচারঃ কৃতঃ, স ইহ অনুসন্ধেয়ঃ ইত্যর্থঃ। "পণ্ডিতরূপাণাম্" ইতি। প্রশংসায়াং রূপপ্রত্যয়ঃ। ঋষভেণ বলীবর্দ্দেন ।৩৩

ভামতীর অনুবাদ।

নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ এই সূত্রদ্বারা সেই এই সপ্তভঙ্গী ন্যায়ে দোষ দিতেছেন। সূত্রের বিবরণ করিতেছেন—বাস্তবিক সত্য একটি ধর্ম্মী অর্থাৎ আশ্রয়ে, পরস্পরবিরুদ্ধ বাস্তবিক সত্য সত্ত্বাদি ধর্ম্মের একসঙ্গে অবস্থান সম্ভব হয় না। ইহা দ্বারা ইহাই বলা হইল যে—বাস্তবিক সত্য বলিয়া যে পদার্থ আছে, তাহা সকল প্রকারে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল রূপে নির্ব্বচন করিবার যোগ্যরূপে থাকেই, কিন্তু থাকে না যে তাহা নহে, যেমন প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা। আর যাহা কোন স্থানে কোন প্রকারে কোন সময়ে কোনরূপে আছে, ইহা বলা হয়, যেমন জগৎ, তাহা ব্যবহারিক, পারমার্থিক নহে; কারণ, তাহা বিচারসহ হয় না। (আরম্ভণসূত্রে ভামতীর অনুবাদ দেখুন।) আর কেবল জ্ঞান সত্যের ব্যবস্থাপক হয় না। কারণ, তাহা হইলে শুক্তি-মরুমরীচিকাদিতে রৌপ্য ও জলাদিও সত্য হইয়া পড়ে। যদি বল, সংসারী লোকের অবাধিত জ্ঞানের দ্বারা বাস্তবত্বের ব্যবস্থা করিলে দেহাত্মাভিমানও বাধিত হয় না বলিয়া সত্য হইলে চার্ব্বাকমত আসিয়া পড়ায় নাস্তিকতা হইয়া পড়িবে। আর যাহারা প্রশংসনীয় পণ্ডিত, তাঁহাদের বিচারদ্বারা দেহাত্ম-বোধের যে বাধা হয়, তাহা **অস্তি নাস্তি** এইরূপ অনেকান্ত জগতের পক্ষেও সমান। আরও সৎ ও অসৎ পরস্পরবিরুদ্ধ হয় বলিয়া সমুচ্চয় না হওয়ায় বিকল্প হইবে। আর বস্তুতে বিকল্প সম্ভব হয় না, অতএব **"স্থাণু র্বা পুরুষো বা** এই জ্ঞানের মত সাত ও পাঁচের নিশ্চয়রূপ—ফল এবং নিশ্চয়কর্ত্তা—প্রমাতা, তাহার করণ—প্রমাণ এবং প্রমেয়—সপ্তসংখ্যা ও পঞ্চসংখ্যার থাকা না থাকারূপ সংশয় হইলে (বৃষভের ন্যায় নির্ব্বোধ) ঋষভাচার্য্য নিজে যে একজন শাস্ত্রকার তাহা ভাল করিয়াই দেখাইলেন বটে? আর নিশ্চয়ই যদি নিয়মিতভাবে হয়, তাহা হইলে অনেকান্তবাদ হইল না—ইহাই **যে এতে সপ্তপদার্থা** ইত্যাদি গ্রন্থে বলিতেছেন। অবশিষ্টভাষ্য দুর্ব্বোধ নহে।৩৩

শাঙ্করভাষ্যম্।

এবঞ্চাত্মাঽকার্ৎস্ন্যম্ ।৩৪

যথা একস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধধর্ম্মাসম্ভবো দোষঃ স্যাদ্বাদে প্রসক্তঃ, এবম্ আত্মনোঽপি জীবস্য অকার্ৎস্ন্যম্ অপরো দোষঃ প্রসজ্যেত। কথম্? শরীরপরিমাণো হি জীবঃ ইতি আর্হতা মন্যন্তে। শরীরপরিমাণতায়াং চ সত্যাম্ অকৃৎস্নঃ অসর্ব্বগতঃ পরিচ্ছিন্নঃ আত্মা ইত্যতঃ ঘটাদিবৎ অনিত্যত্বম্ আত্মনঃ প্রসজ্যেত। শরীরাণাং চ অনবস্থিতপরিমাণত্বাৎ মনুষ্যশরীরজীবঃ মনুষ্যপরিমাণো ভূত্বা পুনঃ কেনচিৎ কর্ম্মবিপাকেন হস্তিজন্ম প্রাপ্নুবৎ ন কৃৎস্নং হস্তিশরীরং ব্যাপ্নুয়াৎ। পুত্তিকাজন্ম চ প্রাপ্নুবৎ ন কৃৎস্নঃ পুত্তিকাশরীরে সংমীয়েত। সমান এষ একস্মিন্ অপি জন্মনি কৌমারযৌবনস্থাবিরেষু দোষঃ।

স্যাদেতৎ—অনন্তাবয়বো জীবঃ তস্য তে এব অবয়বা অল্পে শরীরে সঙ্কুচেয়ুঃ মহতি চ বিকসেয়ুঃ ইতি। তেষাং পুনঃ অনন্তানাং জীবাবয়বানাং সমানদেশত্বং প্রতিহন্যতে বা ন বা ইতি বক্তব্যম্। প্রতিঘাতে তাবৎ ন অনন্তাবয়বাঃ পরিচ্ছিন্নে দেশে সংমীয়েরন্। অপ্রতিঘাতেঽপি একাবয়বদেশত্বোপপত্তেঃ সর্ব্বেষাম্ অবয়বানাং প্রথিমানুপপত্তেঃ জীবস্য

* এখানে প্রথমান্তপদ থাকিলেও "এবং চ" পদদ্বারায় সূত্র আরব্ধ হইয়াছে বলিয়া আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গসূত্রই হইল।

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

[এবঞ্চাত্মাঽকাৎর্স্ন্যম্ ।৩৪]

শাঙ্করভাষ্যম্।

অণুমাত্রত্বপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। অপি চ শরীরমাত্রপরিচ্ছিন্নানাং জীবাবয়বানাম্ আনন্ত্যং ন উৎপ্রেক্ষিতুম্ অপি শক্যম্ ।৩৪

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—যেমন একটি বস্তুতে বিরুদ্ধধর্ম্মের সম্ভব হয় না, **এবং চ** অর্থাৎ এইরূপ **আত্মাঽকাৎর্স্ন্যম্** অর্থাৎ জীবেরও পরিচ্ছিন্নত্ব দোষ হয়; কারণ, এমতে জীবকে দেহ পরিমাণ স্বীকার হয়। আর তাহা হইলে জীব অনিত্য হইয়া পড়ে।

ভাষ্যার্থ—যেমন একটি আশ্রয়ে বিরুদ্ধধর্ম্মের সম্ভব না হওয়া একটি দোস, সেইরূপ আত্মারও অকাৎর্স্ন্য অর্থাৎ অপূর্ণতারূপ আর একটি দোষ হইবে। কেন? কারণ, জীব শরীরপরিমিত ইহা জৈনাচার্য্যগণ মানিয়া থাকেন। আর শরীর পরিমাণ হইলে আত্মা অকৃৎস্ন অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী নহে অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন; এই হেতু আত্মা ঘটপ্রভৃতির মত অনিত্য হইয়া পড়িবে। আর শরীরের পরিমাণের স্থিরতা না থাকায় মানুষের আত্মা মানুষপরিমাণ হইয়া কোন কর্ম্মফলবশতঃ হস্তিজন্ম লাভ করিয়া সমস্ত হস্তীশরীরে ব্যাপ্ত না হউক, এবং পুত্তিকা অর্থাৎ পতঙ্গজন্মলাভ করিয়া সমস্ত পুত্তিকাদেহে সম্মিত না হউক অর্থাৎ পুত্তিকার ক্ষুদ্রদেহে সেই আত্মার স্থানসঙ্কলান না হউক—দেহের বাহিরেও আত্মা থাকুক। এক জন্মেও বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য অবস্থাতে এই দোস সমান।

যদি বল জীবের অবয়ব সকল অনন্ত তাহার সেই সকল অবয়বই ক্ষুদ্রদেহে সঙ্কুচিত হইবে এবং বৃহৎ দেহে বিস্তৃত হইবে। (উত্তর) সেই অনন্ত জীবাবয়ব সকলের একস্থানে থাকার ব্যাঘাত হয় কিনা তোমাকে বলিতে হইবে। যদি ব্যাঘাত হয় তাহা হইলে অনন্ত অবয়বসকল পরিমিত স্থানে স্থান পাইত না। আর যদি ব্যাঘাত না হয়, তাহা হইলে এক অবয়বের স্থানেই অন্য অবয়বগুলির থাকা সম্ভব হয় বলিয়া সকল অবয়বের বৃদ্ধি হইতে না পারায় জীব অণুপরিমিত হইয়া পড়িবে। আরও শরীর পরিমিত জীবাবয়ব সকল অনন্ত ইহা কল্পনাও করিতে পারা যায় না।৩৪

ভামতী।

এবং চ ইতি চেন সমুচ্চয়ং দ্যোতয়তি। শরীরপরিমাণত্বে হি আত্মনঃ অকৃৎস্নত্বং পরিচ্ছিন্নত্বম্। তথাচ অনিত্যত্বম্। যে হি পরিচ্ছিন্নাঃ তে সর্ব্বে অনিত্যা যথা ঘটাদয়ঃ তথাচ আত্মা ইতি। তদেতৎ আহ—"যথা একস্মিন্ ধর্ম্মিণি" ইতি। ইদং চ অপরম্ অকৃৎস্নত্বেন সূচিতম্ * ইত্যাহ—"শরীরাণাং চ অনবস্থিতপরিমাণত্বাৎ" ইতি। মনুষ্যকায়পরিমাণো হি জীবঃ ন হস্তিকায়ং কৃৎস্নং ব্যাপ্তুম্ অর্হতি অল্পত্বাৎ ইতি আত্মনঃ কৃৎস্নশরীরাব্যাপিত্বাৎ অকাৎর্স্ন্যম্, তথাচ ন শরীরপরিমাণত্বম্ ইতি। তথা হস্তিশরীরং পরিত্যজ্য যদা পুত্তিকাশরীরো ভবতি, তদা ন তত্র কৃৎস্নঃ পুত্তিকাশরীরে সংমীয়েত ইতি অকাৎর্স্ন্যম্ আত্মনঃ। সুগমম্ অন্যৎ। চোদয়তি—

"স্যাদেতৎ—অনন্তাবয়বঃ" ইতি। যথাহি প্রদীপো ঘটমহাহর্ম্ম্যোদরবর্ত্তী সংকোচ-বিকাসবান্ এবং জীবোঽপি পুত্তিকাহস্তিদেহয়োঃ ইত্যর্থঃ। তদেতৎ বিকল্প্য দূষয়তি—"তেষাং পুনঃ অনন্তানাম্" ইতি। ন তাবৎ প্রদীপোঽত্র নিদর্শনং ভবিতুম্ অর্হতি অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। বিশরারবো হি প্রদীপাবয়বাঃ, প্রদীপশ্চ অবয়বী প্রতিক্ষণম্ উৎপত্তিনিরোধধর্ম্মা, তস্মাৎ অনিত্যত্বাৎ তস্য ন অস্থিরো জীবঃ তদবয়বাশ্চ অভ্যুপেতব্যাঃ, তথাচ বিকল্পদ্বয়োক্তং দূষণমিতি। যচ্চ জীবাবয়বানাম্ আনন্ত্যম্ উদিতং তৎ অনুপপন্নতরম্ ইত্যাহ—"অপিচ শরীরমাত্রে"তি ।৩৪

বেদান্তকল্পতরুঃ।

বিশরারবঃ বিশরণশীলা নশ্বরাঃ। "অনিত্যত্বাৎ তস্য" ইতি। নিদর্শনস্য ইত্যর্থঃ। দার্ষ্টান্তিকে তু ন অনিত্যত্বম্ ইত্যাহ—"ন অস্থির" ইতি ।৩৪

---

* সূচিতম্—"সূত্রিতম্" পাঠান্তর।

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্ ।)

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ।৩৫ *

ভামতীর অনুবাদ।

এবং চ এই পদটির চকার দ্বারা সমুচ্চয় সূচনা করিতেছে। আত্মা শরীর পরিমিত হইলে অকৃৎস্ন অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন হয়। আর তাহা হইলে অনিত্য হয়। কারণ, যাহারা পরিমিত তাহারা অনিত্য, যেমন ঘট ইত্যাদি, আত্মাও সেইরূপ। সেই কথাই **যথা একস্মিন্ ধর্ম্মিণি** এই গ্রন্থে বলিতেছেন। অকৃৎস্ন পদদ্বারা আর একটী দোষেরও সূত্রকার সূচনা করিয়াছেন—ইহা **শরীরাণাং চ অনবস্থিতপরিমাণত্বাৎ** এই গ্রন্থে বলিতেছেন। মানুষদেহপরিমিত জীব, সমস্ত হস্তিশরীরে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। কারণ, তাহা ক্ষুদ্র, অতএব আত্মা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত না হওয়ায় অকৃৎস্ন অর্থাৎ দেহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, এবং তাহা হইলে তাহা শরীরপরিমিত হইল না। আর হস্তিশরীর পরিত্যাগ করিয়া যখন পতঙ্গশরীর হয়, তখন সেই পুত্তিকাশরীরে সম্পূর্ণ জীব স্থান পাইবে না। অতএব জীব অকৃৎস্ন হইল অর্থাৎ দেহপরিমিত হইল না। অন্য ভাষ্য সরল।

স্যাদেতৎ—অনন্তাবয়ব এই গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন। অর্থাৎ যেমন প্রদীপ ঘট এবং প্রকাণ্ড অট্টালিকার মধ্যে থাকিয়া সংকুচিত ও বিস্তৃত হয়, এইরূপ জীবও পতঙ্গ এবং হস্তীর শরীরে হইবে। এই সেইটিকে বিকল্প করিয়া দোষ দিতেছেন, যথা—**তেষাং পুনঃ অনন্তানাম্** ইত্যাদি। এখানে প্রদীপ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে (জীব) অনিত্য হইয়া পড়িবে। প্রদীপের অবয়বসকল বিশরারু অর্থাৎ বিনাশশীল, এবং অবয়বী প্রদীপও নিরন্তর উৎপত্তি ও বিনাশশীল, অতএব তাহা অর্থাৎ দৃষ্টান্ত-প্রদীপ অনিত্য বলিয়া জীব ও তাহার অবয়ব সকল অস্থির অর্থাৎ সংকোচ ও বিকাসশীল ইহা স্বীকার করা উচিত নহে। আর তাহা হইলে দুইটি বিকল্পে যে দোষ দেওয়া হইয়াছে, তাহাই হইল। আর যে জীবের অবয়বসকলকে অপরিমিত বলা হইয়াছে, তাহা অতিশয় অসঙ্গত, **অপিচ শরীরমাত্র** এই গ্রন্থে এই কথা বলিতেছেন।৩৪

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ।৩৫

অথ পর্য্যায়েণ বৃহচ্ছরীরপ্রতিপত্তৌ কেচিৎ জীবাবয়বা উপগচ্ছন্তি তনুশরীরপ্রতিপত্তৌ চ কেচিৎ অপগচ্ছন্তি ইতি উচ্যেত, তত্রাপি উচ্যতে—'ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ।' ন চ পর্য্যায়েণাপি অবয়বোপগমাপগমাভ্যাম্ এতদ্দেহপরিমাণত্বং জীবস্য অবিরোধেন উপপাদয়িতুং শক্যতে। কুতঃ? বিকারাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ। অবয়বোপগমাপগমাভ্যাং হি অনিশম্ আপূর্য্যমাণস্য অপক্ষীয়মাণস্য চ জীবস্য বিক্রিয়াবত্ত্বং তাবৎ অপরিহার্য্যম্। বিক্রিয়াবত্ত্বে চ চর্ম্মাদিবৎ অনিত্যত্বং প্রসজ্যেত। ততশ্চ বন্ধমোক্ষাভ্যুপগমঃ বাধ্যেত কর্ম্মাষ্টক-পরিবেষ্টিতস্য জীবস্য অলাবুবৎ সংসারসাগরে নিমগ্নস্য বন্ধনোচ্ছেদাৎ ঊর্দ্ধগামিত্বং ভবতি ইতি। কিঞ্চ অন্যৎ। আগচ্ছতাম্ অপগচ্ছতাং চ অবয়বানাম্ আগমাপায়ধর্ম্মবত্ত্বাদেব অনাত্মত্বং শরীরাদিবৎ। ততশ্চ অবস্থিতঃ কশ্চিৎ অবয়বঃ আত্মা ইতি স্যাৎ। ন চ স নিরূপয়িতুং শক্যতে অয়ম্ অসৌ ইতি। কিঞ্চ অন্যৎ। আগচ্ছন্তশ্চ এতে জীবাবয়বাঃ কুতঃ প্রাদুর্ভবন্তি, অপগচ্ছন্তশ্চ ক বা লীয়ন্তে ইতি বক্তব্যম্। ন হি ভূতেভ্যঃ প্রাদুর্ভবেয়ুঃ ভূতেষু চ নিলীয়েরন্ অভৌতিকত্বাৎ জীবস্য। নাপি কশ্চিৎ অন্যঃ সাধারণঃ অসাধারণো বা জীবানাম্ অবয়বাধারো নিরূপ্যতে, প্রমাণাভাবাৎ। কিঞ্চ অন্যৎ। অনবধৃতস্বরূপশ্চ এবং সতি আত্মা স্যাৎ, আগচ্ছতাম্ অপগচ্ছতাং চ অবয়বানাম্ অনিয়তপরিমাণত্বাৎ। অত এবমাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ ন পর্য্যায়েণাপি অবয়বোপগমাপগমৌ আত্মনঃ আশ্রয়িতুং শক্যেতে।

---

* এখানে "অবিরোধঃ" এই প্রথমান্তপদ থাকিলেও "ন চ" পদদ্বারা সূত্র আরব্ধ হওয়ায় ইহাও আরব্ধাধিকরণের অঙ্গসূত্র হইল।

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

[ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ।৩৫]

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথবা পূর্ব্বেণ সূত্রেণ শরীরপরিমাণস্য আত্মনঃ উপচিতাপচিতশরীরান্তরপ্রতিপত্তৌ অকাৎর্স্ন্যপ্রসঞ্জনদ্বারেণ অনিত্যতায়াং চোদিতায়াং পুনঃ পর্য্যায়েণ পরিমাণানবস্থানেঽপি স্রোতঃসন্তাননিত্যতান্যায়েন আত্মনঃ নিত্যতা স্যাৎ। যথা রক্তপটানাং বিজ্ঞানানবস্থানেঽপি তৎসন্তাননিত্যতা, তদ্বৎ বিসিচামপি, ইত্যাশঙ্ক্য অনেন সূত্রেণ উত্তরম্ উচ্যতে। সন্তানস্য তাবৎ অবস্তুত্বে নৈরাত্ম্যবাদপ্রসঙ্গঃ। বস্তুত্বেঽপি আত্মনঃ বিকারাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ অস্য পক্ষস্য অনুপপত্তিঃ ইতি।৩৫

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ অর্থাৎ আর যদি বল, **পর্য্যায়াদ্** অর্থাৎ পর্য্যায়বশতঃ অর্থাৎ ক্রমশঃ অর্থাৎ বৃহৎ দেহ লাভে কতিপয় জীবাবয়ব উৎপন্ন হয়, আর ক্ষুদ্র শরীর প্রাপ্তিতে কতিপয় জীবাবয়ব নষ্ট হয়, তাহা হইলেও বলা হইতেছে যে, ক্রমশঃ বৃহদ্দেহ ও ক্ষুদ্রদেহ প্রাপ্তিতে অবয়বের উৎপত্তি এবং বিনাশবশতঃও **ন অবিরোধঃ** অর্থাৎ অবিরোধ হয় না ; কারণ, তাহা হইলে **বিকারাদিভ্যঃ** অর্থাৎ বিকারাদি দোষ হয়।

ভাষ্যার্থ—ক্রমশঃ অর্থাৎ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র দেহপ্রাপ্তিতে অবয়বের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলেও অবিরোধে জীবের এই দেহপরিমিতত্বের ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না। ইহার কারণ কি ? যেহেতু বিকারাদি দোষের প্রসক্তি হয়। অবয়বের বিনাশ ও উৎপত্তিদ্বারা নিরন্তর পরিপূর্য্যমাণ ও হ্রাসমাণ জীবের বিকারিত্ব কোনমতেই নিবারণ করিতে পারা যায় না, এবং বিকৃত হইলেই চর্ম্মাদির মত অনিত্যত্ব হইয়া পড়িবে। আর তাহা হইলে জ্ঞানাবরণীয়াদি আটটি কর্ম্মদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং অলাবুর মত সংসার-সাগরে নিমগ্ন জীব বন্ধন নষ্ট হওয়ায় উর্দ্ধে গমন করে ইত্যাদিরূপ বন্ধ ও মোক্ষের স্বীকার বাধিত হইবে। আরও উৎপত্তিশীল ও বিনাশশীল অবয়বসকল উৎপত্তি ও বিনাশরূপ ধর্ম্মবশতঃই শরীরাদির মত আত্মা হইবে না। আর তাহা হইলে অবস্থিত অর্থাৎ যে অবয়বের উৎপত্তি বিনাশ হয় না—এইরূপ কোন অবয়বই আত্মা হইবে। আর তাহা স্থির করিতে পারা যায় না যে ইহাই তাহা। আরও উৎপত্তিশীল এই সকল জীবাবয়ব কোথা হইতে আবির্ভূত হয়, এবং বিনষ্ট হইয়াই বা কোথায় লয় হয়—ইহা বলিতে হইবে। কারণ, পৃথিব্যাদি ভূত হইতে আবির্ভূত হইতে পারে না, এবং ভূতে লয় হইতেও পারে না ; কারণ, জীব ভূত হইতে উৎপন্ন নহে, এবং সাধারণ বা অসাধারণ অন্য কেহ জীবগণের অবয়বের আধার বলিয়া স্থির করা হয় না ; কারণ, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আরও এরূপ হইলে জীবের স্বরূপ অনবধৃত অর্থাৎ অনিশ্চিত হইয়া পড়িবে। কারণ, উৎপন্ন ও বিনষ্ট অবয়বসকলের পরিমাণের কোন নিয়ম নাই। অতএব এইরূপ অন্যান্য দোষের সম্ভাবনা হওয়ায় ক্রমশঃ জীবাবয়বের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিতে পারা যায় না।

অথবা পূর্ব্বসূত্রে দেহপরিমিত আত্মার বৃহৎ কিম্বা ক্ষুদ্র দেহান্তর প্রাপ্তি হইলে পরিচ্ছন্নত্বের আপত্তি দ্বারা অনিত্যতার আশঙ্কা হইলে পর্য্যায়বশতঃ অর্থাৎ দেহভেদে পরিমাণের নাশ হইলেও স্রোতঃসন্তান-নিত্যতা ন্যায়ে অর্থাৎ প্রবাহরূপে আত্মপরিমাণের যে সন্তান অর্থাৎ সমূহ, তাহার নিত্যতারূপ যুক্তি অনুসারে আত্মা নিত্য হইবে। যেমন রক্তবস্ত্র (বৌদ্ধগণের মতে) ক্ষণিকবিজ্ঞানের নাশ হইলেও তাহার সন্তানকে নিত্য বলা হয়, সেইরূপ বিসিচ অর্থাৎ দিগম্বর জৈনগণেরও হইবে—ইহা আশঙ্কা করিয়া এই সূত্রদ্বারা উত্তর বলা হইতেছে। সন্তান যদি তুচ্ছ হয়, তাহা হইলে নৈরাত্ম্যবাদ অর্থাৎ নাস্তিক মত হইয়া পড়িল। আর যদি বস্তু হয়, তাহা হইলে আত্মার বিকারাদি দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া এই মত অসঙ্গত।৩৫

ভামতী।

শঙ্কাপূর্ব্বং সূত্রান্তরম্ অবতারয়তি—অথ "পর্য্যায়েণে"তি। তত্রাপি উচ্যতে "ন চ পর্য্যায়াদপি অবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ"। "কর্ম্মাষ্টকম্" উক্তং জ্ঞানাবরণীয়াদি। কিঞ্চ অন্যৎ আত্মনো নিত্যত্বাভ্যুপগমে আগচ্ছতাম্ অপগচ্ছতাং চ অবয়বানাম্ ইয়ত্তাঽনিরূপণেন চ আত্ম-জ্ঞানাভাবাৎ ন অপবর্গঃ ইতি ভাবঃ। "অত এবমাদিদোষপ্রসঙ্গাদি"তি। আদিগ্রহণসূচিতং দোষং ক্রমঃ। কিঞ্চ এতে জীবাবয়বাঃ প্রত্যেকং বা চেতয়েরন্ সমূহো বা। তেষাং প্রত্যেকং

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ।৩৬

ভামতী।

চৈতন্যে বহূনাং চেতনানাম্ একাভিপ্রায়ত্বনিয়মাভাবাৎ কদাচিৎ বিরুদ্ধদিক্‌ক্রিয়ত্বেন শরীরম্ উন্মথ্যেত। সমূহচৈতন্যে তু হস্তিশরীরস্য পুত্তিকাশরীরত্বে দ্বিত্রাবয়বশেষো জীবো ন চেতয়েৎ। বিগলিতবহুসমূহিতয়া সমূহস্য অভাবাৎ পুত্তিকাশরীরে ইতি।

"অথবা" ইতি। পূর্ব্বসূত্রপ্রসঞ্জিতায়াং জীবানিত্যতায়াং বৌদ্ধবৎসন্তাননিত্যতাম্ আশঙ্ক্য ইদং সূত্রং "ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ"। ন চ পর্য্যায়াৎ পরিমাণানবস্থানেঽপি সন্তানাভ্যুপগমেন আত্মনঃ নিত্যত্বাৎ অবিরোধঃ বন্ধমোক্ষয়োঃ। কুতঃ? পরিমাণাদিভ্যো দোষেভ্যঃ। সন্তানস্য বস্তুত্বে পরিণামঃ, ততঃ চর্ম্মবৎ অনিত্যত্বাদিদোষপ্রসঙ্গঃ। অবস্তুত্বে চ আদিগ্রহণসূচিতো নৈরাত্ম্যাপত্তিদোষপ্রসঙ্গঃ ইতি। বিসিচঃ বিবসনাঃ ।৩৫

বেদান্তকল্পতরুঃ।

আগমাপায্যবয়বানাম্ অনাত্মত্বং ভাষ্যোক্তং তদা যুজ্যতে যদি নিত্য আত্মা ইতি পরাভ্যুপগমঃ, ইতরথা ইষ্টপ্রসঙ্গাৎ আত্মত্বাবয়বিন এব আত্মত্বেন অবয়বানাম্ অনাত্মত্বাৎ ইতি অভিপ্রেত্য আহ—"আত্মনঃ" ইতি। আত্মানিরূপণমপি ভাষ্যে প্রসজ্যমানম্ ইষ্টম্ ইতি আশঙ্ক্য আহ -"অনিরূপণেন" ইতি। সিক্ বস্ত্রং বিগতং যেভ্যঃ তে বিসিচঃ ।৩৫

ভামতীর অনুবাদ।

অথ পর্য্যায়েণ এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কাপূর্ব্বক অন্য সূত্রের অবতারণা করিতেছেন। তাহা হইলেও ইহার উত্তরে **ন চ পর্য্যায়াদপি অবিরোধঃ বিকারাদিভ্যঃ** এই সূত্র বলিতেছেন। আটটি কর্ম্মের বিবরণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তাহা জ্ঞানাবরণীয়াদি। আরও আত্মা নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলে উৎপত্তিশীল ও বিনাশশীল অবয়বসকলের পরিমাণ স্থির করিয়া না বলায় আত্মজ্ঞান না হওয়ায় অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষ হইবে না, ইহাই অভিপ্রায়। **অতএবমাদিদোষপ্রসঙ্গাৎ** ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য্য বলা হইতেছে—আদিপদদ্বারা যে দোষের সূচনা হইতেছে, তাহা বলিতেছি—আরও এই জীবাবয়বসকল প্রত্যেকেই চৈতন্য উৎপাদন করে অথবা তাহাদের সমষ্টিই? তাহাদের প্রত্যেকে চেতন হইলে বহু চেতনের যে একই অভিপ্রায় হইবে এরূপ নিয়ম না থাকায়, কখনও জীবাবয়বসকল পরস্পর বিরুদ্ধদিক্ ও বিরুদ্ধক্রিয় হইলে শরীরকে উন্মথিত করিয়া ফেলিবে। আর সমূহের চৈতন্য হইলে হস্তিশরীর জীবের যদি পতঙ্গশরীর হয়, তাহা হইলে দুইটি বা তিনটি অবশিষ্ট অবয়বযুক্ত জীব চৈতন্য উৎপাদন করিবে না। কারণ, সমূহের ঘটক প্রত্যেকগুলি বহু পরিমাণে নষ্ট হওয়ায় পতঙ্গশরীরে সমূহ থাকে না।

অথবা ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—পূর্ব্বসূত্রে জীব অনিত্য—ইহা আপত্তি করিলে বৌদ্ধগণের মত সন্তান অর্থাৎ সমূহ নিত্য হইতে পারে, ইহা আশঙ্কা করিয়া **ন চ পর্য্যায়াদপি অবিরোধো বিকারাদিভ্যঃ** এই সূত্র বলিয়াছেন। অর্থাৎ ইহা বলিতে পার না যে, পর্য্যায়বশতঃ অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশের ক্রমবশতঃ পরিমাণের কোন স্থিরতা না থাকিলেও সন্তান স্বীকার করায় আত্মা নিত্য হওয়ায় বন্ধন ও মুক্তির কোন বিরোধ হয় না। কেন? যেহেতু পরিণামাদি দোষের প্রসক্তি হয়। সন্তান যদি বস্তু হয়, তাহা হইলে পরিণাম হইবে, এবং তাহা হইলে চর্ম্মের মত অনিত্যতাদি দোষের আপত্তি হইবে। আর যদি অবস্তু অর্থাৎ তুচ্ছ হয়, তাহা হইলে ভাষ্যোক্ত আদিশব্দদ্বারা সূচিত নৈরাত্ম্য আপত্তিরূপ অর্থাৎ আত্মাভাবরূপ দোষের আপত্তি হয়। **বিসিচ্** অর্থাৎ বস্ত্রহীন ।৩৫

শাঙ্করভাষ্যম্।

অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ।৩৬

অপিচ অন্ত্যস্য মোক্ষাবস্থাভাবিনঃ জীবপরিমাণস্য নিত্যত্বম্ ইষ্যতে জৈনৈঃ। তদ্বৎ পূর্ব্বয়োরপি আদ্যমধ্যময়োঃ জীবপরিমাণয়োঃ নিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ অবিশেষপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। এক-শরীরপরিমাণতা এব স্যাৎ ন উপচিতাপচিতশরীরান্তরপ্রাপ্তিঃ।

* এস্থলে "অবিশেষঃ" এই প্রথমান্তপদ থাকায় এস্থলে অধিকরণ আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু চকার থাকায় ও পরে "পত্যুরসমঞ্জস্যাৎ" সূত্রে "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" সূত্রের নকারের অনুবৃত্তি করিয়া অধিকরণ আরম্ভ করায় ইহার দ্বারা আর অধিকরণ আরম্ভ করা হইল না।

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

[অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ।৩৬]

শাঙ্করভাষ্যম্।

অথবা অন্ত্যস্য জীবপরিমাণস্য অবস্থিতত্বাৎ পূর্ব্বয়োরপি অবস্থয়োঃ অবস্থিতপরিমাণ এব জীবঃ স্যাৎ, ততশ্চ অবিশেষেণ সর্ব্বদৈব অণুঃ মহান্ বা জীবঃ অভ্যুপগন্তব্যঃ ন শরীর-পরিমাণঃ। অতশ্চ সৌগতবৎ আর্হতমপি মতম্ অসঙ্গতম্ ইতি উপেক্ষিতব্যম্। ৬ ইতি ষষ্ঠম্ একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্ ।৩৬

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—**অন্ত্যাবস্থিতেশ্চ** অর্থাৎ আর অন্তিমপরিমাণ নিত্য হওয়ায় **উভয়নিত্যত্বাৎ** অর্থাৎ আদ্য ও মধ্যম পরিমাণও নিত্য বলিয়া অনুমান হওয়ায় কোন বিশেষ হইবে না। অর্থাৎ জীবশরীরের পরিমাণ একরূপ হইবে—হ্রাস বৃদ্ধি হইবে না।

অথবা অন্ত্যপরিমাণ শরীরব্যতীতই অবস্থিত হওয়ায় তাহা যেমন অণু বা মহৎ পরিমাণ হইবে, সেইরূপ আদ্য ও মধ্যম পরিমাণও দেহের অপেক্ষা না করিয়াই অণু বা মহৎ পরিমাণ সম্ভব হওয়ায় দেহ পরিমাণ হইবে না, অতএব পরিমাণসকলের কোন বিশেষ থাকিল না।

ভাষ্যার্থ—আরও জৈন আচার্য্যগণ অন্ত্য অর্থাৎ মোক্ষ অবস্থায় জীবের যে পরিমাণ হয়, তাহা নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন। সেইরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী আদ্য ও মধ্যম জীবপরিমাণও (অনুমানদ্বারা) নিত্য হইয়া পড়ায় অবিশেষ হইয়া পড়িবে। অতএব জীব একশরীরপরিমিতই হইবে—স্থূল বা সূক্ষ্ম অন্যদেহের প্রাপ্তি হইবে না।

অথবা অন্তিম জীবপরিমাণ অবস্থিত অর্থাৎ স্থির-অণু বা মহৎ পরিমাণ হওয়ায় পূর্ব্ব অবস্থাদ্বয়েও জীব অবস্থিত পরিমাণ অর্থাৎ অণু বা মহৎ পরিমাণই হইবে। আর তাহা হইলে সমানভাবে সর্ব্বদাই জীবকে অণু বা মহান্ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—শরীরপরিমিত নহে। এজন্যও বৌদ্ধের মত জৈনমত অসঙ্গত, অতএব তাহা অগ্রাহ্য করা উচিত।৩৬

ভামতী।

এবং হি মোক্ষাবস্থাভাবি জীবপরিমাণং নিত্যং ভবেৎ। যদি অভূত্বা ন ভবেৎ। অভূত্বা ভাবিনাম্ অনিত্যত্বাৎ ঘটাদীনাম্। কথং চ অভূত্বা ন ভবেৎ যদি প্রাগপি আসীৎ। ন চ পরিমাণান্তরাবরোধে অপূর্ব্বং ভবিতুম্ অর্হতি। তস্মাৎ অন্ত্যমেব পরিমাণং পূর্ব্বমপি আসীৎ ইতি অভেদঃ। তথাচ একশরীরপরিমাণতা এব স্যাৎ ন উপচিতাপচিতশরীরান্তরপ্রাপ্তিঃ শরীর-পরিমাণত্বাভ্যুপগমব্যাঘাতাৎ ইতি। অত্র চ উভয়োঃ পরিমাণয়োঃ নিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ ইতি যোজনা। একশরীরপরিমাণতা এব ইতি চ দীপ্যম্। দ্বিতীয়ে তু ব্যাখ্যানে উভয়োঃ অবস্থয়োরিতি যোজনা। একশরীরপরিমাণতা ন দীপ্যা, কিন্তু একপরিমাণতামাত্রম্ অণুঃ মহান্ বা ইতি বিবেকঃ।৩৬ ইতি ষষ্ঠম্ একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

দেহান্তরাপ্রবেশাৎ মোক্ষাবস্থং পরিমাণম্ অন্ত্যং, তস্য নিত্যত্বাৎ আদ্যমধ্যময়োর্নিত্যত্বানুমানে পরিমাণত্রয়প্রসঙ্গাৎ কথম্ একরূপ-পরিমাণাত্মকাবিশেষাপাদনম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—“এবং হি” ইতি। ন আদ্যমধ্যমপরিমাণয়োঃ নিত্যত্বম্ আপাদ্যতে, কিন্তু আদ্যমধ্যময়োঃ কালয়োঃ অন্ত্যপরিমাণস্য অনুবৃত্তিঃ ইত্যর্থঃ। যদি প্রাগপি আসীৎ তর্হি এব অভূত্বা ন ভবতি ইত্যর্থঃ। নন্বন্ত্যপরিমাণস্য কালত্রয়ে অনুবৃত্তাবপি দেহভেদপ্রাপ্তিকালেষু আত্মনঃ পরিমাণান্তরাণি কিং ন স্যুঃ অত আহ “ন চে”তি। পরিমাণভেদে দ্রব্যভেদপ্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ। ভাষ্যকারেণ আত্মগতাদ্যমধ্যমপরিমাণে নিত্যে আত্মপরিমাণত্বাৎ অন্ত্যপরিমাণবৎ ততশ্চ একপরিমাণতা ইতি একং ব্যাখ্যানং কৃতম্। অপরং চ মোক্ষকালগতাত্মপরিমাণস্য অবস্থিতত্বাৎ নিয়তত্বাৎ পূর্ব্বয়োরপি আদ্যমধ্যমকালয়োঃ অবস্থিতপরিমাণ এব জীবঃ স্যাৎ ইতি। তত্র দ্বিতীয়ব্যাখ্যা যেন বিশদিতা। আদ্যব্যাখ্যায়াম্ উভয়পরিমাণনিত্যত্বস্য অন্ত্যপরিমাণদৃষ্টান্তেন আপাদ্যত্বাৎ উভয়নিত্যত্বাদিতি সিদ্ধবৎ সূত্রে হেতুনির্দ্দেশাযোগম্ আশঙ্ক্য আহ—“অত্র চ উভয়োরি”তি। “অত্র চ” ইতি। সূত্রে ইত্যর্থঃ। নন্বাদিমধ্যমান্তিম-পরিমাণানাং নিত্যত্বে আপাদিতে পরিমাণত্রয়বত্ত্বম্ আত্মনঃ স্যাৎ, কুতঃ একপরিমাণতা আপাদ্যতে? অত আহ—“একশরীরে”তি। ত্রয়াণাং পরিমাণানাং সর্ব্বশরীরেষু সমত্বাৎ সর্ব্বশরীরেষু একরূপপরিমাণতা আত্মনঃ স্যাৎ ইতি। “দীপ্যং” ব্যাখ্যেয়ম্ ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ব্যাখ্যায়াং সর্ব্বদা পরিমাণৈক্যস্যৈব আপাদ্যত্বাৎ সূত্রগতোভয়শব্দেন ন পরিমাণদ্বয়ম্ অভিধীয়তে কিন্তু আদ্যমধ্যমকালৌ, ততশ্চ আদ্যমধ্যমকালয়োঃ উভয়োঃ পরিমাণনিত্যত্বাৎ ইত্যেবংরূপেণ হেতুং যোজয়তি ভাষ্যকার ইত্যাহ—“দ্বিতীয়ে তু” ইতি। অস্যাং ব্যাখ্যায়াম্ অবিশেষশব্দেন ন পরিমাণত্রয়স্য সর্ব্বশরীরেষু তুল্যত্বম্ আপাদ্যতে, কিন্তু যৎ একশরীরপরিমাণতামাত্রং সর্ব্বশরীরেষু আপাদ্যতে তৎ অণুঃ মহান্ বা আত্মা সর্ব্বদেহেষু স্যাৎ ইত্যেবংরূপম্ ইত্যাহ—“একশরীরে”তি।৩৬ ইতি ষষ্ঠম্ একস্মিন্নসম্ভবাধিকরণম্।

(জৈনমতবাদখণ্ডনম্।)

[অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ।৩৬]

ভামতীর অনুবাদ।

এইরূপ হইলে মোক্ষ অবস্থায় জীবের পরিমাণ নিত্য হয়, যদি পূর্ব্বে অবিদ্যমান থাকিয়া উৎপন্ন না হইত; কারণ, পূর্ব্বে অবিদ্যমান থাকিয়া পরে উৎপন্ন ঘট ইত্যাদি অনিত্য হয়। আর কি করিয়া পূর্ব্বে অবিদ্যমান থাকিয়া পরে উৎপন্ন না হয়? যদি পূর্ব্বেও বিদ্যমান থাকে। অন্য পরিমাণযুক্ত হইলে অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বে ছিল না—ইহা হইতে পারে না। অতএব অন্তিমপরিমাণই পূর্ব্বেও ছিল, অতএব অভেদ হইল। আর তাহা হইলে একশরীরপরিমিতই হইবে, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র শরীরলাভ হইবে না। কারণ, শরীরপরিমাণ স্বীকার ব্যাহত হইয়া পড়ে। আর এখানে অর্থাৎ সূত্রে উভয়পরিমাণের নিত্যত্বের আপত্তি হয়—ইহা যোগ করিতে হইবে। আর সকলশরীরেই আত্মা একশরীরপরিমিতই হইবে, এইরূপ দীপ্য অর্থাৎ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় "উভয় অবস্থাতে" এইরূপ যোগ করিতে হইবে। একশরীরপরিমিত হইবে—এরূপ ব্যাখ্যা করা হইবে না, কিন্তু অণু অথবা মহান্ যাহাই হউক, কেবল একরকম পরিমাণ হইবে, ইহাই উভয় ব্যাখ্যার ভেদ।৩৬ ষষ্ঠ অধিকরণ সমাপ্ত হইল।

ষষ্ঠাধিকরণের তাৎপর্য্য।

পঞ্চমাধিকরণে বিজ্ঞানবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধমত খণ্ডন করা হইয়াছে। এইবার অনেকান্তবাদী জৈনমত খণ্ডন করা হইতেছে। বিষ্ণুপুরাণের (৩য় অংশ) মতে বৌদ্ধের যেরূপে উৎপত্তি, জৈনেরও তদ্রূপ উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। অসুরগণ বেদোক্ত কর্ম্ম করিয়া প্রভূত বলশালী হইয়া দেবগণের প্রতি অত্যাচার পরায়ণ হইলে দেবগণের আত্মরক্ষার্থ প্রার্থনায় ভগবান্ বিষ্ণু নিজ শরীর হইতে যে মায়ামোহ উৎপাদন করিলেন, তিনিই বেদার্থ বিকৃতি করিয়া আর্হত ও বৌদ্ধমত প্রচার করেন। এইরূপে বৌদ্ধমতের সহিত জৈনমতের বেশ একটা ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ বুঝা যায়। উভয়েই অলৌকিক বিষয়ে বেদের একমাত্র প্রামাণ্য অস্বীকার করেন। বৌদ্ধমতে যেমন বলা হয়, গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে ২২জন বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, জৈনমতেও তদ্রূপ বলা হয়, মহাবীর জিনদেবের পূর্ব্বে ২৩জন জিন জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের বাক্যই প্রমাণ। শূন্যবাদী বৌদ্ধমতে যেমন বিশ্বপ্রপঞ্চ স্বরূপতঃ চতুষ্কোটি বিনির্ম্মুক্ত শূন্য-স্বরূপ অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়, জৈনমতেও তদ্রূপ অনেকান্ত বা অনির্ব্বচনীয়ই প্রকারান্তরে বলা হয়। এজন্য বৌদ্ধমতের পরই জৈনমতের খণ্ডন আবশ্যক।

এই ষষ্ঠাধিকরণে সর্ব্বশুদ্ধ ৪টী সূত্র আছে, যথা—

১। নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ।৩৩ ৩। ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধোবিকারাদিভ্যঃ।৩৫
২। এবং চাত্মাকাৎর্স্ন্যম্।৩৪ ৪। অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ।৩৬

ইহাদের সংক্ষিপ্ত আক্ষরিক অর্থ এইরূপ—

১। জৈন আচার্য্যগণ যে স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি ইত্যাদি সপ্তভঙ্গীন্যায় স্বীকার করেন, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, একপদার্থে বিরুদ্ধ অনেক ধর্ম্ম থাকিতে পারে না।

২। যেমন বিরুদ্ধ অনেক ধর্ম্মের একত্র অবস্থান দোষ, তদ্রূপ জীবের অকাৎর্স্ন্য অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নত্বরূপ অপর দোষও হয়।

৩। আর পর্য্যায়ক্রমে বৃহৎ শরীর প্রাপ্তি কালে অবয়বের উপচয়, এবং ক্ষুদ্রশরীর প্রাপ্তিকালে অবয়বের অপচয় হয়, সুতরাং বিরোধ হয় না বলিলেও জীব দেহপরিমিত সিদ্ধ হয় না। কারণ, তাহাতে আত্মা সাবয়ব হওয়ায় বিকারী হইয়া পড়েন।

৪। অন্ত্য অর্থাৎ মোক্ষকালে জীব পরিমাণের নিত্যতা স্বীকার করিলে আদ্য ও মধ্যকালে ও জীব পরিমাণের নিত্যতা স্বীকার করিতে হয়। অতএব বৌদ্ধমতের ন্যায় জৈনমতও অপ্রমাণিক।

পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি বিষয় ও সংশয় প্রভৃতি ইহার অবয়বগুলি যেরূপ তাহা এই—

(১) **সঙ্গতি**—

প্রথম শ্রুতিসঙ্গতি—প্রথমাধিকরণবৎ
দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি— ঐ
তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি— ঐ
চতুর্থ পাদসঙ্গতি— ঐ

পত্যধিকরণং নাম

সপ্তমম্ অধিকরণম্।

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্)

✓ পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ।৩৭

ষষ্ঠাধিকরণের তাৎপর্য্য।

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—এস্থলে প্রসঙ্গসঙ্গতি। বৌদ্ধমতের সহিত ইহার সাদৃশ্য থাকায় বৌদ্ধমত খণ্ডনের পরই ইহার খণ্ডন সহজেই মনে উদয় হয়।

(২) **বিষয়**—জৈনমত।

(৩) **সংশয়**—স্যাদস্তি প্রভৃতি সপ্তভঙ্গীরূপ ন্যায়দ্বারা সপ্তপদার্থের সিদ্ধি হয় কি হয় না ?

(৪) **পূর্ব্বপক্ষ**—স্যাদস্তি স্যান্নাস্তি ইত্যাদি সপ্তভঙ্গী ন্যায়টী অস্তিত্ব নাস্তিত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সকল পদার্থেই যোজনা করা যায় বলিয়া পদার্থমাত্রই অনেকরূপ হইয়া থাকে—এইমতটী প্রামাণিক। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রদর্পণে যে সংগ্রহ শ্লোকটী আছে, তাহা এই—

বিমতং বস্ত্বনেকান্তং বস্তুত্বাচ্চিত্ররূপবৎ।

একান্তসত্ত্বেঽসত্ত্বে চ ন প্রবৃত্তি র্ন চেতরা॥

অর্থাৎ বিচার্য্যবিষয়—জাগতিকবস্তু অনেকান্ত, যেহেতু তাহা বস্তু, যেমন চিত্ররূপ। যদি বস্তু একান্তই সৎ হইত, তাহা হইলে তাহা সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র থাকায় তাহার জন্য কাহারও প্রবৃত্তি হইত না। আর যদি একান্তই অসৎ হইত তাহা হইলে তাহা হইতে কাহারও নিবৃত্ত হইত না।

(৫) **সিদ্ধান্ত**—না, ওকথা অসঙ্গত ; কারণ, এক পরমার্থ বস্তুতে বিরুদ্ধধর্ম্ম থাকা অসম্ভব। অতএব বস্তুর অনেকরূপত্ব অসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রদর্পণে সংগ্রহ শ্লোকটী এই—

যৎ সত্যং তৎ সদেবাস্তি ন কথঞ্চিন্মৃষা ভবেৎ।

বস্ত্বনেকান্ততাবাদস্তস্মাদ্ ব্যাঘাতদূষিতঃ॥

অর্থাৎ যাহা সত্য তাহা সত্যই থাকে, কোন রকমেই মিথ্যা হয় না। অতএব যাঁহারা বস্তুমাত্রকে অনেকান্ত বলেন, তাঁহাদের মত ব্যাঘাতদোষে দুষ্ট।

(৬) **ফলভেদ**—পূর্ব্বাধিকরণের ন্যায়। (তৃতীয়াধিকরণ দ্রষ্টব্য)

এই বিষয়টী শ্রীমদ্ ভারতীতীর্থের অধিকরণমালায় যেরূপ কথিত হইয়াছে, তাহা এই—

সিদ্ধিঃ সপ্তপদার্থানাং সপ্তভঙ্গীনয়ান্নবা।

সাধকন্যায়সদ্ভাবাৎ তেষাং সিদ্ধৌ কিমদ্ভুতম্॥১

একস্মিন্ সদসত্ত্বাদিবিরুদ্ধপ্রতিপাদনাৎ।

অপন্যায়ঃ সপ্তভঙ্গী ন চ জীবস্য সাংশতা॥২

অন্বয়ঃ—সপ্তভঙ্গীনয়াৎ সপ্তপদার্থানাং সিদ্ধিঃ ন বা ? সাধকন্যায়সদ্ভাবাৎ তেষাং সিদ্ধৌ অদ্ভুতং কিম্। ১। একস্মিন্ সদসত্ত্বাদি বিরুদ্ধ প্রতিপাদনাৎ সপ্তভঙ্গী অপন্যায়ঃ, ন চ জীবস্য সাংশতা।

অর্থ—সপ্তভঙ্গী ন্যায় দ্বারা সপ্তপদার্থের সিদ্ধি হয় কি হয় না ? সাধক ন্যায়ের সদ্ভাববশতঃ তাহাদের সিদ্ধিতে আশ্চর্য্য কি ? ১ একবস্তুতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই বিরুদ্ধধর্ম্মের প্রতিপাদন করা হয় বলিয়া সপ্তভঙ্গীন্যায়টী দুষ্ট ন্যায়, এবং তদ্দ্বারা জীবের সাংশতাও সিদ্ধ হয় না।

শাঙ্করভাষ্যম্।

পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ।৩৭

ইদানীং কেবলাধিষ্ঠাত্রীশ্বরকারণবাদঃ প্রতিষিধ্যতে। তৎ কথম্ অবগম্যতে। 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' (১।৪।২৩) "অভিধ্যোপদেশাচ্চ" (১।৪।২৪) ইত্যত্র প্রকৃতিভাবেন অধিষ্ঠাতৃভাবেন চ উভয়স্বভাবস্য ঈশ্বরস্য স্বয়মেব আচার্য্যেণ প্রতিষ্ঠাপিতত্বাৎ।

---

* এখানে "ন পত্যুরসমঞ্জস্যাৎ" এইরূপ প্রথমান্তপদ "ন"কার উহ্য থাকায় ইহাও অধিকরণ আরম্ভকসূত্র বলা হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু এস্থলে এই প্রথমসূত্রের "নানুমানম্" উহ্য করিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠভাষ্যে পরবর্ত্তী পাঞ্চরাত্রমতের দুষ্টাংশ খণ্ডন অধিকরণের ন্যায় ইহা একদেশী শৈবমতখণ্ডনপর করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

[পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ।৩৭

শাঙ্করভাষ্যম্।

যদি পুনঃ অবিশেষেণ ঈশ্বরকারণবাদমাত্রম্ ইহ প্রতিষিধ্যেত, পূর্ব্বোত্তরবিরোধাৎ ব্যাহতাভিব্যাহারঃ সূত্রকারঃ ইত্যেতৎ আপদ্যেত। তস্মাৎ অপ্রকৃতিঃ অধিষ্ঠাতা কেবলং নিমিত্তকারণম্ ঈশ্বরঃ ইত্যেষ পক্ষঃ বেদান্তবিহিতব্রহ্মৈকত্বপ্রতিপক্ষত্বাৎ যত্নেন অত্র প্রতিষিধ্যতে। সা চ ইয়ং বেদবাহ্যেশ্বরকল্পনা অনেকপ্রকারা। কেচিৎ তাবৎ সাংখ্যযোগব্যপাশ্রয়াঃ কল্পয়ন্তি—প্রধানপুরুষয়োঃ অধিষ্ঠাতা কেবলং নিমিত্তকারণম্ ঈশ্বরঃ ইতরেতরবিলক্ষণাঃ প্রধানপুরুষেশ্বরা ইতি।

মাহেশ্বরাস্তু মন্যন্তে—কার্য্যকারণযোগবিধিদুঃখান্তাঃ পঞ্চপদার্থাঃ পশুপতিনা ঈশ্বরে পশুপাশবিমোক্ষণায় উপদিষ্টাঃ, পশুপতিঃ ঈশ্বরঃ নিমিত্তকারণম্ ইতি বর্ণয়ন্তি। তথা বৈশেষিকাদয়োঽপি কেচিৎ কথঞ্চিৎ স্বপ্রক্রিয়ানুসারেণ নিমিত্তকারণম্ ঈশ্বর ইতি বর্ণয়ন্তি।

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—(ন) **পত্যুঃ** অর্থাৎ ঈশ্বরের জগদুপাদান প্রধানাদির প্রেরকরূপে জগতের কেবল নিমিত্তকারণত্ব উপপন্ন হয় না। কারণ, **অসামঞ্জস্যাৎ** অর্থাৎ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলে উচ্চ নীচ নানাবিধ প্রাণী সৃষ্টি করায় রাগদ্বেষাদির সম্ভাবনা হওয়ায় অসামঞ্জস্য হয়।

ভাষ্যার্থ—ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ, এই মতের প্রতিবাদ করা হইতেছে। কি করিয়া তাহা বুঝা যায়? কারণ, **প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ**, (১।৪।২৪) এবং **অভিধ্যোপদেশাচ্চ** (১।৪।২৪ এই দুইটি সূত্রে উপাদানরূপে ও অধিষ্ঠাতৃভাবে অর্থাৎ নিয়ামকরূপে ঈশ্বর উভয়রূপই হয়েন—ইহা আচার্য্য সূত্রকার স্বয়ংই স্থাপন করিয়াছেন। যদি সাধারণভাবে ঈশ্বরকারণবাদই এখানে নিষেধ করা হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বাপরবিরোধ হওয়ায় সূত্রকার ব্যাহতাভিব্যাহার অর্থাৎ পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধবাদী, এইরূপ আপত্তি হইত। অতএব ঈশ্বর অপ্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ নহেন, কেবল অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ—এই মত বেদান্তসম্মত ব্রহ্মৈকত্ব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হয় বলিয়া যত্নপূর্ব্বক এখানে নিষেধ করা হইতেছে। আর এই সেই অবৈদিক ঈশ্বরকল্পনা অনেক প্রকার আছে। কেহ কেহ সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া কল্পনা করেন যে, প্রকৃতি ও জীবের নিয়ামক ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ, প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর পরস্পর বিলক্ষণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ পৃথক্।

আর শৈবগণ মনে করেন—(১) কার্য্য অর্থাৎ মহৎ ও অহঙ্কার ইত্যাদি, (২) কারণ অর্থাৎ প্রকৃতি ও ঈশ্বর, (৩) যোগ অর্থাৎ সমাধি, (৪) বিধি অর্থাৎ ত্রিকালস্নানাদি এবং (৫) দুঃখান্ত অর্থাৎ মোক্ষ—এই পাঁচটি পদার্থ পশুপতি ঈশ্বর পশুপাশবিমোক্ষের জন্য অর্থাৎ জীবগণের সংসারবন্ধনমোচনের জন্য উপদেশ দিয়াছেন। পশুপতিই ঈশ্বর ও জগতের নিমিত্তকারণ—ইহা তাঁহারা বলিয়া থাকেন। সেইরূপ বৈশেষিকাদি কোন কোন পণ্ডিতগণও কোন প্রকারে নিজ নিজ যুক্তি অনুসারে ঈশ্বর নিমিত্তকারণ—ইহা বলিয়া থাকেন।

ভামতী।

অবিশেষেণ ঈশ্বরকারণবাদঃ অনেন নিষিধ্যতে ইতি ভ্রমনিবৃত্ত্যর্থম্ আহ—"কেবলে"তি। সাংখ্যযোগব্যপাশ্রয়া হিরণ্যগর্ভপতঞ্জলিপ্রভৃতয়ঃ। প্রধানম্ উক্তম্। দৃক্শক্তিঃ পুরুষঃ প্রত্যয়ানুপশ্যঃ। স চ নানা। ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈঃ অপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ প্রধানপুরুষাভ্যাম্ অন্যঃ। মাহেশ্বরাঃ চত্বারঃ—শৈবাঃ, পাশুপতাঃ, কারুণিকসিদ্ধান্তিনঃ, কাপালিকাশ্চ ইতি। চত্বারোঽপি অমী মহেশ্বরপ্রণীতসিদ্ধান্তানুযায়িতয়া মাহেশ্বরাঃ। কারণম্ ঈশ্বরঃ। কার্য্যং প্রাধানিকং মহদাদি। যোগোঽপি ওঙ্কারাদিধ্যানধারণাদিঃ। বিধিঃ ত্রিসবনস্নানাদিঃ গূঢ়চর্য্যাবসানঃ। দুঃখান্তো মোক্ষঃ। পশবঃ আত্মানঃ, তেষাং পাশঃ বন্ধনং, তদ্বিমোক্ষো দুঃখান্তঃ। এষ তেষাম্ অভিসন্ধিঃ—চেতনস্য খলু অধিষ্ঠাতুঃ কুম্ভকারাদেঃ কুম্ভাদিকার্য্যে

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

[পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ।৩৭]

ভামতী।

নিমিত্তকারণত্বমাত্রং ন তু উপাদানত্বমপি। তস্মাৎ ইহাপি ঈশ্বরঃ অধিষ্ঠাতা জগৎকারণানাং নিমিত্তমেব, ন তু উপাদানমপি, একস্য অধিষ্ঠাতৃত্বাধিষ্ঠেয়ত্ববিরোধাৎ ইতি প্রাপ্তম্।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

সত্ত্বাসত্ত্বাদেরেকত্র অসম্ভববৎ অধিষ্ঠাতৃত্বোপাদানত্বয়োরপি একত্র অসম্ভব ইতি প্রত্যবস্থানাৎ সঙ্গতিঃ। সাংখ্যযোগব্যপাশ্রয়া ইত্যাদি ভাষ্যং ব্যাচষ্টে—"হিরণ্যগর্ভে"ত্যাদিনা। ভাষ্যগতপুরুষপদব্যাখ্যানং "দৃকৃশক্তিরি"তি। শক্তিগ্রহণং তু সমর্থাপি সর্ব্বং জ্ঞাতুং জৈবী দৃক্ ন জানাতি আবৃতত্বাৎ ইত্যর্থম্। কথং তর্হি জীবস্য জ্ঞাতৃত্বং? তত্রাহ—"প্রত্যয়ে"তি। প্রত্যয়ম্ অন্তঃকরণপরিণামম্ অনুপশ্যতি ইতি তথোক্তঃ। ভাষ্যে প্রধানপুরুষয়োঃ অধিষ্ঠাতা ইতি দ্বিবচনপ্রয়োগাৎ একো জীব ইতি ভ্রমঃ স্যাৎ তং নুদস্যতি—"স চে"তি। সমাসান্তর্বর্ত্তি একবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্ ইত্যর্থঃ। "ক্লেশে"তি সূত্রম্ ঈক্ষত্যধিকরণে (ব্রঃ অঃ ১ পাঃ ১ সূঃ ৫) ব্যাখ্যাতম্। পুরুষত্বাৎ প্রধানাৎ অন্যঃ ক্লেশাদ্যপরামৃষ্টত্বাৎ পুরুষাৎ অন্যঃ জীবাৎ অন্যঃ ইত্যর্থঃ। গূঢ়চর্য্যা স্বগুণাপ্রখ্যাপনেন দেশেষু বাসঃ। ঈশ্বরো, ন দ্রব্যং প্রতি উপাদানং চেতনত্বাৎ কুলালবৎ ইত্যাহ—"চেতনস্যে"তি। কুলালস্যাপি স্বশরীরাদ্যুপাদানত্বাৎ সাধ্যবৈকল্যং তদ্‌বারণায় দ্রব্যম্ ইতি অধ্যাহৃতম্। জগৎকারণানাং প্রধানস্য পরমাণূনাং চ ইত্যর্থঃ। নিমিত্তম্ ইত্যস্য বিবরণম্ অধিষ্ঠাতেতি।

ভামতীর অনুবাদ।

এই অধিকরণে ঈশ্বরকারণবাদ সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা হইতেছে, এই ভ্রম নিবারণ করিবার জন্য **কেবল** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন। সাংখ্যযোগব্যপাশ্রয় অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ পতঞ্জলি প্রভৃতি ঋষিগণ। প্রধানের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পুরুষ দৃকৃশক্তি অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি, তিনি প্রত্যয় অর্থাৎ অন্তঃকরণের পরিণামকে দর্শন করিয়া থাকেন। আর সেই জীব বহু। ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যাদি, কর্ম্ম—পাপ ও পুণ্য, বিপাক—কর্ম্মফল, আশয়—তদনুযায়ী বাসনা, এই সকল দ্বারা যিনি সম্পর্কিত নহেন, সেই অসাধারণ পুরুষই ঈশ্বর। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ভিন্ন। মাহেশ্বর সম্প্রদায় চারি প্রকার—**শৈব, পাশুপত, কারুণিক সিদ্ধান্তবাদী** ও **কাপালিক**।* এই চারি সম্প্রদায়ই মহেশ্বরপ্রণীত সিদ্ধান্ত অনুসারে চলিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদিগকে মাহেশ্বর বলে। ঈশ্বর—কারণ। প্রাধানিক অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি—কার্য্য, এবং ওঁকারাদির ধ্যান ও ধারণাদি—যোগ। ত্রিকালস্নানাদি ও গূঢ়চর্য্যাবসান অর্থাৎ নিজের গুণ প্রকাশ না করিয়া কোন স্থানে বাস করা। দুঃখান্ত অর্থাৎ মোক্ষ। পশু অর্থাৎ জীব সকল তাহাদের পাশ অর্থাৎ সংসারবন্ধন, তাহা হইতে মুক্তিই দুঃখান্ত। এস্থলে তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে—চেতন অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ কর্ত্তা কুম্ভকার প্রভৃতি ঘট প্রভৃতি কার্য্যে কেবল নিমিত্তকারণই হয়, উপাদানকারণ নহে। অতএব এখানেও অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর জগৎকারণসকলের নিমিত্তকারণই হন, কিন্তু নিমিত্ত ও উপাদান উভয় নহেন। কারণ, একই ব্যক্তির কর্ত্তা হওয়া ও তাহাকর্ত্তৃক চালিত হওয়া বিরুদ্ধ—ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

শাঙ্করভাষ্যম্।

অতঃ উত্তরম্ উচ্যতে—"পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" ইতি। পত্যুঃ ঈশ্বরস্য প্রধানপুরুষয়োঃ অধিষ্ঠাতৃত্বেন জগৎকারণত্বং নোপপদ্যতে। কস্মাৎ? অসামঞ্জস্যাৎ। কিং পুনঃ অসামঞ্জস্যম্? হীনমধ্যমোত্তমভাবেন হি প্রাণিভেদান্ বিদধতঃ ঈশ্বরস্য রাগদ্বেষাদিদোষ-

---

* সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চতুর্ব্বিধ মাহেশ্বরদর্শন বলিতে নকুলীশ পাশুপত, শৈব, প্রত্যভিজ্ঞা ও রসেশ্বরদর্শনের নাম করা হইয়াছে। রামানুজভাষ্যে কিন্তু কাপাল, কালামুখ, পাশুপত ও শৈবমতের নাম আছে। ভাস্করভাষ্যে পাশুপত, শৈব, কাপালিক ও কাঠকসিদ্ধান্ত—এই চারিটী নাম আছে। রামানুজভাষ্যে শৈবাগম হইতে এই চারি সম্প্রদায়ের আচারগত বৈলক্ষণ্যমাত্র বর্ণিত হইয়াছে, ইহাদের মতের দার্শনিক অংশ কিছুই কথিত হয় নাই। ইহাদের দার্শনিকমত জানিতে হইলে সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থই সুলভ। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের নাম ভামতীকার করেন নাই; কারণ, ইহা অভিনবগুপ্তের মত বলিয়া প্রসিদ্ধ। অভিনবগুপ্তের সময় প্রায় ১০০০ খৃষ্টাব্দ। বাচস্পতি মিশ্রের সময় ৮০১—৮৮১ খৃষ্টাব্দ। নকুলীশপাশুপতের অপর নাম লকুলীশ ও কালামুখ। অভিনবগুপ্তের মূলপুরুষ বসুগুপ্ত, ইনি শৈবদর্শনেরও আচার্য্য বলা হয়। ইহার সময় ৮ম শতাব্দী। কারুণিকসিদ্ধান্ত বা কাঠকসিদ্ধান্তের পরিচয় জানিতে পারা যায় নাই। সর্ব্বদর্শনের চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যদিগের নাম সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের পরিশিষ্ট সূচীমধ্যে আছে। বসুগুপ্তের পূর্ব্বপুরুষ অত্রিগুপ্ত। ইনি প্রয়াগ হইতে কাশ্মীরে গমন করিয়া শৈবমত প্রচার করেন। অত্রিগুপ্তের সময় বোধ হয় শঙ্করাচার্য্যের সময়। শিবসূত্রনামক একখানি ব্রহ্মসূত্রস্থানীয় গ্রন্থ হইতে এই মতের প্রচার। এই শিবসূত্র কাশ্মীরে পূর্ব্বে কোন এক সময় এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে শিবের কৃপায় উৎখাদিত হয়। অত্রিগুপ্ত স্বপ্ন পাইয়া ইহা আবিষ্কার করেন। এই প্রস্তর এখনও আছে। কাশ্মীর শৈবমতের ইহাই মূল। কিন্তু দক্ষিণের শৈব অন্যরূপ। ইহা কতকটা বিশিষ্টাদ্বৈতের অনুরূপ, তথাপি তদপেক্ষা সূক্ষ্ম। কাশ্মীর শৈব অনেকটা অদ্বৈতমতই বলা যায়। রসেশ্বরদর্শনের একজন আচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দপাদ। ইঁহার দার্শনিকমতটী অদ্বৈতবাদই।

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

[পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ।৩৭]

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রসক্তেঃ অস্মদাদিবৎ অনীশ্বরত্বং প্রসজ্যেত। প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষিতত্বাৎ অদোষঃ ইতি চেৎ? ন, কর্ম্মেশ্বরয়োঃ প্রবর্ত্ত্যপ্রবর্ত্তয়িতৃত্বে ইতরেতরাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ। ন অনাদিত্বাৎ ইতি চেৎ? ন, বর্ত্তমানকালবৎ অতীতেষু অপি কালেষু ইতরেতরাশ্রয়দোষাবিশেষাৎ অন্ধপরম্পরান্যায়াপত্তেঃ। অপিচ "প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ" (ন্যায়সূত্র ১।১।১৮) ইতি ন্যায়বিৎসময়ঃ। ন হি কশ্চিৎ অদোষপ্রযুক্তঃ স্বার্থে পরার্থে বা প্রবর্ত্তমানো দৃশ্যতে। স্বার্থপ্রযুক্ত এব চ সর্ব্বো জনঃ পরার্থেঽপি প্রবর্ত্ততে ইতি এবমপি অসামঞ্জস্যম্। স্বার্থবত্ত্বাৎ ঈশ্বরস্য অনীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ। পুরুষবিশেষত্বাভ্যুপগমাচ্চ ঈশ্বরস্য পুরুষস্য চ ঔদাসীন্যাভ্যুপগমাৎ অসামঞ্জস্যম্।৩৭

ভাষ্যানুবাদ।

এইজন্য **পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ** এই সূত্রে উত্তর দিতেছেন। **পত্যুঃ** অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ামকরূপে জগতের নিমিত্তকারণ হওয়া সঙ্গত নহে। কেন? যেহেতু সামঞ্জস্য হয় না। কি অসামঞ্জস্য হয়? যিনি উত্তম, মধ্যম ও অধম করিয়া নানাবিধ প্রাণী সৃষ্টি করেন, সেই ঈশ্বরের রাগদ্বেষাদির আপত্তি হয় বলিয়া আমাদের মত তাঁহার অনীশ্বরত্বই হইয়া পড়ে। যদি বল, তিনি প্রাণীদিগের কর্ম্মকে অপেক্ষা করেন বলিয়া কোন দোষ হয় না? না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, কর্ম্ম ও ঈশ্বর যদি প্রবর্ত্ত্য ও প্রবর্ত্তক হয়, তাহা হইলে ইতরেতরাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে। যদি বল, সংসার অনাদি হওয়ায় দোষ হয় না? না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, বর্ত্তমানকালের মত অতীতকালেও অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইয়া পড়ে বলিয়া অন্ধপরম্পরা ন্যায় আসিয়া পড়ে।* আরও দোষ হয়—প্রবর্ত্তনালক্ষণ অর্থাৎ প্রবৃত্তি দেখিয়া রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষের অনুমান হয়। ইহা নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্ত। কারণ, কোন দোষপ্রেরিত না হইয়া নিজের জন্য বা পরের জন্য (কাহাকেও) প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না। সকল লোকই স্বার্থযুক্ত হইয়াই পরের জন্য প্রবৃত্ত হয়, অতএব সামঞ্জস্য হইল না। কারণ, ঈশ্বর স্বার্থবান্ হওয়ায় অনীশ্বর হইয়া পড়িবেন। আর ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বলিয়া স্বীকার করায় এবং পুরুষকে উদাসীন বলিয়া স্বীকার করায় অসামঞ্জস্য হইল।৩৭

ভামতী।

এবং প্রাপ্তে অভিধীয়তে—"পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" ইতি। ইদম্ অত্র আকূতম্—ঈশ্বরস্য নিমিত্তকারণত্বমাত্রম্ আগমাৎ বা উচ্যতে প্রমাণান্তরাৎ বা? প্রমাণান্তরম্ অপি অনুমানম্ অর্থাপত্তির্বা। ন তাবৎ আগমাৎ, তস্য নিমিত্তোপাদানকারণত্বপ্রতিপাদনপরত্বাৎ ইতি অসকৃৎ আবেদিতম্। তস্মাৎ অনেন অস্মিন্ অর্থে প্রমাণান্তরম্ আস্থেয়ম্। তত্র অনুমানং তাবৎ ন সম্ভবতি। তদ্ধি দৃষ্টানুসারেণ প্রবর্ত্ততে, তদনুসারেণ চ অসামঞ্জস্যম্। তদাহ—"হীনমধ্যমে"তি। এতৎ উক্তং ভবতি—আগমাৎ ঈশ্বরসিদ্ধৌ ন দৃষ্টম্ অনুসর্ত্তব্যম্। ন হি স্বর্গাপূর্ব্বদেবতাদিষু আগমাৎ অবগম্যমানেষু কিঞ্চিৎ অস্তি দৃষ্টম্। ন হি আগমো দৃষ্টসাধর্ম্ম্যাৎ প্রবর্ত্ততে। তেন শ্রুতসিদ্ধার্থম্ অদৃষ্টানি দৃষ্টবিপরীতস্বভাবানি সুবহূন্যপি কল্প্যমানানি † ন লোহগন্ধিতাম্ আবহন্তি, প্রমাণবত্ত্বাৎ। যস্তু তত্র কথঞ্চিৎ দৃষ্টানুসারঃ ক্রিয়তে স সুহৃদ্ভাবমাত্রেণ। আগমানপেক্ষম্ অনুমানং তু দৃষ্টসাধর্ম্ম্যেণ প্রবর্ত্তমানং দৃষ্টবিপর্য্যয়তুষাদপি বিভেতিতরাম্ ইতি। প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষত্বাৎ অদোষ ইতি চেৎ? ন, কুতঃ? কর্ম্মেশ্বরয়োঃ মিথঃ প্রবর্ত্ত্যপ্রবর্ত্তয়িতৃত্বে ইতরেতরাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ।

---

* সংসার অনাদি হইলে প্রবর্ত্ত্যপ্রবর্ত্তকভাবে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হয় না—এই জাতীয় যুক্তি অন্যত্র অর্থাৎ ঈশ্বরের বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাদোষখণ্ডনার্থ কিন্তু স্বীকার করা হইয়াছে, যথা ২।১।৩৪ সূত্র কিন্তু এস্থলে তদবলম্বনেই এই মত খণ্ডন করা হইল। বস্তুতঃ এজন্য স্বমতে দোষ হয় না। কারণ, এই দোষবশতঃ অনির্ব্বচনীয় বলাই স্বমতের অভিসন্ধি। যাঁহারা জগৎকে সত্য বলেন, তাঁহাদের মতে ইহা দোষই হয়। পাশুপতমতে জগৎ সত্য বলাই হয়। এজন্য এই দোষ দ্বারা তন্মতখণ্ডন করা হইল। জীবজগৎ ঈশ্বরের সত্যতাবাদীদিগের জন্য সংসার অনাদি বলিয়া তাঁহাদের মতের উপপত্তি করা হয়। তাহা সিদ্ধান্তসম্মত নহে। যেহেতু স্বমতে জীবজগৎ ঈশ্বর সবই মিথ্যা।

† কল্পয়িতব্যানি পাঠান্তর।

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

[পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ।৩৭]

ভামতী।

অয়ম্ অর্থঃ—যদি ঈশ্বরঃ করুণাপরাধীনো বীতরাগঃ ততঃ প্রাণিনঃ কপূয়ে কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্তয়েৎ, তচ্চ উৎপন্নম্ অপি ন অধিতিষ্ঠেৎ, তাবন্মাত্রেণ প্রাণিনাং দুঃখানুৎপাদাৎ। ন হি ঈশ্বরাধীনাঃ জনাঃ স্বাতন্ত্র্যেণ কপূয়ং কর্ম্ম কর্ত্তুম্ অর্হন্তি। তদনধিষ্ঠিতং বা কপূয়ং কর্ম্ম স্বফলং প্রসোতুম্ ন উৎসহতে। তস্মাৎ স্বতন্ত্রোঽপি ঈশ্বরঃ কর্ম্মভিঃ প্রবর্ত্ত্যতে ইতি দৃষ্টবিপরীতং কল্পনীয়ম্। তথাচ অয়ম্ অপরো গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটঃ ইতরেতরাশ্রয়াহ্বয়ঃ প্রসজ্যেত, কর্ম্মণা ঈশ্বরঃ প্রবর্ত্তনীয়ঃঈশ্বরেণ চ কর্ম্ম ইতি।

শঙ্কতে—"ন অনাদিত্বাৎ ইতি চেৎ" পূর্ব্বকর্ম্মণা ঈশ্বরঃ সম্প্রতিতনে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ত্যতে, তেন ঈশ্বরেণ সম্প্রতিতনং কর্ম্ম স্বকার্য্যে প্রবর্ত্ত্যতে ইতি। নিরাকরোতি "ন। বর্ত্তমানকালবৎ" ইতি। অথ পূর্ব্বং কর্ম্ম কথম্ ঈশ্বরাপ্রবর্ত্তিতম্ ঈশ্বরপ্রবর্ত্তনলক্ষণং কার্য্যং করোতি? তত্রাপি প্রবর্ত্তিতম্ ঈশ্বরেণ পূর্ব্বতনকর্ম্মপ্রবর্ত্তিতেন ইত্যেবম্ অন্ধপরম্পরাদোষঃ। চক্ষুষ্মতা হি অন্ধঃ নীয়তে, ন অন্ধান্তরেণ। তথা ইহাপি দ্বৌ অপি প্রবর্ত্ত্যৌ ইতি কঃ কং প্রবর্ত্তয়েৎ ইত্যর্থঃ। অপি চ নৈয়ায়িকানাম্ ঈশ্বরস্য নির্দ্দোষত্বং স্বসময়বিরুদ্ধম্ ইত্যাহ—"অপি চে"তি। অস্মাকং তু নায়ং সময়ঃ ইতি ভাবঃ।

ননু কারুণ্যাদপি প্রবর্ত্তমানো জনো দৃশ্যতে। ন চ কারুণ্যং দোষঃ ইত্যত আহ—"স্বার্থপ্রযুক্ত এব চ" ইতি। কারুণ্যে হি সতি অস্য দুঃখং ভবতি তেন তৎপ্রহাণায় প্রবর্ত্ততে ইতি কারুণিকাঃ অপি স্বার্থপ্রযুক্তা এব প্রবর্ত্তন্তে ইতি। ননু স্বার্থপ্রযুক্ত এব প্রবর্ত্ততাম্ এবমপি কো দোষঃ ইত্যত আহ—"স্বার্থবত্ত্বাৎ ঈশ্বরস্য" ইতি। অর্থিত্বাৎ ইত্যর্থঃ। পুরুষস্য চ ঔদাসীন্যাভ্যুপগমাৎ ন বাস্তবী প্রবৃত্তিঃ ইতি।৩৭

বেদান্তকল্পতরুঃ।

সিদ্ধান্তস্তু

"অধিগম্যা শ্রুতেরীশমনুপাদানতা যদি। অনুমীয়েত বাধঃ স্যাদাশ্রয়াসিদ্ধিরন্যথা"।

কিম্ অপ্রমিতে ঈশ্বরে অনুপাদানত্বং সাধ্যতে, উত প্রমিতে? নাদ্যঃ, আশ্রয়াসিদ্ধ্যাপাতাৎ। দ্বিতীয়েঽপি তৎপ্রমিতিঃ শ্রুতেঃ অনুমানাৎ বা পৌরুষেয়াগমাৎ বা। প্রথমে কিম্ ঈক্ষণপূর্ব্বককর্তৃত্বাদিপ্রতিপাদকশ্রুত্যা এব অনুপাদানত্বং সাধ্যতে, তৎপূর্ব্বিকানুমানাৎ বা। ন অগ্রিমঃ, তস্যাঃ শ্রুতেঃ নিমিত্তত্বমাত্রপরত্বং ন তু উপাদানত্বনিষেধপরত্বম্ ইতি "প্রকৃতিশ্চ" (ব্রঃ অঃ ১ পাঃ ৪ সূঃ ২৩) ইত্যধিকরণে প্রসাধিতত্বাৎ ইত্যাহ—"ন তাবৎ" ইতি। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—"তস্মাদি"তি। আস্থীয়মানম্ অপি ন সম্ভবতি "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইত্যাদি শ্রুত্যৈব বাধাৎ ইত্যর্থঃ। অস্তু তর্হি অনুমিতে ঈশ্বরে অনুপাদানত্বানুমানম্ অত আহ—"তত্রে"তি। ঈশ্বরে ইত্যর্থঃ। পৌরুষেয়াগমং চ নিষেৎস্যাম ইতি তাবচ্ছব্দঃ। তথাহি—ন তাবৎ আদ্যং কার্য্যং সকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ কুম্ভবৎ ইতি মানম্, জীবাদৃষ্টজত্বসিদ্ধেঃ, অব্যবহিত-প্রাক্কালবর্ত্তিপ্রযত্নজত্বসাধনে চ আদ্যকার্য্যাব্যবহিতপ্রাক্কালীনপ্রযত্নজত্বস্য কুম্ভে অভাবেন সাধ্যবৈকল্যাৎ, কুম্ভাব্যবহিতপ্রযত্নজত্বস্য চ আদ্যে কার্য্যে বাধাৎ, কিঞ্চিদব্যবহিতপ্রযত্নজত্বস্য চ সিদ্ধসাধনাৎ অদৃষ্টাব্যবহিতপ্রাক্কালপ্রযত্নজন্যত্বাৎ আদ্যকার্য্যস্য। অথ দ্ব্যণুকং, দ্ব্যণুকোপাদানসাক্ষাৎকারবজ্জন্যং কার্য্যত্বাৎ ইতি। তচ্চ ন, অপ্রসিদ্ধবিশেষণবিশেষ্যত্বাভ্যাং দ্ব্যণুকস্য তদুপাদানসাক্ষাৎকারস্য চ অসিদ্ধেঃ। দৃষ্টান্তে চ সন্দিগ্ধসাধ্যত্বম্, ঘটস্য দ্ব্যণুকোপাদানসাক্ষাৎকারবদীশ্বরপ্রযত্নজন্যত্বস্য অসংপ্রতিপত্তেঃ। অদৃষ্টং কস্যচিৎ প্রত্যক্ষং মেয়ত্বাৎ ইত্যত্র চ যোগিভিঃ অর্থান্তরতা, কার্য্যং সর্ব্বজ্ঞকর্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ইত্যত্র চ।

স্যাদেতৎ, ধর্ম্মঃ ভ্রমসমানাধিকরণধর্ম্মবিষয়ত্বরহিতসাক্ষাৎকারবিষয়ঃ মেয়ত্বাৎ ঘটবৎ। সাক্ষাৎকারগোচর ইত্যুক্তে যোগিভিঃ অর্থান্তরতা ইতি ভ্রমসমানাধিকরণধর্ম্মবিষয়ত্বরহিতগ্রহণম্, যোগিসাক্ষাৎকারস্য কালভেদেন ভ্রমসমানাশ্রয়ত্বাৎ। ভ্রমসমানাধিকরণত্ব-রহিতসাক্ষাৎকারগোচর ইত্যুক্তে চ অপ্রসিদ্ধবিশেষণত্বমিতি তন্নিবৃত্ত্যর্থং ধর্ম্মবিষয়ত্বগ্রহণম্। অস্মাদাদীনাং ঘটাদিবিষয়সাক্ষাৎকারস্য ভ্রম-সমানাশ্রয়ত্বেঽপি ধর্ম্মবিষয়ত্বাভাবেন ভ্রমসমানাধিকরণত্বে সতি ধর্ম্মবিষয়ত্বরূপবিশিষ্টধর্ম্মরহিতত্বাৎ তত্র সাধ্যসিদ্ধেঃ। সাক্ষাৎকারস্য চ ভ্রমসমানাধিকরণত্বে সতি ধর্ম্মবিষয়ত্বরহিতত্বং ধর্ম্মবিষয়ত্বরাহিত্যাৎ বা ভ্রমসমানাধিকরণত্বরাহিত্যাৎ বা ভবতি। আদ্যে তস্য ধর্ম্মবিষয়ত্ব-ব্যাঘাত ইতি দ্বিতীয়ঃ স্যাৎ। তথাচ তাদৃশসাক্ষাৎকারবদীশ্বরসিদ্ধিঃ ইতি। তন্ন, কিমিদং ধর্ম্মবিষয়ত্বরহিতত্বম্? ধর্ম্মবিষয়ত্বসংসর্গা-ভাববত্ত্বম্ ইতি চেৎ? কিং ধর্ম্মবিষয়ত্বসংসর্গান্যোন্যাভাববত্ত্বম্ উত তৎসংসর্গাভাববত্ত্বম্। নাদ্যঃ, তথা সতি অস্য বিশেষণস্য বৈয়র্থ্যাৎ সাক্ষাৎকারপদেনৈব তদ্‌বাচ্যার্থস্য ধর্ম্মবিষয়ত্বসংসর্গান্যোন্যাভাববত্ত্বসিদ্ধেঃ। ন হি ধর্ম্মবিষয়ত্বসংসর্গাত্মকঃ কশ্চিৎ সাক্ষাৎকারঃ অস্তি, যদ্ব্যবচ্ছেদার্থমিদং বিশেষণম্। ন দ্বিতীয়ঃ, ধর্ম্মবিষয়ত্বসংসর্গসংসর্গান্যোন্যাভাবমাদায় বিশেষণবৈয়র্থ্যতাদবস্থ্যাৎ, তত্রাপি সংসর্গান্তরং প্রতি ধাবনে চ তত্তদন্যোন্যাভাবম্ আদায় বৈয়র্থ্যাধাবনাৎ। অথ মতং ন সংসর্গস্য সংসর্গান্তরম্ অস্তি, কিন্তু স্বয়মেব স্বস্য সংসর্গ ইতি ক

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

[পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ।৩৭]

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অনবস্থা ইতি। নৈতৎ, তথা সতি তাদৃশসংসর্গান্যোন্যাভাবম্ আদায় বিশেষণবৈয়র্থ্যস্য বজ্রলেপনাৎ। এতৎখণ্ডনভয়েন যদি বিবেষণম্ উজ্ঝসি তর্হি গ্রস্তোঽসি যোগিভিঃ অর্থান্তরতয়া। এবং সর্ব্বা মহাবিদ্যাঃ তচ্ছায়া বা অন্যে প্রয়োগাঃ খণ্ডনীয়া ইতি।

তৎসুখাদ্বৈতবোধাম্বুভাবহরয়ে নমঃ। বেদান্তৈকপ্রমাণায় কুতর্কাণামভূময়ে॥

তস্মাৎ সুষ্ঠু উক্তম্ "তত্র ঈশ্বরে অনুমানং তাবৎ ন সম্ভবতি" ইতি।

অথবা পূর্ব্বগ্রন্থেন অস্মিন্নর্থে ঈশ্বরস্য নিমিত্তমাত্রত্বে প্রমাণান্তরম্ আস্থেয়ম্ ইতি সামান্যতঃ শ্রুতিব্যতিরিক্তপ্রমাণাপেক্ষাম্ উক্ত্বা কিং তৎ অনুমানং পৌরুষেয়াগমো বা ইতি বিকল্প্য আদ্যং প্রতি আহ—"তত্র অনুমানম্" ইতি। যথৈব চেতনস্য নিমিত্তত্বমাত্রম্ অনুমীয়তে, তথা রাগাদিকম্ অপি অনুমেয়ং ব্যাপ্তেঃ অবিশেষাৎ তথাচ বাঞ্ছিতমতনিরবদ্যত্ববিশেষবিরুদ্ধঃ অয়ং হেতুঃ ইত্যাহ—"তদ্ধি দৃষ্টানুসারেণ" ইতি। ননু সিদ্ধান্তে শ্রুতিগম্যেশ্বরস্যাপি পুরুষত্বাৎ রাগাদিমত্ত্বানুমানং দুর্ব্বারম্ অত আহ—"এতদুক্তম্" ইতি। ব্যাপ্ত্যপেক্ষং হি অনুমানং ব্যাপ্ত্যুপনীতং সর্ব্বম্ অনুমন্যতে। আগমস্তু স্বতন্ত্রঃ তত্র যৎ তদ্বিরুদ্ধম্ অনুমানং তৎ কালাতীতং স্যাৎ ইত্যর্থঃ। "লোহগন্ধিতা" কলঙ্কগন্ধিতা। কথং তর্হি মানান্তরানুসারেণ অপূর্ব্বাদিকল্পনা? তত্রাহ—"যত্র ইতি। তত্রাপি আগমপ্রামাণ্যাৎ কালান্তরকৃতযাগাৎ স্বর্গোঽস্তু কা ক্ষতিঃ। অনন্তরপূর্ব্বপক্ষবর্ত্তিনঃ কারণত্বম্ ইতি লোকানুভবম্ অনুরুধ্য অপূর্ব্বকল্পনা ইত্যর্থঃ। ইদানীং চেৎ কর্মেশ্বরয়োঃ প্রবর্ত্ত্যপ্রবর্ত্তকত্বং প্রতীয়েত, তত এতদ্বলাৎ বীজাঙ্কুরবৎ পরম্পরা অবলম্বিষ্যতে, তত্র কুত ইতরেতরাশ্রয়ত্বম্ কুতস্তরাম্ অন্ধপরম্পরা ইত্যাশঙ্ক্য আদৌ তাবৎ প্রবর্ত্ত্যপ্রবর্ত্তকভাবানুপপত্তিং কর্ম্মেশ্বরয়োঃ দর্শয়তি—"যদীশ্বর" ইতি। অথবা—করুণয়ৈব ঈশ্বরঃ প্রেরিতঃ কর্ম্ম কারয়তি, তৎ কুত ইতরেতরাশ্রয়ত্বং ভাষ্যে উচ্যতে? তত্রাহ—"যদি ঈশ্বর" ইতি। কপূয়ং কুৎসিতম্। উত্তরস্মিন্ ব্যাখ্যানে কর্ম্মভিঃ প্রয়োজনৈঃ করুণয়া হেতুনা প্রবর্ত্ততে ইতি দৃষ্টবিরুদ্ধম্। দৃশ্যমানকার্য্যস্য করুণাহেতুকত্ববিরুদ্ধদুঃখাত্মকত্বাৎ ইতি যোজনা। ঈশ্বরেণ পূর্ব্বং কর্ম্ম তাবৎ প্রবর্ত্তয়িতুং ন শক্যতে কুৎসিতফলানুদয়প্রসঙ্গাৎ, এবং পূর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরাপ্রবর্ত্তিতং কথম্ ঈশ্বরপ্রবর্ত্তনলক্ষণং কার্য্যং করোতি? এবং সতি প্রবর্ত্তকত্বোপপত্তিম্ অনুক্ত্বা কেবলং ততঃ পূর্ব্বকর্ম্ম এব অবলম্ব্যতে তত্রাহ "তত্রাপী"তি। তত্রাপি ঈশ্বরপ্রবর্ত্তনে স্বকার্য্যে পূর্ব্বং কর্ম্ম ততঃ পূর্ব্বভাবিকর্ম্মপ্রবর্ত্তিতেন ঈশ্বরেণ প্রবর্ত্তিতম্ ইতি বক্তব্যং, তথাচ সর্ব্বত্র অনুপপত্তিসাম্যাৎ অন্ধপরম্পরা ইত্যর্থঃ। "দ্বাবপি" কর্ম্মেশ্বরৌ। "অস্মাকং তু" ইতি। মায়াময্যাং প্রবৃত্তৌ অচোদ্যত্বাৎ ইত্যর্থঃ।৩৭

ভামতীর অনুবাদ।

এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে **পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ** এই সূত্রে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন। এখানে ইহাই অভিপ্রায়—ঈশ্বর যে কেবল নিমিত্তকারণ—ইহা শ্রুতিপ্রমাণ হইতে বলা হয়? অথবা অন্য প্রমাণ হইতে বলা হয়? অন্যপ্রমাণও কি অনুমান অথবা অর্থাপত্তি? (তন্মধ্যে) শ্রুতিপ্রমাণ হইতে বলিতে পার না। কারণ, শ্রুতি ঈশ্বরকে নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ উভয় বলিয়াছেন—ইহা বহুবার বুঝাইয়া দিয়াছি। অতএব পাশুপত আচার্য্যকে এ বিষয়ে অন্য প্রমাণ অবলম্বন করিতে হইবে। তন্মধ্যে অনুমানের সম্ভাবনা নাই। কারণ, তাহা দৃষ্টানুসারে অর্থাৎ দৃষ্টান্তানুসারে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই অনুসারে বিবেচনা করিলে সামঞ্জস্য হয় না—**হীনমধ্যম** ইত্যাদি গ্রন্থে তাহাই বলিতেছেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্র হইতে ঈশ্বর সিদ্ধি করিতে হইলে দৃষ্টবস্তুর অনুসরণ করিতে হইবে না। যেহেতু শ্রুতিগম্য—স্বর্গ অপূর্ব্ব ও দেবতাদি বিষয়ে কিছুই দৃষ্ট বস্তু নাই। কারণ, আগম দৃষ্টবস্তুর সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সাম্যবশতঃ প্রবৃত্ত হয় না। সেইজন্য শ্রুতিসিদ্ধ বস্তুর সিদ্ধির জন্য দৃষ্টবস্তুর বিরুদ্ধ স্বভাব অত্যধিক অদৃষ্ট কল্পনা করিলেও তাহারা লোহগন্ধিতা প্রাপ্ত হয় না, অর্থাৎ নিন্দার ভাজন হয় না। কারণ, তাহার (মূল) প্রমাণ আছে। আর যে সেখানে অতি অল্প দৃষ্টানুসরণ করা হয়, তাহা কেবল বন্ধুত্ববশতঃ অর্থাৎ ইচ্ছানুসারেই করা হয়, কোন বাধ্যতাবশতঃ নহে। আর যে অনুমান শাস্ত্রের অপেক্ষা করে না, তাহা দৃষ্টবস্তুর সাম্য অনুসারে প্রবৃত্ত হইয়া কণামাত্র দৃষ্টবিপরীত হইলেই অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে। যদি বল, ঈশ্বর প্রাণীগণের কর্ম্মকে অপেক্ষা করেন বলিয়া কোন দোষ হয় না? না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, কর্ম্ম ও ঈশ্বর পরস্পর পরস্পরের প্রেরিত ও প্রেরক হইলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষের সম্ভাবনা হয়।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—যদি বীতরাগ অর্থাৎ নিষ্কাম ঈশ্বর করুণার অধীন হইতেন, তাহা হইলে প্রাণিগণকে কপূয় অর্থাৎ কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেন না। আর কুৎসিত কর্ম্ম উৎপন্ন হইলেও তাহার নিয়ামক হইতেন না; কারণ, কেবল কুৎসিত কর্ম্মদ্বারাই প্রাণিগণের দুঃখ জন্মে না। যেহেতু ঈশ্বরের অধীন লোকসকল স্বাধীনভাবে কুৎসিত কর্ম্ম করিতে পারে না। আর ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত না হইয়া কুৎসিত কর্ম্ম ফল উৎপাদন করিতে পারে না। অতএব ঈশ্বর স্বাধীন হইয়াও কর্ম্মকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হন, এইরূপ দৃষ্টবিপরীত কল্পনা করিতে হইবে। আর তাহা হইলে ইহা আর একটি গণ্ডের উপর ফোড়ার মত অন্যোন্যাশ্রয় নামক দোষ হইয়া পড়িল। যথা কর্ম্ম ঈশ্বরকে প্রবৃত্ত করিবে এবং ঈশ্বর কর্ম্মকে প্রবৃত্ত করিবেন। **ন অনাদিত্বাৎ ইতি চেৎ** এই গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বকর্ম্মকর্ত্তৃক ঈশ্বর ঐহিক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হন, এবং সেই

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ।৩৮ *

ভামতীর অনুবাদ।

ঈশ্বরকর্ত্তৃক ঐহিক কর্ম্ম নিজ কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়। **ন বর্ত্তমানকালবৎ** এই গ্রন্থে তাহার নিরাস করিতেছেন। আচ্ছা, পূর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরপ্রেরিত না হইয়া কি করিয়া ঈশ্বরপ্রেরণারূপ কার্য্য করে? সেখানেও তাহার পূর্ব্বকর্ম্মকর্ত্তৃক প্রেরিত ঈশ্বরকর্ত্তৃক কর্ম্ম প্রেরিত হয়, এইরূপ কল্পনা করিলে অন্ধপরম্পরা দোষ হইল। কারণ, যাহার চক্ষুঃ আছে, সেই ব্যক্তিই অন্ধকে লইয়া যায়, অন্য অন্ধ তাহাকে লইয়া যায় না, সেইরূপ এখানেও দুইজনই প্রেরিত হইতেছে, কে কাহাকে প্রবৃত্ত করিবে।

আরও নৈয়ায়িকগণের মতে ঈশ্বরের নির্দ্দোষতা তাঁহাদের সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ—**অপি চ** এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন। আমাদের কিন্তু ইহা সিদ্ধান্ত নহে। যদি বল, করুণাবশতও লোক প্রবৃত্ত হয় দেখা যায়। আর করুণা ত দোষ নহে, এইজন্য **স্বার্থপ্রযুক্ত এব চ** এই গ্রন্থ বলিতেছেন। যেহেতু করুণা হইলে ইহার দুঃখ জন্মে, সেই হেতু দুঃখনিবারণের জন্য প্রবৃত্ত হয়, এইজন্য দয়ালুগণও স্বার্থ প্রেরিত হইয়াই কার্য্য করেন। যদি বল স্বার্থপ্রেরিত হইয়াই প্রবৃত্ত হউন না, তাহা হইলেই বা দোষ কি? এইজন্য **স্বার্থবত্ত্বাদীশ্বরস্য** ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন, অর্থাৎ যেহেতু তিনি অর্থী অর্থাৎ তাঁহার প্রয়োজন আছে, অতএব তিনি ঈশ্বর হইতে পারেন না। আর পুরুষকে উদাসীন বলিয়া স্বীকার করায় তাঁহার প্রবৃত্তি সত্য হইতে পারে না।৩৭

শাঙ্করভাষ্যম্।

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ।৩৮

পুনরপি অসামঞ্জস্যমেব। ন হি প্রধানপুরুষব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ অন্তরেণ সম্বন্ধং প্রধানপুরুষয়োঃ ঈশিতা। ন তাবৎ সংযোগলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি, প্রধানপুরুষেশ্বরাণাং সর্ব্বগতত্বাৎ নিরবয়বত্বাচ্চ। নাপি সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধঃ আশ্রয়াশ্রয়িভাবানিরূপণাৎ। নাপি অন্যঃ কশ্চিৎ কার্য্যগম্যঃ সম্বন্ধঃ শক্যতে কল্পয়িতুম্, কার্য্যকারণভাবস্যৈব অদ্যাপি অসিদ্ধত্বাৎ।

ব্রহ্মবাদিনঃ কথম্ ইতি চেৎ? ন, তস্য তাদাত্ম্যলক্ষণসম্বন্ধোপপত্তেঃ। অপি চ আগমবলেন ব্রহ্মবাদী কারণাদিস্বরূপং নিরূপয়তি ইতি ন অবশ্যং তস্য যথাদৃষ্টমেব সর্ব্বম্ অভ্যুপগন্তব্যম্ ইতি নিয়মঃ অস্তি, পরস্য তু দৃষ্টান্তবলেন কারণাদিস্বরূপং নিরূপয়তঃ যথাদৃষ্টমেব সর্ব্বম্ অভ্যুপগন্তব্যম্ ইতি অয়ম্ অস্তি অতিশয়ঃ।

পরস্যাপি সর্ব্বজ্ঞপ্রণীতাগমসম্ভাবাৎ সমানম্ আগমবলম্ ইতি চেৎ? ন, ইতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ আগমপ্রত্যয়াৎ সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধিঃ সর্ব্বজ্ঞপ্রত্যয়াচ্চ আগমসিদ্ধিঃ ইতি। তস্মাৎ অনুপপন্না সাংখ্যযোগবাদিনাম্ ঈশ্বরকল্পনা। এবম্ অন্যাসু অপি বেদবাহ্যাসু ঈশ্বরকল্পনাসু যথাসম্ভবম্ অসামঞ্জস্যং যোজয়িতব্যম্।৩৮

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—**চ** আর ঈশ্বর যে প্রকৃতি ও পুরুষের প্রবর্ত্তক হইবেন, তাহা **সম্বন্ধানুপপত্তেঃ** অর্থাৎ সম্বন্ধব্যতীত হইতে পারেন না। আর নিরবয়বব প্রধানাদির সংযোগ সম্বন্ধ হইতে পারে না অথবা যুতসিদ্ধ বলিয়া সমবায়ও হইতে পারে না। এইজন্যও অসামঞ্জস্য হয়, বেদান্তমতে কিন্তু তাদাত্ম্যসম্বন্ধ হইতে পারে।

ভাষ্যার্থ—আরও অসামঞ্জস্য হয়। যথা—প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন ঈশ্বর কোন সম্বন্ধব্যতীত সেই প্রকৃতি ও পুরুষের প্রেরণকর্ত্তা হইতে পারেন না। আর ইহাদের সংযোগরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ, প্রকৃতি পুরুষ ও ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং নিরবয়ব। আর সমবায়সম্বন্ধও হইতে পারে না। কারণ, আধারাধেয়ভাবের নিরূপণ করা যায় না। আর কার্য্য দেখিয়া অন্য কোন সম্বন্ধও কল্পনা করিতে পারা যায় না। কারণ, এখনও কার্য্যকারণভাবই সিদ্ধ হয় নাই।

* এ সূত্রে প্রথমান্তপদ না থাকায় ইহা আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গসূত্র হইল। এই সূত্রটী ভাস্কর, রামানুজ ও শ্রীকণ্ঠ ভাষ্যে নাই কিন্তু নিম্বার্ক মাধ্ব বিজ্ঞানভিক্ষু বল্লভ ও বলদেব ভাষ্যে আছে, দেখা যায়।

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

[সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ।৩৮]

ভাষ্যানুবাদ।

যদি বল বেদান্তীর কি করিয়া হয়? না, তাহা বলিতে পার না। কারণ, তাহার তাদাত্ম্যরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে। আরও বেদান্তী শ্রুতি বলে কারণাদির স্বরূপ নিরূপণ করেন, এইজন্য অবশ্যই দৃষ্টপদার্থ অনুসারেই তাহাকে সমস্ত পদার্থ স্বীকার করিতে হইবে, এইরূপ কোন নিয়ম নাই। কিন্তু অন্যের পক্ষে অর্থাৎ যিনি দৃষ্টান্তবলে কারণাদির স্বরূপ নিরূপণ করেন, তাঁহার দৃষ্টবস্তু অনুসারেই সকলপদার্থ স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই বিশেষ।

যদি বল, অন্যের পক্ষেও সর্ব্বজ্ঞরচিত শাস্ত্র থাকায় শাস্ত্রবল উভয়েরই সমান? না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া পড়ে, যথা—শাস্ত্রপ্রমাণবশতঃ সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধি হইবে এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ এই জ্ঞান হইলে তবে তাহার রচিত গ্রন্থ শাস্ত্র হইবে। অতএব সাংখ্য ও যোগিগণের ঈশ্বরকল্পনা অসঙ্গত। এইরূপ অবৈদিক অন্যান্য ঈশ্বর কল্পনাতেও যথাযোগ্য অসামঞ্জস্য যোজনা করিতে হইবে।৩৮

ভামতী।

অপরম্ অপি দৃষ্টানুসারেণ দূষণম্ আহ—"সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ"। দৃষ্টো হি সাবয়বানাম্ অসর্ব্বগতানাং চ সংযোগঃ। অপ্রাপ্তিপূর্ব্বিকা হি প্রাপ্তিঃ সংযোগঃ ন সর্ব্বগতানাং সম্ভবতি অপ্রাপ্তেঃ অভাবাৎ নিরবয়বত্বাচ্চ। অব্যাপ্যবৃত্তিতা হি সংযোগস্য স্বভাবঃ। ন চ নিরবয়বেষু অব্যাপ্যবৃত্তিতা সংযোগস্য সম্ভবতি ইত্যুক্তম্। তস্মাৎ অব্যাপ্যবৃত্তিতায়াঃ সংযোগস্য ব্যাপিকায়াঃ নিবৃত্তেঃ তদ্ব্যাপ্যস্য সংযোগস্য বিনিবৃত্তিঃ ইতি ভাবঃ। নাপি সমবায়লক্ষণঃ। স হি অযুতসিদ্ধানাম্ আধারাধেয়ভূতানাম্ ইহপ্রত্যয়হেতুঃ সম্বন্ধ ইতি অভ্যুপেয়তে। ন চ প্রধানপুরুষেশ্বরাণাং মিথঃ অস্তি আধারাধেয়ভাবঃ ইত্যর্থঃ। নাপি যোগ্যতালক্ষণঃ কার্য্যগম্য-সম্বন্ধ ইত্যাহ—"নাপি অন্য" ইতি। ন হি প্রধানস্য মহদহঙ্কারাদিকারণত্বম্ অদ্যাপি সিদ্ধমিতি। শঙ্কতে—"ব্রহ্মবাদিনঃ" ইতি। নিরাকরোতি—"ন", কুতঃ? তস্য মতে অনির্ব্বচনীয়তাদাত্ম্য-লক্ষণসম্বন্ধোপপত্তেঃ। "অপি চে"তি। আগমো হি প্রবৃত্তিং প্রতি ন দৃষ্টান্তম্ অপেক্ষতে ইতি অদৃষ্টপূর্ব্বে তদ্বিরুদ্ধে চ প্রবর্ত্তিতুং সমর্থঃ। অনুমানং তু দৃষ্টানুসারি ন এবম্বিধে প্রবর্ত্তিতুম্ অর্হতি ইতি। শঙ্কতে—"পরস্যাপি" ইতি। পরিহরতি—"ন" ইতি। অস্মাকং তু ঈশ্বরাগময়োঃ অনাদিত্বাৎ ঈশ্বরযোনিত্বেঽপি আগমস্য ন বিরোধঃ * ইতি ভাবঃ।৩৮

বেদান্তকল্পতরুঃ।

এবং শ্রুতেঃ অনুমানাচ্চ ঈশ্বরসিদ্ধিং নিরস্য পৌরুষেয়াগমাৎ তৎসিদ্ধিঃ নিরস্যতে ইত্যাহ—"পরস্যাপী"তি। "অস্মাকং তু" ইতি। শাস্ত্রযোনিত্বেঽপি ঈশ্বরস্য অনাদিসিদ্ধনিয়তক্রমাপেক্ষণাৎ ন ঈশ্বরাধীনং বেদস্য প্রামাণ্যং কিন্তু স্বতঃ, যথা দেবদত্তকৃতত্বেঽপি দীপস্য প্রকাশনশক্তিমত্ত এব কৃতত্বাৎ ন দেবদত্তাপেক্ষং তস্য প্রকাশকত্বং তদ্বৎ ইত্যর্থঃ।৩৮

ভামতীর অনুবাদ।

সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ এই গ্রন্থে দৃষ্ট অনুসারে অন্য একটি দোষও বলিতেছেন। যাহারা সাবয়ব ও সর্ব্বব্যাপী নহে, তাহাদেরই সংযোগ দেখা যায়, যেহেতু অপ্রাপ্তিপূর্ব্বক প্রাপ্তির নাম সংযোগ, তাহা সর্ব্বব্যাপীর সম্ভব নহে; কারণ, তাহাদের অপ্রাপ্তি নাই এবং তাহারা নিরবয়ব। সংযোগের স্বভাবই অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়া। আর নিরবয়বসকলের সংযোগের অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব সম্ভব নহে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব সংযোগের ব্যাপক অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব নিবৃত্ত হওয়ায় তাহার ব্যাপ্য সংযোগেরও নিবৃত্তি হইবে, ইহাই অভিপ্রায়। আর সমবায়রূপ সম্বন্ধও হইতে পারে না। কারণ, তাহা আধারাধেয়স্বরূপ অযুতসিদ্ধ পদার্থসকলের ইহপ্রত্যয়ের হেতু—সম্বন্ধ, ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন। আর প্রধান পুরুষ ও ঈশ্বরের পরস্পর আধারাধেয়ভাব নাই। আর কার্য্যরূপ হেতুদ্বারা অনুমান করিয়া যোগ্যতারূপ সম্বন্ধও হইতে পারে না, **নাপি অন্য** এই গ্রন্থদ্বারা এই কথা বলিতেছেন। যেহেতু প্রধান যে মহৎ অহঙ্কার ইত্যাদির কারণ, তাহা এখনও সিদ্ধ হয় নাই। **ব্রহ্মবাদিনঃ** এই গ্রন্থদ্বারা শঙ্কা করিতেছেন। **ন** এই গ্রন্থে তাহার নিরাস করিতেছেন। কেন? যেহেতু তাঁহার মতে অনির্ব্বচনীয় তাদাত্ম্যরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে। আগম প্রবৃত্ত হইতে হইলে দৃষ্টান্তের অপেক্ষা করে না, এইজন্য যাহা অদৃষ্টপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই তাহাতে, এবং দৃষ্টবিরুদ্ধ বস্তুতেও প্রবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু অনুমান দৃষ্ট অনুসারেই হইয়া থাকে, অতএব ঐরূপ স্থলে অর্থাৎ দৃষ্টবিরুদ্ধস্থলে

* ১ দোষঃ ইতি পাঠান্তরম্।

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ।৩৯ *

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ।৪০ †

ভামতীর অনুবাদ।

প্রবৃত্ত হইতে পারে না। **পরস্যাপি** এই গ্রন্থে শঙ্কা করিতেছেন। **ন** এই গ্রন্থে তাহার নিরাস করিতেছেন। কিন্তু আমাদের মতে ঈশ্বর ও বেদ অনাদি বলিয়া বেদ ঈশ্বর হইতে আবির্ভূত হইলেও কোন বিরোধ নাই ইহাই অভিপ্রায়।৩৮

শাঙ্করভাষ্যম্।

অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ।৩৯

ইতশ্চ অনুপপত্তিঃ তার্কিকপরিকল্পিতস্য ঈশ্বরস্য। স হি পরিকল্প্যমানঃ কুম্ভকার ইব মৃদাদীনি প্রধানাদীনি অধিষ্ঠায় প্রবর্ত্তয়েৎ। ন চ এবম্ উপপদ্যতে। ন হি অপ্রত্যক্ষং রূপাদিহীনং চ প্রধানম্ ঈশ্বরস্য অধিষ্ঠেয়ং সম্ভবতি, মৃদাদিবৈলক্ষণ্যাৎ।৩৯

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ আর প্রধান রূপাদিবিহীন হওয়ায় তাহার প্রতি ঈশ্বরের **অধিষ্ঠানানুপপত্তেঃ** অর্থাৎ অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রেরণা হইতে পারে না।

অথবা **অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ** অর্থাৎ সশরীর ব্যক্তিকেই প্রেরণা করিতে দেখা যায় বলিয়া ঈশ্বরের শরীর না থাকায় প্রেরণা করা সম্ভব নহে।

ভাষ্যার্থ—এজন্যও তার্কিকগণের কল্পিত ঈশ্বরের অনুপপত্তি হয়। ঈশ্বরের কল্পনা করিলে সেই ঈশ্বর কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকাদি প্রেরণা করে, সেইরূপ প্রধানাদি প্রেরণা করিয়া প্রবৃত্ত করিবে। কিন্তু এরূপ হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষের অগোচর রূপাদিরহিত প্রধান ঈশ্বরের অধিষ্ঠেয় অর্থাৎ প্রেরণ করিবার যোগ্য হইতে পারে না; কারণ, মৃদাদি হইতে তাহা পৃথক্।৩৯

ভামতী।

যথাদর্শনম্ অনুমানং প্রবর্ত্ততে ন অলৌকিকার্থবিষয়ম্ ইতি ইহাপি ন প্রস্মর্ত্তব্যম্। সুগমম্ অন্যৎ।৩৯

বেদান্তকল্পতরুঃ।

নন্ রূপাদিহীনস্য অধিষ্ঠেয়ত্বানুপপত্তিঃ মায়ায়াম্ অপি তুল্যা তত্রাহ যথাদর্শনম ইতি।৩৯

ভামতীর অনুবাদ।

দৃষ্ট অনুসারে অনুমানের প্রবৃত্তি হয়, (অতএব) অলৌকিক পদার্থে অনুমানের প্রবৃত্তি হয় না। একথা এখানেও ভুলিবেন না। অবশিষ্ট ভাষ্য অনায়াসে বুঝা যাইবে।৩৯

শাঙ্করভাষ্যম্।

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ।৪০

স্যাদেতৎ—যথা করণগ্রামং চক্ষুরাদিকম্ অপ্রত্যক্ষং রূপাদিহীনং চ পুরুষঃ অধিতিষ্ঠতি এবং প্রধানম্ অপি ঈশ্বরঃ অধিষ্ঠাস্যতি ইতি। তথাপি ন উপপদ্যতে। ভোগাদিদর্শনাৎ হি করণগ্রামস্য অধিষ্ঠিতত্বং গম্যতে। ন চাত্র ভোগাদয়ঃ দৃশ্যন্তে। করণগ্রামসাম্যে বা অভ্যুপগম্যমানে সংসারিণাম্ ইব ঈশ্বরস্যাপি ভোগাদয়ঃ প্রসজ্যেরন্।

অন্যথা বা সূত্রদ্বয়ং ব্যাখ্যায়তে—"অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ"। ইতশ্চ অনুপপত্তিঃ তার্কিকপরিকল্পিতস্য ঈশ্বরস্য। সাধিষ্ঠানো হি লোকে সশরীরো রাজা রাষ্ট্রস্য ঈশ্বরো দৃশ্যতে ন নিরধিষ্ঠানঃ। অতশ্চ তদ্দৃষ্টান্তবশেন অদৃষ্টম্ ঈশ্বরং কল্পয়িতুম্ ইচ্ছতঃ ঈশ্বরস্যাপি

* এ সূত্রেও প্রথমান্তপদ না থাকায়, ইহা আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গ সূত্র হইল।

† ইহাতে "চেৎ ন" এই পদদ্বয় থাকায় ইহা আরব্ধ সূত্রের অঙ্গসূত্র হইল।

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

[করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ।৪০]

শাঙ্করভাষ্যম্।

কিঞ্চিৎ শরীরং করণায়তনং বর্ণয়িতব্যং স্যাৎ। ন চ তৎ বর্ণয়িতুং শক্যতে, সৃষ্ট্যুত্তরকাল-ভাবিত্বাৎ শরীরস্য প্রাক্‌সৃষ্টেঃ তদনুপপত্তেঃ। নিরধিষ্ঠানত্বে চ ঈশ্বরস্য প্রবর্ত্তকত্বানুপপত্তিঃ, এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ।

"করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ"। অথ লোকদর্শনানুসারেণ ঈশ্বরস্যাপি কিঞ্চিৎ করণানাম্ আয়তনং শরীরং কামেন কল্প্যেত। এবমপি নোপপদ্যতে। সশরীরত্বে হি সতি সংসারিবৎ ভোগাদিপ্রসঙ্গাৎ ঈশ্বরস্যাপি অনীশ্বরত্বং প্রসজ্যেত ।৪০

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—করণবৎ চেৎ অর্থাৎ যদি বল, জীব যেমন রূপাদিবিহীন ইন্দ্রিয় সকলকে প্রেরণা করেন, সেইরূপ ঈশ্বরও প্রধানাদিকে প্রেরণা করেন। ন অর্থাৎ না, তাহা বলিতে পার না; ভোগাদিভ্যঃ অর্থাৎ কারণ, তাহা হইলে ঈশ্বরের ভোগাদি দোষের সম্ভাবনা হয়।

অথবা করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ অর্থাৎ যদি বল, ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট শরীর ঈশ্বরের আছে? না, তাহা বলিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে ঈশ্বরের ভোগাদি সম্ভাবনা হওয়ায় ঈশ্বরত্বই হয় না।

ভাষ্যার্থ—এরূপ ত হইতে পারে—যেমন প্রত্যক্ষের অগোচর ও রূপাদিরহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকলকে জীব প্রেরণা করে—এইরূপ ঈশ্বরও প্রধানকে প্রেরণা করিবে। তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না। জীবের ভোগাদি দেখা যায় বলিয়া ইন্দ্রিয়সকলের প্রেরিত হওয়া সম্ভব হয়, কিন্তু ঈশ্বরে ভোগাদি দেখা যায় না। আর প্রধানকে ইন্দ্রিয়-সকলের সমান বলিয়া যদি স্বীকার কর, তাহা হইলে সংসারি জীবগণের মত ঈশ্বরেরও ভোগাদি সম্ভব হইয়া পড়ে।

অথবা অন্য প্রকারে এই দুইটি সূত্র ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ইহার অর্থ—এজন্যও তার্কিকদিগের কল্পিত ঈশ্বরের উপপত্তি হয় না। লোকে সাধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রেরণাযুক্ত দেহবিশিষ্ট রাজা রাজ্যের ঈশ্বর অর্থাৎ প্রভু হন, ইহা দেখা যায়—নিরধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রেরণাবিহীন ব্যক্তি নহে। অতএব সেই দৃষ্টান্তবশতঃ দৃষ্টির অগোচর ঈশ্বরকে যিনি কল্পনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার মতে ঈশ্বরেরও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় কোন শরীর আছে—ইহা বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা বলিতে পারেন না; কারণ, সৃষ্টির পরে শরীর উৎপন্ন হয়, সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহা হইতে পারে না। আর যদি ঈশ্বর নিরধিষ্ঠান অর্থাৎ শরীরশূন্য হন, তাহা হইলে তিনি প্রধানের প্রেরক হইতে পারেন না; কারণ, এইরূপই লোকে দেখা যায়।

করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ। আর যদি লোকদৃষ্ট অনুসারে ঈশ্বরেরও ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় কোন শরীর ইচ্ছামত কল্পনা করেন, তাহা হইলেও সঙ্গত হয় না। কারণ, ঈশ্বর যদি দেহযুক্ত হন, তাহা হইলে সংসারী জীবের মত ভোগাদির সম্ভব হয় বলিয়া ঈশ্বরও অনীশ্বর হইয়া পড়িবেন।৪০

ভামতী।

"রূপাদিহীনমি"তি। অনুদ্ভূতরূপাদি ইত্যর্থঃ। রূপাদিহীনকরণাধিষ্ঠানং হি পুরুষস্য স্বভোগাদাবেব দৃষ্টং নান্যত্র। ন হি বাহ্যং কুঠারাদি অপরিদৃষ্টং ব্যাপারয়ন্ কশ্চিৎ উপলভ্যতে। তস্মাৎ রূপাদিহীনং করণং ব্যাপারয়ত ঈশ্বরস্য ভোগাদিপ্রসক্তিঃ। তথা চ অনীশ্বরত্বম্ ইতি ভাবঃ। কল্পান্তরম্ আহ—"অন্যথে"তি। পূর্ব্বম্ অধিষ্ঠিতিঃ অধিষ্ঠানম্, ইদানীং তু অধিষ্ঠানং ভোগায়তনং শরীরম্ উক্তম্। তথা ভোগাদিপ্রসঙ্গেন অনীশ্বরত্বং পূর্ব্বম্ আপাদিতম্। সম্প্রতি তু শরীরত্বেন ভোগাদিপ্রসঙ্গাৎ অনীশ্বরত্বম্ উক্তম্ ইতি বিশেষঃ।৪০

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অধিষ্ঠানেতি (২।২।৩৯) সূত্রগতব্যাখ্যানয়োঃ ভেদমাহ—"পূর্ব্বমি"তি। "করণবচ্চেদি"তি (২।২।৪০) সূত্রস্থব্যাখ্যানয়োঃ বিশেষমাহ—"তথে"তি।৪০

ভামতীর অনুবাদ।

রূপাদিহীন অর্থাৎ যাহার উদ্ভূত রূপাদি নাই। রূপাদিহীন ইন্দ্রিয়কে প্রেরণা করা কেবল পুরুষের নিজের ভোগাদিতেই দেখা যায়, অন্য বিষয়ে দেখা যায় না। কারণ, দৃষ্টির অগোচর বাহ্যিক কুঠারাদি প্রেরণা

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ।৪১ *

ভামতীর অনুবাদ।

করিতে কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় না। অতএব যিনি রূপাদিরহিত ইন্দ্রিয়কে প্রেরণা করেন, সেই ঈশ্বরের ভোগাদির আপত্তি হয়, এবং তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না—ইহাই অভিপ্রায়। অন্যথা এই গ্রন্থদ্বারা অন্য প্রকার ব্যাখ্যা বলিতেছেন। পূর্ব্ব ব্যাখ্যায় অধিষ্ঠান শব্দের অর্থ—অধিষ্ঠিতি অর্থাৎ প্রেরণা করা, এক্ষণে কিন্তু অধিষ্ঠান শব্দের অর্থ—ভোগায়তন শরীর বলা হইয়াছে। আর ভোগাদির আপত্তি হয় বলিয়া ঈশ্বরের অনীশ্বরত্ব হয়—ইহা পূর্ব্বে আপত্তি করা হইয়াছে। এখন কিন্তু শরীরযুক্ত হওয়ায় ভোগাদির আপত্তি হওয়ায় অনীশ্বরত্ব বলা হইয়াছে—ইহাই বিশেষ।৪০

শাঙ্করভাষ্যম্।

অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা।৪১

ইতশ্চ অনুপপত্তিঃ তার্কিকপরিকল্পিতস্য ঈশ্বরস্য। স হি সর্ব্বজ্ঞঃ তৈঃ অভ্যুপগম্যতে অনন্তশ্চ। অনন্তং চ প্রধানম্ অনন্তাশ্চ পুরুষাঃ মিথো ভিন্না অভ্যুপগম্যন্তে। তত্র সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ প্রধানস্য পুরুষাণাম্ আত্মনশ্চ ইয়ত্তা পরিচ্ছিদ্যেত বা ন বা পরিচ্ছিদ্যেত? উভয়থাপি দোষঃ অনুষক্ত এব। কথম্? পূর্ব্বস্মিন্ তাবৎ বিকল্পে ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নত্বাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরাণাম্ অন্তবত্ত্বম্ অবশ্যম্ভাবি, এবং লোকে দৃষ্টত্বাৎ। যদ্ধি লোকে ইয়ত্তা-পরিচ্ছিন্নং বস্তু পটাদি তদন্তবৎ দৃষ্টং, প্রধানপুরুষেশ্বরত্রয়ম্ অপি ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নত্বাৎ অন্তবৎ স্যাৎ। সংখ্যাপরিমাণং তাবৎ প্রধানপুরুষেশ্বরত্রয়রূপেণ পরিচ্ছিন্নম্। স্বরূপপরি-মাণম্ অপি তদ্গতম্ ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিদ্যেত ইতি। পুরুষগতা চ মহাসংখ্যা। ততশ্চ ইয়ত্তাপরিচ্ছিন্নানাং মধ্যে যে সংসারিণঃ সংসারাৎ মুচ্যন্তে তেষাং সংসারঃ অন্তবান্, সংসারিত্বং চ তেষাম্ অন্তবৎ। এবম্ ইতরেষু অপি ক্রমেণ মুচ্যমানেষু সংসারস্য সংসারিণাং চ অন্তবত্ত্বং স্যাৎ। প্রধানং চ সবিকারং পুরুষার্থম্ ঈশ্বরস্য অধিষ্ঠেয়ং সংসারিত্বেন অভিমতং তচ্ছূন্যতায়াম্ ঈশ্বরঃ কিম্ অধিতিষ্ঠেৎ? কিংবিষয়ে বা সর্ব্বজ্ঞতে-শ্বরতে স্যাতাম্? প্রধানপুরুষেশ্বরাণাং চ এবম্ অন্তবত্ত্বে সতি আদিমত্ত্বপ্রসঙ্গঃ। আদ্যন্তবত্ত্বে চ শূন্যবাদপ্রসঙ্গঃ। অথ মাভূৎ এষ দোষঃ ইতি উত্তরো বিকল্পঃ অভ্যুপগম্যেত, ন প্রধানস্য পুরুষাণাম্ আত্মনশ্চ ইয়ত্তা ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিদ্যতে ইতি, তত ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাভ্যুপগমহানিঃ অপরো দোষঃ প্রসজ্যেত। তস্মাৎ অপি অসঙ্গতঃ তার্কিকপরি-গৃহীতঃ ঈশ্বরকারণবাদঃ।৪১ ইতি সপ্তমং পত্যধিকরণম্।৪১

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—ঈশ্বর যদি প্রধান জীব এবং নিজের পরিমাণ এবং সংখ্যার সীমা করিতে পারেন, তাহা হইলে **অন্ত-বত্ত্বম্** অর্থাৎ তাঁহার বিনাশ হইবে, **অসর্ব্বজ্ঞতা বা** আর যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইবেন না।

ভাষ্যার্থ—এজন্যও তার্কিকগণের কল্পিত ঈশ্বরের উপপত্তি হয় না। তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং অনন্ত—ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন। প্রধান অনন্ত, পুরুষও অনন্ত এবং পরস্পর ভিন্ন—ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর, প্রধান পুরুষ ও নিজের সীমা জানিতে পারেন কি না? দুই প্রকারেই দোষ হইয়াই থাকে। কেন? পূর্ব্বকল্পে সীমাযুক্ত হওয়ায় প্রধান পুরুষ ও ঈশ্বরের ধ্বংস হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে; কারণ, লোকে এইরূপই দেখা যায়। সীমাযুক্ত যে পটাদি বস্তু, তাহার ধ্বংস হয়, ইহা লোকে দেখা যায়। সেইরূপ প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর—এই তিনটিই সীমাযুক্ত

* এস্থলে "অন্তবত্ত্বম্" এবং "অসর্ব্বজ্ঞতা" পদ প্রথমান্ত হওয়ায় অধিকরণ আরম্ভক সূত্র হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু "বা" পদটী থাকায় তাহা পূর্ব্বসূত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ হইল, আর তজ্জন্য অধিকরণ আরম্ভকও হইল না। পরে "উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" সূত্রে "নৈকাস্মিন্নসম্ভবাৎ" সূত্রের নকার অনুবৃত্ত হওয়ায় প্রথমান্তপদ লাভ হয়, আর তজ্জন্য তাহা অধিকরণ আরম্ভক হওয়ায় এই সূত্রটী আরব্ধ অধিকরণের শেষসূত্রই হইল। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার স্বতন্ত্র অধিকরণ হইবার পক্ষে বাধা কি তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

[অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ।৪১]

ভাষ্যানুবাদ।

বলিয়া ধ্বংসশীল হইবে। প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর—এই তিনরূপে সংখ্যার পরিমাণ সীমাযুক্ত। আর তাঁহাদের স্বরূপের পরিমাণও ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন করুন, আর জীবগণের মহাসংখ্যাও ঈশ্বর পরিচ্ছিন্ন করুন। আর তাহা হইলে সীমাযুক্ত জীবগণের মধ্যে যে সংসারিগণ সংসার হইতে মুক্ত হন, তাহাদের সংসার অন্তবান্ অর্থাৎ বিনাশশীল, এবং তাহাদের সংসারী হওয়াও বিনাশশীল। আর অন্য জীবগণও ক্রমে মুক্ত হইলে সংসার ও সংসারীর বিনাশ হইবে। আর মহদাদি বিকারের সহিত প্রধান, পুরুষের ভোগের জন্য ঈশ্বরকর্তৃক প্রেরিত হইয়া সংসারী হন—ইহা তাঁহাদের মত; তাহা না থাকিলে ঈশ্বর কাহাকে প্রেরণা করিবেন? কাহাকে লইয়াই বা তিনি সর্ব্বজ্ঞ বা ঈশ্বর হইবেন। আর প্রকৃতি পুরুষ ও ঈশ্বরের এইরূপে বিনাশ হইলে তাঁহারা আদিমান্ হইয়া পড়িবে। আর আদি ও অন্তযুক্ত হইলে শূন্যবাদ হইয়া পড়িল। আর এই দোষ যাহাতে না হয়, সেজন্য যদি দ্বিতীয়কল্প স্বীকার করেন, অর্থাৎ ঈশ্বর প্রকৃতিপুরুষ ও নিজের সীমা জানিতে পারেন না—বলেন? তাহা হইলে তাঁহার যে সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকার করা হইয়াছে, তাহার ভঙ্গরূপ অন্যদোষ হইয়া পড়িবে। এজন্যও তার্কিকগণের কল্পিত ঈশ্বরকারণবাদ অসঙ্গত। পত্যধিকরণনামক সপ্তম অধিকরণ সমাপ্ত হইল।৪১

ভামতী।

অপি চ সর্ব্বত্র অনুমানং প্রমাণয়তঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাণাম্ অপি সংখ্যাভেদবত্ত্বম্ অন্তবত্ত্বং চ দ্রব্যত্বাৎ সংখ্যান্যত্বে সতি প্রমেয়ত্বাৎ বা অনুমাতব্যং, ততশ্চ অন্তবত্ত্বম্ অসর্ব্বজ্ঞতা বা। অস্মাকং তু আগমগম্যে অর্থে তদ্বাধিতবিষয়তয়া ন অনুমানং প্রভবতি ইতি ভাবঃ। স্বরূপ-পরিমাণম্ অপি যস্য যাদৃশম্—অণু মহৎ পরমমহৎ দীর্ঘং হ্রস্বং চ ইতি। অথ মাভূৎ এষ দোষঃ ইতি উত্তরো বিকল্পঃ। যস্য অন্তঃ অস্তি তস্য অন্তবত্ত্বাগ্রহণম্ অসর্ব্বজ্ঞতাম্ আপাদয়েৎ। যস্য তু অন্ত এব নাস্তি তস্য তদগ্রহণং ন অসর্ব্বজ্ঞাতম্ আবহতি। ন হি শশবিষাণাদ্যজ্ঞানাৎ অজ্ঞো ভবতি ইতি ভাবঃ। পরিহরতি—"তত" ইতি। আগমানপেক্ষস্য অনুমানম্ এষাম্ অন্তবত্ত্বম্ অবগময়তি ইত্যুক্তম্।৪১

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"প্রধানপুরুষেশ্বরাণামি"তি। এষাং পুরুষান্ জাত্যা একীকৃত্য ত্রিত্বং তাবৎ সিদ্ধং, পুরুষাণাং তু পরার্দ্ধাদিসংখ্যাসু মধ্যে অন্যতম-সংখ্যায়া ইয়ত্ত এব ইতি সংখ্যাভেদবত্ত্বং দ্রব্যত্বাৎ কুসূলমিতধান্যবৎ ইতি অনুমায় সর্ব্বেষাং প্রধানাদীনাং সংখ্যাবত্ত্বাৎ অন্তবত্ত্বং বিনাশিত্বম্ অনুমাতব্যম্। যদ্যপি দ্রব্যত্বাদেব অন্তবত্ত্বং সর্ব্বেষাম্ অনুমাতুং শক্যম্, তথাপি প্রবাহনিত্যত্বাৎ অনিত্যানাম্ অপি স্রোতোরূপেণ সংসার-বাহকত্বশঙ্কাং ব্যাবর্ত্তয়িতুং সংখ্যাভেদবত্ত্বম্ অনুমিতম্। এবং তাবৎ দ্রব্যাশ্রিতা এব সংখ্যা ইতি যেষাম্ আগ্রহঃ তন্মতে সংখ্যাভেদবত্ত্বে দ্রব্যত্বং হেতূকৃতম্। অথ সংখ্যাং বিহায় সর্ব্বত্র সংখ্যা অস্তি ইতি মতং তন্মতে অনুমানং "সংখ্যান্যত্বে সতি" ইতি। সংখ্যান্যত্বাৎ ইত্যর্থঃ। সপ্তমী চ নিমিত্তার্থা। অথ সংখ্যায়াম্ অপি সংখ্যা অস্তি ইতি মতম্, তত্র অনুমানম্ আহ—"প্রমেয়ত্বাদি"তি। সামান্যতো-দৃষ্টানুমানোপন্যাসস্তু ঈদৃশেনাপি দুষ্টত্বাৎ আভাসতরঃ পরপক্ষ ইতি দ্যোতনায়। ব্যাখ্যাতে অর্থে সূত্রম্ অবতারয়তি—"ততশ্চে"তি। নন্বন্ধ্যাপি অন্তবৎ, একত্বাৎ, একঘটবৎ—ইতি কিং ন স্যাৎ অত আহ—"অস্মাকং তু" ইতি। ভাষ্যস্থস্বরূপপরিমাণপদং ব্যাচষ্টে—"স্বরূপে"তি। পরিহরতি "তত ঈশ্বরস্য ইত্যাদিভাষ্যেণ ইতি শেষঃ। অসতি হি অন্তে তদপরিচ্ছেদঃ ন দোষায় অস্তি চ স ইত্যাহ—"আগমে"তি। আগমানপেক্ষঃ বাদী তস্য ইতি। ইতি সপ্তমং পত্যধিকরণম্।৪১

ভামতীর অনুবাদ।

আরও সকলস্থানেই যিনি অনুমানকে প্রমাণ করেন সেই তার্কিক, প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বর সংখ্যাবিশেষবিশিষ্ট এবং অন্তবৎ অর্থাৎ বিনাশশীল, যেহেতু তাহারা দ্রব্য অথবা সংখ্যাভিন্ন হইয়া প্রমেয়—এইরূপ অনুমান করিবেন, এবং তাহা হইলে ঈশ্বর বিনাশী অথবা অসর্ব্বজ্ঞ হইবেন। কিন্তু আমাদের মতে শ্রুতিপ্রতিপাদিত বস্তুতে শ্রুতিদ্বারা অনুমানের বিষয় বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া অনুমান প্রভুত্ব করিতে পারে না, ইহাই অভিপ্রায়। স্বরূপের পরিমাণও যাহার যেরূপ, যথা—অণু মহৎ পরমমহৎ দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব ইত্যাদি। আর যাহাতে এই দোষ না হয়, এইজন্য শেষকল্প বলা হইয়াছে। যাহার শেষ আছে, তাহার শেষের জ্ঞান না হইলে ঈশ্বরের অসর্ব্বজ্ঞতার আপত্তি হইবে, কিন্তু যাহার শেষই নাই তাহার শেষের জ্ঞান না হইলে অসর্ব্বজ্ঞতা হয় না। কারণ, শশশৃঙ্গের জ্ঞান না হওয়ায় কেহ অজ্ঞ হয় না, ইহাই অভিপ্রায়। তত এই গ্রন্থে এই আপত্তির পরিহার করিতেছেন। শাস্ত্রনিরপেক্ষ অনুমান, প্রধানাদির বিনাশ আছে—ইহা বুঝাইয়া দিতেছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।৪১ পত্যধিকরণ সমাপ্ত হইল।

(নৈয়ায়িকপাশুপতমতখণ্ডনম্।)

[অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ।৪১]

সপ্তমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

ষষ্ঠাধিকরণে অনৈকান্তবাদী জৈনগণের মত খণ্ডিত হইয়াছে, এক্ষণে ঈশ্বরনিমিত্তকারণবাদী মাহেশ্বর মতের খণ্ডন করা হইতেছে। এই মাহেশ্বর মতের অন্তর্গত চারিটী মতবাদ আছে, যথা—শৈব, পাশুপত, কারুণিকসিদ্ধান্ত এবং কাপালিক। রামানুজভাষ্যে কারুণিকসিদ্ধান্তের স্থলে কালামুখ নাম আছে। ভাস্করভাষ্যে কাঠকসিদ্ধান্তী নাম আছে। ইহারা ঈশ্বরের নিমিত্তকারণতাপক্ষে সকলেই একমত। এতদ্ব্যতীত উক্ত বিষয়ে সেশ্বর সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় ও বৈশেষিক মতেরও ঐক্য থাকায় সেই মতগুলিও এই প্রসঙ্গে খণ্ডিত হইতেছে। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহেও চারিপ্রকার মাহেশ্বর মতের উল্লেখ আছে, যথা—নকুলীশপাশুপত, শৈব, রসেশ্বরদর্শন ও প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন। কিন্তু এই চারি-সম্প্রদায় মাহেশ্বর মতের সহিত উপরি উক্ত চারিটী মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের সকল বিষয়ে ঐক্য নাই। যাহা হউক, পূর্ব্বে জৈনমত খণ্ডনকালে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব বিরুদ্ধ বলিয়া একত্র থাকিতে পারে না, বলা হইয়াছিল, এক্ষণে তদ্রূপ উপাদানত্ব ও কর্ত্তৃত্ব এই পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মও একত্র থাকিতে পারে না—এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি দ্বারা এই অধিকরণে পাশুমত উল্লেখ করিয়া তাহার খণ্ডন করা হইতেছে।

এই অধিকরণে পাঁচটী সূত্র আছে, যথা—

১। পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ।৩৭
২। সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ।৩৮
৩। অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ।৩৯
৪। করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ।৪০
৫। অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ।৪১

ইহাদের আক্ষরিক অর্থ এইরূপ—

১। ঈশ্বর স্বতন্ত্রভাবে প্রধান ও পুরুষের অধিষ্ঠাতা হইয়া জগতের নিমিত্তকারণ হন—ইহা উপপন্ন হয় না; কারণ, ইহাতে অসামঞ্জস্য হয়। এস্থলে পূর্ব্ব অধিকরণের প্রথম সূত্রের "ন"কারের অনুবৃত্তি করিতে হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

২। ঈশ্বরের সহিত প্রের্য্য প্রধানাদির সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হইবে না। আর সম্বন্ধও সম্ভব হয় না। কারণ, নিরবয়বত্ব ও যুতসিদ্ধত্বপ্রযুক্ত সংযোগসমবায়াদি সম্বন্ধের সম্ভাবনা হয় না।

৩। কুম্ভকারের মৃত্তিকার প্রেরকত্বের ন্যায় ঈশ্বর প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া সৃষ্টি করেন অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার জন্য প্রকৃতিকে প্রেরণ করেন, এ কথাও সঙ্গত হয় না। কারণ, সেখানেও অসামঞ্জস্য হয়।

৪। পুরুষ অর্থাৎ আত্মা যেমন অপ্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়া প্রেরক হন, সেইরূপ ঈশ্বরও অপ্রত্যক্ষ প্রধানের অধিষ্ঠাতা, এরূপ বলাও সঙ্গত নহে। কারণ, ইন্দ্রিয়ের সহিত জীবের ও ঈশ্বরের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধের ভেদ আছে, অর্থাৎ জীবের ভোগার্থই ইন্দ্রিয়গণ প্রেরিত হয়, ঈশ্বরে সেই ভোগ সম্ভবপর নহে।

৫। তার্কিকেরা যে ভাবে ঈশ্বরকে উপস্থাপিত করেন, সেভাবে ঈশ্বরের বিনাশিত্ব অথবা অসর্ব্বজ্ঞতা আসিয়া পড়ে, পরন্তু তাহা অসঙ্গত। অর্থাৎ প্রধান জীব ও ঈশ্বরের যত সংখ্যা এবং পরিমাণ আছে তাহারা উভয়ই ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন হয় কি না এই সন্দেহে পরিচ্ছিন্ন হয় স্বীকার করিলে সেই প্রধান জীব ও ঈশ্বর ঘটবৎ বিনাশী হন, আর অপরিচ্ছিন্ন স্বীকার করিলে ঈশ্বর অসর্ব্বজ্ঞ হন। এজন্য মাহেশ্বরসিদ্ধান্ত অপ্রমাণ।

যাহা হউক, পূর্ব্বাধিকরণের সহিত এই অধিকরণের সঙ্গতি, বিষয় ও সংশয়াদি অবয়বগুলি যেরূপ তাহা এই—

(১) **সঙ্গতি—**

প্রথম শ্রুতিসঙ্গতি—প্রথমাধিকরণবৎ
দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি— ঐ
তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি— ঐ
চতুর্থ পাদসঙ্গতি— ঐ
পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—দৃষ্টান্তসঙ্গতি। অর্থাৎ পূর্ব্বাধিকরণে যেমন সত্ত্ব ও অসত্ত্ব—এই বিরুদ্ধ ধর্ম্ম একত্র থাকিতে পারে না, তদ্রূপ উপাদানত্ব ও কর্ত্তৃত্ব একত্র থাকিতে পারে না—এই দৃষ্টান্তসঙ্গতি দ্বারা এই অধিকরণের আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ইহার সহিত পূর্ব্বাধিকরণের দৃষ্টান্তসঙ্গতি বলা হয়।

(২) **বিষয়—**ঈশ্বরের জগৎকার্য্যের প্রতি কেবল নিমিত্তকারণতারূপ মাহেশ্বরসিদ্ধান্ত।

(৩) **সংশয়—**উক্ত মাহেশ্বরসিদ্ধান্ত প্রমাণমূলক কি না?

উৎপত্ত্যধিকরণং নাম

অষ্টমম্ অধিকরণম্।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্)

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ।৪২ *

সপ্তমাধিকরণের তাৎপর্য।

(৪) **পূর্ব্বপক্ষ**—মাহেশ্বরসিদ্ধান্তটী প্রমাণমূলক, অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টিতে ঈশ্বর কেবলই নিমিত্তকারণ। যেমন কুম্ভকার উপাদানকারণ না হইয়া দণ্ডচক্রাদিকে প্রযুক্ত করে বলিয়া কেবল নিমিত্তকারণ হয়। এস্থলেও তদ্রূপ। এ বিষয়ে শাস্ত্রদর্পণে বলা হইয়াছে—

"ন দ্রব্যং প্রত্যুপাদানমীশ্বরশ্চেতনত্বতঃ।
কুলালবন্নিয়ন্তুর্হি নিয়ম্যত্বং বিরুধ্যতে॥

অর্থাৎ ঈশ্বর চেতন বলিয়া দ্রব্যের প্রতি তিনি উপাদানকারণ নহেন। কুম্ভকার নিয়ন্তা বলিয়া যেমন নিয়ম্য হয় না, এস্থলেও তদ্রূপ নিয়ন্তা ঈশ্বরের নিয়ম্যত্ব বিরুদ্ধ হয়।

(৫) **সিদ্ধান্ত**—জগতের সৃষ্টিতে ঈশ্বর কেবল নিমিত্তকারণ হইতে পারেন না। কারণ, তাহা হইলে বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যাদি দোষ অপরিহার্য্য হয়। এ বিষয়ে শাস্ত্রদর্পণে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহা এই—

"অধিগম্য শ্রুতেরীশমনুপাদানতা যদি।
অনুমীয়েত বাধঃ স্যাদাশ্রয়াসিদ্ধিরন্যথা॥

অর্থাৎ শ্রুতি হইতে ঈশ্বরের বিষয় অবগত হইয়া যদি তাহার অনুপাদানতা অনুমান করা হয়, তবে বাধ হইবে, অন্যথা আশ্রয়সিদ্ধি হইবে।

(৬) **ফলভেদ**—পূর্ব্ববৎ (তৃতীয়াধিকরণ দ্রষ্টব্য)।

এই বিষয়টী শ্রীমদ্‌ভারতীতীর্থের অধিকরণমালায় যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই—

তটস্থেশ্বরবাদো যঃ স যুক্তোঽথ ন যুজ্যতে।
যুক্তঃ কুলালদৃষ্টান্তান্নিয়ন্তৃত্বস্য সম্ভবাৎ ॥১
ন যুক্তো বিষমত্বাদিদোষাদ্ বৈদিক ঈশ্বরে।
অভ্যুপেতে তটস্থত্বং ত্যাজ্যং শ্রুতিবিরোধতঃ ॥২

অন্বয়ঃ —যঃ তটস্থেশ্বরবাদঃ সঃ যুক্তঃ অথ ন যুজ্যতে? কুলালদৃষ্টান্তাৎ নিয়ন্তৃত্বস্য সম্ভবাৎ যুক্তঃ।১ বিষমত্বাদিদোষাৎ বৈদিকে ঈশ্বরে অভ্যুপেতে ন যুক্তঃ, শ্রুতিবিরোধতঃ তটস্থত্বং ত্যাজ্যম্।২

অর্থ -যাহা তটস্থ ঈশ্বরবাদ তাহা সঙ্গত অথবা অসঙ্গত? কুম্ভকারের দৃষ্টান্ত থাকায় নিয়ন্তৃত্বের সম্ভাবনা হয় বলিয়া তাহা সঙ্গত।১ বিষমত্বাদি দোষ হয় বলিয়া বৈদিক ঈশ্বরে তাহার স্বীকার সঙ্গত হয় না। শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় বলিয়া ঈশ্বরের তটস্থত্ব পরিত্যাজ্যই হয়।২

শাঙ্করভাষ্যম্।

উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ।৪২

যেষাম্ অপ্রকৃতিঃ অধিষ্ঠাতা কেবলং নিমিত্তকারণম্ ঈশ্বরঃ অভিমতঃ, তেষাং পক্ষঃ প্রত্যাখ্যাতঃ। যেষাং পুনঃ প্রকৃতিশ্চ অধিষ্ঠাতা চ উভয়াত্মকং কারণম্ ঈশ্বরঃ অভিমতঃ, তেষাং পক্ষঃ প্রত্যাখ্যায়তে।

ননু শ্রুতিসমাশ্রয়ণেনাপি এবংরূপ এব ঈশ্বরঃ প্রাক্ নির্দ্ধারিতঃ "প্রকৃতিশ্চ অধিষ্ঠাতা চ" (১।৪।২৩) ইতি। শ্রুত্যনুসারিণী চ স্মৃতিঃ প্রমাণম্ ইতি স্থিতিঃ। তৎ কস্য হেতোঃ

* ইহার পূর্ব্বে "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" সূত্র হইতে নকার অনুবৃত্তি করিয়া পূর্ব্বাধিকরণ আরম্ভক "পত্যুরসমঞ্জস্যাৎ" সূত্রে আনিয়া তদ্দ্বারা যেমন একটী পৃথক্ অধিকরণ করা হইয়াছে, এস্থলে তদ্রূপ সেই নকারের অনুবৃত্তি হওয়ায় প্রথমান্ত পদ "ন"কার থাকায় ইহাও অধিকরণ আরম্ভক সূত্র হইল। মধ্ব, নিম্বার্ক ও বলদেব ভাষ্যে এতদ্দ্বারা শাক্তমতখণ্ডন বর্ণিত হইয়াছে, অন্য সকল ভাষ্যে পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডন বর্ণিত হইয়াছে। তবে রামানুজভাষ্যে ইহাতে পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমত স্থাপন করা হইয়াছে। আর তজ্জন্য এই সূত্রটী তন্মতে পূর্ব্বপক্ষসূত্র করা হইয়াছে। অন্য সকল মতেই ইহা সিদ্ধান্তসূত্র।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্।)

[উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ।৪২]

শাঙ্করভাষ্যম্।

এষ পক্ষঃ প্রত্যাচিখ্যাসিতঃ ইতি? উচ্যতে যদ্যপি এবংজাতীয়কঃ অংশঃ সমানত্বাৎ ন বিসংবাদগোচরো ভবতি, অস্তি তু অংশান্তরং বিসংবাদস্থানম্ ইত্যতঃ তৎপ্রত্যাখ্যানায় আরম্ভঃ।

তত্র ভাগবতা মন্যন্তে—"ভগবান্ এব একো বাসুদেবঃ নিরঞ্জনজ্ঞানস্বরূপঃ পরমার্থতত্ত্বং, স চতুর্ধা আত্মানং প্রবিভজ্য প্রতিষ্ঠিতঃ—বাসুদেবব্যূহরূপেণ সঙ্কর্ষণব্যূহরূপেণ প্রদ্যুম্নব্যূহরূপেণ অনিরুদ্ধব্যূহরূপেণ চ। বাসুদেবো নাম পরমাত্মা উচ্যতে। সঙ্কর্ষণো নাম জীবঃ। প্রদ্যুম্নো নাম মনঃ। অনিরুদ্ধো নাম অহঙ্কারঃ। তেষাং বাসুদেবঃ পরা প্রকৃতিঃ, ইতরে সঙ্কর্ষণাদয়ঃ কার্য্যম্। তম্ ইত্থম্ভূতং পরমেশ্বরং ভগবন্তম্ অভিগমনোপাদানেজ্যাস্বাধ্যায়-যোগৈঃ বর্ষশতম্ ইষ্ট্বা ক্ষীণক্লেশঃ ভগবন্তমেব প্রতিপদ্যতে" ইতি।

তত্র যৎ তাবৎ উচ্যতে যোঽসৌ নারায়ণঃ পরঃ অব্যক্তাৎ প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মা সর্ব্বাত্মা স আত্মনা আত্মানম্ অনেকধা ব্যূহ্য অবস্থিতঃ ইতি, তৎ ন নিরাক্রিয়তে, "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" (ছাঃ ৭।২৬।২) ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ পরমাত্মনঃ অনেকধাভাবস্য অধিগতত্বাৎ। যদপি তস্য ভগবতঃ অভিগমনাদিলক্ষণম্ আরাধনম্ অজস্রম্ অনন্যচিত্ততয়া অভিপ্রেয়তে, তদপি ন প্রতিষিধ্যতে, শ্রুতিস্মৃত্যোঃ ঈশ্বরপ্রণিধানস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ। যৎ পুনঃ ইদম্ উচ্যতে বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণঃ উৎপদ্যতে সঙ্কষণাচ্চ প্রদ্যুম্নঃ প্রদ্যুম্নাচ্চ অনিরুদ্ধ ইতি, অত্র ব্রূমঃ—ন বাসুদেবসংজ্ঞকাৎ পরমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞকস্য জীবস্য উৎপত্তিঃ সম্ভবতি, অনিত্যত্বাদি-দোষপ্রসঙ্গাৎ। উৎপত্তিমত্ত্বে হি জীবস্য অনিত্যত্বাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্। ততশ্চ নৈব অস্য ভগবৎপ্রাপ্তিঃ মোক্ষঃ স্যাৎ, কারণপ্রাপ্তৌ কার্য্যস্য প্রবিলয়প্রসঙ্গাৎ। প্রতিষেধিষ্যতি চ আচার্য্যঃ জীবস্য উৎপত্তিম্—"নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" (২।৩।১৭) ইতি। তস্মাৎ অসঙ্গতা এষা কল্পনা ।৪২

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—পাঞ্চরাত্র ও ভাগবতগণ বলেন—বাসুদেব নামক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ নামক জীবের উৎপত্তি হয়—কিন্তু (**ন**) **উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ** অর্থাৎ সেই উৎপত্তি সম্ভব নহে; কারণ, জীবের উৎপত্তি হইলে বিনাশও অবশ্যম্ভাবী হয়, এবং জীব স্বকারণ বাসুদেবে লীন হইলে তাহার মোক্ষলাভ হইতে পারে না। অতএব পাঞ্চরাত্র ও ভাগবতমত অসঙ্গত।

ভাষ্যার্থ—ঈশ্বর অপ্রকৃতি অর্থাৎ উপাদানকারণ নহেন, অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ কেবল নিমিত্তকারণ—ইহা যাহাদের অভিপ্রেত, সেই নৈয়ায়িক ও পাশুপতাদির মত খণ্ডন করা হইল। আর ঈশ্বর উপাদানকারণ এবং নিমিত্তকারণ, এই উভয় কারণই—ইহা যাঁহাদের মত, তাঁহাদের মত খণ্ডন করা হইতেছে।

যদি বল, শ্রুতির আশ্রয় লইয়াও পূর্ব্বে এইরূপই ঈশ্বর স্থির করা হইয়াছে যে, তিনি উপাদানকারণও বটেন এবং নিমিত্তকারণও বটেন। (১।৪।২৩ সূত্র দ্রষ্টব্য) আর শ্রুতির অনুগত স্মৃতিই প্রমাণ হয়—ইহাই ব্যবস্থা। (ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র প্রভৃতি স্মৃতিই) তাহা হইলে কিজন্য এই মত খণ্ডন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? বলিতেছি—যদিও এই অংশ শ্রুতি ও স্মৃতির সমান বলিয়া বিবাদের বিষয় নহে বটে; কিন্তু অপর অংশ বিবাদের বিষয় আছে, সেই অংশের খণ্ডনের জন্য এই অধিকরণের আরম্ভ হইয়াছে।

এ বিষয়ে ভাগবতগণ মনে করেন—"বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবই পরমার্থ তত্ত্ব। তিনি নিজেকে চারিভাগে বিভাগ করিয়া বাসুদেবব্যূহরূপে, সঙ্কর্ষণব্যূহরূপে, প্রদ্যুম্নব্যূহরূপে এবং অনিরুদ্ধব্যূহরূপে অবস্থিত। বাসুদেব নামে পরমাত্মাকে বলা হয়, সঙ্কর্ষণ নামে জীবকে বলা হয়, প্রদ্যুম্ন নামে মনকে বলা হয়, এবং অনিরুদ্ধ নামে অহঙ্কারকে বলা হয়। তাঁহাদের মধ্যে বাসুদেব পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ মূলকারণ,

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্।)

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ।৪৩ *

ভাষ্যানুবাদ।

সঙ্কর্ষণাদি অপরে তাঁহার কার্য্য। এই প্রকার পরমেশ্বর সেই ভগবান্‌কে **অভিগমন** অর্থাৎ কায়-মনঃ-বাক্যের সাবধানতাপূর্ব্বক দেবতার গৃহে গমন, **উপাদান** অর্থাৎ পূজার উপকরণের আয়োজন, **ইজ্যা** অর্থাৎ পূজা, **স্বাধ্যায়** অর্থাৎ স্তোত্র মন্ত্র লীলাদির পাঠ, এবং **যোগ** অর্থাৎ ধ্যান ইত্যাদিদ্বারা শত বৎসর ধরিয়া উপাসনা করিয়া ক্ষীণক্লেশ অর্থাৎ রাগদ্বেষমোহাদি হইতে মুক্ত হইয়া ভগবান্‌কেই পাওয়া যায়।"

সেখানে যে বলা হয়—সেই যে নারায়ণ তিনি প্রকৃতির অতীত, প্রসিদ্ধ পরমাত্মা, সর্ব্বাত্মা অর্থাৎ সকলের আত্মা তিনি স্বয়ং নিজেকে নানা প্রকারে ব্যূহ করিয়া বিভাগ করিয়া আছেন, তাহা খণ্ডন করা হইতেছে না। কারণ,

স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি (ছাঃ ৭।২৬।২)

অর্থাৎ তিনি একাকী থাকেন, তিনপ্রকারে বিভক্ত হন্ ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, পরমাত্মা অনেক ভাববিশিষ্ট হইয়া থাকেন। আরও যে সেই ভগবানের অভিগমনাদিরূপ নানাবিধ আরাধনা তাহা নিরন্তর একাগ্রচিত্ত হইবার জন্য স্বীকার করা হয়—তাহাও নিষেধ করা হইতেছে না; কারণ, শ্রুতি ও স্মৃতিতে ঈশ্বরের প্রতি প্রণিধান অর্থাৎ ভক্তিবিশেষ প্রসিদ্ধই আছে। কিন্তু তাঁহারা যে বলেন—বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হন, এ বিষয়ে আমরা বলি—বাসুদেব নামক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণ নামক জীবের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে; কারণ, তাহা হইলে অনিত্যত্বাদি দোষের আপত্তি হয়। জীব যদি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে অনিত্যত্বাদি দোষ সকল হইয়া পড়ে। আর তাহা হইলে জীবের ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হইতে পারে না, যেহেতু কার্য্য, কারণকে প্রাপ্ত হইলে তাহার বিনাশ হইয়া যাইবে। **নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ** এই (২।৩।১৭) সূত্রে আচার্য্য জীবের উৎপত্তির নিষেধ করিবেন। অতএব এই কল্পনা অসঙ্গত ।৪২

ভামতী।

অন্যত্র বেদাবিসংবাদাৎ যত্র অংশে বিসংবাদঃ স নিরস্যতে, তম্ অংশম্ আহ "যৎ পুনঃ ইদম্ উচ্যতে বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণো" জীব ইতি। জীবস্য কারণবত্ত্বে সতি অনিত্যত্বম্ অনিত্যত্বে পরলোকিনঃ অভাবাৎ পরলোকাভাবঃ, ততশ্চ স্বর্গনরকাপবর্গাভাবাপত্তেঃ নাস্তিক্যম্ ইত্যর্থঃ। অনুপপন্না চ জীবস্য উৎপত্তিঃ ইত্যাহ—"প্রতিষেধিষ্যতি চ" ইতি ।৪২

বেদান্তকল্পতরুঃ।

অধিষ্ঠাতা এব ঈশ্বরঃ ইতি মতে নিরস্তে প্রকৃতিরপি স ইতি মতস্য বেদসঙ্গতার্থত্বাৎ জীবোৎপত্তৌ অপি প্রমাণত্বম্ অতো জীব-স্বরূপতয়া বোধ্যমানাৎ ব্রহ্মণঃ জগৎসর্গং ব্রুবতঃ সমন্বয়স্য তেন বাধ ইতি শঙ্কানিরাসাৎ সঙ্গতিম্ অভিপ্রেত্য আহ "অন্যত্রে"তি। পঞ্চরাত্রকর্ত্তুঃ বাসুদেবস্য বেদাদেব সর্ব্বজ্ঞত্বাবগমাৎ কপিলপতঞ্জল্যাদীনাং চ জীবত্বাৎ পঞ্চরাত্রস্য চ পুরাণেষু বুদ্ধাদিদেশনাবৎ ব্যামোহার্থম্ ঈশ্বরপ্রণীতত্বশ্রবণাৎ ন যোগাদ্যধিকরণগতার্থতা। অবান্তরসঙ্গতিবশাৎ ইহপাদে অস্য লেখঃ ।৪২

ভামতীর অনুবাদ।

পঞ্চরাত্রের অন্য অংশে বেদের সহিত বিরোধ না থাকায় যে অংশে বিরোধ আছে, সেই অংশের নিরাস করিতেছেন। **যৎ পুনঃ ইদম্ উচ্যতে** এই গ্রন্থদ্বারা সেই অংশ বলিতেছেন। অর্থাৎ জীবের যদি কারণ থাকে, তাহা হইলে তাহা অনিত্য হইবে, এবং অনিত্য হইলে পরলোকী অর্থাৎ যাহার পরলোক হইবে সে ব্যক্তি না থাকায় পরলোকের অভাব হইবে। আর তাহা হইলে স্বর্গ নরক ও মোক্ষের অভাব হইয়া যাওয়ায় নাস্তিকতা হইয়া পড়িবে। জীবের উৎপত্তি হওয়া অসঙ্গত, **প্রতিষেধিষ্যতি** এই গ্রন্থে ইহা বলিতেছেন ।৪২

শাঙ্করভাষ্যম্।

ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ।৪৩

ইতশ্চ অসঙ্গতা এষা কল্পনা। যস্মাৎ ন হি লোকে কর্ত্তুঃ দেবদত্তাদেঃ করণং পরশ্বাদি উৎপদ্যমানং দৃশ্যতে। বর্ণয়ন্তি চ ভাগবতাঃ—কর্ত্তুঃ জীবাৎ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞকাৎ করণং মনঃ

---

* এই সূত্রে প্রথমান্ত পদ থাকিলেও "ন চ" দিয়া সূত্রারম্ভ হওয়ায় ইহা আরব্ধ অধিকরণের অঙ্গসূত্রই হইল। রামানুজভাষ্যমতে ইহাও পূর্ব্বপক্ষসূত্র বলা হয়। অন্য সব মতে ইহা সিদ্ধান্তসূত্র। ব্যাখ্যাভেদ পূর্ব্বসূত্রের ন্যায়।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্।)

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ।৪৪ *

শাঙ্করভাষ্যম্।

প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকম্ উৎপদ্যতে। কর্তৃজাচ্চ তস্মাৎ অনিরুদ্ধসংজ্ঞকঃ অহঙ্কারঃ উৎপদ্যতে ইতি। ন চ এতদ্দৃষ্টান্তম্ অন্তরেণ অধ্যবসাতুং শক্নুমঃ। ন চ এবম্ভূতাং শ্রুতিম্ উপলভামহে ।৪৩

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—চ আর **কর্ত্তুঃ** অর্থাৎ কর্ত্তা হইতে **করণং ন** অর্থাৎ করণের উৎপত্তি হয় না, অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ নামক জীব হইতে প্রদ্যুম্ন নামক মনের উৎপত্তি হইতে পারে না।

ভাষ্যার্থ—এ জন্যও এই কল্পনা অসঙ্গত। যেহেতু জগতে দেবদত্তাদি কর্ত্তা হইতে কুঠারাদি করণ উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। কিন্তু ভাগবতগণ বলেন—কর্ত্তা অর্থাৎ সঙ্কর্ষণ নামক জীব হইতে করণ অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন নামক মন উৎপন্ন হয়, এবং কর্ত্তা হইতে উৎপন্ন মন হইতে অনিরুদ্ধ নাম অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। ইহা কিন্তু দৃষ্টান্তব্যতীত স্বীকার করিতে পারিলাম না। আর এরূপ শ্রুতিও দেখিতে পাইলাম না।৪৩

ভামতী।

যদ্যপি অনেকশিল্পপর্য্যবদাতঃ পরশুং কৃত্বা তেন পলাশং ছিনত্তি। যদ্যপি চ প্রযত্নেন ইন্দ্রিয়ার্থাত্মমনঃসন্নিকর্ষলক্ষণং জ্ঞানকরণম্ উপাদায় আত্মা অর্থং জানাতি। তথাপি **সঙ্কর্ষণঃ** অকরণঃ কথং প্রদ্যুম্নাখ্যং মনঃ করণং কুর্য্যাৎ। অকরণস্য বা করণনির্ম্মাণসামর্থ্যে কৃতং করণ-নির্ম্মাণেন। অকরণাদেব নিখিলকার্য্যসিদ্ধেঃ, ইতি ভাবঃ।৪৩

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ভবতু ক্রিয়াকরণম্ উৎপাদ্যং ন তু জ্ঞানকরণম্ ইতি আশঙ্ক্যাহ—"প্রযত্নে"তি। প্রযত্নাদীনাং করণত্বং বিবক্ষাতঃ। সিদ্ধান্তস্তু—
বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতিঃ পঞ্চরাত্রঃ নিঃশ্বসিতং শ্রুতিঃ। তেন জীবজনিস্তত্র সিদ্ধা গৌণী নিয়মাতে॥
যাবৎ হি একদেশে বেদাবিরোধাৎ ঈশ্বরবুদ্ধেঃ বেদমূলত্বং বেদাৎ বা সর্ব্ববিষয়ত্বং প্রমীয়তে, তাবদেব স্বতঃপ্রমাণবেদাৎ জীবানুৎপত্তি-প্রমিতৌ তাদৃগ্‌বুদ্ধিপূর্ব্বকেশ্বরবচনাৎ ন জীবোৎপত্তিঃ অবগন্তুং শক্যতে। অতঃ প্রমাণাপহৃতবিষয়ে গৌণং তদ্‌বচনং ন তু ভ্রান্তং পূর্ব্বপক্ষযুক্তেঃ ইতি। সঙ্কর্ষণসংজ্ঞো জীবঃ প্রদ্যুম্নং জনয়িতুং করণান্তরবান্ ন বা। আদ্যে তদেব সর্ব্বত্র করণং স্যাৎ ইতি ন প্রদ্যুম্নঃ করণং ভবেৎ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—"সঙ্কর্ষণঃ অকরণঃ" ইতি। "করণনির্ম্মাণসামর্থ্যে" ইতি। ইহ করণং কৃতিঃ।৪৩

ভামতীর অনুবাদ।

যদিও বিবিধ শিল্পকর্ম্মে দক্ষ সূত্রধর কুঠার প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্বারা পলাশ বৃক্ষ ছেদন করে। আর যদিও প্রযত্নদ্বারা ইন্দ্রিয় বিষয় ও আত্মমনঃসংযোগরূপ জ্ঞানের করণকে উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া আত্মা বস্তুকে জানিতে পারে, তাহা হইলেও সঙ্কর্ষণ করণবিহীন হইয়া কি করিয়া প্রদ্যুম্ন নামক করণকে উৎপাদন করিবে। আর যাহার করণ নাই, তাহার করণ নির্ম্মাণ করিবার সামর্থ্য থাকিলে করণনির্ম্মাণের প্রয়োজন কি? যেহেতু করণরহিত কর্ত্তা হইতেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে—ইহাই অভিপ্রায়।৪৩

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ।৪৪

অথাপি স্যাৎ ন চ এতে সঙ্কর্ষণাদয়ঃ জীবাদিভাবেন অভিপ্রেয়ন্তে, কিং তর্হি? ঈশ্বরা এব এতে সর্ব্বে জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ ঐশ্বরৈঃ ধর্ম্মৈঃ অন্বিতা অভ্যুপগম্যন্তে বাসুদেবা এব এতে সর্ব্বে নির্দ্দোষা নিরধিষ্ঠানা নিরবদ্যাশ্চ ইতি, তস্মাৎ নায়ং যথাবর্ণিতঃ উৎপত্ত্যসম্ভবো দোষঃ প্রাপ্নোতি ইতি।

অত্র উচ্যতে—এবম্ অপি তদপ্রতিষেধঃ উৎপত্ত্যসম্ভবস্য অপ্রতিষেধঃ, প্রাপ্নোত্যেব অয়ম্ উৎপত্ত্যসম্ভবঃ দোষঃ প্রকারান্তরেণ ইতি অভিপ্রায়ঃ। কথম্? যদি তাবৎ অয়ম্ অভিপ্রায়ঃ পরস্পরভিন্না এব এতে বাসুদেবাদয়ঃ চত্বারঃ ঈশ্বরাঃ তুল্যধর্ম্মাণঃ ন এষাম্

* এস্থলে "বা"শব্দ থাকায় "অপ্রতিষেধঃ" এই প্রথমান্ত পদ সত্ত্বেও ইহার দ্বারা অধিকরণ আরব্ধ হইল না। অবশ্য এতাদৃশ "বা"শব্দ থাকাতেও অধিকরণ আরম্ভ অন্যত্র হইয়াছে, দেখা যায়। তাহার কারণ অনুসন্ধেয়। রামানুজমতে ইহা হইতে এই অধিকরণে সিদ্ধান্ত আরম্ভ।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্।)

[বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ।৪৪]

শাঙ্করভাষ্যম্।

একাত্মকত্বম্ অস্তি ইতি, ততঃ অনেকেশ্বরকল্পনানর্থক্যম্, একেনৈব ঈশ্বরেণ ঈশ্বরকার্য্য-সিদ্ধেঃ, সিদ্ধান্তহানিশ্চ, ভগবান্ এব একো বাসুদেবঃ পরমার্থতত্ত্বম্ ইতি অভ্যুপগমাৎ।

অথ অয়ম্ অভিপ্রায়ঃ একস্যৈব ভগবতঃ এতে চত্বারঃ ব্যূহাঃ তুল্যধর্ম্মাণ ইতি, তথাপি তদবস্থ এব উৎপত্ত্যসম্ভবঃ। ন হি বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণস্য উৎপত্তিঃ সম্ভবতি। সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নস্য প্রদ্যুম্নাচ্চ অনিরুদ্ধস্য অতিশয়াভাবাৎ। ভবিতব্যং হি কার্য্যকারণয়োঃ অতিশয়েন যথা মৃদ্ঘটয়োঃ। ন হি অসতি অতিশয়ে কার্য্যং কারণম্ ইতি অবকল্পতে। ন চ পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তিভিঃ বাসুদেবাদিষু একস্মিন্ সর্ব্বেষু বা জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিতারতম্যকৃতঃ কশ্চিৎ ভেদঃ অভ্যুপগম্যতে। বাসুদেবা এব হি সর্ব্বে ব্যূহা নির্ব্বিশেষা ইষ্যন্তে। ন চ এতে ভগবদ্-ব্যূহাঃ চতুঃসংখ্যায়াম্ এব অবতিষ্ঠেরন্, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য সমস্তস্যৈব জগতঃ ভগবদ্-ব্যূহত্বাবগমাৎ ।৪৪

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—বা অর্থাৎ অথবা যদি বল **বিজ্ঞানাদিভাবে** অর্থাৎ বাসুদেবাদি ব্যূহ চতুষ্টয় সকলেই জ্ঞান ঐশ্বর্য্য বলবীর্য্যাদিযুক্ত ঈশ্বর অতএব তাঁহারা নির্দ্দোষ। তাহা হইলেও **তদপ্রতিষেধঃ** অর্থাৎ উৎপত্ত্যসম্ভবরূপ দোষের প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্যার্থ—আর যদি এরূপ অভিপ্রায় হয় যে—এই সঙ্কর্ষণপ্রভৃতিকে জীবাদিরূপে আমরা মনে করি না। তবে কি? ইঁহারা সকলেই ঈশ্বর, জ্ঞান ঐশ্বর্য্য শক্তি বল বীর্য্য ও তেজ এই সকল ঈশ্বরের গুণে ভূষিত, ইহাই আমরা স্বীকার করি, ইঁহারা সকলেই বাসুদেব, অতএব নির্দ্দোষ অর্থাৎ অবিদ্যাদি দোষরহিত, নিরধিষ্ঠান অর্থাৎ ইঁহাদের কোন উপাদান নাই, অতএব নিরবদ্য অর্থাৎ অনিত্যত্বাদি কোন দোষ নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত উৎপত্ত্যসম্ভবাদি কোন দোষই হয় না।

এ বিষয়ে আমরা বলি—এইরূপ বলিলেও তদপ্রতিষেধ অর্থাৎ উৎপত্ত্যসম্ভবরূপ দোষের কোন প্রতিকারই হয় না, অর্থাৎ অন্যপ্রকারে উৎপত্ত্যসম্ভব দোষ হয়ই। যদি বল—কি করিয়া? যদি তোমার এই অভিপ্রায় হয় যে—বাসুদেবাদি এই চারিজন পরস্পর ভিন্ন ঈশ্বর এবং সমান গুণবান্ তাঁহারা এক নহেন। তাহা হইলে অনেক ঈশ্বর কল্পনা করা বৃথা হয়; কারণ, এক ঈশ্বরের দ্বারাই ঈশ্বরের কার্য্য সিদ্ধ হয়, এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্তও নষ্ট হয়; কারণ, তাঁহারা স্বীকার করেন যে—একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবই পরম সত্য।

আর যদি এই অভিপ্রায় হয় যে—এক ভগবানেরই চারিজন সমানগুণযুক্ত ব্যূহ, তাহা হইলেও উৎপত্ত্য-সম্ভবরূপ সেই দোষই থাকিয়া গেল; কারণ, বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব নহে, এবং সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের, এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের ইত্যাদি; কারণ, কোন অতিশয় অর্থাৎ বিশেষ নাই। যেহেতু, কার্য্য ও কারণের অতিশয় হওয়া উচিত, যেমন মৃত্তিকা ও ঘটের। কারণ, অতিশয় না থাকিলে ইহা কার্য্য, ইহা কারণ—এরূপ কল্পনা করা যায় না। আর যাঁহারা পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তবাদী তাঁহারা বাসুদেবাদির মধ্যে একে অথবা সকলে জ্ঞান ঐশ্বর্য্যাদি তারতম্যবশতঃ কোন ভেদ স্বীকার করেন না; কারণ, তাঁহারা স্বীকার করেন যে সকল ব্যূহই বাসুদেব—কোন তারতম্য নাই। আর এই ভগবদ্ব্যূহসকল কেবল চারিটি সংখ্যাতেই অবস্থান করিতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত জগতই ভগবানের ব্যূহ বলিয়া জানা যায় ।৪৪

ভামতী।

বাসুদেবা এব এতে সঙ্কর্ষণাদয়ো নির্দ্দোষাঃ অবিদ্যাদিদোষরহিতাঃ। নিরধিষ্ঠানা নিরুপাদানাঃ অতএব নিরবদ্যাঃ অনিত্যত্বাদিদোষরহিতাঃ। তস্মাৎ উৎপত্ত্যসম্ভবঃ অনুগুণত্বাৎ ন দোষঃ ইত্যর্থঃ। অত্রোচ্যতে—"এবমপি" ইতি। মা ভূৎ অভ্যুপগমেন দোষঃ, প্রকারান্তরেণ তু অয়মেব দোষঃ। প্রশ্নপূর্ব্বং প্রকারান্তরম্ আহ—"কথং? যদি তাবৎ" ইতি। ন তাবৎ এতে পরস্পরং ভিন্না ঈশ্বরাঃ পরস্পরব্যাহতেচ্ছা ভবিতুম্ অর্হন্তি, ব্যাহতকামত্বে চ কার্য্যানুৎপাদাৎ।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্।)

বিপ্রতিষেধাচ্চ ।৪৫ †

ভামতী।

অব্যাহতকামত্বে বা প্রত্যেকম্ ঈশ্বরত্বে একেনৈব ঈশনায়াঃ কৃতত্বাৎ আনর্থক্যম্ ইতরেষাম্। সম্ভূয় চ ঈশনায়াং পরিশুদ্ধো ন কশ্চিৎ ঈশ্বরঃ স্যাৎ, সিদ্ধান্তহানিশ্চ "ভগবানেব একো বাসুদেবঃ পরমার্থতত্ত্বম্ ইত্যভ্যুপগমাৎ"। তস্মাৎ কল্পান্তরম্ আস্থেয়ম্। তত্র চ উৎপত্ত্যসম্ভবো দোষঃ ইত্যাশয়বান্ কল্পান্তরম্ উপন্যস্য উৎপত্ত্যসম্ভবেন অপাকরোতি—"অথায়ম্ অভিপ্রায়ঃ" ইতি। সুগমম্ অন্যৎ ।৪৪

বেদান্তকল্পতরুঃ।

"পরস্পরব্যাহতেচ্ছা" ইতি। ব্যাহতেচ্ছত্বে ঈশ্বরত্বব্যাঘাতাৎ ইত্যর্থঃ। উৎপন্নে হি কার্য্যে তৎ প্রতি ঈশ্বরত্বম্ উৎপত্তিরেব ন স্যাৎ, ইত্যাহ—"ব্যাহতকামত্বে বা" ইতি। পরিশুদ্ধঃ নিশ্চিতম্। অনেকেশ্বরত্বে অপসিদ্ধান্তম্ আহ - ভগবানেব" ইতি ।৪৪

ভামতীর অনুবাদ।

সঙ্কর্ষণাদি ইঁহারা সকলে বাসুদেবই, নির্দ্দোষ অর্থাৎ ইঁহাদের অবিদ্যাদি দোষ নাই। নিরধিষ্ঠান অর্থাৎ ইঁহাদের কোন উপাদানকারণ নাই। অতএব নিরবদ্য অর্থাৎ ইঁহাদের অনিত্যতা প্রভৃতি কোন দোষ নাই। অতএব উৎপত্তির অসম্ভাবনা অনুকূল হওয়ায় দোষ নহে। **অত্রোচ্যতে এবমপি** ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্য্য এই যে—অভ্যুপগম অর্থাৎ যাহা স্বীকার করিলেন, তদনুসারে কোন দোষ না হউক, কিন্তু অন্য প্রকারে ইহাই দোষ হয়। প্রশ্ন করিয়া প্রকারান্তর বলিতেছেন—**কথং যদি তাবৎ**। পরস্পর ভিন্ন এই ঈশ্বর সকল পরস্পর ব্যাহতেচ্ছ হইতে পারেন না, অর্থাৎ পরস্পরে পরস্পরের ইচ্ছা নষ্ট করিতে পারেন না। কারণ, যদি তাঁহারা ব্যাহতেচ্ছ হন, তাহা হইলে কোন কার্য্যই উৎপন্ন হইতে পারে না। আর তাঁহারা যদি ব্যাহতেচ্ছ না হন, তাহা হইলে প্রত্যেকেই ঈশ্বর হইলে এক ব্যক্তিই শাসন করিতে পারেন বলিয়া অপরের কোন প্রয়োজন হইবে না। আর যদি সকলে মিলিত হইয়া শাসন করেন, তাহা হইলে পরিশুদ্ধ অর্থাৎ খাঁটী ঈশ্বর কেহই হইতে পারেন না, তাঁহাদের সিদ্ধান্তও নষ্ট হয়। কারণ, তাঁহারা স্বীকার করেন যে, একমাত্র বাসুদেবই পরমসত্য। অতএব অন্যপক্ষ আশ্রয় করিতে হইবে। আর সেই পক্ষে উৎপত্ত্যসম্ভব-দোষ হয়, এই অভিপ্রায়ে অন্যপক্ষ উল্লেখ করিয়া উৎপত্ত্যসম্ভব দোষের দ্বারা **অথায়ম্ অভিপ্রায়** এই গ্রন্থে তাহার নিরাস করিতেছেন। অবশিষ্ট ভাষ্য সহজে বুঝা যাইবে ।৪৪

শাঙ্করভাষ্যম্।

বিপ্রতিষেধাচ্চ ।৪৫

বিপ্রতিষেধশ্চ অস্মিন্ শাস্ত্রে বহুবিধ উপলভ্যতে গুণগুণিত্বকল্পনাদিলক্ষণঃ, জ্ঞানৈশ্বর্য্য-শক্তিবলবীর্য্যতেজাংসি গুণঃ, আত্মান এব এতে ভগবন্তঃ বাসুদেবাঃ ইত্যাদিদর্শনাৎ। বেদবিপ্রতিষেধশ্চ ভবতি। চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়ঃ অলব্ধ্বা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রম্ অধিগতবান্ ইত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাৎ। তস্মাৎ অসঙ্গতা এষা কল্পনা ইতি সিদ্ধম্ ।৪৫

ইতি অষ্টমম্ উৎপত্ত্যধিকরণম্।

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদকৃতৌ শারীরকমীমাংসাভাষ্যে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ সমাপ্তঃ ।২

ভাষ্যানুবাদ।

সূত্রার্থ—**বিপ্রতিষেধঃ** অর্থাৎ এই ভাগবতশাস্ত্রে গুণগুণী কল্পনা প্রভৃতি নানাবিধ বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, **চ** অর্থাৎ এবং বেদবিরোধও আছে।

ভাষ্যার্থ—এই ভাগবতশাস্ত্রে গুণ ও গুণীর কল্পনাপ্রভৃতি নানাবিধ বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ, জ্ঞান ঐশ্বর্য্য বল বীর্য্য ও তেজ—গুণ, বাসুদেব প্রভৃতি এই ভগবান্ সকল আত্মা ভিন্ন নহেন ইত্যাদি দেখা যায়। বেদবিরোধও আছে; কারণ, চারিবেদে পরম কল্যাণকর কিছু না পাইয়া শাণ্ডিল্য এই শাস্ত্রলাভ

† এস্থলে প্রথমান্ত পদ না থাকায় এতদ্দ্বারা অধিকরণ আরম্ভ হইল না। রামানুজমতে ইহা সিদ্ধান্তসূত্র।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চ ।৪৫]

ভাষ্যানুবাদ।

করিয়াছেন, ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এই কল্পনা অসঙ্গত ।৪৫ উৎপত্ত্যসম্ভব নামক অষ্টম অধিকরণ সমাপ্ত হইল।

ইতি শ্রীচারুকৃষ্ণ-তর্কস্মৃতি-বেদান্ততর্কতীর্থকৃত-শারীরক-মীমাংসা-ভাষ্যে-দ্বিতীয়াধ্যায়-দ্বিতীয়পাদের ভাষ্যব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

ভামতী।

গুণিভ্যঃ খলু আত্মভ্যঃ জ্ঞানাদীন্ গুণান্ ভেদেন উক্ত্বা পুনঃ অভেদং ব্রূতে—"আত্মান এব এতে ভগবন্তো বাসুদেবাঃ" ইতি। আদিগ্রহণেন প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধয়োঃ মনোঽহঙ্কারলক্ষণতয়া আত্মনো ভেদম্ অভিধায় আত্মান এব এতে ইতি তদ্বিরুদ্ধাভেদাভিধানম্ অপরং সংগৃহীতম্। বেদবিপ্রতিষেধঃ ব্যাখ্যাতঃ ।৪৫ ইতি অষ্টমম্ উৎপত্ত্যধিকরণম্।

ইতি শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রবিরচিতে শারীরকভগবৎপাদভাষ্যবিভাগে ভামত্যাং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

বেদান্তকল্পতরুঃ।

ব্যাখ্যাতো ভাষ্যে ইতি শেষঃ ।৪৫ ইতি অষ্টমম্ উৎপত্ত্যধিকরণম্।

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যানুভবানন্দ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-ভগবদমলানন্দ-বিরচিতে বেদান্তকল্পতরৌ দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ।

ভামতীর অনুবাদ।

গুণবান্ আত্মাসকল হইতে জ্ঞানাদি গুণসকলকে পৃথক্ করিয়া বলিয়া আবার **আত্মান এব এতে** ইত্যাদি গ্রন্থে তাহাদের অভেদ বলিতেছেন। আদি শব্দদ্বারা প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ মন ও অহঙ্কার স্বরূপ বলিয়া আত্মা হইতে ভেদ বলিয়া **আত্মান এব এতে** এই গ্রন্থে তাহার বিরুদ্ধ অন্য একটি অভেদ কথনের সংগ্রহ করা হইয়াছে। বেদবিরোধ ভাষ্যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ।৪৫ উৎপত্ত্যধিকরণ নামক অষ্টম অধিকরণ সমাপ্ত হইল।

ইতি শ্রীচারুকৃষ্ণ-তর্কস্মৃতি-বেদান্ততীর্থকৃত-শারীরক-ভাষ্যে-দ্বিতীয়াধ্যায়-দ্বিতীয়পাদের ভামতীর ভাষাব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

অষ্টমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

সপ্তম অধিকরণে ঈশ্বরের কেবলমাত্র নিমিত্তকারণতাবাদী যে সব মত অর্থাৎ একদেশী মাহেশ্বর, সাংখ্য ও পাতঞ্জল মত এবং ন্যায় ও বৈশেষিক প্রভৃতির মতগুলি খণ্ডিত হইয়াছে। এক্ষণে এই পাদের এই শেষ বা অষ্টম অধিকরণে যে ভাগবত বা পাঞ্চরাত্রমতে জীবের উৎপত্তি প্রভৃতি বেদবিরুদ্ধ কথা স্বীকার করা হয়, সেই ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র মতের সেই অংশের খণ্ডন করা হইতেছে। ভাগবত বা পাঞ্চরাত্রমতে বলা হয়—একই ভগবান্ বাসুদেব নিরঞ্জন জ্ঞানস্বরূপ এবং পরমার্থতত্ত্ব। তিনি চারি প্রকারে অবস্থিত। যথা—বাসুদেবব্যূহ, সংকর্ষণব্যূহ, প্রদ্যুম্নব্যূহ এবং অনিরুদ্ধব্যূহ। বাসুদেবই পরমাত্মা সংকর্ষণ জীব, প্রদ্যুম্ন মন, এবং অনিরুদ্ধ অহঙ্কার। এই ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে—বাসুদেব হইতে সংকর্ষণের সংকর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের যে উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহাই একশ্রেণীর ভাগবত বা পাঞ্চরাত্রের মত। এই মতটী অসঙ্গত। কারণ, জীবের উৎপত্তি স্বীকার করা হয় না। ইহাই এই অধিকরণের তাৎপর্য্য।

এজন্য এই অধিকরণে চারিটী সূত্র আছে। যথা—

১। উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ।৪২
২। ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ।৪৩
৩। বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ।৪৪
৪। বিপ্রতিষেধাচ্চ ।৪৫

ইহাদের আক্ষরিক অর্থ এই—

১। এস্থলে "নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ" এই সূত্র হইতে নকারের অনুবৃত্তি করিয়া "ন উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ" সূত্রটী পাঠ করা হয়। ইহার অর্থ—না, বাসুদেব হইতে জীবোৎপত্তি সম্ভব নহে।

২। আর কর্ত্তা হইতে যে করণের উৎপত্তি তাহাও সম্ভব হয় না। যেমন কর্ত্তা দেবদত্ত হইতে কুঠাররূপ করণের উৎপত্তি দেখা যায় না। অতএব এক কর্ত্তা বাসুদেব হইতে জীবোৎপত্তি সম্ভব হয় না।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চ ।৪৫]

অষ্টমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

৩। আর সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—ইহারা বাসুদেবের ন্যায় বিজ্ঞানাদি স্বরূপ হইলেও অর্থাৎ জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বলযুক্ত এবং নির্দ্দোষ হইলেও তাহাদের উৎপত্তিরূপ দোষের বারণ হয় না। কারণ, বাসুদেবাদি চারিজনই যদি ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর বলা হয়, তবে এক বাসুদেব ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞার হানি হয়। আর তিনজন উৎপন্ন হইলেও চারিজনই এক বাসুদেব ঈশ্বরের তুল্যধর্ম্মা যদি বলা হয়, তাহা হইলে উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেহেতু কারণ হইতে উৎপন্ন কার্য্যে কিঞ্চিৎ অতিশয় থাকেই।

৪। এবং জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজকে কোথাও বাসুদেবের গুণ, কোথাও বা উক্ত গুণগুলিই ভগবান্ বাসুদেবে, ইহা বলা হয় বলিয়া, এবং কোথাও বা বেদের নিন্দা থাকায়, এই মতবাদটী প্রামাণিক নহে।

এক্ষণে এই অধিকরণের সঙ্গতি সংশয় বিষয় প্রভৃতি অবয়ব পাঁচটী এই—

(১) **সঙ্গতি**—

প্রথম শ্রুতিসঙ্গতি—(পূর্ব্ববৎ)

দ্বিতীয় শাস্ত্রসঙ্গতি— ঐ

তৃতীয় অধ্যায়সঙ্গতি— ঐ

চতুর্থ পাদসঙ্গতি— ঐ

পঞ্চম অধিকরণসঙ্গতি—ইহা এস্থলে প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি। অর্থাৎ পূর্ব্বাধিকরণে ঈশ্বর কেবল অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ নিমিত্তকারণ,—এইরূপ বেদবিরুদ্ধমত নিরাস করা হইয়াছে; এক্ষণে ঈশ্বর নিমিত্ত এবং উপাদানকারণ এই বেদসম্মত মতে যে জীবের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা প্রামাণিক কি অপ্রামাণিক, এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া এই অধিকরণ আরম্ভ করা হইতেছে বলিয়া ইহার পূর্ব্বাধিকরণের সহিত প্রত্যুদাহরণ-সঙ্গতি বলা হয়।

(২) **বিষয়**—পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত মতে বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ নামক জীবোৎপত্তি, সেই সঙ্কর্ষণ নামক জীব হইতে প্রদ্যুম্ননামক মনের উৎপত্তি, এবং সেই প্রদ্যুম্ননামক মন হইতে অনিরুদ্ধনামক অহংকারের উৎপত্তি।

(৩) **সংশয়**—উক্ত ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র সিদ্ধান্ত প্রমাণমূলক কি প্রমাণমূলক নহে?

(৪) **পূর্ব্বপক্ষ**—উহা প্রমাণমূলক। কারণ, শ্রুতিতে আছে, "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" (মু ২।১।৩) "স একধাভবতি ত্রিধা ভবতি" (ছাঃ ৭।২৬।২) ইত্যাদি এবং পরমসংহিতায় আছে—"পরমকারণাৎ পরব্রহ্মভূতাৎ বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণানাম জীবো জায়তে, সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞং মনঃ জায়তে, তস্মাৎ অনিরুদ্ধ-সংজ্ঞোঽহংকারো জায়তে" ইত্যাদি।

(৫) **সিদ্ধান্ত**—উহা প্রমাণমূলক নহে। কারণ, জীবের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। যেহেতু শ্রুতিতে আছে—"অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণঃ" ইত্যাদি। তাহার পর যুক্তি এই যে, যাহার উৎপত্তি হয় তাহা অনিত্যই হয়, আর তাহা হইলে জীবের মোক্ষ অসম্ভব হয়। অতএব জীবোৎপত্তিপ্রভৃতি বিষয়ে পাঞ্চরাত্র বা ভাগবত প্রমাণমূলক নহে।

(৬) **ফলভেদ**—পূর্ব্ববৎ (প্রথমাধিকরণবৎ) অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষে পাঞ্চরাত্র-আগমবিরোধবশতঃ জীবা-ভিন্ন ব্রহ্মে সমন্বয় অসিদ্ধ, সিদ্ধান্তে পাঞ্চরাত্রশাস্ত্র এই বিষয়ে প্রমাণ নহে বলিয়া বিরোধ থাকিতে পারে না, অতএব সমন্বয় সিদ্ধ হয়।

এস্থলে শাস্ত্রদর্পণগ্রন্থে পূর্ব্বপক্ষরূপে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই—

ঈশোক্তং ন পুরাণেষু ব্যামোহার্থমিতীরিতম্।

পঞ্চরাত্রমতো জীবো বিকার ইতি গীয়তে॥১

অর্থাৎ ঈশ্বরোক্ত পাঞ্চরাত্রমত বুদ্ধাদির ন্যায় জীববুদ্ধিবিমোহনার্থ এ কথা পুরাণমধ্যে কথিত হয় নাই। অতএব পাঞ্চরাত্রমতে যে জীবকে বিকার বলা হয়, তাহা সঙ্গত।

(পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতমতখণ্ডনম্।)

[বিপ্রতিষেধাচ্চ ।৪৫]

অষ্টমাধিকরণের তাৎপর্য্য।

এস্থলে শাস্ত্রদর্পণগ্রন্থে সিদ্ধান্তরূপে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা এই—

বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতিস্তন্ত্রং ব্রহ্মনিঃশ্বসিতং শ্রুতিঃ।
তেন জীবজনিস্তত্র সিদ্ধা গৌণী নিয়ম্যতে ॥২

অর্থাৎ পাঞ্চরাত্র তন্ত্র নারায়ণ কর্ত্তৃক বুদ্ধিপূর্ব্বক রচিত, কিন্তু শ্রুতি ব্রহ্মনিঃশ্বসিত। এজন্য তাহা প্রবল প্রমাণ। আর এজন্য পাঞ্চরাত্রমতে যে জীবোৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ হওয়ায় তাহা গৌণার্থক বলিয়া বুঝিতে হইবে, ইত্যাদি।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্‌ভারতীতীর্থ যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই—

জীবোৎপত্ত্যাদিকং পাঞ্চরাত্রোক্তং যুজ্যতে ন বা।
যুক্তং নারায়ণব্যূহতৎসমারাধনাদিবৎ ॥১
যুজ্যতামবিরুদ্ধোংশো জীবোৎপত্তি র্ন যুজ্যতে।
উৎপন্নস্য বিনাশিত্বে কৃতনাশাদিদোষতঃ ॥২

অন্বয়ঃ—পাঞ্চরাত্রোক্তং জীবোৎপত্ত্যাদিকং যুজ্যতে ন বা? নারায়ণব্যূহ-তৎ-সমারাধনাদিবৎ যুক্তম্।১ অবিরুদ্ধাংশো যুজ্যতাম্; উৎপন্নস্য বিনাশিত্বে কৃতনাশাদিদোষতঃ জীবোৎপত্তিঃ ন যুজ্যতে।২

অর্থ—পাঞ্চরাত্রশাস্ত্রে উক্ত যে জীবোৎপত্ত্যাদি তাহা যুক্ত কি অযুক্ত? নারায়ণের ব্যূহ এবং তাঁহার আরাধনাদি যেমন যুক্ত, তদ্রূপ জীবোৎপত্ত্যাদিও যুক্তই।১। অবিরুদ্ধাংশ যুক্ত হয় হউক (তাহাতে আপত্তি নাই), কিন্তু উৎপন্ন বস্তুর বিনাশিত্বপ্রযুক্ত কৃতহানি এবং অকৃতাভ্যাগম দোষ হয় বলিয়া জীবের উৎপত্তি সঙ্গত হয় না।২

ইতি শ্রীচারুকৃষ্ণ স্মৃতিতর্ক-বেদান্ততীর্থকৃত-শ্রীমচ্ছারীরিক ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়-দ্বিতীয়পাদের অধিকরণ-তাৎপর্য্যনির্ণয় সমাপ্ত হইল।

এই অধিকরণের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারগণের মধ্যে অত্যধিক মতভেদ দৃষ্ট হয়। শঙ্করের সমসাময়িক অথবা অব্যবহিত পরবর্ত্তী ভাস্করভাষ্যে ইহার ব্যাখ্যা শাঙ্করভাষ্যের অনুরূপ হইলেও ইহাতে উক্ত চারিটী সূত্রের মধ্যে শেষ "বিপ্রতিষেধাচ্চ" সূত্রটীই নাই। উহা "শ্রুতিবিপ্রতিষেধাচ্চ" এই আকারে ভাষ্যের অঙ্গীভূতরূপে দৃষ্ট হয়। রামানুজভাষ্যে উক্ত চারিটী সূত্র থাকিলেও প্রথম দুইটী সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষসূত্র করিয়া শেষ দুইটীকে সিদ্ধান্তসূত্র করিয়া পাঞ্চরাত্রমতের স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাতে কিন্তু দুইটী বাধা আছে। প্রথম এই পাদে একটী সূত্রও পূর্ব্বপক্ষরূপে উক্ত হয় নাই এবং দ্বিতীয়—এই পাদে পরপক্ষখণ্ডন করা হইয়াছে, স্বপক্ষস্থাপনকার্য্য প্রথমপাদে হইয়া গিয়াছে। অতএব রামানুজভাষ্যে পাদসঙ্গতিরও হানি ঘটিয়াছে। শ্রীকণ্ঠ শৈবভাষ্যে ইহাতে পাঞ্চরাত্রমতের দুষ্টাংশ খণ্ডন করা হইয়াছে, বলা হইয়াছে। মধ্ব নিম্বার্ক এবং বলদেব ভাষ্যে ইহাতে শাক্তমত খণ্ডিত হইয়াছে, বলা হইয়াছে। বল্লভভাষ্যে পাঞ্চরাত্রমতের দুষ্টাংশের খণ্ডন করা হইয়াছে, বলা হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্যে ইহাকে পৃথক্ অধিকরণই করা হয় নাই। ইহাতে কর্ত্তা ব্রহ্মের কারণসমূহের উৎপত্তি অসম্ভব—এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পত্যধিকরণেও পাশুপত-মতের খণ্ডনও বলা হয় নাই। তথায় ঈশ্বরে অনুমান হয় না—এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে। রামানুজ-সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ রামাৎ সম্প্রদায়ের আনন্দভাষ্যে প্রথম দুইটী সূত্রকে পূর্ব্বপক্ষ করা হয় নাই এবং পাঞ্চরাত্রমত স্থাপনপররূপেও ব্যাখ্যা করা হয় নাই। ফলতঃ রামানুজীয় ব্যাখ্যায় যে পাদসঙ্গতির অপলাপ হয়, তাহা করিতে এক রামানুজভাষ্য ব্যতীত কাহারও প্রবৃত্তি হয় নাই। শাঙ্করভাষ্যেও পাঞ্চরাত্রসম্প্রদায়ের দুষ্টাংশেরই খণ্ডন আছে। অতএব এস্থলে শাঙ্করব্যাখ্যাই বহুজনসম্মত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত উপলভ্যভাষ্যের মধ্যে উহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এস্থলে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে, তাহা এই যে, যে সব বৈষ্ণবাচার্য্য পাঞ্চরাত্রমতরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা পাঞ্চরাত্র একদেশীর মতখণ্ডন বলিয়া পাঞ্চরাত্রমতের নির্দ্দোষতা রক্ষা করিয়াছেন। তদ্রূপ শ্রীকণ্ঠভাষ্যে পাশুপতমতখণ্ডনের জন্য দোষবারণের জন্য একদেশী পাশুপতের খণ্ডন বলিয়া পাশুপতমতের নির্দ্দোষতা রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন ভাষ্যকার শঙ্কর ও ভাস্কর একদেশী পাঞ্চরাত্রমতখণ্ডনের কথা বলেন নাই। এমন কি রামানুজাচার্য্যও সে পথ গ্রহণ না করিয়া অখণ্ড পাঞ্চরাত্রমতের স্থাপনেই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের ব্যাখ্যা সম্প্রদায়ানুগত ব্যাখ্যা নহে। এস্থলে ব্যাসাভিপ্রেত সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাটী শঙ্কর ও ভাস্করেই প্রকাশিত হইয়াছে, মনে হয়। (সম্পাদক)

অধিকরণানুযায়ী সূত্রবিভাগ।

১। রচনানুপপত্ত্যধিকরণ (সাংখ্যমতখণ্ডন)

১। রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্ ২।২।১ (সিদ্ধান্তসূত্র)
২। প্রবৃত্তেশ্চ ২।২।২ „
৩। পয়োম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি ২।২।৩ „
৪। ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ২।২।৪ „
৫। অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ২।২।৫ „
৬। অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ২।২।৬ „
৭। পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ তথাপি ২।২।৭ „
৮। অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ২।২।৮ „
৯। অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তিবিয়োগাৎ ২।২।৯ „
১০। বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ২।২।১০ „

২। মহদ্দীর্ঘাধিকরণ (সাংখ্যের আক্ষেপখণ্ডন)

১। মহদ্দীর্ঘবদ্ বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ২।২।১১ „

৩। পরমাণুজগদকারণত্বাধিকরণ (বৈশেষিকমতখণ্ডন)

১। উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ২।২।১২ „
২। সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ২।২।১৩ „
৩। নিত্যমেব চ ভাবাৎ ২।২।১৪ „
৪। রূপাদিমত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ২।২।১৫ „
৫। উভয়থা চ দোষাৎ ২।২।১৬ „
৬। অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ২।২।১৭ „

৪। সমুদায়াধিকরণ (সর্ব্বাস্তিত্ববৌদ্ধবাদখণ্ডন)

১। সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ নিমিত্তত্বাৎ ২।২।১৮ „
২। ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ২।২।১৯ „
৩। উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ২।২।২০ „
৪। অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ২।২।২১ „
৫। প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ২।২।২২ „
৬। উভয়থা চ দোষাৎ ২।২।২৩ „
৭। আকাশে চাবিশেষাৎ ২।২।২৪ „
৮। অনুস্মৃতেশ্চ ২।২।২৫ „
৯। নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ২।২।২৬ „
১০। উদাসীনানামপি চৈবংসিদ্ধিঃ ২।২।২৭ „

৫। অভাবাধিকরণ (বিজ্ঞান ও শূন্যবাদখণ্ডন)

১। নাভাব উপলব্ধেঃ ২।২।২৮ „
২। বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ২।২।২৯ „
৩। ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ২।২।৩০ „
৪। ক্ষণিকত্বাচ্চ ২।২।৩১ „
৫। সর্ব্বথাঽনুপপত্তেশ্চ ২।২।৩২ „

(অধিকরণসূত্রবিভাগ।)